

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# বুখারী শরীফ

দশম খন্ড

ইمام মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (রঃ)



# বুখারী শরীফ

দশম খণ্ড

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (র)

সম্পাদনা পরিষদ তৎকর্তৃক সম্পাদিত



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ



বুখারী শরীফ (দশম খণ্ড)

আবৃ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল আল বুখারী আল জুফী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইফাবা প্রকাশনা : ১৭৫৫/২

ইফাবা প্রস্থাগার : ২৯৭.১২৪১

ISBN : 984-06-0951-7

প্রথম প্রকাশ

মে ১৯৯৮

ত্রৃতীয় সংস্করণ

জুন ২০০৩

আষাঢ় ১৪১০

বিবিউস সানি ১৪২৪

প্রকাশক

মোহাম্মদ আবদুর রব

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

কম্পিউটার কম্পোজ

মেসার্স মডার্ন কম্পিউটার

২০৪, ফকিরাপুর (১ম গলি), ঢাকা।

প্রচ্ছদ

সবিহ-উল আলম

মুদ্রণ ও বাঁধাই

সেতু অফিসেট প্রেস

৩৭, আর, এম, দাস রোড, সুত্রাপুর, ঢাকা - ১১০০।

মূল্য : ২৪৮.০০ (দুইশত আটচল্লিশ) টাকা মাত্র

---

**BUKHARI SHARIF (10TH VOLUME)** (Compilation of Hadith Sharif): by Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari Al-Jufi (Rh.) in Arabic, translated under the supervision of the Editorial Board of Sihah Sittah and edited by the same board and published by Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. June 2003

Price : Tk 248.00; US Dollar : 8.00

## মহাপরিচালকের কথা

বুখারী শরীফ নামে খ্যাত হাদীসগ্রন্থটির মূল নাম হচ্ছে—‘আল-জামেউল মুসলানাদুস সহীহ আল-মুখতাসার মিন সুনানে রাসূলিল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওয়া আইয়্যামিহি।’ হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই হাদীসগ্রন্থটি যিনি সংকলন করেছেন, তাঁর নাম ‘আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী।’ মুসলিম পণ্ডিগণ বলেছেন, পবিত্র কুরআনের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হচ্ছে এই বুখারী শরীফ। ৭ম হিজরী শতাব্দীর বিখ্যাত আলিম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, আকাশের নিচে এবং মাটির উপরে ইমাম বুখারীর চাহিতে বড় কোন মুহান্দিসের জন্য হয়নি। কাজাকিস্তানের বুখারা অঞ্চলে জন্ম লাভ করা এই ইমাম সত্যিই অতুলনীয়। তিনি সহীহ হাদীস সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে বহু দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে সনদসহ প্রায় ৬ (ছয়) লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন এবং দীর্ঘ ১৬ বছর মহানবী (সা)-এর রাওজায়ে আকদাসের পাশে বসে প্রতিটি হাদীস গ্রহিত করার পূর্বে মোরাকাবার মাধ্যমে মহানবী (সা)-এর সম্মতি লাভ করতেন। এইভাবে তিনি প্রায় সাত হাজার হাদীস চয়ন করে এই ‘জামে সহীহ’ সংকলনটি চূড়ান্ত করেন। তাঁর বিশ্বয়কর স্বরণশক্তি, অগাধ পাণ্ডিত্য ও সুগভীর আন্তরিকতা থাকার কারণে তিনি এই অসাধারণ কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছেন।

মুসলিম বিশ্বের এমন কোন জ্ঞান-গবেষণার দিক নেই যেখানে এই গ্রন্থটির ব্যবহার নেই। প্রথিবীর প্রায় দেড়শত জীবন্ত ভাষায় এই গ্রন্থটি অনুদিত হয়েছে। মুসলিম জাহানের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ইসলামী পাঠ্যক্রমে এটি অন্তর্ভুক্ত। দেশের কামিল পর্যায়ের মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংশ্লিষ্ট বিভাগে এই গ্রন্থটি পাঠ্যতালিকাভুক্ত। তবে এই গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ হয়েছে বেশ বিলম্বে। এ ধরনের প্রামাণ্য গ্রন্থের অনুবাদ যথাযথ ও সঠিক হওয়া আবশ্যিক। এ প্রেক্ষিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কিছুসংখ্যক যোগ্য অনুবাদক দ্বারা এর বাংলা অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করে একটি উচ্চ পর্যায়ের সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক যথারীতি সম্পাদনা করে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৮৯ সালে গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর পাঠকমহলে বিপুল সাড়া পড়ে যায় এবং অল্পকালের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রাক্কালে এ গ্রন্থের অনুবাদ আরো স্বচ্ছ ও মূলানুগ করার জন্য দেশের বিশেষজ্ঞ আলেমগণের সমবর্যে গঠিত সম্পাদনা কমিটির মাধ্যমে সম্পাদনা করা হয়েছে। ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে আমরা এবার এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলাম। আশা করি গ্রন্থটি আগের মতো সর্বমহলে সমাদৃত হবে।

মহান আল্লাহু আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দিন।

সৈয়দ আশরাফ আলী  
মহাপরিচালক  
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

## প্রকাশকের কথা

বুখারী শরীফ হচ্ছে বিশুদ্ধতম হাদীস সংকলন। মহানবী (সা)-এর পবিত্র মুখনিঃসূত বাণী, তাঁর কর্ম এবং মৌন সমর্থন ও অনুমোদন হচ্ছে হাদীস বা সুন্নাহ। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা এবং শরীয়তের বিভিন্ন হুকুম-আহকাম ও দিকনির্দেশনার জন্য সুন্নাহ হচ্ছে দ্বিতীয় উৎস। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআন ও হাদীস উভয়ই ওহী দ্বারা প্রাপ্ত। কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম আর হাদীস হচ্ছে মহানবীর বাণী ও অভিযুক্তি। মহানবী (সা)-এর আমলে এবং তাঁর তিরোধানের অব্যবহিত পরে মুসলিম দিঘিজয়ীগণ ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এ সময় দুর্গম পথের অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে যে কয়জন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের জন্য কঠোর সাধনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ইয়াম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী। তিনি ‘জামে সহীহ’ নামে প্রায় সাত হাজার হাদীস-সম্প্লিত একটি সংকলন প্রস্তুত করেন, যা তাঁর জন্মস্থানের নামে ‘বুখারী শরীফ’ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের প্রায় প্রতিটি দিক নিয়েই বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত এ গ্রন্থটি ইসলামী জ্ঞানের এক প্রামাণ্য ভাণ্ডার।

বাংলাদেশের মদ্রাসাগুলোতে এটি একটি অপরিহার্য পাঠ্যগ্রন্থ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন সকল মুসলমানের জন্যই অপরিহার্য। এ বাস্তবতা থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সিহাহ সিন্তাহ ও অন্যান্য বিখ্যাত এবং প্রামাণ্য হাদীস সংকলন অনুবাদ ও প্রকাশ করে চলেছে। বিজ্ঞ অনুবাদকমণ্ডলী ও যোগ্য সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে এর কাজ সম্পন্ন হওয়ায় এর অনুবাদ হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য। ১৯৮৯ সালে বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত হবার পর থেকেই ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক ও সর্বস্তরের সচেতন পাঠকমহল তা বিপুল আগ্রহের সাথে গ্রহণ করে। পরবর্তীতে এর প্রতিটি খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে প্রিয় পাঠক মহলের কাছে সমাদৃত হয়। জনগণের এই বিপুল চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার দশম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা এই অনুবাদ কর্মটিকে ভুল-ক্রতি মুক্ত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো নজরে ভুল-ক্রতি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবহিত করলে আমরা তা পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা নেব ইন্শাআল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মহানবী (সা)-এর পবিত্র সুন্নাহ জানা ও মানার তাওফিক দিন।  
আমীন ॥

মোহাম্মদ আবদুর রব  
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ  
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

## সম্পাদনা পরিষদ

১. মাওলানা উবায়দুল হক	সভাপতি
২. মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	সদস্য
৩. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সালাম	"
৪. ডষ্টের কাজী দীন মুহম্মদ	"
৫. মাওলানা রহিল আমীন খান	"
৬. মাওলানা এ. কে. এম. আবদুস সালাম	"
৭. মাওলানা ইমদাদুল হক	"
৮. জনাব মুহাম্মদ লুতফুল হক	সদস্য-সচিব

## অনুবাদকমণ্ডলী

১. মাওলানা এ, কে, এম, মুমিনুল হক
২. মাওলানা আবুল কালাম
৩. মাওলানা আবুল ফাতাহ মোঃ ইয়াহুইয়া
৪. মাওলানা মুহাম্মদ রহিল আমীন খান উজানবী

# সূচিপত্র

## দোয়া অধ্যায়

আল্লাহ্ তা'আলার ধিক্র-এর ফযীলত	...	২৯
'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্' বলা	...	৩০
আল্লাহ্ তা'আলার এক কম একশ' নাম রয়েছে	...	৩১
সময়ের বিরতি দিয়ে দিয়ে নসীহত করা	...	৩১

## কোমল হওয়া অধ্যায়

নবী ﷺ -এর বাণী: আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন	...	৩৫
আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার দৃষ্টিভঙ্গ	...	৩৬
নবী ﷺ -এর বাণী : দুনিয়াতে একজন মুসাফির অথবা পথ্যাত্রীর মত থাক আশা এবং এর দৈর্ঘ্য	...	৩৬
যে ব্যক্তি ষাট বছর বয়সে পৌছে গেল, আল্লাহ্ তা'আলা তার বয়সের ওয়র পেশ করার সুযোগ রাখেননি	...	৩৭
যে আমলের দ্বারা আল্লাহ্ সন্তুষ্টি চাওয়া হয়	...	৩৮
দুনিয়ার জাঁকজমক ও দুনিয়ার প্রতি আসক্তি থেকে সতর্কতা	...	৩৯
মহান আল্লাহ্ বাণী: হে মানুষ! আল্লাহ্ প্রতিশ্রূতি সত্য ..... যেন জাহান্নামী হয় পর্যন্ত	...	৪৩
নেক্কার লোকদের বিদায় গ্রহণ	...	৪৪
ধন-সম্পদের পরীক্ষা থেকে বেঁচে থাকা সম্পর্কে	...	৪৪
নবী ﷺ -এর বাণী : এই সম্পদ শ্যামল ও মনোমুঞ্ছকর	...	৪৬
মালের যা অগ্রিম পাঠাবে তা-ই তার হবে	...	৪৬
প্রাচুর্যের অধিকারীরাই স্বল্পাবিকারী	...	৪৭
নবী ﷺ -এর বাণী : আমার জন্য উহুদ সোনা হোক, আমি তা কামনা করি না	...	৪৯
প্রকৃত ঐশ্বর্য হলো অন্তরের ঐশ্বর্য	...	৫০
দরিদ্রতার ফযীলত	...	৫০
নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের জীবন যাপন কিরূপ ছিল এবং তাঁরা দুনিয়া থেকে কি অবস্থায় বিদায় নিলেন	৫২	
আমলে মধ্যমপন্থা অবলম্বন এবং নিয়মিত করা	...	৫৬
ভয়ের সাথে সাথে আশা রাখা	...	৫৯
আল্লাহ্ তা'আলার নিষেধাজ্ঞাসমূহ থেকে সবর করা	...	৫৯
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ উপর পূর্ণ ভরসা রাখবে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট	...	৬০
অনর্থক কথাবার্তা অপচন্দনীয়	...	৬১
যবান সাবধান রাখা	...	৬১
আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে কাঁদা	...	৬৩
আল্লাহ্ ভয়	...	৬৩
সব গুনাহ থেকে বিরত থাকা	...	৬৫
নবী ﷺ -এর বাণী : আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে তাহলে তোমার অবশ্যই হাসতে কর	...	৬৬
প্রবৃত্তি দ্বারা জাহান্নামকে বেষ্টন করা হয়েছে	...	৬৬
জান্নাত তোমাদের কারো জুতার ফিতার চেয়েও বেশি নিকটবর্তী আর জাহান্নামও তদুপ	...	৬৬

মানুষ যেন নিজের চেয়ে নিম্নতর ব্যক্তির দিকে তাকায় আর নিজের চেয়ে উচ্চতর ব্যক্তির দিকে যেন না তাকায়

যে ব্যক্তি ইচ্ছা করল ভাল কাজের কিংবা মন্দ কাজের

সগীরা শুনাহ থেকে বেঁচে থাকা

আমল পরিণামের উপর নির্ভরশীল আর পরিণামের ব্যাপারে ভীত থাকা

অসৎ লোকের সাথে মেলামেশা থেকে নির্জনে থাকা শান্তিদায়ক

আমানতদারী উঠে যাওয়া

লোক দেখানো ও শোনানো ইবাদত

যে ব্যক্তি সাধনা করবে প্রবৃত্তির সাথে আল্লাহর ইবাদতের ব্যাপারে, আল্লাহর আনুগত্যের জন্য নিজের নফসের সাথে

**তা'ওয়াজু (বিনয়)**

নবী ﷺ -এর বাণী : “আমাকে পাঠানো হয়েছে কিয়ামতের সাথে এ দু'টি অঙ্গুলীর ন্যায়”

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করা পছন্দ করে, আল্লাহ তা'আলা ও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন

মৃত্যুবন্ধনা

শিঙায় ফুৎকার

আল্লাহ তা'আলা যমীনকে মুঠিতে নেবেন

হাশরের অবস্থা

মহান আল্লাহর বাণী : কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার

মহান আল্লাহর বাণী : তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে মহাদিবসে?

কিয়ামতের দিন কিসাস গ্রহণ

যার চুলচেরা হিসাব হবে তাকে আযাব দেয়া হবে

সন্তুর হাজার লোক বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে

জাহানাত ও জাহানাম-এর বর্ণনা

সিরাত হল জাহানামের পুল

### হাউয় অধ্যায়

আল্লাহর বাণী : নিশ্চয়ই আমি তোমাকে কাউসার দান করেছি

### তাক্দীর অধ্যায়

আল্লাহ তা'আলা র ইল্ম-এর ওপর (মুতবিকদ) কলম শুকিয়ে গিয়েছে

(মহান আল্লাহর বাণী) : মানুষ যা করবে এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক অবহিত

(মহান আল্লাহর বাণী) : আল্লাহ তা'আলার বিধান নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত

আমলের ভাল-মন্দ শেষ অবস্থার উপর নির্ভর করে

বান্দার মানতকে তাক্দীরে হাওলা করে দেওয়া

'লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' প্রসঙ্গে

নিষ্পাপ সে-ই যাকে আল্লাহ আ'আলা রক্ষা করেন

... ... ৬৭

... ... ৬৭

... ... ৬৮

... ... ৬৯

... ... ৭০

... ... ৭১

... ... ৭২

... ... ৭৩

... ... ৭৪

... ... ৭৫

... ... ৭৭

... ... ৭৯

... ... ৮০

... ... ৮১

... ... ৮৫

... ... ৮৬

... ... ৮৭

... ... ৯০

... ... ৯২

... ... ১০১

... ... ১০৭

... ... ১১৬

... ... ১১৭

... ... ১১৮

... ... ১১৯

... ... ১২১

... ... ১২২

... ... ১২২

আল্লাহর বাণী : যে জনপদকে আমি ধ্রংস করেছি তার সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যে,	...	...	১২৩
তার অধিবাসীবৃন্দ ফিরে আসবে না	...	...	১২৩
(মহান আল্লাহর বাণী) : আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখাচ্ছি তা কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য	...	...	১২৩
আদম (আ) ও মূসা (আ) আল্লাহ তা'আলার সামনে কথা কাটাকাটি করেন	...	...	১২৪
আল্লাহ তা'আলা যা দান করেন তা রোধ করার কেউ নেই	...	...	১২৪
যে ব্যক্তি হতভাগ্যের গাহীন গর্ত ও মন্দ তাক্দীর থেকে আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় চায়	...	...	১২৫
(আল্লাহ তা'আলা) মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে যান	...	...	১২৬
(মহান আল্লাহর বাণী) : বল, আমাদের জন্য আল্লাহ যা নির্দিষ্ট করেছেন তা ছাড়া আমাদের কিছু হবে না	...	...	১২৬
(মহান আল্লাহর বাণী) : আল্লাহ আমাদের পথ না দেখালে আমরা কখনও পথ পেতাম না	...	...	১২৭
<b>শপথ ও মানত অধ্যায়</b>			
আল্লাহর বাণী : তোমাদের নির্বর্থক শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না	...	...	১৩১
নবী ﷺ -এর বাণী : আল্লাহর কসম	...	...	১৩৩
নবী ﷺ -এর কসম কিরণপ ছিল	...	...	১৩৪
তোমরা পিতা-পিতামহের কসম করবে না	...	...	১৪০
লাত, উ঍য়া ও প্রতিমাসমূহের কসম করা যায না	...	...	১৪৩
কেউ যদি কোন বস্তুর কসম করে অথচ তাকে কসম দেয়া হয়নি	...	...	১৪৩
কেউ যদি ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের কসম করে	...	...	১৪৩
“যা আল্লাহ যা চান ও তুমি যা চাও” বলবে না	...	...	১৪৪
(মহান আল্লাহর বাণী) : তারা আল্লাহ তা'আলার নামে সুদৃঢ় কসম করেছে	...	...	১৪৪
কোন ব্যক্তি যখন বলে : আল্লাহ তা'আলাকে আমি সাক্ষী মানছি অথবা যদি বলে,	...	...	১৪৬
আল্লাহ তা'আলাকে আমি সাক্ষী বানিয়েছি	...	...	১৪৬
আল্লাহ তা'আলার নামে অঙ্গীকার করা	...	...	১৪৬
আল্লাহ তা'আলার ইয়েত, গুণবলি ও কলেমাসমূহের কসম করা	...	...	১৪৭
কোন ব্যক্তির আল্লাহর কসম বলা	...	...	১৪৮
(মহান আল্লাহর বাণী) : তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না,	...	...	১৪৮
কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন	...	...	১৪৮
কসম করে ভুলবশত যখন কসম ভঙ্গ করে	...	...	১৪৯
মিথ্য কসম	...	...	১৫৩
আল্লাহর বাণী : যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে	...	...	১৫৪
এমন কিছুতে কসম করা যার ওপর কসমকারীর মালিকানা নেই এবং গুনাহের কাজের কসম ও	...	...	১৫৫
রাগের বশবর্তী হয়ে কসম করা	...	...	১৫৫
কোন ব্যক্তি যখন বলে, আল্লাহর কসম! আজ আমি কথা বলব না। এরপর সে নামায আদায় করল	...	...	১৫৬
অথবা কুরআন পাঠ করল	...	...	১৫৬
যে ব্যক্তি এ মর্মে কসম করে যে, স্বীয় স্ত্রীর কাছে একমাস গমন করবে না আর মাস যদি হয় উন্নতিশ দিনে...	...	...	১৫৭
যদি কোন ব্যক্তি নাবীয পান করবে না বলে কসম করে। অতঃপর তেল, চিনি বা আসীর পান করে ফেলে ..	...	...	১৫৮
যখন কোন ব্যক্তি তরকারী খাবে না বলে কসম করে, এরপর রুটির সাথে খেজুর মিশ্রিত করে খায়	...	...	১৫৯
কসমের মধ্যে নিয়ত করা	...	...	১৬০

## বার

যখন কোন ব্যক্তি তার মাল মানত এবং তাওবার লক্ষ্যে দান করে	...	...	১৬১
যখন কোন ব্যক্তি কোন খাদ্যকে হারাম করে নেয়	...	...	১৬১
মানত পুরা করা এবং আল্লাহর বাণী : তাদের দ্বারা মানত পুরা করা হয়ে থাকে	...	...	১৬২
মানত করে তা পূর্ণ না করা গুনাহ্র কাজ	...	...	১৬৩
ইবাদতের ক্ষেত্রে মানত করা	...	...	১৬৪
কোন ব্যক্তি জাহিলী যুগে মানত করল বা কসম করল যে, সে মানুষের সঙ্গে কথা বলবে না, এরপর সে ইসলাম গ্রহণ করেছে	...	...	১৬৪
মানত আদায় না করে কোন ব্যক্তি যদি মারা যায়	...	...	১৬৪
গুনাহ্র কাজের এবং এই বস্তুর মানত করা যার উপর অধিকার নেই	...	...	১৬৫
কোন ব্যক্তি যদি নির্দিষ্ট কয়েক দিন রোহা পালনের মানত করে আর তার মাঝে কুরবানীর দিনসমূহ বা দুদুল ফিত্রের দিন পড়ে যায়	...	...	১৬৭
কসম ও মানতের মধ্যে ভূমি, বক্রী, কৃষি ও আসবাবপত্র শামিল হয় কি?	...	...	১৬৮

## শপথের কাফ্ফারা অধ্যায়

মহান আল্লাহর বাণী : আল্লাহ তোমাদের শপথ হতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন	...	...	১৭২
যে ব্যক্তি কাফ্ফারা দিয়ে দরিদ্রকে সাহায্য করে	...	...	১৭২
দশজন মিসকীনকে কাফ্ফারা প্রদান করা; চাই তারা নিকটাঞ্চীয় হোক বা দূরের হোক	...	...	১৭৩
মদীনা শরীফের সা' ও নবী ﷺ -এর মুদ এবং এর বরকত	...	...	১৭৪
মহান আল্লাহর বাণী : অথবা গোলাম আযাদ করা। এবং কোনু প্রকারের গোলাম আযাদ করা উত্তম কাফ্ফারা আদায়ের ক্ষেত্রে মুদাব্বার, উষ্মে ওয়ালাদ, মুকাতাব এবং যিনার সন্তান আযাদ করা	...	...	১৭৫
যখন দু'জনের মধ্যে শরীকানা কোন গোলাম আযাদ করে অথবা কাফ্ফারার ক্ষেত্রে গোলাম আযাদ করে তখন তার ওয়ালাতে (স্বত্ত্বাধিকারী) কে পাবে!	...	...	১৭৬
কসমের ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ বলা	...	...	১৭৬
কসম ভঙ্গ করার পূর্বে এবং পরে কাফ্ফারা আদায় করা	...	...	১৭৮

## উত্তরাধিকার অধ্যায়

উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া	...	...	১৮৩
নবী ﷺ -এর বাণী: আমাদের কোন উত্তরাধিকারী হবে না আর যা কিছু আমরা রেখে যাই	...	...	১৮৪
সবই হবে সাদাকাস্তুরপ	...	...	১৮৪
নবী ﷺ -এর বাণী : যে ব্যক্তি মাল রেখে যায় তা তার পরিবার পরিজনের হবে	...	...	১৮৭
পিতা-মাতার পক্ষ থেকে সন্তানদের উত্তরাধিকার	...	...	১৮৮
কন্যা সন্তানদের উত্তরাধিকার	...	...	১৮৮
পুত্রের অবর্তমানে নাড়ির উত্তরাধিকার	...	...	১৮৯
কন্যার বর্তমানে পুত্র তরফের নাতনীর উত্তরাধিকার	...	...	১৯০
পিতা ও ভ্রাতৃবৃন্দের বর্তমানে দাদার উত্তরাধিকার	...	...	১৯১
সন্তানাদির বর্তমানে স্বামীর উত্তরাধিকার	...	...	১৯১
সন্তানাদির বর্তমানে স্বামী ও স্ত্রীর উত্তরাধিকার	...	...	১৯২
কন্যাদের বর্তমানে ভগ্নি আসবাব হিসাবে উত্তরাধিকারিণী হয়	...	...	১৯২
ভগ্নিগণ ও ভ্রাতৃগণের উত্তরাধিকার	...	...	১৯৩

## তের

(মহান আল্লাহর বাণী) : লোকেরা আপনার নিকট ব্যবস্থা জানতে চায়। বলুন, পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বে তোমাদেরকে আল্লাহ ব্যবস্থা জানাচ্ছেন .....	...	...	১৯৩
(কোন মেয়েলোকের) দু'জন চাচাতো ভাই, তন্মধ্যে একজন যদি মা শরীক ভাই আর অপরজন যদি স্বামী হয়	...	...	১৯৪
যাবিল আরহাম	...	...	১৯৪
লি'আনকারীদের উত্তরাধিকার	...	...	১৯৫
শ্যায়সঙ্গিনী আযাদ হোক বা বাঁদী, সন্তান শ্যায়াধিপতির	...	...	১৯৫
অভিভাবকত্ব ঐ ব্যক্তির জন্য যে আযাদ করবে। আর লাকীত এর উত্তরাধিকার সায়বার উত্তরাধিকার	...	...	১৯৬
যে গোলাম তার মনিবদ্দের ইচ্ছার খেলাফ কাজ করে তার গুনাহ	...	...	১৯৭
কাফের যদি কোন মুসলমানের হাতে ইসলাম ঘৃণ করে	...	...	১৯৮
নারীগণ ওয়ালার উত্তরাধিকারী হতে পারে	...	...	১৯৯
কোন কাওমের আযাদকৃত গোলাম তাদেরই অস্তর্ভুক্ত। আর বোনের ছেলেও ঐ কাওমের অস্তর্ভুক্ত বন্দীর উত্তরাধিকার	...	...	২০০
মুসলমান কাফেরের এবং কাফের মুসলমানের উত্তরাধিকারী হয় না! কোন ব্যক্তি সম্পত্তি বন্টনের পূর্বে মুসলমান হয়ে গেলে সে মিরাস পাবে না	...	...	২০১
নাসারা গোলাম ও নাসারা মাকাতিবের মিরাস এবং যে ব্যক্তি আপন সন্তানকে অস্বীকার করে তার গুনাহ	...	...	২০১
যে ব্যক্তি কাউকে ভাই বা ভ্রাতুপুত্র হওয়ার দাবি করে	...	...	২০১
প্রকৃত পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা বলে দাবি করা	...	...	২০২
কোন মহিলা কাউকে পুত্র হিসাবে দাবি করলে তার বিধান	...	...	২০২
চিহ্ন ধরে অনুসরণ	...	...	২০৩

## শরীয়তের শাস্তি অধ্যায়

যিনা ও শরাব পান	...	...	২০৭
শরাবপায়ীকে প্রহার করা	...	...	২০৮
যে ব্যক্তি ঘরের ভিতরে শরীয়তের শাস্তি দেওয়ার জন্য হুকুম দেয়	...	...	২০৮
বেত্রাঘাত এবং জুতা মারার বর্ণনা	...	...	২০৮
শরাব পানকারীকে লা'নত করা মাকরহ এবং সে মুসলমান থেকে খারিজ নয়	...	...	২১০
চোর যখন চুরি করে	...	...	২১১
চোরের নাম না নিয়ে তার উপর লা'নত করা	...	...	২১১
হনুদ (শরীয়তের শাস্তি) (গুনাহ) কাফ্ফারা হয়ে যায়	...	...	২১১
শরীয়তের কোন হন্দ (শাস্তি) বা হক ব্যতীত মু'মিনের পিঠ সংরক্ষিত	...	...	২১২
শরীয়তের হনসমূহ (শাস্তি) কায়েম করা এবং আল্লাহ তা'আলার নিষিদ্ধ কাজে প্রতিশোধ নেয়া	...	...	২১৩
আশরাফ-আত্রাফ (উচ্চ-নিচু) সকলের ক্ষেত্রে শরীয়তের শাস্তি কায়েম করা	...	...	২১৩
বাদশাহৰ কাছে যখন মুকাদ্মা পেশ করা হয় তখন শরীয়তের শাস্তির বেলায় সুপারিশ করা অসমীয়ান আল্লাহর বাণী : পুরুষ কিংবা নারী চুরি করলে তাদের হস্তচ্ছেদন কর। কি পরিমাণ মাল	..	২১৩	
চুরি করলে হাত কাটা যাবে	...	...	২১৪
চোরের তওবা	...	...	২১৭

**কাফের ও ধর্মত্যাগী বিদ্রোহীদের বিবরণ অধ্যায়**

নবী ধর্মত্যাগী বিদ্রোহীদের ক্ষতস্থানে লোহা পুড়ে দাগ দেননি। অবশেষে তারা মারা গেল	...	২২২
ধর্মত্যাগী বিদ্রোহীদেরকে পানি পান করানো হয়নি; অবশেষে তারা মারা গেল	...	২২২
নবী বিদ্রোহীদের চক্ষুগুলো লোহশলাকা দ্বারা ফুঁড়ে দিলেন	...	২২৩
অশ্লীলতা বর্জনকারীর ফর্মালত	...	২২৩
ব্যভিচারীদের পাপ	...	২২৪
বিবাহিতকে রজম করা	...	২২৬
পাগল ও পাগলিনীকে রজম করা যাবে না	...	২২৭
ব্যভিচারীর জন্য পাথর	...	২২৭
সমতল স্থানে রজম করা	...	২২৮
ঈদগাহ ও জানায়া আদায়ের স্থানে রজম করা	...	২২৯
যে এমন কোন অপরাধ করল যা হৃদ এর আওতাভুক্ত নয় এবং সে ইমামকে অবগত করল	...	২২৯
যে কেউ শাস্তির স্বীকারোক্তি করল অথচ বিস্তারিত বলেনি, তখন ইমামের জন্য তা গোপন রাখা বৈধ কি?	...	২৩০
স্বীকারোক্তিকারীকে ইমাম কি এ কথা বলতে পারে যে, সম্ভবত তুমি স্পর্শ করেছ অথবা ইশারা করেছ?	...	২৩১
স্বীকারোক্তিকারীকে ইমামের প্রশ্ন “তুমি কি বিবাহিত”?	...	২৩১
যিনার স্বীকারোক্তি	...	২৩২
যিনার কারণে বিবাহিতা গর্ভবতী মহিলাকে রজম করা	...	২৩৪
অবিবাহিত যুবক, যুবতী উভয়কে কশাঘাত করা হবে এবং নির্বাসিত করা হবে	...	২৩৯
গুনাহগার ও হিজড়াদেরকে নির্বাসিত করা	...	২৪০
ইমাম অনুপস্থিত থাকা অবস্থায় অন্য কাউকে হৃদ প্রয়োগের নির্দেশ প্রদান করা	...	২৪০
আল্লাহর বাণী : তোমাদের মধ্যে কারো সাধী, বিশ্঵াসী নারী বিবাহের সামর্থ্য না থাকলে	...	২৪১
দাসী যখন যিনা করে	...	২৪১
দাসী যিনা করে বসলে তাকে তিরক্ষার ও নির্বাসন দেওয়া যাবে না	...	২৪২
যিদ্যিরা যিনা করলে এবং ইমামের নিকট তাদের মোকদ্দমা পেশ করা হলে এবং তাদের ইহসান	...	২৪২
(বিবাহিত হওয়া) সম্পর্কিত বিধান	...	২৪২
বিচারক ও লোকদের কাছে আপন স্তৰী বা অন্যের স্তৰীর উপর যখন যিনার অভিযোগ করা হয়	...	২৪৩
প্রশাসক ছাড়া অন্য কেউ যদি নিজ পরিবার কিংবা অন্য কাউকে শাসন করে	...	২৪৪
যদি কেউ তার স্তৰীর সহিত পরপুরূষকে দেখে এবং তাকে হত্যা করে ফেলে	...	২৪৫
কোন বিষয়ে অস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা	...	২৪৫
শাস্তি ও শাসনের পরিমাণ কতটুকু	...	২৪৬
যে ব্যক্তি প্রমাণ ব্যতীত অশ্লীলতা ও অন্যের কলংকিত হওয়াকে প্রকাশ করে এবং অপবাদ রটায়	...	২৪৮
সাধী রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা	...	২৪৯
ক্রীতদাসদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা	...	২৫০
ইমাম থেকে অনুপস্থিত ব্যক্তিকে প্রয়োগ করার জন্য তিনি কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ করতে পারেন কি?	...	২৫০

**রাজ্ঞপণ অধ্যায়**

আল্লাহর বাণী : আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে	...	২৫৭
আল্লাহর বাণী : হে মু'মিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেওয়া হয়েছে	....	২৬০

(ইমাম কর্তৃক) হত্যাকারীকে স্বীকারোক্তি পর্যন্ত প্রশ্ন করা। আর শরীয়তের দণ্ড বিধির ব্যাপারে স্বীকারোক্তি	...	...	২৬০
পাথর বা লাঠি দ্বারা হত্যা করা	...	...	২৬১
আল্লাহর বাণী : প্রাণের বদলে প্রাণ	...	...	২৬১
যে ব্যক্তি পাথর দ্বারা কিসাস নিল	...	...	২৬২
কাউকে হত্যা করা হলে তার উত্তরাধিকারিগণ দুই প্রকার দণ্ডের যে কোন একটি প্রয়োগের ইথ্রিয়ার লাভ করে	...	...	২৬২
যথার্থ কারণ ব্যতীত রক্তপাত দাবি করা	...	...	২৬৪
ভুলক্রমে হত্যার ক্ষেত্রে মৃত্যুর পর ক্ষমা প্রদর্শন করা	...	...	২৬৪
আল্লাহ তা'আলার বাণী : কোন মু'মিন ব্যক্তির অন্য মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করা বৈধ নয়	...	...	২৬৪
একবার হত্যার স্বীকারোক্তি করলে তাকে হত্যা করা হবে	...	...	২৬৪
মহিলার বদলে পুরুষকে হত্যা করা	...	...	২৬৫
আহত হওয়ার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষদের মধ্যে কিসাস	...	...	২৬৫
হাকিমের কাছে মোকদ্দমা দায়ের করা ব্যতীত আপন অধিকার আদায় করে নেওয়া বা কিসাস গ্রহণ করা	...	...	২৬৬
(জনতার) ভিড়ে মারা গেলে বা হত্যা করা হলে	...	...	২৬৬
যখন কেউ ভুলবশত নিজেকে হত্যা করে ফেলে তখন তার কোন রক্তপণ নেই	...	...	২৬৭
কাউকে দাঁত দিয়ে কামড় দেওয়ার ফলে তার দাঁত উপড়ে গেলে	...	...	২৬৮
দাঁতের বদলে দাঁত	...	...	২৬৮
আঙুলের রক্তপণ	...	...	২৬৮
যখন একটি দল কোন এক ব্যক্তিকে বিপন্ন করে তোলে, তখন তাদের সকলকে শাস্তি প্রদান করা হবে কি? অথবা সকলের নিকট থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে কি?	...	...	২৬৯
'কাসামাহ' (শপথ)	...	...	২৭০
যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিদের ঘরে উঁকি মারল। আর তারা ওর চক্ষু ফুঁড়ে দিল	...	...	২৭৫
আকিলা (রক্তপণ) প্রসঙ্গে	...	...	২৭৫
মহিলার জ্ঞণ	...	...	২৭৬
মহিলার জ্ঞণ এবং দিয়াত পিতা ও পিতার নিকটাঞ্চায়দের উপর বর্তায়, সন্তানের উপর নয়	...	...	২৭৭
যে কেউ গোলাম অথবা বালক থেকে সাহায্য চায়	...	...	২৭৮
খনি দণ্ডমুক্ত এবং কৃপ দণ্ডমুক্ত	...	...	২৭৯
পশ্চ আহত করলে তাতে কোন ক্ষতিপূরণ নেই	...	...	২৭৯
যে ব্যক্তি যিনিকে বিনা দোষে হত্যা করে তার পাপ	...	...	২৮০
কাফেরের বদলে মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না	...	...	২৮০
যখন কোন মুসলমান কোন ইহুদীকে ক্রোধের সময় খাপ্পড় লাগাল	...	...	২৮০

আল্লাহদ্রোহী ও ধর্মত্যাগীদেরকে তাওবার প্রতি আহ্বান ও তাদের সাথে যুক্ত অধ্যায়	...	...	২৮৫
যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শির্ক করে তার গুনাহ এবং দুনিয়া ও আবিরাতে তার শাস্তি	...	...	২৮৭
ধর্মত্যাগী পুরুষ ও নারীর হৃকুম	...	...	২৮৭
যারা ফরয়সমূহ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং যাদেরকে ধর্মত্যাগের অপরাধে অপরাধী করা হয়েছে তাদেরকে হত্যা করা	...	...	২৮৯

যখন কোন যিচী বা অন্য কেউ নবী <small>সাহারাবাদ মুসলিম</small> -কে বাকচাতুরীর মাধ্যমে গালি দেয় এবং স্পষ্ট করে না অনুচ্ছেদ	...	২৯০
খারিজী সম্পদায় ও মুলহিদদের অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর তাদেরকে হত্যা করা	...	২৯১
যারা মনোরঞ্জনের নিমিত্ত খারিজীদের সাথে যুদ্ধ ত্যাগ করে এবং এজন্য যে যাতে করে লোকেরা তাদের প্রতি বিরুপ মনোভাব পোষণ না করে	...	২৯৩
নবী <small>সাহারাবাদ মুসলিম</small> -এর বাণী : কশ্মিনকালেও কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না দু'টি দল পরম্পর লড়াই করবে, অথচ তাদের দাবি হবে অভিন্ন	...	২৯৪
ব্যাখ্যা প্রদানকারীদের সম্পর্কে যা বর্ণনা করা হয়েছে	...	২৯৪

### বল প্রয়োগে বাধ্য করা অধ্যায়

যে ব্যক্তি কুফরী কবূল করার পরিবর্তে দৈহিক নির্যাতন, নিহত ও লাক্ষ্মিত হওয়াকে অগ্রাধিকার দেয়	...	৩০২
জোরপূর্বক কাউকে দিয়ে তার নিজের সম্পদ বা অপরের সম্পদ বিক্রয় করানো	...	৩০৩
বল প্রয়োগকৃত ব্যক্তির বিয়ে জায়েয হয় না	...	৩০৪
কাউকে যদি বাধ্য করা হয়, যার ফলে সে গোলাম দান করে ফেলে অথবা বিক্রি করে দেয় তবে তা কার্যকর হবে না	...	৩০৫
'ইকবাহ' (বাধ্যকরণ) শব্দ থেকে কারহান ও কুরহান নির্গত, উভয়টির অর্থ অভিন্ন	...	৩০৫
যখন কোন মহিলাকে ব্যভিচারে বাধ্য করা হয়, তখন তার উপর কোন হস্ত আসে না	...	৩০৬
যখন কোন ব্যক্তি তার সঙ্গী সম্পর্কে নিহত হওয়া বা অনুরূপ কিছুর আশংকা পোষণ করে, তখন (তার কল্যাণাথে) কসম করা যে, সে তার ভাই	...	৩০৭

### কূটকৌশল অধ্যায়

কূটকৌশল পরিত্যাগ করা। এবং কসম ইত্যাদিতে যে যা নিয়ত করবে তা-ই তার ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে	...	৩১১
নামায	...	৩১১
যাকাত এবং সাদাকা প্রদানের ভয়ে যেন একত্রিত পুঁজিকে বিভক্ত করা না হয় এবং বিভক্ত পুঁজিকে যেন একত্রিত করা না হয়	...	৩১২
অনুচ্ছেদ	...	৩১৪
ক্রয়-বিক্রয়ে যে কূটকৌশল অপচন্দনীয়	...	৩১৫
দালালী করা অশোভনীয় হওয়া প্রসঙ্গে	...	৩১৫
ক্রয়-বিক্রয়ে ধোকাবাজি নিষেধ হওয়া প্রসঙ্গে	...	৩১৫
অভিভাবকের পক্ষে বাস্তিতা ইয়াতীম বালিকার পুরা মহর না দেওয়ার ব্যাপারে কৌশল অবলম্বন করা নিষেধ হওয়া প্রসঙ্গে	...	৩১৬
যদি কেউ কোন বাঁদী অপহরণ করার পর বলে, সে মরে গেছে এবং বিচারকও মৃত বাঁদীর মূল্যের ফায়সালা করে দেন	...	৩১৭
অনুচ্ছেদ	...	৩১৭
বিয়ে	...	৩১৭
কোন মহিলার জন্য স্বামী ও সতীনের বিরুদ্ধে কৌশল করা অপচন্দনীয়	...	৩১৯

## সতের

প্রেগ মহামারী আক্রান্ত এলাকা থেকে পলায়ন করার জন্য কৌশলের আশ্রয় নেয়া নিষিদ্ধ হেবা ও শুফ্ট'আর ব্যাপারে কৌশল অবলম্বন	...	...	৩২১
বখ্শিশ পাওয়ার নিমিত্ত কর্মচারীর কৌশল অবলম্বন	...	...	৩২২
	...	...	৩২৪

## স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান অধ্যায়

রাসূলুল্লাহ <small>সল্লামু আলি ফাতেহ</small> -এর ওইর সূচনা হয় ভালো স্বপ্নের মাধ্যমে	...	...	৩২৯
নেক্কার লোকদের স্বপ্ন	...	...	৩৩১
(রাসূলুল্লাহ <small>সল্লামু আলি ফাতেহ</small> -এর বাণী) : ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়	...	...	৩৩২
ভাল স্বপ্ন নবৃত্তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ	...	...	৩৩২
সুসংবাদবাহী বিষয়াদি	...	...	৩৩৩
ইউসুফ (আ)-এর স্বপ্ন এবং আল্লাহর বাণী : স্মরণ কর, ইউসুফ যখন তার পিতাকে বলেছিল..... তোমার প্রতিপালক সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়	...	...	৩৩৪
ইব্রাহীম (আ)-এর স্বপ্ন এবং আল্লাহর বাণী : অত:পর সে যখন তার পিতার সঙ্গে কাজ..... এভাবে আমি সংকর্মপ্রায়গদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি	...	...	৩৩৪
একাধিক লোকের অভিন্ন স্বপ্ন দেখা	...	...	৩৩৪
বন্দী, বিশ্রংখলা সৃষ্টিকারী ও মুশরিকদের স্বপ্ন	...	...	৩৩৫
যে ব্যক্তি নবী <small>সল্লামু আলি ফাতেহ</small> -কে স্বপ্নে দেখে	...	...	৩৩৫
রাত্রিকালীন স্বপ্ন	...	...	৩৩৬
দিনের বেলায় স্বপ্ন দেখা	...	...	৩৩৮
মহিলাদের স্বপ্ন	...	...	৩৩৯
খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে	...	...	৩৪০
স্বপ্নে দুখ দেখা	...	...	৩৪০
যখন স্বপ্নে নিজের চতুর্দিকে বা নথে দুখ প্রবাহিত হতে দেখা যায়	...	...	৩৪১
স্বপ্নে জামা দেখা	...	...	৩৪১
স্বপ্নে জামা হেঁচড়িয়ে চলা	...	...	৩৪২
স্বপ্নে সবুজ রং ও সবুজ বাগিচা দেখা	...	...	৩৪২
স্বপ্নে মহিলার নিকাব উন্মোচন	...	...	৩৪৩
স্বপ্নে রেশমী কাপড় দেখা	...	...	৩৪৩
স্বপ্নে হাতে চাবি দেখা	...	...	৩৪৪
স্বপ্নে হাতল অথবা আংটায় ঝুলা	...	...	৩৪৪
স্বপ্নে নিজ বালিশের নিচে তাঁবুর ঝুঁটি দেখা	...	...	৩৪৫
স্বপ্নে মোটা রেশমী কাপড় দেখা ও জান্মাতে প্রবেশ করতে দেখা	...	...	৩৪৫
স্বপ্নে বন্ধন দেখা	...	...	৩৪৬
স্বপ্নে প্রবাহিত ঝর্ণা দেখা	...	...	৩৪৬
স্বপ্নযোগে কৃপ থেকে এমনভাবে পানি তুলতে দেখা যে লোকদের তৃক্ষণা নিবারিত হয়ে যায়	...	...	৩৪৭
স্বপ্নে দুর্বলতার সাথে কৃপ থেকে এক বা দু'বালতি পানি তুলতে দেখা	...	...	৩৪৮
স্বপ্নে বিশ্রাম করতে দেখা	...	...	৩৪৯

স্বপ্নে প্রাসাদ দেখা	...	...	৩৪৯
স্বপ্নে ওয় করতে দেখা	...	...	৩৫০
স্বপ্নে কাঁবা গৃহ তাওয়াফ করা	...	...	৩৫১
স্বপ্নে নিজের অবশিষ্ট পানীয় থেকে অন্যকে দেওয়া	...	...	৩৫১
স্বপ্নে নিরাপদ মনে করা ও ভীতি দূর হতে দেখা	...	...	৩৫২
স্বপ্নে ডান দিক গ্রহণ করতে দেখা	...	...	৩৫৩
স্বপ্নে পেয়ালা দেখা	...	...	৩৫৪
স্বপ্নে কোন কিছু উড়তে দেখা	...	...	৩৫৪
স্বপ্নে গন্ধ যবেহ হাতে দেখা	...	...	৩৫৫
স্বপ্নে ঝুঁ দেওয়া	...	...	৩৫৫
কেউ স্বপ্নে দেখল যে, সে একদিক থেকে একটা জিনিস বের করে অন্যত্র রেখেছে	...	...	৩৫৬
স্বপ্নে কালো মহিলা দেখা	...	...	৩৫৬
স্বপ্নে এলামেলো চূলবিশিষ্ট মহিলা দেখা	...	...	৩৫৬
স্বপ্নে নিজেকে তরবারী নাড়াচাড়া করতে দেখা	...	...	৩৫৭
যে ব্যক্তি সীয় স্বপ্ন বর্ণনায় মিথ্যার আশ্রয় নিল	...	...	৩৫৭
স্বপ্নে অপছন্দনীয় কোন কিছু দেখলে তা কারো কাছে না বলা এবং সে সম্পর্কে কোন আলোচনা না করা	...	...	৩৫৮
ভুল ব্যাখ্যাকারীর ব্যাখ্যাকে প্রথমেই চূড়ান্ত বলে মনে না করা	...	...	৩৫৯
ফজরের নামাযের পরে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়া	...	...	৩৬০

### ফিত্না অধ্যায়

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : তোমরা সেই ফিত্না সম্পর্কে সতর্ক হও যা তোমাদের কেবল জালিমদের উপরই আপত্তি হবে না । এবং যা নবী ﷺ ফিত্না সম্পর্কে সতর্ক করতেন	...	...	৩৬৭
নবী ﷺ -এর বাণী : আমার পরে তোমরা এমন কিছু দেখতে পাবে, যা তোমরা পছন্দ করবে না	...	...	৩৬৮
নবী ﷺ -এর বাণী : কতিপয় নির্বোধ বালকের হাতে আমার উদ্যত ধ্বংস হবে	...	...	৩৭০
নবী ﷺ -এর বাণী : আরবরা অত্যাসন্ন এক দুর্ঘোগে হালাক হয়ে যাবে	...	...	৩৭১
ফিত্নার প্রকাশ	...	...	৩৭২
প্রতিটি যুগের চেয়ে পরবর্তী যুগ আরও নিকৃষ্টতর হবে	...	...	৩৭৩
নবী ﷺ -এর বাণী : যে ব্যক্তি আমাদের উপর অন্ত উত্তোলন করবে সে আমাদের দলভূক্ত নয়	...	...	৩৭৪
নবী ﷺ -এর বাণী : আয়ার পর তোমরা পরম্পরে হানাহানি করে কুফুরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না	...	...	৩৭৫
নবী ﷺ -এর বাণী : ফিত্না ব্যাপক হারে হবে, তাতে দাঁড়ানো ব্যক্তির চাইতে উপবিষ্ট ব্যক্তি উত্তম হবে	...	...	৩৭৭
দু'জন মুসলিম তরবারী নিয়ে পরম্পরে মারমুরী হলে	...	...	৩৭৮
যখন জামাআত (মুসলমানরা সংঘবন্ধ) থাকবে না তখন কি করতে হবে	...	...	৩৭৯
যে ফিত্নাবাজ ও জালিমদের দল ভারী করাকে অপছন্দনীয় মনে করে	...	...	৩৮০
যখন মানুষের আবর্জনা (নিকৃষ্ট) অবশিষ্ট থাকবে	...	...	৩৮১
ফিত্নার সময় বেদুইনসুলভ জীবনযাপন করা বাস্তুনীয়	...	...	৩৮২
ফিত্না থেকে আশ্রয় প্রার্থনা	...	...	৩৮৩
নবী ﷺ -এর বাণী: ফিত্না পূর্ব দিক থেকে শুরু হবে	...	...	৩৮৪

## উনিশ

সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় ফিত্না তরঙ্গায়িত হবে	...	...	৩৮৬
অনুচ্ছেদ	...	...	৩৮৮
যখন আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়-এর উপর আঘাত নায়িল করেন	...	...	৩৯১
হাসান ইব্ন আলী (রা) সম্পর্কে নবী ﷺ -এর উক্তি : অবশ্যই আমার এ পৌত্র সরদার আর সন্তবত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে মুসলমানদের (বিবদমান) দুটি দলের মধ্যে সমরোতা সৃষ্টি করবেন	...	...	৩৯১
যখন কেউ কোন সম্প্রদায়ের কাছে কিছু বলে পরে বেরিয়ে এসে বিপরীত বলে কবরবাসীদের প্রতি ঈর্ষা না জাগা পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না	...	...	৩৯২
যামানার এমন পরিবর্তন হবে যে, পুনরায় মূর্তিপূজা শুরু হবে	...	...	৩৯৪
আগুন বের হওয়া	...	...	৩৯৫
অনুচ্ছেদ	...	...	৩৯৬
দাজ্জাল সংক্রান্ত আলোচনা	...	...	৩৯৭
দাজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করবে না	...	...	৪০০
ইয়াজুজ ও মাঝুজ	...	...	৪০১

## আহকাম অধ্যায়

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী	...	...	৪০৫
আমীর কুরাইশদের থেকে হবে	...	...	৪০৬
হিক্মাত (সঠিক জ্ঞান)-এর সাথে বিচার ফয়সালাকারীর প্রতিদান	...	...	৪০৭
ইমামের আনুগত্য ও মান্যতা যতক্ষণ তা নাফরমানীর কাজ না হয়	...	...	৪০৭
যে ব্যক্তি আল্লাহ্ কাছে নেতৃত্ব চায় না, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা সাহায্য করেন	...	...	৪০৮
যে ব্যক্তি নেতৃত্ব চায়, তা তার উপরই ন্যস্ত করা হয়	...	...	৪০৯
নেতৃত্বের লোভ অপছন্দনীয়	...	...	৪০৯
জনগণের নেতৃত্ব লাভের পর তাদের কল্যাণ কামনা না করা	...	...	৪১০
যে কঠোর ব্যবহার করবে আল্লাহ্ ও তার প্রতি কঠোর ব্যবহার করবেন	...	...	৪১১
রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিচার করা, কিংবা ফাত্খওয়া দেওয়া	...	...	৪১২
উল্লেখ আছে যে, নবী ﷺ -এর কোন দারোয়ান ছিল না	...	...	৪১২
বিচারক উপরস্থ শাসনকর্তার বিনা অনুমতিতেই হত্যাযোগ্য আসামীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে পারেন	...	...	৪১৩
রাগের অবস্থায় বিচারক বিচার করতে এবং মুফ্তী ফাত্খওয়া দিতে পারবেন কি?	...	...	৪১৪
যে ব্যক্তি মনে করে যে, বিচারকের তার জ্ঞানের ভিত্তিতে লোকদের ব্যাপারে বিচার ফয়সালা করার অধিকার রয়েছে। যদি জনগণের কুধারণা ও অপবাদের ভয় তার না থাকে	...	...	৪১৫
মোহরকৃত চিঠির ব্যাপারে সাক্ষ্য, ও এতে যা বৈধ ও যা সীমিত করা হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালকের চিঠি প্রশাসকদের কাছে এবং বিচারপতির চিঠি বিচারপতির কাছে	...	...	৪১৬
লোক কখন বিচারক হওয়ার যোগ্য হয়	...	...	৪১৮
প্রশাসক ও প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ভাতা	...	...	৪১৯
যে ব্যক্তি মসজিদে বসে বিচার করে ও লি'আন করে	...	...	৪২০

যে ব্যক্তি মসজিদে বিচার করে। পরিশেষে যখন হৃদ কার্যকর করার সময় হয়, তখন দণ্ডগুণকে	...	...	৮২১
মসজিদ থেকে বের করে হৃদ কার্যকর করার নির্দেশ দেয়	...	...	৮২১
বিচারকের বিবদমান পক্ষকে উপদেশ দেয়া	...	...	৮২১
বিচারক নিজে বিবাদের সাক্ষী হলে, তাই তা বিচারকের পদে সমাসীন থাকাকালেই হোক কিংবা তার পূর্বে ...	...	...	৮২২
দু'জন আমীরের প্রতি শাসনকর্তার নির্দেশ, যখন তাদের কোন স্থানের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়,	...	...	
যেন তারা পরম্পরকে মেনে চলে, বিরোধিতা না করে	...	...	৮২৪
প্রশাসকের দাওয়াত করুন করা	...	...	৮২৫
কর্মকর্তাদের হাদিয়া গ্রহণ করা	...	...	৮২৫
আয়দাকৃত ক্রীতদাসকে বিচারক কিংবা প্রশাসক নিযুক্ত করা	...	...	৮২৬
লোকের জন্য প্রতিনিধি থাকা	...	...	৮২৬
শাসকের প্রশংসা করা এবং তার নিকট থেকে বেরিয়ে এলে তার বিপরীত কিছু বলা নিন্দনীয়	...	...	৮২৭
অনুপস্থিত ব্যক্তির বিচার	...	...	৮২৭
যার জন্য বিচারক, তার ভাই-এর হক (প্রাপ্য) প্রদান করে, সে যেন তা গ্রহণ না করে কেননা,	...	...	
বিচারকের ফায়সালা হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম করতে পারে না	...	...	৮২৮
কৃয়া ইত্যাদি সংক্রান্ত বিচার	...	...	৮২৯
মাল অল্প হোক আর অধিক, এর বিচার একই	...	...	৮৩০
ইমাম কর্তৃক লোকের মাল ও ভূম্পদ বিক্রি করা	...	...	৮৩০
না জেনে যে ব্যক্তি আমীরের সমালোচনা করে, তার সমালোচনা গ্রহণযোগ্য নয়	...	...	৮৩১
অত্যন্ত ঝগড়াটে সে, যে সর্বক্ষণ ঝগড়ায় লিঙ্গ থাকে	...	...	৮৩১
বিচারক যদি রায় প্রদানের ক্ষেত্রে অবিচার করেন কিংবা আহলে ইলমের মতামতের উল্টো	...	...	
ফায়সালা প্রদান করেন তাহলে তা গ্রহণযোগ্য নয়	...	...	৮৩২
ইমামের কোন গোত্রের কাছে গিয়ে তাদের মধ্যে নিষ্পত্তি করে দেওয়া	...	...	৮৩২
লিপিবদ্ধকারীকে আমানতদার ও বুদ্ধিমান হওয়া বাঞ্ছনীয়	...	...	৮৩৩
শাসকের পত্র কর্মকর্তাদের প্রতি এবং বিচারকের পত্র সচিবদের প্রতি	...	...	৮৩৫
কোন বিষয়ের তদৃষ্ট করার জন্য প্রশাসকের পক্ষ থেকে একজন মাত্র লোককে পাঠানো বৈধ কিনা?	...	...	৮৩৬
প্রশাসকদের দোভাষী নিয়োগ করা এবং একজন মাত্র দোভাষী নিয়োগ বৈধ কিনা?	...	...	৮৩৭
শাসনকর্তা (কর্তৃক) কর্মচারীদের জবাবদিহি নেওয়া	...	...	৮৩৮
রাষ্ট্রপ্রধানের একান্ত ব্যক্তি ও প্রয়ামর্শদাতা	...	...	৮৩৯
রাষ্ট্রপ্রধান কিভাবে জনগণের কাছ থেকে বায়'আত গ্রহণ করবেন	...	...	৮৪০
যে ব্যক্তি দু'বার বায়'আত গ্রহণ করে	...	...	৮৪৩
বেদুইনদের বায়'আত গ্রহণ	...	...	৮৪৪
বালকদের বায়'আত গ্রহণ	...	...	৮৪৪
কারো হাতে বায়'আত গ্রহণ করার পর অত:পর তা প্রত্যাহার করা	...	...	৮৪৪
কেবলমাত্র দুনিয়ার স্বার্থে কারো বায়'আত গ্রহণ করা	...	...	৮৪৫
স্বীলোকদের বায়'আত গ্রহণ	...	...	৮৪৫
যে ব্যক্তি বায়'আত ভঙ্গ করে। আল্লাহ'তা'আলার বাণী : যারা তোমার বায়'আত গ্রহণ করে তারাও	...	...	
আল্লাহ'রই বায়'আত গ্রহণ করে	...	...	৮৪৭

খলীফা বানানো	...	...	৮৪৭
অনুচ্ছেদ	...	...	৮৫০
বিবদমান সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে জ্ঞান লাভ করার পর তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া।	...	...	৮৫০
শাসক আসামী ও অপরাধীদেরকে তার সাথে কথা বলা, দেখা সাক্ষাৎ ইত্যাদি থেকে বারণ করতে পারবেন কিনা?	...	...	৮৫১

## আকাঙ্ক্ষা অধ্যায়

আকাঙ্ক্ষা করা এবং যিনি শাহাদাত প্রত্যাশা করেন	...	...	৮৫৫
কল্যাণের প্রত্যাশা করা। নবী (সা)-এর বাণী : যদি ওহুদ পাহাড় আমার জন্য স্বর্ণে পরিগত হত	...	...	৮৫৬
নবী (সা)-এর বাণী : কোন কাজ সম্পর্কে যা পরে জানতে পেরেছি, তা যদি আগে জানতে পারতাম	...	...	৮৫৬
নবী (সা)-এর বাণী : যদি একপ একপ হত	...	...	৮৫৮
কুরআন (অধ্যয়ন) ও ইলম (জ্ঞানার্জনের) আকাঙ্ক্ষা করা	...	...	৮৫৮
যে বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা করা নিষিদ্ধ	...	...	৮৫৯
কারোর উক্তি : যদি আল্লাহ না করতেন তা হলে আমরা কেউ হেদায়েত লাভ করতাম না	...	...	৮৫৯
শক্তির মুখোয়ুখী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা নিষিদ্ধ	...	...	৮৬০
লু'যদি' শব্দটি বলা কতখানি বৈধ	...	...	৮৬০

## খবরে ওয়াহিদ অধ্যায়

সত্যবাদী বর্ণনাকারীর খবরে ওয়াহিদ আধ্যাত্ম, নামায, রোয়া, ফরয ও অন্যান্য আহ্বানের বিষয় গ্রহণযোগ্য...	...	...	৮৬৭
নবী (সা) একা যুবায়র (রা)-কে শক্তপক্ষের সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেছিলেন	...	...	৮৭২
আল্লাহ তা'আলার বাণী : হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর গৃহে প্রবেশ করো না, যদি না তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়	...	...	৮৭৩
নবী (সা) আমীর ও দৃতদেরকে পর্যায়ক্রমে একজনের পর একজন করে পাঠাতেন	...	...	৮৭৪
আরবের বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের প্রতি নবী (সা)-এর ওসিয়ত ছিল, যেন তারা (তাঁর কথাগুলো) তাদের পরবর্তী লোকদের পৌছিয়ে দেয়	...	...	৮৭৫
একজন মাত্র মহিলা প্রদত্ত খবর	...	...	৮৭৬

## কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা অধ্যায়

কিতাব (কুরআন) ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা	...	...	৮৭৯
নবী ﷺ -এর বাণী : 'আমি জাওয়ামিউল কালিম' (ব্যাপক মর্মজ্ঞাপন সংক্ষিপ্ত বাক্য) সহ প্রেরিত হয়েছি...	...	...	৮৮০
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাতের অনুসরণ বাস্তুনীয়	...	...	৮৮১
অধিক প্রশ্ন করা এবং অনর্থক কষ্ট করা নিন্দনীয়	...	...	৮৮৮
নবী ﷺ -এর কাজকর্মের অনুসরণ	...	...	৮৯২
দীনের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত কঠোরতা অবলম্বন, তর্ক-বিতরকে প্রবৃত্ত হওয়া বাড়াবাড়ি করা এবং	...	...	৮৯৩
বিদ্যাত্মক অপচন্দনীয়	...	...	৮৯৩

## বাইশ

বিদ্র'আত-এর প্রবর্তকদের আশ্রয়দানকারীর অপরাধ	...	...	৪৯৯
মনগঢ়া মত ও ভিত্তিহীন কিয়াস নিষ্ঠনীয়	...	...	৫০০
ওহী অবতীর্ণ হয়নি এমন কোন বিষয়ে নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন, আমি জানি না কিংবা সে ব্যাপারে ওহী অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোন জবাব দিতেন না এবং তিনি ব্যক্তিগত মতের উপর ভিত্তি করে কিংবা অনুমান করে কিছু বলতেন না	...	...	৫০১
নবী ﷺ নারী পুরুষ নির্বিশেষে তাঁর উচ্চতদেরকে সে বিষয়েরই শিক্ষা দিতেন, যা আল্লাহ্ তাঁকে শিখিয়ে দিতেন, ব্যক্তিগত মত বা দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে নয়	...	...	৫০২
নবী ﷺ -এর বাণী : আমার উচ্চতের মাঝে এক জামাআত সর্বদাই হকের উপর বিজয়ী থাকবেন আর তাঁরা হলেন আহলে ইলম (দীনি ইলমে বিশেষত)	...	...	৫০৩
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে	...	...	৫০৩
কোন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্নকারীকে সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে (আল্লাহ্ পক্ষ থেকে) সুস্পষ্টহৃকুম বর্ণিত আছে এরপ কোন বিষয়ের সাথে অন্য আর একটি বিষয়ের নিয়ম মোতাবেক তুলনা করা ...	...	...	৫০৪
আল্লাহ্ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন, তার আলোকে ফায়সালার মধ্যে ইজ্তিহাদ করা	...	...	৫০৫
নবী ﷺ -এর বাণী : অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের আচার-আচরণের অনুকরণ করতে থাকবে..	...	...	৫০৬
গোমরাহীর দিকে আহ্বান করা অথবা কোন খারাপ তরীকা প্রবর্তনের অপরাধ	...	...	৫০৭
নবী (সা) যা বলেছেন এবং আলেমদেরকে ঐক্যের প্রতি যে উৎসাহ প্রদান করেছেন। আর যে সব বিষয়ে মৃক্ষা ও মদীনার আলেমগণ ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন। মদীনায় নবী করীম ﷺ মুহাজির ও আনসারদের স্মৃতিচিহ্ন এবং নবী ﷺ -এর নামাযের স্থান, মিরর ও কবর সম্পর্কে	...	...	৫০৭
মহান আল্লাহ্ বাণী : (হে আমার হন্দীব!) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব আপনার নয়	...	...	৫১৪
মহান আল্লাহ্ বাণী : মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্ক প্রিয়	...	...	৫১৫
মহান আল্লাহ্ বাণী : এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি	...	...	৫১৬
কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী কিংবা বিচারক অজ্ঞতাবশত ইজ্তিহাদে ভুল করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মতের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দিলে তা অগ্রহ্য হবে	...	...	৫১৭
বিচারক ইজ্তিহাদে সঠিক কিংবা ভুল সিদ্ধান্ত নিলেও তার প্রতিদান রয়েছে	...	...	৫১৮
প্রমাণ তাদের উত্তির বিরুদ্ধে, যারা বলে নবী ﷺ -এর সব কাজই সুস্পষ্ট ছিল	...	...	৫১৮
কোন বিষয় নবী ﷺ কর্তৃক অঙ্গীকৃতি জ্ঞাপন না করাই তা বৈধ হওয়ার প্রমাণ	...	...	৫১৯
দলীল-প্রমাণাদির দ্বারা যেসব বিধিবিধান সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়	...	...	৫২০
নবী ﷺ -এর বাণী : আহলে কিতাবদের কাছে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করো না	...	...	৫২৩
নবী ﷺ -এর নিমেধুজ্ঞ দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হয়, তবে অন্য দলীলের দ্বারা যা মুবাহ হওয়া প্রয়াণিত তা ব্যতীত	...	...	৫২৪
মতবিরোধ অপচন্দনীয়	...	...	৫২৬
মহান আল্লাহ্ বাণী : তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে	...	...	৫২৮

## জাহুমিয়াদের মতের খণ্ডন ও তাওহীদ প্রসঙ্গ অধ্যায়

মহান আল্লাহ তা'আলার তাওহীদের প্রতি উপাতকে নবী ﷺ -এর দাওয়াত	...	...	৫৩৩
আপনি বলে দিন, তোমরা আল্লাহ নামে আহ্বান কর বা রাহ্মান নামে আহ্বান কর	...	...	৫৩৫
মহান আল্লাহর বাণী : নিশ্চয়ই আল্লাহ তো রিযিক দান করেন এবং তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত	...	...	৫৩৬
আল্লাহর বাণী : তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেন না	...	...	৫৩৬
মহান আল্লাহর বাণী : তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক	...	...	৫৩৭
আল্লাহর বাণী : মানুষের অধিপতি এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন...	...	...	৫৩৮
আল্লাহর বাণী : তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়	...	...	৫৩৯
আল্লাহর বাণী : এবং তিনিই সে সত্তা যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন যথাবিধি	...	...	৫৪০
আল্লাহর বাণী : আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠা ও সর্ববৃষ্টা	...	...	৫৪১
আল্লাহর বাণী : আপনি বলে দিন তিনিই প্রকৃত শক্তিশালী	...	...	৫৪২
অন্তরসমূহ পরিবর্তনকারী	...	...	৫৪৩
আল্লাহ তা'আলার একশত থেকে এক কম (নিরালুবইটি) নাম রয়েছে	...	...	৫৪৩
আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের মাধ্যমে প্রার্থনা করা ও পানাহ চাওয়া	...	...	৫৪৩
আল্লাহ তা'আলার মূল সত্তা, গুণবলি ও নামসমূহের বর্ণনা	...	...	৫৪৬
আল্লাহর বাণী : আল্লাহ তার নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন	...	...	৫৪৭
মহান আল্লাহর বাণী : আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সব কিছুই ধৰ্মসঙ্গীল	...	...	৫৪৮
মহান আল্লাহর বাণী : যাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও	...	...	৫৪৯
মহান আল্লাহর বাণী : তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা, উত্তীবনকর্তা, ক্লপদাতা	...	...	৫৪৯
মহান আল্লাহর বাণী : যাকে আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি	...	...	৫৫০
নবী ﷺ -এর বাণী : আল্লাহ অপেক্ষা বেশি আত্মর্যাদাসম্পন্ন কেউই নয়	...	...	৫৫৪
মহান আল্লাহর বাণী : বল, সাক্ষ্য প্রদানে সর্বশ্রেষ্ঠ কি? বল, আল্লাহ	...	...	৫৫৪
মহান আল্লাহর বাণী : তখন তাঁর আরশ পানির ওপর ছিল। তিনি আরশে আরীমের প্রতিপালক ...	...	...	৫৫৫
আল্লাহর বাণী : ফয়েশতা এবং রহ আল্লাহর দিকে উর্ধ্বগামী হয়	...	...	৫৬০
মহান আল্লাহর বাণী : সেদিন কোন কোন মুখ্যমুল উজ্জ্বল হবে; তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে	...	...	৫৬২
আল্লাহর বাণী : আল্লাহর অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী	...	...	৫৭৬
আল্লাহর বাণী : নিশ্চয়ই আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন, যাতে এরা স্থানচ্যুত না হয়	...	...	৫৭৮
আসমান, যমীন ইত্যাদির সৃষ্টি সম্পর্কে, এটি প্রতিপালকের কাজ ও নির্দেশ	...	...	৫৭৯
আল্লাহ তা'আলার বাণী : আমার প্রেরিত বাসদাদের সম্পর্কে আমার এ বাক্য পূর্বেই ছির হয়েছে ....	...	...	৫৭৯
মহান আল্লাহর বাণী : আমার বাণী কোন বিষয়ে.....	...	...	৫৮২
আল্লাহর বাণী : বল, আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়	...	...	৫৮৪
আল্লাহর ইচ্ছা ও চাওয়া	...	...	৫৮৪

## চরিত্র

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : যাকে অনুমতি দেয়া হয়, সে ব্যতীত আল্লাহ্ কাছে কারো	...	...	৫৯২
সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না	...	...	৫৯৪
জিব্রাইলের সাথে প্রতিপালকের কথাবার্তা, ফেরেশ্তাদের প্রতি আল্লাহ্ আহ্বান	...	...	৫৯৫
মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : তা তিনি জেনেগুনে অবতীর্ণ করেছেন। আর ফেরেশ্তারা এর সাক্ষী	...	...	৫৯৬
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : তারা আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করতে চায়	...	...	৫৯৮
কিয়ামতের দিনে নবী ও অপরাপরের সাথে মহান আল্লাহ্ কথাবার্তা	...	...	৬০৪
মহান আল্লাহ্ বাণী : এবং মূসা (আ)-এর সাথে আল্লাহ্ সাক্ষাৎ বাক্যালাপ করেছিলেন	...	...	৬০৯
জান্নাতবাসীদের সাথে প্রতিপালকের বাক্যালাপ	...	...	৬১৪
নির্দেশের মাধ্যমে আল্লাহ্ কর্তৃক বান্দাকে শ্রণ করা এবং দোয়া, মিনতি, বার্তা ও বাণী প্রচারের মাধ্যমে বান্দা কর্তৃক আল্লাহকে শ্রণ করা	...	...	৬১৫
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : সুতরাং জেনেগুনে কাউকেও আল্লাহ্ সমকক্ষ দাঁড় করো না	...	...	৬১৬
আল্লাহ্ বাণী : তোমরা কিছু গোপন করতে না এ বিশ্বাসে যে, তোমাদের কান, চক্ষু এবং তৃক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না	...	...	৬১৭
মহান আল্লাহ্ বাণী : তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কাজে রাত	...	...	৬১৮
আল্লাহ্ বাণী : তাড়াতাড়ি ওই আয়ত করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা এর সাথে সঞ্চালন করো না	...	...	৬১৯
আল্লাহ্ বাণী : তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যেই বল তিনি তো অস্তর্যামী	...	...	৬২০
নবী ﷺ -এর বাণী : এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ কুরআন দান করেছেন	...	...	৬২১
আল্লাহ্ বাণী : হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে	...	...	
তা প্রচার কর.....	...	...	৬২২
মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তাওরাত আন এবং পাঠ কর	...	...	৬২৪
নবী ﷺ নামাযকে আমল বলে উল্লেখ করেছেন.....	...	...	৬২৬
মহান আল্লাহ্ বাণী : মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্ত্রিচিত্তরূপে	...	...	৬২৬
নবী (সা) কর্তৃক তাঁর প্রতিপালক থেকে রিওয়ায়াতের বর্ণনা	...	...	৬২৭
তাওরাত ও অপরাপর আসমানী কিতাব আরবী ইত্যাদি ভাষায় ব্যাখ্যা করা বৈধ	...	...	৬২৯
নবী ﷺ -এর বাণী : কুরআন বিষয়ক পারদর্শী ব্যক্তি জান্নাতে সম্মানিত	...	...	
পৃত-পরিত্র কাতিব ফেরেশ্তাদের সঙ্গে থাকবে	...	...	৬৩০
মহান আল্লাহ্ বাণী : কাজেই কুরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু আবৃত্তি কর	...	...	৬৩২
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : আমি কুরআন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য।	...	...	
অতএব উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?	...	...	৬৩৩
আল্লাহ্ বাণী : বস্তুত এটি সম্মানিত কুরআন, সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ	...	...	৬৩৪
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরি কর তাও	...	...	৬৩৫
গুনাহগুর ও মুনাফিকের কিরাআত, তাদের স্বর ও তাদের কিরাআত কঠনালী অতিক্রম করে না	...	...	৬৩৮
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায়বিচারের মানদণ্ড	...	...	৬৪০



# বুখারী শরীফ

( দশম খণ্ড )



كتاب الدعوات  
দোয়া অধ্যায়  
( অবশিষ্ট অংশ )

# كتاب الدعوات

## দোয়া অধ্যায়

(অবশিষ্ট অংশ)

২৬৭৯ بَابُ فَضْلِ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

২৬৭৯ অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার ধিক্ৰ-এৰ ফৰীলত

**৫৯৬৫** حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءَ حَدَثَنَا أَبُوْ أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مَوْسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَثُلُ الدِّيْنِ يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ مَثُلُ الْخَيْرِ وَالْمَيْتِ -

**৫৯৬৫** মুহাম্মদ ইবন আলা (র)..... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার রবের ধিক্ৰ কৰে, আৱ যে ব্যক্তি ধিক্ৰ কৰে না, তাদেৱ দুঃজনেৱ দ্রষ্টান্ত হলো জীবিত ও মৃত্যু।

**৫৯৬৬** حَدَثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعْيَدٍ حَدَثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَةً يَطْوِفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ ، تَنَادَوْا هَلْمُوا إِلَى حَاجَتِكُمْ قَالَ فَيَحْفَوْنَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مَنْهُمْ مَا يَقُولُ عِبَادِي ؟ قَالُوا يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ قَالَ فَيَقُولُ هَلْ رَأَوْنِي ؟ قَالَ فَيَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ مَا رَأَوْكَ قَالَ فَيَقُولُ وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي ؟ قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّكَ عِبَادَةً ، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا ، قَالَ يَقُولُ فَمَا يَسْأَلُونَ ؟ قَالَ يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ ، قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا ؟ قَالَ يَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ يَأْرِبُ مَا رَأَوْهَا ، قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْأَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا ، وَأَشَدَّ لَهَا طَلْبًا ، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً ، قَالَ فَمَمْ يَتَعَوَّذُونَ ؟ قَالَ يَقُولُونَ مِنَ النَّارِ ، قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا ؟ قَالَ يَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ مَارَأَوْهَا ، قَالَ

يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا ؟ قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً، قَالَ فَيَقُولُ فَأَشْهِدُكُمْ أَنِّي فَدْغَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ هُمُ الْجَلِسَاءُ لَا يَسْقَى بِهِمْ جَلِسُهُمْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَلْأَعْمَشِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ رَوَاهُ سُهْيلٌ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ

**[৫৯৬৬]** কৃতায়বা ইব্ন সাইদ (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহর একদল ফেরেশতা আছেন, যারা আল্লাহর ধিক্রে রত লোকদের তালাশে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরাফেরা করেন। যখন তাঁরা কোথাও আল্লাহর ধিক্রে রত লোকদের দেখতে পান, তখন তাঁদের একজন অন্যজনকে ডাকাডাকি করে বলেন, তোমরা নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য এদিকে চলে এসো। তখন তাঁরা সবাই এসে তাঁদের ডানাগুলো দিয়ে সেই লোকদের ঢেকে ফেলেন নিকটস্থ আসমান পর্যন্ত। তখন তাঁদের রব তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন (অথচ এ সম্পর্কে ফেরেশতাদের চাইতে তিনিই বেশি জানেন) আমার বান্দারা কি বলছে? তখন তাঁরা জবাব দেন, তারা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছে, তারা আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করছে, তারা আপনার প্রশংসা করছে এবং তারা আপনার মাহাত্ম্য বর্ণনা করছে। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? তখন তাঁরা বলবেন : হে আমাদের রব, আপনার কসম! তারা আপনাকে দেখেনি। তিনি বলবেন, আচ্ছা, তবে যদি তারা আমাকে দেখত? তাঁরা বলবেন, যদি তারা আপনাকে দেখত, তবে তারা আরও বেশি আপনার ইবাদত করত, আরো অধিক আপনার মাহাত্ম্য বর্ণনা করত, আর বেশি বেশি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করত। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বলবেন, তারা আমার কাছে কি চায়? তাঁরা বলবেন, তারা আপনার কাছে জান্নাত চায়। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফেরেশতারা বলবেন, না। আপনার সন্তান কসম! হে রব। তারা তা দেখেনি। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, যদি তারা তা দেখত তবে তারা কি করত? তাঁরা বলবেন, যদি তারা তা দেখত তাহলে তারা জান্নাতের আরো বেশি লোভ করত, আরো অধিক চাইত এবং এর জন্য আরো অতিশয় উৎসাহী হয়ে উঠত। আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করবেন, তারা কিসের থেকে আল্লাহর আশ্রয় চায়? ফেরেশতাগণ বলবেন, জাহানাম থেকে। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, তারা কি জাহানাম দেখেছে? তাঁরা জবাব দেবেন, আল্লাহর কসম! হে রব! তারা জাহানাম দেখেনি। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, যদি তারা তা দেখত তখন তাঁদের কি হত? তাঁরা বলবেন, যদি তারা তা দেখত, তবে তারা এ থেকে দ্রুত পালিয়ে যেত এবং একে সাংঘাতিক ভয় করত। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি, আমি তাদের মাফ করে দিলাম। তখন ফেরেশতাদের একজন বলবেন, তাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি আছে, যে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং সে কোন প্রয়োজনে এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তারা এমন উপবিষ্টকারীবৃন্দ যাদের বৈঠকে অংশগ্রহণকারী বিমুখ হয় না।

২৬৮০. بَابُ قَوْلٍ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

২৬৮০. অনুচ্ছেদ : 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলা

**[৫৯৬৭]** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْমَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ أَخَذَ النَّبِيِّ ﷺ فِي

عَقْبَةٌ أَوْ قَالَ فِي ثَنَيَّةٍ قَالَ فَلَمَّا عَلَّمَهُ رَجُلٌ نَادَى فَرَفَعَ صَوْتَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ مُبَشِّرٌ عَلَى بَغْلَتِهِ ، قَالَ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمًّ وَلَا غَائِبًا ، ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْيَا عَبَدَ اللَّهِ إِلَّا أَدْلَكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ؟ قَلْتُ بَلِّي ، قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ -

**৫৯৬৭** মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল আবুল হাসান (র).... আবু মূসা আল আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ একটি গিরিপথ দিয়ে অথবা বর্ণনাকারী বলেন, একটি চূড়া হয়ে যাচ্ছিলেন, তখন এক ব্যক্তি এর উপরে উঠে জোরে বলল, 'লা ইলাহা ইলাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার'। আবু মূসা বলেন : তখন রাসূল ﷺ তাঁর খচরে আরোহী ছিলেন। তখন নবী ﷺ বললেন, তোমরা তো কোন বধির কিংবা কোন অনুপস্থিত কাউকে ডাকছো না। অতঃপর তিনি বললেন : হে আবু মূসা, অথবা বললেন : হে আবদুল্লাহ। আমি কি তোমাকে জান্নাতের ধনাগারের একটি বাক্য বাতলে দেব না! আমি বললাম, হ্যা, বাতলে দিন। তিনি বললেন : তা হলো 'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ'।

## ২৬৮১ بَابُ لِلَّهِ مِائَةُ إِسْمٍ غَيْرَ وَاحِدٍ

২৬৮১ অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার এক কম একশ' নাম রয়েছে

**৫৯৬৮** حَدَّثَنَا عَلَىُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ حَفَظْنَاهُ مِنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لِلَّهِ تِسْعَةُ وَتِسْعُونَ إِسْمًا مَائَةً إِلَّا وَاحِدًا لَا يُحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مِنْ أَحْصَاهَا مَنْ حَفَظَهَا

**৫৯৬৮** আলী ইবন আবদুল্লাহ (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার নিরানবই নাম আছে (এক কম একশ' নাম)। যে ব্যক্তি এগুলোর হিফায়ত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তা'আলা বেজোড়। তাই তিনি বেজোড়ই পছন্দ করেন। ইমাম বুখারী (র) বলেন, 'মান আহসাস' অর্থ যে হিফায়ত করল।

## ২৬৮২ بَابُ الْمَؤْعِظَةِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ

২৬৮২ অনুচ্ছেদ : সময়ের বিরতি দিয়ে দিয়ে নসীহত করা

**৫৯৬৯** حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ قَالَ كُنَّا نَنْتَظِرُ عَبْدَ اللَّهِ إِذْ جَاءَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، فَقُلْنَا إِلَا تَجْلِسُ؟ قَالَ لَا ، وَلَكِنْ ادْخُلْ فَأَخْرِجْ إِلَيْكُمْ صَاحِبَكُمْ وَلَا جِئْتُ أَنَا فَجَلَسْتُ فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ أَخْذُ بِيَدِهِ فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَمَا إِنِّي أَخْبَرُ بِمَكَانِكُمْ وَلَكِنِّي يَمْنَعُنِي مِنْ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُبَشِّرٌ كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَؤْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ كَرَاهِيَّةِ السَّامَةِ عَلَيْنَا -

**৫৯৬৯** উমর ইবন হাফস (র)..... শাকীক (র) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর (ওয়ায় শোনার) জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় হঠাৎ ইয়াযিদ ইবন মুয়াবিয়া (রা) এসে পড়লেন। তখন আমরা তাঁকে বললাম, আপনি কি বসবেন না? তিনি বললেন, না, বরং আমি ভেতরে প্রবেশ করব এবং আপনাদের কাছে আপনাদের সঙ্গীকে নিয়ে আসব। নতুনা আমি ফিরে এসে বসব। সুতরাং আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) তাঁর হাত ধরে বেরিয়ে এলেন। তিনি আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি তো আপনাদের এখানে উপস্থিতির কথা অবহিত ছিলাম। কিন্তু আপনাদের নিকট বেরিয়ে আসতে আমাকে বাধা দিচ্ছিল এ কথাটা যে, নবী সাল্লাল্লাহু আল্লাহর উপর সলাম ওয়ায় নসীহত করতে আমাদের অবকাশ দিতেন, যাতে আমাদের বিরক্তির কারণ না হয়।



كتاب الرقاق  
কোমল হওয়া অধ্যায়

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## كِتَابُ الرِّفَاقِ

### কোমল হওয়া অধ্যায়

٢٦٨٣ بَابُ قَوْلُ النَّبِيِّ لَا يَعِيشُ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ

২৬৮৩ অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ -এর বাণী : আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন

**৫৭** حَدَّثَنَا أَلْكَى بْنُ أَبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ قَالَ الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ۔

**৫৭০** মাক্কী ইবন ইব্রাহীম (র)..... ইবন আবাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দু'টি নিয়ামত এমন আছে, যে দু'টোতে অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। তা হলো, সুস্থতা আর অবসর। আবাস আশ্বরী (ব).... সান্দেহ ইবন আবূ হিন্দ (র) থেকে ইবন আবাস (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুকরণ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

**৫৭১** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ لَا يَعِيشُ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَاصْلِحْ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَ۔

**৫৭১** মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র).... আনাস (র) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আয় আল্লাহ! আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। সুতরাং আপনি আনসার আর মুহাজিরদের কল্যাণ দান করুন।

**৫৭২** حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَنْدَقِ وَهُوَ يَحْفَرُ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ وَبَصَرَبِنَا ، فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا يَعِيشُ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ ، فَاغْفِرْ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ.

৫৯৭২ আহমাদ ইবন মিক্দাম (র).... সাহল ইবন সাদ সাঙ্গী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি খনন করছিলেন এবং আমরা মাটি সরাছিলাম। তিনি আমাদের দেখছিলেন। তখন তিনি বলছিলেন : আয় আল্লাহ! আবিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। সুতরাং আপনি আনসার ও মুহাজিরদেরকে মাফ করে দিন।

## ٢٦٨١ بَابُ مَثَلِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ، وَقَوْلِهِ أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ إِلَيْهِ قَوْلٌ مَتَاعُ الْفَرُورِ

২৬৮৪ অনুচ্ছেদ : আবিরাতের তুলনায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত। আল্লাহ তা'আলার বাণী : তোমরা জেনে রেখো, পার্থিব জীবন তো ঝীড়া-কৌতুক..... ছলনাময় ভোগ (৫৭ : ২০)

৫৯৭৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِيهِ حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَوْضِعُ سَوْطِ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَغَدْوَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا-

৫৯৭৩ আবদুল্লাহ ইবন মাস্লামা (র)..... সাহল ইবন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, জানাতের মধ্যে একটা চাবুক পরিমাণ জায়গা দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে তার চাইতে উত্তম। আর আল্লাহর রাস্তায় সকালের এক মুহূর্ত অথবা বিকালের এক মুহূর্ত দুনিয়া ও এর সব কিছু থেকে উত্তম।

## ٢٦٨٥ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَانِكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرٌ سَبِيلٌ

২৬৮৫ অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ -এর বাণী : দুনিয়াতে তুমি একজন মুসাফির অথবা পথঘাতীর মত থাক

৫৯৭৪ حَدَّثَنَا عَلَىُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَبُو الْمُنْذِرِ الطُّفَاوِيُّ عَنْ سُلَيْমَانَ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِنْكَبِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَانِكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرٌ سَبِيلٌ، وَكَانَ أَبْنُ عُمَرَ يَقُولُ : إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرُ الصَّبَاحِ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرُ الْمَسَاءَ وَخَذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ-

৫৯৭৪ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা আমার উভয় কাঁধ ধরে বললেন : তুমি এ দুনিয়াতে একজন মুসাফির অথবা পথঘাতীর মত থাক। আর ইবন উমর (রা) বলতেন, তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে আর ভোরের অপেক্ষা করো না এবং ভোরে উপনীত হলে সন্ধ্যায় অপেক্ষা করো না। তোমার সুস্থিতার অবকাশে পীড়িত অবস্থার জন্য সঞ্চয় করে রেখো। আর জীবিত অবস্থায় তোমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিও।

٢٦٨٦ بَابُ فِي الْأَمْلِ وَطُولِهِ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : فَمَنْ رُحْزِخَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْفَرُورُ . ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيَلْهُمُ الْأَمْلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ . وَقَالَ عَلَىٰ أَرْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدِيرَةً ، وَأَرْتَحَلَتِ الْآخِرَةُ مُفْلِيًّا وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يَتَنَوَّنُ ، فَكُوْنُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا ، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ ، وَغَدَّا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ ، بِمُرْحِزِهِ بِمُبَاهِدِهِ

২৬৮৬ অনুচ্ছেদ ৪ আশা এবং এর দৈর্ঘ্য। মহান আল্লাহর বাণী ৪ যাকে আগুন থেকে দূরে রাখা হবে এবং জাগ্রাতে দাখিল করা হবে, সে-ই সফল হলো আর পার্থিব জীবন তো ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। (৩ : ১৮) এদের ছেড়ে দাও— খেতে থাকুক, ভোগ করতে থাকুক এবং আশা এদের মোহাজের রাখুক, অচিরেই তারা বুঝবে। (১৫ : ৩) আলী (রা) বলেন, এ দুনিয়া পেছনের দিকে যাচ্ছে, আর আধিরাত এগিয়ে আসছে। এ দু'টির প্রত্যেকটির রয়েছে সন্তানাদি। সুতরাং তোমরা আধিরাতে আসক্ত হও। দুনিয়ার আসক্ত হয়ো না। কারণ, আজ আমলের সময়, ইসাব নেই। আর আগামীকাল ইসাব, আমল নেই

**٥٩٧٥** حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُنْذِرٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خَطًّا مُرَبَّعًا وَخَطًّا فِي الْوَسْطِ خَارِجًا مِنْهُ ، وَخَطًّا خُطًّا صَفَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسْطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسْطِ ، فَقَالَ هَذَا الْأَنْسَانُ ، وَهَذَا أَجْلُهُ مُحِيطٌ بِهِ أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ ، وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمْلَهُ ، وَهَذِهِ الْخُطَطُ الصَّفَارِ الْأَعْرَاضُ فَإِنْ أَخْطَاهُ هَذَا ، نَهَشَهُ هَذَا ، وَإِنْ أَخْطَاهُ هَذَا ، نَهَشَهُ هَذَا .

**৫৯৭৫** সাদাকা ইবন ফাযল (র)..... আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ একটি চতুর্ভুজ আঁকলেন এবং এর মাঝখানে একটি রেখা টানলেন, যা ভূজ অতিক্রম করে গেল। তারপর দু'পাশ দিয়ে মাঝের রেখার সাথে ভেতরের দিকে কয়েকটা ছোট ছোট রেখা মিলালেন এবং বললেন, এ মাঝামাঝি রেখাটা হলো মানুষ। আর এ চতুর্ভুজটি হলো তার আয়ু, যা তাকে ধিরে রেখেছে। আর বাইরের দিকে অতিক্রান্ত রেখাটি হলো তার আশা। আর এ ছোট ছোট রেখাগুলো বাধা-বিপত্তি। যদি সে এর একটা এড়িয়ে যায়, তবে অন্যটা তাকে দংশন করে। আর অন্যটাও যদি এড়িয়ে যায় তবে আরেকটি তাকে দংশন করে।

**٥٩٧٦** حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ اسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خُطُوطًا ، فَقَالَ هَذَا الْأَمْلُ وَهَذَا أَجْلُهُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ أَذْجَاءَهُ الْخَطُوطُ الْأَقْرَبُ .

**৫৯৭৬** মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, একবার নবী ﷺ কয়েকটি রেখা টানলেন এবং বললেন, এটা আশা আর এটা তার আয়ু। মানুষ যখন এ অবস্থায় থাকে হঠাৎ নিকটবর্তী রেখা (মৃত্যু) এসে যায়।

**২৬৮৭** بَابَ مَنْ بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ فِي الْعُمُرِ لِقَوْلِهِ : أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ  
مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ

২৬৮৭ অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ষাট বছর বয়সে পৌছে গেল, আল্লাহ তা'আলা তার বয়সের ওয়র পেশ করার সুযোগ রাখেননি। আল্লাহ তা'আলার বাণী : আমি কি তোমাদের এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারত, অথচ তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিল..... (৩৫ : ৩৭)

**৫৯৭৭** حَدَّثَنِي عَبْدُ السَّلَامَ بْنُ مُطَهَّرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلَىٰ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ  
الْغَفارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَعْذِرْ  
اللَّهُ إِلَى اِمْرِيِّ أَخْرَاجَهُ حَتَّىٰ بَلَغَهُ سِتِّينَ سَنَةً تَابِعَهُ وَابْنَ عَجْلَانَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ-

**৫৯৭৭** আবদুস সালাম ইবন মুতাহর (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যাকে দীর্ঘায়ু করেছেন, এমনকি যাকে ষাট বছরে পৌছিয়েছেন তার ওয়র পেশ করার সুযোগ রাখেননি।

**৫৯৭৮** حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ  
أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ  
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًا فِي إِنْتَيْنِ فِي حُبِ الدُّنْيَا  
وَطُولِ الْأَمْلِ . قَالَ اللَّيْثُ وَحَدَّثَنِي يُونُسُ وَابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ  
أَخْبَرَنِي سَعِيدُ وَأَبُو سَلَمَةَ -

**৫৯৭৮** আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) .....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, বৃক্ষ লোকের অন্তর দু'টি ব্যাপারে সর্বদা যুক্ত থাকে। এর একটি হল দুনিয়ার মহবত, আরেকটি হল উচ্চাকাঞ্চকা। লায়ছ (র) ..... সাইদ ও আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

**৫৯৭৯** حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ ابْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْبَرُ ابْنُ آدَمَ وَيَكْبَرُ مَعْهُ ائْنَانٍ حُبُّ الْمَالِ ، وَطُولُ الْعُمُرِ ،  
رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ -

**৫৯৭৯** মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (রা) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আদম সন্তানের বয়স বাড়ে আর তার সাথে দুটি জিনিসও বৃদ্ধি পায়; ধন-সম্পদের মহবত ও দীর্ঘায়ুর আকাঙ্ক্ষা।

### ٢٦٨٨ بَابُ الْعَمَلِ الَّذِي يُبَتَّغِي بِهِ وَجْهُ اللَّهِ، فِيهِ سَعْدٌ

২৬৮৮ অনুচ্ছেদ : যে আমলের দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চাওয়া হয়। এ বিষয়ে সাদ (রা) বর্ণিত একটি হাদীস আছে

**৫৯৮.** حَدَّثَنَا مُعاَدُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ وَزَعْمَ مَحْمُودُ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ وَعَقَلَ مَجْهُ مَجْهًا مِنْ دَلْوٍ كَانَتْ فِي دَارِهِمْ قَالَ سَمِعْتُ عَتْبَانَ بْنَ مَالِكَ الْأَنْصَارِيَّ ثُمَّ أَحَدَ بْنِيْ سَالِمٍ قَالَ غَدًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَنْ يُوَافَى عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ -

**৫৯৮০** মুয়ায ইবন আসাদ (র).... মাহমুদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা তাঁর শ্বরণ আছে। আর তিনি বলেন, তাদের ঘরের পানির ডোল থেকে পানি মুখে নিয়ে তিনি তার মুখে ছিটিয়ে দিয়েছিলেন সে কথাও তাঁর শ্বরণ আছে। তিনি বলেন, ইতবান ইবন মালিক আনসারীকে, এরপর বনী সালিমের এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সকালে আমার এখানে এলেন এবং বললেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে এবং এ বিশ্বাস নিয়ে কিয়ামতের দিন হায়ির হবে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর জাহানাম হারাব করে দেবেন।

**৫৯৮১** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَا لِعَبْدِيِّ الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءً إِذَا قَبَضْتُ صَفَيْهُ مِنَ الدُّنْيَا ثُمَّ أَحْتَسَبَهُ إِلَّا الجَنَّةَ -

**৫৯৮১** কুতায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি যখন আমার মুমিন বান্দার কোন প্রিয়তম কিছু দুনিয়া থেকে তুলে নেই আর সে ধৈর্য ধারণ করে, আমার কাছে তাঁর জন্য জান্মাত ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান নেই।

### ٢٦٨٩ بَابُ مَا يُحَذَّرُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَالتَّنَافِسِ فِيهَا

২৬৮৯ অনুচ্ছেদ : দুনিয়ার জাঁকজমক ও দুনিয়ার প্রতি আসঙ্গি থেকে সতর্কতা

**৫৯৮২** حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ ابْرَاهِيمَ بْنُ عَقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ قَالَ أَبْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ أَنَّ الْمَسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ

أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمَرَ بْنَ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيفُ لِبْنِيْ عَامِرٍ بْنِ لُؤْيٍ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزِيَّتِهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ صَالِحٌ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمْرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتُ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِهِ فَوَافَتْهُ صَلَاةُ الصُّبْحِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا انْصَرَفَ تَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ حِينَ رَاهُمْ وَقَالَ أَطْنَكُمْ سَمِعْتُمْ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ وَأَنَّهُ جَاءَ بِشَيْءٍ قَالُوا أَجَلُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَابْشِرُوا وَأَمْلُوا مَا يَسْرُكُمْ، فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكُمْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، كَمَا بُسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُلْهِيَّكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ

**৫৯৮২** ইসমাঈল ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আমর ইবন আওফ (রা), তিনি বনী আমর ইবন লুওয়াই-এর সাথে চৃক্ষিক ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বদরের যুদ্ধেও শরীক ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু উবায়দা ইবন জাররাহকে জিয়িয়া আদায় করার জন্য বাহরাইন পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহরাইনবাসীদের সাথে সঞ্চি করেছিলেন এবং তাদের উপর আলা ইবন হায়রামী (রা)-কে আমরীর নিযুক্ত করেছিলেন। আবু উবায়দা (রা) বাহরাইন থেকে মালামাল নিয়ে আসেন, আনসারগণ তাঁর আগমনের সংবাদ শুনে ফজরের সালাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে শরীক হন। সালাত শেষে তাঁরা তাঁর সামনে এলেন। তিনি তাঁদের দেখে হেসে বললেন : আমি মনে করি তোমরা আবু উবায়দা (রা)-এর আগমনের এবং তিনি যে মাল নিয়ে এসেছেন সে সংবাদ শুনেছ। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি বললেন : তোমরা এ সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং তোমরা আশা রেখো, যা তোমাদের খুশী করবে। তবে, আল্লাহর কসম। আমি তোমাদের উপর দরিদ্রতার আশংকা করছি না বরং আশংকা করছি যে, তোমাদের পূর্ববর্তী উদ্ধতের উপর যেমন দুনিয়া প্রশস্ত করে দেওয়া হয়েছিল, তেমনি তোমাদের উপরও দুনিয়া প্রশস্ত করে দেওয়া হবে। আর তোমরা যা নয় তা তোমাদের আধিকার বিমুখ করে ফেলবে, যেমন তাদের জন্য বিমুখ করেছিল।

**৫৯৮৩** حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَىٰ أَهْلِ أَحَدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْبَرِ، فَقَالَ أَنِّي فَرَطَنَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا نَطْرُ إِلَى حَوْضِي أَلَاَنَّ، وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيْتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنَ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِيْ وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا۔

কোমল হওয়া

**৫৯৮৩** কুতায়বা (র)..... উক্বা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হলেন এবং উহুদের শহীদানের উপর সালাত আদায় করলেন, যেমন তিনি মুর্দার উপর সালাত আদায় করে থাকেন। তারপর মিস্বরে আরোহণ করে বললেন : আমি তোমাদের অগ্রণী। আমি তোমাদের সাক্ষী হব। আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আমি আমার 'হাওয়'কে এখন দেখছি। আমাকে তো যমীনের ধনাগারের চাবিসমূহ অথবা যমীনের চাবিসমূহ দেয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের উপর এ আশংকা করছি না যে, তোমরা আমার পরে মুশরিক হয়ে যাবে, তবে আমি আশংকা করছি যে, তোমরা দুনিয়ার ধন-সম্পদে আসঙ্গ হয়ে যাবে।

**৫৯৮৪** حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ قِيلَ وَمَا بَرَكَاتُ الْأَرْضِ ؟ قَالَ زَهْرَةُ الدُّنْيَا ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ هَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَصَمَّتَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى ظَنَّا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ جَعَلَ يَمْسَحُ عَنْ جَبِينِهِ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ قَالَ أَنَا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ لَقَدْ حَمَدْنَاهُ حِينَ طَلَعَ ذَلِكَ قَالَ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ إِنَّ هَذَا الْمَالَ حَضِيرَةً حُلْوَةً وَإِنَّ كُلَّ مَا أَنْبَتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلْمُعُ إِلَّا أَكْلَةً الْخَضِيرَةِ تَأْكُلُ حَتَّى إِذَا أَمْتَدَتْ خَاصِرَتَاهَا إِسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ فَاجْتَرَتْ وَثَلَّطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلَتْ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةً مَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِيْ حَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعْوَنَةُ هُوَ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَائِنًا بِأَكْلٍ وَلَا يَشْبُعُ-

**৫৯৮৫** ইসমাঈল (র)..... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য যমীনের বরকতসমূহ প্রকাশিত করে দেবেন, আমি তোমাদের জন্য এ ব্যাপারেই সর্বাধিক আশংকা করছি। জিজ্ঞাসা করা হলো, যমীনের বরকতসমূহ কি? তিনি বললেন : দুনিয়ার জাঁকজমক। তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে বললেন, ভাল কি মন নিয়ে আসবে? তখন নবী ﷺ কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন, যদরূন আমরা ধারণা করলাম যে, এখন তাঁর উপর ওহী নায়িল হচ্ছে। এরপর তিনি তাঁর কপাল থেকে ঘাম মুছে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রশ্নকারী কোথায়? সে বলল, আমি। আবু সাঈদ (রা) বলেন, যখন এটি প্রকাশ পেল, তখন আমরা প্রশ্নকারীর প্রশংসা করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ভাল একমাত্র ভালকেই বয়ে আনে। নিশ্চয়ই এ ধনদৌলত সবুজ শ্যামল সুমিষ্ট। অবশ্য বসন্ত যে সবজি উৎপাদন করে, তা ভক্ষণকারী পশুকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় অথবা নিকটে করে দেয়, তবে প্রাণী পেট ভরে থেয়ে সৃষ্ট্যুদ্ধী হয়ে জাবর কাটে, মল-মূত্র ত্যাগ করে এবং পুনঃ খায় (এর অবস্থা ভিন্ন)। এ পৃথিবীর ধনদৌলত তদ্দপ সুমিষ্ট। যে ব্যক্তি তা সৎভাবে গ্রহণ করবে এবং সৎকাজে ব্যয় করবে, তা তার খুবই সাহায্যকারী হবে। আর যে তা অন্যায়ভাবে গ্রহণ করবে, তার অবস্থা হবে ঐ ব্যক্তির মত যে খেতে থাকে আর পরিত্পত্তি হয় না।

৫৯৮৫

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي زَهْدَمُ بْنُ مُضْرِبٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ حُصَيْنَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حَيْرُكُمْ قَرْنِيُّ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونُهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونُهُمْ قَالَ عُمَرَ بْنَ فَمَا أَدْرِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ قَوْلِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ، ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشَهِّدُونَ وَلَا يُسْتَشَهِّدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمِنُونَ وَيَنْدِرُونَ وَلَا يَفْوَنَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّيمَنُ—

**৫৯৮৫** মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)..... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে আমার যমানার লোকেরাই সর্বোত্তম । তারপর এর পরবর্তী যমানার লোকেরা । তারপর এদের পরবর্তী যমানার লোকেরা । ইমরান (রা) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ এ কথাটি দু'বার কি তিনবার বললেন, তা আমার স্মরণ নেই— তারপর এমন লোকদের আবির্ভাব হবে যে, তারা সাক্ষ্য দিবে, অথচ তাদের সাক্ষ্য চাওয়া হবে না । তারা খিয়ানতকারী হবে । তাদের আমানতদার মনে করা হবে না । তারা মানত মানবে তা পূরণ করবে না । তাদের দৈহিক হষ্টপুষ্টতা প্রকাশিত হবে ।

৫৯৮৬

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمِ عَنْ عَبْرِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيُّ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونُهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونُهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَتَهُمْ أَيْمَانَهُمْ وَآمَانَهُمْ شَهَادَتَهُمْ—

**৫৯৮৬** আবদান (র)..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : শ্রেষ্ঠ হল আমার যমানার লোক । তারপর উত্তম হল এদের পরবর্তী যমানার লোক, তারপর উত্তম হল এদের পরবর্তী যমানার লোক, তারপর এমন সব লোকের আবির্ভাব হবে, যাদের সাক্ষ্য তাদের কসমের পূর্বেই হবে, আর তাদের কসম তাদের সাক্ষ্যের পূর্বেই হবে ।

৬৯৮৭

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ سَمِعْتُ خَبَابًا وَقَدْ أَكْتُوْيَ يَوْمَئِذٍ سَبْعًا فِي بَطْنِهِ وَقَالَ لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوْ بِالْمَوْتِ لَدَعْوَتُ بِالْمَوْتِ إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ مَضِio وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا بِشَيْءٍ وَإِنَّا أَصَبَّنَا مِنَ الدُّنْيَا مَالًا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ—

**৫৯৮৭** ইয়াহ্তয়া ইবন মুসা (র)..... কায়স (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, খাবাব (রা) সাতবার তার পেটে উত্তপ্ত লোহার দাগ নেওয়ার পর আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, যদি রাসুলুল্লাহ ﷺ মৃত্যু কামনা করা নিষিদ্ধ না করতেন, তাহলে আমি মৃত্যু কামনা করতাম । নিশ্চয়ই মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবার অনেকেই (দুনিয়ার মোহে পতিত না হয়েই) চলে গিয়েছেন । অথচ দুনিয়া তাঁদের আখিরাতের কোনই ক্ষতিসাধন করতে পারেনি । আর আমরা দুনিয়ার ধনসম্পদ সংগ্রহ করেছি, যার জন্য মাটি ছাড়া আর কোন স্থান পাচ্ছি না ।

কোমল হওয়া

5988 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّشِّنِي حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسُ قَالَ أَتَيْتُ خَبَابًا وَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا لَهُ فَقَالَ أَنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ مَضَواً وَلَمْ تَنْقُصُهُمُ الدُّنْيَا شَيْئًا وَأَنَا أَصْبَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ شَيْئًا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ -

5988 مুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র).....কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার খাক্বাব (রা)-এর কাছে এলাম। তখন তিনি একটা দেয়াল তৈরি করছিলেন। তখন তিনি বললেন, আমাদের যে সাথীরা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, দুনিয়া তাদের কোন ক্ষতি করতে পারেনি। আর আমরা তাদের পর দুনিয়ার ধনসম্পদ সংগ্রহ করেছি, যেগুলোর জন্য আমরা মাটি ছাড়া আর কোন স্থান পাচ্ছি না।

5989 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنَ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيهِ وَأَئِلِّ عَنْ خَبَابٍ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

5989 مুহাম্মদ ইবন কাসীর (র).....খাক্বাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হিজরত করেছিলাম।

২৬৯. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَفْرُنُكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَى قَوْلِهِ مِنْ أَصْحَابِ السَّعْيِرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ السَّعِيرُ جَمْعَةُ سُعْرٍ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الْفَرُورُ الشَّيْطَانُ

২৬৯০. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : হে মানুষ! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদের কিছুতেই প্রত্যারিত না করে.....যেন জাহানামী হয় পর্যন্ত (৩৫ : ৫-৬)।' ইমাম বুখারী বলেন, আর বছবচন আর মুজাহিদ বলেন, আর মুজাহিদ বলেন, আর মানে শয়তান।-**الْفَرُورُ، السَّعِيرُ**

599. حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُعاَذُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبْنَاءَ أَبَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ أَتَيْتُ عُثْمَانَ بِطَهْوَرٍ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمَقَاعِدِ فَتَوَضَّأَ فَاحْسَنَ الْوَضُوءَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ وَهُوَ فِي هَذَا الْمَجِيْسِ فَاحْسَنَ الْوَضُوءَ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ هَذَا الْوَضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَرَكِعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ غُفرَلَهُ مَاتَقْدَمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَغْتَرُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هُوَ حُمْرَانَ بْنُ أَبَانِ -

5990 سাদ ইবন হাফস (র).....ইবন আবান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইবন আফফান (রা)-এর কাছে অ্যুর পানি নিয়ে এলাম। তখন তিনি মাকায়িদ-এ বসা ছিলেন। তিনি উত্তমরূপে অ্যু করলেন। তারপর তিনি বললেন, আমি নবী ﷺ-কে এ স্থানেই দেখেছি, তিনি উত্তমরূপে অ্যু করলেন, এরপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি এ অ্যুর মতো অ্যু করবে, তারপর মসজিদে এসে দু'রাকাআত সালাত আদায়

করে সেখানে বসবে, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। তিনি বললেন, নবী ﷺ আরও বলেন যে, তোমরা ধোকায় পড়ো না। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হুম্রান ইবন আবান।

## ٢٦٩١ بَابُ ذَهَابِ الصَّالِحِينَ

২৬৯১. অনুচ্ছেদ ৪ নেককার লোকদের বিদায় গ্রহণ

**৫৯৯১** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مِرْدَاسِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ أَلَّا أُولُّ فَالْأَوَّلِ ، وَيَقْبَقِي حُفَالَةً كَحُفَالَةِ الشَّعْبِ رَأَى التَّمَرَ لَا يَبَالِيهِمُ اللَّهُ بَالَّهُ -

**৫৯৯১** ইয়াহুয়া ইবন হাম্মাদ (র)..... মিরদাস আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : নেককার লোকেরা ক্রমান্বয়ে চলে যাবেন। আর থেকে যাবে নিকৃষ্টরা—যব অথবা খেজুরের মত লোকজন। আল্লাহ তা'আলা এদের প্রতি জর্ক্ষণও করবেন না।

## ٢٦٩٢ بَابُ مَا يُنْتَقَى مِنْ فِتْنَةِ الْمَالِ ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَآوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

২৬৯২. অনুচ্ছেদ ৫ ধন-সম্পদের পরীক্ষা থেকে বেঁচে থাকা সম্পর্কে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলাৰ বাণী : তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষা (৮ : ২৮)

**৫৯৯২** حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدَّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيرَةِ إِنْ أُعْطَى رَضِيَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ -

**৫৯৯২** ইয়াহুয়া ইবন ইউসুফ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : দীনার, দিরহাম, রেশমী চাদর (শাল), পশমী কাপড়ের (চাদর) গোলামরা ধৰ্ম হোক। যাদের এসব দেয়া হলে সন্তুষ্ট থাকে আর দেয়া না হলে অসন্তুষ্ট হয়।

**৫৯৯৩** حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ أَبْنَ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَآدِيَانَ مِنْ مَالٍ لَا يَتَغَفَّلُ ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا تُرَابٌ وَيَتُوْبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ -

**৫৯৯৩** আবু আসিম (র)..... ইবন আবুআস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যদি আদম সন্তানের দু'টি উপত্যকাপূর্ণ ধনসম্পদ থাকে তবুও সে তৃতীয়টার আকাঙ্ক্ষা করবে। আর মাটি ছাড়া লোভী আদম সন্তানের পেট ভরবে না। অবশ্য যে ব্যক্তি তওবা করবে, আল্লাহ তা'আলা তার তওবা কবূল করবেন।

**৫৯৯৪** حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مُخْلِدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْنُ جَرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ سَمِعْتُ إِبْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ نَبِيًّا اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لَابْنِ آدَمَ مِثْلًا وَادِيًّا لَا حَبَّ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ مِثْلًا وَلَا يَمْلأُ عَيْنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ ، قَالَ إِبْنُ عَبَّاسٍ فَلَا أَدْرِي مِنَ الْقُرْآنِ هُوَ أَمْ لَا قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيرِ يَقُولُ ذَلِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ -

**৫৯৯৫** مুহাম্মদ (র) ..... ইব্ন আবাস (রা) বলেন। আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন : বনী আদমের জন্য যদি এক উপত্যকা পরিমাণ ধনসম্পদ থাকে, তাহলে সে আরও ধন অর্জনের জন্য লালায়িত থাকবে। বনী আদমের লোভী চোখ মাটি ছাড়া আর কিছুই তৃষ্ণ করতে পারবে না। তবে যে তওবা করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার তওবা কবুল করবেন। ইব্ন আবাস বলেন, সুতরাং আমি জানি না—এটি কুরআনের অন্তর্ভুক্ত কিনা। তিনি বলেন, আমি ইবনুয় যুবায়রকে বলতে শুনেছি—এটি মিস্তরের উপরের (বর্ণনা)।

**৫৯৯৫** حَدَّثَنَا أَبُو نُعِيمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْفَسِيلِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيرِ عَلَى الْمِنْبَرِ مَكَةَ فِي خُطْبَتِهِ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النَّبِيَّ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ أُعْطِيَ وَادِيًّا مُلِّىًّا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَانِيًّا وَلَوْ أُعْطِيَ ثَانِيًّا أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَالِثًا وَلَا يَسْدُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ -

**৫৯৯৫** আবু নুয়াইম (র).....আবাস ইব্ন সাহল ইব্ন সাদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। আমি ইবনুয় যুবায়র (রা)-কে মকায় মিস্তরের উপর তার খুত্বার মধ্যে বলতে শুনেছি। তিনি বলছেন : হে লোকেরা! নবী ﷺ প্রায়ই বলতেন যে, যদি আদম সন্তানকে স্বর্ণে পরিপূর্ণ একটা উপত্যকা মাল দেয়া হয়, তথাপিও সে এ রকম দ্বিতীয়টার জন্য আকাঙ্ক্ষিত হয়ে থাকবে। আর তাকে এরকম দ্বিতীয়টা যদি দেয়া হয়, তাহলে সে তৃতীয় আরও একটার জন্য আকাঙ্ক্ষা করতে থাকবে। মানুষের পেট মাটি ছাড়া কিছুই ভরতে পারে না। তবে যে ব্যক্তি তওবা করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার তওবা কবুল করেন।

**৫৯৯৬** حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لَوْ أَنَّ لَابْنِ آدَمَ وَادِيًّا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيًّا وَلَنْ يَمْلأُ فَاهَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ وَقَالَ لَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي بْنِ الْكَعْبِ قَالَ كُنَّا نَرَى هَذَا مِنَ الْقُرْآنِ حَتَّى نَزَّلَتِ الْمَلَكُمُ التَّكَانُ -

৫৯৯৬. আবদুল আয়ীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যদি আদম সন্তানের স্বর্গপরিপূর্ণ একটা উপত্যকা থাকে, তথাপি সে তার জন্য দু'টি উপত্যকার কামনা করবে। তার মুখ একমাত্র মাটি ছাড়া অন্য কিছুই ভরতে পারবে না। অবশ্য যে ব্যক্তি তওবা করে, আল্লাহ তা'আলা তার তাওবা কবুল করেন। অন্য এক সূত্রে আনাস (রা) উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাদের ধারণা ছিল যে, সম্ভবত এ কুরআনেরই আয়াত। অবশেষে (সূরায়ে তাকাসুর) নায়িল হলো।

২৬৯৩. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ هَذَا الْمَالُ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى زُيْنَ لِلنَّاسِ  
حُبُّ الشَّهْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ إِلَى قَوْلِهِ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، قَالَ عُمَرُ اللَّهُمَّ  
إِنِّي لَا نَسْطَطِعُ إِلَّا أَنْ نَفْرَحَ بِمَا زَيْنْتُ لَنَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ أُنْفَقَهُ فِيْ حَقِّهِ -

২৬৯৩. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ -এর বাণী : এই সম্পদ শ্যামল ও মনোমুঝকর। মহান আল্লাহর বাণী : মানুষের জন্য (দুনিয়াতে) মনোহর করে দেওয়া হয়েছে কাঞ্চিত জিনিসগুলোর মায়া-মহৱতকে অর্থাৎ নারীকুল ও সন্তান-সন্ততি ..... এসব ইহজীবনের ভোগ্য বস্তু। (৩ : ১৪) উমর (রা) বলেন, ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য যেসব জিনিস চিন্তাকর্ষক করে দিয়েছেন, সেগুলোর ব্যাপারে অক্ষম। ইয়া আল্লাহ! অবশ্যই আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি, যেন আমি এগুলোকে যথাযথ খরচ করতে পারি

৫৯৯৭. حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِيْ  
عُرْوَةُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلَتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَعْطَانِيْ ثُمَّ  
سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِيْ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِيْ، ثُمَّ قَالَ هَذَا الْمَالُ وَرَبُّمَا قَالَ سُفِّيَانُ قَالَ لِيْ  
يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبٍ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ  
أَخَذَهُ بِإِشْرَافٍ نَفْسٍ لَمْ يُبَارِكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلِيَا  
خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَىِ -

৫৯৯৭. আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... হাকীম ইব্ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর কাছে মাল চাইলাম। তিনি আমাকে দিলেন। এরপর আমি আবার চাইলাম। তিনি আমাকে দিলেন। এরপর আমি আবারও চাইলাম। তিনি দিলেন। এরপর বললেন : এই ধন-সম্পদ সুফ্যানের বর্ণনামতে নবী ﷺ বললেন : হে হাকীম! অবশ্যই এই মাল শ্যামল-সুবজ ও সুমিষ্ট। যে ব্যক্তি তা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করবে, তার জন্য এটাকে বরকতময় করে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি তা লোভ সহকারে নেবে, তার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হবে না। বরং সে এ ব্যক্তির ন্যায় যে খায়, কিন্তু পেট ভরে না। আর (জেনে রেখো) উপরের (দাতার) হাত নিচের (গ্রহীতার) হাত থেকে শ্রেষ্ঠ।

২৬৯৪. بَابُ مَا قَدَّمَ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ لَهُ

২৬৯৪. অনুচ্ছেদ : মালের যা অগ্রিম পাঠাবে তা-ই তার হবে

**৫৯৯৮** حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِيْ أَبْرَاهِيمُ التَّئِمِيُّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ، قَالَ فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالُ وَارِثِهِ مَا آخَرَ-

**৫৯৯৮** আমর ইবন হাফ্স (র) .... আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন। নবী ﷺ লোকদের পশ্চ করলেন, তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কে, যে নিজের সম্পদের চেয়ে তার উত্তরাধিকারীর সম্পদকে বেশি প্রিয় মনে করে? তারা সবাই জবাব দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের মধ্যে সবাই তার নিজের সম্পদকে সবচাইতে বেশি প্রিয় মনে করি। তখন তিনি বললেন : নিশ্চয়ই মানুষের নিজের সম্পদ তা-ই, যা সে আগে পাঠিয়েছে। আর পিছনে যা ছেড়ে যাবে তা ওয়ারিছের মাল।

**২৬৯৫** بَابُ الْمُكْثِرُونَ هُمُ الْأَقْلَوْنَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى : مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا إِلَى قَوْلِهِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

২৬৯৫. অনুচ্ছেদ : প্রাচুর্যের অধিকারীরাই স্বল্পাধিকারী। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী : যদি কেউ পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা করে থাকে (১১ : ১৫-১৬)

**৫৯৯৯** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍ قَالَ خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ الْلَّيَالِي فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي وَحْدَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ قَالَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشِي مَعَهُ أَحَدًا قَالَ فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظَلِيلِ الْقَمَرِ فَالْتَّفَتَ فَرَأَنِي، فَقَالَ مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ أَبُو ذَرٍ جَعَلْنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ يَا أَبَا ذَرِ تَعَالَاهُ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ الْمُقْأَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَيْرًا فَنَفَحَ فِيهِ يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ وَبَيْنَ يَدِيهِ وَرَأْهُ وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا قَالَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ لِي اجْلِسْ هَاهُنَا قَالَ فَاجْلَسْتَيْ فِي قَاعِ حَوْلَهُ حِجَارَةً فَقَالَ لِي اجْلِسْ هَاهُنَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ، قَالَ فَانْطَلَقَ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى لَا أَرَاهُ فَلَبِثَ عَنِّي فَأَطَالَ اللَّبْثَ، ثُمَّ أَنِّي سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ وَهُوَ يَقُولُ وَإِنْ سَرَقَ، وَإِنْ زَنَى، قَالَ فَلَمَّا جَاءَ لَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قُلْتُ يَا نَبِيِّ اللَّهِ جَعَلْنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ مَنْ تُكَلِّمُ فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَرْجِعَ إِلَيْكَ شَيْئًا قَالَ ذَلِكَ جِبْرِيلُ عَرَضَ لِي فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ، قَالَ بَشِّرْ أُمْتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ يَا

جِبْرِيلُ وَإِنْ سَرَقَ ، وَإِنْ زَنَى قَالَ نَعَمْ ، قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ نَعَمْ وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ . قَالَ النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ وَالْأَعْمَشُ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ قَالُوا حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ بِهَذَا وَعَبْدُ الْعَزِيزُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ نَحْوَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، وَحَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مُرْسَلٌ لَيَصِحَّ إِنَّمَا أَوْرَدَنَا لِلْمَعْرِفَةِ وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍ قَالَ أَصْرِبُونَا عَلَى حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قُلْتُ لَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثُ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ مُرْسَلٌ أَيْضًا لَا يَصِحُّ وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍ قَالَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِذَا تَابَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَنْدَ الْمَوْتِ -

**৫৯৯** কুতায়বা ইবন সান্দ (র) ..... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতে আমি একবার বের হলাম। তখন নবী ﷺ -কে একাকী চলতে দেখলাম, তাঁর সঙ্গে কোন লোক ছিল না। আমি মনে করলাম, তাঁর সঙ্গে কেউ চলুক হয়ত তিনি তা অপসন্দ করবেন। তাই আমি চাঁদের ছায়াতে তাঁর পেছনে পেছনে চলতে লাগলাম। তিনি পেছনের দিকে তাকিয়ে আমাকে দেখে ফেললেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ কে? আমি বললাম, আমি আবু যার। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গিত করুন। তিনি বললেন : ওহে আবু যার, এসো। আমি তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ চললাম। তারপর তিনি বললেন : প্রাচুর্যের অধিকারীরাই কিয়ামতের দিন স্বল্পাধিকারী হবে। অবশ্য যাদের আল্লাহ্ সম্পদ দান করেন এবং তারা সম্পদকে তা ডানে, বামে, আগে ও পেছনে ব্যয় করে। আর মঙ্গলজনক কাজে তা লাগায়, (তারা ব্যক্তীত)। তারপর আমি আরও কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে চলার পর তিনি আমাকে বললেন : তুমি এখানে বসে থাক। (এ কথা বলে) তিনি আমাকে চতুর্দিকে প্রস্তরয়েরা একটি খোলা জায়গায় বসিয়ে দিয়ে বললেন : আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এখানেই বসে থেকো। তিনি বলেন, এরপর তিনি প্রস্তরময় প্রাস্তরের দিকে চলে গেলেন। এমন কি তিনি আমার দৃষ্টির অগোচরে চলে গেলেন। এবং বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হয়ে গেল। অতঃপর তিনি ফিরে আসার সময় আমি তাঁকে বলতে শুনলাম, যদিও সে চুরি করে, যদিও সে যিনা করে। তারপর তিনি যখন ফিরে এলেন, তখন আমি আর ধৈর্য ধারণ করতে না পেরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হলাম যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্ আমাকে আপনার প্রতি কুরবান করুন। আপনি এই প্রস্তর প্রাস্তরে কার সাথে কথা বললেন? কাউকে তো আপনার কথার উত্তর দিতে শুনলাম না। তখন তিনি বললেন : তিনি ছিলেন জিবরাইল (আ)। তিনি এই কংকরময় প্রাস্তরে আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি বললেন, আপনি আপনার উম্মাতদের সুসংবাদ দেবেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সঙ্গে কাউকে শরীক না করে মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ওহে জিবরাইল! যদিও সে চুরি করে, আর যদিও সে যিনা করে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললামঃ যদিও সে চুরি করে আর যিনা করে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আবার আমি বললামঃ যদিও সে চুরি করে আর যিনা করে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। যদি সে শরাবও পান করে। নয়র (র) .... আবুদ্দারদা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবুদ্দারদা থেকে আবু সালিহের বর্ণনা মুরসাল, যা সহীহ নয়। আমরা পরিচয়ের জন্য

এনেছি। ইমাম বুখারী (র) বলেন, তবে এ সুসংবাদ এ অবস্থায় দেওয়া হয়েছে, যদি সে তওবা করে আর মৃত্যুকালে 'লা-ইলাহা ইল্লাহ' বলে।

## ২৬৯৬ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مَأْحِبٌ أَنْ لِيْ أَحْدُّهَا ذَهَبًا

২৬৯৬. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বাণী : আমার জন্য উহুদ সোনা হোক; আমি তা কামনা করি না

٦٠٠ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرِّبَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَوْصِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ فَاسْتَقْبَلَنَا أَحَدٌ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍ، قُلْتُ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ مَا يَسِّرُنِي أَنْ عِنْدِي مُثْلٌ أَحَدٌ هَذَا ذَهَبًا يَمْضِي عَلَىٰ ثَالِثَةَ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا شَيْءٌ أُرْصَدُهُ لِدِينِ إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ هَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شَمَائِلِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ثُمَّ مَشَى ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمُ الْأَقْلَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شَمَائِلِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ثُمَّ قَالَ لِي مَكَانِكَ لَا تَبْرَحْ حَتَّىٰ أَتِيكَ، ثُمَّ انْطَلَقَ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ حَتَّىٰ تَوَازِيَ، فَسَمِعْتُ صَوْتاً قَدْ ارْتَفَعَ، فَتَخَوَّفْتُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ عَرَضِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتِيهِ فَذَكَرْتُ قَوْلَهُ لِي لَا تَبْرَحْ حَتَّىٰ أَتِيكَ فَلَمْ أَبْرَحْ حَتَّىٰ أَتَانِي، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتاً تَخَوَّفْتُ فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ وَهُلْ سَمِعْتُهُ؟ قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَانِي فَقَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ-

৬০০০ আল হাসন ইবনুর রাবী" (র)..... যায়দ ইবন ওহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু যাব (রা) বলেন, একবার আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে মদীনার কংকরময় প্রাস্তরে হেঁটে চলছিলাম। ইতোমধ্যে উহুদ আমাদের সামনে এল। তখন তিনি বললেন : হে আবু যাব! আমি বললাম, লাক্বাইকা, ইয়া রাসূলল্লাহ! তিনি বললেন : আমার নিকট এ উহুদ পরিমাণ সোনা হোক, আর তা খণ্ড পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে রেখে দেওয়া ব্যক্তিত একটি দীনারও তা থেকে আমার কাছে জমা থাকুক আর এ অবস্থায় তিনি দিন অতিবাহিত হোক তা আমাকে আনন্দিত করবে না। তবে যদি আমি তা আল্লাহর বাসাদের মধ্যে এভাবে তাকে ডান দিকে, বাম দিকে ও পেছনের দিকে বিতরণ করে দেই তা স্বতন্ত্র। এরপর তিনি চললেন। কিছুক্ষণ পর আবার বললেন : জেনে রেখো, প্রাচুর্যের অধিকারীরাই কিয়ামতের দিন স্বল্পাধিকারী হবে। অবশ্য যারা এভাবে, এভাবে, এভাবে ডানে, বামে ও পেছনে ব্যয় করবে, তারা এর ব্যতিক্রম। কিন্তু এরকম লোক অতি অল্পই। তারপর আমাকে বললেন : তুমি এখানে থাক। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করো। অতঃপর তিনি রাতের অন্ধকারে চলে গেলেন। এমনকি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এরপর আমি একটা উচ্চ শব্দ শুনলাম। এতে আমি শংকিত হয়ে পড়লাম যে, সম্ভবত তিনি কোন শক্রের সম্মুখীন হয়েছেন। এজন্য আমি তাঁর কাছেই যেতে

চাইলাম। কিন্তু তখনই আমার স্মরণ হলো যে, তিনি আমাকে বলে গিয়েছেন যে, আমি না আসা পর্যন্ত তুমি আর কোথাও যেয়ো না। তাই আমি সেদিকে আর গেলাম না। ইতোমধ্যে তিনি ফিরে এলেন। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি একটা শব্দ শুনে তো শংকিত হয়ে পড়ছিলাম। বাকী ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তুম কি শব্দ শুনেছো? আমি বললাম, হ্যাঁ : তিনি বললেন : ইনি জিবরাস্ট (আ)। তিনি আমার কাছে এসে বললেন : আপনার উম্মাতের কেউ যদি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে সে জান্নাতে দাখিল হবে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, যদি সে যিনি করে এবং যদি সে চুরি করে। তিনি বললেন : যদিও সে যিনি করে এবং যদিও চুরি করে।

**٦٠١** حَدَّثَنِيْ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ يُونُسَ ، وَقَالَ اللَّهُتْ حَدَّثَنِيْ  
يُونُسَ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْيَدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبْنِ عُثْبَةَ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كَانَ لِيْ مِثْلُ أَحَدٍ ذَهَبَأَ لِسَرَنِيْ أَنْ لَا تَمْرُ عَلَى ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِيْ  
مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْئًا أَرْصَدْهُ لِدِيْنِ -

**٦٠٠١** آহমাদ ইবন শাবিব (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমার জন্য উহুদের সমতুল্য স্বর্ণ যদি হয় আর এর কিয়দংশও তিনদিন অতীত হওয়ার পর আমার কাছে থাকবে না— তাতেই আমি সুখী হবো। তবে যদি খণ পরিশোধের জন্য হয় (তা ব্যতিক্রম)

**٢٦٩٧** بَابُ الْغَنِيِّ غِنَى النَّفْسِ ، وَقَوْلُهُ : أَيَخْسَبُونَ أَنَّ مَائِمُدُهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ  
، إِلَى قَوْلِهِ عَامِلُونَ ، قَالَ أَبْنُ عَيْبَنَةَ لَمْ يَعْمَلُوهَا لَا بُدُّ مِنْ أَنْ يَعْمَلُوهَا -

২৬৯৭. অনুচ্ছেদ : প্রকৃত ঐশ্বর্য হলো অন্তরের ঐশ্বর্য। আল্লাহ তা'আলার বাণী : তারা কি ধারণা করছে যে, আমি তাদেরকে যেসব ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দান করছি .... করে যাচ্ছে, পর্যন্ত

**٦٠٠٢** حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ حَصِينٍ عَنْ أَبِيْ  
صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثِيرَةِ الْعَرَضِ ، وَلَكِنْ  
الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ -

**٦٠٠٢** آহমাদ ইবন ইউনুস (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : বৈষম্যিক প্রাচুর্য ঐশ্বর্য নয় বরং প্রকৃত ঐশ্বর্য হল অন্তরের ঐশ্বর্য।

### ٢٦٩٨ بَابُ فَضْلِ الْفَقْرِ

২৬৯৮. অনুচ্ছেদ : দরিদ্রতার ফয়লত

**٦٠٠٣** حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ  
سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ مَرَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٌ مَا

রায়িকَ فِيْ هَذَا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ ، هَذَا وَاللَّهِ حَرَىْ أَنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ ، وَأَنْ شَفَعَ أَنْ يُشْفَعَ ، قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ مَرَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا رَأَيْكَ فِيْ هَذَا ؟ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، هَذَا حَرَىْ أَنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ ، وَأَنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشْفَعَ ، وَأَنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْ الْأَرْضِ مِثْلُ هَذَا -

**৬০০৩** ইস্মাইল (র)..... সাহল ইবন সাদ সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশ দিয়ে গেলেন তখন তিনি তার কাছে বসা একজনকে জিজেস করলেন, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার মন্তব্য কি? তিনি বললেন, এ ব্যক্তি তো একজন সন্তুষ্ট পরিবারের লোক। আল্লাহর কসম! তিনি এমন মর্যাদাবান যে কোথাও বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা গ্রহণযোগ্য। আর কারো জন্য সুপারিশ করলে তা গ্রহণযোগ্য। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব থাকলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আরেক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর পাশ দিয়ে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বসা লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমার অভিমত কি? তিনি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ ব্যক্তি তো এক গরীব মুসলমান। এ এমন ব্যক্তি যে, যদি সে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর সে যদি কারো সুপারিশ করে, তবে তা কবৃলও হবে না। এবং যদি সে কোন কথা বলে, তবে তা শোনার যোগ্য হয় না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ দুনিয়া ভরা আগের ব্যক্তি থেকে এ ব্যক্তি উন্নত।

**٦٠٤** حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلَ قَالَ عَدْنَا حَبَابًا فَقَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نُرِيدُ وَجْهَ اللَّهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ فَمَنْتَ مَنْ مَضِيَ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ : مُصْعَبُ بْنُ عُمَيرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ نَمِرَةً فَإِذَا غَطَّيْنَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَأْ رَأْسُهُ، فَأَمَرْنَا النَّبِيِّ ﷺ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلِيهِ مِنَ الْأَذْخِرِ، وَمِنْنَا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ بِهَا -

**৬০০৪** আল হ্�মায়দী (র)..... আবু ওয়াহিল (র) বর্ণনা করেন। একবার আমরা খাবাব (রা)-এর সুশ্রুত্যায় গেলাম। তখন তিনি বললেন : আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নবী ﷺ-এর সঙ্গে (মদীনায়) হিজরত করেছি; যার সাওয়াব আল্লাহর কাছেই আমাদের প্রাপ্য। এরপর আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এ সাওয়াব দুনিয়াতে লাভ করার আগেই বিদায় নিয়েছেন। তন্মধ্যে মুস্তাব ইবন উমায়র (রা), তিনি তো উভদের যুদ্ধে শহীদ হন। তিনি শুধু একখানা চাদর রেখে যান। আমরা কাফনের জন্য এটা দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকলে পা বেরিয়ে যেত এবং পা ঢাকলে মাথা বেরিয়ে পড়তো। নবী ﷺ আমাদের নির্দেশ দিলেন যে, তা দিয়ে মাথাটা ঢেকে দাও এবং পায়ের উপর কিছু 'ইয়খির' ঘাস বিছিয়ে দাও। আর আমাদের মধ্যে এমনও অনেক রয়েছেন, যাঁদের ফল পাকছে এবং তারা তা সরবরাহ করছেন।

٦٠٥ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عُمَرَ أَبْنَ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اطْلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءِ وَاطْلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ تَابَعَهُ أَيُوبُ وَعَوْفٌ وَقَالَ صَحْرٌ وَحَمَادُ بْنُ نَجِيْحٍ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ أَبْنِ عَبَاسٍ

৬০০৫ আবুল ওয়ালীদ (র)..... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আমি জানাতের মধ্যে তাকিয়ে দেখলাম যে, অধিকাংশ জানাতবাসী গরীব এবং আমি জাহানামের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, অধিকাংশ জাহানামী স্ত্রীলোক।

٦٠٦ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرْوَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَأْكُلِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خَوَانٍ حَتَّى مَاتَ، وَمَا أَكَلَ حُبْزًا مُرْقَفًا حَتَّى مَاتَ-

৬০০৬ আবু মামার (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমর্ত্য টেবিলের উপর খাবার খাননি আর ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত মস্ত রঞ্চি থেতে পাননি।

٦٠٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ تُوفِيَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا فِي رَقِّيْ مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِيرٍ، إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفٍ لِي فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَى فَكْلَتُهُ فَفَنَى -

৬০০৭ আবদুল্লাহ ইবন আবু শায়বা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এমন অবস্থায় ইস্তিকাল করলেন যে, তখন কোন প্রাণী থেতে পারে আমার তাকের উপর এমন কিছু ছিল না। তবে আমার তাকে যৎসামান্য যব ছিল। এ থেকে (পরিমাপ না করে) বেশ কিছুদিন আমি খেলাম। একদা মেপে নিলাম, যদরূণ তা শেষ হয়ে যায়।

২৬৯৯ بَابُ كَيْفَ كَانَ عَيْشُ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ، وَتَخْلِيْهِمْ مِنَ الدُّنْيَا  
২৬৯৯. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের জীবনযাপন কিরণে ছিল এবং তাঁরা দুনিয়া থেকে কি অবস্থায় বিদায় নিলেন

٦٠٨ حَدَّثَنِي أَبُو نُعَيْمٍ بِنْ حُوْيْنٍ مِنْ نِصْفِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدَ بِكَبِيرٍ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ وَإِنْ كُنْتُ لَأَشْدُ الْحَاجَرَ عَلَى بَطْنِيْ مِنَ الْجُوعِ، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ، فَمَرَأَ أَبُو بَكْرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ أَيَّةٍ مِنْ

كتاب الله ما سأله إلا ليُشْبِعْنِي فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ ثُمَّ مَرَّ بْنُ أَبْو الْقَاسِمِ عليه السلام فَتَبَسَّمَ حِينَ رَأَنِي وَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي وَمَا فِي وَجْهِي ثُمَّ قَالَ أَبَا هِرْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قُلْتُ لَبَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ، قَالَ الْحَقُّ وَمَضِي فَاتَّبَعْتَهُ فَدَخَلَ فَاسْتَأْذَنَ فَادِنَ لِيْ فَدَخَلَ فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَحٍ، فَقَالَ مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ قَالُوا أَهْدَاهُ لَكَ فُلَانٌ أَوْ فُلَانَةً قَالَ أَبَا هِرْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قُلْتُ لَبَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْحَقُّ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِيْ، قَالَ وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الْإِسْلَامِ لَا يَأْوُنَ عَلَى أَهْلٍ وَلَا مَالٍ وَلَا عَلَى أَحَدٍ إِذَا أَتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَنَاؤَ مِنْهَا شَيْئًا وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةً أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَآصَابَ مِنْهَا وَآشْرَكَهُمْ فِيهَا فَسَاءَنِي ذَلِكَ فَقُلْتُ وَمَا هَذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ كُنْتُ أَحَقُّ أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ شَرْبَةً أَتَقُوَّى بِهَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرَنِي فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيْهِمْ وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَنِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ بُدْ فَاتَّبَعْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا، فَاسْتَأْذَنُوا فَادِنَ لَهُمْ وَأَخْذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ، قَالَ يَا أَبَا هِرْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قُلْتُ لَبَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ، قَالَ خُذْ فَأَعْطِهِمْ فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ أَعْطِيْهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبَ حَتَّى يَرْوَى ثُمَّ يَرْدُ عَلَى الْقَدَحَ فَأَعْطِيْهِ، وَالْقَدَحَ فَيَشْرَبَ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرْدُ عَلَى الْقَدَحَ حَتَّى اِنْتَهِيَ إِلَى النَّبِيِّ عليه السلام وَقَدْ رَوَى الْقَوْمُ كُلُّهُمْ فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ يَا أَبَا هِرْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قُلْتُ لَبَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ بَقِيْتُ أَنَا وَأَنْتَ قُلْتُ صَدَقْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ، قَالَ اقْسِدْ فَأَشْرَبْ، فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ، فَقَالَ أَشْرَبْ فَشَرِبْتُ، فَمَا زَالَ يَقُولُ أَشْرَبْ، حَتَّى قُلْتُ لَا وَالَّذِي يَعْلَمُ بِالْحَقِّ، مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا قَالَ فَأَرِنِي فَأَعْطِيْهِ الْقَدَحَ فَحَمَدَ اللَّهَ وَسَمَّى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ۔

**৬০০৮** আবু নূয়াইম (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) বলতেন : আল্লাহর কসম ! যিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, আমি ক্ষুধার জুলায় আমার পেটকে মাটিতে রেখে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতাম। আর কোন সময় ক্ষুধার জুলায় আমার পেটে পাথর বেঁধে রাখতাম। একদিন আমি ক্ষুধার যন্ত্রণায় বাধ্য হয়ে নবী صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ও সাহাবীগণের বের হওয়ার পথে বসে থাকলাম। আবু বকর (রা) যেতে লাগলে আমি কুরআনের একটা আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম এই উদ্দেশ্যে যে, তিনি তাহলে আমাকে পরিত্ণ করে কিছু খাওয়াবেন। কিন্তু তিনি চলে গেলেন, কিছু করলেন না। কিছুক্ষণ পর উমর (রা) যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে

কুরআনের একটি আয়াত সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম। এ সময়ও আমি প্রশ্ন করলাম এ উদ্দেশ্যে যে, তিনি আমাকে পরিত্পত্তি করে খাওয়াবেন। কিন্তু তিনি চলে গেলেন। আমার কোন ব্যবস্থা করলেন না। তার পরক্ষণে আবুল কাসিম رض যাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে দেখেই মুচ্কি হাসলেন এবং আমার প্রাণে কি অস্ত্রিতা বিরাজমান এবং আমার চেহারার অবস্থা থেকে তিনি তা আঁচ করতে পারলেন। তারপর বললেন, হে আবু হির! আমি বললাম, ইয়া রাসূলল্লাহ! আমি হায়ির আছি। তিনি বললেন : তুমি আমার সঙ্গে চল। এ বলে তিনি চললেন, আমিও তাঁর অনুসরণ করলাম। তিনি ঘরে চুকবার অনুমতি চাইলেন এবং আমাকে চুকবার অনুমতি দিলেন। তারপর তিনি ঘরে প্রবেশ করে একটি পেয়ালার মধ্যে কিছু পরিমাণ দুধ পেলেন। তিনি বললেন : এ দুধ কোথা থেকে এসেছে? তাঁরা বললেন, এটা আপনাকে অমুক পুরুষ অথবা অমুক মহিলা হাদিয়া দিয়েছেন। তখন তিনি বললেন : হে আবু হির! আমি বললাম, লাকবাইকা ইয়া রাসূলল্লাহ! তুমি সুফ্ফাবাসীদের কাছে গিয়ে তাদেরকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো। রাবী বলেন, সুফ্ফাবাসীরা ইসলামের মেহমান ছিলেন। তাদের কোন পরিবার ছিল না এবং তাদের কোন সম্পদ ছিল না এবং তাদের কারো উপর নির্ভরশীল হওয়ারও সুযোগ ছিল না। যখন কোন সাদাকা আসত তখন তিনি তা তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। তিনি এর থেকে কিছুই গ্রহণ করতেন না। আর যখন কোন হাদিয়া আসত, তখন তার কিছু অংশ তাদেরকে দিয়ে দিতেন এবং এর থেকে নিজেও কিছু রাখতেন। এর মধ্যে তাদেরকে শরীক করতেন। এ আদেশ শুনে আমার মনে কিছুটা হতাশা এলো। মনে মনে ভাবলাম যে, এ সামান্য দুধ দ্বারা সুফ্ফাবাসীদের কি হবে? এ সামান্য দুধ আমার জন্যই যথেষ্ট হতো। এটা পান করে আমি শরীরে কিছুটা শক্তি পেতাম। এরপর যখন তাঁরা এসে গেলেন, তখন তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, আমিই যেন তা তাদেরকে দেই, আর আমার আশা রইল না যে, এ দুধ থেকে আমি কিছু পাব। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ না মেনে কোন উপায় নেই। তাই তাদের কাছে গিয়ে তাদেরকে ডেকে আনলাম। তাঁরা এসে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলে তিনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন। তাঁরা এসে ঘরে আসন গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন : হে আবু হির! আমি বললাম, আমি হায়ির ইয়া রাসূলল্লাহ! তিনি বললেন, তুমি পেয়ালাটি নাও আর তাদেরকে দাও। আমি পেয়ালা নিয়ে একজনকে দিলাম। তিনি তা পরিত্পত্তি হয়ে পান করে পেয়ালাটি আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। আমি আরেকজনকে পেয়ালাটি দিলাম। তিনিও পরিত্পত্তি হয়ে পান করে পেয়ালাটি আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। এমন কি আমি এরূপে দিতে দিতে নবী صلوات الله علیه و سلام পর্যন্ত পৌছলাম। তাঁরা সবাই তৎপৰ হয়েছিলেন। তারপর নবী صلوات الله علیه و سلام পেয়ালাটি নিজ হাতে নিয়ে রেখে আমার দিকে তাকিয়ে মুচ্কি হাসলেন। আর বললেন : হে আবু হির! আমি বললাম, আমি হায়ির, ইয়া রাসূলল্লাহ! তিনি বললেন : এখন তো আমি আর তুমি আছি। আমি বললাম, ইয়া রাসূলল্লাহ! আপনি ঠিক বলছেন। তিনি বললেন, এখন তুমি বসে পান কর। তখন আমি বসে কিছু পান করলাম। তিনি বললেন, তুমি আরও পান কর। আমি আরও পান করলাম। তিনি বারবার আমাকে পান করার নির্দেশ দিতে লাগলেন। এমন কি আমি বলতে বাধ্য হলাম যে, আর না। যে সন্তা আপনাকে সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম। (আমার পেটে) আর পান করার মত জায়গা আমি পাঞ্চি না। তিনি বললেন, তাহলে আমাকে দাও। আমি পেয়ালাটি তাঁকে দিয়ে দিলাম। তিনি আলহামদুলিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ বলে বাকীটা পান করলেন।

٦٠٩

حَدَّثَنَا مُسْدَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ  
سَعْدًا يَقُولُ أَنِّي لَأَوَّلِ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَرَأَيْتَنَا نَغْزُو وَمَا لَنَا طَعَامٌ

إِلَّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ وَهَذَا السَّمْرُ وَإِنَّ أَحَدَنَا لِيَضْعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاهَةُ مَالَهُ خُلْطٌ ثُمَّ  
أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَزِّرُنِي عَلَى الْإِسْلَامِ حِبْتُ أَذِنَّ وَضَلَّ سَعِيً -

**৬০০৯** মুসাদ্দাদ (র)..... কায়স (র) বর্ণনা করেন, আমি সাদ ইবন আবু ওয়াকাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমিই আরবের সর্বপ্রথম ব্যক্তি, আল্লাহর পথে যে তীর নিক্ষেপ করেছে। আমরা যুদ্ধকালীন নিজেদেরকে যে দুব্লাহ গাছের পাতা ও বাবলা ছাড়া খাবারের কিছুই ছিল না, অবস্থায় দেখেছি। কেউ কেউ বকরীর পায়খানার ন্যায় পায়খানা করতেন। যা ছিল সম্পূর্ণ শুক্নো। অথচ এখন আবার বনু আসাদ (গোত্র) এসে ইসলামের উপর চলার জন্য আমাকে তিরকার করছে। এখন আমি যেন শংকিত আমার সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ।

**৬.১.** حَدَّثَنِي عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْنَوْدِ عَنْ  
عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَيْعَ أَلْ مُحَمَّدٌ مُبِينٌ مُنْذُ قَدْمَ الْمَدِينَةِ مِنْ طَعَامٍ بِرْ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا  
حَتَّى قُبِضَ -

**৬০১০** উসমান (র) ..... আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিজন মদীনায় আগমনের পর থেকে লাগাতার তাঁর ওফাত পর্যন্ত তিনি দিন গমের রুটি পরিত্বষ্ট হয়ে থাননি।

**৬.১১** حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ هُوَ الْأَزْرَقُ  
عَنْ مَسْعُرِ بْنِ كِدَامٍ عَنْ هَلَالٍ عَنْ عِرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا أَكَلَ أَلْ مُحَمَّدٌ مُبِينٌ  
فِي يَوْمٍ إِلَّا حَدَّا هُمَا تَمَرُ -

**৬০১১** ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ইবন আবদুর রহমান (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার একদিনে যখনই দুবেলা খানা খেয়েছেন একবেলা শুধু খুরমা খেয়েছেন।

**৬.১২** حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هَشَامٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ  
عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فَرَأَشُ رَسُولُ اللَّهِ مُبِينٌ مِنْ آدَمَ وَحَشْوَهُ مِنْ لِيفٍ -

**৬০১২** আহমাদ ইবন আবু রাজা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ-এর বিছানা চামড়ার তৈরি ছিল এবং তার ভেতরে ছিল খেজুরের আঁশ।

**৬.১৩** حَدَّثَنَا هُدَبَةُ أَبْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا قَشَادَةُ قَالَ كُنَّا  
نَّاتِي أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ وَخَبَازَهُ قَاتِمُ فَقَالَ كُلُّوا فَمَا أَعْلَمُ النَّبِيُّ مُبِينٌ رَأَى رَغِيفًا مُرَقَّقًا  
حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ وَلَا رَأَى شَاهَةً سَمِيطًا بِعِينِهِ قَطَّ -

**৬০১৩** হুদবা ইবন খালিদ (র) ..... কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আনাস ইবন মালিক (রা)-এর কাছে এমন অবস্থায় যেতাম যে, তাঁর বাবুচি (মেহমান আপ্যায়নের জন্য) দণ্ডায়মান। আনাস (রা)

বলতেন, আপনারা থান। আমি জানি না যে, নবী ﷺ ইতিকালের সময় পর্যন্ত একটা চাপাতি রঞ্চিও চোখে দেখেছেন। আর তিনি কখনও একটি ভূনা ছাগল নিজ চোখে দেখেননি।

**٦.١٤** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتْنَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَأْتِيْ عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَانُوقِدٌ فِيهِ نَارًا إِنَّمَا هُوَ التَّمْرُ وَالْمَاءُ إِنْ نُؤْتَنِي بِالْحَيْمِ -

**৬০১৪** مুহাম্মদ ইবন মুসাল্লা (র) ..... আয়েশা (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, মাস অতিবাহিত হয়ে যেত আমরা এর মধ্যে ঘরে (রান্নার জন্য) আগুন প্রজ্ঞালিত করতাম না। তখন একমাত্র খুরমা আর পানি চলত। অবশ্য তবে যদি যৎসামান্য গোশ্চ আমাদের নিকট এসে যেত।

**٦.١٥** حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِي قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَاتَلَتْ لِعْرُوَةَ أَبْنَ أَخْتِيْ أَنْ كُنَّا لِنَنْظَرٍ إِلَى الْهَلَالِ ثَلَاثَةَ أَهْلَةً فِي شَهْرِيْنِ وَمَا أُوْقِدَتْ فِيْ أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ نَارٌ فَقُلْتُ مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟ قَالَتْ أَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ لَهُمْ مَنَائِحٌ وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللَّهِ فِي سَقِينَاهُ -

**৬০১৫** আবদুল আয়ীয ইবন আবদুল্লাহ আল ওয়াইসী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার উরওয়া (রা)-কে বললেন, বোন পুত্র! আমরা দু'মাসের মধ্যে তিনিবার নয়া চাঁদ দেখতাম। কিন্তু এর মধ্যে আল্লাহর রাসূলের গৃহগুলোতে (রান্নার জন্য) আগুন জ্বালানো হতো না। আমি বললাম, আপনাদের জীবন ধারণের কি ছিল? তিনি বললেন, কালো দু'টি জিনিস। খেজুর আর পানি। অবশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতিবেশী কয়েকজন আনসার সাহাবীর অনেকগুলো দুঃখবংশী প্রাণী ছিল। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তা দিত। তখন আমরা তা পান করে নিতাম।

**٦.١٦** حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ نَعَمْ اللَّهُمَّ ارْزُقْ أَلَّا مُحَمَّدٌ قُوْتَأْ -

**৬০১৬** আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করতেন : ইয়া আল্লাহ! মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিবারকে প্রয়োজনীয় জীবিকা দান করুন।

## ٢٧.. بَابُ الْفَصْدِ وَالْمُدَاوَةِ عَلَى الْعَمَلِ

২৭০০. অনুচ্ছেদ : আমলে মধ্যমপথ অবলম্বন এবং নিয়মিত করা

**٦.١٧** حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَشْعَثَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوفًا قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ النَّبِيِّ نَعَمْ قَالَتْ أَلَدَائِمْ قُلْتُ فَإِيْ حِينِ كَانَ يَقُومُ قَالَتْ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ -

**৬০১৭** আবদান (র)..... মাসরুক (র) বর্ণনা করেন। আমি আয়েশা (রা)-কে জিজাসা করলাম, নবী ﷺ-এর কাছে কি রকম আমল সবচাইতে প্রিয় ছিল? তিনি বললেন, নিয়মিত আমল। আমি বললাম, তিনি রাতে কোন সময় উঠতেন? তিনি বললেন, যখন তিনি মোরগের ডাক শুনতেন।

**৬.১৮** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَدْوُمُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ -

**৬০১৮** কুতায়বা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে আমল আমলকারী নিয়মিত করে, সে আমল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সবচাইতে প্রিয় ছিল।

**৬.১৯** حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، سَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَأَغْدُوا وَرُوْجُوا وَشَنِّيَّ مِنَ الدُّلْجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا -

**৬০১৯** আদাম (র) ..... আবু হুরায়বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কস্তিনকালেও তোমাদের কাউকে নিজের আমল নাজাত দেবে না। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনাকেও না! তিনি বললেন : আমাকেও না। তবে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে রহমত দিয়ে ঢেকে রেখেছেন। তোমরা যথারীতি আমল কর, ঘনিষ্ঠ হও। তোমরা সকালে, বিকালে এবং রাতের শেষাংশে আল্লাহ্ কাজ কর। মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর। আঁকড়ে ধর মধ্যমপন্থাকে, অবশ্যই সফলকাম হবে।

**৬.২০** حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَأَعْلَمُوا أَنْ لَنْ يُدْخِلُ أَحَدُكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَأَنَّ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا إِلَى اللَّهِ وَإِنْ قَلَ -

**৬০২০** আবদুল আয়ীয় ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা ঠিকভাবে ও মধ্যম পন্থায় নেক আমল করতে থাক। আর জেনে রাখ যে, তোমাদের কাউকে তার আমল বেহেশ্তে নেবে না এবং আল্লাহ্ কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় আমল হলো, যা নিয়মিত করা হয়। তা অল্পই হোক না কেন।

**৬.২১** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سُلَيْلَ النَّبِيِّ مُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَ وَقَالَ أَكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ -

৬০২১] মুহাম্মদ ইবন আর'আরা (র) ..... আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন। নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচাইতে প্রিয় আমল কি? তিনি বললেন : যে আমল নিয়মিত করা হয়। যদিও তা অন্ধ হোক। তিনি আরও বললেন, তোমরা সাধ্যমত আমল করে যাও।

٦.٢٢ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ كَانَ عَمَلُ النَّبِيِّ ﷺ هَلْ كَانَ يُخَصُّ شَيْئاً مِنَ الْأَيَّامِ قَالَتْ لَا كَانَ عَمَلُهُ دِيْمَةً وَآيُّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَطِيعُ -

৬০২২] উসমান ইবন আবু শায়বা (র) ..... আলকামা (র) বর্ণনা করেন। আমি মুসলিম-জননী আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে উস্মুল মু'মিনীন! নবী ﷺ -এর আমল কি রকম ছিল? তিনি কি কোন আমলের জন্য কোন দিন নির্দিষ্ট করতেন? তিনি বললেন, না। তাঁর আমল ছিল নিয়মিত। নবী ﷺ যেমন সক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তোমাদের কেউ কি সে সক্ষমতার অধিকারী?

٦.٢٣ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ أَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدْنِي اللَّهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ قَالَ أَظُنُّهُ عَنْ أَبِي النَّضِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ عَفَانُ حَدَّثَنَا وَهُبَيْبٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ سَدَّدُوا وَأَبْشِرُوا وَقَالَ مُجَاهِدٌ سَدِيدًا سَدِيدًا صِدْقًا -

৬০২৩] আলী ইবন আবদুল্লাহ ..... আয়েশা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : তোমরা ঠিক ঠিকভাবে মধ্যম পদ্ধায় আমল করতে থাক। আর সুসংবাদ নাও। কিন্তু (জেনে রেখো) কারো আমল তাকে জান্নাতে নেবে না। তাঁরা বললেন, তবে কি আপনাকেও না? তিনি বললেন : আমাকেও না। তবে আল্লাহ তা'আলা আমাকে মাগ্ফিরাত ও রহমতে দেকে রেখেছেন। তিনি বলেছেন, এটিকে আমি ধারণা করছি আবু নায়র.... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আফফান (র)....আয়েশা (রা)....নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তোমরা সঠিকভাবে আমল কর আর সুসংবাদ নাও। মুজাহিদ বলেছেন, সের্বাদ যিতীবেশ অর্থ সত্য।

٦.٢٤ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هَلَالِ بْنِ عَلَىٰ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا الصَّلَاةَ ثُمَّ رَقِيَ الْمِنْبَرَ فَأَشَارَ بِيَدِهِ قَبْلَ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ قَدْ أُرِيتُ أَلَّا مُنْذِرٌ صَلَّيْتُ لَكُمُ الصَّلَاةَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مُمْتَلَّيْنِ فِي قَبْلِ هَذَا الْجِدَارِ فَلَمْ أَرَكَا يَوْمَ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ مَرْتَبَيْنِ -

**৬০২৪** ইব্রাহীম ইব্নুল মুনফির (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একদিন আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। এরপর মিস্বরে উঠে মসজিদের কিবলার দিকে হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন : যখন আমি তোমাদের নিয়ে সালাত আদায় করছিলাম, তখন এ প্রাচীরের সম্মুখে আমাকে জান্মাত ও জাহান্মামের দৃশ্য দেখানো হলো। আমি আজকের মত ভাল ও মন্দ আর কোন দিন দেখিনি। এ শেষ কথাটি তিনি দু'বার বললেন।

**২৭.১** بَابُ الرَّجَاءِ مَعَ الْخَوْفِ وَقَالَ سُفْيَانٌ مَا فِي الْقُرْآنِ أَبْدُلُ عَلَىٰ مِنْ لَسْتِمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقْيِمُوا التُّورَةَ وَالْإِنْجِيلُ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

২৭০১. অনুচ্ছেদ : ভয়ের সাথে সাথে আশা রাখা। সুফিয়ান (র) বলেন, কুরআনের মধ্যে আমার কাছে এই আয়াত থেকে কঠিন আর কিছুই নেই। তাওরাত, ইনজীল ও যা তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে (কুরআন) তোমরা তা বাস্তবায়িত না করা পর্যন্ত তোমরা কোন ভিত্তের উপর নেই।

**৬.২৫** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلْقِهِ مِائَةً رَحْمَةً فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً، فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الدِّيْنِ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، لَمْ يَبْيَسْ مِنَ الْجَنَّةِ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الدِّيْنِ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ، لَمْ يَامِنْ مِنَ النَّارِ -

**৬০২৫** কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। আল্লাহ তা'আলা রহমত সৃষ্টির দিন একশটি রহমত সৃষ্টি করেছেন। নিরানবইটি তাঁর কাছে রেখে দিয়েছেন এবং একটি রহমত সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে ছেড়ে দিয়েছেন। যদি কাফির আল্লাহর কাছে সুরক্ষিত রহমত সম্পর্কে জানে তাহলে সে জান্মাত লাভ থেকে নিরাশ হবে না। আর মু'মিন যদি আল্লাহর কাছে শান্তি সম্পর্কে জানে তা হলে সে জাহান্মাম থেকে বে-পরওয়া হবে না।

**২৭.২** بَابُ الصَّبَرِ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، إِنَّمَا يُؤْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ  
وَقَالَ عَمَرُ وَجَدْنَا خَيْرًا عِيشِنَا بِالصَّبَرِ -

২৭০২. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলা'র নিষেধাজ্ঞাসমূহ থেকে সবর করা। (মহান আল্লাহর বাণী) : ধৈর্যশীলদের তো অপরিমিত প্রতিদান দেওয়া হবে। উমর (রা) বলেন, আমরা শ্রেষ্ঠ জীবন লাভ করেছিলাম একমাত্র ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমেই।

**٦.٢٦** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعِيبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ اُنَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَسْأَلْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا أَعْطَاهُ حَتَّى نَفَدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِيَدِيهِ مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ لَا أَدَّخِرُهُ عَنْكُمْ وَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَعْفِفُ يُعْفَهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبَّرْ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهُ اللَّهُ وَلَنْ تُعْطُوا عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ-

**٦٠٢٦** آবুল ইয়ামান (র)..... আবু সামিদ খুদ্রী (রা) বর্ণনা করেন। একবার আনসারদের কিছু সংখ্যক লোক নবী ﷺ -এর কাছে সাহায্য চাইলেন। তাদের যে যা চাইলেন, তিনি তা-ই দিলেন, এমন কি তাঁর কাছে যা কিছু ছিল তা শেষ হয়ে গেল। যখন তাঁর দু'হাত দিয়ে দান করার পর সবকিছু শেষ হয়ে গেল, তখন তিনি বললেন : আমার কাছে যা কিছু মালামাল থাকে, তা থেকে আমি কিছুই সঞ্চয় করি না। অবশ্য যে নিজেকে মুখাপেক্ষিতামৃত রাখতে চায়, আল্লাহ্ তাকে তাই রাখেন; আর যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে তিনি তাকে ধৈর্যশীলই রাখেন। আর যে ব্যক্তি পরনির্ভর হতে চায় না, আল্লাহ্ তাকে অভাবমৃত রাখেন। সবর অপেক্ষা বেশি প্রশংস্ত ও কল্যাণকর কিছু কষ্টিনকালেও তোমাদেরকে দান করা হবে না।

**٦.٢٧** حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنُ شُعْبَةَ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ حَتَّى تَرِمَ أَوْتَنْتَفِخْ قَدَمَاهُ، فَيُقَالُ لَهُ ، فَيَقُولُ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا-

**٦٠٢٧** খালাদ ইবন ইয়াহিয়া (র)..... যিয়াদ ইবন ইলাকাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুগীরা ইবন শুবা (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেন, নবী ﷺ এত সালাত আদায় করতেন, তাঁর পদযুগল ফুলে যেত। তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : আমি কি অত্যধিক কৃতজ্ঞ বাল্দ হবো না?

**٢٧.٣** بَابُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثْيَمَ مِنْ كُلِّ مَا هَبَقَ عَلَى النَّاسِ

২৭০৩. অনুচ্ছেদ : (আল্লাহ্ তা'আলার বাণী) : আর যে ব্যক্তি আল্লাহুর উপর পূর্ণ ভরসা রাখবে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট

**٦.٢٨** حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ حَصَّيْنَ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ الْفَأْبِغِيرِ حِسَابٍ هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرِقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ-

**৬০২৮** ইসহাক (র) ..... ইব্ন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা হবে এমন লোক, যারা ঝাড়ফুঁকের শরণাপন্ন হয় না, কুয়াত্রা মানে না এবং নিজেদের প্রতিপালকের উপরই ভরসা রাখে।

## ২৭.৪ بَابُ مَا يَكْرَهُ مِنْ قِيلَ وَقَالَ

২৭০৮. অনুচ্ছেদ : অনর্থক কথাবার্তা অপছন্দনীয়

**৯.২৯** حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا غَيْرٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مُغِيرَةً وَفُلَانُ وَرَجُلٌ ثَالِثٌ أَيْضًا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَرَادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شَعْبَةَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِحَدِيثِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ أَبْنِ شَعْبَةَ أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمَلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَكَانَ يَنْهَا عَنْ قِيلَ وَقَالَ وَكْثَرَ السَّوَالِ وَأَضَاعَةُ الْمَالِ وَمَنْعِ وَهَاتِ وَعُقُوقُ الْأُمَّهَاتِ وَوَادِ الْبَنَاتِ وَعَنْ هُشَيْمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مَبْدُ الْمَلْكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ وَرَادًا يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

**৬০২৯** আলী ইব্ন মুসলিম (র) ..... মুগীরা ইব্ন শুবা (রা)-এর কাতিব ওয়াররাদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, মুয়াবিয়া (রা) মুগীরা ইব্ন শুবা (রা)-কে লিখলেন যে, আপনি আমার কাছে একটা হাদীস লিখে পাঠান, যা আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন মুগীরা ইব্ন শুবা (রা) তাঁর কাছে লিখে পাঠালেন, আমি নিশ্চয়ই নবী ﷺ-কে সালাত থেকে ফিরার সময় বলতে শুনেছি। (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই।) তিনি একক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং হাম্দ তাঁরই। তিনি সবার উপর শক্তিমান। আর তিনি নিষেধ করতেন অনর্থক কথাবার্তা, অধিক সাওয়াল, মালের অপচয়, উচিত বস্তুকে দেওয়া, অনুচিতকে চাওয়া, মাতাপিতার অবাধ্যতা এবং কন্যাদেরকে জীবিত করবস্থ করা থেকে। হৃষায়ম (র).....আব্দুল মালিক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ওয়াররাদ (রা)-কে আল মুগীরা.... নবী ﷺ থেকে এই হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি।

## ২৭.৫ بَابُ حِفْظِ الْلِّسَانِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيَقُولْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْنُمْ وَقُولِهِ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدِينِهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

২৭০৫. অনুচ্ছেদ : যবান সাবধান রাখা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আব্দুরাতের প্রতি ইমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চৃপ থাকে। মহান আল্লাহর বাণী : মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে।

**٦.٢٠** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ وَقَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلَىٰ سَمْعَ أَبَا حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لِحَيْيِهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلِيهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ -

**৬০৩০** مুহাম্মদ ইবন আবু বাকর আল মুকাদ্দামী (র)..... সাহল ইবন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত।  
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার (সন্তুষ্টির) জন্য তার দু'চোয়ালের মধ্যবর্তী বস্তু (জিহ্বা) এবং দু'রানের মাঝখানের বস্তু (লজ্জাস্থান)-এর হিফায়ত করবে আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব প্রহণ করি।

**٦.٢١** حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمَ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيَقُولْ خَيْرًا أَوْ لَيَصْنَعْ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيُكْرِمْ ضَيْفَهُ -

**৬০৩১** আবদুল আয়ীয ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে নয়তো নীরব থাকে। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে।

**٦.٢٢** حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ سَمِعَ أَذْنَائِيْ وَوَعَاهُ قَلْبِي النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ الْخِيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَامٌ جَائِزَتُهُ قِيلَ وَمَا جَائِزَتُهُ قَالَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيَقُولْ خَيْرًا أَوْ لَيَسْكُنْ -

**৬০৩২** আবুল ওয়ালীদ (র) ..... আবু শুরাইহ আল খুয়ায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার দু'কান নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছে এবং আমার অন্তর তা সংরক্ষণ করেছে, মেহমানদারী তিন দিন, সৌজন্যসহ। জিজ্ঞাসা করা হলো, সৌজন্য কি? তিনি বললেন : এক দিন ও এক রাত (বিশেষ আতিথেয়তা)। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে।

**٦.٢٣** حَدَّثَنَا أَبْرَاهِيمَ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنَ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَزِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ -

**৬০৩৩** ইবরাহীম ইব্ন হাময়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, নিশ্চয় বান্দা এমন কথা বলে যার পরিণাম সে চিন্তা করে না, অথচ এ কথার কারণে সে নিষ্কিঞ্চ হবে জাহান্নামের এমন গভীরে যার দূরত্ব মাশরিক-এর দূরত্বের চাইতে অধিক।

**৬.২৪** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنْبِرٍ سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخْطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ -

**৬০৩৪** আবদুল্লাহ ইব্ন মুনীর (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টির কোন কথা উচ্চারণ করে অথচ সে কথার শুরুত্ব সম্পর্কে চেতনা নেই। কিন্তু এ কথার দ্বারা আল্লাহ তার মর্যাদা অনেক শুণ বাঢ়িয়ে দেন। আবার বান্দা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কোন কথা বলে ফেলে যার পরিণতি সম্পর্কে সে সচেতন নয়, অথচ সে-কথার কারণে সে জাহান্নামে পতিত হবে।

## ২৭.৬ بَابُ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ

২৭০৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার ভয়ে কাঁদা-

**৬.৩৫** حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بِشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ خَبِيبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةُ يُظْلَمُهُ اللَّهُ : رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فَقَاضَتْ عِيَّاهُ -

**৬০৩৫** মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : সাত প্রকার লোককে আল্লাহ তা'আলা ছায়া দেবেন। এক জাতীয় ব্যক্তি হবে আল্লাহর যিক্র করে চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত করল।

## ২৭.৭ بَابُ الْخَوْفِ مِنَ اللَّهِ

২৭০৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর ভয়

**৬.৩৬** حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ حَذِيفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مَمْنَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُسِيءُ الطَّنَّ يَعْمَلُهُ فَقَالَ لَاهْلُهُ إِذَا أَنَا مُتُّ فَخُذُونِيْ فَذَرُونِيْ فِي الْبَحْرِ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ فَفَعَلُوا بِهِ فَجَمَعَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى الدِّيْ صَنَعْتَ قَالَ مَا حَمَلْنِيْ إِلَّا مَخَافْتُكَ فَغَفَرَلَهُ -

**৬০৩৬** উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ..... হ্যায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের এক ব্যক্তি ছিল, যে তার আমল সম্পর্কে তুচ্ছ ধারণা পোষণ করত। সে তার পরিবারের

লোকদেরকে বলল, যখন আমি মারা যাবো, তখন তোমরা আমাকে নিয়ে (জ্ঞালিয়ে দিবে) অতঃপর প্রচণ্ড গরমের দিনে আমার ভস্তুগুলো সমুদ্রে ছিটিয়ে দেবে। তার পরিবারের লোকেরা সে অনুযায়ী কাজ করলো। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সেই ভস্ত একত্রিত করে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি যা করলে, তা কেন করলে? সে বললো, একমাত্র আপনার ভীতিই আমাকে এটিতে বাধ্য করেছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

٦٣٧

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا فِيمَنْ كَانَ سَلَفًا أَوْ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَوَلَدًا يَعْنِيْ أَعْطَاهُ فَلَمَّا حُضِرَ قَالَ لِبْنِيْهِ أَيْ أَبٍ كُنْتُ؟ قَالُوا خَيْرًا، قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَئِرْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا. فَسَرَّهَا قَتَادَةُ لَمْ يَدْخُرْ وَأَنَّ يَقْدُمُ عَلَى اللَّهِ يُعَذِّبُهُ فَانْظَرُوهُ فَإِذَا مُتْ فَأَحْرَقُونِيْ حَتَّىْ إِذَا صِرْتُ فَحْمًا فَاسْحَقُونِيْ أَوْ قَالَ فَاسْهَكُونِيْ ثُمَّ إِذَا كَانَ رِيحًّا عَاصِفًّا فَأَذْرُونِيْ فِيهَا فَأَخَذَ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَرَبِّيْ فَفَعَلُوا ذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ كُنْ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فَقَالَ أَيْ عَبْدٍ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ مَخَافَتُكَ أَوْ فَرَقُ مِنْكَ فَمَا تَلَافَاهُ أَنْ رَحْمَهُ فَحَدَّثَتْ أَبَا عُتْمَانَ فَقَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ فَأَذْرُونِيْ فِي الْبَحْرِ أَوْ كَمَا حَدَّثَ، وَقَالَ مُعَاذُ حَدَّثَ شَعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬০৩৭ মূসা ইব্ন ইসমাইল (র)..... আবু সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ পূর্ব অথবা তোমাদের পূর্ব যুগের এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দান করেছিলেন। যখন সে মৃত্যুর সম্মুখীন হলো তখন সে তার সন্তানদেরকে জিজ্ঞাসা করলো, আমি তোমাদের কেমন পিতা ছিলাম? তারা বলল, উত্তম। সে বললো, যে আল্লাহ্ র কাছে কোন সম্পদ সঞ্চয় রাখেনি, সে আল্লাহ্ র কাছে হায়ির হলে তিনি তাকে শাস্তি দেবেন। তোমরা লক্ষ্য রাখবে, আমি মারা গেলে আমাকে জ্ঞালিয়ে দেবে। আমি যখন কয়লা হয়ে যাব তাকে ছাই ভস্ত করে ফেলবে। অতঃপর যখন প্রবল বাতাস বইবে, তখন তোমরা তা তাতে উড়িয়ে দেবে। এভাবে সে তাদের নিকট থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিল। রাবী বলেন, আমার প্রতিপালকের কসম! তারা যথাযথ তাই করল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, অস্তিত্বে এসে যাও। হঠাৎ এক ব্যক্তিরপে দণ্ডযামান হলো। তখন তিনি বললেন, হে আমার বান্দা! তুমি এমনটি কেন করলে? সে বললো, তা একমাত্র আপনার ভয়ে। তখন তিনি এর প্রতিদানে তাকে ক্ষমা করে দিলেন আপনার ভীতি অথবা আপনার থেকে সরে থাকার কারণে। আমি আবু উসমানকে বর্ণনা করেছি, তিনি বলেছেন, আমি সালমানকে শুনেছি, তিনি এতদ্ব্যতীত অতিরিক্ত করেছেন.... আমার ভস্তুগুলো সমুদ্রে ছিটিয়ে দেবে। অথবা তিনি যেমনটি বর্ণনা করেছেন। মু'আয (র).... উক্বা (র) বলেন : আমি আবু সাঈদ (রা)-কে শুনেছি নবী (সা) থেকে।

## ٢٧.٨ بَابُ الْإِنْتِهَاءِ عَنِ الْمَعَاصِي

২৭০৮. অনুচ্ছেদ ৪: সব শুনাই থেকে বিরত থাকা

**٦.٣٨** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرِيدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوسَىٰ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلِي مَثَلُ مَا بَعَثْنَىَ اللَّهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَىَ قَوْمًا فَقَالَ رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنِي وَأَنَّىَ أَنَا التَّذَيْرُ الْعَرِيَانُ فَالنَّجَاءُ فَاطَّاعَهُ طَائِفَةً فَادْلَجُوا عَلَىْ مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا وَكَذَبَتْهُ طَائِفَةً فَصَبَّحُهُمُ الْجَيْشُ فَاجْتَاهُمْ -

**৬০৩৮** মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র)..... আবু মূসা আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি ও আমাকে যা দিয়ে আল্লাহ পাঠিয়েছেন তার দ্রষ্টান্ত হলো এমন ব্যক্তির মত, যে তার কওমের কাছে এসে বললো, আমি স্ব-চক্ষে শক্র সেনাদলকে দেখেছি আর আমি স্পষ্ট সতর্ককারী। সুতরাং তোমরা সত্ত্বে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কর। অতঃপর একদল তার কথায় সাড়া দিয়ে শেষ রজনীতে নিরাপদ গন্তব্যে পৌছে বেঁচে গেল। এদিকে আরেক দল তাকে মিথ্যারোগ করে, যদ্রহন তাদেরকে ভোর বেলায় শক্রসেনা এসে সমূলে নিপাত করে দিল।

**٦.٣٩** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقْعُنَ فِيهَا وَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَغْلِبُنَّهُ فَيَقْتَحِمُنَ فِيهَا أَخْدُ بِحْرَجَكُمْ عَنِ النَّارِ وَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فِيهَا -

**৬০৩৯** আবুল ইয়ামান (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, আমার ও লোকদের দ্রষ্টান্ত এমন ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন জ্বালালো আর যখন তার চতুর্দিক আলোকিত হয়ে গেল, তখন পতঙ্গ ও ঐ সমস্ত প্রাণী যেগুলো আগুনে পড়ে, তারা তাতে পড়তে লাগলো। তখন সে সেগুলোকে আগুন থেকে বাঁচাবার জন্য টানতে লাগলো। কিন্তু তারা আগুনে পুড়ে মরলো। তদ্রপ আমি তোমাদের কোমরে ধরে দোষখের আগুন থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করি অথচ তারা তাতেই প্রবেশ করছে।

**٦.٤٠** حَدَّثَنَا أَبُوْ ثَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَىَ اللَّهُ عَنْهُ -

৬০৪০ آبُو نُعَيْدِم (ر) ..... آبَدُول্লাহٌ إِبْنُ أَمَّارٍ (ر) বর্ণনা করেছেন। নবী ﷺ বলেছেন : مُسْلِمَانٌ (প্রকৃত) সেই ব্যক্তি, যার যবান ও হাত থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে। আর মুহাজির (প্রকৃত) সে, আল্লাহ্ যা নিষেধ করেছেন তা পরিত্যাগ করে।

### ۲۷۰۹ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحَّكْتُمْ قَلِيلًا

২৭০৯. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বাণী : আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে তাহলে তোমরা অবশ্যই হাসতে কম

৬.৪১ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْيَتْمَى عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحَّكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا -

৬০৪১ ইয়াহুইয়া ইবন বুকায়র (র) ..... آبু হুরায়রা (র) বলতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে তবে তোমরা অবশ্যই হাসতে কম আর কাঁদতে বেশি।

৬.৪২ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحَّكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا -

৬০৪২ সুলায়মান ইবন হারব (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে তবে তোমরা অবশ্যই হাসতে কম আর কাঁদতে বেশি।

### ২৭১০ بَابُ حُجْبَتِ النَّارِ بِالشَّهْوَاتِ

২৭১০. অনুচ্ছেদ : প্রবৃত্তি দ্বারা জাহানামকে বেষ্টন করা হয়েছে

৬.৪৩ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ حُجْبَتِ النَّارُ بِالشَّهْوَاتِ وَحُجْبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِ -

৬০৪৩ ইসমাইল (র) ..... آبু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জাহানাম প্রবৃত্তি দিয়ে বেষ্টিত। আর জাহানাম বেষ্টিত দুঃখ-ক্লেশ দিয়ে।

### ২৭১১ بَابُ الْجَنَّةِ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَائِكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ

২৭১১. অনুচ্ছেদ : জাহানাম তোমাদের কারো জুতার ফিতার চেয়েও বেশি নিকটবর্তী আর জাহানামও তদুপ

৬.৪৪ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَأَبِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَائِكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ -

**৬০৪৮** মুসা ইব্ন মাসউদ (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : জানাত তোমাদের কারো জুতার ফিতার চাইতেও বেশি কাছাকাছি আর জাহানামও তদ্ধপ।

**৬.৪৫** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّهَّدِ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلَكِ بْنِ عُمَّارٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَصْدَقُ بَيْتٍ قَالَ الشَّاعِرُ أَلَا كُلِّ شَيْءٍ مَا خَلَّ اللَّهُ بِأَطْلَعَ

**৬০৪৫** মুহাম্মদ ইব্নুল মুসাম্মা (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : সর্বাধিক সত্য কবিতা যা জনৈক কবি বলেছেন : “তোমরা জেনে রেখো আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই অনর্থক।”

## ২৭১২ بَابُ لِيَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَى مَنْ فَوْقَهُ

২৭১২. অনুচ্ছেদ : মানুষ যেন নিজের চেয়ে নিম্নতর ব্যক্তির দিকে তাকায় আর নিজের চেয়ে উচ্চতর ব্যক্তির দিকে যেন না তাকায়

**৬.৪৬** حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا انْظَرَ أَحَدُكُمُ الْإِلَيْهِ مِنْ فُضْلِ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخُلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ-

**৬০৪৬** ইসমাইল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কারো দৃষ্টি যদি এমন ব্যক্তির উপর নিপত্তি হয়, যাকে সম্পদে ও দৈহিক গঠনে বেশি মর্যাদা দেয়া হয়েছে তবে সে যেন এমন ব্যক্তির দিকে তাকায়, যে তার চেয়ে হীন অবস্থায় রয়েছে।

## ২৭১২ بَابُ مَنْ هُمْ بِحَسَنَةٍ أَوْ سَيِّئَةٍ

২৭১৩. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ইচ্ছা করল তাল কাজের কিংবা মন্দ কাজের

**৬.৪৭** حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْدُ أَبُو عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ وَالْعُطَّارِدِيُّ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ قَالَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ هُمْ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَةٌ فَإِنْ هُوَ هُمْ بِهَا فَعَمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ بِهَا عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٌ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَمَنْ هُمْ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَةٌ فَإِنْ هُوَ هُمْ بِهَا فَعَمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً-

**৬০৪৭** আবু মামার (র)..... ইবন আবিস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ (হাদীসে কুদ্সী স্বরূপ) তাঁর রব থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা নেকী ও বদীসমূহ চিহ্নিত করেছেন। এরপর সেগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু তা বাস্তবে পরিণত করল না, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে এর জন্য পূর্ণ নেকী লিপিবদ্ধ করবেন। আর সে ইচ্ছা করল তাল কাজের এবং তা বাস্তবেও পরিণত করল তবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে তার জন্য দশ গুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত এমন কি এর চেয়েও অনেক গুণ বেশি সাওয়াব লিখে দেন। আর যে ব্যক্তি কোন অসৎ কাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু তা বাস্তবে পরিণত করল না, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে তার জন্য পূর্ণ নেকী লিপিবদ্ধ করবেন। আর যদি সে ওই অসৎ কাজের ইচ্ছা করার পর বাস্তবেও তা করে ফেলে, তবে তার জন্য আল্লাহ তা'আলা মাত্র একটা পাপ লিখে দেন।

### ٢٧١٤ بَابُ مَا يُنْتَقِي مِنْ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ

২৭১৪. অনুচ্ছেদ : সগীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা

**٦٤٨** حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ غَيْلَانَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدْقَى فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ إِنْ كُنْتُمْ نَعْدُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ مُلَكِ الْمُؤْبِقَاتِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، يَعْنِي الْمُهَلَّكَاتِ -

**৬০৪৮** আবুল ওয়ালীদ (র)..... আনাস (রা) বলেন, তোমরা এমন সব কাজ করে থাক, যা তোমাদের চোখে চুল থেকেও সূক্ষ্ম দেখায়। কিন্তু নবী ﷺ-এর যমানায় আমরা এগুলোকে ধ্বংসাত্মক মনে করতাম। আবু আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন অর্থাৎ ১। ধ্বংসাত্মক।

### ٢٧١٥ بَابُ الْأَعْمَالِ بِالْخَوَاتِيمِ وَمَا يُخَافُ مِنْهَا

২৭১৫. অনুচ্ছেদ : আমল পরিণামের উপর নির্ভরশীল, আর পরিণামের ব্যাপারে ভীত থাকা

**٦٤٩** حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ نَظَرَ النَّبِيُّ مُلَكِ الْمُؤْبِقَاتِ إِلَى رَجُلٍ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ غَنَاءً عَنْهُمْ فَقَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَيَنْظُرْ إِلَى هَذَا فَتَبَيَّنَ رَجُلٌ فَلَمْ يَزَلْ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَقَالَ بِذَبَابَةٍ سَيِّفِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ ثَدِيهِ فَتَحَامَلَ عَلَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتْفَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ مُلَكِ الْمُؤْبِقَاتِ إِنَّ الْعَبْدَ لِيَعْمَلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ لِمَنْ أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا -

**৬০৪৯** আলী ইবন আইয়্যাস (র)..... সাহল ইবন সাঁদ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, নবী ﷺ মুশরিকদের সাথে যুদ্ধের এক ব্যক্তির দিকে তাকালেন। সে ব্যক্তি অন্যান্য লোকের চাইতে ধনী ছিল। তিনি বললেন : কেউ যদি জাহান্নামী লোক দেখতে চায়, সে যেন এই লোকটিকে দেখে। (এ কথা শুনে) এক ব্যক্তি তার পেছনে পেছনে যেতে লাগল। সে যুদ্ধ করতে করতে অবশেষে আহত হয়ে গেল। সে দ্রুত মৃত্যু কামনা করল, সে তারই তরবারীর অগ্রভাগ বুকে লাগিয়ে উপুড় হয়ে সজোরে এমনভাবে চাপ দিল যে, তলোয়ারটি তার বক্ষস্থল ভেদ করে পার্শ্বদেশ অতিক্রম করে গেল। এরপর নবী ﷺ বললেন : কোন বান্দা এমন কাজ করে যায়, যা দেখে লোকেরা একে জান্নাতী লোকের কাজ মনে করে। কিন্তু বাস্তবে সে জাহান্নামবাসীদের অস্তর্ভুক্ত। আর কোন বান্দা এমন কাজ করে যায়, যা মানুষের চোখে জাহান্নামীদের কাজ বলে মনে হয়। অথচ সে জান্নাতী লোকদের অস্তর্ভুক্ত। নিচয়ই মানুষের যাবতীয় আমল পরিণামের সাথে নির্ভরশীল।

## ٢٧١٦ بَابُ الْعُزْلَةِ رَاحَةُ مِنْ خُلُطِ السُّوءِ

২৭১৬. অনুচ্ছেদ : অসৎ লোকের সাথে মেলামেশা থেকে নির্জনে ধার্কা শাস্তিদায়ক

**٦٠٥.** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدَ حَدَّثَهُ قِيلْ يَارَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا أَلْوَزَ أَعْمَى قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدِ الْلَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ رَجُلٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَرَجُلٌ فِي شِعْبِ مِنَ الشَّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ، وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ تَابَعَهُ الْزَّبِيدِيُّ وَسَلِيمَانُ بْنُ كُثِيرٍ وَالنُّعْمَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ أَوْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ يُونُسُ وَأَبْنُ مُسَافِرٍ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي الْيَمَانِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ-

**৬০৫০** আবুল ইয়ামান ও মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র)..... আবু সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। একজন বেদুঈন নবী ﷺ-এর কাছে এসে আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন ব্যক্তি সবচাইতে উত্তম? তিনি বললেন : সে ব্যক্তি যে নিজের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে, আর সে ব্যক্তি যে পর্বতের কোন গুহায় তার রবের ইবাদত করতে থাকে এবং মানুষকে তার অনিষ্ট থেকে রেহাই দেয়। যুবায়দী সুলায়মান (র) ও নো'মান (র) যুহরী (র) থেকে শুআইব (র)-এর অনুসরণ করেছেন। মা'মার (র)..... আবু সায়ীদ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইউনুস (র), ইবন মুসাফির (র) ও ইয়াহইয়া ইবন সায়ীদ (র) জনৈক সাহবী কর্তৃক নবী (সা) থেকে অর্থাৎ আবুল ইয়ামানের হাদীসের ন্যায় “কোন ব্যক্তি সবচাইতে উত্তম বর্ণনা করেছেন।”

٦.٥١ حَدَّثَنَا أَبُو نُعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَاجِشُونَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَتَهُ سَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَأْتِيُ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ خَيْرٌ مَا لِلْمُسْلِمِ الْفَنْمُ يَتَبَعَّ بِهَا شَعْفُ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعُ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتْنَ -

৬০৫১ আবু নুয়াইম (র) ..... আবু সাইদ খুদ্রী (রা) বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে যখন মুসলমানের উত্তম সম্পদ হবে বকরির পাল। সে তা নিয়ে পাহাড়ী উপত্যকা ও বারি ভূমির অনুসরণ করবে, তাঁর দীনকে নিয়ে ফিত্না থেকে দূরে থাকার উদ্দেশ্যে।

## ٢٧١٧ بَابُ رَفْعِ الْأَمَانَةِ

২৭১৭. অনুচ্ছেদ : আমনতদারী উঠে যাওয়া

٦.٥٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلْيُخُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هَلَالُ بْنُ عَلَىٰ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَإِنْتَظِرِ السَّاعَةَ ، قَالَ كَيْفَ اضَاعُتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ إِذَا أَسْنَدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَإِنْتَظِرِ السَّاعَةَ -

৬০৫২ মুহাম্মদ ইবন সিনান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেছেন : যখন আমানত বিনষ্ট হয়ে যাবে তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করবে। সে বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আমানত কেমন করে নষ্ট হয়ে যাবে, তিনি বললেন : যখন অযোগ্য দায়িত্ব প্রাপ্ত হবে, তখনই তুমি কিয়ামতের অপেক্ষা করবে।

٦.٥٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُدَيْفَةُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثِيْنِ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ ، حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنْنَةِ ، وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفِعِهَا قَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظْلِلُ أَثْرُهَا مِثْلَ أَثْرِ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى أَثْرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَخْرَجْتَهُ عَلَى رَجَلِكَ فَنَفَطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَاعِيْعُونَ وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤْدِي الْأَمَانَةَ فَيُقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا ، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ أِيمَانِهِ ،

وَلَقَدْ أَتَى عَلَىٰ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِىٰ أَيُّكُمْ بَأَيَّعْتُ ، لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَهُ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَهُ عَلَىٰ سَاعِيهِ ، فَمَآمَا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتَ أَبَائِعُ إِلَّا فُلَانًا وَفَلَانًا -

**৬০৫৩** **মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র)**..... হ্যায়ফা (রা) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, **রাসূলুল্লাহ ﷺ** আমাদের কাছে দুটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। একটি তো আমি প্রত্যক্ষ করেছি এবং দ্বিতীয়টির জন্য অপেক্ষা করছি। নবী ﷺ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমানত মানুষের অস্তর্মূলে অধোগামী হয়। তারপর তারা কুরআন থেকে জ্ঞান অর্জন করে। এরপর তারা নবীর সুন্নাহ থেকে জ্ঞান অর্জন করে। আবার বর্ণনা করেছেন আমানত তুলে নেয়া সম্পর্কে, যে ব্যক্তিটি (ঈমানদার) এক পর্যায়ে ঘুমালে পর, তার অস্তর থেকে আমানত তুলে নেয়া হবে, তখন একটি বিন্দুর মত চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। পুনরায় ঘুমাবে। তখন আবার উঠিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর তার চিহ্ন ফোকার মত অবশিষ্ট থাকবে। তোমার পায়ের উপর গড়িয়ে পড়া অঙ্গার সৃষ্টি চিহ্ন, যেটিকে তুমি ফোলা মনে করবে, অথচ তার মধ্যে আদৌ কিছু নেই। মানুষ কারবার করবে বটে, কেউ আমানত আদায় করবে না। তারপর লোকেরা বলাবলি করবে যে, অমুক বৎশে একজন আমানতদার লোক রয়েছে। সে ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করা হবে যে, সে কতই না বুদ্ধিমান, কতই না বিচক্ষণ, কতই না বাহাদুর! অথচ তার অস্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানও থাকবে না। (বর্ণনাকারী বলেন) আমার উপর এমন এক যমানা অতিবাহিত হয়েছে যে, আমি তোমাদের কারো সাথে বেচাকেনা করলাম, সেদিকে জ্ঞাপন করতাম না। কারণ সে মুসলমান হলে ইসলামই আমার হক ফিরিয়ে দেবে। আর সে নাস্রানী হলে তার শাসকই আমার হক ফিরিয়ে দেবে। অথচ বর্তমানে আমি অমুক অমুককে ছাড়া বেচাকেনা করি না।

**৬.০৪** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبِ عَنِ الرُّزْهَرِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا لِلنَّاسِ كَالْأَبْلِيلِ الْمَائَةَ لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً -

**৬০৫৪** **আবুল ইয়ামান (র)**.....**আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)** বর্ণনা করেন যে, আমি **রাসূলুল্লাহ ﷺ**-কে শুনেছি। তিনি বলতেন : নিশ্চয়ই মানুষ শত উটের ন্যায়, যাদের মধ্য থেকে সাওয়ারীর উপযোগী একটি পাওয়া তোমার পক্ষে দুষ্কর।

## ২৭১৮ بَابُ الرِّيَاءِ وَالسَّمْعَةِ

২৭১৮. অনুচ্ছেদ : লোকদেখানো ও শোনানো ইবাদত

**৬.০৫** حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ ابْنُ كُهْيَلٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ غَيْرَهُ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ سَمِعَ سَمْعَ اللَّهِ بِهِ وَمَنْ يُرَأَ يُرَأَ اللَّهُ بِهِ-

**৬০৫৫** মুসাদাদ ও আবু নুআয়ম (র)..... সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জুন্দুবকে বলতে শুনেছি নবী ﷺ বলেন। তিনি ব্যতীত আমি অন্য কাউকে 'নবী ﷺ বলেন' এরূপ বলতে শুনিনি। আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং তাঁকে বলতে শুনলাম। নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি লোক শোনানো ইবাদত করে আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে 'লোক-শোনানো দেবেন'। আর যে ব্যক্তি লোক-দেখানো ইবাদত করবে আল্লাহ এর বিনিময়ে 'লোক দেখানো দেবেন'।

### ٢٧١٩ بَابُ مِنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ

২৭১৯. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি সাধনা করবে প্রতিতির সাথে আল্লাহর ইবাদতের ব্যাপারে আল্লাহর আনুগত্যের জন্য নিজের নফসের সাথে

**٦٥٦** حَدَّثَنَا هُبَيْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ بِيْنِيْ وَبَيْنِهِ إِلَّا أَخِرَّ الرَّاحِلَةِ، فَقَالَ يَا مُعَاذُ، قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدِيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدِيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدِيْكَ، قَالَ هَلْ تَدْرِيْ مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ؟ قُلْتُ أَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ قَالَ حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدِيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِيْ مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوْهُ؟ قُلْتُ أَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ قَالَ حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعْذِبُهُمْ-

**৬০৫৬** হৃদ্বাহ ইব্ন খালিদ (র)..... মুয়ায ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী ﷺ-এর সহযাত্রী হলাম। অথচ আমার ও তাঁর মাঝখানে ব্যবধান ছিল শুধু সাওয়ারীর পদির কাষ্ঠ-খণ্ড। তিনি বললেন : হে মুয়ায! আমি বললাম, লাকবাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ ওয়া সাদাইকা! তারপর আরও কিছুক্ষণ চলার পরে আবার বললেন : হে মুয়ায! আমি বললাম, লাকবাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ ওয়া সাদাইকা! তারপর আরও কিছুক্ষণ চলার পরে আবার বললেন : হে মুয়ায ইব্ন জাবাল! আমিও আবার বললাম, লাকবাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ ওয়া সাদাইকা। তখন তিনি বললেন : তুমি কি জানো যে, বান্দার উপর আল্লাহর হক হচ্ছে এই যে, সে তাঁরই ইবাদত করবে, এতে তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না। এরপর আরও কিছুক্ষণ পথ চলার আবার ডাকলেন, হে মুয়ায ইব্ন জাবাল! আমি বললাম, লাকবাইকা ওয়া সাদাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন : যদি বান্দা তা করে তখন আল্লাহর কাছে বান্দার প্রাপ্য কি হবে, তা কি তুমি জান? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন : তখন বান্দার হক আল্লাহর কাছে হলো তাদেরকে আয়াব না দেওয়া।

## ٢٧٢۔ بَابُ التَّوَاضِعِ

২৭২০. অনুচ্ছেদ : তাওয়াজু (বিনয়)

**٦٠٥٧** حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهْرَةُ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَاقَةً قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ نَاقَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ تُسَمَّى الْعَضْبَاءُ، وَكَانَتْ لَا تُسْبِقُ، فَجَاءَ أَغْرَابِيٌّ عَلَىٰ قَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا، فَاشْتَدَّ ذُلُكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَقَالُوا سُبِّقَتِ الْعَضْبَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ حَقًا عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْءًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ -

**৬০৫৭** مালিক ইবন ইসমাঈল ও মুহাম্মদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর 'আঘবা' নামী একটি উট্টী ছিল। তাকে অতিক্রম করে যাওয়া যেত না। একবার একজন বেদুঈন তার একটি উটে সাওয়ার হয়ে আসলে সেটি তার আগে চলে গেল। মুসলিমদের কাছে তা কঠোর মনে হল। তারা বলল যে, 'আঘবা'কে তো অতিক্রম করে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহ তা'আলার বিধান হলো, দুনিয়ার কোন জিনিসকে উথিত করা হলে তাকে পতিতও করা হয়।

**٦٠٥٨** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بَلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ قَالَ : مَنْ عَادَى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ أَذْنَتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقْرَبَ إِلَيَّ عَبْدِيْ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَلَا يَرَأُ عَبْدِيْ يَتَقْرَبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبَصِّرُ بِهِ وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِذِنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعْلُهُ تَرَدَّدْتُ عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَائِتَهُ -

**৬০৫৮** মুহাম্মদ ইবন উসমান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সঙ্গে শক্তা রাখবে, আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার বান্দা আমি যা তার উপর ফরয ইবাদতের চাইতে আমার কাছে অধিক প্রিয় কোন ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করবে না। আমার বান্দা সর্বদা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকবে। এমন কি অবশ্যে আমি তাকে আমার এমন প্রিয় পাত্র বানিয়ে নেই যে, আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে সবকিছু দেখে। আর আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমিই তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলে। সে যদি আমার কাছে কোন কিছু

সাওয়াল করে, তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দেই। আমি যে কোন কাজ করতে চাইলে এটাতে কোন রকম দ্বিধা সংকোচ করিনা, যতটা দ্বিধা সংকোচ মু'মিন বান্দার প্রাণ হরণে করি। সে মৃত্যুকে অপসন্দ করে আর আমি তার কষ্ট অপসন্দ করি।

**২৭২১ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ بِعِثْتِهِ بَعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتِينِ، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَمْعَ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔**

২৭২১. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ -এর বাণী : “আমাকে পাঠানো হয়েছে কিয়ামতের সাথে এ দু’টি অঙ্গুলীর ন্যায়।” (আল্লাহ তা’আলার ইরশাদ) আর কিয়ামতের ব্যাপার তো ঢোকের পলকের ন্যায় বরং তা অপেক্ষাও সতৰ। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (১৬ : ৭৭)

**৬.০৯ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ هَكَذَا وَيُشِيرُ بِإِصْبَاغِيِّ فِيمَذِ بِهِمَا۔**

৬০৫৯ সাঈদ ইব্ন আবু মারিয়াম (র)..... সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে কিয়ামতের সাথে এ রকম। এ বলে তিনি আঙুল দু’টিকে প্রসারিত করে ইশারা করেন।

**৬.১০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي التَّتِيَاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتِينِ۔**

৬০৬০ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে কিয়ামতের সাথে এ রকম।

**৬.১১ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بَعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتِينِ يَعْنِي اِصْبَاغِيِّ تَابِعَهُ اِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينِ۔**

৬০৬১ ইয়াহুইয়া ইব্ন ইউসুফ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আমার ও কিয়ামতের আবির্ভাব এ রকম। অর্থাৎ এ দু’টি আঙুলের ন্যায়।

**৬.১২ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الرِّزَنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ**

مَغْرِبِهَا ، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَأَهَا النَّاسُ أَمْنُوا أَجْمَعُونَ ، فَذَلِكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ امْتَنَتْ مِنْ قَبْلٍ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلُنِ ثُوبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَبَاعَانِهِ وَلَا يَطْوِيَانِهِ ، وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَقَدْ اِنْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِفْحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ ، وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِيهِ حَوْضُهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ -  
وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهَا

**৬০৬২** আবুল ইয়ামান (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে, আর লোকজন তা প্রত্যক্ষ করবে, তখন সকলেই ঈমান নিয়ে আসবে। তখনকার সম্পর্কেই (আল্লাহ তা'আলার বাণী) “সেন্দিন তার ঈমান কার্জে আসবে না, ইতিপূর্বে যে ব্যক্তি ঈমান আনেনি, কিংবা যে ব্যক্তি ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করেনি। কিয়ামত সংঘটিত হবে এ অবস্থায় যে, দু’ব্যক্তি (বেচা কেনার) জন্য পরম্পরের সামনে কাপড় ছড়িয়ে রাখবে। কিন্তু তারা বেচাকেনার সময় পাবে না। এমন কি তা ভাঁজ করারও অবকাশ পাবে না। আর কিয়ামত এমন অবস্থায় অবশ্যই কায়েম হবে যে, কোন ব্যক্তি তার উট্টনীর দুধ দোহন করে ফিরে আসার পর সে তা পান করার অবকাশ পাবে না। আর কিয়ামত এমন অবস্থায় সংঘটিত হবে যে, কোন ব্যক্তি (তার উটকে পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে) চৌবাচ্চা তৈরি করবে। কিন্তু সে এ থেকে পানি পান করানোর সুযোগ পাবে না। আর কিয়ামত এমন অবস্থায় কায়েম হবে যে, কোন ব্যক্তি তার মুখ পর্যন্ত লোক্মা উঠাবে, কিন্তু সে তা খেতে পারবে না।

## ২৭২২ بَابُ مَنْ أَحَبَ لِقاءَ اللَّهِ أَحَبَ اللَّهُ لِقاءً

২৭২২. অনুচ্ছেদ ৪ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করা পছন্দ করে, আল্লাহ তা'আলাও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন

**৬.৬৩** حَدَّثَنَا حَاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّابِيتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَ لِقاءَ اللَّهِ أَحَبَ اللَّهُ لِقاءً ، وَمَنْ كَرِهَ لِقاءَ اللَّهِ ، كَرِهَ اللَّهُ لِقاءً ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ ، أَنَا لَنْكِرَهُ الْمَوْتَ ، قَالَ لَيْسَ ذَاكَ ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنِ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ ، فَلَيْسَ شَيْئًا أَحَبَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ ، فَأَحَبَ لِقاءَ اللَّهِ وَأَحَبَ اللَّهُ لِقاءً وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعَقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْئًا أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ كَرِهَ لِقاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقاءً ، اخْتَصَرَهُ أَبُو دَاوُدُ وَعَمْرُو عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ -

**৬০৬৩** হাজাজ (র) ..... উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করা ভালবাসে, আল্লাহ তা'আলাও তার সাক্ষাৎ লাভ করা ভালবাসেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করা পসন্দ করে না, আল্লাহ তা'আলাও তার সাক্ষাৎ লাভ করা পসন্দ করেন না। তখন আয়েশা (রা) অথবা তাঁর অন্য কোন সহধর্মীণি বললেন, আমরাও তো মৃত্যুকে পসন্দ করি না। তিনি বললেন : বিষয়টা একপ নয়। আসলে ব্যাপারটা হলো এই যে, যখন মুমিন বান্দার মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তার সম্মানিত হওয়ার সুসংবাদ শোনানো হয়। তখন তার সামনের সুসংবাদের চাইতে তার নিকট বেশি পসন্দনীয় কিছু থাকে না। সুতরাং সে তখন আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করাকেই পসন্দ করে, আর আল্লাহ তা'আলাও তার সাক্ষাৎ লাভ করা ভালবাসেন। আর কাফিরের যখন অস্তিমকাল উপস্থিত হয়, তখন তাকে আল্লাহর আয়ার ও শান্তির সংবাদ দেওয়া হয়। তখন তার সামনের আয়াবের সংবাদের চাইতে তার কাছে অধিক অপসন্দনীয় কিছুই থাকে না। সুতরাং সে (এ সময়) আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করা অপসন্দ করে, আর আল্লাহ তা'আলাও তার সাক্ষাতকে অপসন্দ করেন।

**৬.৬৪** حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أَسَامَةَ عَنْ بُرِيْدٍ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَ اللَّهَ لِقاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقاءَهُ -

**৬০৬৪** মুহাম্মদ ইবন আলা (র) ..... আবু মুসা আশ্যারী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর মূলাকাতকে ভালবাসে, আল্লাহ তা'আলাও তার মূলাকাতকে ভালবাসেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর মূলাকাতকে ভালবাসে না, আল্লাহ তা'আলাও তার মূলাকাত ভালবাসেন না।

**৬.৬৫** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْيَتُّعُونْ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ أَبْنَ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبٍ وَعُرُوْةُ بْنُ الزَّبِيرِ فِي رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ صَحِيحٌ أَنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيًّا قَطُّ حَتَّى يَرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخِيَّزُ فَلَمَّا نُرِلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِيْ فَغَشِيَ عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ أَفَاقَ فَلَأْشَخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ الرَّفِيقُ الْأَعْلَى قُلْتُ اذْنَ لَا يَخْتَارُنَا وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهِ، قَالَتْ وَكَانَتْ تِلْكَ أَخْرَ كَلِمَةً تَكَلَّمُ بِهَا النَّبِيِّ ﷺ قَوْلُهُ اللَّهُمَّ الرَّفِيقُ الْأَعْلَى -

**৬০৬৫** ইয়াহ্যাইয়া ইবন বুকায়র (র)..... নবী ﷺ-এর সহধর্মীণি আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সুস্থাবস্থায় প্রায়ই এ কথা বলতেন যে, কোন নবীরই (জান) কব্য করা হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে তাঁর জান্নাতের ঠিকানা না দেখানো হয়, আর তাঁকে (জীবন অথবা মৃত্যুর) অধিকার না দেওয়া হয়। সুতরাং যখন নবী ﷺ-এর মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এলো, এ সময় তাঁর মাথা আমার রানের উপর

ছিল, তখন কিছুক্ষণের জন্য তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। বেহেশি থেকে সুস্থ হওয়ার পর তিনি তাঁর চোখ উপরের দিকে তুলে ছাদের দিকে তাকিয়ে বললেন : ‘আল্লাহুক্মার রাফীকাল আলা’ (অর্থাৎ ইয়া আল্লাহ! আমি আমার পরম বন্ধুর সান্নিধ্যই পসন্দ করলাম)। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, তখনই আমি (মনে মনে) বললাম যে, তিনি এখন আর আমাদেরকে পসন্দ করবেন না। আর আমি বুঝতে পারলাম যে, এটাই হচ্ছে সেই হাদীসের মর্ম, যা তিনি ইতিপূর্বে প্রায়ই বর্ণনা করতেন এবং এটাই ছিল তার শেষ কথা, যা তিনি বলেছেন : ‘আমি আমার পরম বন্ধুর সান্নিধ্যই পছন্দ করলাম।’

### ٢٧٢٣- بَابُ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ

#### ২৭২৩. অনুচ্ছেদ : মৃত্যুবন্ধনা

**٦.٦٦** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرِبْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلِيْكَةَ أَنَّ أَبَا عَمْرِو وَذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ بَيْنَ يَدِيهِ رَكْوَةً أَوْ عُلْبَةً فِيهَا مَاءٌ يَشُكُّ عُمَرُ فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدِيهِ فِي الْمَاءِ، فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ، ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى حَتَّى قُبِضَ وَمَالَتْ يَدُهُ—

**৬০৬৬** মুহাম্মদ ইবন উবায়দ ইবন মায়মুন (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে চামড়ার অথবা কাঠের একপাত্রে কিছু পানি রাখা ছিল (উমর সন্দেহ করতেন)। তিনি তাঁর উভয় হাত ঐ পাত্রের মধ্যে দাখিল করতেন। এরপর নিজ মুখমণ্ডলে উভয় হাত দ্বারা মসেহ করতেন এবং ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলতেন। আরও বলতেন : নিশ্চয়ই মৃত্যুর অনেক যন্ত্রণা রয়েছে। এরপর দু’হাত তুলে দোয়া করতে লাগলেন। ইয়া আল্লাহ! আমাকে সর্বোচ্চ বন্ধুর দরবারে পৌছিয়ে দিন। এ সময়ই তার (রহ) কব্য করা হলো। আর হাত দু’টি ঢলে পড়ল।

**٦.٦٧** حَدَّثَنَا صَدَقَةً قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْأَعْرَابِ جُفَاهُ يَأْتُونَ النَّبِيَّ ﷺ فَيَسَّالُونَهُ مَتَى السَّاعَةُ فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى أَصْفَرِهِمْ فَيَقُولُ إِنْ يَعْشُ هَذَا لَا يَدْرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَّى يَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ قَالَ هِشَامٌ يَعْنِي مَوْتَهُمْ—

**৬০৬৭** সাদাকা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক কঠিন মেজাজের প্রায় লোক নবী ﷺ-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করতো কিয়ামত কবে হবে? তখন তিনি তাদের সর্ব-কনিষ্ঠ ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে বলতেন : যদি এ ব্যক্তি কিছু দিন বেঁচে থাকে তবে তার বুড়ো হওয়ার আগেই তোমাদের কিয়ামত এসে যাবে। হিশাব বলেন যে, এ কিয়ামতের অর্থ হলো, তাদের মৃত্যু।

**٦.٦٨** حَدَّثَنَا أَسْمَعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُوبْنِ حَلْلَةَ عَنْ مَعْبِدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رَبِيعٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ ، فَقَالَ مُسْتَرِّيْحُ وَمُسْتَرَاحُ مِنْهُ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُسْتَرِّيْحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ ؟ قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِّيْحُ مِنْ نَصْبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِّيْحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ-

**٦٠٦٨** ইসমাঈল (র) ..... কাতাদা ইবন রিবেই আনসারী (রা) বর্ণনা করেন। একবার রাসূলুল্লাহ -এর পাশ দিয়ে একটি জানায়া নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি তা দেখে বললেন : সে শান্তি প্রাপ্তি অথবা তার থেকে শান্তিপ্রাপ্তি। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! 'মুস্তারিহ' ও 'মুস্তারাহ মিনহ'-এর অর্থ কি? তিনি বললেন : মু'মিন বান্দা মরে যাওয়ার পর দুনিয়ার কষ্ট ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে আল্লাহর রহমতের দিকে পৌছে শান্তি প্রাপ্তি হয়। আর গুণাহগার বান্দা মরে যাওয়ার পর তার আচার-আচরণ থেকে সকল মানুষ, শহর-বন্দর, গাছ-পালা ও প্রাণীকুল শান্তিপ্রাপ্তি হয়।

**٦.٦٩** حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُوبْنِ حَلْلَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ كَعْبٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مُسْتَرِّيْحُ وَمُسْتَرَاحُ مِنْهُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِّيْحُ-

**٦٠٦৯** মুসাদাদ (র) ..... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : মৃত ব্যক্তি হয়ত মুস্তারীহ (নিজে শান্তিপ্রাপ্তি) হবে অথবা মুস্তারাহ মিনহ (লোকজন) তার থেকে শান্তি লাভ করবে। মু'মিন (দুনিয়ার ফিতনা যাতনা থেকে) শান্তি লাভ করে।

**٦.٧.** حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرُوبْنِ حَزْمٍ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُتَّبِعُ الْمَيْتُ ثَلَاثَةً فَيَرْجِعُ أَثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ ، يَتَبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ-

**٦٠٧০** হুমায়দী (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ -এর বলেছেন : তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তির অনুসরণ করে থাকে। দু'টি ফিরে আসে, আর একটি তার সাথে থেকে যায়। তার পরিবারবর্গ, তার মাল ও তার আমল তার অনুসরণ করে থাকে। তার পরিবারবর্গ ও তার মাল ফিরে আসে, পক্ষান্তরে তার আমল তার সাথে থেকে যায়।

**٦.٧١** حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَى مَقْعَدَةِ غُدُوَّةَ وَعَشِيَّةَ إِمَّا النَّارُ وَإِمَّا الْجَنَّةُ ، فَيُقَالُ هَذَا مَقْعِدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ-

**৬০৭১** آبু نুমান (র) ..... ইবন উমর (রা) বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তখন কবরেই প্রত্যহ সকাল ও সন্ধিয়ায় তার জামানত অথবা জাহানামের ঠিকানা তার সামনে পেশ করা হয়। এবং বলা হয় যে, এই হলো তোমার ঠিকানা। তোমার পুনরুত্থান পর্যন্ত।

**৬.৭২** حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَسْبُوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ إِفْضَوْا إِلَىٰ مَا قَدَّمُوا -

**৬০৭২** آলী ইবন জাদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা মৃত ব্যক্তিদেরকে গালি দিও না। কারণ তারা তাদের কৃতকর্মের পরিণাম ফল পর্যন্ত পৌছে গিয়েছে।

**২৭২৪** بَابُ نَفْعِ الصُّورِ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : الصُّورُ كَهِيَّةٌ الْبُوقُ ، زَجْرَةٌ صَيْحَةٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : النَّاقُورُ الصُّورُ ، الرَّاجِفَةُ النَّفْخَةُ الْأُولَى ، وَالرَّادِفَةُ النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ

২৭২৪. অনুচ্ছেদ : শিঙায় ফুৎকার। মুজাহিদ বলেছেন, শিঙা হচ্ছে ডংকা আকৃতির, ‘যায়রাহ’ মানে চিত্কার, এবং ইবন আবাস (রা) বলেন, ‘নাকুর’ মানে শিঙা, ‘রায়ফা’ প্রথম ফুৎকার ‘রাদিফা’ দ্বিতীয় ফুৎকার।

**৬.৭৩** حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ أَنَّهَا حَدَّثَاهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أُسْتَبَ رَجُلًا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِي أَصْطَفَيْتَ مُحَمَّدًا ﷺ عَلَى الْعَالَمِينَ ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ وَالَّذِي أَصْطَفَيْتَ مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ ، قَالَ فَغَضِيبَ الْمُسْلِمِ عِنْ ذَلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِيِّ فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُخِيرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ فِي أَوَّلِ مَنْ يُفْسِدُ فَإِذَا مُوسَى بَاطِشُ بِجَانِبِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمَّنْ أَسْتَنْتَنِي اللَّهُ -

**৬০৭৩** আবদুল আয়ীয় ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'ব্যক্তি পরস্পরে গালাগালি করল। একজন মুসলমান, অপরজন ইহুদী। মুসলমান বলল, শপথ ঐ মহান সত্তার, যিনি মুহাম্মদ ﷺ-কে জগতবাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। ইহুদী বলল, শপথ ঐ মহান সত্তার, যিনি মুসা (আ)-কে জগতবাসীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। রাবী বলেন, এতে মুসলমান রাগাবিত হয়ে গেল এবং ইহুদীর মুখমণ্ডলে একটি চপেটাঘাত করে বসল। এরপর ইহুদী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে তার মাঝে এবং মুসলমানের

মাঝে যা ঘটেছিল এ সম্পর্কে তাকে অবহিত করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা আমাকে মূসা (আ)-এর ওপর প্রাধান্য দিও না। কেননা কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ বেহঁশ হয়ে যাবে, আর আমিই হব সেই ব্যক্তি যে সর্বপ্রথম ছঁশে আসবে। ছঁশ হয়েই আমি দেখতে পাব যে মূসা (আ) আরশে আয়ীমের কিনারা ধরে আছেন। আমি জানি না মূসা (আ) কি সেই লোক যিনি বেহঁশ হবেন আর আমার পূর্বেই প্রকৃতিস্থ হয়ে যাবেন। নাকি তিনি সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা বেহঁশ হয়ে যাওয়া থেকে সতত রেখেছেন।

**٦.٧٤** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْعَقُ النَّاسُ حِينَ يَصْعَقُونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ قَامَ فَإِذَا مُوسَى أَخْذَ بِالْعَرْشِ فَمَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ ، رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

**৬০৭৪** آবুল ইয়ামান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যখন কিয়ামত হবে তখন সমস্ত মানুষ বেহঁশ হয়ে যাবে। আর আমিই হব সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যে ছঁশ হয়ে দাঢ়াবে। আর আমি দেখতে পাব যে, মূসা (আ) আরশে আয়ীমকে ধরে আছেন। মূলত আমি জানি না যে, তিনি বেহঁশীদের অন্তর্ভুক্ত কি না? এ হাদীস আবু সাউদ খুদ্রী (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

**٢٧٢٥** بَابُ يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ رَوَاهُ نَافِعٌ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২৭২৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলা যমীনকে মুষ্টিতে নেবেন। এ কথা নাফী' (র) ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

**٦.٧٥** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ -

**৬০৭৫** মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ তা'আলা যমীনকে আপন মুষ্টোয় আবদ্ধ করবেন আর আকাশকে ডান হাত দিয়ে লেপটে দিবেন। এরপর তিনি বলবেন : “আমিই বাদশাহ, দুনিয়ার বাদশাহুরা কোথায়?”

**٦.٧٦** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْيَتْمُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هَلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَكُونُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزًا وَاحِدًا يَتَكَفَّهَا الْجَبَارُ بِيَدِهِ ، كَمَا يَكْفَأُ أَهْدُوكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السُّفَرِ نُزُلًا لَأَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَاتَّى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ أَلَا أَخْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ بَلَى قَالَ تَكُونُ الْأَرْضُ

خُبْزَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْنَا ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَأَ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ أَلَا أَخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ بِالَّامْ وَنُونْ . قَالُوا وَمَا هَذَا ؟ قَالَ ثُورُ وَنُونْ يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةَ كَبِيدٍ هِمَا سَبَعُونَ الْفَأْ-

**৬০৭৬** ইয়াহ্যাইয়া ইবন বুকায়র (র)..... আবু সাঈদ খুদৰী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন সমস্ত যমীন একটি রূপটি হয়ে যাবে। আর আল্লাহু তা'আলা বেহেশতাদের মেহমানদারীর জন্য তাকে স্বহস্তে তুলে নেবেন। যেমন তোমাদের মাঝে কেউ সফরের সময় তার রূপটি হাতে তুলে নেয়। এমন সময় একজন ইহুদী এলো এবং বলল, হে আবুল কাসিম! দয়াময় আপনাকে বরকত প্রদান করুন। কিয়ামতের দিন বেহেশতবাসীদের আতিথেয়তা সম্পর্কে আপনাকে কি জানাব না? তিনি বললেন : হ্যাঁ। লোকটি বলল, (সেই দিন) সমস্ত তৃ-মণ্ডল একটি রূপটি হয়ে যাবে। যেমন নবী ﷺ বলেছিলেন (লোকটিও সেইরূপই বলল)। এবার নবী ﷺ আমাদের দিকে তাকালেন এবং হাসলেন। এমনকি তাঁর চোয়ালের দাঁতসমূহ প্রকাশ পেল। এরপর তিনি বললেন : তবে কি আমি তোমাদেরকে (সেই রূপটির) তরকারী সম্পর্কে বলব না? তিনি বললেন : তাদের তরকারী হবে বালাম এবং নুন। সাহাবাগণ বললেন, সে আবার কি? তিনি বললেন : ফাঁড় এবং মাছ। এদের কলিজার গুরুদা থেকে সন্তুর হাজার লোক থেতে পারবে।

**৬.৭৭** حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يُحْشِرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقْرَصَةِ النَّقِيِّ قَالَ سَهْلٌ أَوْ غَيْرُهُ لَيْسَ فِيهَا مَعْلُومٌ لَأَحَدٍ -

**৬০৭৭** সাঈদ ইবন আবু মারিয়াম (র)..... সাহল ইবন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন মানুষকে এমন স্বচ্ছ শুভ সমতল যমীনের ওপর একত্রিত করা হবে সাদা গমের রূপটি যেমন স্বচ্ছ-শুভ হয়ে থাকে। সাহল বা অন্য কেউ বলেছেন, তার মাঝে কারও কোন কিছুর চিহ্ন বিদ্যমান থাকবে না।

## ২৭২৬ بَابُ كَيْفَ الْحَشْرُ

২৭২৬. অনুচ্ছেদ : হাশরের অবস্থা

**৬.৭৮** حَدَّثَنَا مُعَلَّى ابْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَزْدِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُحْشِرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى ثَلَاثَ طَرَائِقَ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ وَأَنْتَانَ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلَاثَةَ عَلَى بَعِيرٍ وَأَرْبَعَةَ عَلَى بَعِيرٍ وَعَشَرَةَ بَعِيرٍ وَيُحْشِرُ بَقِيَّتِهِمُ النَّارُ تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَتَبَيْتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَأْتُوا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا -

**৬০৭৮** مُعَاوِيَةٌ إِبْنُ أَسَادٍ (ر)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন মানুষের হাশের হবে তিনি প্রকারে। একদল তো হবে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আশিক ও দুনিয়ার প্রতি অনাসঙ্গ বান্দাদের। দ্বিতীয় দল হবে দু'জন, তিনজন, চারজন বা দশজন এক উটের ওপর আরোহণকারী। আর অবশিষ্ট যারা থাকবে অগ্নি তাদেরকে একত্রিত করে নেবে। যেখানে তারা থামবে আগুনও তাদের সাথে সেখানে থামবে। তারা যেখানে রাত্রি যাপন করবে আগুনও সেখানে তাদের সাথে রাত্রি যাপন করবে। তারা যেখানে সকাল করবে আগুনও সেখানে তাদের সাথে সকাল করবে। যেখানে তাদের সন্ধ্যা হবে আগুনেরও সেখানে সন্ধ্যা হবে।

**৬.৭৯** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدَ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَّسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَيْفَ يُحْشِرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ ؟ قَالَ أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يَمْشِيَ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ قَتَادَةُ بَلَى وَعِزَّةُ رَبِّنَا -

**৬০৭৯** আবদুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর নবী! অধোবদন অবস্থায় কাফেরদেরকে কিভাবে হাশেরের ময়দানে উঠানো হবে? তিনি বললেন : দুনিয়াতে যে মহান সন্তা (মানুষকে) দু'পায়ের উপর হাঁটাতে পারেন, তিনি কি কিয়ামতের দিন অধোবদন করে হাঁটাতে সক্ষম নন? তখন কাতাদা (রা) বললেন, আমাদের রবের ইয্যতের কসম! হ্যাঁ, অবশ্যই পারেন।

**৬.৮.** حَدَّثَنَا عَلَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيرَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّكُمْ مُلَاقُوا اللَّهَ حُفَّةً عَرَأَةً مَشَاهَةً غُرْلَةً ، قَالَ سُفِّيَانُ هَذَا مِمَّا يُعَدُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسَ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ -

**৬০৮০** আলী (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই তোমরা খালি পা, উলঙ্গ ও খাতনা বিহীন অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে মিলিত হবে। সুফিয়ান বলেন, এ হাদীসকে ঐ সমস্ত হাদীসের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়, যা ইবন আব্বাস (রা) নবী করীম ﷺ থেকে স্বয়ং শুনেছেন।

**৬.৮১** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّكُمْ مُلَاقُوا اللَّهَ حُفَّةً عَرَأَةً غُرْلَةً -

**৬০৮১** কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মিস্বের ওপর দাঁড়িয়ে খুত্বা দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন : নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে মুলাকাত করবে খালি পা, উলঙ্গ ও খাতনাবিহীন অবস্থায়।

**٦٠٨٢** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغَيْرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَ فِينَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ : إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَّةً عُرَاءً غَرَلَ كَمَا بَدَانَا أَوْلَ خَلْقٍ نُعْيَدُهُ الْآيَةُ ، وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقَ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ابْرَاهِيمُ وَإِنَّهُ سَيْجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ السِّمَاءِ فَاقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ، فَاقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا إِلَى قَوْلِهِ الْحَكِيمُ ، فَيُقَالُ إِنَّهُمْ لَمْ يَرَوُا مُرْتَدِينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ -

**٦٠٨٢** মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)..... ইবন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের মাঝে খুত্বা দিতে দাঁড়ালেন। এরপর বললেন : নিশ্চয়ই তোমাদের হাশর করা হবে খালি পা, উলঙ্গ ও খাতনাবিহীন অবস্থায়। আয়াত : كَمَا بَدَانَا أَوْلَ خَلْقٍ نُعْيَدُهُ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বলেন, যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছি তেমনিভাবে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করব। আর কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ইব্রাহীম (আ)-কে পোশাক পরিধান করানো হবে। আমার উম্মাত থেকে কিছু লোককে আনা হবে আর তাদেরকে আনা হবে বামওয়ালাদের (বাম হাতে আমলনামা প্রাপ্ত) ভিতর থেকে। তখন আমি বলব, হে প্রভু ! এরা তো আমার উম্মত। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন : নিশ্চয়ই তুমি জান না তোমার পরে এরা কি করেছে। তখন আমি আরয করব, যেমন আরয করেছে নেক্কার বান্দা অর্থাৎ দুসা (আ) আয়াত : وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا .....الْحَكِيمُ .....পর্যন্ত। অর্থাৎ যতদিন আমি ছিলাম আমি তাদের ওপর সাক্ষী ছিলাম ..... রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এরপর জবাব দেওয়া হবে। এরা সর্বদাই দীন থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনের ওপর বিদ্যমান ছিল।

**٦٠٨٣** حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَفِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلِيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحْشِرُونَ حُفَّةً عُرَاءً غَرْلًا قَالَتْ عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ أَلَمْ أَشَدْ مِنْ أَنْ يُهْمِمُهُمْ ذَاكَ -

**٦٠٨٣** কায়স ইবন হাফস (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষকে হাশরের ময়দানে উঠানো হবে খালি পা, উলঙ্গ ও খাতনাবিহীন অবস্থায়। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ! তখন তো পুরুষ ও নারীগণ একে অপরের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে। তিনি বললেন : এইরূপ ইচ্ছা করার চাইতেও কঠিন হবে তখনকার অবস্থা।

٦.٨٤ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ عَنْ عَمْرُو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي قُبَّةٍ، فَقَالَ أَتَرْضَوْنَا أَنْ تَكُونُوا رُبُّعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْنَا نَعَمْ، قَالَ تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ أَنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا أَلَا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَّا كَشَعْرَةٍ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثُّورِ الْأَسْوَدِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثُّورِ الْأَحْمَرِ-

৬০৮৪ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) .... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা কোন এক তাঁবুতে নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন তিনি বললেন : তোমরা বেহেশ্তীদের এক-চতুর্থাংশ হবে, এটা কি তোমরা পছন্দ কর? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি আবার বললেন : তোমরা বেহেশ্তীদের এক-তৃতীয়াংশ হবে, এটা কি তোমরা পছন্দ কর? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তখন নবী ﷺ-এর সপথ ঐ মহান সন্তার, যাঁর হাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর জান। আমি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশী যে, তোমরা বেহেশ্তীদের অর্ধেক হবে। আর এটা চিরস্তন সত্য যে বেহেশ্তে কেবলমাত্র মুসলমানগণই প্রবেশ করতে পারবে। আর মুশরিকদের মুকাবিলায় তোমরা হচ্ছ এমন, যেমন কাল ঝাঁড়ের চামড়ার উপর শুভ পশম। অথবা লাল ঝাঁড়ের চামড়ার ওপর কাল পশম।

٦.٨٥ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ثُورٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَتَرَأَى ذُرِّيَّتُهُ فَيُقَالُ هُذَا أَبُوكُمْ أَدَمُ، فَيَقُولُ لَبَيْكُ وَسَعْدِيْكُ، فَيَقُولُ أَخْرِجْ بَعْثَ جَهَنَّمَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ، فَيَقُولُ يَارَبِّ كَمْ أَخْرِجْ، فَيَقُولُ أَخْرِجْ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ- فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ إِذَا أُخْذَ مِنَ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَ هُوَ تِسْعُونَ فَمَاذَا يَبْقَى مِنْهَا؟ قَالَ إِنَّ أَمْتَى فِي الْأَمْمَ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثُّورِ الْأَسْوَدِ-

৬০৮৫ ইসমাইল (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর বলেছেন : কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আদম (আ)-কে ডাকা হবে। তিনি তাঁর বংশধরকে দেখতে পাবেন। তখন তাদেরকে বলা হবে, ইনি হচ্ছেন তোমাদের পিতা আদম (আ)। জবাবে তারা বলবে **لَبَيْكُ وَسَعْدِيْكَ** হাযির! হাযির! মোরা তব খিদমতে হাযির! এরপর তাঁকে আল্লাহ বলবেন, তোমার জাহানামী বংশধরকে বের কর। তখন আদম (আ) বলবেন, প্রভু হে! কি পরিমাণ বের করব? আল্লাহ তা'আলা বলবেন : প্রতি একশ' থেকে নিরানবই জনকে বের কর। তখন সাহাবাগণ বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রতি একশ' থেকে যখন নিরানবই জনকে বের করা হবে তখন আর

আমাদের মাঝে বাকী থাকবে কি? তিনি بِالْجَنَاحِيْنِ বললেন : নিশ্চয়ই অন্যান্য সকল উম্মাতের তুলনায় আমার উম্মাত হল কাল ঘাঁড়ের গায়ের শুভ পশ্চমের ন্যায়।

## ٢٧٢٧ بَابُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ، أَزِفَتِ الْأَزْفَةُ ، اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ

২৭২৭. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহুর বাণী : কিয়ামতের প্রকল্পে এক ভয়ংকর ব্যাপার (২২ : ১)।  
কিয়ামত আসন্ন (৫৩ : ৫৭)। কিয়ামত আসন্ন (৫৪ : ১)

**٦٠٨٦** حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ مَوْسَى أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَدَمَ، فَيَقُولُ لَبِّيْكَ وَسَعْدِيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدِيْكَ، قَالَ يَقُولُ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ، قَالَ وَمَا بَعْثَ النَّارِ؟ قَالَ مِنْ كُلِّ الْفِتْنَةِ تَسْعِمَائَةً وَتِسْعَيْنَ، فَذَالِكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّفِيرُ، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، وَتَرَى النَّاسَ سُكْرَى وَمَا هُمْ بِسُكْرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ- فَأُشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ أَيْنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ، قَالَ أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ الْفُ وَمِنْكُمْ رَجُلٌ، ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي فِي يَدِهِ إِنِّي لَا طَمَعَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، قَالَ فَحَمَدْنَا اللَّهَ وَكَبَرْنَا، ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي فِي يَدِهِ إِنِّي لَا طَمَعَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرًا أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنَّ مَثَلَكُمْ فِي الْأُمَمِ كَمَثَلِ الشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثُّورِ الْأَسْوَدِ أوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الْحِمَارِ-

**৬০৮৬** ইউসুফ ইবন মুসা (র) ..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা ডেকে বলবেন, হে আদম! তিনি বলবেন, আমি তোমার খিদমতে হায়ির। সমগ্র কল্যাণ তোমারই হাতে। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলবেন, জাহানামীদের (দেওয়ার জন্য) বের কর। আদম (আ) আরয় করবেন, কি পরিমাণ জাহানামী বের করব? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, প্রতি এক হাজারে নয়শ' নিরানবৰই জন। বস্তুত এটা হবে ঐ সময়, যখন (কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা দর্শনে) বাক্ষা বৃদ্ধ হয়ে যাবে। (আয়াত) : আর গর্ভবতীরা গর্ভপাত করে ফেলবে; মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুত আল্লাহর শাস্তি কঠিন। (সূরা হাজ়জ: ২) এটা সাহাবাগণের কাছে বড় কঠিন মনে হল। তখন তাঁরা বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্য থেকে সেই লোকটি কে হবেন? তিনি বললেন : তোমরা এই মর্মে সুসংবাদ গ্রহণ কর যে ইয়ায়ু ও মায়ু থেকে এক হাজার আর তোমাদের মাঝ থেকে হবে একজন। এরপর তিনি বললেন : শপথ ঐ মহান সন্তার, যাঁর হাতের মুঠোয় আমার জান। আমি আকাজ্ঞা রাখি যে তোমরা বেহেশতীদের এক-তৃতীয়াংশ হয়ে যাও। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমরা 'আল হামদুল্লাহ' ও 'আল্লাহ'

আকবার' বললাম। তিনি আবার বললেন : শপথ এই মহান সন্তার, যাঁর হাতে আমার জান। আমি অবশ্যই আশা করি যে তোমরা বেহেশ্তীদের অর্ধেক হয়ে যাও। অন্য সব উস্থাতের মাঝে তোমাদের তুলনা হচ্ছে কাল যাঁড়ের চামড়ার মাঝে সাদা চুল বিশেষ। অথবা সাদা চিহ্ন, যা গাধার সামনের পায়ে হয়ে থাকে।

**৩৭২৮ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ أَلَا يَظْنُنُ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ الْوُصْلَاتُ فِي الدُّنْيَا -**

২৭২৮. অনুচ্ছেদঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে মহা দিবসে? যেদিন দাঁড়াবে সমস্ত মানুষ জগতসমূহের প্রতিপালকের সম্মুখে। (৮৩ : ৪, ৫, ৬) **وَتَقَطَّعَتْ بِهِمْ** (সম্পর্কে ইবন আব্বাস (রা) বলেন, সেদিন দুনিয়ার সমস্ত যোগসূত্র ছিন হয়ে যাবে

**৬.৮৭ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عِيسَى ابْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحَةِ الْأَنْصَافِ أَذْنِيهِ -**

**৬০৮৭** ইসমাইল ইবন আবান (র) ..... ইবন উমর (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহর বাণীঃ সেই দিন মানুষ তাদের প্রভুর সামনে দণ্ডয়মান হবে। নবী ﷺ বলেন : সবাই দণ্ডয়মান হবে ঘামের মাঝে কান পর্যন্ত ডুবে থাকা অবস্থায়।

**৬.৮৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا وَيَلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ أَذْنُهُمْ -**

**৬০৮৮** আবদুল আয়ীয ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন মানুষের ঘাম হবে। এমনকি তাদের ঘাম যমীনে সন্তুর হাত ছাড়িয়ে যাবে এবং তাদের মুখ পর্যন্ত ঘামে নিমজ্জিত হবে; এমনকি কান পর্যন্ত।

**২৭২৯ بَابُ الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهِيَ الْحَاقَةُ لَآنَ فِيهَا التُّوَابُ وَحَوَاقُ الْأَمْوَارِ الْحَقَّةُ وَالْحَاقَةُ وَاحِدٌ وَالْفَرِعَةُ وَالْفَاشِيَةُ وَالصَّاحِةُ وَالتَّغَابِنُ غَبِّنُ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَهْلِ النَّارِ -**

২৭২৯. অনুচ্ছেদঃ কিয়ামতের দিন কিসাস গ্রহণ। কিয়ামতের আরেক নাম হচ্ছে—**الحاق**—যেহেতু সেই দিন বিনিময় পাওয়া যাবে এবং সমস্ত কাজের বদলা পাওয়া যাবে এবং এর অর্থ হচ্ছে—**الحاق**। অনুরূপভাবে **الصাহ** এবং **الغاشية** এর অর্থ হচ্ছে—**التفাবن**। কিয়ামতের নাম **الصاخة** এবং **الغاشية** এর অর্থ জাহানামবাসীদেরকে বিস্মৃত করে দেবে।

**٦.٨٩** حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْلَ مَا يُقْضى بَيْنَ النَّاسِ بِالْدَمَاءِ -

**৬০৮৯** উমর ইবন হাফ্স (রা) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন মানুষের মাঝে সর্বপ্রথম হত্যার বিচার করা হবে।

**٦.٩٠** حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ ثُمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخْذِ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ -

**৬০৯০** ইসমাইল (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার ভাই-এর ওপর যুলুম করেছে সে যেন তা থেকে মাফ নিয়ে নেয়, তার ভাই-এর জন্য তার কাছ থেকে নেকী কেটে নেওয়ার পূর্বে। কেননা সেখানে (হাশরের ময়দানে) কোন দীনার বা দিরহাম পাওয়া যাবে না। তার কাছে যদি নেকী না থাকে তবে তার (মাজলুম) ভাই-এর গোনাহ এনে তার উপর ছুঁড়ে মারা হবে।

**٦.٩١** حَدَّثَنَا الصَّلَتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرْيَعٍ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غُلَّ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَثَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ التَّاجِيِّ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقَاصِّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمٌ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا هُذِبُوا وَنَقُوا أُذْنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَأَحَدُهُمْ أَهْدَى بِمَنْزِلَةِ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلَهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا -

**৬০৯১** আয়াতে কারীমা আয়াতে কারীমা সালত ইবন মুহাম্মদ (র) ..... আবু সাম্বিদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : মুমিনগণ জাহান্নাম থেকে খালাস পাওয়ার পর একটি পুলের ওপর তাদের আটকানো হবে, যা জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তীস্থানে থাকবে। দুনিয়ায় থাকতে তারা একে অপরের উপর যে যুলুম করেছিল তার প্রতিশোধ নেওয়া হবে। তারা যখন পাক-সাফ হয়ে যাবে, তখন তাদের জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। শপথ করে মহান সত্ত্বার, যাঁর হাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর জান, প্রত্যেক ব্যক্তি তার দুনিয়ার বাসস্থানকে চেনার তুলনায় জান্নাতের বাসস্থানকে অধিক চিনবে।

٢٧٣. بَابُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عَذَبَ

২৭৩০. অনুচ্ছেদ : যার চুলচেরা হিসাব হবে তাকে আয়াব দেয়া হবে

**٦.٩٢** حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ عَنْ عُتْمَانَ بْنِ أَسْوَدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلِيكَةِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عَذْبٌ قَالَتْ قُلْتُ أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا قَالَ ذَلِكَ الْعَرْضُ -

**٦٠٩٢** উবায়দুল্লাহ্ ইবন মূসা (র)..... আয়েশা (রা) সুত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যার চুলচেরা হিসাব নেওয়া হবে তাকে আযাব দেওয়া হবে। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তখন বললাম, আল্লাহ্ তা'আলা কি একপ বলেন নি “অচিরেই সহজ হিসাব গ্রহণ করা হবে,” তিনি বলেন, তা তো হবে শুধু পেশ করা মাত্র।

**٦.٩٣** حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عُتْمَانَ بْنِ أَسْوَدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلِيكَةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ وَتَابِعَهُ ابْنُ جُرِيَّجٍ وَمُحَمَّدٌ بْنُ سُلَيْمٍ وَأَبْيُوبُ وَصَالِحٌ بْنُ رَسْتَمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلِيكَةِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

**٦٠٩٣** আমর ইবন আলী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে অনুকরণ করতে শুনেছি। ইবন জুরাইজ, মুহাম্মদ ইবন সুলাইম, আইউব ও সালিহ ইবন রুম্তম, ইবন আবু মুলাইকা আয়েশা (রা) সুত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত রূপ বর্ণনার অনুসরণ করেছেন।

**٦.٩٤** حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ ابْنُ أَبِي صَفِيرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلِيكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ أَحَدُ يُحَاسِبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا هُلَكَ، فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَلِيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ فَامَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرْضُ، وَلَيْسَ أَحَدُ مِنْ أُنْتَاقِ الْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عَذْبٌ -

**٦٠٩٤** ইসহাক ইবন মানসুর (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন যাই হিসাব গ্রহণ করা হবে সে ধৰ্ম হয়ে যাবে। [আয়েশা (রা) বলেন] আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলা কি বলেননি, যার ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে তার হিসাব সহজ হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : তা পেশ করা বৈ কিছুই নয়। আর কিয়ামতের দিন আমাদের মাঝে যার চুলচেরা হিসাব নেওয়া হবে তাকে নিঃসন্দেহে আযাব দেওয়া হবে।

**٦.٩٥** حَدَّثَنَا عَلَىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ

قالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ :  
يُجَاءُ بِالْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ أَرَأَيْتَ أَوْ كَانَ لَكَ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا أَكْنَتَ  
تَفْتَدِيْ بِهِ ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ ، فَيُقَالُ لَهُ قَدْ كُنْتَ سُلْطَنًا مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ -

**৬০৯৫** আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ও মুহাম্মদ ইব্ন মামার (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত  
যে, নবী ﷺ বলতেন : কিয়ামতের দিন কাফেরকে হায়ির করা হবে আর তখন তাকে বলা হবে, তোমার  
যদি পৃথিবী ভরা স্বর্ণ থাকত তাহলে কি তার বিনিময়ে তুমি আয়ার থেকে বাঁচতে চাইতে না ? সে বলবে, হঁ  
চাইতাম । এরপর তাকে বলা হবে তোমার কাছে তো এর চেয়ে সহজতর বস্তুটি (তৌহীদ) চাওয়া হয়েছিল ।

**৬.৯৬** حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَلْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي  
خَيْثَمَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَامِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيْكَلَمُهُ اللَّهُ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانِي ، ثُمَّ يَنْظُرُ فَلَايِرَ شَيْئًا قَدَّامَهُ ، ثُمَّ  
يَنْظُرُ بَيْنَ يَدِيهِ فَتَسْتَقِبِلُهُ النَّارُ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقَىَ النَّارَ وَلَوْبِشِقَ  
تَمْرَةً -

**৬০৯৬** উমর ইব্ন হাফ্স (র) ..... আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ  
বলেছেন : কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা কথা বলবেন । আর সেদিন বান্দা  
ও আল্লাহর মাঝে কোন দোভাস্তি থাকবে না । এরপর বান্দা ন্যর করে তার সামনে কিছুই দেখতে পাবে না । সে  
পুনরায় তার সামনের দিকে ন্যর ফেরাবে তখন তার সামনে পড়বে জাহান্নাম । তোমাদের মাঝে যে জাহান্নাম  
থেকে রক্ষা পেতে চায়, সে যেন এক টুকরা খেজুর দিয়ে হলেও নিজেকে রক্ষা করে ।

**৬.৯৭** حَدَّثَنَا أَلْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو عَنْ خَيْثَمَةِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ  
النَّبِيُّ ﷺ اتَّقُوا النَّارَ ثُمَّ أَعْرَضُ وَأَشَّاهَ ، ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ ، ثُمَّ أَعْرَضُ وَأَشَّاهَ  
ثَلَاثَةً ، حَتَّىٰ ظَنَّنَا أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ، ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْبِشِقَ تَمْرَةً فَمَنْ لَمْ يَجِدْ  
فِي كَلْمَةٍ طَيِّبَةً -

**৬০৯৭** আমাশ (র) ..... আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বললেন :  
তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচ । এরপর তিনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলেন এবং সেদিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন । আবার  
বললেন : তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচ । এরপর তিনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলেন এবং সেদিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে  
নিলেন । তিনি তিনবার এইরূপ করলেন । এমন কি আমরা মনে করতে লাগলাম যে তিনি বুঝি জাহান্নাম প্রত্যক্ষ  
করেছেন । এরপর আবার বললেন : তোমরা এক টুকরা খেজুর দিয়ে হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচ । আর যদি  
তাও সম্ভব না হয় তবে উত্তম কথার দ্বারা হলেও (জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ গ্রহণ কর) ।

## ٢٧٣١ بَابُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ

২৭৩১. অনুচ্ছেদ ৪: সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে

**٦.٩٨** حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ حَوْدَثَنِي أَسَيْدُ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدَ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عُرِضَتْ عَلَى الْأُمَّةِ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ يَمْرُ مَعَهُ الْأُمَّةَ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الْعَشَرَةُ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الْخَمْسَةَ، وَالنَّبِيُّ يَمْرُ وَحْدَهُ، وَنَظَرَتْ فَإِذَا سَوَادُ كَبِيرٌ، قُلْتُ يَا جَبْرِيلُ هُؤُلَاءِ أُمَّتِي؟ قَالَ لَا وَلَكِنَّ أَنْظُرْ إِلَى الْأَفْقُ، فَنَظَرَتْ فَإِذَا سَوَادُ كَبِيرٌ هُؤُلَاءِ أُمَّتُكَ وَهُؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا قُدَّامَهُمْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ، قُلْتُ وَلَمْ؟ قَالَ كَانُوا لَا يَكْتُنُونَ وَلَا يَسْتَرُقُونَ وَلَا يَتَطَيِّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَامَ إِلَيْهِ عُكَاشَةُ ابْنُ مُحْسِنٍ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُمْ مِنْهُمْ، ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَخْرَى قَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ

**٦٠٩٨** ইমরান ইবন মায়সারাহ্ ও উসায়দ ইবন যায়িদ (র) ..... ইবন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন: পূর্ববর্তী উম্মতদের আমার সমীপে পেশ করা হয়। কোন নবী তাঁর অনেক উম্মতকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। কোন নবী কয়েকজন উম্মতকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। কোন নবীর সঙ্গে রয়েছে দশজন উম্মত। কোন নবীর সঙ্গে পাঁচজন আবার কোন নবী একা একা যাচ্ছেন। নজর করলাম, হঠাৎ দেখি অনেক বড় একটি দল। আমি বললাম: হে জিব্রাইল! ওরা কি আমার উম্মত? তিনি বললেন, না। তবে আপনি উর্ধ্বর্লোকে নজর করুন! আমি নজর করলাম, হঠাৎ দেখি অনেক বড় একটি দল। ওরা আপনার উম্মত। আর তাদের সামনে রয়েছে সত্তর হাজার লোক। তাদের কোন হিসাব হবে না, হবে না তাদের কোন আ্যাব। আমি বললাম, তা কেন! তিনি বললেন, তারা কোন দাগ লাগাত না, ঝাড়ফুঁকের শরণাপন্ন হত না এবং কুযাত্রা মানত না। আর তারা কেবল তাদের প্রভুর ওপরই ভরসা করত। তখন উকাশা ইবন মিহসান নবী করীম ﷺ -এর দিকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনি আমার জন্য দোয়া করুন আল্লাহ্ তা'আলা যেন আমাকে তাদের অস্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: “হে আল্লাহ্! তুমি একে তাদের অস্তর্ভুক্ত কর।” এরপর আরেক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমার জন্য দোয়া করুন আল্লাহ্ যেন আমাকে তাদের অস্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: উকাশা তো দোয়ার ব্যাপারে তোমার চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গিয়েছে।

**٦.٩٩** حَدَّثَنَا مُعَاذُ ابْنُ أَسَدَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسِيَّبٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةً وَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا تُضِيئُ وَجُوهُهُمْ اِضَاءَةً

الْقَمَرِ لِيَلَّةَ الْبَدْرِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ مَحْسَنَ الْأَسَدِيُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُمْ مِنْهُمْ، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ سَبِّقْتَ عُكَاشَةَ -

**৬০৯৯** মুআয ইবন আসাদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলগ্রহণ করার পূর্বে কিছু লোক দল বেঁধে বেহেশ্টে প্রবেশ করবে। আর তারা হবে সন্তুষ্ট হাজার। তাদের চেহারাগুলো পূর্ণিমার চাঁদের আলোর ন্যায় উজ্জ্বল থাকবে। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এতদশ্রবণে উকাশা ইবন মিহসান আসাদী তাঁর গায়ে চাদর উঠাতে উঠাতে দাঁড়ালেন, এবং বললেন, ইয়া রাসূলগ্রহণ! আমার জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ তা'আলা যেন আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলগ্রহণ করার পূর্বে দোয়া করলেন : হে আল্লাহ! আপনি একে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। এরপর আনসার সম্প্রদায়ের এক লোক দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলগ্রহণ! আল্লাহর নিকট দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। নবী করীম উকাশা বললেন : উক্ত দোয়ার ব্যাপারে তোমার চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গিয়েছে।

**৬১.০** حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِنَا سَبْعُونَ الْفَأَوْسَبْعُمَائَةِ أَلْفِ شَكَّ فِي أَحَدِهِمَا مُتْمَاسِكِينَ أَخْذُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ حَتَّى يَدْخُلَ أَوْلَاهُمْ وَآخِرُهُمُ الْجَنَّةَ وَوُجُوهُهُمْ عَلَى ضَوْءِ الْقَمَرِ لِيَلَّةَ الْبَدْرِ -

**৬১০০** সাঈদ ইবন আবু মারিয়াম (র)..... সাহল ইবন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী উকাশা বলেছেন : আমার উম্মত থেকে সন্তুষ্ট হাজার লোক অথবা সাত লক্ষ লোক একে অপরের হাত ধরে জান্নাতে প্রবেশ করবে। বর্ণনাকারী (আবু হাযিম)-এর এ দুসংখ্যার মাঝে সন্দেহ রয়েছে। তাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে আর তাদের চেহারাগুলো পূর্ণিমার চাঁদের আলোর ন্যায় উজ্জ্বল থাকবে।

**৬১.১** حَدَّثَنَا عَلَىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَدْخُلْ أَهْلَ الْجَنَّةِ أَهْلَ الْجَنَّةِ وَأَهْلَ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُومُ مُؤْذِنٌ بَيْنَهُمْ يَا أَهْلَ النَّارِ لَامْوْتَ وَيَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَامْوْتَ خَلُودٌ -

**৬১০১** আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... ইবন উমর (রা) সৃত্রে নবী উকাশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অতঃপর তাদের মাঝে একজন ঘোষকারী এই মর্মে ঘোষণা দেবে যে, হে জাহান্নামের অধিবাসীরা! (এখানে) কোন মৃত্যু নেই। হে জান্নাতের অধিবাসীরা! (এখানে) কোন মৃত্যু নেই। এ হচ্ছে চিরস্তন জীবন।

٦١.٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْزِئْنَادُ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَالُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ خَلْوَةٌ لِّا مَوْتٍ وَلَا هَلْ نَارٌ خَلْوَةٌ لِّا مَوْتٍ -

٦١٠٢ آবুল ইয়ামন (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন জান্নাতবাসীগণকে বলা হবে, এ হচ্ছে চিরস্তন জীবন (এখানে) কোন মৃত্যু নেই। জাহানামের অধিবাসীদেরকে বলা হবে, হে জাহানামীরা! এ হচ্ছে চিরস্তন জীবন (এখানে) কোন মৃত্যু নেই।

٦١٢٢ بَابُ صَفَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ زِيَادَةً كَبَدٍ حُوتٍ ، عَذْنَ خَلْدٍ ، عَدْنَتْ بَارْضٍ أَقْمَتْ ، وَمِنْهُ الْمَغْدِنُ فِي مَغْدِنٍ صِدْقٍ فِي مَثْبِتٍ صِدْقٍ

২৭৩২. অনুচ্ছেদ : জান্নাত ও জাহানাম-এর বর্ণনা। আবু সাউদ খুদ্রী (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : জান্নাতবাসীরা সর্বপ্রথম যে খাবার খাবে তা হল মাছের কলিজা সংলগ্ন অতিরিক্ত অংশ শুর্দা। অর্থ সর্দা থাকা, এবং অর্থ আমি অবস্থান করেছি। এরই থেকে অর্থ আমি অবস্থান করেছি। এরই থেকে সততা বের হয়। যেখান থেকে সততা বের হয়।

٦١.٣ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي رَجَاءِ عَنْ عُمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اطْلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطْلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ -

٦١٠৩ উসমান ইব্ন হায়সাম (র) ..... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি জান্নাতে উকি দিয়ে দেখলাম যে, তার অধিকাংশ অধিবাসীই দরিদ্র আবার জাহানামে উকি দিতে দেখতে পেলাম এর অধিকাংশ অধিবাসীই নারী।

٦١.٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَكَانَ عَامَةً مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ مَحْبُوسُونَ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَقَمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَةً مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءَ -

٦١০৪ মুসাদাদ (র) ..... উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়ালাম, (এরপর দেখতে পেলাম যে) তথায় যারা প্রবেশ করেছে তারা অধিকাংশই নিঃশ্ব। আর ধনাত্য ব্যক্তিরা আবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। আর জাহানামীদেরকে জাহানামে নিয়ে যাওয়ার হকুম দেওয়া হচ্ছে। এরপর আমি জাহানামের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন (দেখতে পেলাম যে) এখানে প্রবেশকারীদের অধিকাংশই হচ্ছে নারী।

**٦١.٥** حَدَّثَنَا مُعاذُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ جِئَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادَى أَهْلُ الْجَنَّةِ لَامْوَاتٍ يَا أَهْلَ النَّارِ لَامْوَاتٍ فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ ، وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ -

**٦١٥** مু'আয ইব্ন আসাদ (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন জান্নাতীগণ জান্নাতে আর জাহানামীগণ জাহানামে চলে যাবে, তখন মৃত্যুকে উপস্থিত করা হবে, এমন কি জান্নাত ও জাহানামের মধ্যবর্তী স্থানে রাখা হবে। এরপর তাকে যবেহ করে দেয়া হবে এবং একজন ঘোষণাকারী এই মর্মে ঘোষণা দিবে যে, হে জান্নাতীগণ! (এখন আর) কোন মৃত্যু নেই। হে জাহানামীগণ! (এখন আর কোন) মৃত্যু নেই। তখন জান্নাতীগণের আনন্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। আর জাহানামীদের বিষণ্ণতাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

**٦١.٦** حَدَّثَنَا مُعاذُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِنَّ الْخُدْرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلِ الْجَنَّةِ يَقُولُونَ لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدِيْكَ ، فَيَقُولُ هُلْ رَضِيْتُمْ ، فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَالَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُولُ فَإِنَّا أَعْطَيْكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالُوا يَارَبُّ وَآئِ شَيْءٌ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ ، فَيَقُولُ أَحْلُ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا -

**٦١٥** مু'আয ইব্ন আসাদ (র) ..... আবু সাউদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীগণকে সম্মোধন করে বলবেন, হে জান্নাতীগণ! তারা জবাবে বলবে, হে আমাদের প্রভু! হায়ির, আমরা আপনার সমীক্ষে হায়ির। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছো? তারা বলবে, আপনি আমাদেরকে এমন বস্তু দান করেছেন যা আপনার মাখ্লুকাতের ভিতর থেকে কাউকেই দান করেননি। অতএব আমরা কেন সন্তুষ্ট হব না? তখন তিনি বলবেন, আমি এর চাইতেও উত্তম কিছু তোমাদেরকে দান করব। তারা বলবে, প্রভু হে! এর চাইতেও উত্তম সে কোন্ বস্তু? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমাদের ওপর আমি আমার সন্তুষ্টি অবধারিত করব। এরপর আমি আর কখনও তোমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হব না।

**٦١.٧** حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَاقَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ أُصِيبَ حَارِثَةَ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ غَلَامٌ فَجَاءَتْ

أُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ حَارِثَةَ مِنِّي ، فَإِنْ يَكُونُ فِي الْجَنَّةَ أَصْبَرْ وَأَحْتَسِبْ وَإِنْ تَكَ الأُخْرَى تَرَ مَا أَصْنَعُ فَقَالَ وَيْحَكِ أَوْهَبِلْتِ أَوْ جَنَّةَ وَاحِدَةَ هِيَ إِنَّهَا جِنَانُ كَثِيرَةٌ وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ -

**৬১০৭** আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন হারিসা (রা) শহীদ হলেন। আর তখন তিনি অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন। তাঁর মা নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার সাথে হারিসার স্থান সম্পর্কে আপনি তো অবশ্যই জানেন। সে যদি জান্নাতি হয়; আমি ধৈর্য ধারণ করব এবং সাওয়াব মনে করব। আর যদি অন্য কিছু হয় তাহলে আপনি দেখতে পাবেন আমি কি করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার জন্য আফসোস! অথবা তুমি কি বেওকুফ হয়ে গেলে! জান্নাত কি একটা না কি? জান্নাত তো অনেক। আর সে হারিসা তো রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউসের মাঝে।

**৬১.৮** حَدَّثَنَا مُعاذُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْفُضَيْلُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ مَنْكِبِي الْكَافِرِ مَسِيرَةً ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ . وَقَالَ أَسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ سَلَّمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهِبْ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةَ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظَلِّهَا مائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا قَالَ أَبُو حَازِمٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضِمِّرَ السَّرِيعَ مائَةَ عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا -

**৬১০৮** مু'আয ইবন আসাদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কাফিরের দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহীর তিন দিনের ভ্রমণের সমান হবে। ইস্থাক ইবন ইব্রাহীম (র) ..... সাহল ইবন সাদ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : জান্নাতের মাঝে এমন একটি বৃক্ষ হবে যার ছায়ার মাঝে একজন আরোহী একশ' বছর পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারবে, তবুও বৃক্ষের ছায়াকে অতিক্রম করতে পারবে না। রাবী আবু হাযিম বলেন, আমি এই হাদীসটি নু'মান ইবন আবু আইয়াশ (র)-এর সমীপে পেশ করলাম। তখন তিনি বললেন, নবী ﷺ থেকে আবু সাইদ খুদ্দীরী (রা) আমার কাছে এই মর্মে হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : নিচয়ই জান্নাতের মাঝে এমন একটি বৃক্ষ হবে যার ছায়ায় উৎকৃষ্ট, উৎফুল্ল ও দ্রুতগামী অশ্বের একজন আরোহী একশ' বছর পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারবে। তবুও তার ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না।

**৬১.৯** حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَوْ سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ لَيَدْرِي أَبُو

حَازِمٌ أَيَّهُمَا قَالَ مُتَمَاسِكُونَ أَخْذُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لَا يَدْخُلُ أَوْلَاهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ أَخْرَهُمْ وَجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لِيَلَةَ الْبَدْرِ -

**৬১০৯** কুতায়বা (র) ..... সাহল ইবন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিচ্যয়ই আমার উম্মত থেকে সত্ত্বর হাজার অথবা সাত লক্ষ লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। রাবী আবু হাযিম জানেন না যে, নবী ﷺ উক্ত দু'টি সংখ্যার মাঝে কোন্টি বলেছেন। (তিনি এই মর্মে আরও বলেন যে) তারা একে অপরের হাত দৃঢ়ভাবে ধারণ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। প্রথম ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না সর্বশেষ ব্যক্তি প্রবেশ করবে। তাদের চেহারাগুলো হবে পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মতো উজ্জ্বল।

**৬১১.** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَأَءُونَ الْغُرَفَ فِي الْجَنَّةِ كَمَا تَرَأَوْنَ الْكَوْكَبَ فِي السَّمَاءِ قَالَ أَبِي فَحَدَّثَنِي النَّعْمَانَ بْنَ أَبِي عِيَاشٍ فَقَالَ أَشْهَدُ لِسَمِعْتُ أَبَا سَعِيدًِ يُحَدِّثُ وَيَزِيدُ فِيهِ كَمَا تَرَأَوْنَ الْكَوْكَبَ الْغَارِبَ فِي الْأَفْقَ الشَّرْقِيِّ وَالْغَرْبِيِّ -

**৬১১০** আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)..... সাহল (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জান্নাতীরা জান্নাতের মাঝে তাদের কামরাসমূহ দেখতে পাবে, যেমন আকাশের মাঝে তোমরা তারকাসমূহ দেখতে পাও। (সনদান্তরুক্ত) রাবী আবদুল আয়ীয়ে বলেন, আমার পিতা বলেছেন যে, আমি এই হাদীসটি নুমান ইবন আবু আইয়্যাশকে বলেছি। অতঃপর তিনি বলেছেন, আমি এই মর্মে সাক্ষ্য দিছি যে, অবশ্যই আবু সাইদকে এ হাদীস বর্ণনা করতে আমি শুনেছি। এবং এতে তিনি এটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন “যেন্নপ অন্তমান তারকাকে আকাশের পূর্ব ও পশ্চিম প্রাণ্তে তোমরা দেখে থাক।”

**৬১১১** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ لَاهُوَنَ أَهْلُ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِيْ بِهِ ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ ، فَيَقُولُ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صَلْبِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِيْ شَيْئًا فَابْيَتْهُ إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ بِيْ

**৬১১১** মুহাম্মদ ইবন বাশার (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কম আয়াব প্রাণ লোককে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, দুনিয়ার মাঝে যত কিছু আছে তার তুল্য কোন সম্পদ যদি (আজ) তোমার কাছে থাকত, তাহলে কি তুমি তার বিনিময়ে নিজকে (আয়াব থেকে) মুক্ত করতে? সে বলবে, হ্যাঁ। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি তোমার থেকে এর চেয়েও সহজতর বস্তুর প্রত্যাশা করেছিলাম, যখন তুমি আদমের পৃষ্ঠদেশে বর্তমান ছিলে। আর তা হচ্ছে এই যে, তুমি আমার সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না। এরপর তুমি তা অঙ্গীকার করলে আর আমার সাথে অংশী স্থাপন করলে।

**৬১১২** حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ عَمْرُو بْنِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ كَأَنَّهُمُ الشَّعَارِيرُ ، قُلْتُ مَا الشَّعَارِيرُ ؟ قَالَ الضَّغَابِيُّسُ وَكَانَ قَدْ سَقَطَ فِيمَهُ فَقُلْتُ لِعَمْرُو بْنِ دِينَارٍ ، أَبَا مُحَمَّدٍ سَمِعْتَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَخْرُجُ بِالشَّفَاعَةِ مِنَ النَّارِ ، قَالَ نَعَمْ -

**৬১১২** আবু নুমান (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম صلوات الله عليه وآله وسلام বলেছেন : শাফাআতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। যেমন তারা সাঁআরী। (রাবী জাবির বলেন) আমি বললাম সাঁআরীর কি? তিনি বললেন : সাঁআরীর মানে যাগাবীস (শৃঙ্গালের বাচ্চাসমূহ)। বের হওয়ার সময় তাদের মুখ থাকবে ভাঙা (দাঁত পড়া)। (সনদান্তরুক্ত রাবী হাম্মাদ বলেন) আমি আবু মুহাম্মদ আমর ইবন দীনারকে জিজসা করি যে, আপনি কি জাবির ইবন আবদুল্লাহকে বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, আমি নবী صلوات الله عليه وآله وسلام-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, শাফাআতের দ্বারা জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। তিনি বললেন, হ্যাঁ।

**৬১১৩** حَدَّثَنَا هُدَيْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَاتَسْهُمْ مِنْهَا سَفْعًا فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيَسِّمِيهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِيَّينَ -

**৬১১৩** হুদ্বা ইবন খালিদ (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে নবী صلوات الله عليه وآله وسلام থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আয়াবে চর্ম বিবর্ণ হয়ে যাওয়ার পর একদল লোককে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তখন জান্নাতীগণ তাদেরকে জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করবে।

**৬১১৪** حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وَهِبْ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ يَقُولُ اللَّهُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالٌ حُبَّةٍ خَرَدَلٌ مِنْ أَيْمَانِ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرَجُونَ وَقَدْ امْتُحَشُوا وَعَادُوا حُمَّامًا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبَتُ كَمَا تَنْبَتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ أَوْ قَالَ حَمِيلَةُ السَّيْلِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّهَا تَنْبَتُ صَفِرَاءً مُلْتَوَيَةً -

**৬১১৪** মুসা ইবন ইসমাইল (র)..... আবু সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী صلوات الله عليه وآله وسلام বলেছেন : জান্নাতীগণ যখন জান্নাতে আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, যার অন্তকরণে সরিষার দানা পরিমাণ সৈমান রয়েছে তাকে বের কর। কয়লার মত হয়ে তারা জাহান্নাম থেকে ফিরে আসবে। এরপর নহরে হায়াত (সঙ্গীবনী প্রস্রবণ)-এর মাঝে তাদেরকে অবগাহিত করা হবে। এতে তারা এমন সজীব হয়ে উঠবে যেমন নদী তীরে জমাট আবর্জনায় সজীব উদ্ভিদ গজিয়ে উঠে। নবী صلوات الله عليه وآله وسلام আরও বললেন : তোমরা কি দেখ নাই বীজকাটা উদ্ভিদ কি সুন্দর হলুদ বর্ণের হয়ে থাকে?

**٦١١٥** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي اسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ التَّعْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ تُوْضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمِيهِ جَمْرَةٌ يَغْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ -

**٦١١٥** مুহাম্মদ ইবন বাশীর (র)..... নুমান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির সবচে হাল্কা আঘাত হবে, যার দু'পায়ের তালুতে রাখা হবে প্রজ্ঞিত অঙ্গার, তাতে তার মগ্য উত্থাপন থাকবে।

**٦١١٦** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنِ التَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ عَلَى أَخْمَصِ قَدَمِيهِ جَمْرَاتٌ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي الْمَرْجَلُ بِالْقُمْقُمِ -

**٦١١٦** আবদুল্লাহ ইবন রাজা (র).....নুমান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির সবচেয়ে হাল্কা আঘাত হবে, যার দু'পায়ের তলায় রাখা হবে দু'টি প্রজ্ঞিত অঙ্গার। এতে তার মগ্য টগবগ করতে থাকবে। যেমন ডেক বা কলসী উত্থাপন।

**٦١١٧** حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدَى بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ النَّارَ فَأَشَّاهَ بِوْجَهِهِ وَتَعَوَّذَ مِنْهَا ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَأَشَّاهَ بِوْجَهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقٍّ تَمْرَةٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِي كَلْمَةٍ طَيْبَةً -

**٦١١٧** سুলায়মান ইবন হারব (র)..... আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ (একদা) জাহান্নামের আলোচনা করলেন। এরপর তিনি তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং এর থেকে পানাহ চাইলেন। পুনঃ তিনি জাহান্নামের আলোচনা করে মুখ ফিরিয়ে নিলেন ও এর থেকে পানাহ চাইলেন। অতঃপর তিনি বললেন : তোমার জাহান্নামের অগ্নি থেকে নিজেকে রক্ষা কর এক টুকরা খেজুরের বিনিময়ে হলেও। আর যে তাও পারবে না সে যেন ভাল কথার বিনিময়ে হলেও আত্মরক্ষা করে।

**٦١١٨** حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَا وَرَدِّي عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَذَكَرَ عِنْدَهُ عَمَّهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ لَعَلَهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحِ مِنِ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ تَغْلِي مِنْهُ أُمُّ دِمَاغِهِ -

**٦١١৮** ইব্রাহীম ইবন হাময়া (র) ..... আবু সাঈদ খুদৰী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন; যখন তাঁর কাছে তাঁর চাচা আবু তালিব সহস্রে আলোচনা হচ্ছিল। তখন তিনি বললেন : সম্ভবত কিয়ামতের দিন আমার শাফাআত তাঁকে উপকার প্রদান করবে। আর তখন তাকে জাহান্নামের অগ্নিতে যা টাখ্নু পর্যন্ত পৌছে রাখা হবে যাতে তাঁর মগজ মূল।

٦١١٩ حَدَّثَنَا مُسْدَدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْمِعُ اللَّهُ التَّأْسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ لَوْ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْتُونَ أَدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ الَّذِي خَلَقَ اللَّهَ بِيْدِهِ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمْرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، فَاسْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّنَا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ حَطَّيَّتَهُ، إِنْتُوا نُوحاً أَوْ رَسُولَ بَعْثَةِ اللَّهِ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، إِنْتُوا ابْرَاهِيمَ الَّذِي اتَّخَذَهُ اللَّهُ خَلِيلًا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ اتَّنْتُوا مُوسَى الَّذِي كَلَمَةُ اللَّهِ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ اتَّنْتُوا عِيسَى فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، إِنْتُوا مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ غَرَّ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ فَيَأْتُونِي فَاسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَإِنَّا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُقَالُ لَى أَرْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطِهِ وَقُلْ تُسْمِعْ، وَإِشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَإِرْفَعْ رَأْسِي، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعْلَمُنِي، ثُمَّ أَشْفَعْ فَيَحْدُلِي حَدًّا ثُمَّ أَخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ، فَادْخُلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ فَأَقْعُ سَاجِدًا مِثْلَهُ فِي التَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ حَتَّى مَابَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ، وَكَانَ قَتَادَةً يَقُولُ عِنْدَ هَذَا أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِمْ الْخَلْوَةِ۔

৬১১৯ মুসান্দাদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন। তখন তারা বলবে, আমাদের জন্য আমাদের রবের কাছে যদি কেউ শাফাআত করত, যা এ স্থান থেকে আমাদের উদ্ধার করত। তখন তারা সকলেই আদম (আ)-এর কাছে এসে বলবে, আপনি ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা স্বল্পন্তে সৃষ্টি করেছেন। আপনার মাঝে নিজে থেকে রহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদেরকে হুকুম করেছেন; তাঁরা আপনাকে সিজদা করবে। অতঃপর আপনি আমাদের জন্য আমাদের প্রভুর কাছে শাফাআত করুন। তখন তিনি বলবেনঃ আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই এবং স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করবেন। এরপর বলবেন, তোমরা নহ (আ)-এর কাছে চলে যাও—যাকে আল্লাহ তা'আলা প্রথম রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন। তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনিও স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেনঃ আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই। তোমরা ইব্রাহীমের কাছে চলে যাও, যাকে আল্লাহ তা'আলা খলীলরূপে গ্রহণ করেছেন। অতঃপর তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনিও স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেনঃ আমি তোমাদের এ কাজের উপযোগী নই। তোমরা মূসা (আ)-এর কাছে চলে যাও, যার সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা কথা বলেছেন। তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনিও বলবেনঃ আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই। এবং স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করবেন। তিনি বলবেনঃ

কোমল হওয়া

তোমারা সৈসা (আ)-এর কাছে চলে যাও। তারা তাঁর কাছে আসবে। তখন তিনিও বলবেন : আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই। তোমরা মুহাম্মদ صلوات الله علیه و آله و سلم-এর কাছে চলে যাও। তাঁর পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। তখন তারা সকলেই আমার কাছে আসবে। তখন আমি আমার রবের কাছে অনুমতি চাইব। যখনই আমি আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাব তখন সিজ্দায় পড়ে যাব। আল্লাহ তা'আলার যতক্ষণ ইচ্ছা আমাকে এ অবস্থায় রাখবেন। এরপর আমাকে বলা হবে, তোমার মাথা উঠাও। সাওয়াল কর; তোমাকে দেওয়া হবে। বল; তোমার কথা শ্রবণ করা হবে। শাফাআত কর; তোমার শাফাআত করুল করা হবে। তখন আমি মাথা উত্তোলন করব এবং আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে প্রশংসার বাণী শিক্ষা দিয়েছেন তার মাধ্যমে তাঁর প্রশংসা করব। এরপর আমি সুপারিশ করব, তখন আমার জন্য সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হবে। অতঃপর আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে বেহেশতে প্রবেশ করিয়ে দেব। এরপর আমি পূর্বের ন্যায় পুনঃ তৃতীয়বার অথবা চতুর্থবার সিজ্দায় পড়ে যাব। অবশেষে কুরআনের বাণী মুভাবিক যারা অবধারিত জাহান্নামী তাদের ব্যতীত আর কেউই জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকবে না। কাতাদা (রা) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তখন বলেছিলেন, চিরস্থায়ী জাহান্নাম যাদের জন্য অবধারিত হয়েছে।

٦١٢. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ  
قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صلوات الله علية وآله وسالم قَالَ يُخْرَجُ قَوْمٌ مِّنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ  
مُحَمَّدٍ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيُسَمَّونَ الْجَهَنَّمَيْنَ-

৬১২০ মুসাদাদ (র)..... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) সুন্দে নবী صلوات الله علية وآله وسالم থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদল লোককে মুহাম্মদ صلوات الله علية وآله وسالم-এর শাফাআতে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং জানাতে প্রবেশ করবে। তাদেরকে জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করা হবে।

٦١٢١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جُعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِّ  
أَنَّهُ أَتَتِ رَسُولَ اللَّهِ صلوات الله علية وآله وسالم وَقَدْ هَلَكَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهْمٌ غَائِبٌ فَقَاتَتْ يَارَسُولَ  
اللَّهِ قَدْ عَلِمْتَ مَوْقِعَ حَارِثَةَ مِنْ قَلْبِي ، فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ لَمْ أُبْكِ عَلَيْهِ وَإِلَّا سَوْفَ  
تَرَى مَا أَصْنَعُ ، فَقَالَ لَهَا هَبِّلْتِ أَجَنَّةً وَاحِدَةً هِيَ أَمْ جِنَانٌ كَثِيرَةٌ ، وَإِنَّهُ لَفِي  
الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى ، وَقَالَ غَدْوَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةً خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا  
وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ أَوْ مَوْضِعُ قَدْمِ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَوْ أَنَّ  
إِمْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطْلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَاضَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْ مَا  
بَيْنَهُمَا رِيحًا وَلَنَصِيفَهَا يَعْنِي الْخِمَارَ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا-

**৬১২১** কুতায়বা (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, বদরের যুদ্ধে হারিসা (রা) অদৃশ্য তীরের আঘাতে শহাদাতবরণ করলে তাঁর মাতা রাসূলুল্লাহ সান্দেহযোগ্য-এর নিকট আগমন করে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার অস্তরে হারিসার মেহ-মমতা যে কত গভীর তা তো আপনি জানেন। অতএব সে যদি জান্নাত লাভ করে তবে আমি তার জন্য কান্নাকাটি করব না। আর যদি ব্যক্তিক্রম হয় তবে আপনি অচিরেই দেখতে পাবেন আমি কি করি। তখন নবী সান্দেহযোগ্য তাকে বললেন : তুমি তো নির্বোধ। জান্নাত কি একটি, না কি অনেক? আর সে তো সবচেয়ে উন্নতমানের জান্নাত ফিরদাউসে রয়েছে। তিনি আরও বললেন : এক সকাল বা এক বিকাল আল্লাহর রাস্তায় চলা দুনিয়া ও তার মধ্যবর্তী সবকিছুর চাইতে উত্তম। তীরের দু'প্রান্তের দূরত্ব সমান বা কদম পরিমাণ জান্নাতের জায়গা দুনিয়া ও তৎ মধ্যবর্তী সবকিছুর চাইতে উত্তম। জান্নাতের কোন নারী যদি দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করে তবে সমস্ত দুনিয়া আলোকিত ও খুশবুতে মোহিত হয়ে যাবে। জান্নাতি নারীর নাসীফ (ওড়না) দুনিয়ার সব কিছুর চেয়ে উত্তম।

٦١٢٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعِيبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَدْخُلُ أَحَدُ الْجَنَّةَ إِلَّا أُرِيَ مَقْعِدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ لِيَزْدَادُ شَكْرًا وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إِلَّا أُرِيَ مَقْعِدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْنَةً

**৬১২২** আবুল ইয়ামান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যে কোন লোকই জান্মাতে প্রবেশ করবে, স্বীয় জাহানামের ঠিকানাটা তাকে দেখানো হবে। যদি সে শুনাই করত (তবে তাকে ঐ ঠিকানা দেওয়া হত। তা দেখানো হবে এ জন্য) যেন সে বেশি বেশি শোকের আদায় করে। আর যে কোন লোকই জাহানামে প্রবেশ করবে তাকে তার জান্মাতের ঠিকানাটা দেখানো হবে। যদি সে নেক কাজ করত। (তবে তাকে ঐ ঠিকানা দেওয়া হত। তা দেখানো হবে এজন্য) যেন এতে তার আফসোস হয়।

٦١٢٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ أَبِي عَمْرُو عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْعَدَ النَّاسَ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ لَقَدْ ظَنَنتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَوْ مِنْكَ لَمَّا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدَ النَّاسَ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مَنْ قَبْلَ نَفْسِهِ-

**৬১২৩** কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরয় করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ থেকে বেশি সৌভাগ্যশালী হবে আপনার শাফাআত দ্বারা কোন্তে লোকটি? তখন তিনি বললেন : হে আবু হুরায়রা! আমি ধারণা করেছিলাম যে তোমার আগে কেউ এ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না। কারণ হাদীসের ব্যাপারে তোমার চেয়ে অধিক অগ্রহী আর কাউকে আমি দেখিনি। কিয়ামতের দিন আমার শাফাআত দ্বারা সর্বাধিক সৌভাগ্যশালী ঐ ব্যক্তি হবে যে খালেস অন্তর থেকে বলে ছলা ছলা

**٦١٢٤** حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ النَّبِيِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنَّ لَا يَعْلَمُ أَخْرَى أَهْلَ النَّارِ خَرُوجًا مِنْهَا وَأَخْرَى أَهْلَ الْجَنَّةِ دُخُولًا رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبُّوًا ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَاتِيهَا فَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَائِكَةٌ ، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلَائِكَةً ، فَيَقُولُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَاتِيهَا فَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَائِكَةٌ فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلَائِكَةً فَيَقُولُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةً أَمْثَالَهَا أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا ، فَيَقُولُ تَسْخِرُ مِنِّي أَوْ تَضْحِكُ مِنِّي وَأَنْتَ الْمَلِكُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ضَحِكًا حَتَّى بَدَأَ نَوَاجِذُهُ وَكَانَ يُقَالُ ذَاكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزَلَةً -

**٦١٢٤** উসমান ইবন আবু শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন :  
সর্বশেষ যে ব্যক্তি জাহানাম থেকে বের হবে এবং সর্বশেষ যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে তার সম্পর্কে আমি জানি। এক ব্যক্তি অধোবদন অবস্থায় জাহানাম থেকে বের হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। তখন সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং সে ফিরে আসবে ও বলবে, হে প্রভু! জান্নাত তো ভরপুর দেখতে পেলাম। পুনরায় আল্লাহ তা'আলা বলবেন, যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। তখন সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তাই সে ফিরে এসে বলবে, হে প্রভু! জান্নাত তো ভরপুর দেখতে পেলাম। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। কেননা জান্নাত তোমার জন্য পৃথিবীর সমতুল্য এবং তার দশগুণ। অথবা নবী ﷺ বলেছেন : পৃথিবীর দশ গুণ। তখন লোকটি বলবে, প্রভু! তুমি কি আমার সাথে বিদ্রূপ বা হাসি-ঠাট্টা করছ? (রাবী বলেন) আমি তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এভাবে হাসতে দেখলাম যে তাঁর দন্তরাজি প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল এবং বলা হচ্ছিল এটা জান্নাতীদের নিম্নতম মর্যাদা।

**٦١٢٥** حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفِلٍ عَنِ الْعَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ -

**৬১২৫** মুসাদ্দাদ (র).....আবাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একদা নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি আবু তালিবকে কিছু উপকার করতে পেরেছেন?

২৭৩৩ بَابُ الصِّرَاطُ جَسْرُ جَهَنَّمَ

٦١٢٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ ابْنِ يَزِيدَ الْلَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَنَّاسٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ هَلْ تُضَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَلْ تُصَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ؟ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلَيَتَبَعْهُ فَيَتَبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَيَتَبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ-

وَيَتَبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيْتَ، وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَاتِهِمُ اللَّهُ فِي غَيْرِ الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرَفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَاتِنَا رَبُّنَا فَإِذَا أَتَانَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَاتِهِمُ اللَّهُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرَفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَبَعُونَهُ وَيُضْرِبُ جَسْرُ جَهَنَّمَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ وَدْعَاءُ الرَّسُولِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلَّمَ سَلَّمَ . وَبِهِ كَلَالِيْبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ أَمَا رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ؟ قَالُوا نَعَمْ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهَا لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عَظَمِهَا إِلَّا اللَّهُ فَتَخَطَّفُ التَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ مِنْهُمُ الْمُؤْبِقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ الْمُخْرَدُ، ثُمَّ يَنْجُو حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهُ مِمَّنْ كَانَ يَشَهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوهُمْ فَيَعْرُفُونَهُمْ بِعَلَامَةِ أَثَارِ السُّجُودِ، وَحرَمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِنِ ابْنِ آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيُخْرِجُونَهُمْ قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءً يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحَيَاةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ، فَيَقُولُ يَارَبِّ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَأُهَا فَاصْرَفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللَّهَ فَيَقُولُ لَعَلَكَ أَنْ أَعْطِيَتُكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ، فَيَقُولُ لَا وَعِزْتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، فَيُصَرَّفُ وَجْهُهُ عَنِ النَّارِ، ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ يَارَبِّ قَرْبَنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ أَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لَا

تَسَالْنِي غَيْرَهُ وَيَلْكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَلَا يَزَالُ يَدْعُوْ فَيَقُولُ لَعَلَىْ إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ تَسَالْنِي غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعَزْتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَيُعْطِي اللَّهُ مِنْ عَهْدِ وَمَوَاثِيقِ الْأَيْسَالُهُ غَيْرَهُ فَيُقْرِبُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا رَأَى مَا فِيهَا سَكَنَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُنَ ، ثُمَّ يَقُولُ رَبِّ ادْخُلْنِي الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُ أَوَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ إِنْ لَا تَسَالْنِي غَيْرَهُ وَيَلْكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَيَقُولُ يَارَبِّ لَا تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقَكَ فَلَا يَزَالُ يَدْعُوْ حَتَّى يَضْحَكَ فَإِذَا ضَحَكَ مِنْهُ أَذْنَ لَهُ بِالدُّخُولِ فِيهَا ، فَإِذَا دَخَلَ فِيهَا قِيلَ لَهُ تَمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَمَنِي ثُمَّ يُقَالُ لَهُ تَمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَمَنِي حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ الْأَمَانِي فَيَقُولُ لَهُ هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَذَلِكَ الرَّجُلُ أَخْرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا قَالَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرَى جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يُغَيِّرُ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِهِ حَتَّى اِنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْتَالٍ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَفِظْتُ مِثْلَهُ مَعَهُ -

**৬১২৬** আবুল ইয়ামান ও মাহমুদ (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা কতিপয় লোক বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের প্রভুকে দেখতে পাব? উত্তরে তিনি বললেন: সূর্যের নিচে যখন কোন মেঘ না থাকে তখন তা দেখতে কি তোমাদের কোন অসুবিধা হয়? তারা বলল, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন: পূর্ণিমার চাঁদ যদি মেঘের অন্তরালে না থাকে তবে তা দেখতে কি তোমাদের কোন অসুবিধা হয়? তারা বলল, না ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন: তোমরা নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলাকে ঐরূপ দেখতে পাবে। আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে একত্রিত করে বলবেন, (দুনিয়াতে) তোমরা যে যে জিনিসের ইবাদত করেছিলে সে তার সাথে চলে যাও। অতএব সূর্যের ইবাদতকারী সূর্যের সাথে, চন্দ্রের ইবাদতকারী চন্দ্রের সাথে এবং মৃত্তিপূজারী মৃত্তির সাথে চলে যাবে। অবশিষ্ট থাকবে এ উচ্চতের লোকেরা, যাদের মাঝে মুনাফিক সম্প্রদায়ের লোকও থাকবে। তারা আল্লাহ তা'আলাকে যে আকৃতিতে জানত, তার ব্যতিক্রম আকৃতিতে আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে হায়ির হবেন এবং বলবেন, আমি তোমাদের প্রভু। তখন তারা বলবে, আমরা তোমা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। আমাদের প্রভু না আসা পর্যন্ত আমরা এ স্থানেই থেকে যাব। আমাদের প্রভু যখন আমাদের কাছে আসবেন, আমরা তাকে চিনে নেব। এরপর যে আকৃতিতে তারা আল্লাহ তা'আলাকে জানত সে আকৃতিতে তিনি তাদের কাছে হায়ির হবেন এবং বলবেন, আমি তোমাদের প্রভু। তখন তারা বলবে (হাঁ) আপনি আমাদের প্রভু। তখন তারা আল্লাহ তা'আলার অনুসরণ করবে। এরপর জাহানামের পুল স্থাপন করা হবে। রাসূলাল্লাহ (সা) বলেন যে, সর্বপ্রথম আমি সেই পুল অতিক্রম করব। আর সেই দিন সমস্ত রাসূলের দু'য়া হবে **أَللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ** অর্থাৎ হে আল্লাহ! রক্ষা কর, রক্ষা কর। সেই পুলের মাঝে সাঁদান নামক (এক প্রকার তিঙ্গ কাঁটাদার গাছ) গাছের কাঁটার ন্যায় কাঁটা থাকবে। তোমরা কি সাঁদানের কাঁটা দেখেছ? তারা বলল, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**। তখন রাসূল **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** বললেন: এ কাঁটাগুলি সাঁদানে

কাঁটার মতই হবে, তবে তা যে কত বড় হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। সে কাঁটাগুলি মানুষকে তাদের আমল অনুসারে ছিনিয়ে নেবে। তাদের মাঝে কতিপয় লোক এমন হবে যে তারা তাদের আমলের কারণে ধ্বনি হয়ে যাবে। আর কতিপয় লোক এমন হবে যে তাদের আমল হবে সরিষা তুল্য নগণ্য। তবুও তারা নাজাত পাবে। এমন কি আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের বিচার কার্য সম্পাদন করবেন এবং **إِنَّمَا** **لِّلَّهِ** **الْحُكْمُ**—এর সাক্ষ্যদাতাদের থেকে যাদেরকে জাহানাম থেকে বের করার ইচ্ছা করবেন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বের করার জন্য ফেরেশ্তাদেরকে আদেশ করবেন। সিজ্দার চিহ্ন থেকে ফেরেশ্তারা তাদেরকে চিনতে পারবে। আর আল্লাহ তা'আলা বনী আদমের ঐ সিজ্দার স্থানগুলিকে জাহানামের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং ফেরেশ্তারা তাদেরকে এমতাবস্থায় বের করবে যে, তখন তাদের দেহ থাকবে কয়লার মত। তারপর তাদের দেহে পানি ঢেলে দেয়া হবে। যাকে বলা হয় 'মাউল' হায়াত' সঙ্গীবনী পানি। সাগরের টেক্টেয়ে ভেসে আসা আবর্জনায় যেরূপ উত্তিদ জন্মায়, পরে এগুলো যেরূপ সজীব হয় তারাও সেরূপ সজীব হয়ে যাবে। এ সময় জাহানামের দিকে মুখ করে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকবে আর বলবে, হে প্রভু! জাহানামের লু হাওয়া আমাকে বালসে দিয়েছে, এর জুলন্ত অঙ্গার আমাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। সুতরাং তুমি আমার চেহারাটা জাহানামের দিক থেকে ঘূরিয়ে দাও। এভাবে সে আল্লাহকে ডাকতে থাকবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন : আমি যদি তোমাকে এটা দিয়ে দেই তবে আর তুমি অন্যটির প্রার্থনা করবে? লোকটি বলবে, না। আল্লাহ, তোমার ইয্যতের কসম! আর অন্যটি চাইব না। সুতরাং তার চেহারাটা জাহানামের দিক থেকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। এরপর সে বলবে, হে প্রভু! তুমি আমাকে জান্নাতের দরজার নিকটবর্তী করে দাও। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি কি বলনি যে, তুমি আমার কাছে আর অন্য কিছু চাইবে না? আফসোস তোমার জন্য আদম সন্তান! তুমি কতই না গান্দার? সে এরূপই প্রার্থনা করতে থাকবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন : সন্তুষ্ট আমি যদি তোমাকে এটা দিয়ে দেই তবে তুমি অন্য আরেকটি আমার কাছে প্রার্থনা করবে। লোকটি বলবে, না, তোমার ইয্যতের কসম! অন্যটি আর চাইব না। তখন সে আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে এই মর্মে ওয়াদা করবে যে, সে আর বিছুই চাইবে না। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতের দরজার নিকটবর্তী করবেন। সে যখন জান্নাতের মধ্যস্থিত নিয়ামতগুলি দেখতে পাবে, তখন আল্লাহ যতক্ষণ চাইবেন ততক্ষণ সে চুপ থাকবে। এরপরই সে বলতে থাকবে, হে প্রভু! তুমি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি কি বল নাই যে তুমি আর কিছু চাইবে না? আফসোস তোমার জন্য হে আদম সন্তান! তুমি কতইনা গান্দার। লোকটি বলবে, হে প্রভু! তুমি আমাকে তোমার সৃষ্টি জীবের মাঝে সবচে হতভাগ্য কর না। এভাবে সে প্রার্থনা করতে থাকবে। পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা হেসে ফেলবেন। আর আল্লাহ তা'আলা যখন হেসে ফেলবেন, তখন তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে দেবেন। এরপর সে যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তাকে বলা হবে, তোমার যা ইচ্ছে হয় আমার কাছে চাও। সে (বিভিন্ন) আরযু করবে, এমনকি তার আকাঙ্ক্ষা নিঃশেষ হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন : এগুলি তোমার এবং এর সম্পরিমাণও তোমার। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, ঐ লোকটি হচ্ছে সর্বশেষে জান্নাতে প্রবেশকারী। রাবী বলেন যে, এ সময় আবু সাউদ খুদ্রী (রা) আবু হুরায়রা (রা)-এর সঙ্গে বসা ছিলেন। আবু হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনার মাঝে আবু সাউদ খুদ্রীর নিকট কোনরূপ পরিবর্তন ধরা পড়েনি। এমন কি তিনি যখন **لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ** **هَذَا** **هَذَانِ** পর্যন্ত বর্ণনা করলেন, তখন আবু সাউদ খুদ্রী (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-কে বলতে শুনেছি, তিনি **هَذَانِ** **أَمْثَالُهُ** **وَعَشْرَةُ أَمْثَالٍ**—এটি তোমার এবং এর দশ গুণ' বলেছেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি **مَعَهُ** **مَائَةُ** স্মরণ রেখেছি।



كتابُ الْحَوْضِ  
হাউয় অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
كِتَابُ الْحَوْضِ  
হাউয় অধ্যায়

২৭৩৪ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ  
النَّبِيُّ ﷺ أَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ

২৭৩৪. অনুচ্ছেদ ৪ আল্লাহর বাণী ৪ নিচয়ই আমি তোমাকে কাউসার দান করেছি। আবদুল্লাহ ইব্ন যায়িদ (রা) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেছেন ৪ তোমরা হাউয়ের কাছে আমার সঙ্গে মিলিত হওয়া পর্যন্ত সবর করতে থাকবে

٦١٢٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ  
عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَنَا فَرَطْكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ  
قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَنِ الْمُفِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلَ عَنْ  
عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَنَا فَرَطْكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَلَيُرْفَعَنَ رِجَالٌ مِنْكُمْ ثُمَّ  
لَيُخْتَلِجَنَ دُونِي فَاقُولُ يَارَبِّ أَصْحَابِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَذَرِّي مَا أَحْدَثْتُو بَعْدَكَ تَابَعَهُ  
عَاصِمٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ . وَقَالَ حُسْنِيُّ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذِيفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬১২৭ ইয়াহুয়া ইব্ন হাম্মাদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদের আগে হাউয়-এর কাছে পৌছব। অন্য সনদে আমর ইব্ন আলী (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদের আগে হাউয়-এর কাছে গিয়ে পৌছব। আর (এই সময়) তোমাদের কতিপয় লোককে নিঃসন্দেহে আমার সামনে উঠানো হবে। আবার আমার সামনে থেকে তাদেরকে পৃথক করে নেয়া হবে। তখন আমি আরব প্রভু হে! এরা তো আমার উপর। তখন বলা হবে, তোমার পরে এরা কি কীর্তি করেছে তাতো তুমি জান না। আসিম আবু ওয়াসিল থেকে তার অনুসরণ করেছে। এবং হুসাইন হুয়ায়ফা সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

٦١٢٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ أَبْنِ عَمْرِ  
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَمَامَكُمْ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرَاحَ -

**৬১২৮** مُوسَدَّدَاد (র) ..... إِبْرَهِيمُ عُمَرِي (ر) سُوْدَةُ نَبِيٌّ (ر) ..... থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তোমাদের সামনে আমার হাউয় এর দূরত্ব হবে এতটুকু যতটুকু দূরত্ব জারবা ও আযর্জহ নামক স্থানদ্বয়ের মাঝে।

**৬১২৯** حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ وَعَطَاءُ بْنُ السَّائبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْكَوْثَرُ الْخَيْرُ الْكَثِيرُ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ أَيَّاهُ قَالَ أَبُو بِشْرٍ قُلْتُ لِسَعِيدٍ إِنَّ انسًا يَزْعُمُونَ أَنَّهُ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ سَعِيدٌ النَّهَرُ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ أَيَّاهُ-

**৬১৩০** آমর ইবন মুহাম্মদ (র)..... ইবন আবু কাউসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-কাউসার হচ্ছে-আল খায়রুল কাসীর' বা অধিক কল্যাণ, যা আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ -কে দান করেছেন। রাবী আবু বিশ্র বলেন, আমি সাঈদকে বললাম যে, লোকেরা তো মনে করে সেটি জান্নাতের একটা ঝর্ণ। তখন সাঈদ বললেন, এটা ঐ ঝর্ণ যা জান্নাতের মাঝে রয়েছে। তাতে আছে এমন কল্যাণ যা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে প্রদান করেছেন।

**৬১৩১** حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرِيمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عَمْرٍ عَنْ أَبِي مُلِيْكَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، مَأْوَهُ أَبِيَضُ مِنَ الْبَنِ، وَرَيْحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَكِيزَانُهُ كَنْجُومُ السَّمَاءِ مَنْ يَشْرَبُ مِنْهَا فَلَا يَظْمَاءُ أَبَدًا-

**৬১৩০** سাঈদ ইবন আবু মারিয়াম (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন আমর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আমার হাউয় (হাউয়ে কাউসার) এক মাসের দূরত্ব সমান (বড়) হবে। তার পানি দুধের চেয়ে শুভ, তার স্বাগ মিশ্ক-এর চেয়ে সুগন্ধযুক্ত এবং তার পানপাত্রগুলি হবে আকাশের তারকার মত অধিক। যে ব্যক্তি তা থেকে পান করবে সে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না।

**৬১৩১** حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ أَبْنُ شَهَابٍ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَنَّ قَدْرَ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَهٍ وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْأَبَارِيقِ كَعَدَ نُجُومُ السَّمَاءِ-

**৬১৩১** سাঈদ ইবন উফায়র ..... আনাস ইবন মালিক (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার হাউয়ের পরিমাণ হল ইয়ামানের আয়লা ও সান'আ নামক স্থানদ্বয়ের দূরত্বের সমান আর তার পানপাত্র সমূহ আকাশের তারকারাজির সংখ্যাতুল্য।

**৬১৩২** حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَوْضِي مَسِيرَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا أَنَا بِنَهَرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرُ-

**المُجَوَّفِ، قُلْتُ مَا هَذَا يَاجْبَرِيلُ ؟ قَالَ هَذَا الْكَوْثُرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ، فَإِذَا طِبَّهُ أَوْطِينَهُ مَسْكُ اَذْفَرُ شَكَ هُدْبَةً -**

**୬୧୩୨** ଆବୁଲ ଓୟାଲୀଦ ଓ ହୁଦବା ଇବନ ଖାଲିଦ (ର)..... ଆନାସ ଇବନ ମାଲିକ (ରା) ସୂତ୍ରେ ନବୀ ﷺ ଥିଲେ ଏହି ବରିତ । ତିନି ବଲେଛେ : ଆମି ଜାନ୍ନାତେ ଭରଣ କରିଛିଲାମ, ଏମନ ସମୟ ଏକ ଝାଗାର କାହେ ଏଲେ ଦେଖି ଯେ ତାର ଦୁଁଟି ଧାରେ ଫାପା ମୁକ୍ତାର ଗସ୍ତୁଜ ରଯେଛେ । ଆମି ବଲଲାମ, ହେ ଜିବ୍ରାଇଲ ! ଏଟା କି ? ତିନି ବଲଲେନ, ଏଟା ଏକ କାଉସାର ଯା ଆପନାର ପ୍ରଭୁ ଆପନାକେ ପ୍ରଦାନ କରେଛେ । ତାର ମାଟିତେ ଅଥବା ଦ୍ଵାରା ଛିଲ ଉର୍କୁଟ୍ଟ ମାନେର ମିଶକ ଏର ସୁଗଞ୍ଜି । ହୁଦବା (ର) ସନ୍ଦେହ କରେଛେ ।

**୬୧୩୩** **حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيَرِدَنَ عَلَى نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَوْضِ حَتَّى عَرَفْتُهُمْ اخْتُلِجُوا دُونِيْ فَأَقُولُ أَصْحَابِيْ فَيَقُولُ لَأَتَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ -**

**୬୧୩୪** ମୁସଲିମ ଇବନ ଇବରାହିମ (ର) ..... ଆନାସ (ରା) ସୂତ୍ରେ ନବୀ ﷺ ଥିଲେ ଏହି ବରିତ । ତିନି ବଲେଛେ : ଆମାର ସାମନେ ଆମାର ଉଚ୍ଚତର କତିପଯ ଲୋକ ହାଉମେର କାହେ ଆସବେ । ତାଦେରକେ ଆମି ଚିନେ ନିବ । ଆମାର ସାମନେ ଥିଲେ ତାଦେରକେ ଟେନେ ନିଯେ ଯାଓଯା ହବେ । ତଥନ ଆମି ବଲବ, ଏବା ଆମାର ଉଚ୍ଚତ । ତଥନ ଆଲ୍ଲାହ୍ ବଲବେନ, ତୁମି ଜାନ ନା ତୋମାର ପରେ ଏବା କି ସବ ନତୁନ ନତୁନ କିରି କରେଛେ ।

**୬୧୩୫** **حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَطَرٍفَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنِّي فَرَطْكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَ عَلَى شَرِبٍ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا لَيَرِدَنَ عَلَى أَقْوَامٍ أَعْرَفُهُمْ وَيَعْرِفُونِيْ ، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ . قَالَ أَبُو حَازِمٍ فَسَمِعْنِي التَّعْمَانُ بْنُ أَبِي عِيَاشٍ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ مِنْ سَهْلٍ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ ، فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ نَالْخُدْرِيَ لَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَزِيدُ فِيهَا فَأَقُولُ أَتَهُمْ مَنِّيْ ، فَيُقَالُ أَنِّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِيْ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ سُحْقًا بُعْدًا سَحِيقٌ بُعْدًا سَحَقَةٌ ، وَأَسْحَقَهُ أَبْعَدَهُ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبَّابٍ بْنُ سَعِيدِ الْحَبَطِيِّ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَرِدُ عَلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِيْ فَيُحَلَّوْنَ عَنِ الْحَوْضِ فَأَقُولُ يَارَبُّ أَصْحَابِيْ فَيَقُولُ أَنِّكَ لَا أَعْلَمُ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ أَنَّهُمْ ارْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرِيِّ - ح وَقَالَ شُعَيْبُ عَنِ الْبَزْهَرِيِّ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَجَلَّوْنَ وَقَالَ عُقَيْلُ فَيُحَلَّوْنَ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -**

**৬১৩৪** সাঈদ ইব্ন আবু মারিয়াম (র) ..... সাহল ইব্ন সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদের আগে হাউয়ের ধারে পৌছব। যে আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে, সে হাউয়ের পানি পান করবে। আর যে পান করবে সে আর কথনও পিপাসার্ত হবে না। নিঃসন্দেহে কিছু সম্পদায় আমার সামনে (হাউয়ে) উপস্থিত হবে। আমি তাদেরকে চিনতে পারব আর তারাও আমাকে চিনতে পারবে। এরপর আমার এবং তাদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দেওয়া হবে। বারী আবু হাযিম বলেন, নুমান ইব্ন আবু আইয়্যাশ আমার কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করার পর বললেন, তুমি কি সাহল থেকে এরপ শুনেছ? তখন আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমি আবু সাঈদ খুদৰী (রা) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি তার কাছ থেকে এতটুকু অধিক শুনেছি। নবী ﷺ বলেছেন : আমি তখন বলব যে এরা তো আমারই উম্মত। তখন বলা হবে, তুমি তো জান না তোমার পরে এরা কি সব নতুন নতুন কীর্তি করেছে। রাসূল ﷺ বলেন তখন আমি বলব, আমার পরে যারা দীনের মাঝে পরিবর্তন এনেছে তারা আল্লাহর রহমত থেকে দূরে থাকুক। ইব্ন আবুবাস (রা) বলেন, **অর্থ দূরত্ব অর্থ দূর, سُحْقٌ وَاسْعَقٌ** অর্থ তাকে দূর করে দিয়েছে।

আহমদ ইব্ন শাবীর ইব্ন সাঈদ হাবাতী (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মত থেকে একদল লোক কিয়ামতের দিন আমার সামনে (হাউয়ে কাউসারে) উপস্থিত হবে। এরপর তাদেরকে হাউয়ে থেকে পৃথক করে দেওয়া হবে। তখন আমি বলব, হে প্রভু! এরা আমার উম্মত। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমার পরে এরা ধর্মে নতুন সংযোজনের মাধ্যমে কি সব কীর্তি করেছে এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই তোমার জানা নেই। নিশ্চয় এরা দীন থেকে পিছনের দিকে ফিরে গিয়েছিল। **শ'আইব** (র) যুহুরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূল ﷺ থেকে **فَيُحَلُّونَ** বর্ণিত। উকায়ল **فَيُحَاوِنَ** বলেছেন। যুবায়দী আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

**৬১৩৫** حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضَ رِجَالٌ مِّنْ أَصْحَابِي فَيُحَلُّونَ عَنْهُ فَاقُولُوا يَا رَبَّ أَصْحَابِي فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ إِنَّهُمْ أَرْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى

**৬১৩৫** আহমদ ইব্ন সালিহ (র)..... সাঈদ ইব্নুল মুসাইয়াব (র) নবী ﷺ-এর সাহাবীদের থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : আমার উম্মাতের থেকে কতিপয় লোক আমার সামনে হাউয়ে কাউসারে উপস্থিত হবে। তারপর তাদেরকে সেখান থেকে পৃথক করে নেয়া হবে। তখন আমি বলব, হে রব! এরা আমার উম্মত। তিনি বলবেন, তোমার পরে এরা (ধর্মে নতুন সংযোজনের মাধ্যমে) কি কীর্তিকলাপ করেছে সে সম্পর্কে নিশ্চয়ই তোমার জানা নেই। নিঃসন্দেহে এরা দীন থেকে পিছনের দিকে ফিরে গিয়েছিল।

**৬১৩৬** حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحَزَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلْيَعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي هَلَالٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ إِذَا زُمْرَةً حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِّنْ بَيْنِهِمْ وَبَيْنَهُمْ، فَقَالَ هَلْمَ، فَقُلْتُ أَيْنَ؟ قَالَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهِ، قُلْتُ وَمَا شَانُهُمْ قَالَ إِنَّهُمْ أَرْتَدُوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى ثُمَّ إِذَا زُمْرَةً حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِّنْ بَيْنِهِمْ وَبَيْنَهُمْ، فَقَالَ هَلْمَ،

হাউয়

قُلْتُ أَيْنَ ؟ قَالَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ ، قُلْتُ وَمَا شَانُهُمْ ؟ قَالَ أَنَّهُمْ أَرْتَدُوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى فَلَا أُرَاهُ يَخْلُصُ فِيهِمْ إِلَّا مِثْلُ هَمَلِ النَّعْمَ -

**۶۱۳۶** ইব্রাহীম ইব্নুল মুন্ফির (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় আমি (হাশেরের ময়দানে) দাঁড়িয়ে থাকব। হঠাৎ দেখতে পাব একটি দল এবং আমি যখন তাদেরকে চিনে ফেলব, একটি লোক বেরিয়ে আসবে। তখন আমার ও তাদের মাঝ থেকে এবং সে বলবে, আপনি আসুন। আমি বলব, কোথায়? সে বলবে, আল্লাহর কসম জাহানামের দিকে। আমি বলব, তাদের অবস্থা কি? সে বলবে, নিচয় এরা আপনার ইত্তিকালের পর দীন থেকে পশ্চাদ দিকে সরে গিয়েছিল। এরপর হঠাৎ আরেকটি দল দেখতে পাব। আমি তাদেরকে চিনে ফেলব। তখন আমার ও তাদের মাঝ থেকে একটি লোক বেরিয়ে আসবে। সে বলবে, আসুন! আমি বলব কোথায়? সে বলবে আল্লাহর কসম, জাহানামের দিকে। আমি বলব, তাদের অবস্থা কি? সে বলবে, নিচয়ই এরা আপনার ইত্তিকালের পর দীন থেকে পশ্চাদপানে ফিরে গিয়েছিল। আমি মনে করি এরা রাখাল ছাড়া উটের মতো কম পরিমাণে নাজাত পাবে।

**۶۱۳۷** حَدَّثَنِي أَبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَابَيِّنَ بَيْتِيْ وَمِنْبَرِيْ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِيْ عَلَى حَوْضِيْ -

**۶۱۳۷** ইব্রাহীম ইব্নুল মুনফির (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার ঘর ও আমার মিস্বরের মধ্যবর্তী স্থান জানাতের বাগান সমূহ হতে একটি বাগান। আর আমার মিস্বর আমার হাউয়ের ওপরে অবিস্তৃত।

**۶۱۳۸** حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ أَنَا فَرَطْكُمْ عَلَى الْحَوْضِ -

**۶۱۳۸** আবদান (র) ..... জুনদব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আমি তোমাদের আগে হাউয়ের ধারে পৌছব।

**۶۱۳۹** حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَيْثُ عَنْ يَزِيدٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَقْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أَحْدَ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيْتِ ثُمَّ انْصَرَفَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ أَنِّي فَرَطْ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِيْ أَلَآنَ، وَإِنِّي أُعْطِيْتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُواْ بَعْدِيْ وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُواْ فِيهَا -

**۶۱۴۰** আমর ইব্ন খালিদ (র) ..... উকবা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একদিন বের হলেন এবং ওহু যুক্ত শহীদদের প্রতি সালাতে জানায়ার অনুরূপ সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি মিস্বরে ফিরে এসে বললেন ৪ নিচয় আমি তোমাদের জন্য হাউয়ের ধারে আগে পৌছব। নিচয়ই আমি তোমাদের (কার্যাবলীর) সাক্ষী হব। আল্লাহর কসম! আমি এ মুহূর্তে আমার হাউয় দেখতে পাচ্ছি। নিচয়ই আমাকে বিশ্ব

ভাগারের কুঞ্জি প্রদান করা হয়েছে। অথবা (বলেছেন) বিশ্বের কুঞ্জি। আল্লাহর কসম! আমার ইন্তিকালের পর তোমরা শিরক করবে এ ভয় আমি করি না; তবে তোমাদের সম্পর্কে আমার ভয় হয় যে, দুনিয়া অর্জনে তোমরা প্রস্পরে প্রতিযোগিতা করবে।

٦١٤. حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمَىٰ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ خَالِدٍ سَمِعَ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيًّا ﷺ وَذَكَرَ الْحَوْضَ فَقَالَ كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَصَنْعَاءَ . وَزَادَ أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَعْبُدِ أَبْنِ خَالِدٍ عَنْ حَارِثَةَ سَمِعَ النَّبِيًّا ﷺ قَالَ حَوْضُهُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَورُدُ أَلْمْ تَسْمَعُهُ قَالَ أَلَا وَأَنِّي قَالَ لَا قَالَ الْمُسْتَورُدُ يَرَى فِيهِ الْأَنْيَةَ مِثْلَ الْكَوَاكِبِ -

৬১৪০. آলী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... হারিসা ইবন ওহুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে হাউয়ে কাউসারের আলোচনা করতে শুনেছি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : হাউয়ে কাউসার মদীনা এবং সান'আ নামক স্থানের মধ্যকার দূরত্বের মতো। ইবন আবু আন্দী (র) ..... হারিসা (রা) (কিঞ্চিত) অধিক বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে 'হাউয়ে কাউসারের দূরত্ব মদীনা ও সান'আর দূরত্ব তুল' কথাটুকু শুনেছেন। তখন মুসতাওরিদ তাঁকে বললেন যে, 'আল আওয়ানী' যে বলেছেন তা কি তুমি শুননি? তিনি বললেন, না। মুসতাওরিদ বললেন, এর পাত্রগুলো তারকারাজির ন্যায় পরিলক্ষিত হবে।

٦١٤١. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرِيمٍ عَنْ نَافِعٍ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبْنِ أَبِي مُلِيكٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ حَتَّى أَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَىٰ مِنْكُمْ ، وَسَيُؤْخَذُ نَاسٌ دُونِي فَاقُولُ يَارَبُّ مِنِّي وَمِنْ أُمَّتِي ، فَيُقَالُ هَلْ شَعِرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ ، وَاللَّهِ مَا بَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ ، فَكَانَ أَبْنُ أَبِي مُلِيكٍ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَا نَعُوذُ بِكَ أَنْ تَرْجِعَ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا أَوْ نُفْتَنَ عَنْ دِينِنَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِسُونَ تَرْجِعُونَ عَلَىٰ الْعَقِبِ -

৬১৪১. সাঈদ ইবন আবু মারিয়াম (র)..... আসমা বিন্ত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে হাউয়ে কাউসারে বলেছেন : নিশ্চয়ই আমি হাউয়ের ধারে থাকব। তোমাদের মাঝে থেকে যারা আমার কাছে আসবে আমি তাদেরকে দেখতে পাব। কিছু লোককে আমার সামনে থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলব, হে প্রভু! এরা আমার লোক, এরা আমার উম্মত। তখন বলা হবে, তুমি কি জান তোমার পরে এরা কি সব করেছে? আল্লাহর কসম! এরা দীন থেকে সর্বদাই পশ্চাদমুখী হয়েছিল। তখন ইবন আবু মুলায়কা বললেন, হে আল্লাহ, দীন থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা থেকে অথবা দীনের ব্যাপারে ফিত্নায় পতিত হওয়া থেকে আমরা তোমার কাছে আশ্রয় চাই। আবু আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন, ১৯ আর্দ্ধ তাঁকে ফিরে যাবে।



كِتَابُ الْقَدْرِ

তাক্দীর অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
كِتَابُ الْقَدْرِ

## তাক্দীর অধ্যায়

٦١٤٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَنْبَانِي سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ عَلَقَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمِرُ بِارْبَعِ بِرْزُقٍ وَأَجْلِهِ وَشَقِّيًّا أَوْ سَعِيدًّا، فَوَاللَّهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ أَوِ الرَّجُلُ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذِرَاعٍ أَوْ ذِرَاعٍ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلُهَا، وَإِنَّ الرَّجُلُ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذِرَاعٍ أَوْ ذِرَاعٍ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلُهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أَدْمُ الْأَذْرَاعِ -

৬১৪২ আবুল ওয়ালীদ হিশাম ইবন আবদুল মালিক (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিশ্বাসী ও বিশ্বস্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের প্রত্যেকেই আপন আপন মাত্রগতে চল্লিশ দিন পর্যন্ত শুক্র বিন্দুরপে জমা থাকে। তারপর ঐরূপ চল্লিশ দিন রক্তপিণ্ড এবং এরপর ঐরূপ চল্লিশ দিন মাংস পিণ্ডকারে থাকে। তারপর আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন এবং তাকে রিযিক, মউত, দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য—এ চারটি ব্যাপার লিপিবদ্ধ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি আরও বলেন, আল্লাহর কসম! তোমাদের মাঝে যে কেউ অথবা বলেছেন, কোন ব্যক্তি জাহান্মামীদের আমল করতে থাকে। এমন কি তার মাঝে এবং জাহান্মামের মাঝে তখন কেবলমাত্র একহাত বা এক গজের ব্যবধান থাকে। এমন সময় তাক্দীর তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে আর তখন সে জাহান্মামীদের আমল করা শুরু করে দেয়। ফলে সে জাহান্মাতে প্রবেশ করে। আর এক ব্যক্তি বেহেশ্তীদের আমল করতে থাকে। এমন কি তার মাঝে ও জাহান্মাতের মাঝে কেবলমাত্র

এক গজ বা দু'গজের ব্যবধান থাকে। এমন সময় তাক্দীর তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে আর অমনি সে জাহানামীদের আমল শুরু করে দেয়। ফলে সে জাহানামে প্রবেশ করে। আবু আবদুল্লাহ [বুখারী (র)] বলেন যে, আদম তার বর্ণনায় শুধুমাত্র দ্রাঘি (এক গজ) বলেছেন।

**৬১৪৩** حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَكُلَّ اللَّهُ بِالرَّحْمَمِ مَلَكًا فَيَقُولُ أَيُّ رَبٌ نُطْفَةٌ أَيُّ رَبٌ عَلَقَةٌ أَيُّ رَبٌ مُضْنَفَةٌ ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْضِي خَلْقَهَا قَالَ يَارَبٌ أَذْكُرْ أَمْ أُنْشِي أَشْقَى أَمْ سَعِيدٌ ، فَمَا الرِّزْقُ فِيمَا أَلْأَجَلُ فَيُكْتَبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أَمِّهِ-

**৬১৪৩** سুলায়মান ইবন হারব (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে নবী করীম সানাত নবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহ তা'আলা রেহেমে (মাত্গর্ভে) একজন ফেরেশতা নিয়োজিত করেছেন। তিনি বলেন, হে প্রভু! এটি বীর্য। হে প্রভু! এটি রক্ষণশূণ্য। হে প্রভু! এটি মাংসপিণ্ড। আল্লাহ তা'আলা যখন তার সৃষ্টি পরিপূর্ণ করতে চান, তখন ফেরেশতা বলে, হে প্রভু। এটি নর হবে, না নারী? এটি হতভাগ্য হবে, না ভাগ্যবান? তার জীবিকা কি পরিমাণ হবে? তার আযুক্তাল কি হবে? তখন (আল্লাহ তা'আলা যা নির্দেশ দেন) তার মাত্গর্ভে থাকা অবস্থায় ঐ রূপই লিপিবদ্ধ করা হয়।

**২৭২৫** بَابُ جَفُّ الْقَلْمَ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ وَقَوْلِهِ وَأَضْلَلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ جَفُّ الْقَلْمُ بِمَا أَنْتَ لَاقِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَهَا سَابِقُونَ سَبَقَتْ لَهُمُ السُّعَادَةَ-

২৭৩৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলা'র ইলম-এর উপর (মুতাবিক) কলম শুকিয়ে গিয়েছে। আল্লাহ'র বাণী : আল্লাহ জানেন বিধায় তাকে অষ্ট করে দিয়েছেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী সানাত নবী আমাকে বলেছেন : যার সম্মুখীন তুমি হবে (তোমার যা ঘটবে) তা লিপিবদ্ধ করার পর কলম শুকিয়ে গেছে। ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, —তাদের উপর নেকবর্খতি প্রবল হয়ে গেছে

**৬১৪৪** حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرِّشْكُ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرْفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللَّهِ أَيْعُرِفُ أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَلِمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ؟ قَالَ كُلُّ يَعْمَلُ لِمَا حُلِقَ لَهُ أَوْ لِمَا يُسِرَّ لَهُ-

**৬১৪৫** আদম (র) ..... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ'র রাসূল! জাহানামীদের থেকে জান্নাতীদেরকে চেনা যাবে? তিনি বললেন : হ্যাঁ। সে বলল, তাহলে আমলকারীরা আমল করবে কেন? তিনি বললেন : প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ আমলই করে যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অথবা যা তার জন্য সহজ করা হয়েছে।

## ۲۷۳۶ بَابُ اللَّهِ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ

۲۷۳۶. অনুচ্ছেদ ৪ : (মহান আল্লাহর বাণী) : মানুষ যা করবে এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক অবহিত

٦١٤٥ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ -

৬১৪৫ মুহাম্মদ ইব্ন বাশশার (র) ..... ইবন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মুশরিকদের (মৃত নাবালিগ) সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বললেন, তারা (জীবিত থাকলে) কি আমল করত এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক অবহিত।

٦١٤٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ -

৬১৪৬ ইয়াহুইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মুশরিকদের (মৃত নাবালিগ) সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : তারা যা করত এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক অবহিত।

٦١٤٧ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا وَيُوْلَدُ عَلَى الْفَطْرَةِ فَإِنْ يُهُوَّدَ أَنَّهُ وَيُنَصَّرَ أَنَّهُ كَمَا تُنْتَجُونَ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ حَتَّى تَكُونُوا أَنْتُمْ تَجْدَعُونَهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ -

৬১৪৭ ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন সন্তান যখন জন্মগ্রহণ করে, তবে স্বভাবধর্মের (ইসলাম) ওপরই জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তার পিতামাতা (পরবর্তীতে) তাকে ইহুদী বা নাসারা বানিয়ে দেয়। যেমন কোন চতুর্পদ প্রাণী যখন বাচ্চা প্রদান করে তখন কি কানকাটা (ক্রটিযুক্ত) দেখতে পাওয় যতক্ষণ তোমরা তার কানকেটে ক্রটিযুক্ত করে দাও। তখন সাহাবাগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! নাবালিগ অবস্থায যে মৃত্যুবরণ করে তার সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন : তারা যা করত এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক অবহিত।

٢٧٣٧ بَابُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مُّقْدُورًا

২৭৩৭. অনুচ্ছেদ ৪ : (মহান আল্লাহর বাণী) : আল্লাহ তা'আলাৰ বিধান নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত

**৬১৪৮** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةَ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلَتَنْكِحْ فَإِنَّ لَهَا مَاقُدْرَ لَهَا -

**৬১৪৮** আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আবৃ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন নারী নিজে বিয়ে করার জন্য যেন তার বোনের (অপর নারীর) তালাক না চায়। কেননা, তার জন্য (তাকদীরে) যা নির্ধারিত আছে তাই সে পাবে।

**৬১৪৯** حَدَّثَنَا مَالِكٌ بْنُ أَسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا اسْرَائِيلُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ أَحْدَى بَنَاتِهِ وَعِنْدَهُ سَعْدٌ وَأَبْيَ بْنُ كَعْبٍ وَمُعَاذٌ أَنَّ أَبْنَاهَا يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهَا اللَّهُ مَا أَخَذَ وَلَلَّهِ مَا أَعْطَى كُلُّ بَاجِلٍ فَلْتَصِيرْ وَلْتَحْتَسِبْ -

**৬১৫০** مালিক ইবন ইসমাইল (র) ..... উসামা ইবন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী ﷺ-এর নিকটে ছিলাম। তাঁর সঙ্গে সাদ ইবন উবাদা, উবাই ইবন কাব ও মু'আয ইবন জাবালও ছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন এক কন্যা কর্তৃক প্রেরিত একজন লোক এই খবর নিয়ে এলো যে, তাঁর পুত্র সন্তান মরণাপন্ন। তখন তিনি এই বলে লোকটিকে পাঠিয়ে দিলেন যে, আল্লাহর জন্যই—যা তিনি গ্রহণ করেন। আল্লাহর জন্যই—যা তিনি দান করেন। প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত একটি সময় রয়েছে। সুতরাং সে যেন দৈর্ঘ্য ধারণ করে এবং এটাকে যেন সে (সন্তান হারানকে) পুণ্য মনে করে।

**৬১৫০** حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَيْرَزِ الْجُمَحِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدِنَ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ جَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نُصِيبُ سَبَيْاً وَنُحِبُّ الْمَالَ كَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوَ أَنْكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَسْمَةً كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ كَائِنَةً -

**৬১৫০** হিবান ইবন মুসা (র) ..... আবৃ সাইদ খুদৰী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (একদা) নবী ﷺ-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় আনসার গোত্রের একটি লোক এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো বাঁদীদের সাথে মিলিত হই অথচ মালকে মুহাববত করি। সুতরাং 'আযল' করা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা কি এ কাজ কর? তোমাদের জন্য এটা করা আর না করা উভয়ই সমান। কেননা, যে কোন জীবন যা পয়দা হওয়াকে আল্লাহ তা'আলা লিখে দিয়েছেন তা পয়দা হবেই।

**۶۱۵۱** حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ لَقَدْ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ خُطْبَةً مَا تَرَكَ فِيهَا شَيْئًا إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا ذَكَرَهُ عَلَمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهَهُ مَنْ جَهَهُ إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الشَّيْئَ قَدْ نَسِيْتُ فَأَعْرِفُ مَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ إِذَا غَابَ عَنْهُ فَرَاهُ فَعْرَفَهُ۔

**۶۱۵۲** مূসা ইবন মাসউদ (র) ..... হ্যায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ (একদা) আমাদের মাঝে এমন একটি ভাষণ প্রদান করলেন যাতে কিয়ামত পর্যন্ত যা সংঘটিত হবে এমন কোন কথাই বাদ দেননি। এগুলি স্বরণ রাখা যার সৌভাগ্য হয়েছে সে স্বরণ রেখেছে আর যে ভুলে যাবার সে ভুলে গিয়েছে। আমি ভুলে যাওয়া কোন কিছু যখন দেখতে পাই তখন তা চিনে নিতে পারি এভাবে যেমন, কোন ব্যক্তি কাউকে হারিয়ে ফেললে আবার যখন তাকে দেখতে পায় তখন চিনতে পারে।

**۶۱۵۲** حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلْمَيِّ عَنْ عَلَيِّ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَهُ عُودٌ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا قَدْ كُتِبَ مَقْعِدًا مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَلَا نَتَكَلُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ لَا إِعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسِّرٍ، ثُمَّ قَرَأَ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنْتَقَى الْأَيَّةَ۔

**۶۱۵۲** আবদান (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন তাঁর সঙ্গে ছিল একটি লাঠি। যা দিয়ে তিনি মাটি খুড়ছিলেন। তিনি তখন বললেন : তোমাদের মাঝে এমন কোন ব্যক্তি নেই যার ঠিকানা জাহান্নামে বা জান্নাতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। লোকদের ভিতর থেকে এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তা হলে (এর উপর) নির্ভর করব না? তিনি বললেন : না, বরং আমল কর। কেননা, প্রত্যেকের জন্য আমল সহজ (যার জন্য তাকে সৃষ্টি) করা হয়েছে। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : ফَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنْتَقَى الْأَيَّةَ

## ۲۸۲۸ بَابُ الْعَمَلِ بِالْخَوَاتِيمِ

২৭৩৮. অনুচ্ছেদ : আমলের ভাল-মন্দ শেষ অবস্থার ওপর নির্ভর করে

**۶۱۵۳** حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَيْرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرَجُلٍ مِمِنْ مَعَهُ يَدْعُ إِلَيْهِ إِسْلَامًا هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالَ قَاتَلَ الرَّجُلُ مِنْ أَشَدَّ الْقِتَالِ، فَكَسَرَتْ بِهِ الْجِرَاءُ فَأَثْبَتَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ

النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الَّذِي تُحَدِّثُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَدْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَشَدِ الْقَتَالِ فَكَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يَرْثَابُ، فَبَيْنَهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَذْوَاجَ الرَّجُلِ الْمَجْرَاحِ فَاهْوَى بِيَدِهِ إِلَى كَنَاثَتِهِ فَانْتَزَعَ مِنْهَا سَهْمًا فَانْتَحَرَ بِهِ فَلَاشْتَدَّ رِجْالُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ حَدِيثَكَ قَدْ انْتَحَرَ فُلَانٌ فَقَاتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا بَلَالُ قُمْ فَآذِنْ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، فَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاحِرِ -

**৬১৫৩** হিকোন ইব্ন মূসা (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খায়বারের যুদ্ধে নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সঙ্গীগণের মাঝ থেকে ইসলামের দাবি করছিল এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন যে, এই লোকটি জাহানামী। যখন যুদ্ধ শুরু হল, লোকটি প্রবল বেগে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ল। এতে সে প্রচুর ক্ষতিবিক্ষত হলো। তবু সে অটল রইল। সাহাবীগণের মাঝ থেকে একজন নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! জাহানামী হবে বলে আপনি যে ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছিলেন সে তো প্রবল বেগে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করেছে এবং তাতে সে প্রচুর ক্ষতিবিক্ষত হয়েছে। তিনি বললেন : সাবধান, সে জাহানামী! এতে কতিপয় মুসলমানের মনে সন্দেহের ভাব হল। আর লোকটি ঐ অবস্থায়ই ছিল। হঠাৎ করে সে যখনের যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগল। আর অমনিই সে স্বীয় হাতটি তীরের থলের দিকে বাড়িয়ে দিল এবং একটি তীর বের করে আপন বক্ষে বিধিয়ে দিল। এতদ্বারা কয়েকজন মুসলমান রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে দৌড়িয়ে যেয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলা আপনার কথাকে সত্যে পরিণত করে দেখালেন। অমুক ব্যক্তি তো আস্থাহত্যা করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে বিলাল! উঠে দাঁড়াও এবং এই মর্মে ঘোষণা করে দাও যে, জানাতে কেবলমাত্র মুমিনগণই প্রবেশ করবে। আর আল্লাহ তা'আলা গুনাহ্গার বান্দাকে দিয়েও এই দীনের সাহায্য করে থাকেন।

**৬১৫৪** حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَعْظَمِ الْمُسْلِمِينَ غَنَاءً عَنِ الْمُسْلِمِينَ فِي غَزْوَةِ غَزَّا هَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَيَنْتَظِرْ إِلَى هَذَا فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ مِنْ أَشَدِ النَّاسِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ حَتَّى جَرَحَ فَاسْتَغْجَلَ الْمَوْتَ فَجَعَلَ ذِبَابَةً سَيْفِهِ بَيْنَ ثَدِيهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتِيفَيْهِ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مُسْرِعاً، فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ قُلْتَ لِفُلَانٍ مِنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ

النَّارَ فَلَيَنْظُرْ إِلَيْهِ، وَكَانَ مِنْ أَعْظَمَنَا غَنَاءً عَنِ الْمُسْلِمِينَ فَعَرَفَتُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمَّا جُرِحَ اسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلًا أَهْلَ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَيَعْمَلُ عَمَلًا أَهْلَ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ-

**٦١٤٨** সাঁজদ ইবন আবু মারিয়াম (র) ..... সাহল ইবন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর সঙ্গে থেকে যে সমস্ত মুসলমান যুদ্ধ করেছেন তাঁদের মাঝে একজন ছিল তীব্র আক্রমণকারী। নবী করীম ﷺ তাঁর দিকে নয়র করে বললেন : যে ব্যক্তি কোন জাহানামীকে দেখতে ইচ্ছা করে সে যেন এই লোকটার দিকে নয়র করে। উপস্থিত লোকদের ভিতর থেকে এক ব্যক্তি সেই লোকটির অনুসরণ করল। আর সে তখন প্রচণ্ডভাবে মুশরিকদের সঙ্গে মুকাবিলা করছিল। এমন কি সে (এক পর্যায়ে) যখন হয়ে তাড়াতাড়ি মৃত্যুবরণ করতে চাইল। সে তাঁর তরবারীর তীক্ষ্ণ দিকটি তাঁর বুকের উপর দিয়ে দিল। এমন কি দু'কাঁধের মাঝ দিয়ে তরবারী বক্ষ ভেদ করল। (এতদ্বাটে) লোকটি নবী ﷺ-এর কাছে দৌড়ে এসে বলল, আমি সাক্ষ্য দিছি সত্যিই আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল? লোকটি বলল, আপনি অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছিলেন : “যে ব্যক্তি কোন জাহানামী লোক দেখতে চায় সে যেন এ লোকটাকে দেখে নেয়।” অথচ লোকটি অন্যান্য মুসলমানের তুলনায় অধিক তীব্র আক্রমণকারী ছিল। সুতরাং আমার ধারণা ছিল এ লোকটির মৃত্যু এহেন অবস্থায় হবে না। যখন সে আঘাতপ্রাণ হল, তাড়াতাড়ি মৃত্যু কামনা করল এবং আস্থাহ্য করে বসল। নবী (সা) একথা শুনে বললেন : নিশ্চয় কোন বান্দা জাহানামীদের আমল করেন মূলত সে জান্নাতি। আর কোন বান্দা জান্নাতি লোকের আমল করেন মূলত সে জাহানামী। নিশ্চয়ই আমলের ভাল-মন্দ নির্ভর করে তাঁর পারিগামের উপর।

## ٢٧٣٩ بَابُ إِلْقَاءِ النَّذْرِ الْعَبْدِ إِلَى الْقَدْرِ

২৭৩৯. অনুচ্ছেদ : বান্দার মানতকে তাক্দীরে হাওলা করে দেওয়া

**٦١٥٥** حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مُرْرَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ-

**৬১৫৫** আবু নু'আঙ্গেম (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মানত করতে নিষেধ করেছেন। এই মর্মে তিনি বলেন, মানত কোন জিনিসকে দূর করতে পারে না। এ দ্বারা শুধুমাত্র কৃপণের মাল খরচ হয়।

**٦١٥٦** حَدَّثَنَا بِشْرِبُنُ مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامَ بْنِ مُنْبَهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَاتِي أَدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ قَدَرْتُهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيْهِ الْقَدْرُ وَقَدْ قَدَرْتُهُ لَهُ أَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ-

**৬১৫৬** বিশ্র ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : মানত মানব সত্ত্বাকে এমন কিছু এনে দিতে পারে না যা তাক্দীরে নির্ধারণ নেই অথচ সে যে মানতটি করে তাও আমি তাক্দীরে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছি যেন এর দ্বারা কৃপণের কাছ থেকে (মাল) বের করে নেই।

٢٧٤. بَابُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

২৭৪০. অনুচ্ছেদ : 'লা-হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লাহ' প্রসঙ্গে

**৬১৫৭** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ الْحَذَاءُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهَدِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَّةٍ فَجَعَلْنَا لَا نَصْعَدُ شَرْفًا وَلَا نَعْلُوْ شَرْفًا وَلَا نَهْبِطُ فِي وَادٍ إِلَّا رَفَعْنَا أَصْوَاتَنَا بِالْتَّكْبِيرِ قَالَ فَدَنَا مِنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصْمَ وَلَا غَائِبًا إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا ، ثُمَّ قَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ لَا أُعْلِمُ كَلِمَةً هِيَ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ -

**৬১৫৮** মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল আবুল হাসান (র) ..... আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা যখনই কোন উচ্চস্থানে আরোহণ করতাম, কোন উঁচুতে থাকতাম এবং কোন উপত্যকা অতিক্রম করতাম তখনই উচ্চস্থরে তাকবীর (আল্লাহ আকবার) বলতাম। রাবী বলেন, নবী ﷺ আমাদের নিকটবর্তী হলেন এবং বললেন : হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের উপর রহম কর। তোমরা কোন বধির বা কোন অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছ না — তোমরা তো ডাকছ শ্রবণকারী ও দর্শনকারী এক সত্তাকে। এরপর তিনি বললেন : হে আবদুল্লাহ ইব্ন কায়স! আমি কি তোমাকে এমন একটি কালিমা শিক্ষা দিব না, যা কিনা জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের অন্যতম? তা হচ্ছে—  
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ -

٢٧٣٨ بَابُ الْمَغْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهَ عَاصِمٌ مَانِعٌ قَالَ مُجَاهِدٌ سُدِّيٌّ عَنِ الْحَقِّ يَتَرَدَّدُونَ فِي الضَّلَالِ دَشْهَا أَغْوِبِهَا

২৭৪১. অনুচ্ছেদ : নিষ্পাপ সে-ই যাকে আল্লাহ তা'আলা রক্ষা করেন। অর্থ প্রতিরোধকারী। মুজাহিদ (র) বলেন, তাকে গোমরাহ করেছে তাকে গোমরাহ করেছে

**৬১৫৮** حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا اسْتَخْلَفَ خَلِيفَةً إِلَّا لَهُ بِطَائِتَانِ بِطَانَةً تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وَتَحْضُهُ عَلَيْهِ وَبِطَانَةً تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحْضُهُ عَلَيْهِ وَالْمَغْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهَ -

**৬১৫৮** আবদান (র)..... আবু সাউদ খুদৰী (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে কোন লোককেই খলীফা বানানো হয় তার জন্য দুটি গুপ্তচর থাকে। একটা তো তাকে সৎকর্মের আদেশ করে এবং এর প্রতি তাকে উৎসাহিত করে। আরেকটা তাকে মন্দ কর্মের আদেশ করে এবং এর প্রতি তাকে প্ররোচিত করে। আর নিষ্পাপ সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা রক্ষা করেন।

٢٧٤٢ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنْهُمْ لَا يَرْجِعُونَ  
وَقَوْلُهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمٍ إِلَّا مَنْ قَدْ أَمَنَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَارًا  
وَقَالَ مَنْصُورُ بْنُ النُّعْمَانَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحِرْمَمْ بِالْحَبْشِيَّةِ  
وَجَبُ

২৭৪২. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : যে জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি তার সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যে, তার অধিবাসীবৃন্দ ফিরে আসবে না (২১ : ৯৫)। আল্লাহর বাণী : যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া তোমার সশ্নদায়ের অন্য কেউ কখনও ঈমান আনবে না (১১ : ৩৬)। আল্লাহর বাণী : তারা জন্ম দিতে থাকবে কেবল দুষ্কৃতিকারী ও কাফের (৭১ : ২৭)। মানসুর ইবন নো'মান..... ইবন আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাব্শী ভাষায় অর্থ জরুরী হওয়া

٦١٥٩ حَدَّثَنِيْ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاؤُوسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمْمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظًّا مِنِ الزِّنَّا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَزِنَّا الْعَيْنَ النَّظَرُ، وَزِنَّا الْلِسَانُ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشَتَّهَى، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ . وَقَالَ شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ ابْنِ طَاؤُوسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

**৬১৫৯** মাহমুদ ইবন গায়লান (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে ছোট গুনাহ সম্পর্কে যা বলেছেন তার চেয়ে যথাযথ উপমা আমি দেখি না। (নবী ﷺ বলেছেন) আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানের উপর যিনার কোন না কোন হিস্সা লিখে দিয়েছেন; তা সে অবশ্যই পাবে। সুতরাং চোখের যিনা হল (নিষিদ্ধদের প্রতি) নয়র করা এবং জিহ্বার যিনা হল (যিনা সম্পর্কে) বলা। মন তার আকাঙ্ক্ষা ও কামনা করে, লজ্জাস্থান তাকে বাস্তবায়িত করে অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। শাবাবা (র)ও .... আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে একপ বর্ণনা করেছেন।

٢٧٤٣ بَابُ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ

২৭৪৩. অনুচ্ছেদ : (মহান আল্লাহর বাণী) আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখাচ্ছি তা কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য (১৭ : ৬০)

**٦١٦** حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ عَكْرَمَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ قَالَ هِيَ رُؤْيَا عَيْنِ أَرِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً أُسْرِىَ بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ قَالَ هِيَ شَجَرَةُ الزَّقْوُمِ -

**٦١٦٠** حَدَّثَنَا الرُّؤْيَا التِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ - كَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا التِي أَرَيْنَا الرُّؤْيَا إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ - (আয়াতের ব্যাখ্যায়) তিনি বলেন : তা হচ্ছে চোখের দেখা । যে রজনীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়েছিল, সে রজনীতে তাঁকে যা দেখানো হয়েছিল । তিনি বলেন, কুরআন মজীদে উল্লিখিত দ্বারা যাকুম বৃক্ষকে বোঝানো হয়েছে ।

### ٦٧٤٤ بَابُ تَحَاجُّ أَدَمْ وَمُوسَى عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى

২৭৪৪. অনুচ্ছেদ : আদম (আ) ও মূসা (আ) আল্লাহ তা'আলাৰ সামনে কথা কাটাকাটি করেন

**٦١٦١** حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفَظْنَاهُ مِنْ عَمْرُو عَنْ طَاوُسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ احْتَجَ أَدَمُ وَمُوسَى ، فَقَالَ مُوسَى يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو نَا خَيْبَرْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ ، قَالَ لَهُ أَدَمُ يَا مُوسَى أَصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ أَتَلَوْمُنِي عَلَىٰ أَمْرٍ قَدَرَ اللَّهُ عَلَىٰ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً فَحَجَّ أَدَمُ مُوسَى ثَلَاثًا قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّئَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

**٦١٦১** আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আদম ও মূসা (আ) (পরম্পরে) কথা কাটাকাটি করেন । মূসা (আ) বলেন, হে আদম, আপনি তে আমাদের পিতা । আপনি আমাদেরকে বঞ্চিত করেছেন এবং আমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করেছেন । আদম (আ) মূসা (আ) কে বললেন, হে মূসা ! আপনাকে তো আল্লাহ তা'আলা স্থীয় কালামের মাধ্যমে সশ্রান্তি করেছেন এবং আপনার জন্য স্থীয় হাত দ্বারা লিখেছেন । অতএব আপনি কি আমাকে এমন একটি ব্যাপার নিয়ে তিরক্কার করছেন? যা আমার সৃষ্টির চলিশ বছর পূর্বেই আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন । তখন আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর এই বিতর্কে জয়ী হলেন । উক্ত কথাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার বলেছেন । সুফিয়ানও ... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন ।

### ٢٧٤٥ بَابُ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى اللَّهُ

২৭৪৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলা যা দান করেন তা রোধ করার কেউ নেই

٦١٦٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ وَرَادٍ مَوْلَى الْمُغَيْرَةَ بْنِ شَعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةَ إِلَى الْمُغَيْرَةِ أَكْتُبْ إِلَيْهِ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ خَلْفَ الصَّلَاةِ فَأَمْلَى عَلَى الْمُغَيْرَةِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ خَلْفَ الصَّلَاةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ وَقَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ أَنَّ وَرَادًا أَخْبَرَهُ بِهَذَا، ثُمَّ وَفَدْتُ بَعْدَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةَ، فَسَمِعْتُهُ يَأْمُرُ النَّاسَ بِذَلِكَ الْقَوْلِ۔

٦١٦٣ مুহাম্মদ ইবন সিনান (র).....মুগীরা ইবন শু'বা (রা)-এর আয়াদকৃত গোলাম ওয়ার্রাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মু'আবিয়া (রা) মুগীরা ইবন শু'বা (রা)-এর নিকট এই মর্মে চিঠি লিখলেন যে, নবী ﷺ সালাতের পর যা পাঠ করতেন এ সম্পর্কে তুমি যা শুনেছ আমার কাছে লিখে পাঠাও। তখন মুগীরা (রা) আমাকে তা লিখে দেওয়ার দায়িত্ব দিলেন। তিনি বললেন, আমি নবী ﷺ-কে সালাতের পরে বলতে শুনেছি অল্লাহ! অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি অবিতীয়, অশীদারবিহীন। হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর তা রদকারী কেউ নেই। আর তুমি যা রদ কর তার কোন দানকারীও নেই। তুমি ব্যতীত প্রচেষ্টকারীর প্রচেষ্টাও কোন ফল বয়ে আনবে না! ইবন জুরায়জ আবদা থেকে বর্ণনা করেন যে, ওয়ার্রাদ তাকে এ বিষয়ে জানিয়েছেন। এরপর আমি মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট গিয়েছি। তখন আমি তাঁকে শুনেছি তিনি মানুষকে এ দোয়া পড়তে হুকুম দিচ্ছেন।

٢٧٤٢ بَابُ مَنْ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَقَوْلِهِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

২৭৪৬. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি হতভাগ্যের গহীন গর্ত ও মন্দ তাক্দীর থেকে আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় চায়। এবং (মহান আল্লাহর) বাণী : বল, আমি শরণ লইতেছি উষার স্রষ্টার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে

٦١٦٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ عَنْ سُمَيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَائِلَةِ الْأَعْدَاءِ۔

৬১৬৩ মুসাদ্দাদ (র).....আবু হুরায়রা (রা) সুত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমরা ভয়াবহ বিপদ, হতভাগ্যের অতল গহবর, মন্দ তাক্দীর এবং শক্রের আনন্দ প্রকাশ থেকে আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় আর্থনা কর।

## ٢٧٤٧ بَابُ يَحُولُّ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ

২৭৪৭. অনুচ্ছেদ ৪ : (আল্লাহ্ তা'আলা) মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে যান

٦١٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسِنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَثِيرًا مِمَّا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَحْلِفُ لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ -

[ ৬১৬৪ ] মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল আবুল হাসান (র).....আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ অধিকাংশ সময় এইরূপ শপথ করতেন : শপথ অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী (আল্লাহ্ৰ)।

[ ৬১৬৫ ] ٦١٦٥ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ حَفْصٍ وَبِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِابْنِ صَيَادٍ خَبَائِتُ لَكَ خَبَيْثًا قَالَ الدُّخُونُ قَالَ أَخْسَاءً فَلَنْ تَعْدُ وَقَدْرَكَ، قَالَ عُمَرُ أَئْذِنْ لِي فَاضْرِبْ عَنْقَهُ قَالَ دَعْهُ إِنْ يَكُنْ هُوَ فَلَا تُطِيقُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ -

[ ৬১৬৫ ] আলী ইবন হাফ্স ও বিশ্র ইবন মুহাম্মদ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইবন সাইয়্যাদকে একদা বললেন : আমি (একটি কথা আমার অন্তরণে) তোমার জন্য গোপন রেখেছি। সে বললো, তা হচ্ছে (কল্পনার) ধূমজাল মাত্র। নবী ﷺ বললেন : চুপ কর, তুমি তো তোমার তাক্দীরকে কখনও অতিক্রম করতে পারবে না। এতদ্বাবণে উমর (রা) বললেন, আমাকে অনুমতি দিন আমি তার মুগ্ধপাত করে দেই। তিনি বললেন : রাখ একে, এ যদি তাই হয় তবে তুমি তার ওপর (এ কাজে) সক্ষম হবে না। আর যদি তা না হয় তাহলে তাকে হত্যা করার মাঝে তোমার জন্য কোন কল্যাণ নেই।

٦٧٤٨ بَابُ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا فَضَّى وَقَالَ مُجَاهِدٌ بِفَاتَنِينَ مُصَلَّيْنَ إِلَّا مَنْ كَتَبَ اللَّهُ إِلَهُ يَصْنَعُ الْجَحِيمَ - قَدْرَ فَهْدَى قَدْرَ الشُّفَاءِ وَالسُّعَادَةِ وَهَدَى الْأَنْعَامُ لِمِرَاتِهَا

২৭৪৮. অনুচ্ছেদ ৫ : (মহান আল্লাহ্ বাণী) : বল, আমাদের জন্য আল্লাহ্ যা নির্দিষ্ট করেছেন তা ছাড়া আমাদের কিছু হবে না। - নির্দিষ্ট করেছেন। মুজাহিদ (র) বলেছেন, যারা পথভ্রষ্ট হয়, হ্যাঁ যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা লিখে দিয়েছেন যে, সে জাহানামে যাবে। - قدر فهدى قدر بدبختى এবং নেকবদ্ধতি নির্দিষ্ট করেছেন। জস্তুকে চারগভূমি পর্যন্ত পৌছানো

[ ৬১৬৬ ] ٦١٦٦ حَدَّثَنِي أَسْحَقُ بْنُ ابْرَاهِيمَ الْخَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا دَاؤُدُّ بْنُ أَبِي الْفَرَّاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الطَّاعُونِ فَقَالَ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ،

فَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ، مَا مِنْ عَبْدٍ يَكُونُ فِي بَلْدَةٍ يَكُونُ فِيهِ وَيَمْكُثُ فِيهِ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَلْدَةِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرٍ شَهِيدٌ-

**৬১৬৬** ইসহাক ইবন ইব্রাহীম আল-হানয়ালী (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রেগ রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন : এটা হচ্ছে আল্লাহর এক আযাব। আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তার ওপরই প্রেরণ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা এটা মুসলমানের জন্য রহমতে পরিণত করেছেন। প্রেগাক্রান্ত শহরে কোন বান্দা যদি ধৈর্যধারণ করে এ বিশ্বাস নিয়ে সেখানেই অবস্থান করে, তা থেকে বের না হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য যা ভাগ্যে লিখেছেন তা ব্যতীত কিছুই তাকে স্পর্শ করবে না, তাহলে সে শহীদের সাওয়াব লাভ করবে।

٢٧٤٩ بَابُ قَوْلِهِ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْ لَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ، لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَقِنِينَ -

২৭৪৯. অনুচ্ছেদ : (মহান আল্লাহর বাণী) : আল্লাহ্ আমাদের পথ না দেখালে আমরা কখনও পথ পেতাম না (৭ : ৪৩)। (আরও ইরশাদ হল) : আল্লাহ্ আমাকে পথ প্রদর্শন করলে আমি তো অবশ্যই মুক্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম (৪৯ : ৫৭)

**৬১৬৭** حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ أَبْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي اسْحَاقِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَارِبٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَنْقُلُ مَعْنَا التُّرَابَ ، وَهُوَ يَقُولُ : وَاللَّهِ لَوْ لَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا ، وَلَا صُمِّنَا وَلَا صَلَّيْنَا ، فَانْزَلْنَ سَكِينَةً عَلَيْنَا ، وَثَبِّتْ إِلَّا قَدَّامِنَا لَاقِيْنَا ، وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا ، عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبْيَنَا -

**৬১৬৭** আবু নু'মান (র)..... বারআ ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, আমি খন্দকের যুদ্ধের দিন নবী ﷺ-কে দেখেছি, তিনি আমাদের সঙ্গে মাটি বহন করেছেন এবং বলছেন : আল্লাহর কসম! তিনি যদি আমাদেরকে হেদায়েত না করতেন তবে আমরা হেদায়েত পেতাম না। সাওম পালন করতাম না আর সালাতও আদায় করতাম না। সুতরাং (প্রভু হে) আমাদের উপর প্রশাস্তি নাযিল করুন আর শক্তির মুকাবিলায় আমাদেরকে সুদৃঢ় রাখুন। মুশরিকরা আমাদের উপর অত্যাচার করেছে। তারাই আমাদের উপর ফিত্না (যুদ্ধ) চাপিয়ে দিতে চেয়েছে কিন্তু আমরা তা চাইনি।



كتابُ الْإِيمَانِ وَالنُّذُورِ  
শপথ ও মানত অধ্যায়



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

## শপথ ও মানত অধ্যায়

بَابٌ قَوْلُ اللَّهِ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللُّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقْدَتُمُ الْأَيْمَانَ إِلَى قَوْلِهِ تَشْكُرُونَ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তোমাদের নির্দেশক শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না, কিন্তু যে সব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে দৃঢ় কর..... তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা পর্যন্ত

**٦٦٨** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ لَمْ يَكُنْ يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ قَطُّ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ كَفَارَةَ الْيَمِينِ، وَقَالَ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا لَا أَتَيْتُ الدِّيْنَ هُوَ خَيْرٌ وَكَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي.

**٦٦٨** مুহাম্মদ ইবন মুকাতিল আবুল হাসান (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবু বকর (রা) কখনও কসম ভঙ্গ করেননি, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা কসমের কাফুরার সংক্রান্ত আয়াত নাযিল করেন। তিনি বলতেন, আমি যেকোন ব্যাপারে কসম করি। এরপর যদি এর চেয়ে উত্তমতি দেখতে পাই তবে উত্তমতিই করি এবং আমার কসম ভঙ্গের জন্য কাফুরার আদায় করে দেই।

**٦٦٩** حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمْرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وَكُلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوتِيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعْنِتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفَرْتُ عَنْ يَمِينِكَ وَأَلْتَ الدِّيْنَ هُوَ خَيْرٌ-

**৬১৬৯** آبُو نُعْمَانَ مُعْنَى الْمُهَاجِرِ إِبْنَ فَالْيَلْ (র)..... آبَدُورَ رَهْمَانَ إِبْنَ سَامُورَا (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বললেন : হে আবদুর রহমান ইবন সামুরা! তুমি নেতৃত্ব চেয়ে না। কেননা, চাওয়ার পর যদি নেতৃত্ব পাও তবে এর দিকে তোমাকে সোপর্দ করে দেয়া হবে। আর যদি না চেয়ে তা পাও তবে তোমাকে এর জন্য সাহায্য করা হবে। কোন কিছুর ব্যাপারে যদি কসম কর আর তা ব্যতীত অন্য কিছুর মাঝে কল্যাণ দেখতে পাও; তবে স্বীয় কসমের কাফ্ফারা আদায় করে তার চেয়ে উত্তমতি অবলম্বন কর।

**৬১৭.** حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ  
بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ  
لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ لَبَثْنَا مَاشَاءَ اللَّهُ أَنْ تَلْبَثَ ثُمَّ أُتِيَ  
بِثَلَاثٍ نَوْدٍ غَرِّ الدُّرَى فَحَمَلَنَا عَلَيْهَا فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا أَوْ قَالَ بَعْضُنَا وَاللَّهِ لَا  
يُبَارِكُ لَنَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا يَحْمِلْنَا ثُمَّ حَمَلَنَا فَارْجِعُوا  
بِنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَنَذَكِرْهُ فَاتَيْنَاهُ فَقَالَ مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بِلِ اللَّهِ حَمَلْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ  
أَنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَارَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي  
وَأَتَيْتُ الدِّيْهُ هُوَ خَيْرٌ أَوْ أَتَيْتُ الدِّيْهُ هُوَ خَيْرٌ وَكَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي۔

**৬১৭০** آبُو نُعْمَان (র)..... آبُو بুরদা (রা)-এর পিতা آবু মুসা আশ'আরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা আশ'আরী সম্প্রদায়ের একদল লোকের সঙ্গে নবী ﷺ-এর কাছে এলাম একটি বাহন সংগ্রহ করার জন্য। তখন তিনি বললেন : আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে বাহন দিতে পারব না। আর আমার কাছে এমন কোন জস্ত নেই যার উপর আরোহণ করা যায়। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আল্লাহ্ যতক্ষণ চাইলেন, ততক্ষণ আমরা সেখানে অবস্থান করলাম। এরপর নবী ﷺ-এর কাছে অতীব সুন্দর তিনটি উল্টো আনা হল। তিনি সেগুলোর উপর আমাদেরকে আরোহণ করালেন। এরপর আমরা যখন চলতে লাগলাম তখন বললাম অথবা আমাদের মাঝে কেউ বলল, আল্লাহ্ কসম! আল্লাহ্ আমাদেরকে বরকত প্রদান করবেন না। কেননা, আমরা যখন নবী করীম ﷺ-এর কাছে বাহন চাইতে এলাম তিনি আমাদেরকে বাহন দিবেন না বলে কসম করলেন। এরপর আমাদেরকে আরোহণ করালেন। চল আমরা নবী ﷺ-এর কাছে যাই এবং তাঁকে সে কথা শ্বরণ করিয়ে দেই। এরপর আমরা তাঁর কাছে এলাম। তিনি বললেন : আমি তোমাদেরকে আরোহণ করাইনি বরং আল্লাহ্ তা'আলা আরোহণ করিয়েছেন। আল্লাহ্ কসম! আমি যখন আল্লাহ্ ইচ্ছা মুতাবিক কোন কসম করি আর তা ব্যতীত অন্যটির মাঝে যদি মঙ্গল দেখি তখন কসমের জন্য কাফ্ফারা আদায় করে দেই। আর যেটা মঙ্গলকর সেটাই করে নেই এবং স্বীয় কসমের কাফ্ফারা আদায় করে দেই।

**৬১৭১** حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ قَالَ أَخْبَرْنَا مَعْمَرَ عَنْ  
هَمَّامَ بْنِ مُنْبَهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَحْنُ الْأَخْرُونَ

السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ لَا نَيَّأْ أَحْدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ إِئْمَانِهِ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَارَتَهُ الَّتِي أَفْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ -

**৬১৭১** ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সুত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা (দুনিয়ায়) সর্বশেষ আগমনকালী আর কিয়ামতের দিন হব অঙ্গামী। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহর কসম! তোমাদের মাঝে কেউ আপন পরিজনের ব্যাপারে শপথকারী হলে আল্লাহর নিকট সে গুনাহগার হবে এই ব্যক্তির তুলনায়, যে কাফ্ফারা আদায় করে দেয় যা আল্লাহত তাআলা অপরিহার্য করে দিয়েছেন।

**৬১৭২** حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَكْرَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِسْتَلْجَ فِي أَهْلِهِ بِيَمِينِ فَهُوَ أَعْظَمُ أَثْمًا لَيْسَ تُغْنِي الْكَفَارَةُ -

**৬১৭২** ইসহাক ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আপন পরিবারের ব্যাপারে কসম করে এর উপর অটল থাকে সে সবচেয়ে বড় গুনাহগার, যা কাফ্ফারা দূর করে না।

## ২৭৪৬ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَآيَمُ اللَّهِ

২৭৫০. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ -এর বাণী : আল্লাহর কসম

**৬১৭৩** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ اسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ بَعْثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمْرَ عَلَيْهِمْ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي أَمْرَتِهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي أَمْرَتِهِ ، فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي أَمْرَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلٍ ، وَآيَمُ اللَّهِ أَنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلَّامَارَةِ ، وَأَنْ كَانَ لِمَنْ أَحَبَّ النَّاسَ إِلَيَّ ، وَأَنْ هَذَا لَمِنْ أَحَبَّ النَّاسَ إِلَيَّ بَعْدَهُ -

**৬১৭৩** কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন আর তাদের আমীর নিযুক্ত করলেন উসামা ইবন যায়দিকে। কতিপয় লোক তাঁর নেতৃত্বের ব্যাপারে সমালোচনা করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন : তোমরা তাঁর নেতৃত্বের ব্যাপারে সমালোচনামুখ র হচ্ছ। ইতিপূর্বে তাঁর পিতার নেতৃত্বের ব্যাপারেও তোমরা সমালোচনা করেছিলে। আল্লাহর কসম! সে অবশ্যই নেতৃত্বের যোগ্য ছিল। আর মানুষের মাঝে সে আমার নিকট প্রিয়তম ব্যক্তি ছিল। তারপরে নিশ্চয়ই এ উসামা অন্য সকল মানুষের চেয়ে আমার নিকট অধিক প্রিয়।

**২৭৫১** بَابُ كَيْفَ كَانَ يَمِينُ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ سَعْدٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ أَبُو بَخْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ لَا هَا اللَّهِ إِذَا يُقَالُ وَاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَتَاللَّهِ

২৭৫১. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর কসম কিরণ ছিল? সা'দ ইবন আবু ওয়াকাস (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : ‘কসম এই মহান সত্ত্বার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ’! আবু কাতাদা বলেন, আবু বকর সিদ্দিক (রা) নবী ﷺ-এর নিকট বলেছেন; যেখানে **وَاللَّهُ بِاللَّهِ** বলেছেন

**٦١٧٤** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ ﷺ لَا وَمُقِلُّ الْقُلُوبِ-

**৬১৭৪** مুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কসম ছিল বলা মقلب القلوب। অর্থাৎ অন্তরের পরিবর্তনকারীর (আল্লাহর) কসম।

**٦١٧٥** حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدُهُ وَإِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدُهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ-

**৬১৭৫** মুসা (র)..... জাবির ইবন সামুরা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কায়সারের (রুম স্ট্রাট) পতনের পরে আর কোন কায়সার হবে না। কিসরা (পারস্যের বাদশাহ) এর যখন পতন হল তখনও তিনি বললেন : এরপর আর কোন কিস্রা হবে না। কসম এই মহান সত্ত্বার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই এদের দু'জনের অগাধ সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় তোমরা খরচ করবে।

**٦١٧٦** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَبِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدُهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدُهُ وَالَّذِي نَفْسِي مُحَمَّدٌ بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ-

**৬১৭৬** আবুল ইয়ামান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিস্রা যখন ধূংস হবে তারপরে আর কোন কিস্রা হবে না। আর কায়সার যখন ধূংস হবে তখন আর কোন কায়সার হবে না। কসম এই সত্ত্বার। যাঁর হাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রাণ! এদের ধন-সম্পদ অবশ্যই তোমরা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবে।

**٦١٧٧** حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحَّكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا-

**৬১৭৭** মুহাম্মদ (র)..... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : হে উস্তাদে মুহাম্মদী ﷺ আল্লাহর কসম! আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তবে অবশ্যই তোমরা কম হাসতে এবং অধিক ক্রন্দন করতে।

**৬১৭৮** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَيْوَةً قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عُقَيْلٍ زُهْرَةً بْنُ مَعْبُدٍ أَنَّهُ سَمَعَ جَدَهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ هِشَامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ أَخْذُ بِيَدِ عُمَرِبْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَارَسُولَ اللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَإِنَّهُ أَلَّا وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا نَ يَا عُمَرُ -

**৬১৭৮** ইয়াহুইয়া ইবন সুলায়মান (র)..... আবদুল্লাহ ইবন হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদা নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি তখন উমর ইবন খাতাব (রা)-এর হাত ধরেছিলেন। উমর (রা) তাঁকে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার প্রাণ ব্যতীত আপনি আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। তখন নবী ﷺ বলেন : না, এ মহান সন্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এমন কি তোমার কাছে তোমার প্রাণের চেয়েও আমাকে অধিক প্রিয় হতে হবে। তখন উমর (রা) তাঁকে বলেন, এখন আল্লাহর কসম! আপনি আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। নবী ﷺ বলেন : হে উমর! এখন (তোমার ঈমান পূর্ণ হয়েছে)।

**৬১৭৯** حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِقْضِيَ بِيَتْنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُمُهُمَا أَجْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِقْضِيَ بِيَتْنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَذْنَ لِي أَتَكَلَّمَ قَالَ تَكَلَّمْ ، قَالَ إِنَّ أَبْنِي কَانَ عَسِيْفًا عَلَى هَذَا ، قَالَ مَالِكُ : وَالْعَسِيْفُ الْأَجِيرُ زَنِي بِإِمْرَاتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى أَبْنِي الرَّجْمَ ، فَأَفْتَدِيَتُ مِنْهُ بِمَائَةِ شَاةٍ وَجَارِيَةً لِي ، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى أَبْنِي جَلْدٌ مَائَةٌ وَتَغْرِيبٌ عَامٌ ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى اِمْرَاتِهِ ، فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَاقْضِيَنَّ بِيَنْكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، أَمَا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدَ عَلَيْكَ ، وَجَلْدِ أَبْنَهُ مَائَةٌ وَغَرْبَهُ عَامًا ، وَأَمْرَ أُنْيِسَا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَاتِي اِمْرَأَةَ الْأَخْرِ ، فَإِنِّي اعْتَرَفْتَ رَجْمَهَا فَاعْتَرَفْتَ فَرَجَمَهَا -

**৬১৭৯** ইসমাইল (র)..... আবু হুয়ায়রা ও যায়িদ ইবন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেছেন, একদা দু' ব্যক্তি ঝগড়া করতে করতে নবী ﷺ-এর কাছে এলো। তন্মধ্যে একজন বলল, আল্লাহর কিতাবের ভিত্তিতে আমাদের মাঝে মীমাংসা করে দিন। দু'জনের মাঝে (অপেক্ষাকৃত) বুদ্ধিমান হিতীয় লোকটি বলল, হ্যা। ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাবের ভিত্তিতে মীমাংসা করে দিন। আর আমাকে কিছু বলার

অনুমতি দিন। তিনি বললেন : বল। লোকটি বলল, আমার পুত্র এ লোকটির নিকট চাকর হিসাবে ছিল। (মালিক বলেন **শব্দের অর্থ চাকর**) আমার পুত্র এর স্তুর সঙ্গে ব্যভিচার করেছে। লোকেরা বলেছে যে, আমার পুত্রের (শাস্তি) রজম হবে। সুতরাং আমি একশ' বক্রী ও একটি বাঁদী নিয়ে তার ফিদইয়া প্রদান করেছি। এরপর আমি আলিমদের নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছি। তাঁরা আমাকে জানালেন যে, আমার পুত্রের একশ' বেত্রাঘাত ও এক বছরের দেশান্তর হবে। আর রজম হবে এর স্তুর। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কসম ঐ মহান সন্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি তোমাদের উভয়ের মাঝে অবশ্যই আল্লাহর কিতাব ভিত্তিক মীমাংসা করে দেব। তোমার বক্রী ও বাঁদী তোমাকেই ফিরিয়ে দেয়া হবে। তিনি তাঁর পুত্রকে একশ' বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তর করলেন। আর উনায়স আসলামীকে হকুম করা হল অপর লোকটির স্তুর কাছে যাওয়ার জন্য। সে যদি (ব্যভিচার) স্বীকার করে তবে তাকে রজম করতে। সে তা স্বীকার করল, সুতরাং তাকে রজম (পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা) করল।

**٦١٨.** حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغَفَارُ وَمَزِينَةُ وَجْهِيْنَةُ خَيْرًا مِنْ تَمِيمٍ وَعَامِرِبْنِ صَعْصَعَةَ وَغَطَفَانَ وَأَسَدَ خَابُوا وَخَسِرُوا قَالُوا نَعَمْ، فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيْدِهِ أَنَّهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ -

**৬১৮০** **আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ** (র)..... আবু বাকরা (রা) সুত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আসলাম, গিফার, মুয়ায়না এবং জুহায়না বৎশ যদি তামীম, আমির ইব্ন সাসা'আ, গাতফান ও আসাদ বৎশ থেকে উত্তম হয় তা হলে তোমাদের কেমন মনে হয়? তারা তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সাহাবাগণ বললেন, হাঁ, তখন তিনি বললেন : কসম ঐ মহান সন্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ। নিশ্চয়ই তারা এদের চেয়ে উত্তম!

**٦١٨١** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيُّ عُرْوَةُ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَالِمُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِيَ لِي فَقَالَ لَهُ أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأَمِّكَ فَنَظَرَتْ أَيْهُدِي لِكَ أَمْ لَا، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدُ وَأَتَنِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَالِمِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَاتِنَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أَهْدِيَ لِي أَفَلَا قَعَدْ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأَمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدِي لَهُ أَمْ لَا؟ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَقْلُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنْقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءُ وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهُ خُوَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاهَ جَاءَ بِهَا تَيْعِرٌ، فَقَدْ بَلَغْتُ، فَقَالَ أَبُو

حُمَيْدٌ ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظَرُ إِلَى عُفْرَةِ ابْطَيْهِ، قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَوْهُ-

**৬১৮১** আবুল ইয়ামান (র).... আবু হুমায়দ সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে রাজস্ব আদায়কারী নিযুক্ত করে পাঠালেন। সে কাজ শেষ করে তাঁর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! এটা আপনার জন্য আর এ জিনিসটি আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : তুমি তোমার মা-বাবার ঘরে বসে রইলে না কেন? তা হলে তোমার জন্য হাদিয়া পাঠাত কি না তা দেখতে পেতে? এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এশার ওয়াক্তের সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাশাহ্ত্ব পাঠ করলেন ও আল্লাহ্ তা'আলার যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। এরপর বললেন : রাজস্ব আদায়কারীর অবস্থা কি হল? আমি তাকে নিযুক্ত করে পাঠালাম আর সে আমাদের কাছে এসে বলছে, এটা সরকারী রাজস্ব আর এ জিনিস আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। সে তার বাবা-মার ঘরে বসে রইল না কেন? তা হলে দেখত তার জন্য হাদিয়া দেওয়া হয় কি না? ঐ মহান সন্তার কসম! যাঁর হাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রাণ, তোমাদের মাঝে কেউ যদি কোন বস্তুতে সামান্যতম খিয়ানত করে, তা হলে কিয়ামতের দিন সে ঐ বস্তুটিকে তার কাঁধে বহন করা অবস্থায় আসবে। সে বস্তুটি যদি উট হয় তা হলে উট আওয়ায় করতে থাকবে। যদি গরু হয় তবে হাস্বা হাস্বা করতে থাকবে। আর যদি বক্রী হয় তবে বক্রী আওয়ায় করতে থাকবে। আমি পৌছিয়ে দিলাম। রাবী আবু হুমায়দ বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হস্ত মুবারক এতুকু উত্তোলন করলেন যে, আমরা তাঁর দু'বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। আবু হুমায়দ বলেন, এ কথাগুলো যায়িদ ইব্ন সাবিতও আমার সঙ্গে উন্নেছে নবী ﷺ থেকে। সুতরাং তোমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পার।

**৬১৮২** حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ، وَلَضَحِكتُمْ قَلِيلًا-

**৬১৮২** ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র) ..... আবু হুরায়ারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন : ঐ মহান সন্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রাণ! আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে, তা হলে তোমরা অবশ্যই অধিক ত্রুট্য করতে আর অল্প হাসতে।

**৬১৮২** حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَلْعَمْشُ عَنِ الْمَعْرُورِ عَنْ أَبِي ذِرٍ قَالَ اِنْتَهِيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ فِي ظَلِّ الْكَعْبَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، قُلْتُ مَا شَانِي اثْرَى فِي شَيْءٍ؟ مَا شَانِي فَجَلَسْتُ وَهُوَ يَقُولُ، فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَسْكُنْ، وَتَغْشَانِي مَا شَاءَ اللَّهُ فَقُلْتُ مَنْ هُمْ بِإِيْسِيْ أَنْتَ وَأَمِيْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا-

**৬১৮৩** উমর ইবন হাফ্স (র) ..... আবু যর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী ﷺ-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি কাঁবা গৃহের ছায়ায় বসে বলছিলেন : কাঁবাগৃহের রবের কসম! তারা ক্ষতিগ্রস্ত। কাঁবাগৃহের রবের কসম! তারা ক্ষতিগ্রস্ত। আমি বললাম, আমার অবস্থা কি? আমার মাঝে কি কিছু (ক্রটি) পরিলক্ষিত হয়েছে? তিনি বলছিলেন, এমন অবস্থায় আমি তাঁর কাছে বসে পড়লাম। আমি তাঁকে থামাতে পারলাম না। যতক্ষণের জন্য আল্লাহ চাইলেন আমি চিন্তায় আচ্ছন্ন রইলাম। এরপর আমি আরয করলাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান। ঐ সমস্ত লোক কারা ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! তিনি বললেন : এরা হল ঐ সকল লোক যারা অধিক সম্পদের অধিকারী। তবে হাঁ, ঐ সমস্ত লোক স্বতন্ত্র যারা এরূপ, এরূপ ও এরূপ (ক্ষেত্রে খরচ করে)।

**৬১৮৪** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ سُلَيْمَانُ لَا طُوفَنَ الْلَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كَلَّهُنَّ تَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ وَآبِيمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ -

**৬১৮৪** আবুল ইয়ামান (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলাল্লাহ ﷺ বলেছেন : একদা সুলায়মান (আ) বললেনঃ আমি আজ রাতে নবরইজন স্তুর সাথে মিলিত হব, যারা প্রত্যেকেই একটি করে সন্তান জন্ম দেবে, যারা হবে অশ্বারোহী; জিহাদ করবে আল্লাহর রাস্তায়। তাঁর সঙ্গী বলল, ইন্শা আল্লাহ (বলুন)। তিনি ইন্শা আল্লাহ বললেন না। অতঃপর তিনি সকল স্তুর সঙ্গেই মিলিত হলেন। কিন্তু কেবলমাত্র একজন স্তুই গর্ভবতী হলেন, তাও এক অপূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করল। ঐ মহান সন্তান কসম! যাঁর হাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রাণ। তিনি যদি ইন্শা আল্লাহ বলতেন, তাহলে সকলেই অশ্বারোহী হয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করত।

**৬১৮৫** حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ سَرَقَةً مِنْ حَرِيرٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَدَاوِلُونَهَا بَيْنَهُمْ وَيَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهَا وَلِيْنِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَعْجَبُونَ مِنْهَا؟ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمَنَادِيْلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ هَذَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يَقُلْ شَعْبَةُ وَاسِرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ -

**৬১৮৫** মুহাম্মদ ইবন সালাম (র)..... বারাআ ইবন অফিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর জন্য একদা রেশমের এক টুকরা বন্ধ হাদিয়া পাঠানো হল। লোকেরা তার সৌন্দর্য ও মস্তকা দেখে অবাক হয়ে পর্যায়ক্রমে হাতে নিয়ে দেখছিল। এরপর রাসূলাল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা কি এটি দেখে অবাক হচ্ছেন তাঁরা

উক্তর দিলেন, হঁয়া, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন : এই মহান সন্তার কসম। যার হাতের মুঠোয় আমার প্রাণ। নিশ্চয়ই জান্নাতে সাদের রূমাল এর চেয়েও উক্তম হবে। আবু আবদুল্লাহ (বুখারী) (র) বলেন, তবে শুবা এবং ইসরাইল আবু ইসহাক থেকে যে বর্ণনা করেছেন তাতে **والذى نفسى بيده** কথাটি বলেননি।

**٦١٨٦** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ أَنَّ هَنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ مِمَّا عَلَى ظَهَرِ الْأَرْضِ أَهْلُ أَخْبَاءِ أَوْ خَبَاءِ أَحَبَ إِلَيَّ أَنْ يَذْلُوا مِنْ أَهْلِ أَخْبَائِكَ أَوْ خَبَائِكَ شَكَ يَحْيَى ، ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ أَهْلُ أَخْبَاءِ أَوْ خَبَاءِ أَحَبَ إِلَيَّ أَنْ يَعْزُوا مِنْ أَهْلِ أَخْبَائِكَ أَوْ خَبَائِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَآيْضًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفِينَانَ رَجُلٌ مُسِيْكٌ ، فَهَلْ عَلَىٰ حَرَجٍ أَنْ أَطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ ؟ قَالَ لَا إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ -

**৬১৮৬** ইয়াহুইয়া ইবন বুকায়র (র) ..... আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিন্দা বিন্ত উত্তরা ইবন রাবীআ' (একদা) বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ এমন এক সময় ছিল যখন ভৃ-পৃষ্ঠে যারা তাঁরুতে বাস করছে তাদের মাঝে আপনার অনুসারী যারা তারা লাঞ্ছিত হোক এটা আমি খুবই পছন্দ করতাম। (এখানে বর্ণনার মাঝে তিনি বলেছেন, না বলেছেন এ সম্পর্কে রাবী ইয়াহুইয়ার সন্দেহ রয়েছে।) কিন্তু আজ আমার কাছে এর চেয়ে অধিক প্রিয় কিছুই নেই যে, তাঁরুতে বসবাসকারীদের মাঝে আপনার অনুসারীরা সম্মানিত হোক। রাসূলাল্লাহ ﷺ বললেন : কসম এই মহান সন্তার, যাঁর হাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রাণ। এ মর্যাদা আরও বর্ধিত হোক। হিন্দা বললো, আবু সুফিয়ান নিশ্চয়ই একজন কৃপণ লোক। তার মাল থেকে (তার পরিজনকে) কিছু খাওয়ালে এতে কি আমার কোন অন্যায় হবে? তিনি বললেন : না। তবে তা (শরীয়তসম্মত) পঞ্চায় হতে হবে।

**٦١٨٧** حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُرِيفُ بْنُ مَسْلِمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُضِيْفٌ ظَهَرَهُ إِلَى قُبَّةِ مِنْ أَدَمِ يَمَانٍ إِذْ قَالَ لِاصْحَابِهِ أَتَرْضَوْنَا أَنْ تَكُونُوا رَبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوا بَلَى قَالَ أَفَلَمْ تَرْضُوا أَنْ تَكُونُوا ثُلَّتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوا بَلَى قَالَ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ -

**৬১৮৭** আহমাদ ইবন উসমান (র).....আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলাল্লাহ ﷺ এক সময় ইয়ামানী চামড়ার কোন এক তাঁরুতে তাঁর পৃষ্ঠ মুবারক হেলান দিয়েছিলেন। তখন তিনি তাঁর সাহাবীদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন : তোমরা বেহেশ্তীদের এক-চতুর্থাংশ হবে, এতে কি তোমরা

খুশি আছঃ তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন : তোমরা বেহেশ্তীদের এক-তৃতীয়াংশ হবে, এতে কি তোমরা খুশি নও! তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন : কসম ঐ মহান সন্তার, যাঁর হাতে মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ-এর প্রাণ! নিশ্চয়ই আমি কামনা করি তোমরা বেহেশ্তীদের অর্ধেক হবে।

**৬১৮৮** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلِمَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يُرِيدُهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَقَائِلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ -

**৬১৮৮** আবদুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ ইবন মাসলামা (র)..... আবু সাঈদ খুদুরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, কোন এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে পাঠ করতে শুনলেন। তিনি তা বারংবার পাঠ করছিলেন। প্রভাত হলে তিনি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ-এর খেদমতে হায়ির হলেন এবং এ সম্পর্কে তাঁর কাছে উল্লেখ করলেন। আর উক্ত ব্যক্তি যেন উক্ত সূরার তিলাওয়াতকে কম গুরুত্ব দিছিলেন। তখন নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ বললেন : কসম ঐ মহান সন্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয়ই এ সূরা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।

**৬১৮৯** حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَتَمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَأُكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ -

**৬১৯০** ইসহাক ইবন মানসুর (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ-কে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, তোমরা রূকু' ও সিজ্দা পূর্ণভাবে আদায় কর। ঐ মহান সন্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ। তোমরা যখন রূকু' এবং সিজ্দা কর তখন আমি তোমাদেরকে আমার পিছন থেকে দেখতে পাই।

**৬১৯১** حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا أُولَادُهَا فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَنْكُمْ لَا حَبَّ النَّاسِ إِلَىٰ قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ -

**৬১৯০** ইসহাক (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, আনসার সম্প্রদায়ের জনৈক নারী নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ-এর খেদমতে হায়ির হল; সঙ্গে ছিল তার সন্তান-সন্ততি। নবী صَلَّى اللّٰহُ عَلٰيْهِ وَসَلَّمَ বললেন : ঐ মহান সন্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! মানুষের মাঝে তোমরা আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। তিনি এ কথাটি তিনবার বললেন।

২৭৫২. **بَابُ لَا تَحْلِفُوا بِمَا لَا تَعْلَمُونَ**

٦١٩١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ يَحْلُفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصُمْتَ -

٦١٩٢ آবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ উমর ইবন খাতার (রা)-কে কোন বাহনের উপর আরোহণ অবস্থায় পেলেন। তিনি তখন তাঁর পিতার নামে কসম করছিলেন। তিনি বললেন : সাবধান। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের পিতৃপুরুষদের নামে কসম করতে নিষেধ করেছেন। কেউ যদি কসম করতে চায় সে যেন আল্লাহর নামে কসম করে নতুন চুপ থাকে।

٦١٩٢ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ سَالِمٌ قَالَ أَبْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ ، قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَاكِرًا وَلَا أَثْرًا . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : أَوْ أَثْرَةٍ مِنْ عِلْمٍ يَأْثِرُ عِلْمًا . تَابَعَهُ عَقِيلٌ وَالزَّبِيدِيُّ وَأَسْحَقُ الْكَلْبِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ أَبْنُ عُيَيْنَةَ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ عُمَرَ -

٦١٩٣ সাঈদ ইবন ওফায়র (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পিতা-পিতামহের নামে কসম করতে নিষেধ করেছেন। উমর (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! যখন থেকে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি, তখন থেকে আমি স্বেচ্ছায় বা ভুলক্রমে তাদের নামে কসম করিন। মুজাহিদ (র) বলেছেন, আওয়ারা উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞানগত বিষয় নকল করা। অনুরূপ উকায়ল, যুবায়দী ও ইসহাক কালবী (র) যুহরী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবন উয়ায়নাহ..... ইবন উমর (রা) নবী ﷺ উমর (রা)-কে বলেছেন।

٦١٩٣ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَحْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ -

٦١٩٤ মুসা ইবন ইসমাইল (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের পিতা-পিতামহগণের নামে কসম করো না।

٦١٩٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ زَهْدِمٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَيْنَ الْأَشْعَرِيِّينَ وَدُوَّا خَاءَ

فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَقَرَبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ لَحْمٌ دَجَاجٌ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمَ اللَّهُ أَحْمَرُ كَانَهُ مِنَ الْمَوَالِيِّ، فَدَعَاهُ إِلَى الطَّعَامِ، فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذَرْتُهُ، فَحَلَفَتُ أَنْ لَا أَكُلُهُ، فَقَالَ قُمْ فَلَاحَدْتُنَّكَ عَنْ ذَاكَ، إِنِّي أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَفْرٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمَلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمَلُكُمْ عَلَيْهِ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَهْبٍ أَبِلٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ أَيْنَ التَّفَرُّ الْأَشْعَرِيُّونَ، فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسٍ ذُودٍ غَرَّ الدُّرَى، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا مَا صَنَعْنَا حَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحْمِلُنَا وَمَا عِنْدَهُ مَا يَحْمِلُنَا ثُمَّ حَمَلَنَا تَغْفَلْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمِينَهُ وَاللَّهُ لَا تُفْلِحُ أَبَدًا، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا إِنَّا أَتَيْنَاكَ لِتَحْمِلَنَا فَحَلَفَ لَا تَحْمِلَنَا وَمَا عِنْدَكَ مَا تَحْمِلَنَا، قَالَ إِنِّي لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ، وَلَكُنَّ اللَّهُ حَمَلَكُمْ وَاللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَإِنَّهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَالَّتْهَا -

**৬১৯৪** কৃতায়বা ইবন সান্ডেন (র)..... যাহদাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের গোত্র জারাম এবং আশ'আরী গোত্রের মাঝে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব ছিল। আমরা (একদা) আবৃ মূসা আশ'আরীর সঙ্গে ছিলাম। তাঁর কাছে খাবার পেশ করা হল, যার মাঝে ছিল মুরগীর গোশত। তাইমিল্লাহ্ গোত্রের এক লাল রঙের ব্যক্তি তাঁর কাছে ছিল। সে দেখতে গোলামদের মত। তিনি তাকে খাবারে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান করলেন। তখন সে লোকটি বলল, আমি এ মুরগীকে এমন কিছু থেকে দেখেছি যার কারণে আমি একে ঘৃণা করছি। তাই আমি কসম করেছি যে, মুরগী আর খাব না। তিনি বললেন, ওঠ, আমি এ সম্পর্কে অবশ্যই তোমাকে একখানা হাদীস বলব। একদা আমি কতিপয় আশ'আরীর সঙ্গে বাহন সংগ্রহের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম। তখন তিনি বললেন : আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে বাহন দিতে পারব না। আর বাহনযোগ্য এমন কিছুই আমার কাছে নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গনীমতের কিছু উষ্ট্র এল। তিনি আমাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন : আশ'আরী লোকগুলো কোথায়? এরপর আমাদের জন্য পাঁচটি উৎকৃষ্ট মানের সুদর্শন উট দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করলেন। আমরা যখন চলে গেলাম, তখন চিন্তা করলাম আমরা এ কি করলাম? রাসূলুল্লাহ ﷺ তো কসম করেছিলেন আমাদেরকে বাহন দেবেন না বলে। আর তাঁর কাছে কোন বাহন তো ছিলও না। কিন্তু এরপর তিনি তো আমাদেরকে আরোহণের জন্য বাহন দিলেন। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কসমের কথা ভুলে গিয়েছি। আল্লাহর কসম! এ বাহন আমাদের কোন কল্যাণে আসবে না। সুতরাং আমরা তাঁর কাছে ফিরে গেলাম এবং তাকে বললাম যে, আমাদেরকে আপনি আরোহণ করাবেন এ উদ্দেশ্যে আমরা তো আপনার কাছে এসেছিলাম। আপনি কসম করেছিলেন যে, আপনি আমাদেরকে কোন বাহন দিবেন না। আর আপনার কাছে এমন কোন কিছু ছিলও না, যাতে আমাদেরকে আরোহণ করাতে পারেন। তখন তিনি বলেছিলেন : আমি তোমাদেরকে আরোহণ করাইনি বরং আল্লাহ তা'আলা করিয়েছেন। আল্লাহর কসম! আমি যখন কোন কসম করি আর তার অন্যটির মাঝে যদি অধিক মঙ্গল দেখতে পাই, তা হলে যা মঙ্গল তাই বাস্তবায়িত করি এবং আমি কসম ভঙ্গ করি।

## ٢٧٥٣ بَابُ لَا يُحْلِفُ بِالْلَّاتِ وَالْعَزَىٰ وَلَا بِالْطَّوَاغِيْتِ

২৭৫৩. অনুচ্ছেদ : লাত, উয্যা ও প্রতিমাসমূহের কসম করা যায় না

**٦١٩٥** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَّفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بِالْلَّاتِ وَالْعَزَىٰ فَلَيَقُولْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامْرُكَ فَلَيَتَصَدَّقَ -

**৬১৯৫** আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সে ব্যক্তি কসম করে এবং বলে, ‘লাত ও উয্যার কসম’, তখন সে যেন বলে ।  
‘**الله لا إله إلا الله**’ আর যে ব্যক্তি তার সঙ্গীকে বলে ‘এস জুয়া খেলি’ তখন এর জন্য তার সাদাকা করা উচিত।

## ٢٧٥٤ بَابُ مَنْ حَلَّفَ عَلَى الشَّيْءِ وَإِنْ لَمْ يُحَلِّفْ

২৭৫৪. অনুচ্ছেদ : কেউ যদি কোন বস্তুর কসম করে অথচ তাঁকে কসম দেয়া হয়নি

**٦١٩٦** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْيَتُّعُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اصْطَبَنَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَلْبِسُهُ، فَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِهِ، فَصَنَعَ النَّاسُ، ثُمَّ أَتَهُ جَلْسٌ عَلَى الْمُنْبَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ أَنِّي كُنْتُ أَبْسُ هَذَا الْخَاتَمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلِ فَرَمَيْتُ بِهِ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَبْسُهُ أَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ -

**৬১৯৬** কৃতায়রা (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি স্বর্ণের আংটি তৈয়ার করালেন এবং তিনি তা পরিধান করতেন। পরিধানকালে তার পাথরটি হাতের ভিতরের দিকে রাখলেন। তখন লোকেরাও (এক্সপ) করল। এরপর তিনি মিস্বরের উপর বসে তা খুলে ফেললেন এবং বললেন : আমি এ আংটি পরিধান করেছিলাম। এবং তার পাথর হাতের ভিতরের দিকে রেখেছিলাম। অতঃপর তিনি তা ছুড়ে ফেলে দিলেন। আর বললেন : আল্লাহর কসম! আমি এ আংটি আর কোনদিন পরিধান করব না! তখন লোকেরাও আপন আপন আংটিগুলো খুলে ফেলল।

**২৭৫৫** بَابُ مَنْ حَلَّفَ بِمِلَّةِ سِوَى الْإِسْلَامِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ حَلَّفَ بِالْلَّاتِ وَالْعَزَىٰ فَلَيَقُولْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يَنْسِبْهُ إِلَى الْكُفَّارِ

২৭৫৫. অনুচ্ছেদ : কেউ যদি ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের কসম করে। নবী ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি যদি লাত ও উয্যার কসম করে তবে সে যেন বলে ।  
**الله لا إله إلا الله** এতে কুফরীর দিকে তার সম্পর্ক বোবায় না

**٦١٩٧** حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَبِي يُوبَ عَنْ ثَابِتٍ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ حَلَّفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ ، قَالَ

وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذْبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَفَّتْلِهِ ، وَمَنْ رَمَى  
مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَفَّتْلِهِ -

**৬১৯৭** মুআল্লা ইবন আসাদ (র)..... সাবিত ইবন যিহাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে  
বলেছেন : কোন ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের কসম করলে সেটা ঐ রকমই হবে, যে রকম সে  
বলল। তিনি (আরও বলেন) কোন ব্যক্তি যে কোন জিনিসের মাধ্যমে আঘাত্য করবে, জাহানামের আগনে  
তাকে ঐ জিনিস দিয়েই শাস্তি দেয়া হবে। কোন মু'মিনকে লান্ত করা তার হত্যা তুল্য। আবার কোন মু'মিনকে  
কুফরীর অপবাদ দেওয়াও তার হত্যা তুল্য।

**২৭৫৬** بَابٌ لَا يَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتُ ، وَهَلْ يَقُولُ أَنَا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ  
২৭৫৬. অনুচ্ছেদ : “যা আল্লাহ চান ও তুমি যা চাও” বলবে না। “আমি আল্লাহর সাথে এরপর  
তোমার সাথে” এরপ বলা যাবে কি

**৬১৯৮** قَالَ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا  
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ  
ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيهِمْ ، فَبَعَثَ مَلَكًا فَاتَّى الْأَبْرَصَ فَقَالَ  
تَقْطَعَتْ بِي الْحِبَالُ فَلَا بَلَاغَ لِي إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ -

**৬১৯৮** আমর ইবন আসিম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ-কে বলতে  
শুনেছেন যে, বনী ইসরাইল সম্প্রদায়ের তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষা করতে চাইলেন এবং একজন  
ফেরেশ্তা পাঠালেন। ফেরেশ্তা কুষ্টরোগীর কাছে এল। সে বলল, আমার যাবতীয় উপায়-উপকরণ ছিন হয়ে  
গেছে। এখন আমার জন্য আল্লাহ ছাড়া, অতঃপর তুমি ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। এরপর পুরো হাদীস বর্ণনা  
করলেন।

**২৭৫৭** بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ، وَقَالَ أَبْنُ  
عَبَاسٍ : قَالَ أَبُو بَخْرٍ فَوْاللَهِ يَارَسُولَ اللَّهِ لَتُحَدِّثَنِي بِالذِّي أَخْطَأْتُ فِي  
الرُّؤْيَا ، قَالَ لَا تُقْسِمْ

২৭৫৭. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : তারা আল্লাহ তা'আলার নামে সুদৃঢ় কসম করেছে। ইবন  
আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, আবু বকর (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম! আমি  
হ্বপ্তের তাবীর করতে যে ভুল করেছি তা আপনি অবশ্যই আমাকে বলে দিন। তিনি বললেন : তুম  
কসম করো না।

**৬১৯৯** حَدَّثَنَا قَبِيْحَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ عَنْ أَشْعَثِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُبُّوِيدِ بْنِ مُقْرِنِ  
عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَ قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ قَالَ

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ بْنِ مُقْرَنٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ أَمْرَنَا النَّبِيُّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِبْرَارِ الْمُفْسِدِ

**৬১৯৯** কাবীসা ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র).....বারাআ ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমাদেরকে কসম পূর্ণ করতে হুকুম করেছেন।

**৬২..** حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ قَالَ  
سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أُسَامَةَ أَنَّ ابْنَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ وَمَعَ  
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُسَامَةً وَسَعْدًا وَأَبِي وَأَبِي إِنَّ ابْنِي قَدْ احْتَضَرَ فَأَشْهَدْنَا فَارْسَلَ  
يَقْرَأُ السَّلَامَ وَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ مُسَمَّى ، فَلَتَصْبِرْ  
وَتَحْتَسِبْ ، فَارْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ فَقَامَ وَقَمْتَا مَعَهُ فَلَمَّا قَعَدَ رُفِعَ إِلَيْهِ فَأَقْعَدَهُ  
فِي حَجْرِهِ وَنَفْسُ الصَّبِيِّ تَقْعُقُ فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ مَا هَذَا  
يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ هَذِهِ رَحْمَةٌ يَضْعُفُهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَإِنَّمَا  
يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحْمَاءَ -

**৬২০০** হাফ্স ইবন উমর (রা).....উসামা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা উসামা ইবন যাযিদ, সাদ ও উবাই (রা) নবী ﷺ-এর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় নবী ﷺ-এর জনৈক কন্যা তাঁর কাছে এ মর্মে খবর পাঠালেন যে, আমার পুত্র মরণাপন্ন অবস্থায় আছে। সুতরাং তিনি যেন আমাদের কাছে তশরীফ আনেন। তিনি উত্তরে সালামের সাথে এ কথা বলে পাঠালেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা যা দান করেন আর যা নিয়ে নেন সব কিছুই তো আল্লাহ্ জন্য। আর সব কিছুই আল্লাহ্ নিকট নির্ধারিত আছে। অতঃপর তোমার জন্য ধৈর্য ধারণ করা এবং পুণ্য মনে করা উচিত। এরপর তাঁর কন্যা কসম দিয়ে আবার খবর পাঠালেন। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ যাওয়ার জন্য দাঁড়ালেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে দাঁড়ালাম। (সেখানে পৌছে) তিনি যখন বসলেন, সন্তানটি তাঁর সামনে আনা হল। তিনি তাকে নিজের কোলে নিয়ে বসালেন, আর শিশুটির শ্বাস নিঃশেষ হয়ে আসছিল। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। তখন সাদ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ কি ব্যাপার? তিনি বললেন : এ হচ্ছে রহমত, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মাঝে যাকে ইচ্ছা তার মনের ভিতরে দিয়ে থাকেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা তো কেবলমাত্র তাঁর দয়ার্দ বান্দাদের ওপরই দয়া করে থাকেন।

**৬২.১** حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبِّبِ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَمُوتُ لَاهِدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةُ مِنَ  
الْوَلَدِ تَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحْلِلُ الْقَسْمَ -

**৬২০১** ইসমাঈল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে মুসলমানের তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করেছে (সে যদি দৈর্ঘ্য ধারণ করে) তাকে জাহানামের আগুন স্পর্শ করবে না, হ্যাঁ, কসম পূর্ণ করার জন্য (জাহানামের উপর দিয়ে পুলসিরাত) অতিক্রম করতে যতটুকু সময় লাগে।

**৬২০২** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتْنَى قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبِدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ ابْنَ وَهْبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَهُ ، وَأَهْلُ النَّارِ كُلُّ جَوَاظٍ عُتْلُ مُسْتَكْبِرٍ -

**৬২০২** মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... হারিসা ইবন ওয়াহাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি। আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী লোকদের সম্পর্কে অবহিত করব নাঃ তারা হবে দুনিয়াতে দুর্বল, মাজলুম। তারা যদি কোন কথায় আল্লাহর ওপর কসম করে ফেলে, তবে আল্লাহ তা'আলা তা পূর্ণ করে দেন। আর যারা জাহানামে যাবে তারা হবে অবাধ্য, ঝগড়াটো ও অহংকারী।

### ২৭০৮ بَابُ إِذَا قَالَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَوْ شَهِدْتُ بِاللَّهِ

২৭৫৮. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি যখন বলে : আল্লাহ তা'আলাকে আমি সাক্ষী মানছি অথবা যদি বলে, আল্লাহ তা'আলাকে আমি সাক্ষী বানিয়েছি

**৬২০৩** حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْيِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ؟ قَالَ قَرْنِيُّ ، ثُمَّ الدَّيْنَى ، يَلْوَنْهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلْوَنُهُمْ ثُمَّ يَجِئُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةً أَحَدُهُمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ ، قَالَ أَبْرَاهِيمُ وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَنْهَا وَنَحْنُ غَلْمَانٌ أَنْ نَحْلِفَ بِالشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ -

**৬২০৩** سাদ ইবন হাফস (র)..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে একদা প্রশ্ন করা হল যে, সর্বোত্তম মানুষ কে? তিনি বললেন : আমার সময়ের মানুষ। এরপর তাদের পরবর্তী লোকেরা, এরপর তাদের পরবর্তী লোকেরা। এরপরে এমন লোক (পৃথিবীতে) আসবে যে তাদের সাক্ষী কসমের উপর অংগীকারী হবে, আর কসম সাক্ষীর উপর অংগীকারী হবে। রাবী ইবরাহীম বলেন যে, আমরা যখন ছেট ছিলাম তখন আমাদের সাথীরা সাক্ষী এবং অঙ্গীকারের সাথে কসম করতে নিষেধ করতেন।

### ২৮০৯ بَابُ عَهْدِ اللَّهِ

২৭৫৯. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার নামে অঙ্গীকার করা

**৬২০৪** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بِشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلِيمَانَ وَمَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةً لَيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَوْ قَالَ أَخِيهِ لِقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ

**تَصْدِيقَةٌ :** إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَآيْمًا نَّهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا قَالَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ، فَمَرَّ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ مَا يُحِدُّكُمْ عَبْدُ اللَّهِ؟ قَالُوا لَهُ، فَقَالَ الْأَشْعَثُ نَزَلتْ فِي وَفِي صَاحِبِ لِيْ فِي بِئْرٍ كَانَتْ بَيْنَنَا.

**৬২০৪** মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কোন মুসলমান ব্যক্তির মাল আঘসাং করার জন্য অথবা বলেছেন : তার ভাইয়ের মাল আঘসাং করার জন্য যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম করবে, আল্লাহ তা'আলাৰ সাথে তার মুলাকাত হবে এমতাবস্থায় যে আল্লাহ তা'আলাৰ উপর ক্রোধাভিত্তি থাকবেন। এ কথারই প্রত্যয়নে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন : যারা আল্লাহ তা'আলাৰ সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে (পরকালে তাদের কোন অংশ নেই)। বারী সুলায়মান তাঁর বর্ণিত হাদীসে বলেন, আশ'আছ ইবন কায়স (রা) যখন পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন জিজ্ঞাসা করেন, আবদুল্লাহ তোমাদের কাছে কি বর্ণনা করেছেন? উত্তরে লোকেরা তাঁকে কিছু বলল। তখন আশ'আছ (রা) বললেন, এ আয়াত তো আমার আর আমার এক সঙ্গীর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আমাদের দু' জনের মাঝে একটি কৃপের ব্যাপারে ঝগড়া ছিল।

## ٢٧٦. بَابُ الْحِلْفِ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَكَلَامِهِ

২৭৬০. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলাৰ ইয্যত, গুণবলি ও কলেমাসমূহের কসম করা

**৬২.৫** وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ أَعُوذُ بِعِزْتِكَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ يَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيَقُولُ يَارَبُّ اصْرِفْ وَجْهِيْ عَنِ النَّارِ لَا وَعِزْتِكَ لَا أَسْتَلِكَ غَيْرَهَا وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ وَقَالَ أَيُوبُ وَعِزْتِكَ لَا غَنِّيْ بِيْ عَنْ بَرَكَتِكَ۔

**৬২০৫** ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, নবী ﷺ বলতেন : (আল্লাহ) আমি তোমার ইয্যতের আশ্রয় চাই। আবু হুরায়া (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি (কিয়ামতের দিন) জান্নাত ও জাহানামের মাঝামাঝি স্থানে থাকবে। সে তখন আরয করবে, হে প্রভু! আমার চেহারাটি জাহানামের দিক থেকে ফিরিয়ে দাও। তোমার ইয্যতের কসম। এ ছাড়া আর কিছুই আমি তোমার কাছে চাইব না। আবু সাউদ খুদুরী (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, এ পুরক্ষার তোমার আর একপ দশ গুণ। আবু আইউব (রা) বলেন, তোমার ইয্যতের কসম! তোমার বরকত থেকে আমি অমুখাপেক্ষী নই।

**৬২.৬** حَدَّثَنَا أَبِيمُ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَرَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَطْ وَعِزْتِكَ، وَيُزْوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةِ

**৬২০৬** আদাম (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : জাহানাম সর্বদাই বলতে থাকবে— আরও কি আছে? এমন কি রাবুল ইয্যত তাতে তাঁর (কুদরতী) পা রাখবেন। 'বাস, বাস'

জাহান্নাম বলবে, তোমার ইয্যতের কসম! সেদিন তার একাংশ অপরাংশের সাথে মিলিত হয়ে যাবে। শু'বা, কাতাদা (র) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

**২৭৬১ بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِعَمْرٍ اللَّهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعَمْرُكَ لَعَيْشُكَ**

২৭৬১. অনুচ্ছেদ ৪ : কোন ব্যক্তির বলা। ইবন আব্বাস (রা) বলেন **لَعَمْرُكَ** মানে **অর্থাৎ তোমার জীবনের কসম** **لَعَيْشُكَ**

**৬২.৭ حَدَّثَنَا أَلْوَيْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ وَحَدَّثَنَا حَجَاجٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ التَّمِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرَى قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الْزَبِيرِ وَسَعْيَدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصِ وَعَبْيَدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْأَفْكَ مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَا اللَّهُ وَكُلُّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَاسْتَغْفِرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيِّ فَقَامَ أُسَيْدُ ابْنُ حُضِيرٍ فَقَالَ لِسَعْدِبْنِ عَبَادَةَ لِعَمْرُ اللَّهِ لَنْقَلَّنَّهُ-**

৬২০৭ ওয়াইসী ও হাজাজ (র)..... ইবন শিহাব যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উরওয়া ইবন যুবায়র, সাম্বিদ ইবন মুসায়াব, আলকামা ইবন ওয়াকাস ও উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ (র) থেকে নবী ﷺ-এর সহধর্মী আয়েশা (রা)-এর অপবাদ সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেন। অপবাদ রটনাকারীরা যখন তাঁর সম্পর্কে যা ইচ্ছে তাই অপবাদ করল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পৃত-পবিত্র বলে প্রকাশ করে দিলেন। রাবী বলেন, উপরোক্ত বর্ণনাকারীগণ প্রত্যেকেই হাদীসের এক একটি অংশ আমার কাছে বর্ণনা করলেন। নবী করীম ﷺ-এর দণ্ডযামান হলেন এবং আবদুল্লাহ ইবন উবাই এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন। এরপর উসায়দ ইবন হুয়ায়র (রা) দাঁড়ালেন এবং সাদ ইবন উবাদা সম্পর্কে বললেন, আল্লাহর কসম, অবশ্যই আমরা তাকে হত্যা করব।

**২৭৬২ بَابُ لَا يُؤَاخِذُ كُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ**

২৭৬২. অনুচ্ছেদ ৪ (মহান আল্লাহর বাণী) : তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না, কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন। আল্লাহ ক্ষমাপ্রায়ণ, ধৈর্যশীল (২ : ২২৫)

**৬২.৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَتَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ لَا يُؤَاخِذُ كُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ قَالَتْ فِي أُنْزِلَتْ فِي قَوْلِهِ لَا وَاللَّهِ وَبِلَى وَاللَّهِ-**

৬২০৮ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, **الله** আয়াত-খানা (না, আল্লাহর কসম) এবং **الله** (হ্যা, আল্লাহর কসম) এ জাতীয় কথা বলা সম্পর্কে অবস্থীর্ণ হয়।

২৭৬২ بَابٌ إِذَا حَنَّتْ نَاسِيَّا فِي الْأَيْمَانِ . وَقَوْلُ اللَّهِ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ، وَقَالَ لَا تُوَاحِدُنِي بِمَا نَسِيْتُ

২৭৬৩. অনুচ্ছেদ ৪: কসম করে ভুলবশত যখন কসম ভঙ্গ করে। এবং আল্লাহর বাণী ৪: এ ব্যাপারে তোমরা কোন ভুল করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই (৩৩: ৫); এবং আল্লাহর বাণী ৪: আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না (১৮: ৭৩)

৬২.১ حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مَسْعُرٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاءُورَ لِمُتْتَى عَمَّا وَسْوَسَتْ أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَالَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ -

৬২০৯ **খাল্লাদ ইবন ইয়াহিয়া** (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। আর আবু হুরায়রা (রা) অত্যন্ত মারফু' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, (নবী ﷺ বলেছেন): নিচ্যই আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মাতের সে সমস্ত ওয়াস্ত্বাসা মাফ করে দিয়েছেন যা তাদের মনে উদয় হয় বা যে সব কথা মনে মনে বলে থাকে; যতক্ষণ না তা কাজে পরিণত করে বা সে সম্পর্কে কারও কাছে কিছু বলে।

৬২১. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ الْهَيْثَمَ أَوْ مُحَمَّدُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ شَهَابٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي عِيسَى ابْنُ طَلْحَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنَ الْعَاصِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ إِذْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ كُنْتُ أَحْسَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ قَامَ أَخْرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُنْتُ أَحْسَبُ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا لَهُؤُلَاءِ التَّلَاثَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ افْعُلْ وَلَا حَرجَ لَهُنَّ كُلُّهُنَّ يَوْمَئِذٍ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ افْعُلْ وَلَا حَرجَ -

৬২১০ **উসমান ইবন হায়সাম** (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ কুরবানীর দিন খুত্বা দিতেছিলেন। তখন এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল এবং আরয় করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ধারণা করলাম যে, অমুক অমুক রূক্নের পূর্বে অমুক অমুক রূক্ন হবে। এরপর অপর এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল এবং আরয় করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক অমুক আমলের পূর্বে অমুক অমুক আমল হবে, (অর্থাৎ তারা যবেহ, হলক ও তাওয়াফ) এই তিনটি কাজ সম্পর্কে জানতে চাইল। তখন নবী করীম ﷺ বললেন: করতে পার, কোন দোষ নেই। ঐ দিন যে সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করা হল, তিনি বললেন: করতে পার কোন দোষ নেই।

৬২১১ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ رَفِيعٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ زَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ لَا حَرجَ ،

قَالَ أَخْرُ حَلْقَتُ قَبْلَ أَنْ اذْبَحَ قَالَ لَا حَرَجَ ، قَالَ أَخْرُ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ لَا حَرَجَ -

**৬২১১** আহমাদ ইবন ইউনুস (র).... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে আরয করল যে, আমি তো প্রস্তর নিক্ষেপের পূর্বে যিয়ারত করে ফেলেছি। তিনি বললেন : কোন দোষ নেই। আরেক ব্যক্তি বলল, আমি তো যবেহ করার পূর্বে মাথা মুণ্ড করে ফেলেছি। তিনি বললেন : কোন দোষ নেই। অপর ব্যক্তি বলল, আমি তো প্রস্তর নিক্ষেপের পূর্বে যবেহ করে ফেলেছি। তিনি বললেন : কোন দোষ নেই।

**৬২১২** حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْيَضُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُصَلِّي وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ، فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ أَرْجِعْ فَصِيلَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصِيلَ ثُمَّ سَلَّمَ ، فَقَالَ وَعَلَيْكَ أَرْجِعْ فَصِيلَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ، قَالَ فِي التَّالِثَةِ فَأَعْلَمُنِي ، قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِرْ وَأَقْرَأْ بِمَا شَيْسَرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ رَأْكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِي وَتَطْمَئِنَ جَالِسًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِي قَائِمًا ، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلُّهَا -

**৬২১৩** ইসহাক ইবন মানসুর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায করতে লাগল। আর নবী করীম ﷺ তখন মসজিদের এক কোণে অবস্থান করছিলেন। লোকটি তাঁর কাছে এসে তাঁকে সালাম করল। তিনি বললেন : ফিরে যাও এবং সালাত আদায করে নাও। কেননা, তুমি সালাত আদায করনি। তখন সে ফিরে গেল এবং সালাত আদায করল। পুনরায এসে তাঁকে সালাম করল। তিনি উত্তরে বললেন : তোমার উপরও সালাম। তুমি ফিরে যাও এবং সালাত আদায করে নাও। কেননা, তুমি সালাত আদায করনি। তৃতীয়বার লোকটি বলল, দয়া করে আমাকে অবহিত করে দিন। তিনি ইরশাদ করলেন : যখন তুমি সালাতে দণ্ডয়ামান হবে তখন খুব ভালভাবে অযু করে নেবে। এরপর কিলামুখী হবে। তারপর তাকবীরে তাহরীম বলবে। এরপর কুরআন মজীদ থেকে যা তোমার জন্য সহজ তিলাওয়াত করবে। এরপর ধীরস্থিরভাবে রূক্ত করবে। এরপর মাথা উত্তোলন করবে। এমনকি সঠিকভাবে দাঁড়িয়ে যাবে। এরপর সিজদা করবে ধীরস্থিরভাবে। এরপর (সিজ্দা থেকে) মাথা উত্তোলন করবে; এমন কি সোজা হয়ে এবং ধীরস্থিরভাবে বসে যাবে। এরপর পুনরায সিজ্দা করবে ধীরস্থিরভাবে। তারপর সিজ্দা থেকে মাথা উত্তোলন করবে। এমন কি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এরপর তোমার সমস্ত সালাতেই এক্সপ করবে।

**٦٢١٣** حَدَّثَنَا فَرُوْهُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ هُرْمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحْدٍ هَزِيمَةٌ تُعْرَفُ فِيهِمْ ، فَصَرَّخَ إِبْلِيسُ أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أُخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ فَاجْتَلَدُتْ هِيَ وَأَخْرَاهُمْ ، فَنَظَرَ حُذِيفَةُ بْنُ الْيَمَانِ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ ، فَقَالَ أَبِي أَبِيهِ ، فَوَاللَّهِ مَا أَنْحَجَرُوا حَتَّىٰ قَتَلُوهُ ، فَقَالَ حُذِيفَةُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ ، قَالَ عُرْوَةُ ، فَوَاللَّهِ مَا زَالَتْ فِي حُذِيفَةَ مِنْهَا بَقِيَّةٌ حَتَّىٰ لَقِيَ اللَّهَ

**٦٢١٤** ফারওয়া ইবন আবুল মাগরা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধে মুশরিকরা প্রকাশ্যভাবে পরাজয় বরণ করে। ইব্লিস চিৎকার করে বলল, হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা পিছনের দিকে ফির। এতে সামনের লোকগুলো পিছনের দিকে ফিরল। তারপর পিছনের লোকদের উপর ঝাপিয়ে পড়ল। হ্যায়ফা ইবন ইয়ামন (রা) অকশ্মাত তাঁর পিতাকে দেখে মুসলমানদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, এ তো আমার পিতা, আমার পিতা। আল্লাহর কসম! তারা ফিরল না। পরিশেষে তারা তাকে হত্যা করল। হ্যায়ফা (রা) বললেন, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। উরওয়া (রা) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর কসম! মৃত্যু পর্যন্ত হ্যায়ফা (রা)-এর নিকট তাঁর পিতার মৃত্যুটি মানসপটে বিদ্যমান ছিল।

**٦٢١٤** حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَوْفٌ عَنْ خَلَاسٍ وَمُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ أَكْلِ نَاسِيًّا وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيُتِمَ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ-

**٦٢١٤** ইউসুফ ইবন মূসা (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে সায়িম ভুলক্রমে কিছু আহার করে সে যেন তার সাওম পূর্ণ করে। কেননা, আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন।

**٦٢١٥** حَدَّثَنَا أَدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ صَلَّى بِنًا النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ ، فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ انتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ فَكَبَرَ وَسَجَدَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ كَبَرَ وَسَجَدَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَسَلَّمَ-

**٦٢١৫** আদম ইবন আবু ইয়াস (র)..... আবদুল্লাহ ইবন বুহায়না (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। প্রথম দু'রাকাআতের পর না বসে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। এভাবেই সালাত আদায় করতে থাকলেন। সালাত শেষ করলে লোকেরা তাঁর সালামের অপেক্ষা করছিল। তিনি আল্লাহ আকবর বলে সালামের পূর্বে সিজ্দা করলেন। এরপর মাথা উত্তোলন করলেন। আবার আল্লাহ আকবর বলে সিজ্দা করলেন। এরপর আবার মাথা উত্তোলন করলেন এবং সালাম ফিরালেন।

**٦٢١٦** حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ ابْرَاهِيمَ سَمِعَ عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنَ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ ابْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ مُبَشِّرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْصُورٌ لَا أَدْرِي ابْرَاهِيمُ وَهُمْ أَمْ عَلْقَمَةُ ، قَالَ قَيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْصَرْتِ الصَّلَاةَ أَمْ نَسِيْتَ قَالَ وَمَا ذَاكَ ، قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ مِنْهَا قَالَ مَنْصُورٌ لَا أَدْرِي ابْرَاهِيمُ وَهُمْ أَمْ عَلْقَمَةُ ، قَالَ قَيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْصَرْتِ الصَّلَاةَ أَمْ نَسِيْتَ قَالَ وَمَا ذَاكَ ، قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ هَاتَانِ السَّجْدَتَيْنِ لِمَنْ لَا يَدْرِي ، زَادَ فِي صَلَاتِهِ أَمْ نَقَصَ فَتَحَرَّى الصَّوَابَ فَيُتَمِّمُ مَا بَقِيَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ -

**٦٢١٦** ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একদা তাঁদের নিয়ে যোহরের সালাত আদায় করলেন। তিনি সালাতে কিছু অধিক করলেন অথবা কিছু কম করলেন। মানসূর বলেন, এই কম-বেশির ব্যাপারে সন্দেহ ইব্রাহীমের না আলকামার তা আমার জানা নেই। রাবী বলেন, আরয় করা হল, ইয়া রাসূললাল্লাহ! ﷺ সালাতের মাঝে কি কিছু কমিয়ে দেয়া হয়েছে, না আপনি ভুলে গিয়েছেন? তিনি বললেন: কি হয়েছে? সাহাবাগণ বললেন, আপনি এভাবে এভাবে সালাত আদায় করেছেন। রাবী বলেন, তখন তিনি তাদেরকে নিয়ে দু'টি সিজ্দা করেন। এরপর বললেন, এ দু'টি সিজ্দা ঐ ব্যক্তির জন্য যার অরণ নেই যে, সালাতে সে কি বেশি কিছু করেছে, না কম করেছে। এমন অবস্থায় সে চিন্তা করবে (প্রবল ধারণার ভিত্তিতে আমল করবে)। আর যা বাকি থাকবে তা পুরা করে নেবে! এরপর দু'টি সিজ্দা আদায় করবে।

**٦٢١٧** حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيرٍ ، قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ مُبَشِّرٌ فِي قَوْلِهِ لَا تُوَاحِدُنِي بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا قَالَ كَانَتِ الْأُولَئِي مِنْ مُؤْسِي نِسِيَّانًا . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كَتَبَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنَ عن الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَكَانَ عِنْهُمْ ضَيْفٌ لَهُمْ فَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يَذْبَحُوا قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ لِيَأْكُلَ ضَيْفَهُمْ فَذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ مُبَشِّرٌ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الذَّبْحَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي عَنَّاقٌ جَذَعٌ عَنَّاقٌ لَبَنٌ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتِي لَحْمٌ ، وَكَانَ ابْنُ عَوْنَ يَقْفُ فِي هَذَا الْمَكَانِ عَنْ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ وَيُحَدِّثُ عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ وَيَقْفُ فِي هَذَا الْمَكَانِ وَيَقُولُ لَا أَدْرِي أَبْلَغَتِ الرُّخْصَةَ غَيْرَهُ أَمْ لَا رَوَاهُ أَيُوبُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ مُبَشِّرٌ -

**৬২১৭** আল হুমায়দী (র).....উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলগ্রাহ صلوات الله علیه و سلام থেকে আল্লাহর বাণীঃ ۝ تُؤَاخِذْنَى بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهَقْنَى مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ۝ (মূসা (আ) বললেন, আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না ও আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না) সম্পর্কে শুনেছেন। তিনি বলেছেন : মূসা (আ)-এর প্রথমবারের (প্রশ্ন উথাপনটা) ভুলবশত হয়েছিল। আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখরী (র) বলেন, আমাদের কাছে মুহাম্মদ ইবন বাশশার..... শা'বী থেকে বর্ণনা করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেছেন যে, বারাআ ইবন আবিব (র)-এর নিকট কয়েকজন অতিথি ছিল। তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনকে তাঁদের জন্য সালাত থেকে প্রত্যাবর্তন করার পূর্বে কিছু যবেহ করতে হকুম করলেন, যেন ফিরে এসেই তাঁরা আহার করতে পারেন। তখন পরিবারের লোকেরা সালাত থেকে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই (কুরবানীর পশ্চ) যবেহ করলেন। নবী صلوات الله علیه و سلام-এর কাছে লোকেরা এ সম্পর্কে বর্ণনা করল। তিনি পুনরায় যবেহ করার জন্য হকুম করলেন। বারাআ ইবন আবিব (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলগ্রাহ! আমার কাছে এমন একটি বক্রীর বাচ্চা আছে যা দুঁটি বড় বক্রীর গোশতের চেয়েও উত্তম। ইবন আউন শাবীর মাধ্যমে বর্ণনা করতে গিয়ে এ স্থানটিতে থেমে যেতেন। তিনি মুহাম্মদ ইবন সীরীন (র) থেকে এর অনুরূপ বর্ণনা করতেন এবং এ স্থানে থেমে যেতেন। আর বলতেন, আমার জানা নেই তিনি ছাড়া অন্য কারও জন্য তদুপ অনুমতি আছে কিনা? আইটুব ..... আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে নবী صلوات الله علیه و سلام থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

**৬২১৮** حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدِبًا قَالَ شَهَدْتُ النَّبِيَّ صلوات الله علیه و سلام صَلَّى يَوْمَ عِيدٍ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ ذَبَحَ فَلَيُبَدِّلْ مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلَيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ۔

**৬২১৮** সুলায়মান ইবন হারব (র).....জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি (এক ঈদের দিন) নবী صلوات الله علیه و سلام-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি (সালাত শেষে) খুত্বা প্রদান করলেন। এরপর বললেন : যে ব্যক্তি (সালাতের পূর্বেই) যবেহ করে ফেলেছে তার উচিত যেন তার পরিবর্তে আরেকটি যবেহ করে নেয়। আর যে এখনও যবেহ করেনি সে যেন আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করে।

**২৭৬৪** بَابُ الْيَمِينِ الْفَمُوسِ : وَلَا تَتْخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ فَتَزَلَّ قَدْمَمْ بَعْدَ ثُبُوتِهَا إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ دَخْلًا مَكْرًا وَخِيَانَةً۔

২৭৬৪. অনুচ্ছেদ : মিথ্যা কসম। (মহান আল্লাহর বাণী) পরম্পর প্রবণনা করার জন্য তোমরা তোমাদের শপথকে ব্যবহার করো না। করলে পা স্থির হওয়ার পর পিছলিয়ে যাবে। আর তোমাদের জন্য রয়েছে মহাশান্তি (১৬ : ৯৪) পর্যন্ত দ্বারা প্রবণনা ও খিয়ানত উদ্দেশ্য

**৬২১৯** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا فِرَاسُ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنِ النَّبِيِّ صلوات الله علیه و سلام قَالَ الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينِ الْفَمُوسُ۔

৬২১৯. مُحَمَّدٌ إِبْنُ مُكَاتِلٍ (র) ..... آبَدُو ل্লাহُ إِبْنُ آمَارٍ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কবীরা গুনাহসমূহের (অন্যতম) হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে শরীক করা, পিতামাতার নাফরমানী করা, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম করা।

২৭৬০. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا إِلَى قَوْمِهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، وَقَوْلِهِ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَلَا يَةٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أَلَا يَةٌ وَقَوْلُهُ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا أَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدهَا أَلَا يَةٌ

২৭৬৫. অনুচ্ছেদ ৪: আল্লাহর বাণী : যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রূতি এবং নিজেদের শপথকে তুষ্ণ মূল্যে বিক্রি করে আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মস্তুদ শাস্তি পর্যন্ত (৩ : ৭৭)। এবং আল্লাহর বাণী : তোমরা তোমাদের শপথের জন্য আল্লাহর নামকে অযুহাত করো না আয়াতের শেষ পর্যন্ত (২ : ২২৪) এবং আল্লাহর বাণী : তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার তুষ্ণ মূল্যে বিক্রি করো না আয়াতের শেষ পর্যন্ত (১৬ : ৯৫)। এবং আল্লাহর বাণী : তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ কর, যখন পরম্পর অঙ্গীকার কর এবং তোমরা শপথ দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না (১৬ : ৯১) আয়াতের শেষ পর্যন্ত

৬২২. حَدَّثَنَا مُوسَى ابْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبَرَ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَمْرِيٍّ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضِبٌ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا إِلَى أَخِرِ أَلَايَةٍ ، فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ مَا حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالُوا كَذَا وَكَذَا فَقَالَ فِي أَنْزِلَتْ كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمِّي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ بَيْنَتُكَ أَوْ يَمِينُكَ ، قُلْتُ إِذَا يَحْلِفُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبَرَ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ أَمْرِيٍّ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضِبٌ -

৬২২০. مُوسَى ইব্ন ইসমাঈল (র)..... আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি যদি কোন মুসলমানের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার মানসে মিথ্যা কসম করে তবে আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে তার মূলাকাত হবে এমতাবস্থায় যে, আল্লাহ তার ওপর রাগান্বিত থাকবেন। আল্লাহ তা'আলা এ কথার সমর্থনে আয়াত অন দ্বিন নায়িল করেন। এরপর আশআছ ইব্ন কায়স (রা) প্রবেশ করে জিজাসা করলেন যে, আবু আবদুর রাহমান তোমাদের কাছে কি বর্ণনা করেছেন? লোকেরা বলল, একপ একপ। তখন তিনি বললেন, এ আয়াত আমার সম্পর্কে নায়িল করা হয়েছে। আমার চাচাতো ভাই-এর জমিতে আমার একটি কূপ ছিল। আমি এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হায়ির হলাম।

শপথ ও মানত

তিনি বললেন : তুমি প্রমাণ উপস্থাপন কর অথবা সে কসম করুক! আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ কথার উপরে সে তো কসম খেয়েই ফেলবে। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইকুম বললেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার মানসে কসম করে, অথচ সে তাতে মিথ্যাবাদী তবে কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, এমতাবস্থায় যে আল্লাহ তার উপর রাগার্বিত থাকবেন।

### ٢٧٦٦ بَابُ الْيَمِينِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِي الْغَضَبِ

২৭৬৬. অনুচ্ছেদ ৪ এমন কিছুতে কসম করা যার ওপর কসমকারীর মালিকানা নেই এবং শুনাহের কাজের কসম ও রাগের বশবংশী হয়ে কসম করা

**٦٢٢١** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَرْسَلْنَا أَصْحَابِي إِلَى النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ الْحُمْلَانَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمَلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ وَآفَقْتُهُ وَهُوَ غَضِبَانٌ فَلَمَّا آتَيْتُهُ قَالَ انْطَلِقْ إِلَى أَصْحَابِكَ فَقُلْ إِنَّ اللَّهَ أَوْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُكُمْ

**٦٢٢١** مুহাম্মদ ইব্ন আলা (র) .... আবু মুসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আমার সাথীগণ (একদা) নবী সল্লাল্লাহু আলাইকুম-এর কাছে প্রেরণ করল তাঁর কাছে বাহন চাওয়ার জন্য। তিনি বললেন : আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে কোন কিছুই আরোহণের জন্য দিতে পারব না। তখন আমি তাঁকে রাগার্বিত অবস্থায় পেলাম। এরপর যখন আমি তাঁর কাছে এলাম, তিনি বললেন : তুমি তোমার সঙ্গীদের কাছে চলে যাও এবং বল যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ অথবা আল্লাহর রাসূল তোমাদের আরোহণের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করবেন।

**٦٢٢٢** حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ حِ وَحَدَّثَنَا حَجَاجُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ التَّمِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الرَّزْهَرِيًّا قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصِ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْأَفْكَرِ مَا قَالُوا فَبَرَأَهَا اللَّهُ مِمَّا قَالُوا كُلُّ حَدَّثَنِي طَائِفَةٌ مِنَ الْحَدِيثِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ أَنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْأَفْكَرِ الْعَشْرَ آلِيَاتٍ كُلُّهَا فِي بَرَاءَتِي ، قَالَ أَبُو بَكْرِ الصَّدِيقِ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَاللَّهُ لَا أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الذِّي قَالَ لِعَائِشَةَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : وَلَا يَأْتِلُ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةُ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى آلِيَةً قَالَ أَبُو بَكْرِ بْلَى وَاللَّهِ أَنِّي لَا حُبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ النِّفَقَةِ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَنْزِعُهَا عَنْهُ أَبَدًا-

**٦٢٢٢** আবদুল আয়ীয় ও হাজাজ (র) ..... যুহুরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উরওয়া ইব্ন যুবায়র, সাইদ ইব্ন মুসাইয়্যাব, আলকামা ইব্ন ওয়াকাস ও উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে নবী সল্লাল্লাহু আলাইকুম-এর

সহধর্মীনি আয়েশা (রা) সম্পর্কে অপবাদ বর্ণনাকারীরা যা বলেছিল তা শুনতে পেলাম। আল্লাহ্ তা'আলা এ মর্মে তাঁর নিষ্কলুষতা প্রকাশ করে দিয়েছেন। উপরোক্ত বর্ণনাকারীগণ প্রত্যেকেই আমার নিকট উল্লিখিত ঘটনার অংশ বিশেষ বর্ণনা করেছেন। আয়েশা (রা) বলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা আবু বকর সিদ্দীক (রা) আঙীয়তার সম্পর্কের কারণে মিসতাহ্ ইবন সালামার ভরণ-পোষণ করতেন। অপবাদ প্রদানের কারণে আবু বকর সিদ্দীক (রা) বললেন, আল্লাহ্ কসম! মিসতাহ্ যখন আয়েশার ব্যাপারে অপবাদ রঞ্জিতে; এরপর আমি আর তার জন্য কখনও কিছু খরচ করব না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ও-لَا يَأْتِلُ أَوْلُو الْفَضْلِ ..... إِلَيْهِ مিসতাহ্ যখন আয়েশার ব্যাপারে অপবাদ রঞ্জিতে; এরপর আমি আর তার জন্য কখনও কিছু খরচ করব না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আবু বকর সিদ্দীক (রা) বললেন, আল্লাহ্ কসম! আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করে দিন এটা আমি নিশ্চয়ই পছন্দ করি। তিনি পুনরায় মিসতাহের ভরণ-পোষণের জন্য ঐ খরচ দেওয়া শুরু করলেন, যা তিনি পূর্বে তাকে দিতেন এবং তিনি বললেন, আল্লাহ্ কসম! আমি তার খরচ দেওয়া আর কখনও বন্ধ করব না।

**٦٢٢٣** حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَهْدِمٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَفْرٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ، فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَصَّبَانُ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ، فَحَلَّفَ أَنْ لَا يَحْمِلْنَا، ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَارَى غَيْرَ خَيْرٍ مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا

**৬২২৩** আবু মা'মার (র)..... আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কতিপয় আশ'আরী লোকের সঙ্গে (বাহন চাওয়ার জন্য) রাসূলুল্লাহ শুল্ক -এর খেদমতে হায়ির হলাম। যখন উপস্থিত হলাম, তখন তাঁকে রাগার্বিত অবস্থায় পেলাম। আমরা তাঁর কাছে বাহন চাইলাম। তিনি কসম করে বললেন যে, আমাদেরকে বাহন দিবেন না। এরপর বললেন : আল্লাহ্ কসম! আমি কোন কিছুর ওপর আল্লাহ্ ইচ্ছা মুতাবিক যখন কসম করি আর তার অন্যটির মাঝে মঙ্গল দেখতে পাই; তাহলে যেটা মঙ্গলকর সেটাই করি আর কসমকে ভঙ্গ করে ফেলি।

**٢٧٦٧** بَابٌ إِذَا قَالَ وَاللَّهِ لَا أَتَكِلُ الْيَوْمَ فَصَلَّى أَوْ قَرَا أَوْ سَبَّعَ أَوْ كَبَرَ أَوْ حَمِدَ أَوْ هَلَّ فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَفْضَلُ الْكَلَامِ أَرْبَعٌ : سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ - وَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى هِرَقْلَ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ كَلِمَةُ التَّقْوَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ -

২৭৬৭. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি যখন বলে, আল্লাহ্ কসম! আজ আমি কথা বলব না। এরপর সে নামায আদায় করল অথবা কুরআন পাঠ করল অথবা সুবহানাল্লাহ্ বা আল্লাহ্ আকবার বা আলহামদুল্লাহ্ অথবা লাইলাহা ইল্লাহ্বাহ বলল। তবে তার কসম তার নিয়ত হিসেবেই আরোপিত

হবে। নবী ﷺ বলেছেনঃ সর্বোত্তম কথা চারটিঃ সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু  
এবং ওয়াল্লাহু আকবার। আবু সুফিয়ান (রা) বলেছেন, নবী ﷺ বাদশাহ হিরাকুন্ডিয়াসের কাছে এ  
মর্মে লিখেছিলেনঃ হে কিতাবীগণ! এসো সে কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই। মুজাহিদ  
(র) বলেন, ‘কلمة التقوى، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ’

**٦٢٢٤** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ  
الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاءَ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ قُلْ لَا  
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أَحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ-

**৬২২৪** আবুল ইয়ামান (র).....সাঈদ ইবন মুসাইয়াব (রা)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু  
তালিবের যখন মৃত্যু উপস্থিত হল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাছে তশরীফ আনলেন এবং বললেনঃ আপনি  
আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট আপনার ব্যাপারে এর মাধ্যমে সুপারিশ করব।

**٦٢٢٥** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضِيلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَارَةُ بْنُ  
الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلِمَاتَ حَفِيقَتَانِ  
عَلَى الْلِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ،  
سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمُ-

**৬২২৫** কুতায়বা ইবন সাঈদ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ  
বলেছেনঃ দুটি কলেমা এমন যা জিহ্বাতে অতি হাল্কা অথচ মীঘানে ভারী আর রাহমানের নিকট খুব পছন্দনীয়;  
তা হচ্ছে ‘সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আয়ীম’।

**٦٢٢٦** حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلِمَةً وَقُلْتُ أُخْرَى مِنْ مَاتَ يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًا  
أَدْخِلَ النَّارَ وَقُلْتُ أُخْرَى مِنْ مَاتَ لَا يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًا أَدْخِلَ الْجَنَّةَ-

**৬২২৬** মূসা ইবন ইসমাইল (র) .....আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ  
একটি কলেমা বললেন। আর আমি বললাম, অন্যটি। তখন তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে  
শরীক করে মৃত্যুবরণ করবে তাকে জাহানামে প্রবেশ করানো হবে। আমি অপরটি বললাম, যে ব্যক্তি আল্লাহর  
সঙ্গে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করবে তাকে জাহানাতে প্রবেশ করানো হবে।

**২৭৬৮** بَابُ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَهْلِ شَهْرٍ وَكَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا  
وَعِشْرِينَ

২৭৬৮. অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি এ মর্মে কসম করে যে, স্বীয় স্ত্রীর কাছে একমাস গমন করবে না আর মাস  
যদি হয় উন্দ্রিশ দিনে

**٦٢٢٧** حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتْ اِنْفَكْتُ رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ إِلَيْتَ شَهْرًا ، فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ -

**٦٢٢٧** আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর স্ত্রীগণের ব্যাপারে জেলা (কসম) করলেন। আর তখন তাঁর কদম মুবারক মচকে গিয়েছিল। তিনি তখন উন্নিশ দিন কুঠরীতে অবস্থান করেছিলেন। এরপর তিনি নেমে এলেন (স্ত্রীগণের কাছে ফিরে এলেন)। লোকেরা তখন জিজোসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তো এক মাসের জেলা করেছিলেন। তখন তিনি বললেন : মাস তো কখনও উন্নিশ দিনেও হয়।

**٢٧٦٩** بَابُ إِنْ حَلَفَ أَلَا يَشْرَبَ نَبِيًّا فَشَرِبَ طِلَاءً أَوْ سَكَرًا أَوْ عَصِيرًا لَمْ يَحْنَثْ فِي قَوْلٍ بَعْضِ النَّاسِ ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ بِأَنْبِذَةٍ عِنْهُ .

২৭৬৯. অনুচ্ছেদ : যদি কোন ব্যক্তি নাবীয পান করবে না বলে কসম করে। অতঃপর তেল, চিনি বা আসীর পান করে ফেলে তবে কারো কারো মতে কসম ভঙ্গ হবে না, যেহেতু তাদের নিকট এগলো নাবীযের অন্তর্ভুক্ত নয়

**٦٢٢٨** حَدَّثَنَا عَلَىٰ سَمِعٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنَ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا أُسَيْدًا صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَعْرَسَ فَدَعَا النَّبِيَّ ﷺ لِعُرْسِهِ ، فَكَانَتِ الْعُرْوَسُ خَادِمَهُمْ ، فَقَالَ سَهْلٌ لِلْقَوْمِ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا سَقَتْهُ قَالَ أَنْقَعْتَ لَهُ تَمْرًا فِي تَوْرٍ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّىٰ أَصْبَحَ عَلَيْهِ فَسَقَتْهُ أَيَّاهُ -

**٦২২৮** আলী (র) .....সাহল ইব্ন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী আবু উসায়দ (রা) বিবাহ করলেন। তার (ওলীমায়) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাওয়াত করলেন। আর তখন তাঁর নব বিবাহিতা স্ত্রী তাঁদের খেদমত করেছিলেন। সাহল (রা) তার কাওমের লোকদেরকে বললেন, তোমরা কি জান সে মহিলা নবী ﷺ-কে কি পান করিয়েছিল? সে রাত্রিবেলা একটি পাত্রে তাঁর জন্য খেজুর ভিজিয়ে রেখেছিল। এমনিভাবে সকাল হল। আর সেগুলিই সে তাঁকে পান করাল।

**٦٢٢٩** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقاَطِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَكْرَمَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ مَاتَتْ لَنَا شَاءَ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا ثُمَّ مَا زِلْنَا نَبِذُ فِيهِ حَتَّىٰ صَارَتْ شَنَّا -

**৬২২৯** মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র)..... নবী ﷺ -এর সহধর্মী সাওদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমাদের একটি বক্রী মরে গেল। আমরা এর চামড়া দাবাগাত করে নিলাম! এরপর থেকে তাতে সর্বদাই আমরা নাবীয় প্রস্তুত করতাম। এমন কি তা পুরাতন হয়ে গেল।

**২৭৭.** بَابٌ إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتِدَمْ فَأَكَلَ تَمْرًا بِخُبْزٍ وَمَا يَكُونُ مِنَ الْأَذْمَرْ

২৭৭০. অনুচ্ছেদ : যখন কোন ব্যক্তি তরকারী খাবে না বলে কসম করে, এরপর ঝুঁটির সাথে খেজুর মিশ্রিত করে খায়। আর কোন জিনিস তরকারীর অন্তর্ভুক্ত

**৬২৩.** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبَعَ أَلْ مُحَمَّدٌ مِنْ خُبْزٍ بِرْ مَأْدُومٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحَقَ بِاللَّهِ . وَقَالَ أَبْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفِيَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ بِهَذَا

**৬২৩০** মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার তরকারী মিশ্রিত গমের ঝুঁটি একাধারে তিনদিন পর্যন্ত খেয়ে পরিত্বষ্ণ হননি। এভাবে তিনি আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। ইবন কাসীর (র)–আবিস (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এই হাদীসটি আয়েশা (রা)-কে বলেছেন।

**৬২৩১** حَدَّثَنَا قُتْبَيَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لَمْ سُلِّمْ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ضَعَيْفًا أَعْرَفُ فِيهِ الْجُوَعَ ، فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَتْ نَعَمْ فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ ثُمَّ أَخْذَتْ خَمَارًا لَهَا فَلَفَتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَهَبْتُ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقَمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ قُومُوا فَانْطَلَقُوا وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أُمَّ سَلِيمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ ، قَوَافِلَ اللَّهُ وَرَسُولِهِ أَعْلَمُ فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو طَلْحَةَ حَتَّى دَخَلَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْمِي يَا أُمَّ سَلِيمٍ مَا عِنْدَكَ فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزَ ، قَالَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ الْخُبْزِ فَفَتَّ وَعَصَرَتْ أُمَّ سَلِيمٍ عَكَّةً لَهَا فَادَمَتْهُ ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ قَالَ أَنْذَنَ لِعَشَرَةَ ، فَأَذَنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِيعُوا ، ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قَالَ أَنْذَنَ لِعَشَرَةِ فাদِنَ

لَهُمْ فَأَكَلَ حَتَّىٰ شَبَعُوا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشْرَةِ فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَحَتَّىٰ شَبَعُوا ، وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ سَمَانُونَ رَجُلًا-

**৬২৩১** কুতায়বা ইব্ন সাউদ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবৃ তালহা (রা) উম্মে সুলায়ম (রা)-কে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দুর্বল আওয়াজ শুনতে পেলাম, যার মাঝে আমি ক্ষুধার আভাষ পেলাম। তোমার কাছে কি কিছু আছে? উম্মে সুলায়ম (রা) বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি কয়েকটি যবের রুটি বের করলেন। এরপর তাঁর ওড়নাটি নিলেন এবং এর কিছু অংশে রুটিগুলি পেঁচিয়ে নিলেন। আনাস (রা) বলেন, এরপর তিনি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। আমি গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মসজিদে পেলাম। এবং কতিপয় লোক তাঁর সঙ্গে রয়েছে। আমি তাঁদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তোমাকে কি আবৃ তালহা পাঠিয়েছে? আমি বললাম, জি হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সঙ্গীদেরকে বললেন, উঠ, (আবৃ তালহার কাছে যাও)। তখন তাঁরা আবৃ তালহার নিকট চললেন। আমি তাদের আগে আগে যেতে লাগলাম। অবশ্যে আবৃ তালহার কাছে এসে উপস্থিত হলাম এবং তাকে এ সম্পর্কে খবর দিলাম। তখন আবৃ তালহা (রা) বলল, হে উম্মে সুলায়ম! রাসূলুল্লাহ ﷺ তো আমাদের কাছে তশ্রীফ এনেছেন অথচ আমাদের নিকট তো এমন কোন খাদ্যই নেই যা তাদের খেতে দিতে পারি। উম্মে সুলায়ম (রা) বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন। আবৃ তালহা (রা) বেরিয়ে এলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবৃ তালহা (রা) উভয়ই সামনাসামনি হলেন এবং উভয়ই একত্রে ঘরে প্রবেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ হে উম্মে সুলায়ম! তোমার কাছে যা আছে তাই নিয়ে এসো। তখন উম্মে সুলায়ম (রা) ঐ রুটিগুলি তাঁর সামনে পেশ করলেন। রাবী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ রুটিগুলি ছিড়ার জন্য হৃকুম করলেন। তখন রুটিগুলি টুক্ৰা টুক্ৰা করা হল। উম্মে সুলায়ম (রা) তার ঘি-এর পাত্র থেকে ঘি নিংড়ে বের করলেন এবং তাতে মিশ্রিত করে দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার উপর আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী কিছু পাঠ করলেন এবং বললেনঃ দশজন লোককে অনুমতি দাও। তিনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন। তখন তারা সকলেই আহার করলেন, এমন কি সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে সেখান থকে বের হলেন। এরপর তিনি আবার বললেনঃ (আরও) দশজনকে অনুমতি দাও। তখন তাদেরকে অনুমতি দেয়া হলো। এভাবে তারা সকলেই আহার করলেন, এমনকি সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে সেখান থেকে বের হলেন। এরপর আবারো তিনি বললেনঃ আরো দশজনকে আসতে দাও। দলের লোকসংখ্যা ছিল স্কুল বা আশি জন।

## ২৭৭১ بَابُ النَّيَّةِ فِي الْأَيْمَانِ

২৭৭১. অনুচ্ছেদঃ কসমের মধ্যে নিয়ত করা

**৬২৩২** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصِ الْلَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّمَا أَفْعَالُ

بِالنَّيْةِ، وَإِنَّمَا لِأَمْرِي مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔

**৬২৩২** কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... উমর ইবন খাতাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ -কে বলতে শুনেছি যে, নিচয়ই প্রতিটি আমলের গ্রহণযোগ্যতা তার নিয়মাতের উপর নির্ভরশীল। কোন ব্যক্তি তা-ই লাভ করবে যা সে নিয়মাত করে থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করবে তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্যই হবে। আর যার হিজরত দুনিয়াকে হাসিলের জন্য হবে অথবা কোন রমণীকে বিয়ে করার জন্য হবে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই হবে যে জন্য সে হিজরত করেছে।

## ২৭৭২ بَابُ إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ وَالتُّوبَةِ

২৭৭২. অনুচ্ছেদ : যখন কোন ব্যক্তি তার মাল মানত এবং তাওবার শক্তে দান করে

**৬২২৩** حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَعْنَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَاتِلَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَّ، قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فِي حَدِيثِهِ وَعَلَى الْمُلَادَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوا فَقَالَ فِي أَخْرِ حَدِيثِهِ أَنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمْسِكْ بِعَضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ۔

**৬২৩৩** আহমাদ ইবন সালিহ (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন কাব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। কাব (রা) যখন অঙ্ক হয়ে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর জনৈক পুত্র তাঁকে ধরে নিয়ে চলতেন। আবদুর রাহমান বলেন, আমি আল্লাহর বাণী : 'যে তিনজন তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত হয়েছে।' সংক্রান্ত ঘটনা বর্ণনা করতে কাব ইবন মালিককে শুনেছি। তিনি তাঁর বর্ণনার শেষাংশে বলেন, আমার তওবা এটাই যে আমার সমগ্র মাল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে দান করে দিয়ে আমি মুক্ত হব। তখন নবী ﷺ বললেন : কিছু মাল তোমার নিজের জন্য রাখ, এটা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে।

**২৭৭৩** بَابُ إِذَا حَرَمَ طَعَامًا وَقَوْلَهُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَمْ تُحَرِّمْ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاهُ أَزْوَاجِكَ وَقَوْلُهُ لَا تُحَرِّمُوا طَبِيبَاتِ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ

২৭৭৩. অনুচ্ছেদ : যখন কোন ব্যক্তি কোন খাদ্যকে হারাম করে নেয়। এবং আল্লাহর বাণী : হে নবী! আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন আপনি আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টির জন্য কেন তা হারাম

করছেন ? (৬৬ : ১) এবং আল্লাহর বাণী : ঐ সমস্ত পরিত্ব বস্তুকে হারাম করো না, যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন

**٦٢٣٤** حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَاجُ عَنْ أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ زَعَمَ عَطَاءً أَنَّهُ سَمِعَ عَبْيَدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَزَعَّمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ وَيَشْرِبُ عِنْدَهَا عَسَلًا فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَتَقْلُ أَنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ أَكْلَتْ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى احْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَلَهُ فَنَزَّلَتْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَمْ تُحَرِّمْ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكَ إِلَى قَوْلِهِ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا . وَقَالَ ابْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ وَلَنْ أَعُودَلَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ فَلَا تَخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا -

**٦٢٣٥** حাসান ইবন মুহাম্মদ (র) ..... আয়েশা সিদ্দিকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এক সময় যায়নাব বিন্ত জাহাশ (রা)-এর কাছে অবস্থান করছিলেন এবং তাঁর কাছে মধু পান করেছিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি এবং হাফসা (রা) পরম্পরে পরামর্শ করলাম যে, নবী ﷺ আমাদের দু'জনের মধ্যে যার কাছেই আগে আসবেন তখন আমরা তাঁকে এ কথাটি বলব যে, আপনার মুখ থেকে তো মাগাফীরের গন্ধ পাচ্ছি। আপনি কি মাগাফীর খেয়েছেন? এরপর তিনি কোন একজনের ঘরে থেকে বিন্ত জাহাশের কাছে মধু পান করেছি। এরপরে আর কখনও এ কাজটি করব না। তখনই এ আয়াত নাযিল হল: "يَا يَهَا النَّبِيُّ لَمْ تُحَرِّمْ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكَ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ تَوَبَّا كَرَ" এখানে সর্বোধন আয়েশা ও হাফসা (রা)-এর প্রতি। আর নবী যখন তাঁর কোন স্ত্রীর কাছে কথাকে গোপন করেন। এ আয়াতখানা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা বরং আমি মধু পান করেছি-এর প্রতি ইঙ্গিত করণার্থে নাযিল হয়েছে। ইব্রাহীম ইবন মূসা (র) হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন: আমি কসম করে ফেলেছি এ কাজটি আমি আর কখনও করব না। তুমি এ ব্যাপারটি কারও কাছে প্রকাশ করো না।

**٢٧٧٤** بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ وَقَوْلِهِ يُؤْفَوْنَ بِالنَّذْرِ

২৭৭৪. অনুচ্ছেদ : মানত পুরা করা এবং আল্লাহর বাণী : তাদের ধারা মানত পুরা করা হয়ে থাকে

**٦٢٣٥** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ عُمَرَ يَقُولُ أَوَلَمْ تُنْهَا عَنِ النَّذْرِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقْدِمُ شَيْئًا وَلَا يُؤْخِرُهُ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ الْبَخِيلِ -

**৬২৩৫** ইয়াহুইয়া ইব্ন সালিহ (র) ..... সাঈদ ইব্ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইব্ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছেন, তোমাদেরকে কি মানত করতে নিষেধ করা হয়নি? নবী ﷺ তো বলেছেন: মানত কোন কিছুকে বিন্দুমাত্র এগিয়ে আনতে পারে না এবং পিছিয়েও দিতে পারে না। তবে হ্যাঁ, মানতের দ্বারা কৃপণের কাছ থেকে (কিছু মাল) বের করা হয়।

**৬২৩৬** حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ  
بْنُ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ التَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا  
وَلَكِنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ۔

**৬২৩৬** খালাদ ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মানত করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন: এতে কিছুই রদ হয় না, কিন্তু কৃপণ থেকে মাল বের করা হয়।

**৬২৩৭** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ  
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي ابْنُ آدَمَ التَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ فَدْ رَثَهُ وَلَكِنَّ  
يُلْقِيَهُ التَّذْرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ فَيَسْتَخْرَجُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ فَيُؤْتَى عَلَيْهِ مَا  
لَمْ يَكُنْ يُؤْتَى عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ۔

**৬২৩৭** আবুল ইয়ামান (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন: মানত মানুষকে এমন বস্তু এনে দিতে পারে না, যা আমি তাক্দীরে নির্ধারিত করিনি। বরং মানতটি তাক্দীরের মাঝেই ঢেলে দেয়া হয় যা তার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কৃপণের কাছ থেকে মাল বের করে নিয়ে আসেন। আর তাকে এমন কিছু দিয়ে থাকেন যা পূর্বে তাকে দেওয়া হয়নি।

## ২৭৭৫ بَابُ إِثْمٍ مَنْ لَا يَفِيَ بِالْتَّذْرِ

২৭৭৫. অনুচ্ছেদ: মানত করে তা পূর্ণ না করা শুনাহর কাজ

**৬২৩৮** حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ شُعبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا  
زَهْدَمُ بْنُ مُضْرِبٍ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُكُمْ  
قَرْنِي ثُمَّ الدِّيْنِ يَلْوُنُهُمْ ثُمَّ الدِّيْنِ يَلْوُنُهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لَا أَدْرِي ذَكَرَ شِتَّيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ بَعْدَ  
قَرْنِي ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يَنْذَرُونَ وَلَا يُؤْتَمِنُونَ وَلَا يَشْهَدُونَ وَلَا  
يُسْتَشْهِدُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ۔

**৬২৩৮** মুসাদ্দাদ (র) ..... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। নবী ﷺ বলেছেন: তোমাদের মধ্যে আমার যমানার লোকেরাই সর্বোত্তম, এরপর তাদের পরবর্তী যমানার লোকেরা, এরপর তাদের পরবর্তী লোকেরা। ইমরান (রা) বলেন, নবী ﷺ তাঁর যমানা বলার পর

دُوبار بولئهن نا کي تینبار تا آماں اسکرگ نئے । ارپر ام ان سب لوکوں کے آواریت کرے اسکے پورے نا । تارا خیالنات کرے تا دے اسکرگ نانے کرے । تارا ساکھی اپنان کرے اسکے تا دے کے ساکھی دیویاں جنے بولے ہے । آر تا دے مارے ہٹپوٹا اپکاشیت ہے ।

**۲۷۷۶ بَابُ النَّذْرِ فِي الطَّاعَةِ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ**  
۲۷۷۶. انوچند : **إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيَ** (اے ایوب ماحن آلاہر والی) یا کیچھ تو مارا بیوی کرے اسکے پورے یا کیچھ تو مارا مانن کرے آیا ترے شے پرست (۲ : ۲۹۰)

**۶۲۳۹ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مِنْ نَذْرٍ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلَيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيهِ فَلَا يَعْصِهِ**

**۶۲۴۰ ۶۲۴۰ آبُو نُعَيْم (ر) ..... آیویشہ (ر) سُترے نبی ﷺ خیالنات کے بولنے کے لئے ۔ تینی بولئهن : یہ بیکی اکنپ مانن کرے یہ، سے آلاہر آنونگات کرے تا ہلے سے یہن تارا آنونگات کرے । آر یہ اکنپ مانن کرے، سے آلاہر نا فرمائی کرے تا ہلے سے یہن تارا نافرمانی نا کرے ।**

**۲۷۷۷ بَابُ إِذَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمَ إِنْسَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ**  
۲۷۷۷. انوچند : کوئی بیکی جاہلی یوگے مانن کرلے یا کسماں کرلے یہ، سے مانوں کے سچے کথا بولنے نا، ارپر سے اسلام گھن کرے ۔

**۶۲۴۱ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْيَدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ أَوْفِ بِنَذْرِكَ**

**۶۲۴۰ ۶۲۴۰ مُحَمَّدُ إِبْرَاهِيمُ الْأَنْصَارِيَ (ر) ..... إِبْرَاهِيمُ الْأَنْصَارِيَ (ر) اکدا بولئلن، ایوا راسلوالٹا ہا ۔ آرمی جاہلی یوگے مانن کرلے ہارا میں اک رات ایتی کاف کرے । تینی بولئلن : ٹوی مارا مانن پورا کرے نا ۔**

**۲۷۷۸ بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ ، وَأَمَرَ أَبْنُ عُمَرَ امْرَأَةً جَعَلَتْ أُمُّهَا عَلَى نَفْسِهَا صَلَةً بِقَبَاءِ ، فَقَالَ صَلَّى عَنْهَا ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ**

۲۷۷۸. انوچند : مانن آدای نا کرے کوئی بیکی یا دی ماڑا یا یا ۔ **إِبْرَاهِيمُ الْأَنْصَارِيَ (ر)** اک ماحلکے نیردش دیویھن یا را ماتا کوبار مسجیدے نامای آدای کرے بولے مانن کرلے ۔ تখن تینی تاکے بولئلے، تارا پکھ خیالنات نامای آدای کرے نیتے । **إِبْرَاهِيمُ الْأَنْصَارِيَ (ر)**-و اکنپ بولنے کرئے ۔

**۶۲۴۱ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْيَدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عَبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ أَسْتَفْتَنِي**

শপথ ও মানত

**النَّبِيُّ مُلَكٌ** فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمَّهٖ فَتُوَفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدًا

**৬২৪১** আবুল ইয়ামান (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে ইব্ন আব্বাস (রা) এ মর্মে জানিয়েছেন যে, সাদ ইব্ন উবাদা আনসারী (রা) নবী ﷺ-এর কাছে জানতে চেয়েছিলেন তাঁর মাতার কোন এক মানত সম্পর্কে, যা আদায় করার পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেছিলেন। তখন নবী ﷺ তাকে তাঁর মায়ের পক্ষ থেকে মানত আদায় করে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করলেন। আর পরবর্তীতে এটাই সুন্নাত হিসাবে পরিগণিত হল।

**৬২৪২** حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيرَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ مُلَكٌ فَقَالَ لَهُ إِنَّ أَخْتِيْ نَذَرَتْ أَنْ تَحْجُّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ مُلَكٌ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دِينٌ أَكْنَتْ قَاضِيَهُ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَاقْضِ اللَّهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ-

**৬২৪২** আদম (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে জনেক ব্যক্তি এসে বলল যে, আমার বোন হজ্জ করবে বলে মানত করেছিল। আর সে মারা গিয়েছে। তখন নবী ﷺ বললেন : তাঁর ওপর যদি কোন ঋণ থাকত তবে কি তুমি তা পূরণ করতে না ? লোকটি বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন : সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার হককে আদায় করে দাও। কেননা, আল্লাহ্ হক আদায় করাটা তো অধিক কর্তব্য।

### ২৮৮৯ بَابُ النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِي مَعْصِيَةٍ-

২৭৭৯. অনুচ্ছেদ : শুনাহর কাজের এবং ঐ বস্তুর মানত করা যার উপর অধিকার নেই

**৬২৪৩** حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ مُلَكٌ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِيهِ-

**৬২৪৩** আবু আসিম (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করার মানত করে সে যেন তাঁর আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ নাফরমানী করার মানত করে সে যেন তাঁর নাফরমানী না করে।

**৬২৪৪** حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ مُلَكٌ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ، وَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ. وَقَالَ الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ-

**৬২৪৮** مُوسَى الدَّاد (ر)..... آنাস (ر) سُوْতِي نবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : এ ব্যক্তিটি যে নিজের জানকে আয়াবের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে নিশ্চয় এতে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। আর তিনি লোকটিকে দেখলেন যে, সে তার দু'টি পুত্রের মাঝে ভর করে হাঁটছে। ফায়ারীও অত্র হাদীসটি..... آنাস (ر) থেকে বর্ণনা করেছেন।

**৬২৪৫** حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَطْوُفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ -

**৬২৪৫** آবু আসিম (র)..... ইব্ন আববাস (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। লোকটি একটি রশির অথবা অন্য কিছুর সাহায্যে কাঁবা শরীফ তাওয়াফ করছে। তিনি সে রশিটি কেটে ফেললেন।

**৬২৪৬** حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هَشَامُ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْমَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ وَهُوَ يَطْوُفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ ، ثُمَّ أَمْرَهُ أَنْ يَقْوِدَهُ بِيَدِهِ -

**৬২৪৬** إِبْرَاهِيمُ ইব্ন মূসা (র)..... ইব্ন আববাস (র) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ কাঁবার তাওয়াফ করার সময় এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি অন্য আরেকজনকে নাকে রশি লাগিয়ে টানছিল (আর সে তাওয়াফ করছিল) এতদ্বারা নবী ﷺ স্বহস্তে তার রশিটি কেটে ফেললেন এবং ছরুম করলেন, যেন তাকে হাতে টেনে নিয়ে যায়।

**৬২৪৭** حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهِبْ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَدَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مُرِهً فَلِيَتَكَلَّمْ وَلِيَسْتَظِلْ وَلِيَقْعُدْ وَلِيَتَمْ صَوْمَهُ ، قَالَ عَيْدُ الْوَهَابٍ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

**৬২৪৭** مূসা ইব্ন ইসমাইল (র)..... ইব্ন আববাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ খুত্বা প্রদান করছিলেন। এক ব্যক্তিকে দাঁড়ানো দেখে তার সম্পর্কে লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। লোকেরা বলল যে, এ লোকটির নাম আবু ইসরাইল। সে মানত করেছে যে, দাঁড়িয়ে থাকবে, বসবে না, ছায়াতে যাবে না, কারও সঙ্গে কথা বলবে না এবং সাওয়ে পালন করবে। নবী ﷺ বললেন : লোকটিকে বলে দাও সে যেন কথা বলে, ছায়াতে যায়, বসে এবং তার সাওয়ে সমাঞ্ছ করে। আবদুল ওয়াহহাব, আইউব ও ইকরামার সূত্রে নবী ﷺ থেকে অত্র হাদীস বর্ণনা করেছেন।

## ٢٧٨. بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا ، فَوَافَقَ النَّحْرَ أَوِ الْفِطْرَ

২৭৮০. অনুচ্ছেদ ৪ : কোন ব্যক্তি যদি নির্দিষ্ট কয়েক দিন রোয়া পালনের মানত করে আর তার মাঝে কুরবানীর দিনসমূহ বা ঈদুল ফিতরের দিন পড়ে যায়

**٦٢٤٨** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ أَبِي حُرَةَ الْأَسْلَمِيُّ أَتَهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سُئَلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لَا يَأْتِيَ عَلَيْهِ يَوْمُ الْأَصْحَى أَوْ فِطْرٍ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَصْحَى وَلَا يَرِي صِيَامَهُمَا -

**৬২৪৮** মুহাম্মদ ইব্ন আবু বাক্র মুকাদ্দমী (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইব্ন উমরকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, যে ব্যক্তি মানত করেছিল যে সে সাওম পালন থেকে কোন দিনই বিরত থাকবে না। আর তার মাঝে কুরবানী বা ঈদুল ফিতরের দিন এসে পড়ল। তিনি বললেন, নিচয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাঝে তোমাদের জন্য সুন্দরতম আদর্শ রয়েছে। তিনি ঈদুল ফিতরের এবং কুরবানীর দিন সাওম পালন করতেন না। আর তিনি ঐ দিনগুলোর সাওম পালন করা জায়েও মনে করতেন না।

**٦٢٤٩** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مَسْلِمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ ، قَالَ نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمٍ ثَلَاثَاءً أَوْ أَرْبَعَاءً مَا عَشْتُ ، فَوَافَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَقَالَ أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ ، وَنَهَيْنَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مِثْلُهُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ -

**৬২৪৯** আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র) ..... যিয়াদ ইব্ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার ইব্ন উমর (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আমি মানত করেছিলাম যে, যতদিন আমি বেঁচে থাকব ততদিন প্রতি মঙ্গলবার এবং বুধবার সাওম পালন করব। কিন্তু এর মাঝে কুরবানীর দিন পড়ে গেল। (এখন এর কি হৃকুম হবে?) তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা মানত পুরা করার হৃকুম করেছেন; এদিকে কুরবানীর দিনে সাওম পালন করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। লোকটি প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল। তিনি এক্সপাই উত্তর দিলেন, এর চেয়ে বেশি কিছু বললেন না।

**২৭৮১** بَابُ هَلْ يَدْخُلُ فِي الْإِيمَانِ وَالثُّدُورِ الْأَرْضُ وَالْغَنِمُ الزَّرْوُعُ وَالْأَمْتَعَةُ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ، قَالَ عُمَرُ النَّبِيُّ تَعَالَى أَصَبَتْ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَا لَا قَطُّ أَنفَسَ مِنْهُ ، قَالَ شَيْتَ حَبَسْتَ أَمْلَهَا وَصَدَقْتَ بِهَا ، وَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِلنَّبِيِّ تَعَالَى أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَى بَيْرُحَاءِ لِحَانِطِلَةِ مُسْتَفْبِلَةِ

الْمَسْجِدِ

২৭৮১. অনুচ্ছেদ : কসম ও মানতের মধ্যে ভূমি, বক্রী, কৃষি ও আসবাবপত্র শামিল হয় কি ? এবং ইব্ন উমর (রা)-এর হাদীস। তিনি বলেন নবী ﷺ-এর কাছে একদা উমর (রা) আরয করলেন যে, আমি এরূপ একখণ্ড ভূমি লাভ করেছি যার চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন মাল কখনও আমি পাইনি। তিনি বললেন : ভূমি যদি চাও তবে মূল মালটিকে রেখে দিয়ে (তার থেকে অর্জিত লাভটুকু) দান করে দিতে পার। আবু তালহা (রা) নবী ﷺ-এর কাছে আরয করলেন যে, আমার নিকট বায়রহা নামক আমার বাগানটি সবচেয়ে প্রিয়, যার দেয়ালটি হচ্ছে মসজিদে নববীর সম্মুখে।

**٦٢٥.** حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِيْ مَالِكُ عَنْ ثُورِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِي الْفَيْثِ مَوْلَى  
ابْنِ مُطْبِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا خَيْرٌ فَلَمْ نَغْنِمْ ذَهَبًا  
وَلَا فِضَّةً إِلَّا امْوَالًا وَالثِّيَابَ وَالْمَتَاعَ، فَأَهْدَى رَجُلٌ مِّنْ بَنْيِ الضُّبَّابِ، يُقَالُ لَهُ  
رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غُلَامًا يُقَالُ لَهُ مَدْعُمٌ، فَوَجَهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِ  
وَادِيَ الْقَرَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِوَادِي الْقَرَى بَيْنَمَا مَدْعُمٌ يَحْتُ رَحْلًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ  
إِذَا سَهَمُ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ النَّاسُ هَنِئْنَا لَهُ الْجَنَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلَّا  
وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمًا خَيْرٌ مِّنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا  
الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا، فَلَمَّا سَمِعَ بِذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشَرَاكٍ أَوْ  
شِرَاكِينَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ شِرَاكَ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكَانَ مِنْ نَارٍ -

**৬২৫০** ইসমাইল (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে খায়বারের যুদ্ধের দিন বের হলাম। আমরা মাল, আসবাবপত্র ও কাপড়-চোপড় ব্যতীত স্বর্ণ বা রৌপ্য গণীমত হিসাবে পাইনি। বনী যুবায়র গোত্রের রিফাআ ইব্ন যায়িদ নামক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে একটি গোলাম হাদিয়া দিলেন, যার নাম ছিল মিদআম। রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়াদি উল কুরার দিকে রওয়ানা হলেন। তিনি যখন ওয়াদিউল কুরায় পৌছলেন, তখন মিদআম রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সওয়ারীর হাওদা থেকে লাগেজপত্রগুলি নামাছিলেন। তখন অকস্মাত একটি তীর এসে তার গায়ে বিক্ষ হল এবং তাতে সে মারা গেল। লোকেরা বলল, এ লোকটির জন্য জাহানের সুসংবাদ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কখনও না, কসম ঐ মহান সন্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! খায়বারের যুদ্ধের দিন গণীমতের মাল থেকে বণ্টনের পূর্বে যে চাদরটি সে নিয়ে গিয়েছিল তার গায়ে তা লেলিহান শিখা হয়ে জুলবে। এ কথাটি যখন লোকেরা শুনতে পেল, তখন এক ব্যক্তি একটি বা দুটি ফিতা নিয়ে নবী করীম ﷺ এর কাছে এসে হায়ির হল। তখন তিনি বললেন : এ হচ্ছে জাহানামের একটি ফিতা বা জাহানামের দুটি ফিতা।



کِتَابُ کَفَّارَاتٍ أَلَيْمَانٍ  
শপথের কাফ্ফারা অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ كَفَّارَاتٍ الْأَيْمَانِ

## শপথের কাফ্ফারা অধ্যায়

وَقَوْلُ اللَّهِ فَكَفَارَتُهُ اطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ وَمَا أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ نَزَّلَتْ : فَدِيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ وَيَذْكُرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَعَكْرِمَةَ مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ أَوْ أَوْ فَصَاحِبَةَ بِالْخِيَارِ وَقَدْ خَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ كَعْبًا فِي الْفِدْيَةِ -

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : এরপর এর কাফ্ফারা দশজন দরিদ্রকে (মধ্যম ধরনের) আহার্য দান (৫ : ৮৯)। যখন এ আয়াত নাযিল হল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ যে হৃত দিয়েছিলেন তা হচ্ছে : ফিদাইয়া-এর মধ্যে সাওম, সাদকা অথবা কুরবানী করা। ইবন আব্বাস, আতা ও ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, কুরআন মাজীদে যেখানে আও আও (অথবা, অথবা) শব্দ আছে কুরআনের অনুসারীদের জন্য সেখানে ইখতিয়ার রয়েছে। নবী ﷺ কা'ব (রা)-কে ফিদাইয়া আদায়ের ব্যাপারে ইখতিয়ার দিয়েছিলেন।

**٦٢٥١** حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ شَهَابٍ عَنْ أَبْنِ عَوْنَ عنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ أَتَيْتُهُ يَعْنِي النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَدْنُ فَدَنَوْتُ ، فَقَالَ أَيُؤْذِيْكَ هَوَامِكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَدِيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ . وَأَخْبَرَنِي أَبْنُ عَوْنَ عَنْ أَيُوبَ قَالَ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَالنُّسُكُ شَاهَ ، وَالْمَسَاكِينُ سَتَّةً -

**٦٢٥١** আহমাদ ইবন ইউনুস (র) ..... কা'ব ইবন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি বললেন : কাছে এসো। আমি তাঁর নিকটে গেলাম। তখন তিনি বললেন : তোমাকে কি তোমার উকুন যন্ত্রণা দিছে ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন : সাওম অথবা সাদকা অথবা কুরবানী করে ফিদাইয়া আদায় কর। ইবন আউব থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, সাওম হচ্ছে তিন দিন, কুরবানী হল একটি বক্রী আর মিস্কীনের সংখ্যা হল ছয়।

**٢٧٨٢** بَابُ قَوْلِهِ قَدْ فَرِضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحْلِةَ أَيْمَانَكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَمَتَى تَجِبُ الْكَفَارَةُ عَلَى الْفَنِيِّ وَالْفَقِيرِ

২৭৮২. অনুচ্ছেদ ৪: মহান আল্লাহর বাণী : আল্লাহ তোমাদের শপথ হতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ তোমাদের সহায় আর তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় (৬৬ : ২) আর ধনী ও দরিদ্র কখন কার উপর কাফ্ফারা ওয়াজির হয়

٦٢٥٢

حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ فِيهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَلْ كُتُّ قَالَ مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ وَقَعْتُ عَلَىٰ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ تَسْتَطِعُ أَنْ تُعْتَقَ رَقَبَةً؟ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ لَا قَالَ اجْلِسْ فَجَلَسَ فَاتَّى النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمُكْتَلُ الضَّحْكُ قَالَ خُذْ هَذَا فَتَحْمِدْ بِهِ قَالَ أَعْلَى أَفْقَرَ مِنِّي، فَصَحِّكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّىٰ بَدَّتْ نَوَاجِذُهُ، قَالَ أَطْعِمْهُ عِيَالَكَ-

٦٢٥٢

আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... আবু হুয়ায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি ধূঃস হয়ে গেছি। তিনি বললেন : তোমার কি অবস্থা ? লোকটি বলল, রম্যানে আমি আমার স্ত্রীর সাথে (দিনের বেলা) সহবাস করেছি। তিনি বললেন : তুমি কি একটি গোলাম আয়াদ করতে সক্ষম ? লোকটি বলল, না। তিনি বললেন : তাহলে কি তুমি দু'মাস লাগাতার সাওম পালন করতে পারবে ? সে বলল, না। তিনি বললেন : তা হলে কি তুমি ষাটজন মিস্কীনকে খানা খাওয়াতে সক্ষম হবে ? সে বলল, না। তিনি বললেন : বস। লোকটি বসল। তারপর নবী ﷺ-এর কাছে এক 'আরক' আনা হলো যাতে ছিল খেজুর। আর 'আরক' হচ্ছে বড় ধরনের পরিমাপ পাত্র। তিনি বললেন : এটা নিয়ে যাও এবং তা সাদাকা করে দাও। লোকটি বলল, এটা কি আমার চাইতে অধিকতর অভাবীকে প্রদান করব ? তখন নবী ﷺ হেসে ফেললেন : এমন কি তাঁর মাড়ির দন্ত মুবারক পর্যন্ত দেখা গেল। তিনি বললেন : এটা তোমার পরিবারকে খাওয়াও।

### ٢٧٨٣ بَابُ مَنْ أَعْنَى الْمُغْسِرَ فِي الْكَفَارَةِ

২৭৮৩. অনুচ্ছেদ ৪: যে ব্যক্তি কাফ্ফারা আদায়ে দরিদ্রকে সাহায্য করে

٦٢٥٣

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ هَلْ كُتُّ، فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ وَقَعْتُ بِأَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ تَجِدُ رَقَبَةً؟ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ لَا، فَتَسْتَطِعُ أَنْ تُطْعِمَ

سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ لَا قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِعَرَقٍ وَالْعَرَقُ الْمُكْتَلُ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ اذْهَبْ بِهِذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ أَعْلَى أَحْوَاجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى، وَالَّذِي بَعْثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَا بَيْنَاهَا أَهْلُ بَيْتِ أَحْوَاجٍ مِنَّا ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ -

**৬২৫৩** মুহাম্মদ ইবন মাহবুব (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলেহিঃ সাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, আমি ধূস হয়ে গেছি। তিনি বললেন : কি ব্যাপার ? লোকটি বলল, রম্যানে (দিনের বেলা) আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে ফেলেছি। তিনি বললেন : তুমি কি একটি গোলাম আয়াদ করতে সক্ষম ? সে বলল, না। তিনি বললেন : তাহলে কি তুমি দু'মাস লাগাতার সাওয়ে পালন করতে সক্ষম ? সে বলল, না। তবে কি তুমি ষাটজন মিস্কীনকে খানা খাওয়াতে পারবে ? লোকটি বলল, না। রাবী বলেন, এমন সময় এক আনসার ব্যক্তি একটি 'আরক' নিয়ে উপস্থিত হল। আর আরক হচ্ছে পরিমাপ পাত্র; তার মাঝে খেজুর ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলেহিঃ সাল্লাম বললেন : এটা নিয়ে যাও এবং তা সাদাকা করে দাও। সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার চেয়ে যে অভাবী তাকে কি দান করব ? সে আরও বলল, কসম ঐ মহান সন্তুর, যিনি আপনাকে হকের (দীনের) সাথে প্রেরণ করেছেন; মদীনার দু'উপত্যকার মধ্যবর্তী স্থানে আমার চেয়ে অধিক অভাবগ্রস্ত আর কেউ নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলেহিঃ সাল্লাম বললেন : যাও এগুলি তোমার পরিজনকে নিয়ে আহার করাও।

## ২৭৮৪ بَابُ يُغْطِي فِي الْكُفَّارَةِ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا

২৭৮৪. অনুচ্ছেদ : দশজন মিস্কীনকে কাফ্ফারা প্রদান করা; চাই তারা নিকটাঞ্চীয় হোক বা দূরের হোক

**৬২৫৪** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلِمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلوات الله عليه فَقَالَ هَلْ كُنْتُ قَالَ وَمَا شَانْتُكَ ؟ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَاتِيْ فِي رَمَضَانَ قَالَ هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتَقُّ رَقَبَةً ؟ قَالَ لَا قَالَ فَهُلْ تَسْتَطِعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ لَا قَالَ فَهُلْ تَسْتَطِعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ لَا أَجِدُ فَائِتَيِ النَّبِيِّ صلوات الله عليه بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ، فَقَالَ أَعْلَى أَفْقَرَ مِنَّا مَا بَيْنَ لَا بَيْنَاهَا أَفْقَرُ مِنَّا ثُمَّ قَالَ خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ -

**৬২৫৫** আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সল্লাল্লাহু আলেহিঃ সাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, আমি তো ধূস হয়ে গিয়েছি। নবী সল্লাল্লাহু আলেহিঃ সাল্লাম বললেন : তোমার কি অবস্থা ? লোকটি বলল, রম্যানে (দিনের বেলায়) আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করেছি। তিনি বললেন : একটি গোলাম আয়াদ করার মত কি তোমার কাছে কিছু আছে ? সে বলল, না। তিনি বললেন : তবে কি তুমি দু'মাস লাগাতার সাওয়ে পালন করতে পারবে ? সে বলল, না। তিনি বললেন : তাহলে কি তুমি ষাটজন মিস্কীনকে আহার করাতে পারবে ? সে বলল, আমার কাছে এখন কিছু নেই। এমন সময় নবী সল্লাল্লাহু আলেহিঃ সাল্লাম-এর কাছে একটি 'আরক' আনা হল,

যাতে খেজুর ছিল। তখন তিনি বললেন : এটা নিয়ে নাও এবং তা সাদাকা করে দাও। সে বলল, আমার চেয়ে যে অধিকতর অভাবী তাকে কি দেব ? সে আরও বলল, এখানকার দুটি উপত্যকার মাঝে আমাদের চেয়ে অভাবী তো আর কেউ নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এটা নিয়ে যাও এবং তোমার পরিবারকে আহার করাও।

## ٢٧٨٥ بَابُ صَاعِ الْمَدِينَةِ وَمُرْسَلُ النَّبِيِّ ﷺ وَبَرَكَتِهِ وَمَا تَوَارَثَ أهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ

২৭৮৫. অনুচ্ছেদ : মদীনা শরীফের সা' ও নবী ﷺ-এর মুদ্দ এবং এর বরকত। আর মদীনাবাসীগণ এর থেকে শুগযুগান্তর ধরে উত্তরাধিকারসূত্রে যা পেয়েছেন

**٦٢٥٥** حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِّي قَالَ حَدَّثَنَا الْجُعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مُدًّا وَثُلَّا بِمُدْكُمْ الْيَوْمَ فَزِيدَ فِيهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ -

**৬২৫৫** উসমান ইবন আবু শায়বা (র) ..... সায়িব ইবন ইয়ায়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর যামানায় সা' ছিল তোমাদের এখনকার মুদ্দের হিসাবে এক মুদ্দ ও এক মুদ্দের এক-ত্রৈয়াংশ পরিমাণ। এরপর উমর ইবন আবদুল আয়ীয় (র)-এর যামানায় তার পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে।

**٦٢٥٦** حَدَّثَنَا مُنْذِرُ أَبْنِ الْوَلِيدِ الْجَارُودِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ وَهُوَ سَلْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ أَبْنُ عُمَرَ يُعْطِي زَكَةَ رَمَضَانَ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ الْمُدْأَوِيٌّ ، وَفِي كَفَارَةِ الْيَمِينِ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَبُو قُتَيْبَةَ قَالَ لَنَا مَالِكٌ مُدْنَى أَعْظَمُ مِنْ مُدْكُمْ وَلَا نَرَى الْفَضْلَ إِلَّا فِي مُدِّ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ لِي مَالِكٌ لَوْ جَاءَ كُمْ أَمِيرٌ فَصَبَرَ بِمُدًّا أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ النَّبِيِّ ﷺ بِإِيمَانٍ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُعْطَوْنَ قُلْتُ كُنَّا نُعْطَى بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَفَلَا تَرَى أَنَّ الْأَمْرَ أَنَّمَا يَعُودُ إِلَى مُدِّ النَّبِيِّ ﷺ -

**৬২৫৬** মুনফির ইবনুল ওয়ালীদ জারদী (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন উমর (রা) রমযানের ফিতরা আদায় করতেন নবী ﷺ-এর মুদ্দ অর্থাৎ প্রথম মুদ্দ-এর মাধ্যমে। আর কসমের কাফ্ফারাতেও তিনি নবী ﷺ-এর মুদ্দ ব্যবহার করতেন। আবু কৃতায়বা বলেন, মালিক (র) আমাদেরকে বলেছেন যে, আমাদের মুদ্দ তোমাদের মুদ্দ অপেক্ষা বড়। আর আমরা নবী ﷺ-এর মুদ্দের মাঝেই অধিক্য দেখি। রাবী বলেন, আমাকে মালিক (র) বলেছেন : তোমাদের কাছে কোন বাদশাহ এসে যদি নবী ﷺ-এর মুদ্দ থেকে তোমাদের মুদ্দকে ছোট করে দিয়ে থাকেন, তাহলে তোমরা কিসের মাধ্যমে (ওয়ন করে) মানুষদেরকে দিতে? আমি বললাম, নবী ﷺ-এর মুদ্দ দিয়েই প্রদান করতাম। তিনি বললেন, তোমরা কি দেখছ না যে, পরিমাপের ব্যাপারটা এভাবেই নবী করীম ﷺ এর মুদ্দের দিকে প্রত্যাবর্তন করছে।

٦٢٥٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وَصَاعِهِمْ وَمَدِهِمْ -

৬২৫৭ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করেছেন : হে আল্লাহ ! তুমি তাদের (উম্মাতের) কায়ল (মাপে), সা' ও মুন্দৰ মাঝে বরকত প্রদান কর।

### ٦٢٨٦ بَابُ قُولِ اللَّهِ : أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةِ، وَأَوْ الرِّقَابِ أَزْكَى

২৭৮৬. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : অথবা গোলাম আযাদ করা। এবং কোন প্রকারের গোলাম আযাদ করা উভয়

٦٢٥٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا دَاؤُدُّ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ابْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي غَسَانَ مَحَمَّدَ بْنِ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَلَىِ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضُوٍّ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ حَتَّىٰ فَرَجَهُ بِفَرْجِهِ -

৬২৫৮ মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহীম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি একটি মুসলমান গোলাম আযাদ করবে আল্লাহ তা'আলা সে গোলামের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে জাহানামের আগুন থেকে তার প্রতিটি অঙ্গকে মুক্ত করবেন। এমন কি তার গুণাঙ্ককেও গোলামের গুণাঙ্গের বিনিময়ে মুক্ত করবেন।

### ٦٢٨٧ بَابُ عِثْقِ الْمُدَبِّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتِبِ فِي الْكَفَارَةِ وَعِثْقِ لَدِ الْزِنَّةِ وَقَالَ طَلَوْسُ يَجْزِيَءُ أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبِّرَ

২৭৮৭. অনুচ্ছেদ : কাফ্ফারা আদায়ের ক্ষেত্রে মুদাব্বার, উষ্মে ওয়ালাদ, মুকাতাব এবং যিনার সন্তান আযাদ করা। এবং তাউস বলেছেন, উষ্মে ওয়ালাদ এবং মুদাব্বার আযাদ করা চলবে

٦٢৫৯ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ يَشْرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نُعِيمُ بْنُ النَّحَّامَ بِثَمَانِيْ مِائَةَ دِرْهَمٍ، فَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ -

৬২৫৯ আবু নুমান (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি তার গোলামকে মুদাব্বীর বানালো। ঐ গোলাম ব্যতীত তার আর কোন মাল ছিল না। খবরটি নবী ﷺ-এর কাছে

পৌছল। তিনি বললেন : গোলামটিকে আমার কাছ থেকে কে ক্রয় করবে? নৃ'আয়ম ইবন নাহহাম (রা) তাকে আটশ' দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে নিল। সনদস্থিত রাবী আমর (রা) বলেন, আমি জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, সে গোলামটি ছিল কিব্তী আর (আযাদ করার) প্রথম বছরেই সে মারা গিয়েছিল।

### ٢٧٨٨ بَابُ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخْرَى أَوْ أَعْتَقَ فِي الْكَفَارَةِ لِمَنْ وَلَأْوَهُ

২৭৮৮. অনুচ্ছেদ : যখন কেউ দুজনের মধ্যে শরীকানা কোন গোলাম আযাদ করে অথবা কাফ্কারার ক্ষেত্রে গোলাম আযাদ করে তখন তার ওয়ালাতে (স্বত্ত্বাধিকারী) কে পাবে?

**٦٢٦.** حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِي بَرِيرَةً فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا الْوَلَاءَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اشْتَرِيهَا إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

**৬২৬০** সুলায়মান ইবন হারব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বাবীরা নামী বাঁদীকে ক্রয় করতে চাইলে তার মালিকগণ তার উপর ওয়ালা-এর শর্তারোপ করল। আয়েশা (রা) ব্যাপারটি নবী করীম সুলায়মান-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি বললেন : তাকে তুমি ক্রয় করে নাও। কেননা ওয়ালা (স্বত্ত্বাধিকার) হল এ ব্যক্তির জন্য যে আযাদ করে দেয়।

### ٢٧٨٩ بَابُ الْأَسْتِئْنَاءِ فِي الْأَيْمَانِ

২৭৮৯. অনুচ্ছেদ : কসমের ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ্ বলা

**٦٢٦١** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمَلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمَلُكُمْ وَمَا عِنْدِيْ مَا أَحْمَلُكُمْ نَمْ لِبِّنَانَ مَا شَاءَ اللَّهُ فَاتَّى بِشَائِلَ فَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثَ نَوْدٍ، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ لَا يُبَارِكُ اللَّهُ لَنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَسْتَحْمَلُهُ فَحَلَفَ لَا يَحْمِلُنَا فَحَمَلْنَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَأَتَيْنَا النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بِلَ اللَّهُ حَمَلَكُمْ أَنِّيْ وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِيْ وَأَتَيْتُ الدِّيْنَ هُوَ خَيْرٌ -

**৬২৬১** কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা কতিপয় আশ'আরী লোকের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ্ সুলায়মান-এর কাছে একটি বাহন চাইবার জন্য এলাম। তিনি বললেন : আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে বাহন দিতে পারব না। কারণ, এমন কিছু আমার নিকট

নেই যা বাহন হিসাবে তোমাদেরকে দিতে পারি। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা যতক্ষণ চাইলেন আমরা অবস্থান করলাম। এমন সময় তাঁর নিকট কিছু উট আন হল। তখন তিনি আমাদেরকে তিনটি উট দেওয়ার জন্য হুকুম করলেন। আমরা যখন রওনা করলাম, তখন পরম্পরে বলতে লাগলাম যে, আল্লাহ্ তো আমাদের বরকত দেবেন না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে বাহন চাওয়ার জন্য যখন এলাম তখন তিনি আমাদেরকে বাহন দেবেন না বলে কসম করলেন। এরপরও আমাদেরকে বাহন দিয়ে দিলেন। আবু মূসা বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর কাছে ফিরে এসে ব্যাপারটি তাঁর কাছে উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন : আমি তো তোমাদেরকে বাহন দেইনি; বরং আল্লাহ্ তা'আলা দিয়েছেন। আল্লাহ্র কসম! ইনশাআল্লাহ্ আমি যখন কোন বিষয়ে কসম করি আর তার বিপরীতটির মাঝে মঙ্গল দেখতে পাই তখন কসমের কাফুফারা আদায় করে দেই। আর যেটি কল্যাণকর সেটিই বাস্তবায়িত করি।

٦٢٦٢ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ وَقَالَ لَا كَفَرْتُ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ  
خَيْرٌ أَوْ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَرْتُ -

**৬২৬২** আবু নু'মান (র)..... হামাদ (র) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : কিন্তু আমি আমার কৃত কসমের কাফুফারা আদায় করি এবং যেটি কল্যাণকর সেটি বাস্তবায়িত করি। অথবা বলেছেন : যেটি কল্যাণকর সেটি বাস্তবায়িত করি এবং এর কাফুফারা আদায় করে দেই।

٦٢٦٣ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاؤُوسٍ  
سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ سُلَيْমَانُ لَأَطْوَفْنَ اللَّيْلَةَ بِتِسْعِينَ امْرَأَةً كُلُّ تَلَدُّ غُلَامًا يُقَاتِلُ  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ، قَالَ سُفِيَّانُ: يَعْنِي الْمَلَكُ قُلْ اِنْ شَاءَ اللَّهُ فَنَسِيَ،  
فَطَافَ بِهِنَّ فَلَمْ تَأْتِ امْرَأَةً مِنْهُنَّ بُولَدٌ إِلَّا وَاحِدَةً بِشِقَّ غُلَامٍ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَرْوِيُ  
أَوْ قَالَ اِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرِكًا فِي حَاجَتِهِ، وَقَالَ مَرَّةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
لَوْ اسْتَئْنَى قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -

**৬২৬৩** আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত সুনায়মান (আ) একদা বলেছিলেন যে, অবশ্যই আজ রাতে আমি মরহিজন স্তৰীর সঙ্গে মিলিত হব। তারা প্রত্যেকেই পুত্র সন্তান প্রসব করবে যারা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করবে। তখন তার সাথী (রাবী সুফিয়ান সাথী দ্বারা ফেরেশতা বুঝিয়েছেন) বলল, আপনি ইনশাআল্লাহ্ বলুন। কিন্তু তিনি তা ভুলে গেলেন এবং সকল স্তৰীর স্থাথে মিলিত হলেন। তবে একজন ব্যক্তিত অন্য কোন স্তৰীর গর্ভ থেকেই কোন সন্তান পয়দা হল না; তাও ছিল অপূর্ণাঙ্গ। আবু হুরায়রা (রা) এ ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তিনি কসমের মাঝে যদি ইনশা আল্লাহ্ বলতেন তাহলে তাঁর কসমও ভঙ্গ হত না আবার উদ্দেশ্যও সাধিত হত। একবার আবু হুরায়রা (রা) একপ বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তিনি যদি 'ইস্তিসনা' করতেন (অর্থাৎ ইনশা আল্লাহ্ বলতেন)। আবু যিনাদ আরাজের মাধ্যমে আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

## ২৭৯. بَابُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِثْنِ وَبَعْدَهُ

২৭৯০. অনুচ্ছেদ : কসম ভঙ্গ করার পূর্বে এবং পরে কাফ্ফারা আদায় করা

**৬২৬৪** حَدَّثَنَا عَلَىُ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ ابْرَاهِيمَ عَنْ أَيُوبَ عَنِ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ زَهْدِمِ الْجَرْمَى قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ إِخَاءً وَمَعْرُوفٌ، قَالَ فَقَدِمَ طَعَامُهُ قَالَ وَقَدِمَ فِي طَعَامِهِ لَحْمُ دَجَاجٍ، قَالَ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمٍ اللَّهُ أَحْمَرُ كَانَهُ مَوْلَى قَالَ فَلَمْ يَدْنُ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى أَدْنُ فَإِنِّيْ قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ إِنِّيْ رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَدِرْتُهُ فَحَلَّفْتُ أَلَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا قَالَ أَدْنُ أَخْبِرْكَ عَنْ ذَلِكَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمَلُهُ وَهُوَ يُقْسِمُ نَعْمًا مِنْ نَعْمَ الصَّدَقَةِ قَالَ أَيُوبُ أَحْسِبُهُ قَالَ وَهُوَ غَضِيبٌ، قَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمَلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمَلُكُمْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَهْبٍ أَبْلٍ فَقَالَ أَيْنَ هُوَلَاءِ الْأَشْعَرِيِّونَ أَيْنَ هُوَلَاءِ الْأَشْعَرِيِّونَ فَأَتَيْنَا فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذُوْدٍ غُزِّ الدُّرِّيِّ، قَالَ فَانْدَفَعْنَا فَقُلْتُ لَاصْحَابِيِّ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَسْتَحْمَلُهُ فَحَلَّفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْنَا فَحَمَلَنَا نَسْيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمِينَهُ وَاللَّهِ لَئِنْ تَغْفَلْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمِينَهُ لَأَنْفُلْحُ أَبَدًا إِرْجِعُوا بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَنْذِكِرْهُ يَمِينَهُ، فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمَلُكَ فَحَلَّفَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلَنَا فَظَنَّنَا أَوْ فَعَرَفَنَا أَنَّكَ نَسِيْتَ يَمِينَكَ، قَالَ انْطَلَقُوا فَإِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللَّهُ إِنِّيْ وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَارَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا. تَابَعَهُ حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلَّابَةَ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمِ الْكَلِيْبِيِّ۔

**৬২৬৪** আলী ইব্ন হজ্র (র)..... যাহুদাম জারমী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদা আবু মুসা আশ'আরী (রা)-এর নিকট ছিলাম। আমাদের এবং জারম গোত্রের মাঝে ভাতৃত্ব ও সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। রাবী বলেন, তার জন্য খানা পেশ করা হল, তাতে ছিল মুরগীর গোশ্ত। তাদের দলের মাঝে বনী তাইমিল্লাহ গোত্রের এক ব্যক্তি ছিল। যার গায়ের রং ছিল লাল যেন দেখতে গোলাম। রাবী বলেন, লোকটি খানার কাছেও গেল না। আবু মুসা আশ'আরী তাকে বললেন, কাছে এসো (খানাতে শরীক হও)। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এর গোশ্ত খেতে দেখেছি। লোকটি বলল, আমি একে (মুরগী) কিছু খেতে

দেখেছি; ফলে আমি এটিকে ঘৃণা করছি। এবং সে থেকে কসম করেছি যে, কখনও আর এটি খাব না। আবু মূসা (রা) বলেন, কাছে এসো; আমি তোমাকে এ সম্পর্কে অবহিত করব। একদা আমরা আশ'আরী সম্প্রদায়ের একটি দলের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে একটি বাহন চাইবার জন্য আসলাম। তখন তিনি যাকাতের উট বট্টন করছিলেন। আইয়ুব বলেন, আমার মনে হয় তিনি তখন রাগভিত হয়ে বলেছিলেন : আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে বাহন দিব না। আর আমার কাছে বাহনযোগ্য কোন কিছুই নেই। রাবী বলেন, আমরা তখন প্রস্থান করলাম। এমন সময় তাঁর নিকট গনীমতের কয়েকটি উট আনা হল। তিনি বললেন : ঐ আশ'আরী লোকগুলো কোথায়? ঐ আশ'আরী লোকগুলো কোথায়? তখন আমরা ফিরে এলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচটি আকর্ষণীয় উট আমাদেরকে দেওয়ার জন্য ভুক্ত করলেন। আমরা উটগুলো নিয়ে রওনা হলাম। এমন সময় আমি আমার সঙ্গীদেরকে বললাম, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে বাহন চাওয়ার জন্য এসেছিলাম। আর তিনি আমাদেরকে বাহন দিবেন না বলে কসম করেছিলেন। কিন্তু এরপরে আমাদের কাছে লোক পাঠালেন এবং আমাদেরকে বাহন দিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কসম ভুলে গিয়েছেন। আল্লাহর কসম! আমরা যদি রাসূলুল্লাহকে ﷺ তাঁর কসমকে ভুলিয়ে দিয়ে থাকি তাহলে তো আমরা কখনও কৃতকার্য হতে পারব না। চল, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে ফিরে যাই এবং তাঁর কসম সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেই। এরপর আমরা ফিরে গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আপনার কাছে বাহন চাওয়ার জন্য এসেছিলাম, আপনি আমাদেরকে বাহন দিবেন না বলে কসম করেছিলেন। কিন্তু পরে আবার বাহন দিয়েছিলেন। এতে আমরা ধারণা করলাম বা বুঝতে পারলাম, আপনি হয়ত কসম ভুলে গিয়েছেন। তখন তিনি বললেন : তোমরা চলে যাও। নিশ্চয়ই আল্লাহই তো তোমাদেরকে বাহন দিয়েছেন। আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আমি যখন আল্লাহর ইচ্ছায় কোন বিষয়ে কসম করি আর তার অন্যটির মাঝে মঙ্গল দেখতে পাই তখন যেটার মধ্যে মঙ্গল আছে সেটি বাস্তবায়িত করি এবং কসমের কাফ্ফারা আদায় করে দেই। হাম্মাদ ইব্ন যায়িদ, আইউব, আবু কিলাবা এবং কাসিম ইব্ন আসিম কুলায়বী (র) থেকে উপরোক্ত হাদীসে ইসমাইল ইব্ন ইব্রাহিমের অনুসরণ করেছেন।

٦٢٦٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ زَهْدَمٍ بِهَذَا -

**৬২৬৫** কুতায়রা (র)..... যাহদাম (রা) থেকে উক্তরূপ বর্ণিত আছে।

٦٢٦٦ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَهْدَمٍ بِهَذَا -

**৬২৬৬** আবু মামার.....যাহদাম (রা) থেকেও উক্তরূপ বর্ণিত আছে।

٦٢٦٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنَى عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَسْأَلُ الْأَمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا عِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أَعْنَتْ عَلَيْهَا وَإِنْ أَعْطَيْتَهَا عِنْ مَسْئَلَةٍ

وَكُلْتَ إِلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأَتَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِرَ عَنْ يَمِينِكَ . تَابَعَهُ أَشْهَلُ ابْنِ حَاتِمٍ عَنْ ابْنِ عَوْنَى . وَتَابَعَهُ يُونُسُ وَسِمَاكُ بْنُ عَطِيَّةَ وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ وَحُمَيْدٍ وَقَتَادَةَ وَمَنْصُورٍ وَهِشَامٍ وَالرَّبِيعُ -

**৬২৬৭** মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আবদুর রাহমান ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তুমি নেতৃত্ব চাইও না। কেননা, চাওয়া ব্যক্তিত যদি তোমাকে তা দেওয়া হয় তবে তোমাকে তাতে সাহায্য করা হবে। আর যদি চাওয়ার পর তা তোমাকে দেওয়া হয়, তবে তা তোমার দায়িত্বেই ছেড়ে দেওয়া হবে (অর্থাৎ এর ভাল মন্দের দায়িত্ব তোমারই থাকবে)। তুমি যখন কোন কিছুতে কসম কর আর কল্যাণ তার অন্যটির মাঝে দেখতে পাও, তখন যেটার মাঝে কল্যাণ সেটাই বাস্তবায়িত কর। আর তোমার কৃত কসমের কাফ্ফারা আদায় করে দাও। আশহাল ইবন হাতিম, ইবন আউন থেকে এবং উস্মান ইবন আমর-এর অনুসরণ করেছেন এবং ইউনুস, সিমাক ইবন আতিয়া, সিমাক ইবন হারব, হুমায়দ, কাতাদা, মানসুর, হিশাম ও রাবী‘ উক্ত বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইবন আউন-এর অনুসরণ করেছেন।



كتاب الفرأئض  
উত্তরাধিকার অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْفَرَائِضِ

## উত্তরাধিকার অধ্যায়

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ : يُوصِّيْكُمُ اللَّهُ فِي أُولَادِكُمْ أَلَا يَتَبَرَّزُ

অনুচ্ছেদ ৪ : মহান আল্লাহর বাণী : আল্লাহ তোমাদের সন্তান সংক্ষে নির্দেশ দিচ্ছেন.... দুই আয়াত পর্যন্ত

**٦٢٦٨** حَدَّثَنَا قَتْبِيْبُهُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَّاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سَعِيْدَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَرَضْتُ فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانٌ فَاتَّاْنِي وَقَدْ أَغْمَىَ عَلَىَ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَبَّ عَلَىَ وَضُوَّاهُ فَاقْتُ, فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي كَيْفَ أَقْضِيْ فِي مَالِي فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّىَ نَزَّلَتْ أَيْةُ الْمِيرَاثِ

**٦٢٦٨** কুতায়বা ইবন সাইদ (র).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর (রা) আমার শুশ্রায় করলেন। তাঁরা উভয়েই পদব্রজে আসলেন এবং আমার কাছে উপস্থিত হলেন। আমি তখন বেহেশ অবস্থায় ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ অযু করলেন এবং আমার উপর অযুর পানি ঢেলে দিলেন। আমি হেঁশে এসে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার সম্পদের ব্যাপারে কি করব। আমার সম্পদের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবঃ তখন তিনি আমাকে কোন উত্তর দিলেন না। অবশেষে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হল।

**٤٧٩١** بَابُ تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ وَقَالَ عُقْبَةُ ابْنُ عَامِرٍ تَعْلَمُوا قَبْلَ الظَّاهِيْنَ يَعْنِي الْذِيْنَ يَتَكَلَّمُونَ بِالظَّنِّ

২৭৯১. অনুচ্ছেদ ৪ : উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া। উক্বা ইবন আমির (রা) বলেন, যারা ধারণাপ্রসূত কথা বলে তাদের এ ধরনের কথা বলার পূর্বেই তোমরা (উত্তরাধিকার বিদ্যা) শিখে নাও

**٦٢٦٩** حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهِيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِيَّاكُمْ وَالظَّنُّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ

الْحَدِيثُ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَبَاغِضُوا وَلَا تَدَابِرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ أَخْوَانًا۔

**৬২৬৯** মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা ধারণা করা পরিহার কর, কেননা, ধারণা করা হচ্ছে সর্বাধিক মিথ্যা। কারও দোষ তালাশ করো না, দোষ বের করার জন্য গুপ্তচরবৃত্তি করো না, একে অপরের প্রতি হিংসা পোষণ করো না, পরম্পরে সম্পর্কচ্ছেদ করো না। আল্লাহ'র বান্দা পরম্পরে ভাই ভাই হয়ে যাও।

### ২৭৭২ بَابُ قُولِ النَّبِيِّ لَأَنُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً

২৭৯২. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বাণী : আমাদের কোন উত্তরাধিকারী হবে না আর যা কিছু আমরা রেখে যাই সবই হবে সাদাকাস্তরূপ

**৬২৭.** حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّزْهَرِيِّ عَنْ عُرُوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَاسَ أَتَيَا أَبَا بَكْرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُمَا، يُوْمَئِذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَيْهِمَا مِنْ فَدَكٍ وَسَهْمَهِمَا مِنْ خَيْرِهِمَا، فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لَأَنُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً إِنَّمَا يَأْكُلُ الْمُحَمَّدُ مِنْ هَذَا الْمَالِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهُ لَا أَدْعُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ فِيهِ إِلَّا صَنَعْتُهُ ، قَالَ فَهَجَرَتْهُ فَاطِمَةُ ، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَتْ -

**৬২৭০** আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রেখে যাওয়া সম্পত্তির) উত্তরাধিকারিত্ব চাওয়ার জন্য একদা ফাতিমা ও আকবাস (রা)-এর কাছে আসলেন। তাঁরা ঐ সময় ফাদাক ভূখণ্ডের এবং খায়বারের অংশ দাবি করছিলেন। তখন আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁদের উভয়ের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন : আমাদের কোন উত্তরাধিকারী হবে না, আমরা যা রেখে যাব তা সবই হবে সাদাকা। এ মাল থেকে মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার ভোগ করবেন। আবু বকর (রা) বলেন, আল্লাহ'র কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি এতে যেভাবে করতে দেখেছি, তা সেভাবেই বাস্তবায়িত করব। রাবী বলেন, এরপর থেকে ফাতিমা (রা) তাঁকে পরিহার করেছিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তার সাথে কথা বলেন নাই।

**৬২৭১** حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الرَّزْهَرِيِّ عَنْ عُرُوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَنَا لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً -

**৬২৭১** ইসমাঈল ইব্ন আবান (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : আমাদের কোন উত্তরাধিকারী হবে না। আমরা যা কিছু রেখে যাব সবই হবে সাদাকাস্তরূপ।

٦٢٧٢ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أُوسٍ بْنُ الْحَدَّانَ وَكَانَ مُحَمَّدًا بْنُ جُبَيْرٍ بْنُ مُطْعَمٍ ذَكَرَ لِي مِنْ حَدِيثِهِ ذَلِكَ ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ انْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ فَاتَاهُ حَاجَبٌ يَرْفَأُ فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزَّبِيرِ وَسَعْدٍ قَالَ نَعَمْ فَادِنَ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ هَلْ لَكَ فِي عَلَى وَعَبَّاسٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ عَبَّاسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا قَالَ أَنْشَدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً ، يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَفْسَهُ ، فَقَالَ الرَّهْطُ قَدْ قَالَ ذَلِكَ ، فَاقْبَلَ عَلَى عَلَى وَعَبَّاسٍ ، فَقَالَ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ قَالَ ذَلِكَ ، قَالَ لَا قَدْ قَالَ ذَلِكَ قَالَ عُمَرُ فَإِنِّي أَحَدُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ قَدْ خَصَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَا الْفَئِءَ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ ، فَقَالَ : مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ إِلَى قَدِيرٍ ، فَكَانَتْ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ مَا أَحْتَازَهَا دُونَكُمْ وَلَا اسْتَأْشِرَ بِهَا عَلَيْكُمْ لَقَدْ أَعْطَاكُمُوا وَبِئْتُهَا فِيْكُمْ حَتَّى بَقَى مِنْهَا هَذَا الْمَالُ فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْفَقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ هَذَا الْمَالِ نَفْقَةً سَنَةً ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقَى فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ فَعَمِلَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِيَاتَهُ أَنْشَدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمْ ، ثُمَّ قَالَ لِعَلَى وَعَبَّاسٍ أَنْشَدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ قَالَا نَعَمْ ، فَتَوَقَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَبَضَهَا فَعَمِلَ بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ تَوَقَّى اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَبَضَتُهَا سَنَتَيْنِ أَعْمَلُ فِيهَا مَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ جِئْتُمَايِّنِي وَكَلِمْتُكُمَا وَاحِدَةً وَأَمْرُكُمَا جَمِيعً ، جِئْتُنِي تَسْأَلْنِي نَصِيبُكَ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ وَآتَانِي هَذَا يَسْأَلْنِي نَصِيبُ امْرَاتِهِ مِنْ أَبِيهَا ، فَقُلْتُ أَنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ فَتَلَمَسَانِي قَضَاءَ غَيْرَ ذَلِكَ فَوَاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومُ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْتُمَا فَادْفَعُهَا إِلَيَّ فَإِنِّي أَكْفِكُمَا هَا -

**৬২৭২** ইয়াহুয়া ইবন বুকায়র (র)..... মালিক ইবন আউস ইবন হাদাছান (রা) থেকে বর্ণিত। মুহাম্মদ ইবন জুবায়র ইবন মুতঙ্গ আমাকে (মালিক ইবন আউস ইবন হাদাছান)-এর পক্ষ থেকে একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি বলেন, আমি মালিক ইবন আউস (রা)-এর কাছে চলে গেলাম এবং ঘটনাটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন যে, আমি উমর (রা)-এর নিকট গিয়েছিলাম। এমন সময় তাঁর দারোয়ান ইয়ারফা সেখানে উপস্থিত হয়ে বলল, আপনি উসমান, আবদুর রাহমান, যুবায়র ও সাদ (রা)-কে ভিতরে আসার অনুমতি দিবেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি তাঁদেরকে ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন। এরপর সে উমর (রা)-এর নিকট এসে বলল, আপনি আলী ও আববাস (রা)-কে ভিতরে আসার অনুমতি দিবেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আববাস (রা) বলেন, হে আমীরুল্লাহ মু'মিনীন! আমার এবং এর মাঝে মীমাংসা করে দিন। উমর (রা) বললেন, আপনাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলি যার হৃকুমে আকাশ ও যমীন প্রতিষ্ঠিত আছে; আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, আপনাদের কোন উত্তরাধিকারী থাকবে না, আমরা যা কিছু রেখে যাব সবই হবে সাদাকাস্তরূপ। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দ্বারা নিজেকেই উদ্দেশ্য করেছিলেন। দলের লোকেরা বলল, অবশ্যই তিনি তা বলেছেন। এরপর তিনি আলী ও আববাস (রা)-এর দিকে মুখ করে বললেন, আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা বলেছিলেনঃ তাঁরা উভয়ে জবাব দিলেন, অবশ্যই তিনি তা বলেছেন। উমর (রা) বললেন, এখন আমি এ ব্যাপারে আপনাদের কাছে বর্ণনা রাখছি যে, আল্লাহ তা'আলা এ ফায় (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত ধনসম্পদ)-এর ব্যাপারে তাঁর রাসূলকে বিশেষত্ত্ব প্রদান করেছেন, যা আর অন্য কাউকে করেননি। তিনি (আল্লাহ তা'আলা) বলেন : ﴿إِنَّمَا قَدِيرٌ عَلَى رَسُولِهِ مَا أَفْيَاهُ﴾ -এর জন্য। আল্লাহ তা'আলার কসম! তিনি আপনাদের ব্যতীত অন্য কারও জন্য এ মাল সংরক্ষণ করেননি। আর আপনাদের ব্যতীত অন্য কাউকে এতে প্রাধান্য দেননি। এ মাল তো আপনাদেরই তিনি দিয়ে গিয়েছেন এবং আপনাদের মাঝেই বণ্টন করেছেন। পরিশেষে এ মালটিকু অবশিষ্ট ছিল। তখন তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনের বছরের ভরণ-পোষণের জন্য এ থেকে খরচ করতেন। এরপর যা অবশিষ্ট থাকত তা আল্লাহর মাল হিসেবে (তাঁর রাস্তায়) খরচ করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর গোটা জীবন্দশায়ই এরপ করে গিয়েছেন। আমি আপনাদের আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, এ কথাগুলো কি আপনারা জানেনঃ তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। এরপর তিনি আলী (রা) ও আববাস (রা)-এর দিকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আপনাদের দু'জনকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা কি এ কথাগুলো জানেনঃ তাঁরা উভয়ে বললেন, হ্যাঁ। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ -কে ওফাত দান করলেন তখন আবু বকর (রা) বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ওলী। এরপর তিনি উক্ত মাল হস্তগত করলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে তা ব্যবহার করেছিলেন তিনিও তা সেভাবে ব্যবহার করেছেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা আবু বকর (রা)-এর ওফাত দান করলেন। তখন আমি বললাম, আমি আল্লাহর রাসূলের ওলীর ওলী। আমি এ মাল হস্তগত করলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর (রা) এ মালের ব্যাপারে যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন দু'বছর যাবত আমি এ মালের ব্যাপারে সেই নীতিই অবলম্বন করে আসছি। এরপর আপনারা আমার কাছে আসলেন আর আপনাদের উভয়ের বজ্রব্যও এক এবং ব্যাপারটিও অনুরূপ। (হে আববাস (রা)) আপনি তো আপনার ভাতিজার থেকে প্রাপ্য অংশ আমার কাছ চাইছেন। আর আলী (রা) আমার কাছে তাঁর স্ত্রীর অংশ যা তাঁর

উত্তরাধিকার

পিতা থেকে প্রাপ্য আমার কাছে তলব করছেন। সুতরাং আমি বলছি, আপনারা যদি এটা চান তাহলে আমি আপনাদেরকে তা দিয়ে দিতে পারি। এরপর কি আপনারা অন্য কোন ফায়সালা আমার কাছে চাইবেন? এ আল্লাহর কসম! যাঁর হৃকুমে আকাশ ও যমীন প্রতিষ্ঠিত আছে। আমি যে ফায়সালা প্রদান করলাম কিয়ামত পর্যন্ত এ ছাড়া আর অন্য কোন ফায়সালা দিতে পারব না। আপনারা যদি এ ধনসম্পদের শৃঙ্খলা বিধানে অক্ষম হন তবে তা আমার কাছে ফিরিয়ে দিবেন, আমি তার শৃঙ্খলা বিধান করব।

**٦٢٧٣** حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَقْتِسِمُ وَرَثَتِي دِيْنَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِيٍّ وَمُؤْنَةٍ عَامِلِيٍّ فَهُوَ صَدَقَةٌ۔

**৬২৭৩** ইসমাইল (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার রেখে যাওয়া সম্পত্তির দীনার বণ্টনযোগ্য নয়। আমার সহধর্মীগণের এবং আমার কর্মচারীবৃন্দের খরচ ব্যতীত যতটুকু থাকবে তা হবে সাদাকাতুল্য।

**٦٢٧٤** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوفَىَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْدَنَ أَنْ يَبْعَثُنَّ عِتْمَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلُنَّهُ مِيرَاثَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَلِيَسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً۔

**৬২৭৪** আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)..... নবী ﷺ -এর সহধর্মী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর ওফাতের পর তাঁর সহধর্মীগণ আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর কাছে আপন আপন উত্তরাধিকার চাওয়ার জন্য উসমান (রা)-কে পাঠানোর ইচ্ছা করলেন। তখন আয়েশা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি এক্সপ বলেননি, আমাদের কোন উত্তরাধিকারী নেই? আমরা যা রেখে যাব সবই হবে সাদাকাতুল্য।

**٦٢٧٥** بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ تَرَكَ مَا لَا فَلَادِهِ

২৭৯৩. অনুচ্ছেদ ৪ নবী ﷺ -এর বাণী ৪ যে ব্যক্তি মাল রেখে যায় তা তার পরিবার-পরিজনের হবে

**٦٢٧৫** حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلَوْرَثَتِهِ۔

**৬২৭৫** আবদান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সুত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মুমিনদের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যায় আর সে যদি ঋণ পুরা করার

মত কোন সম্পদ রেখে না যায় তাহলে তা আদায় করার দায়িত্ব আমার। আর যে ব্যক্তি কোন মাল রেখে মারা যায় তা হবে তার উত্তরাধিকারীদের জন্য।

**২৭৯৪ بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوْ امْرَأٌ بِنْثًا فَلَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَتَا مُنْتَهِيَّنِيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلُثُانِ فَإِنْ كَانَ مَعْهُنَّ ذَكْرٌ بُدِئَ بِمَنْ شَرِكُوهُ فَيُؤْلَى فَرِيْضَتَهُ وَمَا بَقِيَ فَلِلذِّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْثَيْنِ**

২৯৯৪. অনুচ্ছেদ ৪ পিতা-মাতার পক্ষ থেকে সন্তানের উত্তরাধিকার। যায়িদ ইবন সাবিত (রা) বলেন, কোন পুরুষ বা নারী যদি কন্যা সন্তান রেখে যায় তাহলে সে অর্ধাংশ পাবে। আর যদি তাদের সংখ্যা দুই বা ততোধিক হয় তারা পাবে দুই-তৃতীয়াংশ। আর যদি উভ কন্যা বা কন্যাসমূহের সঙ্গে পুরুষ থাকে তাহলে প্রথমে অংশীদারদেরকে তাদের প্রাপ্ত দেয়ার পর বাকি অংশ দুই নারী সমান এক পুরুষ ভিত্তিতে বর্টন করা হবে

**৬২৭৬ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحِقُّوْفُ الْفَرَائِضُ بِإِهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَأُولَئِي رَجُلٌ ذَكْرٌ**

৬২৭৬ মূসা ইবন ইসমাইল (র)..... ইবন আকবাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মীরাস তার হক্দারদেরকে পৌছিয়ে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকে, তা নিকটতম পুরুষের জন্য।

### ২৭৯৫. **৬২৭৭ بَابُ مِيرَاثِ الْبَنَاتِ**

২৭৯৫. অনুচ্ছেদ ৪ কন্যা সন্তানদের উত্তরাধিকার

**৬২৭৭ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَامِرٌ بْنُ سَعْدٍ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَضَتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا أَشْفَقْتُ مِنْهُ عَلَى الْمُوتِ فَاتَّانِي النَّبِيُّ ﷺ يَعْوَدُنِي ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا أَبْنَتِي أَفَا تَصَدَّقُ بِثُلَثِيْ مَالِيْ فَقَالَ لَا قَالَ فَالشَّطَرُ قَالَ لَا قُلْتُ الْثُلُثُ قَالَ الْثُلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرَكْهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقْ نَفَقَةً إِلَّا جَرِتْ عَلَيْهَا حَتَّى الْلُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَاتِكَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْلَفُ عَنْ هِجْرَتِي؟ فَقَالَ لَنْ تُخَلِّفَ بَعْدِي فَتَعْمَلَ عَمَلاً تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدَتْ بِهِ رَفْعَةً وَدَرَجَةً لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلِّفَ بَعْدِي حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرِّبَكَ أَخْرُونَ ، وَلَكِنَ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرِثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ قَالَ سُفِّيَانُ وَسَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرِبْنِ لَوَى-**

**৬২৭৭** হুমায়দী (র).... সাদ ইবন আবু ওয়াকাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কাতে একদা খুব অসুস্থ হয়ে পড়লাম এবং এতে আমি মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েছিলাম। নবী ﷺ সেবা শুশ্রাৰ করার জন্য আমার কাছে তশরীফ আনলেন। তখন আমি বললাম, ইয়া, রাসূলাল্লাহ! আমার তো অনেক ধন-সম্পদ রয়েছে। আর আমার একমাত্র কন্যা ব্যতীত আর কোন উত্তরাধিকারী নেই। আমি কি দু'ত্তীয়াংশ মাল দান করে দেব? তিনি বললেন, না। (রাবী বলেন) আমি বললাম, তবে কি অর্ধেক দান করে দেব? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, এক-ত্তীয়াংশ কি দান করে দেব? তিনি বললেন : এক-ত্তীয়াংশ তো অনেক। তুমি তোমার সন্তানকে অভাবগ্রস্ত অবস্থায় রেখে যাবে আর সে মানুষের কাছে হাত পেতে ভিক্ষা করবে—এর চেয়ে তাকে সচল অবস্থায় রেখে যাওয়াটাই তো উত্তম। তুমি (পরিবার-পরিজনের জন্য) যাই খরচ করবে তার প্রতিদান তোমাকে দেওয়া হবে। এমন কি ঐ লোকমাট্রিও প্রতিদান তোমাকে দেওয়া হবে যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি আমার হিজরতকৃত স্থান থেকে পশ্চাতে থেকে যাব? তিনি বললেন : আমার পশ্চাতে থেকে গিয়ে তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে আমলই করবে তাতে তোমার মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে। সম্ভবত তুমি আমার পরেও জীবিত থাকবে। এমন কি তোমার দ্বারা বহু সম্পদায় উপকৃত হবে এবং অন্যেরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু বেচারা সাদ ইবন খাওলা (রা)-এর জন্য আফসোস। মক্কাতেই হয়েছিল তাঁর মৃত্যু। সে জন্য রাসূলাল্লাহ ﷺ তাঁর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। সুফিয়ান (রা) বলেন, সাদ ইবন খাওলা (রা) বনূ আমির ইবন লুআই গোত্রের লোক ছিলেন।

**৬২৭৮** حَدَّثَنِيْ مَحْمُودٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَشَيْبَانُ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَلْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ أَتَانَا مُعَاذٌ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ مُعْلِمًا أَوْ أَمِيرًا، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوفَىٰ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَخْتَهُ فَأَعْطَى الْأَبْنَةَ النَّصْفَ وَأَلْأَخْتَ النَّصْفَ-

**৬২৭৮** মাহমুদ ইবন গায়লান (র)..... আস্ওয়াদ ইবন ইয়ায়ীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আয ইবন জাবাল (রা) আমাদের নিকট মু'আলিম অথবা আমীর হিসাবে ইয়ামানে এলে আমরা তাঁর কাছে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যে লোকটি এক কন্যা ও একটি ভগ্নি রেখে মারা গিয়েছে। তখন তিনি কন্যাটিকে সম্পত্তির অর্ধেক ও বোনকে অর্ধেক প্রদান করলেন।

**৬৭৯৬** بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْأَبْنَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ابْنُ زَيْدٍ وَلَدُ الْأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدُ ذَكَرَهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأَنْثَاهُمْ كَأَنْثَاهِمْ يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ وَيَحْجِبُونَ كَمَا يَحْجِبُونَ وَلَا يَرِثُ وَلَدُ الْأَبْنَاءِ مَعَ الْأَبْنَاءِ

২৭৯৬. অনুচ্ছেদ : পুত্রের অবর্তমানে নাতির উত্তরাধিকার। যায়িদ (রা) বলেন, পুত্রের সন্তানাদি পুত্রের মতই, যখন তাকে ছাড়া আর কোন সন্তান না থাকে। নাতিগণ পুত্রদের মত আর নাতনীগণ কন্যাদের মত। পুত্রদের মত নাতনীগণও উত্তরাধিকারী হয়, আবার পুত্রগণ যেরূপ অন্যদেরকে মাহরম করে নাতিগণও সেরূপ অন্যদেরকে মাহরম করে। আবার নাতিগণ পুত্রদের বর্তমানে উত্তরাধিকারী হয় না

٦٢٧٩ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِقُوقُ الْفَرَائِضُ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَأُولَئِي رَجْلٍ ذَكَرٍ -

৬২৭৯ ৪৮৫ মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র)..... ইবন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রাপ্যাংশ (মিরাস) তাদের হকদারদের কাছে পৌছিয়ে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা নিকটতম পুরুষের জন্য।

### ٦٧٩٧ بَابِ مِيرَاثِ ابْنَةِ ابْنِ مَعَ ابْنَةِ

২৭৯৭. অনুচ্ছেদ : কন্যার বর্তমানে পুত্র তরফের নাতনীর উত্তরাধিকার

٦٢٨. حَدَّثَنَا أَدْمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ يَقُولُ سُلَيْلَ أَبُو مُوسَى عَنْ ابْنَةِ وَابْنَةِ ابْنِ وَأَخْتِ ، فَقَالَ لِلابْنَةِ النَّصْفُ وَلِلأُخْتِ النَّصْفُ وَأَتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيِّتَاهُنِّي ، فَسُلَيْلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ ضَلَّتْ أَذْنُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهَتَّدِينَ أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ لِلابْنَةِ النَّصْفُ وَلِلابْنَةِ ابْنُ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ التَّلَثِينِ وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ فَاتَّيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي مَادَامَ هَذَا الْحِبْرُ فِيْكُمْ

৬২৮০ ৪৮৬ আদাম (র)..... হ্যায়ল ইবন শুরাহবীল (রা)-কে কন্যা, পুত্র পক্ষের নাতনী এবং ভগ্নির উত্তরাধিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তখন তিনি বললেন, কন্যার জন্য অর্ধেক আর ভগ্নির জন্য অর্ধেক। (তিনি বললেন) তোমরা ইবন মাসউদ (রা)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে দেখ, তিনিও হয়ত আমার মত উত্তর দেবেন। সুতরাং ইবন মাসউদ (রা)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল এবং আবু মূসা (রা) যা বলেছেন সে সম্পর্কেও তাঁকে অবহিত করা হল। তিনি বললেন, আমি তো গোমরা হয়ে যাব, হেদায়েতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারব না। আমি এ ব্যাপারে তোমাদের মাঝে ঐ ফায়সালাই করব, নবী ﷺ যে ফায়সালা প্রদান করেছিলেন। কন্যা পাবে অর্ধাংশ আর নাতনী পাবে ষষ্ঠাংশ। এভাবে দু'ত্তীয়াংশ পুরু হবে। অবশিষ্ট এক-ত্তীয়াংশ থাকবে ভগ্নির জন্য। এরপর আমরা আবু মূসা (রা)-এর কাছে আসলাম এবং ইবন মাসউদ (রা) যা বললেন, সে সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলাম। তখন তিনি বললেন : যতদিন এ অভিজ্ঞ আলিম (জ্ঞানতাপস) তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকবে ততদিন আমার কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করো না।

৬৭৯৮ بَابُ مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الْأَبِ وَالْأَخْوَةِ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبِيرِ الْجَدُّ أَبٌ ، وَقَرَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَابْنِي أَدَمَ وَاتَّبَعَتْ مِلَةُ أَبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَغْنُوبَ

উত্তরাধিকার

وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّ أَحَدًا خَالِفَ أَبَا بَكْرٍ فِي زَمَانِهِ وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ مُتَوَافِرُونَ ،  
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرِثِنِي ابْنُ ابْنِي دُونَ إِخْوَتِي وَلَا أَرِثُ ابْنَ ابْنِي وَيَذْكُرُ عَنْ عَلِيٍّ  
وَعُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدَ أَقْلَاوِيلُ مُخْتَلِفَةُ

২৭৯৮. অনুচ্ছেদ ৪ পিতা ও ভাতৃবৃন্দের বর্তমানে দাদার উত্তরাধিকার। আবৃ বকর সিঙ্গীক (রা), ইবন  
আব্রাস (রা) এবং ইবন যুবায়ির (রা) বলেন যে, দাদা পিতার মতই। ইবন আব্রাস (রা) একেপ পড়েছেন  
يَابْنِي أَدْمَ وَأَتَبْعَثُ مَلَّةً أَبَائِيْ إِبْرَاهِيمَ وَاسْحَقَ وَيَعْقُوبَ  
— বস্তুত এরকম কেউই বলেননি যে,  
আবৃ বকর (রা)-এর যামানায় কেউ তার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। অথচ সে সময়ে নবী করীম  
— এর  
অনেক সাহারী বিদ্যমান ছিল। আর ইবন আব্রাস (রা) বলেন, আমার নাতি আমার উত্তরাধিকারী হবে,  
আমার ভাই নয়। তবে আমি আমার নাতির উত্তরাধিকারী হব না। তবে উমর, আলী ইবন মাসউদ এবং  
যায়িদ (রা) থেকে এ সম্পর্কে বিভিন্ন বঙ্গব্য পাওয়া যায়

٦٢٨١ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهِيَبٌ عَنْ أَبْنِ طَاؤُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحُقُوقُ الْفَرَائِضُ بِاَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلَأُولَئِي رَجُلٌ ذَكَرَ -

৬২৮১ সুলায়মান ইব্ন হারব (র)..... ইব্ন আবিস (রা) সূত্রে নবী সুন্নাহ প্র  
সংক্ষিপ্ত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন :  
প্রাপ্যাশ তার হকদারকে পৌছিয়ে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা নিকটতম পুরুষের জন্য।

٦٢٨٢ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُوبَ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا لَا تَتَّخِذْهُ وَلَكِنْ خَلْلَةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ أَوْ قَالَ خَيْرٌ فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ أَمَّا أَوْ قَالَ قَضَاهُ أَمَّا

**৬২৮২** আবু মামার (র)..... ইব্ন আবুস রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলপ্রাহ বলেছেন :  
 “আমি যদি এ উশ্মাত থেকে কাউকে খলীল (অত্রঙ্গ বন্ধু) বানাতাম তবে তাকে [আবু বকর (রা)]-কে  
 বানাতাম। কিন্তু ইসলামী বন্ধুত্বই হচ্ছে সর্বোত্তম।” خير افضل شد بلهنهن نا کي ا্যে এতে রাবীর সন্দেহ  
 আছে। তিনি দাদাকে পিতার মর্যাদা দিয়েছেন । অথবা । قضاه ابا لـ ।

٢٧٩٩ بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

୨୭୯୯. ଅନୁଚ୍ଛେଦ : ସମ୍ଭାନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନେ ସ୍ଵାମୀର ଉତ୍ସର୍ଗଧିକାର

٦٢٨٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءِ عَنْ أَبْنِ أَبِي نَجِيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدِيْنِ ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذِّكْرِ مِثْلَ حَظَّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلَّابِوْيَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ السُّمْنَ وَالرُّبُعَ وَلِلزَّوْجِ الشَّطَرَ وَالرُّبُعَ -

**৬২৮৩** মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র)..... ইবন আবুবাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (প্রথমে) মাল ছিল সন্তানাদির আর ওসিয়াত ছিল পিতামাতার জন্য। কিন্তু পরে আল্লাহ তা'আলা তা রহিত করে দিয়ে এর চেয়ে উত্তমতি প্রবর্তন করেছেন। পুরুষের জন্য নারীদের দু'জনের সমতুল্য অংশ নির্ধারণ করেছেন। আর পিতা-মাতার প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ নির্ধারণ করেছেন। স্ত্রীর জন্য নির্ধারণ করেছেন (সন্তান থাকা অবস্থায়) এক-অষ্টমাংশ এবং (সন্তান না থাকলে) এক-চতুর্থাংশ। আর স্বামীর জন্য (সন্তান না থাকলে) অর্ধেক আর (সন্তান থাকলে) এক-চতুর্থাংশ।

## ٢٨٠.. بَابُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

২৮০০. অনুচ্ছেদ : সন্তানাদির বর্তমানে স্বামী ও স্ত্রীর উত্তরাধিকার

**৬২৮৪** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيْتًا بِفُرَّةٍ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْفُرَّةِ تُوفَّيْتُ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَإِنَّ الْعُقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا -

**৬২৮৪** কৃতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী লিহ্যান গোত্রের জনৈক মহিলার একটি জনপাত সংক্রান্ত ব্যাপারে নবী ﷺ একটি গোলাম বা দাসী প্রদানের নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি যে মহিলাটিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সে মারা গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ফায়সালা দিলেন, তার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি তার পুত্রগণ ও স্বামীর জন্য। আর দিয়াত (গোলাম বা বাঁদী) তার আসাবার জন্য।

## ٢٨١ بَابُ مِيرَاثِ الْأَخْوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ

২৮০১. অনুচ্ছেদ : কন্যাদের বর্তমানে ভগ্নি আসাবা হিসেবে উত্তরাধিকারিণী হয়

**৬২৮৫** حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَضَى فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ النَّصْفُ لِلْأَبْنَةِ وَالنَّصْفُ لِلْأُخْتِ، ثُمَّ قَالَ سُلَيْমَانُ قَضَى فِينَا وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

**৬২৮৫** বিশ্র ইবন খালিদ (র)..... আল আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআয ইবন জাবাল (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় আমাদের মাঝে এ ফায়সালা দিয়েছিলেন যে, কন্যা পাবে সম্পত্তির অর্ধেক আর ভগ্নির জন্যও অর্ধেক। এরপর সনদস্থিত রাবী সুলায়মান বলেন, তিনি (আল আসওয়াদ) আমাদের এ ব্যাপারে মীমাংসা করেছিলেন। তবে عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ-এর যামানায়) কথাটি উল্লেখ করেন।

٦٢٨٦ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا قُضِيَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا هُنَّةَ النَّصْفُ وَلَا هُنَّةَ الابْنِ السُّدُّسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخْتِ-

৬২৮৬ আমর ইবন আকবাস (র)..... ভ্রায়াল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেছেন, আমি এতে ঐ ফায়সালাই করব যা নবী ﷺ করেছিলেন। অথবা তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন, (তা হচ্ছে,) কন্যার জন্য সম্পত্তির অর্ধেক আর পুত্র পক্ষের নাতনীদের জন্য ষষ্ঠাংশ। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা ভগ্নির জন্য।

## ২৮.২ بَابُ مِيرَاثِ الْأَخْوَةِ وَالْأَخْوَاتِ

২৮০২. অনুচ্ছেদ : ভগ্নিগণ ও ভাত্তগণের উত্তরাধিকার

٦٢٨٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا مَرِيْضٌ فَدَعَ بِوَضْعِهِ فِتْوَاضًا وَنَضْحَ عَلَى مِنْ وَضُوئِهِ فَافَقَتْ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا لِي أَخْوَاتٌ فَنَزَّلَتْ أَيَّةُ الْفَرَائِضِ-

৬২৮৭ আবদুল্লাহ ইবন উসমান (র).... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অসুস্থ ছিলাম। তখন নবী ﷺ আমার নিকট তশরীফ আনলেন। এসে অযুর পানি চাইলেন এবং অযু করলেন। তারপর অযুর বেঁচে যাওয়া পানি থেকে আমার উপর ঢেলে দিলেন। তখন আমি প্রকৃতিস্থ হলাম এবং আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার ভগ্নিগণ আছে। ঐ সময় উত্তরাধিকার বিষয়ক আয়াত নাযিল হয়।

## ১৮.৩ بَابُ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ الْأَبِيَّةِ

২৮০৩. অনুচ্ছেদ : (মহান আল্লাহর বাণী) : লোকেরা আপনার নিকট ব্যবস্থা জানতে চায়। বলুন, পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সবক্ষে তোমাদেরকে আল্লাহ ব্যবস্থা জানাচ্ছে..... আয়াতের শেষ পর্যন্ত

৬২৮৮ ٦٢٨٨ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ اسْرَائِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ أَخْرِيَةُ نَزَّلَتْ خَاتِمَةُ سُورَةِ النِّسَاءِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ الْأَبِيَّةِ-

৬২৮৮ উবায়দুল্লাহ ইবন মুসা (র).... বারআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত হচ্ছে সূরা নিসার আখেরী আয়াত : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ الْأَبِيَّةِ

১৮.৪ بَابُ ابْنَى عَمِّ أَحَدُهُمَا أَخُ لَامْ وَالْأَخْرُ زَوْجٌ وَقَالَ عَلَى لِزْوَجِ النَّصْفِ وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُّسُ وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ-

২৮০৪. অনুচ্ছেদ ৪ : (কোন মেয়েলোকের) দু'জন চাচাতো ভাই, তন্মধ্যে একজন যদি মা শরীক ভাই আর অপরজন যদি স্বামী হয়। আলী (রা) বলেন, স্বামীর জন্য অংশ হচ্ছে অর্ধেক আর মা শরীক ভাই-এর জন্য হচ্ছে এক-ষষ্ঠাংশ। এরপর অবশিষ্টাংশ দু'এর মাঝে আধাআধি হারে দিতে হবে

**٦٢٨٩** حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْيِيدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَمَالُهُ لِمَوَالِيِ الْعَصَبَةِ وَمَنْ تَرَكَ كَلَّا أَوْ ضَيَّعَهَا فَأَنَا وَلِيُّهُ فَلَادُعُ لَهُ۔

**৬২৮৯** মাহমুদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলগুলি বলেছেন : আমি মু'মিনদের নিকট তাদের প্রাগের চেয়েও অধিক প্রিয়। যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে মারা যায় তার ধন-সম্পদ তার আসাবাগণ লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি বোবা অথবা সন্তানাদি (ঋণ) রেখে মারা যায় আমিই হব তার অভিভাবক। সুতরাং আমার কাছেই যেন তা চাওয়া হয়।

**٦٢٩٠** حَدَّثَنِي أُمِيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرْبَيْعٍ عَنْ رَوْحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحِقُّوْفُ الْفَرَائِضُ بِأَهْلِهَا، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلَا وَلَى رَجُلٍ ذَكْرٍ۔

**৬২৯০** উমাইয়া ইবন বিস্তাম (রা)..... ইবন আবাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : প্রাপ্যাংশ তার হকদারের কাছে পৌছিয়ে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তার মালিক হবে তার নিকটতম পুরুষ ব্যক্তি।

## ২৮.৫ بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ

২৮০৫. পরিচ্ছেদ ৪ : যাবিল আরহাম

**٦٢٩١** اسْحَاقُ بْنُ ابْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَكُمْ ادْرِيِّسُ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَلِكُلِّ جَعْلَنَا مَوَالِيٍّ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ قَالَ كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْمَهَاجِرِيُّ الْأَنْصَارِيُّ دُونَ ذَوِي رَحِيمٍ لِلْأَخْوَةِ التِّيْ أَخِيَ النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ جَعْلَنَا مَوَالِيٍّ، قَالَ نَسَخْتَهَا: وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ۔

**৬২৯১** ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র)..... ইবন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাজিরগণ যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন নবী ﷺ মুহাজির ও আনসারগণের মাঝে যে ভাত্ত বন্ধন স্থাপন করে দিয়েছিলেন, সে

প্রেক্ষিতে আনসারগণের সাথে যাদের যাবিল আরহাম-এর সম্পর্ক ছিল তা বাদ দিয়ে মুহাজিরগণ আনসারগণের সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতেন। এরপর যখন ওَكُلِّ جَعْلَنَا مَوَالِيَ الْأَيْةُ এর আয়াত নাযিল হয়, তখন আয়াতের বিধানটি রহিত হয়ে যায়।

## ٢٨.٢ بَابُ مِيرَاثِ الْمُلَائِكَةِ

২৮০৬. অনুচ্ছেদ ৪: লি'আনকারীদের উত্তরাধিকার

**٦٢٩٢** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَاعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَأَعْنَ امْرَأَتِهِ فِي زَمْنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنْتَقَلَ مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا وَالْحَقُّ الْوَلَدُ بِالْمَرْأَةِ -

**٦٢٩٢** ইয়াহইয়া ইবন কায়াআ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর যামানায় তার স্ত্রীর সঙ্গে লি'আন করেছিল। এবং তার সন্তানটিকেও অঙ্গীকার করল। তখন নবী ﷺ তাদের দু'জনের মাঝে (বিবাহ) বিচ্ছেদ করে দিলেন এবং সন্তানটি মহিলাকে দিয়ে দিলেন।

## ٢٨.٧ بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ حُرَّةُ كَانَتْ أَوْ أَمَةً

২৮০৭. অনুচ্ছেদ ৪: শয্যাসঙ্গিনী আযাদ হোক বা বাঁদী, সন্তান শয্যাধিপতির

**٦٢٩٣** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ عَهْدِ إِلَيْهِ سَعْدٌ أَنَّ أَبْنَ وَلِيْدَةَ زَمْعَةَ مِنِّي ، فَاقْبِضْنَاهُ إِلَيْكَ ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخْذَهُ سَعْدٌ ، قَالَ أَبْنُ أَخِيْ عَهْدِ إِلَيْهِ ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ أَخِيْ وَابْنُ وَلِيْدَةَ أَبِيْ وَلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنِ زَمْعَةِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ احْتَجِبِيْ مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَأَهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ -

**৬২৯৩** আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, উত্তরা তার ভাই সাঁদকে ওসীয়ত করল যে, যামাআ নামক বাঁদীর সন্তানটি আমার। তাই তুমি তাকে তোমার হস্তগত করে নাও। মক্কা বিজয়ের বছর সাঁদ তাকে হস্তগত করলেন এবং বললেন যে, এ আমার ভাতুল্পুত্র। আমার ভাই এর সম্পর্কে ওসীয়ত করে গিয়েছিলেন। তখন আবদ ইবন যামাআ দাঁড়িয়ে বললো, এ তো আমার ভাই। কেননা, এ হচ্ছে আমার পিতার বাঁদীর পুত্র। এবং সে আমার পিতার শয্যাসঙ্গিনীর গর্ভে জন্ম নিয়েছে। উভয়েই তাঁদের মুকদ্দমা নবী ﷺ-এর কাছে পেশ করলেন। তখন নবী ﷺ বললেন : হে আবদ ইবন যামাআ, এ ছেলে তুমই পাবে। কেননা, সন্তান সে-ই পেয়ে থাকে যার শয্যাসঙ্গিনীর গর্ভে জন্ম নেয়। আর ব্যক্তিগত জন্য হল পাথর। এরপর তিনি সাওদা বিন্ত যামাআকে বললেন : তুমি এ ছেলে থেকে পর্দা

পালন করবে। কেননা, তিনি তার মাঝে উত্তরার সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছিলেন। সুতরাং সাওদা (রা) সে ছেলেটিকে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ (মৃত্যু) পর্যন্ত আর দেখেননি।

**٦٢٩٤** حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ -

**٦٢٩٤** مُوسَى الدَّاد..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : সন্তান হল শয়াধিপতির।

### ٢٨.٨ بَابُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ وَمِيرَاثُ الْقِبْطِ وَقَالَ عُمَرُ الْقِبْطُ حُرٌّ

২৮০৮. অনুচ্ছেদ : অভিভাবকত্ত ঐ ব্যক্তির জন্য যে আযাদ করবে। আর লাকীত এর উত্তরাধিকার। উমর (রা) বলেন, লাকীত (কুড়িয়ে পাওয়া) ব্যক্তি আযাদ

**٦٢٩٥** حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبْرَاهِيمِ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِشْتَرِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَأَهْدَى لَهَا ، فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ قَالَ الْحَكَمُ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًا ، قَالَ أَبُو عَبْدُ اللَّهِ وَقَوْلُ الْحَكَمِ مُرْسَلٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ رَأَيْتُهُ عَبْدًا -

**٦٢٩٥** হাফ্স ইব্ন উমর (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারীরা (নাম্মী বাঁদী)-কে ক্রয় করতে চাইলাম। তখন নবী ﷺ বললেন : তুমি তাকে ক্রয় করতে পার। কেননা, অভিভাবকত্ত তো ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আযাদ করে। বারীরাকে একদা একটি বক্রী সাদাকা দেওয়া হল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এটি তার জন্য সাদাকা আর আমাদের জন্য হাদিয়া। হাকাম বলেন, বারীরার স্বামী একজন আযাদ ব্যক্তি ছিল। আবু আবদুল্লাহ [ইমাম বুখারী (র)] বলেন, হাকামের বর্ণনা সমন্দ হিসাবে মুরসাল। ইব্ন আবুস (রা) বলেন, আমি তাকে (বারীরার স্বামীকে) গোলামরূপে দেখেছি।

**٦٢٩٦** حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ -

**٦٢٩٦** ইসমাইল ইব্ন আবদুল্লাহ (র)..... ইব্ন উমর (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নিশ্চয়ই অভিভাবকত্ত ঐ ব্যক্তির জন্য যে আযাদ করবে।

### ٢٨.٩ بَابُ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ

২৮০৯. অনুচ্ছেদ ৪ সায়বার উত্তরাধিকার

**٦٢٩٧** حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ أَبِي قَبِيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ ، وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ -

**৬২৯৭** كَاتِبًا إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمِ  
عَنْ الْأَسْوَدِ أَنَّ عَائِشَةَ اسْتَرَتْ بِرِيرَةً لِتُعْتَقَهَا فَاسْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَقَالَتْ يَا  
رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اسْتَرَيْتُ بِرِيرَةً لِتُعْتَقَهَا وَإِنَّ أَهْلَهَا يَشْتَرِطُونَ وَلَاءَهَا فَقَالَ أَعْتِقْهَا  
فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ أَوْ قَالَ أَعْطِيَ التِّمَنَ قَالَ فَاسْتَرَتْهَا فَاعْتَقَهَا قَالَ وَخَيْرَتْ  
نَفْسُهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَقَالَتْ لَوْ أُعْطِيْتُ كَذَّا وَكَذَّا مَا كُنْتُ مَعَهُ قَالَ الْأَسْوَدُ وَكَانَ  
زَوْجُهَا حُرًّا، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَوْلُ الْأَسْوَدِ مُنْقَطِعٌ، وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَأَيْتُهُ عَبْدًا  
أَصْحَحَ -

**৬২৯৮** مُسَا إِبْنُ إِسْمَاعِيلَ (র)..... آসওয়াদ ইবন ইয়ায়ীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা  
সিদ্দিকা (রা) বারীরা বাঁদীকে আযাদ করার উদ্দেশ্যে ত্রয় করতে চাইলেন। আর তার মনিব তার ওয়ালালা  
(অভিভাবকত্ত্বের) শর্ত করল (নিজেদের জন্য)। তখন আয়েশা (রা) আরয় করলেন, ইয়া রাসূললাহ! আমি  
বারীরাকে আযাদ করার উদ্দেশ্যে ত্রয় করতে চাই। অথচ তার মনিবরা তার ওয়ালালা শর্ত করছে। তিনি  
বললেন : তাকে (ত্রয় করে) আযাদ কর। কেননা, অভিভাবকত্ত্ব ঐ ব্যক্তির জন্যই হয়ে থাকে, যে ব্যক্তি  
আযাদ করে। অথবা তিনি বললেন : তার মূল্য দিয়ে দাও। তিনি বলেন, তখন তিনি তাকে ত্রয় করলেন এবং  
আযাদ করে দিলেন। তিনি আরও বললেন, তাকে তার (স্বামীর সাথে) যাওয়া না যাওয়ার ব্যাপারে ইখতিয়ার  
দেওয়া হল। সে নিজেকে ইখতিয়ার করল এবং বলল, আমাকে যদি একপ একপ কিছু দেওয়াও হয় তবুও  
আমি তার সাথী হব না। আসওয়াদ (র) বলেন, তার স্বামী আযাদ ছিল। আবু আবদুল্লাহ [বুখারী (র)] বলেন,  
আসওয়াদ-এর বক্তব্য বিচ্ছিন্ন। ইবন আববাস (রা)-এর বক্তব্য 'আমি (বারীরার স্বামীকে) তাকে গোলামরূপে  
দেখেছি' বিশুদ্ধতর।

## ২৮১. بَابُ إِلْمٍ مِنْ تَبَرًا مِنْ مَوَالِيهِ

২৮১০. অনুচ্ছেদ ৪ যে গোলাম তার মনিবদের ইচ্ছার খেলাফ কাজ করে তার শনাহ

**৬২৯৯** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمِ التَّيْمِيِّ  
عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَلَىٰ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ غَيْرُ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ  
فَأَخْرَجَهَا فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ وَأَسْنَانِ الْأَبْلِيلِ قَالَ وَفِيهَا الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا  
بَيْنَ عَيْرٍ إِلَىٰ كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَّثًا، أَوْ أَوْيَ مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ

وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا ، وَمَنْ وَالَّى  
قَوْمًا بِغَيْرِ اذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعىَ بِهَا أَدْنَاهُمْ ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا  
فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا  
عَدْلًا -

**৬২৯৯** কৃতায়বা ইবন সাইদ (র).... ইবরাহীম তামীমীয় পিতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন, কিতাবুল্লাহ্ ব্যতীত আমাদের আর কোন কিতাব তো নেই যা আমরা পাঠ করতে পারি। তবে এ লিপিখানা আছে। রাবী বলেন, এরপর তিনি তা বের করলেন। দেখা গেল যে, তাতে যথম ও উটের বয়স সংক্রান্ত কথা লিপিবদ্ধ আছে। বারী বলেন, তাতে আরও লিপিবদ্ধ ছিল যে, আইর থেকে নিয়ে অমুক স্থানের মধ্যবর্তী মদীনার হারাম। এখানে যে (ধর্মীয় ব্যাপারে) বিদআত করবে বা বিদআতকারীকে আশ্রয় দিবে তার উপর আল্লাহর ফেরেশতার এবং সকল মানুষের লানত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার কোন ফরয আমল এবং কোন নফল কবৃল করবেন না। যে ব্যক্তি মনিবের অনুমতি ছাড়া কোন গোলামকে আশ্রয় প্রদান করে তার উপর আল্লাহ, ফেরেশ্তা এবং সমস্ত মানুষের লানত। তার কোন ফরয বা নফল কিয়ামতের দিন কবৃল করা হবে না। সমস্ত মুসলমানের জিঞ্চাই এক, একজন সাধারণ মুসলমানও এর চেষ্টা করবে। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের আশ্রয় প্রদানকে বাচনাল করে তার উপর আল্লাহর, ফেরেশতার এবং সকল মানুষের লানত। কিয়ামতের দিন তার কোন ফরয ও নফল কবৃল করা হবে না।

**৬৩..** حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ  
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هُبَتِهِ -

**৬৩০০** আবু নুয়াইম (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ অভিভাবকত্ব বিক্রয় এবং হেবা করতে নিষেধ করেছেন।

**২৪১১** بَابٌ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدِيهِ ، وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى لَهُ وِلَيَّةً ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ  
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَمْتَقَ ، وَيَذْكُرُ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ رَفِعَهُ قَالَ هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَخْيَاهُ  
وَمَمَاتِهِ وَأَخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ هَذَا الْخَبَرِ

২৪১১. অনুচ্ছেদ ৪ কাফের যদি কোন মুসলমানের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে, তবে হাসান (রা) তার জন্য এতে ওয়ালার স্বীকৃতি দিতেন না। নবী ﷺ বলেছেন ৪ ওয়ালা ঐ ব্যক্তির জন্য যে আযাদ করে। তামীমে দারী (রা) থেকে মারফু' হিসাবে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী ﷺ বলেছেন ৪ ওয়ালা তার আযাদকারীর কাছে অন্যান্য মানুষের তুলনায় তার মৃত্যু ও জীবন যাপনের দিক দিয়ে অধিকতর নিকটে। তবে এ খবরের সত্যতার ব্যাপারে অন্যেরা মতানৈক্য করেছেন

٦٢.١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِي جَارِيَةً تُعْتَقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيُّكُمْ عَلَى أَنْ وَلَأُهَا لَنَا فَذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكُمْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ -

৬৩০১ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উশুল মুম্মিনীন আয়েশা (রা) আযাদ করার জন্য একটি বাঁদী ক্রয় করতে চাইলেন। তখন তার মনিবরা তাঁকে বলল যে, আমরা এ বাঁদী আপনার কাছে এ শর্তে বিক্রি করতে পারি যে, ওয়ালা হবে আমাদের জন্য। তিনি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আলোচনা করলেন। তখন তিনি বললেন : এটা তোমার জন্য কোন বাধা নয়। কারণ, ওয়ালা হচ্ছে এই ব্যক্তির জন্য যে আযাদ করে।

٦٣.٢ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبْرَاهِيمَ عَنْ أَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةً فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَأُهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَعْتَقْيَهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرَقَ قَالَتْ فَأَعْتَقْتُهَا قَالَتْ فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجَهَا فَقَالَتْ لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا بِتْ عِنْدَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَالَ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًا -

৬৩০২ মুহাম্মদ (রা) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরা বাঁদীকে আমি ক্রয় করলাম। তখন তার মালিকেরা তার ওয়ালার শর্ত করল। এ ব্যাপারে আমি নবী ﷺ-এর কাছে আলোচনা করলাম। তখন তিনি বললেন : তুমি তাকে আযাদ করে দাও। কেননা, ওয়ালা এই ব্যক্তির জন্য যে রৌপ্য প্রদান করে। আয়েশা (রা) বলেন : আমি তাকে আযাদ করে দিলাম। তিনি বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বারীরাকে ডাকলেন এবং তার স্বামীর ব্যাপারে তাকে স্বাধীনতা দিলেন। তখন সে বলল, সে যদি আমাকে একল একল মালও দেয় তবুও আমি তার সাথে রাত যাপন করব না। এবং সে নিজেকেই ইখতিয়ার করল।

## ٢٨١٢ بَابُ مَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ

২৮১২. অনুচ্ছেদ ৪ নারীগণ ওয়ালার উত্তরাধিকারী হতে পারে

٦٣.٣ حَدَّثَنَا حَفْصُ أَبْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِي بَرِيرَةً فَقَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ الْوَلَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَشْتَرِيَهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ -

৬৩০৩ হাফ্স ইবন উমর (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বারীরা বাঁদীকে ক্রয় করার ইচ্ছা করলেন। তিনি নবী ﷺ এর কাছে বললেন যে, তারা (মালিকেরা) ওয়ালার শর্ত করছে। তখন নবী ﷺ বললেন : তুমি তাকে ক্রয় করে নাও। কেননা, ওয়ালা তো হচ্ছে এই ব্যক্তির, যে আযাদ করে।

**٦٢.٤** حَدَّثَنَا أَبْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفِّيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَاءِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرَقَ وَوَلَى النِّعْمَةَ -

**৬৩০৪** ইব্ন সালাম (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ওয়ালা হল এই ব্যক্তির জন্য যে রৌপ্য (মূল্য) প্রদান করে। আর সে নিয়ামতের অধিকারী হয়।

### ٢٨١٣ بَابُ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَابْنُ الْأُخْتِ مِنْهُمْ

**২৮১৩.** অনুচ্ছেদ : কোন কাওমের আযাদকৃত গোলাম তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আর বোনের ছেলেও ঐ কাওমের অন্তর্ভুক্ত

**٦٢.٥** حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ وَقَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنفُسِهِمْ أَوْ كَمَا قَالَ -

**৬৩০৫** আদাম (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) সুত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন কাওমের (আযাদকৃত) গোলাম তাদেরই অন্তর্ভুক্ত অথবা এ জাতীয় কোন কথা বলেছেন।

**٦٢.٦** حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ أَنفُسِهِمْ -

**৬৩০৬** আবুল ওয়ালীদ (র)..... আনাস (রা) সুত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন কাওমের বোনের পুত্র সে কাওমেরই অন্তর্ভুক্ত। এখানে 'মন্তব্য' বলেছেন অথবা বলেছেন 'মন্তব্য মন্তব্য'।

**٢٨١٤** بَابُ مِيرَاثُ الْأَسِيْرِ وَكَانَ شُرَيْحٌ يُورَثُ الْأَسِيْرَ فِي أَيْدِيِ الْعَدُوِّ وَيَقُولُ هُوَ أَخْوَجُ إِلَيْهِ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجْزُ وَصِيَّةُ الْأَسِيْرِ وَعَتَاقَتَهُ وَمَا صَنَعَ فِي مَالِهِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دِينِهِ فَإِنَّمَا هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ فِيهِ مَا شَاءَ

**২৮১৪.** অনুচ্ছেদ : বন্দীর উত্তরাধিকার। ওরায়হ (রা) শক্তদের হাতে বন্দী মুসলমানদেরকে উত্তরাধিকার প্রদান করতেন এবং বলতেন এ বন্দী সোক উত্তরাধিকারের প্রতি বেশি মুখাপেক্ষী। উমর ইব্ন আবদুল আয়ীয় (র) বলেন, বন্দী ব্যক্তির ওসিয়ত, তাকে আযাদ কর এবং তার মালের ব্যবহারকে জায়েয় মনে কর, যতক্ষণ না সে আপন ধর্ম থেকে ফিরে যায়। কেননা, এ হচ্ছে তারই মাল। সে এতে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে

**٦٢.٧** حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدَىٰ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرِثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلَّا فَالِيْنَا -

৬৩০৭ [আবুল ওয়ালীদ (র) .....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত]। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে মারা যায় সে ধন-সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের জন্য। আর যে ঋণ রেখে (মারা) যায় তা (আদায় করা) আমার ফিশায়।

২৮১৫ بَابُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ وَإِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ  
أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَلَا مِيرَاثٌ لَهُ

২৮১৫. অনুচ্ছেদ : মুসলমান কাফেরের এবং কাফের মুসলমানের উত্তরাধিকারী হয় না। কোন ব্যক্তি সম্পত্তি বর্টনের পূর্বে মুসলমান হয়ে গেলে সে মিরাস পাবে না।

৬২.৮ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلَىٰ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ  
عُمَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ وَلَا  
الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ -

৬৩০৮ [আবু আসিম (র) ..... উসামা ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত]। নবী ﷺ বলেছেন : মুসলমান কাফেরের উত্তরাধিকারী হয় না আর কাফেরও মুসলমানের উত্তরাধিকারী হয় না।

২৮১৪ بَابُ مِيرَاثِ الْعَبْدِ النَّصَارَانيِّ وَمُكَاتَبِ النَّصَارَانيِّ وَإِثْمٌ مِنْ  
إِنْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ

২৮১৬. অনুচ্ছেদ : নাসারা গোলাম ও নাসারা মাকাতিবের মিরাস এবং যে ব্যক্তি আপন সন্তানকে অঙ্গীকার করে তার গুনাহ

২৮১৭ بَابُ مِنْ ادْعَى أَخَا أَوْ أَبْنَ أَخِ

২৮১৭. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কাউকে ডাই বা আতুশুত হওয়ার দাবি করে

৬২.৯ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ  
عَائِشَةَ أَنَّهَا قَاتَلتْ أَخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِيْ وَقَاصِ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدُ  
هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْنُ أَخِيْ عُتْبَةَ أَبْنِ أَبِيْ وَقَاصِ عَهْدَ إِلَيْ أَنَّهُ أَبْنُهُ انْظُرْ إِلَى  
شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِيْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَدُ عَلَى فِرَاشِ أَبِيْ مِنْ  
وَلِيْدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهَا بَيْنَ بِعْثَةَ، فَقَالَ هُوَ لَكَ  
يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَأَحْتَجِبِيْ مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ، قَالَتْ  
فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ -

**৬৩০৯** কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাদ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) ও আবদু ইবন যামআ একটি ছেলের ব্যাপারে পরম্পরে কথা কাটাকাটি করেন। সাদ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ ছেলেটি আমার ভাই উত্বা ইবন আবু ওয়াক্কাস-এর পুত্র। তিনি আমাকে ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন যে, এ ছেলেটি তাঁর পুত্র। আপনি তার আকৃতির দিকে লক্ষ্য করে দেখুন। আবদ ইবন যামআ বললো, এ আমার ভাই, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ আমার পিতার ওরসে তার কোন বাঁদীর গভৰ্জে জন্মহণ করেছে। তখন নবী ﷺ তার আকৃতির দিকে নয়র করলেন এবং উত্বার আকৃতির সাথে তার আকৃতির প্রকাশ মিল দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, হে আবদ! এ ছেলে তুমিই পাবে। কেননা সন্তান যথাযথ শয়াপতির আর ব্যভিচারীর জন্য হল পাথর। আর হে সাওদা বিন্ত যামআ! তুমি তার থেকে পর্দা কর। আয়েশা (রা) বলেন, এরপরে সে কখনও সাওদার সাথে দেখা দেয়নি।

### ٢٨١٨ بَابُ مِنْ ادْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

২৮১৮. অনুচ্ছেদ ৪ প্রকৃত পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা বলে দাবি করা

**٦٣١.** حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِيهِ عُثْمَانَ عَنْ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مِنْ ادْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَذَكَرْتُهُ لَأَبِيهِ بَكْرَةً فَقَالَ وَآنَا سَمِعْتُهُ أُذْنَايَ وَوَغَاهَ قَلْبِيْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

**৬৩১০** মুসাদ্দাদ (র) ..... সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি অন্য লোককে পিতা বলে দাবি করে অথচ সে জানে যে সে তার পিতা নয়, জান্নাত তার জন্য হারাম। রাবী বলেন, আমি এ কথাটি আবু বকর (রা)-এর কাছে আলোচনা করলাম। তখন তিনি বললেন, আমার কান দু'টি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ কথা শুনেছে এবং আমার অন্তর তাকে সংরক্ষণ করেছে।

**٦٣١١** حَدَّثَنَا أَصْبَعُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاقٍ عَنْ أَبِيهِ هُرِيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَرْغَبُوا عَنْ أَبَائِكُمْ فَمَنْ رَغَبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفَّارٌ -

**৬৩১১** আসবাগ ইবন ফারাজ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তোমরা তোমাদের পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না (অঙ্গীকার করো না)। কেননা, যে ব্যক্তি আপন পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় (পিতাকে অঙ্গীকার করে) এটি কুফ্রী।

### ٢٨١٩ بَابُ إِذَا ادْعَتِ الْمَرْأَةُ أَبَنًا

২৮১৯. অনুচ্ছেদ ৪ কোন মহিলা কাউকে পুত্র হিসাবে দাবি করলে তার বিধান

**٦٢١٢** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَانَتْ امْرَأَاتٍ مَعَهُمَا أَبْنَاهُمَا جَاءَ الذَّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ احْدَاهُمَا فَقَالَتْ لِصَاحِبِتِهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكَ وَقَالَتْ أُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكَ فَتَحَاَكَمْتَا إِلَى دَاؤُدَ فَقَضَى بِهِ الْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاؤُدَ فَأَخْبَرَتَاهُ، فَقَالَ أَتُؤْتُونِي بِالسَّكِينِ أَشَقُّهُ بَيْنَهُمَا، فَقَالَتِ الصُّفْرَى لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ أَبْنُهُمَا فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسَّكِينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةَ۔

**৬৩১২.** আবুল ইয়ামান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দু'জন মহিলার সঙ্গে তাদের দু'টি ছেলে ছিল। বাঘ এসে (একদিন) তাদের একজনের ছেলেকে নিয়ে গেল। একজন মহিলা তার অপর সঙ্গিনীকে বলল যে, বাঘে তোমার ছেলেকে নিয়ে গেছে। অপরজন বলল যে, বাঘে তোমার ছেলেকে নিয়ে গেছে। তারা উভয়ে দাউদ (আ)-এর কাছে তাদের মুকাদ্দমা দায়ের করল। তিনি বড় মহিলাটির সপক্ষে ফায়সালা প্রদান করলেন। এরপর তারা বের হয়ে দাউদ (আ)-এর পুত্র সুলায়মান (আ)-এর কাছে গেল এবং উভয়েই তাঁকে তাদের ঘটনা অবহিত করল। তখন তিনি বললেন, আমাকে একটি ছুরি দাও, আমি একে দু'টুকরা করে দু'জনের মধ্যে ভাগ করে দেব। তখন ছোট মহিলাটি বলল, আপনি একপ করবেন না, আল্লাহ্ আপনার উপর দয়া করুন। এ ছেলেটি তারই। তিনি ছেলেটি ছোট মহিলার পক্ষে রায় দিলেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আল্লাহ্ আপনার কসম! আমি ছুরি অর্থে স্কিন শব্দটি সে দিনই শুনেছি। পূর্বে তো আমরা একে বলতাম।

## ২৮২. بَابُ الْقَائِفِ

২৪২০. অনুচ্ছেদ ৪ চিহ্ন ধরে অনুসরণ

**٦٢١٣** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ مُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى مَسْرُورًا تَبَرُّقَ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ قَالَ أَلْمَ تَرَى أَنَّ مُجَزَّزاً نَظَرَ إِنْفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ-

**৬৩১৩** কৃতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এলেন এত প্রফুল্ল অবস্থায় যে, তাঁর চেহারার চিহ্নগুলি চমকাচ্ছিল। তিনি বললেন : তুমি কি দেখিনি যে, মুজায়িয় (চিহ্ন ধরে বৎশ উদ্ঘাটনকারী) যায়িদ ইবন হারিসা এবং উসামা ইবন যায়িদ-এর দিকে সকানী দৃষ্টিতে তাকিয়েছে। এরপর সে বলেছে, এদের দু'জনের কদম একে অপর থেকে।

٦٣١٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ فَقَالَ أَيْ عَائِشَةُ الَّمْ تَرَى أَنَّ مُجَزَّرُ الْمُدْلِجِيِّ دَخَلَ فَرَأَى أَسَامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا وَبَدَّتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ أَنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ -

৬৩১৪ কৃতায়বা ইবন সাউদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে প্রফুল্ল অবস্থায় এলেন এবং বললেন : হে আয়েশা! (চিহ্ন ধরে বংশ উদ্ঘাটনকারী) মুদলিজী এসেছে তা কি তুমি দেখনি ? এসেই সে উসামা এবং যায়িদ-এর দিকে নয়র করেছে। তারা উভয়ে চাদর পরিহিত অবস্থায় ছিল। তাদের মাথা ঢেকে রাখা ছিল। তবে তাদের পাঞ্জলো দেখা যাচ্ছিল। তখন সে বলল, এদের পাঞ্জলো একে অপর থেকে।



كِتَابُ الْحُدُودِ

শরীয়তের শাস্তি অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
كِتَابُ الْحُدُودِ

## শরীয়তের শান্তি অধ্যায়

بَابُ مَا يَحْذَرُ مِنَ الْحُدُودِ

অনুচ্ছেদ ৪ হৃদুদ (শরীয়তের শান্তি) থেকে ভীতি প্রদর্শন

٢٨٢١ بَابُ الزُّنَى وَشُرْبِ الْخَمْرِ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : يُنْزَعُ عَنْهُ ثُورُ  
الْأَيْمَانِ فِي الزُّنَى

২৮২১. অনুচ্ছেদ ৪ যিনা ও শরাব পান। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ব্যভিচারের কারণে ঈমানের নূর দূর  
হয়ে যায়

٦٣١٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الْيَثْرَى عَنْ عَقِيلٍ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ  
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي  
وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ  
وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارُهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَعَنْ أَبْنِ  
شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ إِلَّا  
النُّهْبَةَ -

৬৩১৫ ইয়াহাইয়া ইব্ন বুকায়র (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন  
ব্যভিচারী ব্যভিচার করার সময় মু'মিন থাকে না। কোন শরাব পানকারী শরাব পান করার সময় মু'মিন থাকে না।  
কোন চোর চুরি করার সময় মু'মিন থাকে না এবং কোন ছিনতাইকারী এমনভাবে ছিনতাই করে যে, মানুষ তা  
দেখার জন্য তাদের চোখ সেদিকে উত্তোলিত করে; তখন সে মু'মিন থাকে না।

ইব্ন শিহাব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তাতে  
শব্দটি নেই।

## ٢٨٢٢ بَابُ مَا جَاءَ فِي ضَرْبِ شَارِبِ الْخَمْرِ

২৮২২. অনুচ্ছেদ ৪ শরাবপায়ীকে প্রহার করা

**٦٣١٦** حَدَّثَنَا أَدْمُ أَبْنُ أَبِي أَيَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَوْدَثَنَا حَفْصُ أَبْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةِ عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرَ أَرْبَعِينَ -

**৬৩১৬** আদম ইবন আবু ইয়াস ও হাফ্স ইবন উমর (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ শরাব পান করার ক্ষেত্রে বেত্রাঘাত এবং জুতা মেরেছেন। আর আবু বকর সিদ্দীক (রা) চলিশটি করে বেত্রাঘাত করেছেন।

## ٢٨٢٣ بَابُ مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِي الْبَيْتِ

২৮২৩. অনুচ্ছেদ ৪ যে ব্যক্তি ঘরের ভিতরে শরীয়তের শাস্তি দেওয়ার জন্য হৃকুম দেয়

**٦٣١٧** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبْنِ أَبِي مُلِيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ جِيءَ بِالنُّعِيمَانِ أَوْ بِابْنِ النُّعِيمَانِ شَارِبًا فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ قَالَ فَضَرَبُوهُ فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ بِالنَّعَالِ -

**৬৩১৭** কৃতায়বা (র) ..... উকবা ইবন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নু'আয়মান অথবা (রাবীর সন্দেহ) নু'আয়মানের পুত্রকে শরাবপায়ী হিসাবে আনা হল। তখন নবী ﷺ ঘরে যারা ছিল তাদেরকে হৃকুম করলেন একে প্রহার করার জন্য। রাবী বলেন, তারা তাকে প্রহার করল, যারা তাকে জুতা মেরেছিল তাদের মাঝে আমিও একজন ছিলাম।

## ٢٨٢٤ بَابُ الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ

২৮২৪. অনুচ্ছেদ ৪ বেত্রাঘাত এবং জুতা মারার বর্ণনা

**٦٣١٨** حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلِيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِابْنِ نُعِيمَانَ أَوْ بِابْنِ نُعِيمَانَ وَهُوَ سَكْرَانُ، فَشَقَّ عَلَيْهِ، وَأَمَرَ مَنْ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ فَضَرَبُوهُ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ فَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبَهُ -

**৬৩১৮** সুলায়মান ইবন হারব (র) ..... উকবা ইবন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নু'আয়মান অথবা (রাবীর সন্দেহ) নু'আয়মানের পুত্রকে নবী ﷺ -এর কাছে আনা হল নেশাশ্বষ্ট অবস্থায়। এটা তাঁর কাছে অস্বস্তিকর মনে হল। তখন ঘরের ভিতরে যারা ছিল তিনি তাদেরকে হৃকুম করলেন একে প্রহার করার জন্য। সুতরাং তারা একে বেত্রাঘাত করল এবং জুতা মারল। রাবী বলেন, যারা তাকে প্রহার করেছিল, আমিও তাদের অস্তর্ভুক্ত ছিলাম।

٦٢١٩ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ قَالَ جَلَّ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ ، وَجَلَّ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ -

৬৩১৯ مুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ শরাব পান করার ক্ষেত্রে বেআঘাত করেছেন এবং জুতা মেরেছেন। আর আবু বকর (রা) চল্লিশটি করে বেআঘাত করেছেন।

٦٢٢٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو هُصْرَمَةَ أَنَسُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ قَالَ اضْرِبُوهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَمَنْ أَضْرَبَ بِيَدِهِ ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ ، وَالضَّارِبُ بِثُوبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَخْزَاكَ اللَّهُ ، قَالَ لَا تَقُولُوا هَذَا ، لَا تَعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ -

৬৩২০ কৃতায়বা (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এর কাছে এক ব্যক্তিকে আনা হল, সে শরাব পান করেছিল। তিনি বলেন : একে তোমরা প্রহার কর। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তখন আমাদের মধ্যে কেউ হল তাকে হাত দিয়ে প্রহারকারী, কেউ হল জুতা দিয়ে প্রহারকারী, আর কেউ হল কাপড় দিয়ে প্রহারকারী। যখন সে প্রত্যাবর্তন করল। কেউ তাঁর সঙ্গে মন্তব্য করল যে, আল্লাহু তা'আলা তোমাকে লাভিত করেছেন। নবী ﷺ বলেন : একপ বলো না, শয়তানকে এর বিরুদ্ধে সাহায্য করো না।

٦٢٢١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيرَ بْنَ سَعِيدَ النَّخْعَنِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ مَا كُنْتُ لَاقِيْمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتُ فَأَجَدُ فِي نَفْسِي إِلَّا صَاحِبُ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَسْتَهِ -

৬৩২১ আবদুল্লাহ ইবন আবদুল উয়াহহাব (র)..... আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যদি কোন অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করি আর সে তাতে মরে যায় তবে মনে কোন দুঃখ আসে না। কিন্তু শরাব পানকারী ব্যতীত। সে যদি মারা যায় তবে তার জন্য আমি দিয়াত দিয়ে থাকি। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ এ শাস্তির ব্যাপারে কোন সীমা নির্ধারণ করেননি।

٦٢٢٢ حَدَّثَنَا مَكْيُ بْنُ أَبْرَاهِيمَ عَنْ الْجُعَيْدِ عَنْ يَزِيدِ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدِ قَالَ كُنَّا نُؤْشَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَمْرَةً أَبِي بَكْرٍ وَصَدَرَأَ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنَعَالَنَا وَأَرْدِيَتَنَا حَتَّى كَانَ أَخْرُ اِمْرَةً عُمَرَ فَجَلَّ أَرْبَعِينَ حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَّ ثَمَانِينَ -

**৬৩২২** মাক্কী ইবন ইবরাহীম (র) ....সাইব ইবন ইয়ায়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যমানায় ও আবু বকর (রা)-এর খিলাফত কালে এবং উমর (রা)-এর খিলাফতের প্রথম দিকে আমাদের কাছে যখন কোন মদ্যপায়ীকে আনা হত তখন আমরা তাকে হাত দিয়ে, জুতা দিয়ে এবং আমাদের চাদর দিয়ে তাদের প্রহার করতাম। এমনিভাবে যখন উমর (রা)-এর খিলাফতের শেষ সময় হল তখন তিনি চল্লিশটি করে বেত্রাঘাত করেছেন। আর এ সব মদ্যপ যখন সীমালংঘন করেছে এবং অনাচার করা শুরু করে দিয়েছে তখন আশিচ্ছি করে বেত্রাঘাত করেছেন।

**২৪২৫** بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنٍ شَارِبَ الْخَمْرِ وَإِنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنَ الْمُلْكِ

২৪২৫. অনুচ্ছেদ ৪ শরাব পানকারীকে লাভন্ত করা মাকরহ এবং সে মুসলমান থেকে খারিজ নয়

**৬৩২৩** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْيَتْ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَكَانَ يُلْقِبُ حِمَارًا وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ جَلَهُ فِي الشَّرَابِ فَاتَّى بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجَاءَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَلْعَنُهُ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔

**৬৩২৩** ইয়াহাইয়া ইবন বুকায়র (র) ..... উমর ইবন খাতুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর যমানায় এক ব্যক্তি যার নাম ছিল আবদুল্লাহ আর লকব ছিল হিমার। এ লোকটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হাসাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শরাব পান করার অপরাধে তাকে বেত্রাঘাত করেছিলেন। একদিন তাকে নেশগ্রস্ত অবস্থায় আনা হল। তিনি তাকে বেত্রাঘাতের আদেশ দিলেন। তাকে বেত্রাঘাত করা হল। তখন দলের মাঝ থেকে এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! তার উপর লাভন্ত বর্ষণ করুন। নেশগ্রস্ত অবস্থায় তাকে কতবার আনা হল! তখন নবী ﷺ-কে বললেন : তোমরা তাকে লাভন্ত করো না। আল্লাহর কসম। আমি তাকে জানি যে, সে অবশ্যই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে ভালবাসে।

**৬৩২৪** حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِسِكْرَانَ فَقَامَ يَضْرِبُهُ فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِيَدِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِنَعْلِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِثُوبِهِ، فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ مَالِهِ أَخْرَاهُ اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَىٰ أَخِيكُمْ۔

**৬৩২৪** আলী ইবন আবদুল্লাহ ইবন জাফর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ-এর নিকট একটি মাতাল লোককে আনা হল। তিনি তাকে প্রহার করার জন্য দাঁড়ালেন। আমাদের

মধ্যে কেউ তাকে হাত দিয়ে, কেউ জুতা দিয়ে এবং কেউবা কাপড় দিয়ে প্রহার করেছিল। লোকটি যখন চলে গেল, তখন এক ব্যক্তি বলল, এর কি হল, আল্লাহ্ তাকে লাঞ্ছিত করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ প্ররক্ষণ করে বললেন : আপন ভাইয়ের বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্যকারী হয়ো না।

## ٢٨٢٦ بَابُ السَّارِقِ حِينَ يَسْرِقُ

২৮২৬. অনুচ্ছেদ : চোর যখন চুরি করে

**٦٣٢٥** حَدَثَنَا عَمْرُ بْنُ عَلَىٰ قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاؤُدَ قَالَ حَدَثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَرْبِّنِي الزَّانِي حِينَ يَرْبِّنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ -

**৬৩২৫** [আমর ইবন আলী (র)..... ইবন আবু আবাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ব্যভিচারী ব্যভিচার করে না, যখন কিনা সে মুমিন। এবং চোর চুরি করে না যখন কিনা সে মুমিন।]

## ٢٨٢٧ بَابُ لَعْنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ يُسْمَ

২৮২৭. অনুচ্ছেদ : চোরের নাম না নিয়ে তার উপর লান্ত করা

**٦٣٢٦** حَدَثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَثَنَا أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَعْنَ اللَّهِ السَّارِقِ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ . قَالَ الْأَعْمَشُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ، وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْهَا مَا يَسْوِي دَرَاهِمَ -

**৬৩২৬** [আমর ইবন হাফস ইবন গিয়াছ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চোরের উপর আল্লাহর লান্ত নিপত্তি হয়, যখন সে একটি ডিম চুরি করে এবং এর জন্য তার হাত কাটা যায় এবং সে একটি রশি চুরি করে। এর জন্য তার হাত কাটা যায়। আমাশ (র) বলেন, ডিম দ্বারা লোহার টুকরা এবং রশি দ্বারা কয়েক দিরহাম মূল্যমানের রশিকে বোঝানো হয়েছে।]

## ٢٨٢٨ بَابُ الْحُدُودُ كُفَّارَةً

২৮২৮. অনুচ্ছেদ : হনুদ (শরীয়তের শাস্তি) (গুনাহর) কাফ্ফারা হয়ে যায়

**٦٣٢٧** حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَثَنَا سُفِيَّانُ أَبْنُ عَيْنِيَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي ادْرِيْسِ الْخَوَلَانِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ بَأْيُعُونِي عَلَىٰ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَرْزُنُوا وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ كُلَّهَا فَمَنْ وَفَىٰ مِنْكُمْ فَاجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذُلِّكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ وَهُوَ

كَفَارَتُهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ

**৬৩২৭** মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র) ..... উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদা মৰ্মী মুসলিম -এর নিকট কোন এক মজলিসে ছিলাম। তখন তিনি বললেন : তোমরা আমার কাছে এ মর্মে বায়'আত গ্রহণ কর যে, আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে কোন কিছু শরীক করবে না, চুরি করবে না এবং ব্যভিচার করবে না। এরপর তিনি এ আয়াত পুরা তিলাওয়াত করেন : “তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি (বায়'আতের শর্তসমূহ) পুরা করে তার বিনিময় আল্লাহ্ তা'আলার কাছে। আর যে ব্যক্তি এর ভেতর থেকে কিছু করে বসে আর তার জন্য শান্তি দেওয়া হয়, তবে এটা তার জন্য কাফ্ফারা হয়ে যায়। আর যদি এর ভেতর থেকে কিছু করে বসে আর আল্লাহ্ তা'আলা তা গোপন রাখেন তবে এটা তাঁর ইখতিয়ার। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে মাফ করতে পারেন, ইচ্ছা করলে শান্তি দিতে পারেন।”

### ٢٨٢٩ بَابُ ظَاهِرُ الْمُؤْمِنِ حِسْبُ الْأَوْحَادِ أَوْ حَقُّ

২৮২৯. অনুচ্ছেদ ৪ শরীয়তের কোন হৃদ (শান্তি) বা হক ব্যতীত মু'মিনের শিষ্ট সংরক্ষিত

**৬৩২৮** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ بْنُ عَلَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ سَمِعَتُ أَبِيهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَلَا أَيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالَ أَلَا شَهْرُ تَمَّا هَذَا قَالَ أَلَا أَيُّ بَلَدٍ تَعْلَمُوهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا أَلَا بَلَدُنَا هَذَا قَالَ أَلَا أَيُّ يَوْمٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا أَلَا يَوْمُنَا هَذَا قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَ كُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمُ الْأَبْحَقَهَا كَحُرْمَةٍ يَوْمَكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ بَلَغْتُ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يُجِيبُونَهُ أَلَا نَعَمْ قَالَ وَيَحْكُمُ أَوْ وَيَلْكُمْ لَا تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُفَّارًا يُضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

**৬৩২৮** মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ (র)..... আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সান্দেহ বিদায় হজ্জে বললেন : (হে লোক সকল !) কোন মাসকে তোমরা সর্বাধিক সম্মানিত বলে জান ? তাঁরা বললেন, আমাদের এ মাস নয় কি ? তিনি আবার বললেন : তোমরা কোন শহরকে সর্বাধিক সম্মানিত বলে জান ? সকলেই বললেন, আমাদের এ শহর নয় কি ? তিনি বললেন : ওহে! কোন দিনকে তোমরা সর্বাধিক সম্মানিত বলে জান ? তাঁরা বললেন, আমাদের এ দিন নয় কি ? তখন রাসূলুল্লাহ্ সান্দেহ বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের রক্ত, ধন-সম্পদ ও সম্মানকে শরীয়তের হক ব্যতীত এমন পরিত্ব করে দিয়েছেন, যেমন পরিত্ব তোমাদের এ মাসে এ শহরের মাঝে আজকের এ দিনটিকে। ওহে! আমি কি পৌছিয়েছি ? এ কথাটি তিনি তিনবার উল্লেখ করলেন। আর প্রত্যেক বারেই লোকেরা উত্তর দিলেন, হ্যা। তিনি বললেন : তোমাদের জন্য আফসোস অথবা ধ্রংস! তোমরা আমার পরে একে অপরের গর্দানে আঘাত করে কুফ্রীর দিকে ফিরে যেয়ো না।

## ٢٨٢٠ بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُوْدِ وَالْإِنْتَقَامُ لِحُرْمَاتِ اللّٰهِ

২৮৩০. অনুচ্ছেদ ৪ : শরীয়তের হসমূহ (শাস্তি) কায়েম করা এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিষিদ্ধ কাজে প্রতিশোধ নেয়া

٦٢٢٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْيَثْعَابِيُّ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا خَيْرُ النَّبِيِّ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَأْتِ فَإِذَا كَانَ الْأَئْمَمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ ، وَاللّٰهُ مَا أَنْتَقَمْ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ قَطُّ حَتَّى تُنْتَهِكَ حُرْمَاتُ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ

**৬৩২৯** ইয়াহুয়া ইবন বুকায়ির (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কে যখনই (আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে) দুটি কাজের মধ্যে ইখতিয়ার প্রদান করা হত, তখন তিনি তনুধ্যে সহজতরটিকে বেছে নিতেন, যতক্ষণ না স্টো গুনাহুর কাজ হত। যদি তা গুনাহুর কাজ হত তবে তিনি তা থেকে অনেক দূরে থাকতেন। আল্লাহুর কসম! তিনি কখনও তাঁর নিজের ব্যাপারে কোন কিছুর প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি, যতক্ষণ না আল্লাহুর হারামসমূহকে ছিন্ন করা হত। তা হয়ে থাকলে প্রতিশোধ নিতেন।

## ٢٨٢١ بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُوْدِ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ

২৮৩১. অনুচ্ছেদ ৪ আশরাফ-আত্রাফ(উচ্চ-নিচ) সকলের ক্ষেত্রে শরীয়তের শাস্তি কায়েম করা

٦٣٣ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْيَثْعَابِيُّ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُسَامَةَ كَلَمَ النَّبِيِّ بَيْنَ أَمْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ وَيَثْرَكُونَ عَلَى الشَّرِيفِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْفَاطِمَةً فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقْطَعْتُ يَدَهَا-

**৬৩৩০** আবুল ওয়ালীদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, উসামা (রা) জনেকা মহিলার ব্যাপারে নবী ﷺ-এর কাছে সুপারিশ করলেন। তখন তিনি বললেন : তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহ ধ্রংস হয়ে গিয়েছে। কারণ তারা আশরাফ (নিম্নশ্রেণীর) লোকদের উপর শরীয়তের শাস্তি কায়েম করত। আর শরীফ লোকদেরকে রেহাই দিত। এই মহান সন্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জান, ফাতিমাও যদি এ কাজ করত, তাহলে অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিতাম।

## ٢٨٢٢ بَابُ كَرَاهِيَّةِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِّ إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ

২৮৩২. অনুচ্ছেদ ৪ : বাদশাহুর কাছে যখন মুকাদ্দমা পেশ করা হয় তখন শরীয়তের শাস্তির বেশায় সুপারিশ করা অসমীচীন

٦٣٣١ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْيَثْعَابِيُّ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهْمَتُهُمُ الْمَرْأَةُ الْمَخْزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ ، قَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ رَسُولَ

اللهُ مَنْ يَجْتَرِي عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ مَكْلُومٌ رَسُولُ اللَّهِ مَكْلُومٌ فَقَالَ أَتَشْفَعُ فِي حَدَّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الْمُضَعِّفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحُدُودَ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقتَ لَقْطَعَ مُحَمَّدٍ يَدَهَا -

**৬৩০১** সঙ্গে ইবন সুলায়মান (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। মাখযুমী সম্প্রদায়ের জনৈকা মহিলার ব্যাপারে কুরাইশ বংশের লোকদের খুব দুশিষ্টায় ফেলে দিয়েছিল যে কিনা চুরি করেছিল। সাহাবাগণ বললেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে কে কথা বলতে পারবে? আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয় পাত্র উসামা (রা) ছাড়া কেউ এ সাহস পাবে না। তখন উসামা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে কথা বললেন। এতে তিনি বললেন: তুমি আল্লাহর তা'আলার দেওয়া শাস্তির বিধানের ক্ষেত্রে সুপারিশ করছ? এরপর তিনি দাঁড়িয়ে খুব্বা প্রদান করলেন এবং বললেন: হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের লোকেরা পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে। কেননা, কোন সম্মানিত লোক যখন চুরি করত তখন তারা তাকে রেহাই দিয়ে দিত। আর যখন কোন দুর্বল লোক চুরি করত তখন তার উপর শরীয়তের শাস্তি প্রয়োগ করত। আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ ﷺ-এর কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করে তবে অবশ্যই মুহাম্মদ ﷺ তাঁর হাত কেটে দেবে।

**২৮৩৩** بَابُ قَوْلِ اللَّهِ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اِيْدِيهِمَا وَفِي كَمْ نُقْطَعُ وَقَطْعَ عَلَىٰ مِنَ الْكَفُّ وَقَالَ قَنَادَةُ فِي اِمْرَأَةِ سَرَقَتْ فَقَطِعَتْ شَمَائِلُهَا لَيْسَ الْاَذْلَك

২৮৩৩. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : পুরুষ কিংবা নারী চুরি করলে তাদের হস্তচ্ছেদন কর (৫: ৩৮)। কি পরিমাণ মাল চুরি করলে হাত কাটা যাবে। আলী (রা) কজি পর্যন্ত কর্তন করেছিলেন। আর কাতাদা (রা) এক নারী সম্পর্কে বলেছেন যে চুরি করেছিল, এতে তার বাম হাত কর্তন করা হয়েছিল। (কাতাদা বলেন) এ ছাড়া আর অন্য কোন শাস্তি দেওয়া হয়নি

**৬৩২২** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلِمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَاءَشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ مَكْلُومٌ تُقطِعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا تَابِعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ-

**৬৩০২** আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বালেন, নবী ﷺ বলেছেন : দীনারের এক-চতুর্থাংশ বা ততোধিক চুরি করলে হাত কাটা যাবে। আবদুর রহমান ইবন খালিদ (র) ইবন আখী যুহরী (র) ও মামার (র)..... যুহরী (র) থেকে ইবরাহীম ইবন সাদ (র) এর অনুসরণে বর্ণনা করেছেন।

**৬৩২৪** حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أَوِيسٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الزُّبِيرِ وَعُمَرَةَ عَنْ عَاءَشَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَكْلُومٌ قَالَ تُقطِعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ -

শরীয়তের শাস্তি

**৬৩৩৩** ইসমাঈল ইবন আবু উওয়ায়স (র) ..... আয়েশা (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একটি দীনারের এক-চতুর্থাংশ ছুরি করায় হাত কাটা হবে।

**৬৩৩৪** حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عُمْرَةَ بْنِتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَاءِشَةَ حَدَّثَتْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ -

**৬৩৩৪** ইমরান ইবন মায়সারা (র)..... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : এক দীনারের চতুর্থাংশ ছুরি করলে হাত কাটা যাবে।

**৬৩৩৫** حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيهِ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَتِنِي عَاءِشَةُ أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا فِي ثَمَنٍ مَجْنُونٍ حَجَفَةً أَوْ تُرْسِ -

**৬৩৩৫** উসমান ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর যামানায় কোন চামড়া নির্মিত ঢাল বা সাধারণ ঢালের সমমূল্যের জিনিস ছুরি করা ছাড়া হাত কাটা হত না।

**৬৩৩৬** حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاءِشَةَ مِثْلَهُ -

**৬৩৩৬** উসমান ইবন আবু শায়বা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে উক্তরূপ বর্ণনা করেন।

**৬৩৩৭** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاءِشَةَ قَالَتْ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعْ يَدُ السَّارِقِ فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ .

**৬৩৩৭** মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চামড়া নির্মিত ঢাল বা সাধারণ ঢাল যার প্রত্যেকটির মূল্য আছে, এর চেয়ে কমে ছুরি করলে (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায়) হাত কাটা হত না।

**৬৩৩৮** حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاءِشَةَ قَالَتْ لَمْ تُقْطَعْ يَدُ السَّارِقِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجْنَنِ تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا ثَمَنٍ رَوَاهُ وَكِيعٌ وَابْنُ ادْرِيْسٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا -

**৬৩০৮** ইউসুফ ইবন মুসা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর যামানায় কোন চোরের হাত কাটা হত না। যদি সে একটি চামড়ার ঢাল বা সাধারণ ঢাল যার প্রতিটির মূল্যমান এর চেয়ে কমে কিছু ছুরি করত। উকি (র) ও ইবন ইদ্রিস (র) উরওয়া (র) থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

**৬৩২৯** حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍ ثَمَنَةً ثَلَاثَةً دَرَاهِمَ -

**৬৩৩০** ইসমাইল (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঢাল ছুরির ক্ষেত্রে হাত কর্তন করেছেন, যার মূল্য ছিল তিনি দিরহাম।

**৬৩৪.** حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ فِي مِجَنٍ ثَمَنَةً ثَلَاثَةً دَرَاهِمَ ، تَابِعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَقَالَ الْأَئِمَّةُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قِيمَتُهُ -

**৬৩৪০** মুসা ইবন ইসমাইল (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ঢাল ছুরির ক্ষেত্রে হাত কর্তন করেছেন, যার মূল্য ছিল তিনি দিরহাম।

**৬৩৪১** حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ فِي مِجَنٍ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ -

**৬৩৪১** মুসাদ্দাদ (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ঢাল ছুরির ক্ষেত্রে হাত কর্তন করেছেন, যার মূল্য ছিল তিনি দিরহাম।

**৬৩৪২** حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍ ثَمَنَةً ثَلَاثَةً دَرَاهِمَ -

**৬৩৪২** ইব্রাহীম ইবন মুন্যির (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তিনি দিরহাম মূল্যমানের ঢাল ছুরি করার অপরাধে চোরের হাত কর্তন করেছেন।

**৬৩৪২** حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ اللَّهِ السَّارِقِ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُفْطَعِلُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُفْطَعِلُ يَدُهُ -

**৬৩৪৩** মুসা ইবন ইসমাইল (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার লা'নত বর্ষিত হয় চোরের উপর যে একটি ডিম ছুরি করেছে তাতে তার হাত কাটা গিয়েছে বা একটি রশি ছুরি করেছে আর তাতে তার হাত কাটা গিয়েছে।

## ٢٨٣٤ بَابُ تَوْبَةِ السَّارِقِ

২৮৩৪. অনুচ্ছেদ ৪ চোরের তওবা

٦٣٤٤ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبْنَ شِهَابٍ عَنْ عُرُوْةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ امْرَأَةٍ ، قَاتَلْتُ عَائِشَةَ وَكَانَتْ تَائِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعَ حَاجَتَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَتَابَتْ وَحَسِنَتْ تَوْبَتْهَا -

**৬৩৪৪** ইসমাইল ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক মহিলার হাত কর্তন করেছেন। আয়েশা (রা) বলেন যে, সে মহিলাটি এরপরও আসত। আর আমি তার প্রয়োজনকে নবী ﷺ -এর কাছে উপস্থাপন করতাম। মহিলাটি তওবা করেছিল এবং তার তওবা সুন্দর হয়েছে।

٦٣٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْفُورٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي ادْرِيسِ الْحَوَلَانِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَأْيَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي رَهْطٍ فَقَالَ أُبَا يَعْكُمْ عَلَىٰ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلَا تَأْكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبَهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَغْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ ، فَمَنْ وَفَىٰ مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأَخْذُ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ وَطَهُورٌ ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ ، فَذَلِكَ إِلَى اللَّهِ أَنْ شاءَ عَذَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِذَا تَابَ السَّارِقُ بَعْدَ مَا قُطِعَ يَدَهُ قُبِّلَتْ شَهَادَتُهُ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَحْدُودٍ إِذَا تَابَ قُبِّلَتْ شَهَادَتُهُ -

**৬৩৪৫** আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ জুফী (র) ..... উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি একটি দলের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে বায়'আত করেছি। তিনি বললেন : আমি তোমাদের এ মর্মে বায়'আত করছি যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, তোমাদের সন্তান হত্যা করবে না, সামনে বা পিছনে কোন অপবাদ করবে না, বিধিসম্মত কাজে আমার অবাধ্যতা করবে না, তোমাদের মধ্যে যে আপন অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়িত করবে তার বিনিময় আল্লাহ তা'আলার নিকট। আর যে এগুলো থেকে কিছু করে ফেলবে আর সে জন্য দুনিয়াতে যদি তার শাস্তি হয়ে যায়, তাহলে এটি হবে তার জন্য শুনাহর কাফ্ফারা এবং শুনাহর পবিত্রতা। আর যার (দোষ) আল্লাহ তা'আলা গোপন রেখেছেন তার মুয়ামিলা আল্লাহ তা'আলার সাথে। (আল্লাহ) ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিতে পারেন। আবার ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন।

আবু আবদুল্লাহ [ইমাম বুখারী (র)] বলেন, চোর যদি হাত কেটে দেয়ার পর তাওবা করে তবে তার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে। অনুরূপভাবে শরীয়তের শাস্তিপ্রাপ্ত প্রত্যেকটি লোকের ক্ষেত্রেই এ বিধান প্রযোজ্য যখন সে তওবা করবে, তখন তার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে।



كِتَابُ الْمُحَارِبِينَ مِنْ

أَهْلِ الْكُفْرِ وَالرِّدَّةِ

কাফের ও ধর্মত্যাগী

বিদ্রোহীদের বিবরণ অধ্যায়



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الْمُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالرِّدَةِ কাফের ও ধর্মত্যাগী

## বিদ্রোহীদের বিবরণ অধ্যায়

وَقَوْلُ اللَّهِ عَزُوجَلٌ : إِنَّمَا جَزَاءُ الدِّيْنِ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَلَا يَهْ

মহান আল্লাহর বাণীঃ যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের শাস্তি- আয়াতের শেষ  
পর্যন্ত

٦٤٦

حَدَّثَنَا عَلَىُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ  
قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ الْجَرْمَىٰ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدْ  
عَلَى النَّبِيِّ نَفَرَ مِنْ عُكْلٍ وَأَسْلَمُوا فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمْرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا أَبْلَى  
الصَّدَقَةَ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَانِهَا فَفَعَلُوا فَصَحُّوا فَارْتَدُوا وَقَتَلُوا رُعَاتَهَا  
وَاسْتَاقُوا فَبَعْثَ فِي أَثَارِهِمْ فَأَتَىَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَّلَ أَعْيُنَهُمْ ، ثُمَّ لَمْ  
يَخْسِمُهُمْ حَتَّىٰ مَاتُوا -

**৬৩৪৬** আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উক্ল গোত্রের একদল  
লোক নবী ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করল। কিন্তু মদিনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল হল  
না। তাই তিনি তাদেরকে সাদাকার উটপালের কাছে গিয়ে সেগুলোর পেশাব ও দুষ্পান করার আদেশ করলেন।  
তারা তা-ই করল। ফলে সুস্থ হয়ে গেল। অবশেষে তারা দীন ত্যাগ করে উটপালের রাখালদেরকে হত্যা করে  
সেগুলো নিয়ে চলল। এদিকে তিনি তাদের পিছনে লোক পাঠালেন। তাদেরকে (ধরে) আনা হল। আর তাদের  
হাত-পা কাটলেন ও লোহশলাকা দ্বারা তাদের চক্ষুগুলো ঝুঁড়ে দিলেন। কিন্তু তাদের ক্ষতিহানে শোহা পুড়ে দাগ  
দিলেন না। অবশেষে তারা মারা গেল।

২৪৩৫ **بَابُ لَمْ يَخْسِمِ النَّبِيُّ مَلِكُ الْمُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الرُّدْدَةِ حَتَّىٰ هَلَكُوا**  
২৪৩৫. অনুচ্ছেদ ৪ : নবী ﷺ ধর্মত্যাগী বিদ্রোহীদের ক্ষতস্থানে লোহা পুড়ে দাগ দেননি। অবশেষে তারা মারা গেল

৬২৪৭ **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلَتِ أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِّ أَنَّ النَّبِيَّ مَلِكَ الْمُحَارِبِينَ قَطَعَ الْعُرَنَبَيْنَ وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّىٰ مَاتُوا-**

৬৩৪৭ **মুহাম্মদ ইবন সালত (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ উরাইনা গোত্রীয় লোকদের (হাত, পা) কাটলেন, অথচ তাদের ক্ষতস্থানে লোহা পুড়ে দাগ দেননি। অবশেষে তারা মারা গেল।**

২৪৩৬ **بَابُ لَمْ يُسْقَ الْمُرْتَدُونَ الْمُحَارِبُونَ حَتَّىٰ مَاتُوا**

২৪৩৭. অনুচ্ছেদ ৪ : ধর্মত্যাগী বিদ্রোহীদেরকে পানি পান করানো হয়নি; অবশেষে তারা মারা গেল

৬২৪৮ **حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِّ قَالَ قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبِيِّ مَلِكِ الْمُحَارِبِينَ كَانُوا فِي الصُّفَةِ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْغُنَا رِسْلًا فَقَالَ مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَلْحَقُوا بِإِبْلِ رَسُولِ اللَّهِ مَلِكِ الْمُحَارِبِينَ فَأَتَوْهَا فَشَرَبُوا مِنَ الْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّىٰ صَحُوا وَسَمِنُوا فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الدَّوْدَ فَاتَّى النَّبِيُّ مَلِكُ الْمُحَارِبِينَ الصَّرِيعُ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي أَثَارِهِمْ فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ إِلَّا أُتِيَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِمَسَامِيرٍ فَأَحْمَمَتْ فَكَحَلَهُمْ وَقَطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجَلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ ثُمَّ أَلْقَوْا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا سُقُوا حَتَّىٰ مَاتُوا. قَالَ أَبُو قِلَابَةَ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ-**

৬৩৪৮ **মূসা ইবন ইসমাইল (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উক্ল গোত্রের একদল লোক নবী ﷺ এর নিকট আসল। তারা সুফ্যায় অবস্থান করত। মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূলে না হওয়ায় তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জন্য দুধ তালাশ করুন। তিনি বললেন : আমি তোমাদের জন্য এ ছাড়া কিছু পাছি না যে, তোমার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উটপালের কাছে যাবে। তারা সেগুলোর কাছে আসল। আর সেগুলোর দুধ ও পেশাব পান করল। ফলে তারা সুস্থ ও মোটা তাজা হয়ে উঠল ও রাখালকে হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে চলল। নবী ﷺ-এর কাছে সংবাদ পৌছলে তাদের খোজে লোক পাঠালেন। রোদ্র প্রথর হবার পূর্বেই তাদেরকে নিয়ে আসা হল। তখন তিনি লৌহশলাকা আনার নির্দেশ দিলেন। তা গরম করে তদ্বারা তাদের চক্ষু ফুঁড়ে দিলেন এবং তাদের হাত-পা কেটে দেয়া হল। অথচ লোহা গরম করে দাগ**

লাগাননি। এরপর তাদেরকে উত্তপ্ত মরুভূমিতে ফেলে দেওয়া হল। তারা পানি পান করতে চাইল কিন্তু পান করানো হল না। অবশেষে তারা মারা গেল। আবু কিলাবা (র) বলেন, তারা চুরি করেছিল, হত্যাও করেছিল, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

### ٢٨٣٧ بَابُ سَمْرَ النَّبِيِّ مُبَشِّرٍ أَعْيُنَ الْمُحَارِبِينَ

২৮৩৭. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ বিদ্রোহীদের চক্ষুগুলো লৌহশলাকা দ্বারা ফুঁড়ে দিলেন

**٦٣٤٩** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ أَوْ قَالَ مِنْ عُرَيْنَةَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ عُكْلٌ قَدْمُوا الْمَدِينَةَ فَأَمْرَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِلِقَاحً وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَانِهَا فَشَرَبُوا حَتَّى إِذَا بَرَوْا وَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا النَّعْمَ فَبَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ غُدُوَّةً فَبَعْثَ الطَّلَبَ فِي اِثْرِهِمْ فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جَاءَ بِهِمْ فَأَمْرَهُمْ فَقْطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَّ أَعْيُنَهُمْ وَأَلْقَوْا بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقِونَ فَلَا يُسْقَوْنَ قَالَ أَبُو قِلَّابَةَ هُؤُلَاءِ قَوْمٌ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ -

**৬৩৪৯** কুতায়বা (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, যে উক্ল গোত্রের একদল (অথবা তিনি বলেন উরাইনা গোত্রে—আমার জানামতে তিনি উক্ল গোত্রেই বলেছেন) মদীনায় এলো, তখন নবী ﷺ তাদেরকে দুঃখবর্তী উটের কাছে যাওয়ার নির্দেশ করলেন। তাদেরকে আরো নির্দেশ করলেন যেন তারা সে সব উটের কাছে গিয়ে সেগুলোর দুধ ও পেশাব পান করে। তারা তা পান করল। অবশেষে যখন তারা সুস্থ হয়ে গেল, তখন রাখালকে হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে চলল। তোরে নবী ﷺ-এর কাছে এ সংবাদ পৌছল। তিনি তাদের খোঁজে লোক পাঠালেন। রৌদ্র চড়ার আগেই তাদেরকে নিয়ে আসা হল। তাদের সম্পর্কে তিনি নির্দেশ করলেন, তাদের হাত-পা কাটা হল। লৌহশলাকা দিয়ে তাদের চোখগুলো ফুঁড়ে দেয়া হল। এরপর প্রথম রৌদ্র তাপে ফেলে রাখা হল। তারা পানি পান করতে চাইল। কিন্তু পান করানো হল না। আবু কিলাবা (র) বলেন, এই লোকগুলো এমন একটি দল যারা চুরি করেছিল, হত্যাও করেছিল, ঈমান আনার পর কুফ্রী করেছিল আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

### ٢٨٣٨ بَابُ فَضْلٍ مِنْ تَرْكِ الْفَوَاحِشِ

২৮৩৮. অনুচ্ছেদ : অশ্লীলতা বর্জনকারীর ফয়লত

**٦٤٥.** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْيِدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةَ يُظْلِمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَأَظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ : إِمَامٌ عَادِلٌ ، وَشَابٌ نَّشَأَ

فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلَاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعْلَقٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَجُلٌ تَحَابَ فِي اللَّهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٌ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ أَتِيَ أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ فَاخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا صَنَعْتَ يَمِينَهُ -

**৬৩৫০** মুহাম্মদ ইবন সালাম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : সাত প্রকারের লোক, যাদেরকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ভিন্ন অন্য কোন ছায়া হবে না । ১. ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ; ২. আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত যুবক; ৩. এমন যে ব্যক্তি আল্লাহকে নির্জনে অরণ করে আর তার চক্ষুযুগল অশ্রসিঙ্গ হয়; ৪. এমন ব্যক্তি যার অঙ্গের মসজিদে আটকে থাকে; ৫. এমন দু'ব্যক্তি যারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরম্পর ভালোবাসা স্থাপন করে; ৬. এমন ব্যক্তি যাকে কোন সন্তুষ্ট রূপসী রমণী নিজের দিকে আহ্বান করল; আর সে বলল, আমি আল্লাহকে ভয় করি; ৭. এমন ব্যক্তি যে সাদকা করল আর এমন গোপনে করল যে, তার বাম হাত জানে না যে তার ডান হাত কি করে।

**৬৩৫১** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَرُو بْنُ عَلَى حَدَّثَنِي خَلِيفَةً قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ تَوَكَّلَ لِي مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ تَوَكَّلْتُ لَهُ بِالْجَنَّةِ -

**৬৩৫১** মুহাম্মদ ইবন আবু বকর (র) ও খলীফা..... সাহল ইবন সাদ সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যে কেউ আমার জন্য তার দু'পা ও দু'চোয়ালের মধ্যবর্তী স্থানের দায়িত্ব নেবে আমি তার জন্য বেহেশতের দায়িত্ব নেব।

**২৮২৯** بَابُ إِثْمِ الزِّنَةِ قَوْلُ اللَّهِِ : وَلَا يَزْنُونَ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَةِ كَانَ فَاجِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

২৮৩১. অনুচ্ছেদ : ব্যভিচারীদের পাপ। আল্লাহর বাণী : আর তারা ব্যভিচার করে না (২৫ : ৬৮) এবং তোমরা যিনার নিকটবর্তী হয়ো না। এটা অশ্রীল ও নিকৃষ্ট আচরণ (১৭ : ৩২)

**৬৩৫২** حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَنَّسُ قَيَالَ لَا حَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَا يُحِدِّثُكُمُوهُ أَحَدٌ بَعْدِيْ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ : لَا تَقْوُمُ السَّاعَةُ، وَإِمَّا قَالَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَةُ، وَيَقِلُّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِلْخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقِيمُ الْوَاحِدُ -

**৬৩৫২** দাউদ ইবন শাবীর (র).... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে আনাস (রা) বলেছেন যে, আমি তোমাদেরকে এমন এক হাদীস বর্ণনা করব যা আমার পরে তোমাদেরকে কেউ বর্ণনা করবে না। আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে না অথবা তিনি বলেছেন, কিয়ামতের পূর্ব নির্দশনসমূহের মধ্যে হল এই যে, ইল্ম উঠিয়ে নেয়া হবে, মূর্খতার প্রসার ঘটবে, মদ পান করা হবে, ব্যাপকভাবে ব্যভিচার হবে, পুরুষের সংখ্যা কমবে, নারীর সংখ্যা এমনভাবে বৃদ্ধি পাবে যে, পঞ্চাশ জন নারীর তত্ত্বাবধায়ক হবে একজন পুরুষ।

**৬৩৫৩** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرِبُ حِينَ يَشْرِبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يُقْتَلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، قَالَ عَكْرِمَةُ ، قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : كَيْفَ يُنْزَعُ الْأَيْمَانُ مِنْهُ ؟ قَالَ هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ -

**৬৩৫৪** মুহাম্মদ ইবন মুসাল্লা (র)..... ইবন আকবাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মু'মিন হিসেবে বহাল থাকা অবস্থায় কোন ব্যক্তি ব্যভিচারে লিঙ্গ হয় না। মু'মিন থাকা অবস্থায় কোন চোর চুরি করে না। মু'মিন থাকা অবস্থায় কেউ মদ পান করে না। মু'মিন থাকা অবস্থায় কেউ হত্যা করে না। ইকরামা (র) বলেন, আমি ইবন আকবাস (রা)-কে জিজেস করলাম, তার থেকে ঈমান কিভাবে ছিনিয়ে নেয়া হয়? তিনি বললেন : এভাবে। আর অঙ্গুলীগুলি পরম্পর জড়ালেন, এরপর অঙ্গুলীগুলি বের করলেন। যদি সে তাওবা করে তবে পূর্ববৎ এভাবে ফিরে আসে। এ বলে অঙ্গুলীগুলি পুনরায় পরম্পর জড়ালেন।

**৬৩৫৫** حَدَّثَنَا أَدْمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ نَذْكَوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرِبُ حِينَ يَشْرِبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالْتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ -

**৬৩৫৬** আদম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : ব্যভিচারী ব্যভিচার করা অবস্থায় মু'মিন থাকে না। চোর চুরি করা অবস্থায় মু'মিন থাকে না। মদ্যপায়ী মদ্যপানকালে মু'মিন থাকে না। তবে তারপরও তওবা অবারিত।

**৬৩৫৭** حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَىَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورُ وَسْلَيْمَانُ عَنْ أَبِي وَائِلَ عَنْ مَيْسِرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الدِّينِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًا وَهُوَ خَلَقَكَ ، قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ

أَجْلُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ، قَلْتُ ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ أَنْ تُزَانِي بِحَلِيلَةِ جَارِكَ ، قَالَ يَحْيَى وَهَدَيْنَا سُفِيَّانُ قَالَ حَدَّثَنِي وَأَصْلُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ مِثْلُهُ ، قَالَ عَمَرُو فَذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَكَانَ حَدَّثَنَا عَنْ سُفِيَّانَ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ وَوَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَيْسِرَةَ قَالَ دَعْهُ دَعْهُ -

**৬৩৫৫** আমর ইব্ন আলী (র).... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন পাপটি সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন : তুমি আল্লাহর কোন সমকক্ষ সাব্যস্ত করবে। অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন : তোমার সাথে আহার করবে এ ভয়ে তোমার সন্তানকে হত্যা করা। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন : তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত যিনা করা। ইয়াহুইয়া (র) — আবদুল্লাহ (রা) আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল, অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আমর (র) — আবু মায়সারা (র) বলেন—এটিকে ছেড়ে দাও, এটিকে ছেড়ে দাও।

#### ২৪৪. بَابُ رَجْمِ الْمُخْسِنِ، وَقَالَ الْحَسَنُ مَنْ زَانِي بِأَخْتِهِ حَدَّهُ حَدَّ الزَّانِي

২৪৪০. অনুচ্ছেদ : বিবাহিতকে রজম করা। হাসান (র) বলেন, যে স্বীয় বোনের সহিত যিনি করে তার উপর যিনার হন প্রয়োগ হবে

**৬৩৫৬** حَدَّثَنَا أَدْمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبَيِّ يُحَدِّثُ عَنْ عَلَىٰ حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ رَجَمْتُهَا بِسُنْتَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

**৬৩৫৬** আদাম (র)..... শাবি (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) জুম'আর দিন জনৈকা মহিলাকে যখন রজম করেন তখন বলেন, আমি তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত অনুযায়ী রজম করলাম।

**৬৩৫৭** حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ ، قُلْتُ قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَوْ بَعْدُ ؟ قَالَ لَا أَدْرِي -

**৬৩৫৮** ইসহাক (র)..... শায়বানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আবু আওফা (রা)-কে জিজেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ রজম করেছেন কি? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, সূরায়ে নূর-এর আগে না পরে? তিনি বললেন, আমি অবগত নই।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقاَتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَانَ فَشَهَدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَ وَكَانَ قَدْ أَحْسَنَ -

**৬৩৫৮** মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এল। এসে বলল, সে যিনি করেছে এবং নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য প্রদান করল। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন, তাকে রজম করা হলো। আর সে বিবাহিত ছিল।

**২৪৪১** بَابُ لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ وَقَالَ عَلَىٰ لِعْمَرَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلْمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ يُفِيقَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ يُذْرِكَ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ -

২৪৪১. অনুচ্ছেদ ৪ পাগল ও পাগলিনীকে রজম করা যাবে না। আলী (রা) উমর (রা)-কে বললেন, আপনি কি জানেন না যে, পাগল থেকে জ্ঞান ফিরে না আসা পর্যন্ত, বালক থেকে সাবালেগ না হওয়া পর্যন্ত, ঘুমত ব্যক্তি জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে?

**৬৩৫৯** حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَانْتُ فَأَعْرَضْ عَنْهُ حَتَّىٰ رَدَّ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أَبِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ لَا ، قَالَ فَهَلْ أَحْسَنْتَ؟ قَالَ نَعَمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اذْهِبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ ، قَالَ أَبْنُ شَهَابٍ فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ فَكُنْتُ فِي مِنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى ، فَلَمَّا آذَلْتُهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ فَادْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ -

**৬৩৫৯** ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এল। তিনি তখন মসজিদে ছিলেন। সে তাঁকে ডেকে বলল, হে আল্লাহর রাসূল। আমি যিনি করেছি। তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে কথাটি সে চারবার পুনরাবৃত্তি করল। যখন সে নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য প্রদান করল তখন নবী ﷺ তাকে ডেকে জিজেস করলেন, তোমার মধ্যে কি পাগলামীর দোষ আছে? সে বলল, না। তিনি বললেন: তাহলে কি তুমি বিবাহিত? সে বলল, হ্যাঁ। তখন নবী ﷺ বললেন: তোমরা তাকে নিয়ে যাও আর রজম করো। ইবন শিহাব (র) বলেন, আমাকে এমন এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, যিনি জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, আমি তার রজমকারীদের মধ্যে একজন ছিলাম। আমরা তাকে জানায়া আদায়ের স্থানে রজম করি। পাথরের আঘাত যখন তার অসহ্য হচ্ছিল তখন সে পালাতে লাগল। আমরা হারুরা নামক স্থানে তার নাগাল পেলাম। আর সেখানে তাকে রজম করলাম।

**২৪৪২** بَابُ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ

২৪৪২. অনুচ্ছেদ ৪: ব্যভিচারীর জন্য পাথর

**٦٣٦.** حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْيَثُّ عنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَخْتَصَمْ سَعْدًا وَابْنَ زَمْعَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ لَكِ يَا عَبْدَ اللَّهِ يَا ابْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفَرَاسِ وَاحْتَجَبِي مِنْهُ يَاسُودَةً وَذَادَ لَنَا قُتْبَيْةَ عَنْ الْيَثِّ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ۔

**٦٣٦٠** آরুল ওয়ালীদ (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাদ ও ইব্ন যামআ (রা) বাগড়া করলেন। তখন নবী ﷺ বললেন : হে আব্দ ইব্ন যামআ! এ সন্তান তোমারই। সন্তান শয্যাধিপতির। আর হে সাওদা! তুমি তার থেকে পর্দা কর। কুতায়বা (র) লায়স (র) থেকে আমাদেরকে এ বাক্যটি বেশি বলেছেন যে, ব্যভিচারীর জন্য পাথর।

**٦٣٦١** حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْوَلَدُ لِلْفَرَاسِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ۔

**٦٣٦১** আদাম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : বিছানা যার সন্তান তার। আর ব্যভিচারীর জন্য পাথর।

## ٢٨٤٣ بَابُ الرَّجْمِ فِي الْبِلَاطِ

২৪৪৩. অনুচ্ছেদ : সমতল স্থানে রজম করা

**٦٣٦২** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ أَحْدَثَ جَمِيعًا، فَقَالَ لَهُمْ مَا تَجْدُونَ فِي كِتَابِكُمْ قَالُوا إِنَّ أَحْبَارَنَا أَحَدَثُوا تَحْمِيمًا الْوَجْهَ وَالْتَّجْبِيَّهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ أَدْعُهُمْ يَارَسُولَ اللَّهِ بِالشَّوْرَاهِ فَأَتَى بِهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى أَيَّهُ الرَّجْمِ وَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ أَبْنُ سَلَامٍ ارْفِعْ يَدَكَ، فَإِذَا أَيَّهُ الرَّجْمِ ثَحْتَ يَدِهِ وَأَمْرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرِجِمًا، قَالَ أَبْنُ عُمَرَ فَرِجِمًا عِنْدَ الْبِلَاطِ فَرَأَيْتُ الْيَهُودِيَّ أَجْنَاءً عَلَيْهَا -

**৬৩৬২** মুহাম্মদ ইব্ন উসমান (র).... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এক ইহুদী পুরুষ ও এক ইহুদী নারীকে হায়ির করা হল। তারা উভয়েই যিনি করেছে। তিনি তাদেরকে জিজেস করলেন, এ ব্যাপারে তোমরা তোমাদের কিতাবে কি পাছ়? তারা বলল, আমাদের পাদ্রীরা চেহারা কালো করার ও উভয়কে গাধার পিঠে বিপরীতমুখী বসিয়ে প্রদক্ষিণ করানোর বীতি চালু করেছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ। তাদেরকে তাওরাত নিয়ে আসতে বলুন। এরপর তা নিয়ে আসা হল। তাদের একজন রজমের আয়াতের উপর নিজের হাত রেখে দিল এবং এর অঙ্গ-পশ্চাত পড়তে লাগল। তখন ইব্ন সালাম (রা) তাকে বললেন, তোমার হাত উঠাও। (হাত উঠাতে দেখা গেল) তার হাতের

কাফের ও ধর্মত্যাগী বিদ্রোহীদের বিবরণ

নিচে রয়েছে রজমের আয়ত। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উভয়ের সম্বন্ধে নির্দেশ দিলেন, উভয়কে রজম করা হল। ইবন উমর বলেন, তাদের উভয়কে সমতল স্থানে রজম করা হয়েছে। তখন ইহুদী পুরুষটাকে দেখেছি ইহুদী নারীটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

## ২৪৪ بَابُ الرَّجْمِ بِالْمُصْلَى

২৪৪. অনুচ্ছেদ ৪: ঈদগাহ ও জানায়া আদায়ের স্থানে রজম করা

**٦٣٦٣** حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ فَاعْتَرَفَ بِالرِّزْنَى وَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَاتٍ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَبْكِ جُنُونَ؟ قَالَ لَا، قَالَ أَحْسِنْتَ؟ قَالَ نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَرْجِمَ بِالْمُصْلَى، فَلَمَّا آذَلَقْتَهُ الْحِجَارَةُ فَرَأَ فَادِرَكَ فَرْجِمَ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ، لَمْ يَقُلْ يُوْنُسُ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَصَلَّى عَلَيْهِ سُئِلَ أَبُو عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ يُسَحْ قَالَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ فَقَيْلَ لَهُ رَوَاهُ غَيْرُ مَعْمَرٍ قَالَ لَا -

**৬৩৬৩** মাহমুদ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। আসলাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে হায়ির হয়ে যিনার স্বীকারোক্তি করল। তখন নবী ﷺ তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে সে নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য প্রদান করল। নবী ﷺ তাকে বললেন : তুমি কি পাগল? সে বলল, না। তিনি তার ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন। তখন তাকে ঈদগাহে রজম করা হল। পাথর যখন তাকে অসহনীয় যন্ত্রণা দিচ্ছিল, তখন সে পালাতে লাগল। তারপর তাকে ধরা হল ও রজম করা হল। অবশেষে সে মারা গেল। নবী ﷺ তার সম্বন্ধে ভালো মন্তব্য করলেন ও তার সালাতে জানায়া আদায় করলেন। ইউনুস ও ইবন জুরাইজ (র) যুহরী (র) থেকে বর্ণনাটি কি বিশুদ্ধ? তিনি বললেন, এটিকে মামার বর্ণনা করেছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো-- এটিকে মামার ব্যক্তিত অন্যরা বর্ণনা করেছে কি? তিনি বললেন, না।

**২৪৫ بَابُ مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الْحِلْوَ فَلَا عَقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التُّوْبَةِ إِذَا جَاءَ مُسْتَفْتِنًا قَالَ عَطَاءُ لَمْ يُعَاقِبْ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ وَلَمْ يُعَاقِبْ الدِّيْ جَامِعَ فِي رَمَضَانَ، وَلَمْ يُعَاقِبْ عُمَرَ صَاحِبَ الْخَلْبِيِّ، وَفِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -**

২৪৫. অনুচ্ছেদ ৫: যে এমন কোন অপরাধ করল যা হদ-এর আওতাভুক্ত নয় এবং সে ইমামকে অবগত করল। তবে তওবার পর তার উপর কোন শাস্তি প্রয়োগ হবে না, যখন সে ফতোয়া জানার জন্য আসে। আতা (র) বলেন, নবী ﷺ এমন ব্যক্তিকে শাস্তি দেননি। ইবন জুরাইজ (র) বলেন, শাস্তি দেননি এ

ব্যক্তিকে, যে রমযানে স্তু সংগম করেছে এবং উমর (রা) শাস্তি দেননি হরিণ শিকারীকে। এ ব্যাপারে আবু উসমান (র) ইবন মাসউদ (রা) সুত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা রয়েছে

**٦٣٦٤** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِأَمْرِ أَتَهُ فِي رَمَضَانَ فَأَسْتَفْتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ هُلْ تَجِدُ رَقَبَةً؟ قَالَ لَا، قَالَ هُلْ تَسْتَطِعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ؟ قَالَ لَا، قَالَ فَأَطْعِمْ سَتِينَ مَسْكِيْنًا، وَقَالَ الْلَّيْثُ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيرِ عَنْ عَبَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيرِ عَنْ عَائِشَةَ أَتَى رَجُلُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ احْتَرَقْتُ، قَالَ مَمَنْ ذَاكَ؟ قَالَ وَقَعْتُ بِأَمْرِ أَتَيْتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ لَهُ تَصَدَّقْ، قَالَ مَا عَنْدِي شَيْئٌ فَجَلَسَ وَأَتَاهُ إِنْسَانٌ يَسْوُقُ حِمَارًا وَمَعَهُ طَعَامٌ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَا أَدْرِي مَا هُوَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَيْنَ الْمُخْتَرِقُ؟ فَقَالَ هَا أَنَا ذَا، قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ، قَالَ عَلَى أَحْوَاجِ مِنِّي مَا لَاهْلِي طَعَامُ؟ قَالَ فَكُلُوهُ۔

**৬৩৬৪** **কুতায়বা** (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি রমযানে আপন স্তুর সহিত ঘোন সংযোগ করে ফেললো। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফতোয়া জানতে চাইল। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, একটি গোলাম আযাদ করার সামর্থ্য তোমার আছে কি? সে বলল, না। তিনি বললেন : তাহলে কি দু'মাস সিয়াম পালন করতে পারবে? সে বলল, না। তিনি বললেন : তাহলে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাও।

লায়স (র)-এর সুত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে মসজিদে আসল। তখন সে বলল, আমি ধৰ্স হয়ে গেছি। তিনি বললেন : তা কার সাথে? সে বলল, আমি রমযানের মধ্যে আমার স্তুর সাথে সংগম করে ফেলেছি। তখন তিনি তাকে বললেন : তুমি সাদকা কর। সে বলল, আমার কাছে কিছুই নেই। সে বসে রইল। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি একটি গাধা হাঁকিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে এল। আর তার সাথে ছিল খাদ্যদ্রব্য। আবদুর রহমান (র) বলেন, আমি অবগত নই যে, নবী ﷺ-এর কাছে কি আসল? অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন : ধৰ্সপ্রাণ ব্যক্তিটি কোথায়? সে বলল, এই তো আমি। তিনি বললেন : এগুলো নিয়ে সাদকা করে দাও। সে বলল, আমার চেয়ে অধিক অভাবী লোকদের? আমার পরিবারের কাছে সামান্য আহার্যও নেই। তিনি বললেন : তাহলে তা তোমরাই খেয়ে নাও।

**২৮৪৬** بَابُ إِذَا أَقْرَءَ بِالْحَدَّ وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ لِلِّمَامِ أَنْ يَسْتَرِ عَلَيْهِ

২৮৪৬. অনুচ্ছেদ : যে কেউ শাস্তির স্তুকারোক্তি করল অথচ বিস্তারিত বলেনি, তখন ইমামের জন্য তা গোপন রাখা বৈধ কি?

**৬৩৬৫** حَدَّثَنِي عَبْدُ الْقُدُوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكَلَابِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ

মাল্ক কাল কুন্ত উন্দে নবী ﷺ ফَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقَمْتُهُ عَلَىٰ وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ قَالَ وَخَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقَمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، قَالَ أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ أَوْ قَالَ حَدَّكَ -

**৬৩৬৫** আবদুল কুদুস ইবন মুহাম্মদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ঘটনা আমি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি। তাই আমার উপর শাস্তি প্রয়োগ করুন। কিন্তু তিনি তাকে অপরাধ সম্পর্কে জিজেস করলেন না। আনাস (রা) বলেন। তখন সালাতের সময় এসে গেল। সে ব্যক্তি নবী ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করল। যখন নবী ﷺ সালাত আদায় করলেন, তখন সে ব্যক্তি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি। তাই আমার উপর আল্লাহর বিধান প্রয়োগ করুন। তিনি বললেন: তুমি কি আমার সহিত সালাত আদায় করনি? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন: নিচ্য আল্লাহ তোমার গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। অথবা বললেন: তোমার শাস্তি (মাফ করে দিয়েছেন)।

### ২৪৪৭ بَابُ هَلْ يَقُولُ الْأَمَامُ لِلْمُقْرِئِ لَعَلَكَ لَمْسْتَ أَوْ غَمْزْتَ

২৪৪৭. অনুচ্ছেদ : স্বীকারোভিকারীকে ইমাম কি এ কথা বলতে পারে যে, সম্ভবত তুমি স্পর্শ করেছ অথবা ইশারা করেছ?

**৬৩৬৬** حدثنا عبد الله بن محمد الجعفري قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال لما آتني ماعزًا بن مالك النبوي ﷺ قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ قال لا يا رسول الله، قال إنك لها لا يكنى، قال نعم فعند ذلك أمر برجمها -

**৬৩৬৬** আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ জুফী (র)..... ইবন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মায়িয ইবন মালিক নবী ﷺ-এর নিকট এল তখন তাকে বললেন সম্ভবত তুমি চুম্বন খেয়েছ অথবা ইশারা করেছ অথবা (কু দৃষ্টিতে) তাকিয়েছ? সে বলল, না, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন: তাহলে কি তার সাথে তুমি সঙ্গ করেছ? কথাটি অস্পষ্ট করে বলেননি। সে বলল, হ্যাঁ। তখন তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন।

### ২৪৪৮ بَابُ سُؤَالِ الْأَمَامِ الْمُقِرَّ هَلْ أَحْصَنْتَ

২৪৪৮. অনুচ্ছেদ : স্বীকারোভিকারীকে ইমামের প্রশ্ন 'তুমি কি বিবাহিত?'

**৬৩৬৭** حدثنا سعيد بن عفیر قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة أن أبو هريرة قال أتى رسول الله ﷺ

رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَانَتْ يُرِيدُ نَفْسَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَتَنَحَّى لِشِقٍّ وَجْهِهِ الدُّنْيَا أَعْرَضَ عَنْهُ قَبْلَهُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَانَتْ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَجَاءَ لِشِقٍّ وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ الدُّنْيَا أَعْرَضَ عَنْهُ فَلَمَّا شَهَدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَبْكِ جُنُونَ؟ قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ أَحْمَنْتَ؟ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اذْهَبُو بِهِ فَارْجُمُوهُ قَالَ أَبْنُ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصْلَى، فَلَمَّا أَذْلَقْتُهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ -

**৬৩৬৭** সাইদ ইবন উফায়র (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এল। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। এসে তাঁকে ডাক দিল, হে আল্লাহর রাসূল। আমি যিনি করেছি, সে নিজেকেই উদ্দেশ্য করেছে। তখন তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু সে এদিকেই সরে দাঁড়াল, যে দিকটি তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে সম্মুখে করলেন, এবং বলল হে আল্লাহর রাসূল। আমি যিনি করেছি। তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন, আর সে এদিকেই এল যে দিকে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি যখন স্বীয় নফসের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য প্রদান করল তখন নবী ﷺ তাকে ডাকলেন। এরপর জিঞ্জেস করলেন : তোমার মধ্যে পাগলামী আছে কি? সে বলল, না, হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন : তা হলে তুমি কি বিবাহিত? সে বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন : তোমরা তাকে নিয়ে যাও এবং রজম করো। ইবন শিহাব (র) বলেন, আমাকে এ হাদীস এমন ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যিনি জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, তার রজমকারীদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। আমরা তাকে দুদগাহে বা জানায়া আদায়ের স্থানে রজম করেছি। পাথরের আঘাত যখন তাকে ব্যাকুল করে তুলল, তখন সে দ্রুত দৌড়াতে লাগল। অবশেষে আমরা হারুরা নামক স্থানে তার নাগাল পাই এবং তাকে রজম করি।

## ২৪৯ بَابُ الْاعْتِرَافِ بِالْزِنَا

২৪৯. অনুচ্ছেদ : যিনার স্বীকারোক্তি

**৬৩৬৮** حَدَثَنَا عَلَىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنَا سُفِيَّانُ قَالَ حَفَظْنَاهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ قَالَا كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنْشُدُكَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصَمُهُ وَكَانَ أَفْقَهُ مِنْهُ فَقَالَ أَفْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَذْنِ لِي؟ قَالَ قُلْ، قَالَ إِنَّ أَبْنِي كَانَ عَسِيًّا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِأْمَرِتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمَائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى أَبْنِي جَلْدٌ مِائَةٌ وَتَغْرِيبٌ عَامٌ وَعَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا قُضِيَّنَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ الْمَائِةُ الشَّاهَةُ وَالْخَادِمُ رَدُّ عَلَيْكَ  
وَعَلَى أَبْنِكَ جَلْدُ مَائَهِ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَغْدُ يَا أَنَيْسَ عَلَى امْرَأَهُ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ  
فَأَرْجُمْهَا، فَفَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا، قُلْتُ لِسُفِيَّانَ لَمْ يَقُلْ، فَأَخْبَرَوْنِي أَنَّ عَلَى  
ابْنِي الرَّجْمَ، فَقَالَ أَشْكُ فِيهَا مِنَ الزُّهْرِيِّ، فَرَبِّمَا قُلْتُهَا، وَرُبَّمَا سَكَتُ

**৬৩৬৮** আলী ইবন আবদুল্লাহ (র).....আবু হুরায়রা ও যায়িদ ইবন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর কাছে ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আমি আপনাকে (আল্লাহর) কসম দিয়ে বলছি। আপনি আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব মত ফায়সালা করুন। তখন তার প্রতিপক্ষ লোকটি দাঁড়াল। আর সে তার চেয়ে বুদ্ধিমান ছিল। তাই সে বলল, আপনি আমাদের ফায়সালা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী-ই করে দিন। আর আমাকে অনুমতি দিন। তিনি বললেন : বল। সে বলল, আমার ছেলে এই ব্যক্তির অধীনে চাকর ছিল। সে তার স্ত্রীর সহিত যিনি করে ফেলে। আমি একশ' ছাগল ও একজন গোলামের বিনিময়ে তার সাথে আপোস করে নেই। তারপর আমি আলিমদের অনেককে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা আমাকে বললেন যে, আমার ছেলের শাস্তি একশ' কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। আর রজম হলো তার স্ত্রীর শাস্তি। তখন নবী ﷺ বললেন : কসম এই সন্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই আমি কিতাবুল্লাহ অনুযায়ী তোমাদের উভয়ের ফায়সালা করব। একশ' ছাগল ও গোলাম তোমার কাছে ফেরত যাবে। আর তোমার ছেলের উপর একশত কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। হে উনাইস! তুমি প্রত্যুষে এই ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে যাবে। যদি সে স্বীকার করে তবে তাকে রজম করবে। পরদিন প্রত্যুষে তিনি তার কাছে গেলেন। আর সে স্বীকার করল। ফলে তাকে রজম করলেন।

আমি সুফিয়ান (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এই ব্যক্তি কি এ কথা বলেনি যে, “লোকেরা আমাকে বলেছে যে, আমার ছেলের ওপর রজম হবে। তখন তিনি বললেন, যুহুরী (র) থেকে এ কথা শুনেছি কিনা, এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ রয়েছে। তাই কখনো এ কথা বর্ণনা করি। আর কখনো চুপ থাকি।

**৬৩৬৯** حَدَّثَنَا عَلَىُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ  
ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ عُمَرُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّىٰ يَقُولُ قَائِلٌ لَا  
نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيُضْلِلُوا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى  
مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ إِذَا قَامَتِ الْبَيْنَةُ أَوْ كَانَ الْحَمْلُ أَوِ الْأَعْتِرَافُ، قَالَ سُفِيَّانُ كَذَا  
حَفِظْتُ أَلَا وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ-

**৬৩৭০** আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... ইবন আব্রাহিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) বলেছেন, আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, দীর্ঘ যুগ অতিক্রান্ত হবার পর কোন ব্যক্তি এ কথা বলে ফেলতে পারে যে, আমরা আল্লাহর কিতাবে রজমের বিধান পাছিন না। ফলে এমন একটি ফরয পরিত্যাগ করার দরুণ তাঁর পথভূষ্ট হবে যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন। সাবধান! যখন প্রমাণ পাওয়া যাবে অথবা গর্ত বা স্বীকারোক্তি বিদ্যমান থাকবে

তখন ব্যভিচারীর জন্য রজমের বিধান নিঃসন্দেহ অবধারিত। সুফিয়ান (র) বলেন, অনুরূপই আমি শরণ রেখেছি। সাবধান! রাসূলুল্লাহ ﷺ রজম করেছেন, আর আমরাও তারপরে রজম করেছি।

## ٢٨٥۔ بَابُ رَجْمُ الْحَبْلِيِّ مِنَ الزِّنَا إِذَا أَحْصِنَتْ

২৮৫০. অনুচ্ছেদ ৪: যিনার কারণে বিবাহিতা গর্ভবতী মহিলাকে রজম করা

**٦٣٧.** حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ أَقْرِئُ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْهُمْ عَبْدَ الرَّحْمَنَ بْنَ عَوْفٍ فَبَيْنَمَا آتَاهُ فِي مَنْزِلِهِ يَمِنِي وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي أُخْرِ حَجَّةِ حَجَّهَا إِذْ رَجَعَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي فُلَانٍ يَقُولُ لَوْ قَدْ ماتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا فَوَاللَّهِ مَا كَانَتْ بَيْعَةً أَبِي بَكْرٍ إِلَّا فَلَتَهُ فَتَمَّتْ فَغَضِبَ عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ أَتَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِقَائِمُ الْعَشِيَّةِ فِي النَّاسِ فَمُحَدِّرُهُمْ هُؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوْهُمْ أُمُورَهُمْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمِعُ رُعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَ هُمْ وَإِنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى قُرْبَكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ وَآتَاهُمْ حَسْنَةً فَتَقُولُ مَقَالَةً يُطِيرُهَا عَنْكَ كُلُّ مُطِيرٍ وَلَا يَحُوْهَا وَلَا يَضْغُوْهَا مَوَاضِعِهَا فَأَمْهَلَ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنْنَةِ فَتَخْلُصَ بِأَهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ فَتَقُولُ مَا قُلْتُ مُتَمَكِّنًا فَيَعْلَمُ أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَتَكَ فَيَضْعُوْهَا مَوَاضِعِهَا فَقَالَ عُمَرُ أَمَا وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا قَوْمَنَ بِذَلِكَ أَوْلَ مَقَامَ أَقْوَمُهُ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي عَقِبِ ذِي الْحِجَّةِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ عَجَّلْتُ الرُّوَاحَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ حَتَّى أَجِدَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ جَالِسًا إِلَى رُكْنِ الْمِنْبَرِ فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ ثَمَسْ رُكْبَتِي رُكْبَتِهِ فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلًا قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ لِيَقُولَنَ الْعَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلَفَ فَانْكَرَ عَلَى وَقَالَ مَا عَسَيْتُ أَنْ يَقُولَ مَالَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤْذِنُونَ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنِّي قَاتِلُ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدِرَ لِيْ أَنْ

أَقُولُهَا ، لَا أَدْرِي لَعَلَهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي ، فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلِيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَعْقِلَهَا فَلَا أُحِلُّ لَأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَى إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّداً<sup>صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</sup> بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ أَيَّةً الرَّجْمِ فَقَرَأَنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا رَاجِمُ رَسُولِ اللَّهِ<sup>صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</sup> وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ وَاللَّهُ مَانِجُدٌ أَيَّةً الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضْلُّوا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيْنَةُ أَوْ كَانَ الْحِبَلُ أَوِ الْاعْتِرَافُ ، ثُمَّ أَنَا كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَنْ لَا تَرْغَبُوا عَنْ أَبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفُّرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ أَبَائِكُمْ أَوْ إِنَّ كُفْرَأَبِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ أَبَائِكُمْ أَلَا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ<sup>صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</sup> قَالَ لَا تُطْرُونِي كَمَا أُطْرِي عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلًا مِنْكُمْ يَقُولُ وَاللَّهِ لَوْ مَاتَ عُمَرٌ بَيَعْتُ فُلَانًا فَلَا يَغْتَرَرُنَّ امْرُؤًا أَنْ يَقُولُ إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلَتَهُ وَتَمَّتْ أَلَا وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذِلِكَ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَهَا وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُبَايِعُ هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ تَغَرِّرَةً أَنْ يُقْتَلَأَ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَيْرِنَا حِينَ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيُّهُ<sup>صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</sup> أَنَّ الْأَنْصَارَ خَالَفُونَا وَاجْتَمَعُوا بِإِسْرَهِمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ ، وَخَالَفَ عَنَّا عَلَى وَالْزُّبَيرُ وَمَنْ مَعَهُمَا ، وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ يَا أَبَا بَكْرٍ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا هُؤُلَاءِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَانْطَلَقْنَا نُرِيدُهُمْ ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْهُمْ ، لَقِيَنَا مِنْهُمْ رَجُلَانِ صَالِحَانِ ، فَذَكَرَا مَا تَمَالَ عَلَيْهِ الْقَوْمُ ، فَقَالَا أَيْنَ تُرِيدُونَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ؟ فَقُلْنَا نُرِيدُ إِخْوَانَنَا هُؤُلَاءِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَا لَا عَلَيْكُمْ أَلَا تَقْرَبُوهُمْ اقْضُوا أَمْرَكُمْ فَقُلْتُ وَاللَّهُ لَنَاتِينَهُمْ ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَاهُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ ، فَإِذَا رَجُلٌ مُزَمَّلٌ بَيْنَ ظَهْرَانِهِمْ ، فَقُلْتُ مَنْ هُذَا ؟ فَقَالُوا هَذَا سَعْدُ ابْنُ عُبَادَةَ ، فَقُلْتُ مَا لَهُمْ ؟ قَالُوا يُوْعَلُ ، فَلَمَّا جَلَسْنَا قَلِيلًا تَشَهَّدَ خَطِيبُهُمْ ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَنَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ وَكَتِيْبَةُ الْإِسْلَامِ ، وَأَنْتُمْ

مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ رَهْطٌ، وَقَدْ دَفَتْ دَافَةً مِنْ قَوْمِكُمْ فَإِذَا هُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْتَلِفُونَا  
مِنْ أَصْلِنَا وَأَنْ يَخْضُنُونَا مِنَ الْأَمْرِ، فَلَمَّا سَكَتَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَكُنْتُ زَوْرَتُ مَقَالَةً  
أَعْجَبَتِي أُرِيدُ أَنْ أُقَدِّمَهَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ وَكُنْتُ أُدَارِي مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ، فَلَمَّا  
أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى رِسْلِكَ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُغْضِبَهُ، فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ  
هُوَ أَحَلَّ مِنِّي وَأَوْقَرَ وَاللَّهُ مَا تَرَكَ مِنْ كَلْمَةٍ أَعْجَبَتِي فِي تَزْوِيرِي الْأَقَالَ فِي  
بَدِيهَتِهِ مِثْلَهَا أَوْ أَفْضَلَ مِنْهَا حَتَّى سَكَتَ، فَقَالَ مَا ذَكَرْتُمْ فِيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَاتَّمْ لَهُ  
أَهْلُ، وَلَنْ يُعْرَفَ هَذَا الْأَمْرُ إِلَّا لِهَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسْبًا وَدَارًا،  
وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذِينَ الرَّجُلَيْنِ، فَبَأْيَعُوا أَيْهُمَا شَئْتُمْ، فَأَخَذَ بِيَدِي وَبِيَدِ أَبِي  
عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَاحِ وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَنَا فَلَمْ أَكْرَهْ مِمَّا قَالَ غَيْرَهَا، كَانَ وَاللَّهُ أَنْ أُقَدِّمَ  
فَتُضْرِبَ عَنْقِي لَا يُقْرِبُنِي ذَلِكَ مِنْ إِثْمٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَأْمَرَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو  
بَكْرٍ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ تُسَوِّلَ إِلَيَّ نَفْسِي عِنْدَ الْمَوْتِ شَيْئًا لَا أَجِدُهُ أَلَّا نَ، فَقَالَ قَاتِلُ مِنَ  
الْأَنْصَارِ أَنَا جُذِيلُهَا الْمُحَكَّمُ، وَعَذِيقُهَا الْمُرَجَّبُ، مِنَّا أَمِيرٌ، وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ، يَا مَعْشَرَ  
قُرَيْشٍ، فَكَثُرَ اللَّغْطُ، وَأَرْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ، حَتَّى فَرَقْتُ مِنَ الْاِخْتِلَافِ، فَقُلْتُ أَبْسُطْ  
يَدَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَأْيَعَتْهُ وَبَأْيَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ ثُمَّ بَأْيَعَتْهُ الْأَنْصَارُ،  
وَنَزَوْنَا عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ قَاتِلُ مِنْهُمْ قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، فَقُلْتُ قَتَلَ اللَّهُ  
سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَالَ عُمَرُ وَإِنَّا وَاللَّهُ مَا وَجَدْنَا فِيهِمَا حَضَرْنَا مِنْ أَمْرٍ أَقْتُلُ مِنْ  
مُبَايِعَةِ أَبِي بَكْرٍ خَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةُ أَنْ يُبَأِيَعُوا رَجُلًا مِنْهُمْ بَعْدَنَا  
فَامَّا تَابَعَنَا هُمْ عَلَى مَا لَا نَرْضُى وَامَّا نُخَالِفُهُمْ فَيَكُونُ فَسَادٌ افْمَنْ بَأْيَعَ رَجُلًا عَلَى  
غَيْرِ مَشْوَرَةِ مِنِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا يُتَابِعُ هُوَ وَلَا الَّذِي بَأْيَعَهُ تَغْرِيَةً أَنْ يُقْتَلَا۔

**[৬৩৭০]** আবদুল আয়ীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুহাজিরদের কতক লোককে পড়াতাম। তাঁদের মধ্যে আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) অন্যতম ছিলেন। একদা আমি তাঁর মিনাস্ত বাড়িতে ছিলাম। তখন তিনি উমর ইব্ন খাতাব (রা)-এর সাথে তাঁর সর্বশেষ হজ্জে রয়েছেন। ইত্যবসরে আবদুর রহমান (রা) আমার কাছে ফিরে এসে বললেন, যদি আপনি ঐ লোকটিকে দেখতেন, যে লোকটি আজ আমীরুল মুমিনীন-এর কাছে এসেছিল এবং বলেছিল, হে আমীরুল মুমিনীন! অমুক ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার কিছু করার আছে কি? যে লোকটি বলে থাকে যে, যদি উমর মারা যান

তাহলে অবশ্যই অমুকের হাতে বায়'আত করব। আল্লাহর কসম! আবু বকরের বায়'আত আকস্মিক ব্যাপার-ই ছিল। ফলে তা সংঘটিত হয়ে যায়। এ কথা শুনে তিনি ভীষণভাবে রাগাভিত হলেন। তাঁরপর বললেন, ইনশা আল্লাহ্ সন্ধ্যায় আমি অবশ্যই লোকদের মধ্যে দাঁড়াব আর তাদেরকে ঐসব লোকের থেকে সতর্ক করে দিব, যারা তাদের বিষয়াদি আত্মসাং করতে চায়। আবদুর রহমান (রা) বলেন, তখন আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি এমনটা যেন না করেন। কেননা, হজ্জের মঙ্গসুম নিম্নস্তরের ও নির্বোধ লোকদেরকে একত্রিত করে। আর এরাই আপনার নৈকট্যের সুযোগে প্রাধান্য বিস্তার করে ফেলবে, যখন আপনি লোকদের মধ্যে দাঁড়াবেন। আমার ভয় হচ্ছে, আপনি যখন দাঁড়িয়ে কোন কথা বলবেন তখন তা সর্বত্র দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে। আর তারা তা যথাযথভাবে আয়ত্ত করতে পারবে না। আর যথাযথ স্থানে রাখতেও পারবে না। সুতরাং মদীনা পৌছা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। আর তা হল হিজরত ও সুন্নাতের কেন্দ্রস্থল। ফলে তথায় জ্ঞানী ও সুধীবর্গের সঙ্গে মিলিত হবেন। আর যা বলার তা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারবেন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা আপনার কথাকে যথাযথভাবে আয়ত্ত করে নেবে ও যথাস্থানে ব্যবহার করবে। তখন উমর (রা) বললেন, জেনে রেখো! আল্লাহর কসম! ইনশাআল্লাহ্ আমি মদীনা পৌছার পর সর্বপ্রথম এ কাজটি নিয়ে ভাষণের জন্য দাঁড়াব। ইব্ন আবুবাস (রা) বলেন, আমরা যিলহজ্জ মাসের শেষ দিকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলাম। যখন জুম'আর দিন এল সূর্য অন্তগমনোন্মুখের সাথে সাথে আমি মসজিদে গমন করলাম। পৌছে দেখলাম, সাঈদ ইব্ন যায়িদ ইব্ন আমর ইব্ন নুফাইল (রা) মিস্বরের গোড়ায় বসে আছেন, আমিও তার পার্শ্বে এমনভাবে বসলাম যেন আমার হাঁটু তার হাঁটুকে স্পর্শ করছে। অল্পক্ষণের মধ্যে উমর ইব্ন খাতাব (রা) বেরিয়ে আসলেন। আমি যখন তাঁকে সামনের দিকে আসতে দেখলাম তখন সাঈদ ইব্ন যায়িদ ইব্ন আমর ইব্ন নুফাইলকে বললাম, আজ সন্ধ্যায় অবশ্যই তিনি এমন কিছু কথা বলবেন যা তিনি খলীফা হওয়া থেকে আজ পর্যন্ত বলেননি। কিন্তু তিনি আমার কথাটি উড়িয়ে দিলেন এবং বললেন, আমার মনে হয় না যে, তিনি এমন কোন কথা বলবেন, যা এর পূর্বে বলেননি। এরপর উমর (রা) মিস্বরের উপরে বসলেন। যখন মুয়ায়ফিনগণ আয়ন থেকে ফারিগ হয়ে গেলেন তখন তিনি দাঁড়ালেন। আর আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, আম্মা'দ! আজ আমি তোমাদেরকে এমন কথা বলতে চাই, যা আমারই বলা কর্তব্য। হয়তবা কথাটি আমার মৃত্যুর নিকটবর্তী মুহূর্তে হচ্ছে। তাই যে ব্যক্তি কথাগুলো যথাযথভাবে অনুধাবন করে সংরক্ষণ করবে সে যেন কথাগুলো ঐসব স্থানে পৌছিয়ে দেয় যেখায় তার সওয়ারী পৌছবে। আর যে ব্যক্তি কথাগুলো যথাযথভাবে অনুধাবন করতে আশংকাবোধ করছে আমি তার জন্য আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করা ঠিক মনে করছি না। নিচ্য আল্লাহ্ মুহাম্মদ -কে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন। আর তাঁর উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। এবং আল্লাহর অবতীর্ণ বিষয়াদির একটি ছিল রজমের আয়ত। আমরা সে আয়ত পড়েছি, অনুধাবন করেছি, আয়ত করেছি। আল্লাহর রাসূল -কে রজম করেছেন। আমরাও তাঁর পরে রজম করেছি। আমি আশংকা করছি যে, দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর কোন ব্যক্তি এ কথা বলে ফেলতে পারে যে, আল্লাহর কসম! আমরা আল্লাহর কিতাবে রজমের আয়ত পাছ্ব না। ফলে তারা এমন একটি ফরয বর্জনের দরুণ পথভ্রষ্ট হবে, যা আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ঐ ব্যক্তির উপর রজম অবধারিত, যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার পর যিনা করবে, চাই সে পুরুষ হোক বা নারী। যখন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে অথবা গর্ত বা স্বীকারোক্তি বিদ্যমান থাকবে। অনুরূপভাবে আমরা আল্লাহর কিতাবে এও পড়তাম যে, তোমাদের বাপ-দাদা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও

না। এটি তোমাদের জন্য কুফরী যে, তোমরা স্বীয় বাপ-দাদা থেকে বিমুখ হবে। অথবা বলেছেন, এটি তোমাদের জন্য কুফরী, যে স্বীয় বাবা-দাদা থেকে বিমুখ হবে জেনে রেখো! রাসূলুল্লাহ সান্দেহযোগ্য বলেছেন : তোমরা আমার সীমাত্তিরিক্ত প্রশংসা করো না, যেভাবে ঈসা ইব্ন মরিয়ামের সীমাত্তিরিক্ত প্রশংসা করা হয়েছে। তোমরা বল, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। এরপর আমার কাছে এ কথা পৌছেছে যে, তোমাদের কেউ এ কথা বলছে যে, আল্লাহর কসম! যদি উমর মৃত্যুবরণ করেন তাহলে আমি অমুকের হাতে বায়আত করব। কেউ যেন এ কথা বলে ধোকায় পতিত না হয় যে আবু বকর-এর বায়আত আকস্মিক ঘটনা ছিল। ফলে তা সংঘটিত হয়ে যায়। জেনে রেখো! তা অবশ্যই এরূপ ছিল। তবে আল্লাহ আকস্মিক বায়আতের ক্ষতি প্রতিহত করেছেন। সফর করে সওয়ারীসমূহের ঘাড় ভেঙ্গে পড়ে-- এমন স্থান পর্যন্তদের মধ্যে আবু বকরের ন্যায় কে আছে? যে কেউ মুসলমানদের পরামর্শ ব্যক্তিরেকে কোন ব্যক্তির হাতে বায়আত করবে, তার অনুসরণ করা যাবে না এবং ঐ ব্যক্তিরও না, যে তার অনুসরণ করবে। কেননা, উভয়েরই হত্যার শিকার হওয়ার আশংকা রয়েছে। যখন আল্লাহ তাঁর নবী সান্দেহযোগ্য-কে ওফাত দান করেন, তখন আবু বকর (রা) ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। অবশ্য আনসারগণ আমাদের বিরোধিতা করেছেন। তারা সবাই বনী সাঈদার চতুরে সমবেত হয়েছেন। আমাদের থেকে বিমুখ হয়ে আলী, যুবাইর ও তাঁদের সাথীরাও বিরোধিতা করেছেন। অপরদিকে মুহাজিরগণ আবু বকরের কাছে সমবেত হলেন। তখন আমি আবু বকরকে বললাম, হে আবু বকর! আমাদেরকে নিয়ে আমাদের ঐ আনসার ভাইদের কাছে চলুন। আমরা তাদের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। যখন আমরা তাদের নিকটবর্তী হলাম তখন আমাদের সাথে তাদের দু'জন পুণ্যবান ব্যক্তির সাক্ষাৎ হল। তারা উভয়েই ঐ বিষয়ের আলোচনা করলেন, যে বিষয়ে লোকেরা ঐক্যমত্য করছিল। এরপর তারা বললেন, হে মুহাজির দল! আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? তখন আমরা বললাম, আমরা আমাদের ঐ আনসার ভাইদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি। তারা বললেন, না, আপনাদের তাদের নিকট না যাওয়াই উচিত। আপনারা আপনাদের বিষয় সমাপ্ত করে নিন। তখন আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই তাদের কাছে যাব। আমরা চললাম। অবশ্যে বনী সাঈদার চতুরে তাদের কাছে এলাম। আমরা দেখতে পেলাম তাদের মাঝখানে এক ব্যক্তি বস্ত্রাবৃত অবস্থায় রয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ঐ ব্যক্তি কে? তারা জবাব দিল ইনি সা'দ ইব্ন উবাদা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ওনার কি হয়েছে? তারা বলল, তিনি জুরাক্ষণ্ট। আমরা কিছুক্ষণ বসার পরই তাদের খতীব উঠে দাঁড়িয়ে কালিমায়ে শাহাদাত পড়লেন এবং আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, আশ্বাবা'দ। আমরা আল্লাহর (দীনের) সাহায্যকারী ও ইসলামের সেনাদল এবং তোমরা হে মুহাজির দল! একটি নগণ্য দল মাত্র; যে দলটি তোমাদের গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের কাছে পৌছেছে। অথচ এরা এখন আমাদেরকে মূল থেকে সরিয়ে দিতে এবং খিলাফত থেকে বঞ্চিত করে দিতে চাচ্ছে। যখন তিনি নীরব হয়ে গেলেন তখন আমি কিছু বলার মনস্ত করলাম। আর আমি পূর্ব থেকেই কিছু কথা সাজিয়ে রেখেছিলাম, যা আমার কাছে ভাল লাগছিল। আমি ইচ্ছে করলাম যে, আবু বকর (রা)-এর সামনে কথাটি পেশ করব। আমি তার ভাষণ থেকে সৃষ্টি রাগকে কিছুটা প্রশংসিত করতে মনস্ত করলাম। আমি যখন কথা বলতে চাইলাম তখন আবু বকর (রা) বললেন, তুমি থাম। আমি তাঁকে রাগার্থিত করাটা পছন্দ করলাম না। তাই আবু বকর (রা) কথা বললেন, আর তিনি ছিলেন আমার চেয়ে সহনশীল ও গভীর। আল্লাহর কসম! তিনি এমন কোন কথা বাদ দেননি যা আমি সাজিয়ে রেখেছিলাম। অথচ তিনি তাৎক্ষণিকভাবে অনুরূপ বরং তার

চেয়েও উন্নত কথা বললেন। অবশ্যে তিনি কথা বক্ষ করে দিলেন। এরপর আবার বললেন, তোমরা তোমাদের ব্যাপারে যেসব উন্নত কাজের কথা উল্লেখ করেছ বস্তুত তোমরা এর উপযুক্ত। তবে খিলাফতের ব্যাপারটি কেবল এই কুরাইশ বংশের জন্য নির্ধারিত। তারা হচ্ছে বংশ ও আবাসভূমির দিক দিয়ে সর্বোত্তম আরব। আর আমি এ দু'জনের থেকে যে-কোন একজনকে তোমাদের জন্য মনোনয়ন করলাম। তাই তোমাদের ইচ্ছা যে-কোন একজনের হাতে বায়আত করে নাও। এরপর তিনি আমার ও আবু উবাইদা ইব্ন জাররাহ (রা)-এর হাত ধরলেন। তিনি আমাদের মাঝখানেই বসা ছিলেন। আমি তাঁর এ কথা ছাড়া যত কথা বলেছেন কোনটাকে অপছন্দ করিনি। আল্লাহর কসম! আবু বকর যে জাতির মধ্যে বর্তমান রয়েছেন সে জাতির উপর আমি শাসক নিযুক্ত হওয়ার চেয়ে এটাই শ্রেয় যে, আমাকে পেশ করে আমার ঘাড় ভেঙ্গে দেয়া হবে, ফলে তা আমাকে কোন গুনাহের কাছে আর নিয়ে যেতে পারবে না। হে আল্লাহ! হয়ত আমার আস্থা আমার মৃত্যুর সময় এমন কিছু আকাঙ্ক্ষা করতে পারে, যা এখন আমি পাচ্ছি না। তখন আনসারদের এক ব্যক্তি বলে উঠল, আমি এ জাতির অভিজ্ঞ ও ক্ষেত্রজ্ঞ এবং শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট খেজুর বৃক্ষের ন্যায় সন্ধান্ত। হে কুরাইশগণ! আমাদের থেকে হবে এক আমীর আর তোমাদের থেকে হবে এক আমীর। এ পর্যায়ে অনেক কথা ও হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। আমি এ মতবিরোধের দরজন শক্তিক হয়ে পড়লাম। তাই আমি বললাম, হে আবু বকর! আপনি হাত বাড়ান। তিনি হাত বাড়ালেন। আমি তাঁর হাতে বায়আত করলাম। মুহাজিরগণও তাঁর হাতে বায়আত করলেন। তারপর আনসারগণও তাঁর হাতে বায়আত করলেন। আর আমরা সাঁদ ইব্ন উবাদা (রা)-এর দিকে অগ্রসর হলাম। তখন তাদের এক ব্যক্তি বলে উঠল, তোমরা সাঁদ ইব্ন উবাদাকে জানে মেরে ফেলেছ। তখন আমি বললাম, আল্লাহ সাঁদ ইব্ন উবাদাকে হত্যা করেছেন। উমর (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! আমরা সে সময়কার জরুরী বিষয়াদির মধ্যে আবু বকরের বায়আতের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছুকে মনে করিনি। আমাদের ভয় ছিল যে, যদি বায়আতের কাজ অসম্পন্ন থাকে, আর এ জাতি থেকে পৃথক হয়ে যাই তাহলে তারা আমাদের পরে তাদের কারো হাতে বায়আত করে নিতে পারে। তারপর হয়ত আমাদেরকে নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের অনুসরণ করতে হত, না হয় তাদের বিরোধিতা করতে হত, ফলে তা মারাত্ফ ফ্যাসাদের কারণ হয়ে দাঁড়াত। অতএব যে ব্যক্তি মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তির হাতে বায়আত করবে তার অনুসরণ করা যাবে না। আর এ ব্যক্তিরও না, যে তার অনুসরণ করবে। কেননা, উভয়েই হত্যার শিকার হওয়ার আশংকা বিদ্যমান।

**٢٨٥١ بَابُ الْبِكْرَانِ يُجْلِدَانِ وَيُنْفَيَانِ : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً إِلَى قَوْمٍ وَحَرَمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ أَبْنُ عَيْنَةَ : رَأْفَةُ إِقَامَةِ الْحَدِّ**

২৮৫১. অনুচ্ছেদ : অবিবাহিত যুবক, যুবতী উভয়কে কশাঘাত করা হবে এবং নির্বাসিত করা হবে। (মহান আল্লাহর বাণী) : ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী ওদের প্রত্যেককে একশ' কশাঘাত করবে..... বিশ্বাসীদের জন্য এদেরকে বিবাহ করা অবৈধ পর্যন্ত। (২৪ : ২-৩) ইবন উয়ায়না (র) বলেন, হদ প্রয়োগ (সহানুভূতি প্রদর্শন) করা

**٦٣٧١ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبْنُ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهْنَى قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ**

يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنْ جَلْدًا مِائَةً وَتَغْرِيبًا عَامٍ قَالَ أَبْنُ شِهَابٍ وَآخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الْزُّبَيرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَرَبَ ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تِلْكَ السُّنْنَةَ۔

**৬৩৭১** মালিক ইবন ইসমাঈল (র)..... যায়িদ ইবন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে নির্দেশ দিতে শুনেছি এই ব্যক্তি সম্বন্ধে একশ' কশাঘাত করার ও এক বছরের জন্য নির্বাসনের, যে অবিবাহিত অবস্থায় যিনি করেছে। ইবন শিহাব (র) বলেন, আমাকে উরওয়া ইবন যুরায়র (রা) বলেছেন যে, উমর ইবন খাতাব (রা) নির্বাসিত করতেন। তারপর সর্বদাই এ সুন্নাত চালু রয়েছে।

**৬৩৭২** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ عُقِيلٍ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنْ بِنَفْيِ عَامٍ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ۔

**৬৩৭২** ইয়াহুইয়া ইবন বুকায়র (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই ব্যক্তি সম্বন্ধে যে যিনি করেছে অথচ সে অবিবাহিত 'হদ' প্রয়োগসহ এক বছরের জন্য নির্বাসনের ফায়সালা করেছেন।

## ২৪০٢ بَابُ نَفْيِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْمُخْنَثِينَ

২৪৫২. অনুচ্ছেদ : গুনাহগার ও হিজড়াদেরকে নির্বাসিত করা

**৬৩৭৩** حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَكْرَمَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ الْمُخْنَثُونَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ، وَأَخْرَجَ فُلَانًا، وَأَخْرَجَ فُلَانًا۔

**৬৩৭৩** মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র)..... ইবন আকবাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ লান্ত করেছেন নারীরূপী পুরুষ ও পুরুষরূপী নারীদের উপর এবং বলেছেন : তাদেরকে বের করে দাও তোমাদের ঘর হতে এবং তিনি অমুক অমুককে বের করে দিয়েছেন।

## ২৪০৩ بَابُ مَنْ أَمْرَ غَيْرَ الْأَمَامِ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ غَائِبًا عَنْهُ

২৪৫৩. অনুচ্ছেদ : ইমাম অনুপস্থিত থাকা অবস্থায় অন্য কাউকে হদ প্রয়োগের নির্দেশ প্রদান করা

**৬৩৭৪** حَدَّثَنَا عَاصِمٌ بْنُ عَلَيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْضِ بِيَنْتَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ أَقْضِ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ بِكِتَابِ اللَّهِ إِنَّ أَبْنِي كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِإِمْرَاتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ

عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَأَفْتَدَيْتُ بِمِائَةٍ مِنِ الْغَنَمِ وَلَيْدَةً، ثُمَّ سَالَتْ أَهْلَ الْعِلْمِ فَزَعَمُوا أَنَّ  
عَلَى ابْنِي جَلْدًا مِائَةٍ وَتَغْرِيبًا عَامٍ، فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا قُضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتابِ  
اللَّهِ، أَمَّا الْغَنَمُ وَاللَّوْيَدَةُ فَرَدٌ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدٌ مِائَةٌ وَتَغْرِيبٌ عَامٌ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا  
أُنَيْسُ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَارْجُمْهَا فَغَدَا أُنَيْسُ فَرَجَمَهَا -

**৬৩৭৪** আসিম ইবন আলী (র)..... আবু হুরায়রা ও যাযিদ ইবন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক বেদুইন নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-এর নিকট এল। এ সময় তিনি ছিলেন উপবিষ্ট। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব মুতাবিক ফায়সালা করে দিন। এরপর তার প্রতিপক্ষ দাঁড়াল এবং বলল, এ সত্যই বলেছে হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কিতাব মুতাবিক আমাদের ফায়সালা করে দিন। আমার ছেলে তার অধীনে চাকর ছিল, সে তার স্ত্রীর সহিত যিনা করে ফেলে। তখন লোকেরা আমাকে জানাল যে, আমার ছেলের উপর রজমের হুকুম হবে। ফলে আমি একশ' ছাগল ও একজন দাসীর বিনিময়ে আপোস করে নেই। এরপর আমি আলিমদেরকে জিজ্ঞাসা করি, তখন তাঁরা বললেন যে, আমার ছেলের দণ্ড হল একশ' কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। তা শুনে তিনি বললেন, কসম ঐ সন্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি অবশ্যই তোমাদের উভয়ের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করে দেব। ঐ ছাগল ও দাসীটি তোমার কাছে ফেরত যাবে এবং তোমার ছেলের ওপর অর্পিত হবে একশ' কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। হে উনাইস! তুমি প্রত্যুষে ঐ মহিলার কাছে যাও এবং তাকে রজম কর। উনাইস সকালে গেলেন ও তাকে রজম করলেন।

**২৪৫৪** بَابُ قَوْلِ اللَّهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُخْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ  
إِلَيْهِ غَيْرُ مُسَافَحَاتٍ زَوَّانِي وَلَا مُتَخَذَّاتٍ أَخْدَانِ أَخْلَاءَ -

২৪৫৪. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তোমাদের মধ্যে কারো সার্কী, বিশ্বাসী নারী বিবাহের সামর্থ্য না থাকলে..... আয়াতের শেষ পর্যন্ত । (৪ : ২৫) (ব্যভিচারণী) **২৪৫৫.** **অনুচ্ছেদ :** দাসী যখন যিনা করে

**২৪৫৫** بَابُ إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ

২৪৫৫. অনুচ্ছেদ : দাসী যখন যিনা করে

**৬৩৭৫** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ  
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا  
زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ قَالَ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ  
فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيْعُوهَا وَلَا بِضَفِيرٍ، قَالَ أَبْنُ شَهَابٍ لَا أَدْرِي بَعْدَ التَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ -

**৬৩৭৫** আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আবু হুরায়রা ও যাযিদ ইবন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-কে অবিবাহিতা দাসী যিনা করলে তার হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন :

সে যদি যিনা করে তাকে তোমরা কশাঘাত করবে। পুনঃ যদি যিনা করে তাহলেও কশাঘাত করবে। তারপরও যদি যিনা করে তাহলেও কশাঘাত করবে। এরপর তাকে একগুচ্ছ চুলের বিনিময়ে হলেও বিক্রি করে ফেলবে। ইব্ন শিহাব (র) বলেন, আমি অবগত নই যে, (বিক্রির কথা) তৃতীয়বারের পর না চতুর্থবারের পর।

### ٢٨٥٦ بَابُ لَا يُثْرِبُ عَلَى الْأُمَّةِ إِذَا زَنَتْ وَلَا تُنْفَى

২৮৫৬. অনুচ্ছেদ ৪ দাসী যিনা করে বসলে তাকে তিরক্ষার ও নির্বাসন দেওয়া যাবে না

**٦٣٧٦** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا زَنَتِ الْأُمَّةُ فَتَبَيَّنَ فَلْيَجِدْهَا وَلَا يُثْرِبْ ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الْأُمَّةُ فَلْيَبْعِهَا وَلَا يُحَبِّلْ مِنْ شَعْرِ . تَابَعَهُ اسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

**৬৩৭৬** আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, দাসী যখন যিনা করে আর প্রমাণিত হয়ে যায়, তখন যেন তাকে কশাঘাত করে এবং তিরক্ষার না করে। পুনরায় যদি যিনা করে তাহলেও যেন কশাঘাত করে, তিরক্ষার না করে। যদি তৃতীয়বারও যিনা করে তাহলে যেন চুলের একটি রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে দেয়। ইসমাইল ইব্ন উমাইয়া (র) সাঙ্গে.... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে লায়স (র) এর অনুসরণ করেছেন।

### ٢٨٥٧ بَابُ أَحْكَامِ أَهْلِ الدِّرْمَةِ وَأَخْصَانِهِمْ إِذَا زَنَوا وَرُفِعُوا إِلَى الْأِمَامِ

২৮৫৭. অনুচ্ছেদ ৫ যিঞ্চিরা যিনা করলে এবং ইমামের নিকট তাদের মোকদ্দমা পেশ করা হলে এবং তাদের ইহসান (বিবাহিত হওয়া) সম্পর্কিত বিধান

**٦٣٧٧** حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ الرَّجْمِ فَقَالَ رَجْمُ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ أَقْبِلَ التُّورُ أَمْ بَعْدُ؟ قَالَ لَا أَدْرِي . تَابَعَهُ عَلَى بْنُ مُسْهِرٍ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَالْمُحَارِبِيُّ وَعَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ . وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْمَائِدَةُ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ -

**৬৩৭৭** মুসা ইব্ন ইসমাইল (র)..... শায়বানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আবু আউফ (রা)-কে রজম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, নবী ﷺ রজম করেছেন। আমি বললাম, সূরায়ে নূরের (এ সম্পর্কীয় আয়াত নায়িলের) আগে না পরে? তিনি বললেন, তা আমি অবগত নই। আলী ইব্ন মুসহির, খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ মুহারিবী ও আবিদা ইব্ন হুমায়দ (র) আশ-শায়বানী (র) থেকে আবদুল ওয়াহিদ এর অনুসরণ করেছেন।

**٦٣٧٨** حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأً زَنَيَا ،

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَانِ الرَّجْمِ؟ فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلِدُونَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فَأَتَوْا بِالْتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى أَيَّةِ الرَّجْمِ فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ ارْفِعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا أَيَّةُ الرَّجْمِ، قَالُوا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا أَيَّةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَجِمَا، فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَبُ عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيْهَا الجِحَارَةَ -

**৬৩৭৮** ইসমাইল ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে জানাল তাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী যিনা করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমরা তাওরাতে রজম সম্পর্কে কি পাছঃ তারা বলল, তাদেরকে অপমান ও কশাঘাত করা হয়। আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) বললেন, তোমরা মিথ্যে বলেছ। তাওরাতে অবশ্যই রজমের উল্লেখ রয়েছে। তারা তাওরাত নিয়ে এল এবং তা খুলল। আর তাদের একজন রজমের আয়াতের ওপর হাত রেখে দিয়ে তার আগপিচ্ছ পাঠ করল। তখন আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) বললেন, তোমার হাত উঠাও। সে তার হাত উঠালে দেখা গেল যে, তাতে রজমের আয়াত বিদ্যমান রয়েছে। তারা বলল, আবদুল্লাহ ইবন সালাম সত্যই বলেছেন। হে মুহাম্মদ! তাতে রজমের আয়াত সত্যই বিদ্যমান রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উভয় সম্বন্ধে নির্দেশ করলেন এবং তাদের উভয়কে রজম করা হল। আমি দেখলাম, পুরুষটি নারীটির ওপর উপুড় হয়ে আছে। সে তাকে পাথরের আঘাত থেকে রক্ষা করেছে।

**২৮০৮** بَابٌ إِذَا رَمَى امْرَأَةٌ أَوْ امْرَأَةً غَيْرِهِ بِالزِّنَّا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالثَّاسِ هَلْ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا فَيَسْأَلَهَا عَمَّا رُمِيَتْ بِهِ -

**২৮৫৮.** অনুচ্ছেদ : বিচারক ও লোকদের কাছে আপন স্ত্রী বা অন্যের স্ত্রীর উপর যখন যিনার অভিযোগ করা হয় তখন বিচারকের জন্য কি জরুরী নয় যে, তার কাছে পাঠিয়ে তাকে ঐ বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, যে বিষয়ে তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে?

**৬৩৭৯** حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِقْضِيْ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ عَهْمًا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَذْنْ لِيْ أَنْ أَكَلَمَ قَالَ تَكَلَّمْ قَالَ أَنَّ أَبْنِيْ كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هَذَا، قَالَ مَالِكُ : وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ، فَزَانَ بِأَمْرَاتِهِ، فَأَخْبَرُونِيْ أَنَّ عَلَى أَبْنِيِ الرَّجْمَ فَأَفْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمَائَةِ شَاةٍ وَبِجَارَةٍ لِيْ ثُمَّ

إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُوْنِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدٌ مِائَةٌ وَتَغْرِيبٌ عَامٌ ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَاتِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا قُضِيَّنَّ بِيَنْكُمَا بِكِتَابٍ اللَّهُ أَمَا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌ عَلَيْكَ وَجَلَدٌ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَبَةٌ عَامًا ، وَأَمْرٌ أُنِيْسًا إِلَّا سُلْمَىٰ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةُ الْآخَرِ فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَأَرْجُمُهَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا -

**৬৩৭৯** আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আবু হুয়ায়রা (রা) ও যায়িদ ইবন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। দু'জন লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে তাদের বিবাদ নিয়ে এল। তাদের একজন বলল, আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করে দিন। অপরজন বলল, আর সে ছিল উভয়ের মধ্যে অধিক বিজ্ঞ, হাঁ হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমাদের বিচার করে দিন। আর আমাকে কথা বলার অনুমতি দিন। তিনি বললেন, বল। সে বলল, আমার ছেলে তার মজুর ছিল। মালিক (রাবী) (র) বলেন, ‘আসীফ’ অর্থ মজুর। সে তার স্ত্রীর সহিত যিনি করে ফেলে। লোকেরা আমাকে বলল যে, আমার ছেলের ওপর হবে রজম। আমি এর বিনিময়ে তাকে একশ’ ছাগল ও আমার একজন দাসী দিয়ে দেই। তারপর আলিমদেরকে জিজ্ঞাসা করি। তাঁরা আমাকে বললেন যে, আমার ছেলের শাস্তি একশ’ কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। আর রজম তার স্ত্রীর ওপর-ই প্রযোজ্য হবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : জেনে রেখ! কসম ঐ সন্তান যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই আমি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তোমাদের উভয়ের ফায়সালা করব। তোমার ছাগল ও দাসী তোমার কাছে ফেরত আসবে এবং তার ছেলেকে একশ’ কশাঘাত করলেন ও এক বছরের জন্য নির্বাসিত করলেন। আর উনাইস আস্লামী (রা)-কে নির্দেশ দিলেন যেন সে অপর ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে যায় এবং যদি সে স্বীকার করে তাহলে যেন তাকে রজম করে। সে স্বীকার করল। ফলে তাকে সে রজম করল।

**২৪০৯** بَابُ مَنْ أَدْبَرَ أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ دُونَ السُّلْطَانِ ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ بْنَ الثَّمْنَىٰ ﷺ إِذَا صَلَى فَارَادَ أَحَدًا أَنْ يَمْرُرْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبْتَى فَلَيُقَاتِلْهُ ، وَفَعَلَهُ أَبُو سَعِيدٍ  
২৮৫৯. অনুচ্ছেদ : প্রশাসক ছাড়া অন্য কেউ যদি নিজ পরিবার কিংবা অন্য কাউকে শাসন করে। আবু সাঈদ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, কেউ নামায আদায় করে, আর কোন ব্যক্তি তার সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করার ইচ্ছে করে, তাহলে সে যেন তাকে বাধা দেয়। সে যদি বাধা না মানে তাহলে যেন তার সাথে লড়াই করে। আবু সাঈদ (রা) এরূপ করেছেন

**৬৩৮.** حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ أَبُو بَكْرٌ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاضْبَعَ رَأْسَهُ عَلَى فَخْذِيْ فَقَالَ حَبَّسْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالْمَالَسَ وَلَيْسُوْ عَلَى مَاءَ فَعَاتَبَنِي وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِيْ وَلَا يَمْنَعُنِيْ مِنَ التَّحْرُكِ إِلَّا مَكَانٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ أَيَّةَ التَّئِيمِ-

**৬৩৮০** ইসমাইল (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবু বকর (রা) এলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় মাথা মুবারক আমার উরুর ওপর রেখে আছেন। তখন তিনি বললেন, তুমি

কাফের ও ধর্মত্যাগী বিদ্রোহীদের বিবরণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও লোকদেরকে আটকে রেখেছে, এদিকে তাদের পানির কোন ব্যবস্থা নেই। তিনি আমাকে তিরক্ষার করলেন ও স্বীয় হাত দিয়ে আমার কোমরে আঘাত করতে লাগলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবস্থানই আমাকে নড়াচড়া থেকে বিরত রাখছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়ত নাযিল করেন।

**٦٣٨١** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنَ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَكَزَنِي لَكْزَةً شَدِيدَةً وَقَالَ حَبَسْتِ النَّاسَ فِي قِلَادَةٍ فَبِي إِلَمْوْتُ لِمَكَانٍ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ أَوْجَعَنِي نَحْوَهُ لِكَذَا وَكَذَا.

**٦٣٨١** ইয়াহুইয়া ইবন সুলায়মান (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবু বকর (রা) এলেন ও আমাকে খুব জোরে ঘূষি মারলেন এবং বললেন, তুমি লোকদেরকে একটি হারের জন্য আটকে রেখেছ। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবস্থানের দরজন মৃত সদৃশ ছিলাম। অথচ তা আমাকে ভীষণ ঘন্টনা দিয়েছে। সামনে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ওক্ত-লক্ষ সমার্থ।

## ٢٨٦. بَابُ مَنْ رَأَى مَعَ امْرَاتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ

২৮৬০. অনুচ্ছেদ : যদি কেউ তার স্ত্রীর সহিত পরপুরূষকে দেখে এবং তাকে হত্যা করে ফেলে

**٦٣٨٢** حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ وَرَادٍ كَاتِبِ الْمُغَيْرَةِ عَنِ الْمُغَيْرَةِ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِهِ لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَعٍ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ لَأَنَّا أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي -

**٦٣٨২** মূসা (র)..... শুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাদ ইবন উবাদা (রা) বলেছেন, যদি আমি আমার স্ত্রীর সাথে কোন পরপুরূষকে দেখি তাহলে আমি তাকে তরবারীর ধারালো দিক দিয়ে আঘাত করব। তার এ উক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌছল। তখন তিনি বললেন : তোমরা কি সাদ এর আত্মর্থাদাবোধে বিস্মিত হচ্ছ? আমি ওর চেয়েও বেশি আত্মসম্মানী। আর আল্লাহ আমার চেয়েও বেশি আত্মসম্মানের অধিকারী।

## ٢٨٦١ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعْرِيفِ

২৮৬১. অনুচ্ছেদ : কোন বিষয়ে অস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা

**٦٣٨٢** حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أَبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا الْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيهَا مِنْ

أَوْرَقُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنِّي كَانَ ذَلِكَ قَالَ أُرَاهُ عِرْقُ نَزَعَهُ قَالَ فَلَعِلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقُهُ.

**৬৩৮৩** ইসমাইল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনেক বেদুইন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্ত্রী একটি কালো ছেলে জন্ম দিয়েছে। তখন তিনি বললেন : তোমার কোন উট আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ আছে। তিনি বললেন : সেগুলোর রং কি? সে বলল, লাল। তিনি বললেন: সেগুলোর মধ্যে কি ছাই বর্ণের কোন উট আছে? সে বলল, হ্যাঁ আছে। তিনি বললেন, এটা কোথা থেকে হল? সে বলল, আমার ধারণা যে, কোন শিরা (বংশমূল) একে টেনে এনেছে। তিনি বললেন, তাহলে হয়ত তোমার এ পুত্র একে কোন শিরা (বংশমূল) টেনে এনেছে।

## ٢٨٦٢ بَابُ كَمِ التَّعْزِيرُ وَالْأَدَبُ

২৮৬২. অনুচ্ছেদ : শাস্তি ও শাসনের পরিমাণ কতটুকু

**৬৩৮৪** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ أَبْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ لَا يُجْلِدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ-

**৬৩৮৫** আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলতেনঃ আল্লাহর নির্ধারিত হদসমূহের কোন হদ ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে দশ কশাঘাতের উর্ধ্বে দণ্ড প্রয়োগ করা যাবে না।

**৬৩৮৫** حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَا عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ-

**৬৩৮৫** আম্র ইবন আলী (র)..... আবদুর রহমান ইবন জাবির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি এমন একজন থেকে বর্ণনা করেন যিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, আল্লাহর নির্ধারিত হদসমূহের কোন হদ ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে দশ প্রহারের বেশি কোন শাস্তি নেই।

**৬৩৮৬** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْমَانَ أَخْبَرَنِي أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ سُلَيْমَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ فَحَدَّثَ سُلَيْমَانَ بْنِ يَسَارٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْমَانُ بْنُ يَسَارٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا وَيُجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ-

**৬৩৮৬** ইয়াহইয়া ইবন সুলায়মান (র)..... আবু বুরুদা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহর নির্ধারিত হৃদসমূহের কোন হৃদ ব্যতীত অন্যত্র দশ কশাঘাতের বেশি প্রয়োগ করা যাবে না।

**৬৩৮৭** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ فَقَالَ لَهُ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَأَنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُواصِلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّكُمْ مِثْلِي أَنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيُسْقِينِي فَلَمَّا أَبْوَا أَنْ يَتَّهِوْ عَنِ الْوِصَالِ وَأَصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ، ثُمَّ رَأَوْا الْهَلَالَ ، فَقَالَ لَوْ تَأْخِرَ لَزِدْتُكُمْ كَالْمُنْكَلِ لَهُمْ حِينَ أَبْوَا تَابَعَهُ شَعِيبٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَيُونُسُ عَنِ الزُّهْرَى وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

**৬৩৮৭** ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ লাগাতার সিয়াম পালন থেকে নিষেধ করেছেন। তখন মুসলমানদের থেকে এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো লাগাতার সিয়াম পালন করেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমার মত তোমাদের মধ্যে কে আছে? আমি তো রাত্রি যাপন করি এমন অবস্থায় যে, আমার রব আমাকে পানাহার করান। যখন তারা লাগাতার সিয়াম পালন থেকে বিরত থাকল না তখন তিনি একদিন তাদের সাথে লাগাতার (দিনের পর দিন) সিয়াম পালন করতে থাকলেন। এরপর যখন তারা নতুন চাঁদ দেখল তখন তিনি বললেন : যদি তা আরো দেরি হতো তাহলে আমি তোমাদের আরো বাড়িয়ে দিতাম। কথাটি যেন শাসন স্বরূপ বললেন, যখন তারা বিরত রাখল না। শুভায়ব, ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ ও ইউনুস (র) যুহুরী (র) থেকে উকায়ল (র) এর অনুসরণ করেছেন। আবদুর রহমান ইবন খালিদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

**৬৩৮৮** حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرَى عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرِبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جُزُافًا أَنْ يَبْيَعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُؤْوِهُ إِلَى رِحَالِهِمْ -

**৬৩৮৮** আইয়াশ ইবন ওয়ালীদ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে প্রহার করা হত যখন তারা অনুমানের ভিত্তিতে খাদ্যদ্রব্য দ্রুয়-বিক্রয় করত। তারা তা যেন তাদের স্থানে বিক্রি না করে যে পর্যন্ত না তারা তা আপন বিক্রয়স্থলে ওঠায়।

**৬৩৮৯** حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرَى قَالَ أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا انتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ بُؤْتَى إِلَيْهِ حَتَّى يُتَهَكَّ منْ حَرْمَاتِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ -

৬৩৮৯) আবদান (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের জন্য তার উপর আপত্তি বিষয়ের কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি, যে পর্যন্ত না আল্লাহর অলংঘনীয় সীমালঙ্ঘন করা হয়। এমন হলে তিনি আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন।

### ٢٨٦٣ بَابَ مِنْ أَظْهَرَ الْفَاقِهَ حِشَةَ التَّلَاطِعَ وَالثَّمَمَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

২৮৬৩. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি প্রমাণ ব্যতীত অশীলতা ও অন্যের কসংক্রিত হওয়াকে প্রকাশ করে এবং অপবাদ রটায়

٦٣٩.) حَدَّثَنَا عَلَىُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ شَهِدتُ الْمُتَلَاعِنِيْنَ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فُرَقَ بَيْتِهِمَا، فَقَالَ زَوْجُهَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكْتُهَا قَالَ فَحَفِظْتُ ذَاكَ مِنَ الزُّهْرِيِّ إِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا كَانَهُ وَحْرَةً فَهُوَ وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ جَاءَتْ بِهِ لِلَّذِي يُكْرِهُ -

৬৩৯০) আলী (র) ..... সাহুল ইবন সাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দু'জন লি'আনকারীর ব্যাপারে দেখেছি যে, তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হয়েছে। আমি তখন পনের বছরের যুবক ছিলাম। এরপর তার স্বামী বলল, আমি যদি তাকে রেখে দেই তাহলে তার উপর আমি মিথ্যা আরোপ করেছি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি যুহুরী (র) থেকে তা শ্বরণ রেখেছি যে, যদি সে এই এই আকৃতির সন্তান জন্ম দেয় তাহলে সে সত্যবাদী। আর যদি এই এই আকৃতির সন্তান জন্ম দেয় যেন টিকটিকির ন্যায় লাল, তাহলে সে মিথ্যবাদী। আমি যুহুরী (র)-কে বলতে শুনেছি যে, সে সন্তানটি ঘৃণ্য আকৃতির জন্ম নেয়।

٦٣٩١) حَدَّثَنَا عَلَىُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلَاعِنِيْنَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَادٍ هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً عَنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ قَالَ لَا تِلْكَ امْرَأَةً أَعْلَمْ -

৬৩৯১) আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... কসিম ইবন মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, ইবন আববাস (রা) দু'জন লি'আনকারী সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তখন আবদুল্লাহ ইবন সাদাদ (র) বললেন, এ কি সে মহিলা যার সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি যদি কোন মহিলাকে বিনা প্রমাণে রজম করতাম .....? তিনি বললেন, না। ওটা ঐ মহিলা যে প্রকাশে অপকর্ম করত।

٦٣٩٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَكَرَ التَّلَاعِنَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ عَاصِمٌ بْنُ عَدَى فِي ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ وَاتَّاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُوُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا قَالَ عَاصِمٌ مَا ابْتُلِيْتُ بِهِذَا إِلَّا لِقَوْلِي فَذَهَبَ بِهِ إِلَى

النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِالذِّي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ。 وَكَانَ ذُلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًا。 قَلِيلٌ  
اللَّحْمُ。 سَبِطُ الشَّعْرِ。 وَكَانَ الذِّي أَدْعَى عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ أَدَمَ خَلَّا كَثِيرًا اللَّحْمُ  
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَللَّهُمَّ بَيْنَ فَوْضَعَتْ شَبِيهِهَا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجَهَا امْرَأَهُ وَجَدَهُ  
عِنْدَهَا فَلَاعِنَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنُهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ هِيَ الَّتِي قَالَ  
النَّبِيُّ ﷺ لَوْرَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيْنَهُ رَجَمْتُ هَذِهِ فَقَالَ لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ  
فِي الْإِسْلَامِ السُّوءَ -

৬৩৯২ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর নিকট  
লি'আনকারীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হল। তখন আসিম ইবন আদী (রা) তার সম্মক্ষে কিছু কটুক্তি  
করলেন। তারপর তিনি ফিরে গেলেন। তখন তার স্বগোত্রের এক ব্যক্তি তার কাছে এসে অভিযোগ করল যে,  
সে তার স্ত্রীর কাছে অন্য এক ব্যক্তিকে পেয়েছে। আসিম (রা) বলেন, আমি আমার এ উক্তির দরজনই এ  
পরিক্ষায় পড়েছি। এরপর তিনি তাকে নবী ﷺ-এর কাছে নিয়ে গেলেন। আর সে তাকে ঐ ব্যক্তি  
সম্পর্কে জানাল যার সাথে তার স্ত্রীকে পেয়েছে। এ ব্যক্তিটি গৌর বর্ণ, হাল্কা-পাতলা, সোজা চুলবিশিষ্ট ছিল।  
আর যে ব্যক্তি সম্মক্ষে দাবি করেছে যে, সে তাকে তার স্ত্রীর কাছে পেয়েছে সে ছিল মেটে বর্ণের, মোটা  
গোড়ালী, স্তুল গোশ্তবিশিষ্ট। তখন নবী ﷺ বললেন : হে আল্লাহ! স্পষ্ট করে দিন। ফলে সে মহিলাটি  
ঐ ব্যক্তি সদৃশ সন্তান জন্ম দিল যার কথা তার স্বামী উল্লেখ করেছিল যে, তাকে তার স্ত্রীর সাথে পেয়েছে।  
তখন নবী ﷺ উভয়ের মধ্যে লি'আন কার্যকর করলেন। তখন এক ব্যক্তি এ মজলিসেই ইবন আব্বাস  
(রা)-কে বলল, এটা কি সে মহিলা যার সম্পর্কে নবী ﷺ বলেছেন ? যদি আমি কাউকে বিনা প্রমাণে রজম  
করতাম তাহলে একে রজম করতামঃ তিনি বলেন, না। ওটা ঐ মহিলা যে ইসলামে থাকা অবস্থায় প্রকাশে  
অপকর্ম করত।

২৮৬৪ بَابُ رَمِيِّ الْمُخْصَنَاتِ : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ  
شَهَادَةٍ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدًا إِلَى غَفُورٍ رَّحِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَنَاتِ  
الْفَاغِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ أَلَا يَ-

২৮৬৪. অনুচ্ছেদ : সাধুী রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা। আর যারা সাধুী রমণীদের প্রতি  
অপবাদ আরোপ করে এবং স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিচি কশাঘাত কর.....  
ক্ষমাশীল দয়ালু পর্যন্ত। (২৪ : ৪-৫) যারা সাধুী, সরলমনা ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ  
করে..... আয়াতের শেষ পর্যন্ত (২৪ : ২৩)

৬৩৯৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَوْرِ ابْنِ زَيْدٍ عَنْ  
أَبِي الْفَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبِقَاتِ قَالُوا يَا

رَسُولُ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ الشَّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرِ. وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَيْهَا الْحَقُّ. وَأَكْلُ الرَّبَّا. وَأَكْلُ مَالَ الْيَتَمِّ. وَالثَّوْلَى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ  
الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ -

**৬৩৯৩** আবদুল আয়ীয় ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... আবু হুরায়রা (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তোমরা সাতটি ধর্মসকারী বস্তু থেকে বেঁচে থাক। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কি? তিনি বললেন : আল্লাহর সাথে শরীক করা, জানু, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে কাউকে হত্যা করা, যা আল্লাহ হারাম করেছেন, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, জিহাদের ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা, সাধী বিশ্বাসী সরলমনা রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা।

## ٢٨٦٥ بَابُ قَذْفِ الْعَبَدِ

২৮৬৫. অনুচ্ছেদ : ক্রীতদাসদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা

**৬৩৯৪** حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي نُعَمَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمَ ﷺ يَقُولُ : مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكًا وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ جُلُّ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ -

**৬৩৯৪** মুসাদ্দাদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুল কাসিম رض -কে বলতে শুনেছি যে, কেউ আপন ক্রীতদাসের প্রতি অপবাদ আরোপ করল। অথচ সে তা থেকে পবিত্র যা সে বলেছে। কিয়ামত দিবসে তাকে কশাঘাত করা হবে। তবে যদি এমনই হয় যেমন সে বলেছে (সে ক্ষেত্রে কশাঘাত করা হবে না)।

## ٨٢٦٦ بَابُ هَلْ يَأْمُرُ الْإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الْحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ وَقَدْ فَعَلَهُ عُمُرُ

২৮৬৬. অনুচ্ছেদ : ইয়াম থেকে অনুপস্থিত ব্যক্তির ওপর হদ প্রয়োগ করার জন্য তিনি কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ করতে পারেন কি? উমর (রা) এমনটা করেছেন

**৬৩৯৫** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهْنَى قَالَ أَبَدَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَنْشُدُكَ اللَّهُ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ صَدَقَ أَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَذْنَ لِيْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ قُلْ فَقَالَ إِنَّ أَبْنِي كَانَ عَسِيفًا فِي أَهْلِ هَذَا فَرَزَنِي بِإِمْرَاتِهِ فَاقْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمَا تَأَتَّ شَاءَ وَخَادِمٌ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدٌ مِائَةٌ

وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَإِنَّ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا الرَّجْمُ. فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَاقْصِيْنَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ. الْمَائَهُ وَالْخَادِمُ رَدُّ عَلَيْكَ. وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدٌ مَائَهٌ . وَتَغْرِيبٌ عَامٌ. وَيَا أَنْيْسُ أَغْدُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَسْلَهَا فَارْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا -

**৬৩৯৫** মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র) ..... আবৃ হুরায়রা ও যায়িদ ইবন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি আপনি আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করবেন। তখন তার প্রতিপক্ষ দাঁড়াল, আর সে ছিল তার চেয়ে অধিক বিজ্ঞ এবং বলল, সে ঠিকই বলেছে। আপনি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমাদের মাঝে ফায়সালা করে দিন এবং আমাকে অনুমতি দিন, হে আল্লাহর রাসূল! নবী ﷺ তাকে বললেন : বল। তখন সে বলল, আমার ছেলে এই ব্যক্তির পরিবারে মজুর ছিল, সে তার স্ত্রীর সাথে যিনা করে বসে। ফলে আমি একশ' ছাগল ও একটি গোলামের বিনিময়ে তার থেকে আপোস করে নেই। তারপর ক'জন আলিমকে জিজ্ঞাসা করি। তাঁরা আমাকে জানালেন যে, আমার ছেলের উপর একশ' কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। আর এ ব্যক্তির স্ত্রীর উপর রজয়। তখন নবী ﷺ বললেন : ঐ সন্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি অবশ্যই আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তোমাদের মাঝে ফায়সালা করব। একশ' (ছাগল) আর গোলাম তোমার কাছে ফেরত হবে। আর তোমার ছেলের উপর আসবে একশ' কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন। হে উনাইস! তুমি প্রত্যুষে মহিলার কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করবে। যদি সে স্বীকার করে তাহলে তাকে রজয় করবে। সে স্বীকার করল। ফলে তাকে সে রজয় করল।



كتاب الدييات  
রাত্তে অধ্যায়



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## كتاب الدييات

### রক্তপণ অধ্যায়

وَقَوْلُ اللَّهِ : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ

আল্লাহর বাণী : কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহানাম। (৪ : ৯৩)

**٦٣٩٦** حَدَّثَنَا قَتْبَيَةُ أَبْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيهِ وَأَئْلِئِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الدَّيْنُ أَكْبَرُ عِنْهُ اللَّهُ؟ قَالَ أَنْ تَدْعُوا لِلَّهِ نِدًا وَهُوَ خَلَقُكُمْ قَالَ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ أَنْ يَطْعُمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ ثُمَّ أَنْ تُزَانِي حَلِيلَةً جَارِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى قَهْرَمَانَ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَيْهِ أَخْرَى وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ إِلَّا حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَرْزُقُونَ وَمَنْ يَفْعُلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً -

**৬৩৯৬** কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় শুনাহ কোন্টি? তিনি বললেন : তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে সমকক্ষ সাব্যস্ত কর অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। লোকটি বলল, এরপর কোন্টি? তিনি বললেন : তারপর হলো, তুমি তোমার সন্তানকে এ ভয়ে হত্যা কর যে, সে তোমার সাথে আহার করবে। লোকটি বলল, এরপর কোন্টি? তিনি বললেন : তারপর হলো, তুমি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা কর। অতঃপর আল্লাহ এ কথার সত্যায়নে অবতীর্ণ করলেন : এবং তারা আল্লাহর সঙ্গে কোন ইলাহকে ডাকে না, আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে (২৫ : ৬৮)।

**٦٣٩٧** حَدَّثَنَا عَلَىٰ قَالَ حَدَّثَنِي اسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَالَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا -

**৬৩৯৭** আলী (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুমিন ব্যক্তি তার দীনের ব্যাপারে পূর্ণ প্রশান্তমনা থাকে, যে পর্যন্ত না সে কোন হারাম (অবৈধ) রক্তপাতে লিপ্ত হয়।

٦٣٩٨ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ مِنْ وَرْطَاتِ الْأُمُورِ الَّتِي لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا سَفْكُ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلَّةٍ -

**৬৩৯৮** আহমাদ ইব্ন ইয়াকুব (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেসব বিষয়ে কেউ নিজেকে লিপ্ত করার পরে তার ধর্ম থেকে লিপ্ত ব্যক্তির বাঁচার কোন উপায় থাকে না, সেগুলোর একটি হচ্ছে হালাল ব্যতীত (বৈধতাবিহীন) হারাম রক্ত প্রবাহিত (অবৈধভাবে হত্যা) করা।

٦٣٩٩ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوَّلُ مَا يُقْضى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّيَمَاءِ -

**৬৩৯৯** উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুসা (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : সর্বপ্রথম লোকদের মধ্যে যে বিষয়ের ফায়সালা করা হবে তা হলো হত্যা।

٦٤٠٠ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونِسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدٍ أَنَّ عَبِيدَ اللَّهِ بْنَ عَدَى حَدَّثَهُ أَنَّ الْمَقْدَادَ بْنَ عَمْرِو الْكَنْدِيَّ حَلِيفَ بَنِي زُهْرَةَ حَدَّثَهُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اِنِّي لَقِيتُ كَافِرًا فَاقْتَلْتُنَا فَضَرَبَ يَدِي بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَمَّا بَشَّرَهُ بِشَجَرَةٍ، فَقَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ أَقْتُلْهُ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقْتُلْهُ . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُ طَرَحَ أَحَدَى يَدَيْهِ . ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا أَقْتُلْهُ؟ قَالَ لَا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلْهُ وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلْمَاتُهُ الَّتِي قَالَ وَقَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْمَقْدَادِ إِذَا كَانَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يُخْفِي إِيمَانَهُ مَعَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَأَظْهِرْ إِيمَانَهُ فَقَتْلَهُ فَكَذَّلِكَ كُنْتَ أَنْتَ تُخْفِي إِيمَانَكَ بِمَكَّةَ مِنْ قَبْلٍ -

**৬৪০০** আবদান (র) ..... বনী যুহরা গোত্রের মিত্র মিকদাদ ইব্ন আম্র কিন্দী (রা) থেকে বর্ণিত। যিনি বদরের যুদ্ধে নবী ﷺ-এর সাথে হায়ির ছিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! জনেক কাফেরের সাথে আমার যুকাবিলা হল এবং আমাদের পরম্পরের মধ্যে লড়াই বাধল। সে তরবারী দ্বারা আমার হাতে আঘাত করল এবং তা কেটে ফেলল। এরপর সে কোন বৃক্ষের আড়ালে আশ্রয় নিল। আর বলল আমি আল্লাহর জন্য মুসলমান হয়ে গেলাম। এ কথা বলার পর কি আমি তাকে হত্যা করতে পারবং রাসূলুল্লাহ

বললেন : তুমি তাকে হত্যা করবে না । তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! সে তো আমার এক হাত কেটে দিয়েছে । আর কেটে ফেলার পরই এ কথা বলেছে, এতে কি আমি তাকে হত্যা করতে পারব ? তিনি বললেন : তুমি তাকে হত্যা করবে না । (এ অবস্থায়) তুমি যদি তাকে হত্যা কর তা হলে তাকে হত্যা করার পূর্বে তুমি যে স্থলে ছিলে সে সে স্থলে এসে যাবে । আর সে উক্ত কালিমা উচ্চারণ করার পূর্বে যে স্থলে ছিল তুমি সে স্থলে চলে যাবে । হাবীব ইব্ন আবু আমরা (র) সাঈদ (র)-এর সূত্রে ইব্ন আবাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন । নবী ﷺ মিকদাদ (রা)-কে বলেছেন : উক্ত মু'মিন ব্যক্তি যখন কাফের সম্প্রদায়ের সাথে অবস্থান করছিল তখন সে আপন দৈমান গোপন রেখেছিল । এরপর সে তার দৈমান প্রকাশ করল আর তুমি তাকে হত্যা করে ফেললে । তুমিও তো এর পূর্বে মকায় অবস্থানকালে আপন দৈমান গোপন রেখেছিলে ।

**২৮৬৭ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ وَمَنْ أَحْيَاهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ حَرَمَ قَتْلَهَا إِلَّا بِحَقِّ حَيِّ النَّاسِ مِنْهُ جَمِيعًا**

২৮৬৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে (৫ : ৩২) । ইব্ন আবাস (রা) বলেন, যে ব্যক্তি যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে প্রাণ সংহার নিষিদ্ধ মনে করে তার থেকে গোটা মানব জাতির প্রাণ রক্ষা পেল

**٦٤.١ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرْدَةِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ إِلَّا كَانَ عَلَىٰ ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كَفْلٌ مِنْهَا -**

**৬৪০১** **কাবীসা (রা)** ..... আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত । তিনি বলেছেন : কোন মানব সন্তানকে হত্যা করা হলে আদাম (আ)-এর প্রথম সন্তানের (কাবীল) উপর অপরাধের কিছু অংশ অবশ্যই বর্তায় ।

**৬৪.২ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَاقْدُبْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ -**

**৬৪০২** **আবুল ওয়ালীদ (র)** ..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত । তিনি বলেছেন : তোমরা আমার পরে কুফ্রমুখী হয়ে যেয়ো না যে তোমরা একে অপরের গর্দান উড়াবে ।

**৬৪.৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بِشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلَيِّ بْنِ مُدْرِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حُجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصِتُ النَّاسَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ -** **أَبُو بَكْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -**

৬৪০৩ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) ..... জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে বিদায় হজ্জের প্রাকালে বলেছেন, লোকদেরকে নীরব কর, তোমরা আমার পরে কুফ্রমুখী হয়ে যেয়ো না যে, তোমরা একে অপরের গর্দান উড়াবে। আবু বকর ও ইবন আব্রাস (রা) নবী ﷺ থেকে (অনুরূপ) বর্ণনা করেছেন।

٦٤.٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْكَبَائِرُ الْأَشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدِينَ。 أَوْ قَالَ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ。 شَكَّ شُعْبَةُ。 وَقَالَ مُعاذٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْكَبَائِرُ الْأَشْرَاكُ بِاللَّهِ。 وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ。 وَعُقُوقُ الْوَالِدِينَ。 أَوْ قَالَ وَقْتُ النَّفْسِ -

৬৪০৪ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কবীরা গুনাহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া অথবা বলেছেন, মিথ্যা কসম করা। শু'বা (র) তাতে সন্দেহ পোষণ করেন। এবং মুয়ায (র) বলেন, শু'বা আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, কবীরা গুনাহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে শরীক করা, মিথ্যা কসম করা আর মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া অথবা বলেছেন প্রাণ সংহার করা।

٦٤.٥ حَدَّثَنِي اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ سَمِعَ أَنَّسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكَبَائِرُ حِ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْأَشْرَاكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدِينَ。 أَوْ قَالَ وَشَهَادَةُ الزُّورِ -

৬৪০৫ ইসহাক ইবন মনসুর (র) ও আমর (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে সবচাইতে বড় গুনাহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে শরীক করা, প্রাণ সংহার করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া আর মিথ্যা বলা, অথবা বলেছেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।

٦٤.٦ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ظَبِيلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدَ بْنِ حَارِثَةَ يُحَدِّثُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْحُرْقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَّمْنَاهُمْ قَالَ وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ قَالَ فَلَمَّا غَشِيَّنَا هُوَ أَلَّا لِلَّهِ أَلَّا لِلَّهِ قَالَ فَكَفَ عَنْهُ الْأَنْصَارِيُّ وَطَعَنَتْهُ بِرُمْحٍ حَتَّى قَتَلَهُ。 قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ فَقَالَ لِي بِـ

أُسَامَةُ أَقْتَلْتُهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ؟ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا .  
قَالَ أَقْتَلْتُهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَىٰ حَتَّىٰ تَمَنَّيْتُ إِنِّي لَمْ  
أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ -

**৬৪০৬** আমর ইবন যুবারা (র) ..... উসামা ইবন যায়িদ ইবন হারিসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে জুহাইনা গোত্রের হারাকা শাখার বিরুদ্ধে পাঠালেন। আমরা ভোরে এ গোত্রের কাছে এলাম এবং তাদেরকে পরামর্শ করে ফেললাম। তিনি বলেন, আমি ও আনসারদের এক ব্যক্তি তাদের একজনকে ধাওয়া করে তার কাছে পৌছে গেলাম। তিনি বলেন, আমরা যখন আক্রমণ করতে উদ্যত হলাম তখন সে বলে উঠল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তিনি বলেন, আনসারী ব্যক্তি তার থেকে বিরত হয়ে গেল। কিন্তু আমি তাকে আমার বৰ্ষা দ্বারা আঘাত করে হত্যা করে ফেললাম। তিনি বলেন, আমরা যখন মদীনায় পৌছলাম, তখন নবী ﷺ এর কাছে এ সংবাদ পৌছল। তিনি বলেন, আমাকে তিনি বললেন : হে উসামা! তুমি কি তাকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরও হত্যা করলে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে আসলে হত্যা থেকে বাঁচতে চেয়েছিল। তিনি বললেন : আহা! তুমি কি তাকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরও হত্যা করলে? তিনি বলেন, তিনি বারবার কথাটি আমাকে বলতে থাকলেন। এমন কি আমি আকাঙ্ক্ষা করতে লাগলাম, যদি আমি ঐ দিনের পূর্বে মুসলমান না হতাম।

**٦٤.٧** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنِي الْيَتْ قَالَ حَدَّثَنِي يُرِيدُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنِ الصَّنَابِحِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ أَنِّي مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ بَأَيَّعُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَأَيْغُنَّهُ عَلَىٰ أَلَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَزْنِي وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَلَا نَنْتَهِبَ وَلَا نَعْصِي بِالْجَنَّةِ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَإِنْ غَشِيَّنَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءً ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ -

**৬৪০৭** আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) ..... উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঐ নির্বাচিত নেতাদের একজন ছিলাম যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে বায়আত করেছিলেন। আমরা তাঁর হাতে এ শর্তে বায়আত করেছি যে, আমরা আল্লাহর সাথে কিছুকে শরীক করব না, যিনি করব না, চুরি করব না, এমন প্রাণ সংহার করব না যা আল্লাহ হারাম করেছেন, আমরা লুঁষ্টন করব না, নাফরমানী করব না। যদি আমরা ওগুলো যথাযথ পালন করি তবে জানাত লাভ হবে। আর যদি এর মধ্য থেকে কোন একটা করে ফেলি তাহলে তার ফায়সালা আল্লাহর কাছে সমর্পিত।

**٦٤.٨** حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا. رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

**৬৪০৮** মুসা ইবন ইসমাঈল (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আবু মুসা (রা) নবী ﷺ থেকে (অনুরূপ) বর্ণনা করেছেন।

**৬৪০৯** حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُوبُ وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ . فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقُلْتُ أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ . قَالَ ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيِّفِهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بِالْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ -

**৬৪০৯** আবদুর রহমান ইবন মুবারক (র)..... আহনাফ ইবন কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাঁকে (আলী (রা)-কে সাহায্য) করার জন্য যাচ্ছিলাম। ইত্যবসরে আমার সাথে আবু বাকরা (রা)-এর সান্ধান ঘটল। তিনি বললেন, কোথায় যাচ্ছ? আমি বললাম, এই ব্যক্তিকে সাহায্য করতে। তিনি বললেন, ফিরে যাও। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যখন দু'জন মুসলমান তরবারী নিয়ে পরম্পর সংঘর্ষে লিঙ্গ হয় তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তির অবস্থান হবে জাহানাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! হত্যাকারীর ব্যাপারটা তো বোধগম্য। কিন্তু নিহত ব্যক্তির ব্যাপার সে কেমন? তিনি বললেন : সেও তো প্রতিপক্ষকে হত্যা করতে আগ্রহী ছিল।

**২৮৬৮** بَابُ قَوْلِهِ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِيَةِ

২৮৬৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : হে মু'মিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেওয়া হয়েছে ..... আয়াতের শেষ পর্যন্ত (২ : ১৭৮)

**২৮৬৯** بَابُ سُؤَالِ الْقَاتِلِ حَتَّى يُقْرَأَ وَالْأَقْرَارِ فِي الْحُدُودِ

২৮৬৯. অনুচ্ছেদ : (ইমাম কর্তৃক) হত্যাকারীকে স্বীকারোক্তি পর্যন্ত প্রশ্ন করা। আর শরীয়তের দণ্ডবিধির ব্যাপারে স্বীকারোক্তি

**৬৪১.** حَدَّثَنَا حَاجَاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ . فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكَ هَذَا؟ فَلَمَّا أَوْفَلَانَ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَقَرَّ بِهِ فَرِضَ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ -

**৬৪১০** হাজ্জাজ ইবন মিনহাল (র) ..... আনাস ইবন মালিক (র) থেকে বর্ণিত। জনৈক ইহুদী একটি বালিকার মাথা দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে চূর্ণ করে দিল। এরপর তাকে জিঞ্জাসা করা হল কে তোমার

সাথে এ আচরণ করেছে? অমুক অথবা অমুক? শেষ পর্যন্ত ইহুদীটির নাম বলা হল। তাকে নবী صلوات الله علیه و سلام-এর কাছে আনা হল এবং তিনি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত সে তা স্বীকার করল। সুতরাং প্রস্তরাঘাতের মাধ্যমে তার মাথা চূর্ণ করে দেওয়া হল।

## ২৮৭০. بَابُ إِذَا قُتِلَ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصْمًا

২৮৭০. অনুচ্ছেদ : পাথর বা লাঠি দ্বারা হত্যা করা

**৬৪১১** حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ادْرِيسٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ أَنَسٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ بِالْمَدِينَةِ قَالَ فَرَمَاهَا يَهُودِيٌّ بِحَجَرٍ قَالَ فَجَرَى بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صلوات الله علية وسلم وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلوات الله علية وسلم فُلَانُ قَتَلَكَ فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا فَأَعَادَ عَلَيْهَا قَالَ فُلَانُ قَتَلَكَ فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا فَقَالَ لَهَا فِي الثَّالِثَةِ فُلَانُ قَتَلَكَ فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلوات الله علية وسلم فَقَتَلَهُ بَيْنَ الْحَجَرَيْنَ -

**৬৪১১** মুহাম্মদ (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রৌপ্যালংকার পরিহিতা জনৈকা বালিকা মদীনায় বের হল। রাবী বলেন, তখন জনৈক ইহুদী তার প্রতি পাথর নিষেপ করল। রাবী বলেন, তাকে মুর্মূরাবস্থায় নবী صلوات الله علية وسلم-এর কাছে আনা হল। তখন রাসূলুল্লাহ صلوات الله علية وسلم তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, অমুক কি তোমাকে হত্যা করেছে? সে তার মাথা উঠাল। তিনি তাকে আবার বললেন, অমুক কি তোমাকে হত্যা করেছে? সে তার মাথা উঠাল। তিনি তাকে তৃতীয়বার বললেন, অমুক কি তোমাকে হত্যা করেছে? সে তার মাথা নিচু করল। তখন রাসূলুল্লাহ صلوات الله علية وسلم প্রস্তর নিষেপকারীকে দেকে আনলেন এবং তাকে দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে হত্যা করালেন।

## ২৮৭১. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ : أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ الْأَيْةُ

২৮৭১. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : প্রাণের বদলে প্রাণ..... আয়াতের শেষ পর্যন্ত (৫ : ৪৫)

**৬৪১২** حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَلَّا يَمْسُعُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرْرَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلوات الله علية وسلم لَا يَحِلُّ دَمُ أَمْرِيِّ مُسْلِمٍ يَشَهِدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : النَّفْسُ بِالنَّفْسِ . وَالثَّيْبُ الزَّانِي . وَالْمَفَارِقُ لِدِينِ التَّارِكِ الْجَمَاعَةَ -

**৬৪১২** উমর ইবন হাফ্স (র)..... আবদুল্লাহ صلوات الله علية وسلم বলেছেন : কোন মুসলিম ব্যক্তি যিনি সাক্ষ্য দেন যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। তিনি-তিনটি কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। (যথা) প্রাণের বদলে প্রাণ। বিবাহিত ব্যক্তিচারী। আর আপন দীন পরিত্যাগকারী মুসলিম জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি।

## ٢٨٧٢ بَابُ مَنْ أَقَادَ بِحَجَرٍ

২৮৭২. অনুচ্ছেদ ৪ : যে ব্যক্তি পাথর দ্বারা কিসাস নিল

**٦٤١٣** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هَشَامِ  
بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ يَهُودِيًّا قُتِلَ جَارِيًّا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ فَجِئَ بِهَا  
إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ أَقْتَلَكَ فُلَانٌ فَأَشَارَتْ بِرِاسِهَا أَنْ لَا. ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةُ  
فَأَشَارَتْ بِرِاسِهَا أَنْ لَا. ثُمَّ سَأَلَهَا التَّالِيَةُ فَأَشَارَتْ بِرِاسِهَا أَنْ نَعَمْ فَقَتَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ  
بِحَجَرَيْنِ -

**٦৪১৩** মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। জনেক ইহুদী একটি বালিকাকে তার  
রোপ্যালংকারের লোভে হত্যা করল। সে তাকে পাথর দ্বারা হত্যা করল। মুমুর্খ অবস্থায় তাকে নবী ﷺ এর  
কাছে আনা হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, অমুক কি তোমাকে হত্যা করেছে? সে তার মাথা দিয়ে ইঙ্গিত করল  
যে, না। এরপর দ্বিতীয়বার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সে তার মাথা দিয়ে ইশারা করল যে, না। তারপর  
তৃতীয়বার তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। সে তার মাথা দিয়ে ইশারা করল যে, হ্যাঁ। তখন নবী ﷺ তাকে  
(হত্যাকারীকে) দু'টি পাথর দ্বারা হত্যা করলেন।

## ٢٨٧٣ بَابُ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ

২৮৭৩. অনুচ্ছেদ ৫ : কাউকে হত্যা করা হলে তার উত্তরাধিকারিগণ দুই প্রকার দণ্ডের যে কোন একটি  
প্রয়োগের ইখতিয়ার লাভ করে

**٦٤١٤** حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا حَرْبٌ عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا  
أَبُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ عَامَ فَتَحَ مَكَّةَ قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ  
بِقَتْلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلِ  
وَسَلَطَ عَلَيْهِمْ رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ إِلَّا وَأَنَّهَا لَمْ تَحْلُ لَأَحَدٍ قَبْلِيًّا وَلَا تَحْلُ لَأَحَدٍ مِنْ  
بَعْدِي إِلَّا وَأَنَّهَا أَحْلَتْ لِيْ سَاعَةً مِنْ نَهَارِ إِلَّا وَأَنَّهَا سَاعَتِيْ هَذِهِ حَرَامٌ لَا يُحْتَلِ شَوْكُهَا  
وَلَا يُغَضَّدُ شَجَرُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَهَا إِلَّا مُنْشِدٍ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ  
النَّظَرَيْنِ إِمَّا يُوْدِي وَإِمَّا يُقَادُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ أَكْتُبْ  
لِيْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْتُبُوا لَأَبِي شَاهٍ، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ.  
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا اَذْخِرْ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِيْ بِيُوتِنَا وَقِبُورِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

الَا اَلَاذْخِرَ . وَتَابَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ فِي الْفِيلِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ  
الْمَقْتُلُ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ اَمَا اَنْ يُقَادَ اَهْلُ الْقَتْلِ -

**৬৪১৪** আবু নুয়ায়ম (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। খুয়া'আ গোত্রের লোকেরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করল। আবদুল্লাহ ইবন রাজা (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর খুয়া'আ গোত্রের লোকেরা জাহিলী যুগের স্বগোত্রীয় নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ হিসেবে বনী লায়স গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন এবং বললেন : আল্লাহ্ মক্কা থেকে হস্তীদলকে রূপালেন এবং তাদের বিরুদ্ধে আপন রাসূল ও মু'মিনদেরকে কর্তৃত্ব দান করেছেন। জেনে রেখো! মক্কা আমার পূর্বে কারো জন্য হালাল হয়নি, আর আমার পরও কারো জন্য হালাল হবে না। জেনে রেখো! আমার ক্ষেত্রে তা দিনের কিছু সময়ের জন্য হালাল করা হয়েছিল। সাবধান! তা আমার এ সময়ে এমন সম্মানিত, তার কাঁটা উপড়ানো যাবে না, তার বৃক্ষ কাটা যাবে না, তাতে পড়ে থাকা বস্তু মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য ব্যতীত তুলে নেওয়া যাবে না। আর যার কাউকে হত্যা করা হয় সে দু'প্রকার দণ্ডের যে কোন একটি প্রয়োগের ইথ্রিয়ার লাভ করবে। হয়ত রক্তপণ গ্রহণ করা হবে, নতুবা কিসাস নেওয়া হবে। এ সময় ইয়ামনবাসী এক ব্যক্তি দাঁড়াল, যাকে আবু শাহ্ বলা হয়। সে বলল, হে আল্লাহ্ রাসূল! আমাকে লিখে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা আবু শাহকে লিখে দাও। তারপর কুরাইশ গোত্রের এক ব্যক্তি দাঁড়াল। আর বলল, হে আল্লাহ্ রাসূল! ইয়থির ব্যতীত। কেননা, আমরা তা আমাদের ঘরে, আমাদের করবে ব্যবহার করি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ইয়থির ব্যতীত। উবায়দুল্লাহ্ (র) শায়বান (র) থেকে অল্ফিল' (হস্তী)-এর ব্যাপারে হারব ইবন শাদাদ (র)-এর অনুসরণ করেছেন। কেউ কেউ আবু নুয়ায়ম (র) থেকে শব্দ নকল করেছেন। উবায়দুল্লাহ্ (র) - ও মান্য যে পরে আবু নুয়ায়ম (র) থেকে শব্দ ও বর্ণনা করেছেন।

**৬৪১০** حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ فِي بَنْيِ إِسْرَائِيلَ قِصَاصٌ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ . فَقَالَ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ . إِلَى هَذِهِ الْأُيُّوبِ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبِلُ الدِّيَةُ فِي الْعَمْدٍ . قَالَ وَاتِّبَاعُ الْمَعْرُوفِ أَنْ يَطْلُبَ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤْدَى بِإِحْسَانٍ -

**৬৪১৫** কৃতায়বা ইবন সাইদ (র) ..... ইবন আবুরাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী ইসরাইলদের মধ্যে কিসাসের বিধান বলিব ছিল। তাদের মধ্যে রক্তপণের বিধান ছিল না। তবে আল্লাহ্ এ উদ্ধতকে বললেন : নরহত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে ..... কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে পর্যন্ত (২ : ১৭৮)। ইবন আবুরাস (রা) বলেন, ক্ষমা প্রদর্শনের অর্থ হলো ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার ক্ষেত্রে রক্তপণ গ্রহণ করা। তিনি বলেন, আর প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করার অর্থ হচ্ছে, যুক্তিসংজ্ঞত দাবি ও সদয়ভাবে দীয়ত আদায় করা।

## ٢٨٧٤ بَابُ مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِيِّ بِغَيْرِ حَقِّ

২৮৭৪. অনুচ্ছেদ : যথার্থ কারণ ব্যতীত রক্তপাত দাবি করা

٦٤١٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمُطَلِّبُ دَمِ امْرِيِّ بِغَيْرِ حَقِّ لِيُهُرِيقَ دَمَهُ -

[ ৬৪১৬ ] আবুল ইয়ামান (র) ..... ইবন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলছেন : আল্লাহর কাছে সবচাইতে ঘৃণিত ব্যক্তি হচ্ছে তিনজন। যে ব্যক্তি হারাম শরীফে অন্যায় ও অপকর্মে লিঙ্গ হয়। যে ব্যক্তি ইসলামী যুগে জাহিলী যুগের প্রথা তালাশ করে। যে ব্যক্তি যথার্থ কারণ ব্যতীত কারো রক্তপাত দাবি করে।

## ٢٨٧٥ بَابُ الْعَفْوِ فِي الْخَطَاءِ بَعْدَ الْمَوْتِ

২৮৭৫. অনুচ্ছেদ : ভুলক্রমে হত্যার ক্ষেত্রে মৃত্যুর পর ক্ষমা প্রদর্শন করা

٦٤١٧ حَدَّثَنَا فَرُوْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ مُصْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي زَكْرِيَّاءِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَرَخَ أَبْلِيسُ يَوْمَ أَحْدُ دِفْنِ النَّاسِ يَأْبِيَ اللَّهَ أَخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ عَلَىٰ أَخْرَاهُمْ حَتَّىٰ قَتَلُوا الْيَمَانَ فَقَالَ حُذِيفَةُ أَبِي فَقَاتُلُوهُ فَقَالَ حُذِيفَةُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ قَالَ وَقَدْ كَانَ انْهَزَمَ مِنْهُمْ قَوْمٌ حَتَّىٰ لَحِقُوا بِالْطَّائِفِ -

[ ৬৪১৭ ] ফারওয়া ও মুহাম্মদ ইবন হারব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উভদের দিন ইব্লীস লোকদের মাঝে চিৎকার করে বলল, হে আল্লাহর বান্দারা! পিছনের দলের ওপর আক্রমণ কর। ফলে তাদের সম্মুখভাগ পশ্চাতভাগের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এমন কি তারা ইয়ামানকে হত্যা করে ফেলল। তখন হ্যায়ফা (রা) বললেন, আমার পিতা! আমার পিতা! কিন্তু তারা তাকে হত্যা করে ফেলল। তখন হ্যায়ফা (রা) বললেন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। রাবী বলেন, মুশরিকদের একটি দল পরাজিত হয়ে তায়েফ চলে গিয়েছিল।

## ٢٨٧٦ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا أَلَا بَهْ

২৮৭৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করা বৈধ নয়। তবে ভুলবশত করলে তা স্বতন্ত্র ..... আয়াতের শেষ পর্যন্ত (৪ : ৯২)

## ٢٨٧٧ بَابُ إِذَا أَفَرَّ بِالْقَتْلِ مَرَأَةٌ قُتِلَ بِهِ

২৮৭৭. অনুচ্ছেদ : একবার হত্যার স্বীকারোক্তি করলে তাকে হত্যা করা হবে

রক্তপণ

حدثنا أсхق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس  
 ابن مالك أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا  
 أفلان أفلان حتى سمع اليهودي فلما رأها فجئ باليهودي فاعترف فامر به  
 النبي عليه فرض رأسه بالحجار وقد قال همام بحجرين -

٦٤١٨ [ ٦٤١٨ ] ইস্থাক (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনেক ইহুদী একটি বালিকার মাথা দুটি পাথরের মাঝখানে রেখে চূর্ণ করে দিল। তখন তাকে জিজাসা করা হল, কে তোমার সাথে এমন আচরণ করেছে? অমুক? না অমুক? অবশেষে ইহুদী লোকটির নাম উল্লেখ করা হল। তখন সে তার মাথা দিয়ে (হ্যাঁ-সূচক) ইশারা করল। তখন ইহুদী লোকটিকে আনা হল এবং সে স্বীকার করল। ফলে নবী ﷺ তার ব্যাপারে নির্দেশ করলেন, তাই তার মাথা একটি পাথর দিয়ে চূর্ণ করা হল এবং হাশ্মাম (র) বলেন, দুটি পাথর দিয়ে।

## ٢٨٧٨ بَابُ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

২৮৭৮. অনুচ্ছেদ : মহিলার বদলে পুরুষকে হত্যা করা

٦٤١٩ [ ٦٤١٩ ] حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس ابن  
 مالك أن النبي عليه قتل يهوديا بجارية قتلها على أوضاح لها -

٦٤٢٠ [ ٦٤٢٠ ] موسى الداود (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একজন ইহুদীকে একজন বালিকার বদলে হত্যা করেছেন। সে রৌপ্যালংকারের লোভে ওকে হত্যা করেছিল।

٢٨٧٩ بَابُ الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْجِرَاحَاتِ وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ يُقْتَلُ  
 الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ ، وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ تَقَدُّمُ الْمَرْأَةِ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمَدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا  
 دُونَهَا مِنَ الْجِرَاحِ وَبِهِ قَالَ عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبْرَاهِيمَ وَأَبْوَ الزِّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ  
 وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرَّبِيعِ إِنْسَانًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ عليه القصاص

২৮৭৯. অনুচ্ছেদ : আহত হওয়ার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষদের মধ্যে কিসাস। আলিমগণ বলেন, নারীর বদলে পুরুষকে হত্যা করা হবে। আর উমর (রা) থেকে বর্ণনা করা হয় যে, ইচ্ছাকৃতভাবে প্রত্যেক হত্যা বা আহত করার ক্ষেত্রে নারীর বদলে পুরুষকে কিসাসের বিধানানুসারে শাস্তি দেওয়া হবে। ইহাই উমর ইবন আবদুল আয়ীর (র), ইবরাহীম (র) এবং আবুয যিনাদ (র)-এর অভিমত তাদের আসহাব থেকে। রূবায়-এর বোন কোন এক ব্যক্তিকে আহত করলে নবী ﷺ বলেন, এ ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান হল ‘কিসাস’

٦٤٢٠ [ ٦٤٢٠ ] حدثنا عمرو ابن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى  
 بن أبي عائشة عن عبيد الله ابن عبد الله عن عائشة قالت لدonna النبي عليه في

مَرْضِهِ فَقَالَ لَا تَلْدُونِيْ ، فَقُلْنَا كَرَاهِيَّةُ الْمَرِيْضِ الدَّوَاءَ فَلَمَّا آفَاقَ قَالَ لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمُ الْأَلْدُغُّ عَيْرَ الْعَبَاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهُدْكُمْ -

**৬৪২০** আমর ইব্ন আলী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর অসুখের সময় তাঁর মুখের এক কিনারায় ঔষধ ঢেলে দিলাম। তিনি বলেন, তোমরা আমার মুখের কিনারায় ঔষধ দিও না। আমরা মনে করলাম, রোগী ঔষধ সেবন অপছন্দ করেই থাকে। যখন তাঁর হাঁশ ফিরে এলো, তখন তিনি বললেন : তোমাদের মধ্যে যেন এমন কেউ থাকে না, যার মুখের কিনারায় জোরপূর্বক ঔষধ ঢেলে দেয়া না হয় শুধুমাত্র আক্রাস ব্যতীত। কেননা, সে তোমাদের কাছে হায়ির ছিল না।

### ২৮৮. بَابُ مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ أَوْ افْتَصَّ دُونَ السُّلْطَانِ

২৮৮০. অনুচ্ছেদ : হাকিমের কাছে মোকাদ্দমা দায়ের করা ব্যতীত আপন অধিকার আদায় করে নেওয়া বা কিসাস গ্রহণ করা

**৬৪২১** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعِيبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ أَنَّ الْأَعْرَاجَ حَدَّثَهُ أَتَهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِنْ حَنْ الْأَخْرُونَ السَّابِقُونَ . وَبِاسْنَادِهِ لَوْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ وَلَمْ تَأْذِنْ لَهُ خَذْفَتَهُ بِحَصَّةٍ ، فَفَقَاتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ -

**৬৪২১** আবুল ইয়ামান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, আমরা হচ্ছি (পৃথিবীতে) সর্বশেষ ও (আধিরাতে) সর্বপ্রথম। উক্ত হাদীসের সূত্রে এও বর্ণিত, তিনি বলেছেন : যদি কেউ তোমার ঘরে তোমার অনুমতি ব্যতিরেকে উকি মারে আর তুমি পাথর নিষ্কেপ করে তার চক্ষু ফুটা করে দাও, তাতে তোমার কোন গুনাহ হবে না।

**৬৪২২** حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَدَّ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ مِشْقَصًا ، فَقَلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ -

**৬৪২২** মুসাদ্দাদ (র)..... হমায়দ (র) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক নবী ﷺ-এর ঘরে উকি মারল। নবী ﷺ তার প্রতি চাকু নিষ্কেপের প্রস্তুতি নিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাকে (এ হাদীস)-কে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, আনাস ইব্ন মালিক (রা)।

### ২৮৮১. بَابُ إِذَا مَاتَ فِي الزِّحَامِ أَوْ قُتِلَ

২৮৮১. অনুচ্ছেদ : (জনতার) ভিড়ে মারা গেলে বা হত্যা করা হলে

**৬৪২৩** حَدَّثَنِيْ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ هِشَامُ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أَحْدِ هُزْمِ الْمُشْرِكُونَ فَصَاحَ أَبْلِيسُ أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أَخْرَاكُمْ

فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ فَاجْتَلَدْتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ ، فَنَظَرَ حُذِيفَةُ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمَانِ ، فَقَالَ أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أَبِي أَبِي قَالَتْ فَوَاللَّهِ مَا أَحْتَجَزُوا حَتَّىٰ قَتْلُهُ ، قَالَ حُذِيفَةُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ . قَالَ عُرْوَةُ فَمَا زَالَتْ فِي حُذِيفَةَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ حَتَّىٰ لَحِقَ بِاللَّهِ -

**৬৪২৩** ইস্থাক ইবন মানসুর (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের দিন যখন মুশরিকরা পরাজিত হয়ে গেল তখন ইব্লীস চিংকার করে বলল, হে আল্লাহর বান্দাগণ! পিছনের দলের উপর আক্রমণ কর। তখন সম্মুখবর্তীরা পশ্চাতবর্তীদের উপর আক্রমণ করল ও পরম্পরে লড়াইয়ে লিপ্ত হল। তখন হ্যায়ফা (রা) তাকিয়ে দেখতে পেলেন যে তাঁর বাবা ইয়ামান আক্রান্ত হয়েছেন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ! (এ তো) আমার পিতা! আমার পিতা! তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! তারা তাকে হত্যা না করে ক্ষান্ত হল না। হ্যায়ফা (রা) বলেন, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। উরওয়া (র) বলেন, এ কারণে হ্যায়ফা (রা)-এর অন্তরে আল্লাহর সাথে মিলন না হওয়া পর্যন্ত এই শৃঙ্খি জাগরুক ছিল।

## ٢٨٨٢ بَابٌ إِذَا قُتِلَ نَفْسَهُ خَطَا فَلَادِيَّةٌ

২৮৮২. অনুচ্ছেদ : যখন কেউ ভুলবশত নিজেকে হত্যা করে ফেলে তখন তার কোন রক্তপণ নেই

**৬৪২৪** حَدَثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ ابْرَاهِيمَ قَالَ حَدَثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ حَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَسْمَعْنَا يَا عَامِرٌ مِنْ هُنَيْيَاتِكَ فَحَدَّابِهِمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ السَّائِقِ؟ قَالُوا عَامِرٌ ، فَقَالَ رَحْمَةُ اللَّهِ . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَاهُ أَمْتَعْنَا بِهِ فَأَصِيبَ صَبِيْحَةَ لَيْلَتِهِ ، فَقَالَ الْقَوْمُ حَبَطَ عَمَلُهُ قَتَلَ بِنَفْسِهِ فَلَمَّا رَجَعَتْ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ عَامِرًا حَبَطَ عَمَلُهُ فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَدَاكَ أَبِي وَأَمِي زَعْمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبَطَ عَمَلُهُ ، فَقَالَ كَذَبَ مَنْ قَالَهَا أَنَّ لَهُ لَأْجَرَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّهُ لَجَاهَدُ مُجَاهِدٌ ، وَأَيُّ قَتْلٍ يَزِيدُهُ عَلَيْهِ -

**৬৪২৪** মাঝী ইবন ইবরাহীম (র)..... সালাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে খায়বার অভিযুক্তে রওয়ানা হলাম। তখন তাদের এক ব্যক্তি বলল, হে আমির! তোমরা আমাদেরকে উট চালনার কিছু সঙ্গীত শোনাও। সে তাদেরকে তা গেয়ে শোনাল। তখন নবী ﷺ বললেন : চালকটি কেঁ তারা বলল, আমির। তিনি বললেন : আল্লাহ তাকে রহম করুন। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে তার থেকে দীর্ঘকাল উপকৃত হবার সুযোগ করে দিন। পরদিন সকালে আমির নিহত হল। তখন লোকেরা বলতে লাগল তার আমল বরবাদ হয়ে গেছে, সে নিজেকে হত্যা করেছে। যখন আমি ফিরলাম, আর লোকেরা বলাবলি করছিল যে, আমিরের আমল বরবাদ হয়ে গেছে, তখন আমি নবী ﷺ-এর নিকট এলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান। তাদের ধারণা, আমিরের আমল বরবাদ হয়ে গেছে। তিনি বললেন : যে এমনটা বলেছে মিথ্যা বলেছে। কেননা, আমিরের জন্য দ্বিশুণ

পুরক্ষার। কারণ সে (সৎ কাজে) অতিশয় যত্নবান, (আল্লাহর রাস্তায়) মুজাহিদ। অন্য কোন প্রকার হত্যা এর চেয়ে অধিক পুরক্ষারের অধিকারী করতে পারে।

### ২৮৮৩ بَابُ اِذَا عَضُّ رَجُلًا فَوَقَعَتْ ثَنَيَاَهُ

২৮৮৩. অনুচ্ছেদ : কাউকে দাঁত দিয়ে কামড় দেওয়ার ফলে তার দাঁত উপড়ে গেলে

**৬৪২৫** حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفِي عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدُهُ مِنْ فِيهِ فَوَقَعَتْ ثَنَيَاَتُهُ فَأَخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَعْضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعْضُ الْفَحْلُ لَأَدِيهَ لَكَ -

**৬৪২৫** আদাম (র) ..... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির হাত দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল। সে তার হাত ঐ ব্যক্তির মুখ থেকে টেনে বের করল। ফলে তার দু'টি দাঁত উপড়ে গেল। তারা নবী ﷺ-এর নিকট তাদের মুকাদ্দমা পেশ করল। তখন তিনি বললেন : তোমাদের কেউ তার ভাইকে কি কামড়াবে? যেমন উট কামড়ে থাকে! তোমার জন্য কোন রক্তপণ নেই।

**৬৪২৬** حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْتُ فِي غَزْوَةٍ فَعَضَّ رَجُلٌ فَانْتَزَعَ ثَنَيَتُهُ فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ -

**৬৪২৬** আবু আসিম (র) ..... ইয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কোন একটি যুদ্ধে বেরিয়েছিলাম। তখন এক ব্যক্তি দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে; ফলে তার দাঁত উপড়ে যায়। তখন নবী ﷺ (দাঁতের) দীয়তকে বাতিল করে দিলেন।

### ২৮৮৪ بَابُ السَّنْ بِالسِّنِ

২৮৮৪. অনুচ্ছেদ : দাঁতের বদলে দাঁত

**৬৪২৭** حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنَيَتَهَا فَاتَّوَا النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَ بِالْفِصَاصِ -

**৬৪২৭** আনসারী (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নায়ারের কন্যা একটি বালিকাকে থাপ্পড় মেরে তার দাঁত ভেঙ্গে ফেলল। তারা নবী ﷺ-এর নিকট এল। তখন তিনি কিসাসের নির্দেশ দিলেন।

### ২৮৮৫ بَابُ دِيَةِ الْأَصَابِعِ

২৮৮৫. অনুচ্ছেদ : আঙুলের রক্তপণ

**৬৪২৮** حَدَّثَنَا اَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْأِبْهَامَ -

**৬৪২৮** আদাম (র)..... ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী সংজ্ঞায়িত  
উচ্চারণ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (দীয়তের ব্যাপারে) এটি এবং ওটি সমান। অর্থাৎ কনিষ্ঠ ও বৃদ্ধাঙ্গুলি।

٦٤٢٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَكْرَمَةَ عَنْ أَبْنِ عَيَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ نَحْوَهُ -

**৬৪২৯** মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ইব্ন আবুস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সা হাতে প্র  
ত্ব প্রাপ্তি প্র  
ত্ব প্রাপ্তি -কে  
অনুরূপ বলতে শুনেছি।

٢٨٨٦ بَابُ إِذَا أَصَابَ قَوْمًا مِنْ رَجُلٍ هَلْ يُعَاقِبُ أَوْ يَقْتَصِنُ مِنْهُمْ كُلُّهُمْ وَقَالَ مُطَرِّفُ عَنِ الشَّغْبِيِّ فِي رَجُلِينِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَهُ عَلَىٰ ثُمَّ جَاءَ بِآخَرَ قَالَ أَخْطَانًا فَأَبْنَطَلَ شَهَادَتَهُمَا وَأَخْذَاهُ بِدِيَّةِ الْأَوَّلِ وَقَالَ لَوْ عَلِمْتَ أَنَّكُمَا تَعْمَدُتُمَا لِقَطَعْتُكُمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ لِي ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غُلَامًا قُتِلَ غِيلَةً فَقَالَ عُمَرُ لَوْ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتْلَتُهُمْ وَقَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبِيًّا فَقَالَ عُمَرُ مِثْلُهُ وَأَقَادَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنَ الزُّبَيرِ وَعَلَىٰ وَسُوَيْدَ بْنَ مُقْرَنَ مِنْ لَطْمَةٍ ، وَأَقَادَ عُمَرُ مِنْ ضَرْبَةٍ بِالدِّرَّةِ ، وَأَقَادَ عَلَىٰ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْوَاطٍ ، وَأَقْتَصَنَ شُرَيْحَ مِنْ سَوْطٍ وَخُمْشَ -

২৮৮৬. অনুচ্ছেদ ৩: যখন একটি দল কোন এক ব্যক্তিকে বিপর্য করে তোলে, তখন তাদের সকলকে শাস্তি প্রদান করা হবে কি? অথবা সকলের নিকট থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে কি? মুতার্রিফ (র) শাবী (র) থেকে এমন দু'জন ব্যক্তির ব্যাপারে বর্ণনা করেন যারা এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করেছিল যে, সে চুরি করেছে। তখন আলী (রা) তার হাত কেটে ফেললেন। তারপর তারা অপর একজনকে নিয়ে এসে বলল, আমরা ভুল করে বসেছি। তখন তিনি তাদের সাক্ষ্য বাতিল করে দিলেন এবং প্রথম ব্যক্তির দীয়ত (রক্তপর্ণ) গ্রহণ করলেন। আর বললেন, যদি আমি জানতাম যে তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কাজটি করেছ, তাহলে তোমাদের উভয়ের হাত কেটে ফেলতাম। আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন, আমাকে ইবন বাশশার (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একটি বালককে গোপনে হত্যা করা হয়। তখন উমর (রা) বললেন, যদি গোটা সান 'আবাসী এতে অংশ নিত তাহলে আমি তাদেরকে হত্যা করতাম। মুগীরা ইবন হাকীম (র) আপন পিতা হাকীম থেকে বর্ণনা করেন যে, চারজন লোক একটি বালককে হত্যা করেছিল। তখন উমর (রা) অনুরূপ কথা বলেছিলেন। আবু বকর ও ইবন যুবায়র, আলী ও সুওয়ায়দ ইবন মুকারিন (রা) থাপ্পড়ের ক্ষেত্রে কিসাসের নির্দেশ দেন। উমর (রা) ছড়ি দিয়ে প্রহারের ব্যাপারে কিসাসের নির্দেশ দেন। আর আলী (রা) তিনটি বেত্রাঘাতের জন্য কিসাসের নির্দেশ দেন এবং শুরায়হ (র) একটি বেত্রাঘাত ও নথের আঁচড়ের জন্য কিসাস কার্যকর করেন

٦٤٣. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ سُفِّيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَاتَ عَائِشَةَ لَدَنَا النَّبِيُّ مُلَكُه فِي مَرَضِه وَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ لَا تَلْدُونِي فَقُلْنَا كَرَاهِيَّةُ الْمَرِيضِ لِلنِّدَاءِ فَلَمَّا آفَاقَ قَالَ أَلَمْ أَنْهُمْ أَنْ تَلْدُونِي قَالَ قُلْنَا كَرَاهِيَّةُ الْمَرِيضِ لِلنِّدَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُلَكُه لَا يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا لَدَ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْعَبَاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهُدْكُمْ -

৬৪৩০ মুসাদ্দাদ (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর অসুখের সময় তাঁর মুখের কিনারায় ওষধ ঢেলে দিলাম। আর তিনি আমাদের দিকে ইশারা করতে থাকলেন যে, তোমরা আমার মুখের কিনারায় ওষধ ঢেলে দিও না। আমরা মনে করলাম যে, রোগীর ওষধের প্রতি অনীহা-ই এর কারণ। যখন তিনি হঁশ ফিরে পেলেন, তখন বললেন : আমাকে (জোরপূর্বক) ওষধ সেবন করাতে কি তোমাদেরকে নিষেধ করিনি? আমরা বললাম, রোগীর ওষধের প্রতি অনীহা ভাবই এর কারণ বলে আমরা মনে করেছি। তখন তিনি বললেন : তোমাদের মাঝে যেন এমন কেউ না থাকে যার মুখে জোরপূর্বক ওষধ ঢালা হয় আর আমি দেখতে থাকব শুধু আবাস ব্যতীত। কেননা, সে তোমাদের সাথে ছিল না।

২৮৮৭. بَابُ الْقَسَامَةِ وَقَالَ الْأَشْعَثُ ابْنُ قَيْسٍ قَالَ لِي النَّبِيُّ مُلَكُه شَاهِدًاكَ أَوْ يَمِينَهُ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلِيْكَةَ لَمْ يُقِدِّبَا مُعَاوِيَةَ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدَيِّ بْنِ أَرْطَاءَ وَكَانَ أَمْرَهُ عَلَى الْبَصْرَةِ فِي قَتْلِهِ وَجَدَ عِنْدَ بَيْتِ مِنْ بَيْوَتِ السَّمَانِيْنِ إِنْ وَجَدَ أَصْنَابَهُ بَيْنَهُ وَإِلَّا فَلَا تَظْلِمُ النَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يُقْضَى فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

২৮৮৭. অনুচ্ছেদ : 'কাসামাহ' (শপথ)। আশ্বারু ইবন কায়স (রা) বলেন, নবী ﷺ আমাকে বলেছেন, তুমি দু'জন সাক্ষী পেশ করবে, নতুনা তার কসম! ইবন আবু মুলায়কা (র) বলেন, মু'আবিয়া (রা) কাসামা অনুযায়ী কিসাস গ্রহণ করতেন না। উমর ইবন আবদুল আয়ীয় (র) তাঁর তরফ থেকে নিযুক্ত বসরার গভর্নর আদী ইবন আরতাত (র)-এর কাছে একজন নিহত ব্যক্তির ব্যাপারে পত্র লিখেন, যাকে তেল ব্যবসায়ীদের বাড়ির কাছে পাওয়া গিয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন, যদি তার আয়ীয়-ব্রজনরা প্রমাণ পেশ করতে পারে তবে দঙ্গ প্রদান করবে নতুনা লোকদের ওপর যুদ্ধ করবে না। কেননা, তা এমন ব্যাপার, যার কিয়ামত পর্যন্ত ফায়সালা করা যায় না।

৬৪৩১. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بُشِيرٍ بْنِ يَسَارٍ زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلٌ بْنُ أَبِي حَمْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْرٍ فَتَرَفَّقُوا فِيهَا وَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا وَقَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدُوا فِيهِمْ قَتْلَتُمْ صَاحِبَنَا ، قَالُوا مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا فَانْطَلَقُوا إِلَى النَّبِيِّ مُلَكُه فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ

انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا فَقَالَ الْكُبْرَاءِ أَكْبَرَ فَقَالَ لَهُمْ تَأْتُونَ بِالْبَيْنَةِ عَشَى مَنْ قَتَلَهُ ؟ قَالُوا مَا لَنَا بَيْنَةٌ ، قَالَ فَيَحْلِفُونَ ، قَالُوا لَا نَرْضِي بِإِيمَانِ الْيَهُودِ ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَادَهُ مِائَةً مِنْ أَبْلِ الصَّدَقَةِ -

**৬৪৩১** আবু নু'আয়ম (র) সাহল ইবন আবু হাস্মা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তার গোত্রের একদল লোক খায়বার গমন করল ও তথায় তারা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ল। তারা তাদের একজনকে নিহত অবস্থায় পেল। এবং যাদের কাছে তাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল তাদেরকে তারা বলল, তোমরা আমাদের সাথীকে হত্যা করেছ। তারা বলল, আমরা তাকে না হত্যা করেছি, না হত্যাকারীকে জানি। এরপর তারা নবী ﷺ-এর কাছে গেল এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা খায়বার গিয়েছিলাম। আর আমাদের একজনকে তথায় নিহত অবস্থায় পেলাম। তখন তিনি বললেন : বয়োবৃন্দকে বলতে দাও। বয়োবৃন্দকে বলতে দাও। তারপর তিনি তাদেরকে বললেন : তোমাদেরকে তার হত্যাকারীর বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করতে হবে। তারা বলল, আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই। তিনি বললেন : তাহলে ওরা কসম করে নেবে। তারা বলল, ইহুদীদের কসমে আমাদের আস্থা নেই। এ নিহতের রক্ত মূল্যহীন হয়ে যাক তা রাসূলুল্লাহ ﷺ পছন্দ করলেন না। তাই সাদাকার একশ' উট প্রদান করে তার রক্তপণ আদায় করলেন।

**৬৪৩২** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ ابْرَاهِيمَ الْأَسْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ مِنْ أَلِ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ أَنَّ عَمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ ثُمَّ أَذْنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا ، فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الْفَسَامَةِ ؟ قَالُوا نَقُولُ الْفَسَامَةَ الْقَوْدُ بِهَا حَقٌّ وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ ، قَالَ لِي مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلَابَةَ وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ ، فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَكَ رُؤُسُ الْأَجْنَادِ وَأَشْرَافُ الْعَرَبِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهَدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْسِنٍ بِدمَشْقٍ أَنَّهُ قَدْ زَنِي لَمْ يَرَوْهُ أَكُنْتَ تَرْجُمُهُ ؟ قَالَ لَا ، قُلْتُ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهَدُوا عَلَى رَجُلٍ بِحَمْصَ أَنَّهُ سَرَقَ أَكُنْتُ تَقْطَعَهُ وَلَمْ يَرَوْهُ ؟ قَالَ لَا ، قُلْتُ فَوَاللَّهِ مَا قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا فِي ثَلَاثَ خَصَالٍ رَجُلٌ قَتَلَ بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ فَقُتِلَ ، أَوْ رَجُلٌ زَنِي بَعْدَ احْسَانٍ ، أَوْ رَجُلٌ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ ، وَأَرْتَدَ عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ الْقَوْمُ ، أَوْ لَيْسَ قَدْ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ فِي السَّرِقِ وَسَمَرَ الْأَعْيُنِ ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ ، فَقُلْتُ أَنَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثَ أَنَسٍ حَدَّثَنِي أَنَسٌ أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلِ ثَمَانِيَّةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَأْيَعُوهُ عَلَى

الْإِسْلَامِ فَاسْتَوْخَمُوا الْأَرْضَ فَسَقَمَتْ أَجْسَامُهُ فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُمْ أَفَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِيْنَا فِي أَبِلِهِ فَتُصْبِيْنُونَ مِنَ الْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا قَالُوا بَلْ فَخَرَجُوا فَشَرَبُوا مِنْ الْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَصَحُوا فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَطَرَدُوا النَّعْمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَارْسَلَ فِي أَثَارِهِمْ فَادْرِكُوا فَجِئُهُمْ بِهِمْ فَأَمَرَهُمْ فَقُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسَمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ ثُمَّ نَبَذُهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا، قُلْتُ وَآيُّ شَيْءٍ أَشَدُّ مِمَّا صَنَعَ هُؤُلَاءِ ارْتَدُوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَقَتَلُوا وَسَرَقُوا فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّهِ أَنْ سَمِعْتُ كَالْيَوْمَ قَطُّ، فَقُلْتُ اتَرُدُّ عَلَى حَدِيثِي يَا عَنْبَسَةُ فَقَالَ لَا، وَلَكِنْ جِئْتَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ، وَاللَّهِ لَا يَزَالُ هَذَا الْجُنْدُ بِخَيْرٍ مَا عَاشَ هَذَا الشَّيْخُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، قُلْتُ وَقَدْ كَانَ فِي هَذَا سَنَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِ نَفْرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَتَحَدَّثُوا عِنْهُ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فُقْتَلَ، فَخَرَجُوا بَعْدَهُ، فَإِذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَاحِبُنَا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ مَعَنَّا فَخَرَجَ بَيْنَ أَيْدِينَا فَإِذَا نَحْنُ بِهِ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ بِمَنْ تَظَنُّونَ أَوْ لِمَنْ تُرَوْنَ قَتَلَهُ فَقَالُوا نُرَى أَنَّ الْيَهُودَ قَتَلُتُهُ فَارْسَلَ إِلَيَ الْيَهُودِ فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ أَنْتُمْ تَلْتَمِّ هَذَا ؟ قَالُوا لَا، قَالَ أَتَرْضَوْنَ نَفْلَ خَمْسِينَ مِنَ الْيَهُودِ مَا قَاتَلُوهُ فَقَالُوا مَا يُبَالُونَ يَقْتَلُونَا أَجْمَعِينَ، ثُمَّ يَنْفَلُونَ قَالَ أَفْتَسْتَحِقُونَ الدِّيَةَ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ، قَالُوا مَا كُنَّا لِنَحْلِفَ، فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ، قُلْتُ وَقَدْ كَانَتْ هُذِيلٌ خَلَعُوا خَلِيْعًا لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَطَرَقَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنَ الْيَمَنِ بِالْبَطْحَاءِ فَانْتَبَهَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَحَذَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ، فَجَاءَتْ هُذِيلٌ فَاخْذَوْا الْيَمَانِيَ فَرَفَعُوهُ إِلَى عُمَرٍ بِالْمُوْسِمِ وَقَالُوا قَتَلَ صَاحِبَنَا، فَقَالَ إِنَّهُمْ قَدْ خَلَعُوهُ، فَقَالَ يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْ هُذِيلٍ مَا خَلَعُوهُ قَالَ فَأَقْسِمَ مِنْهُمْ تِسْعَةً وَأَرْبَعُونَ رَجُلًا، فَقَدِمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنَ الشَّامِ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقْسِمَ فَأَفْتَدَى يَمِينَهُ مِنْهُمْ بِالْفِرْهَمِ، فَأَدْخَلُوا مَكَانَهُ رَجُلًا أَخْرَى، فَدَفَعَهُ إِلَى أَخِي أَنْ مَقْتُولٍ، فَقُرِنَتْ يَدُهُ بِيَدِهِ، قَالُوا فَأَنْطَلَقَا وَالْخَمْسُونَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، حَتَّى إِذَا

كَانُوا بِنَخْلَةٍ، أَخَذْتُهُمُ السَّمَاءُ، فَدَخَلُوا فِي الْجَبَلِ فَأَنْهَجَمُ الْفَارُ عَلَى  
الْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمَاتُوا جَمِيعًا وَأَفْلَتَ الْقُرْيَانَ فَاتَّبَعَهُمَا حَجَرٌ فَكَسَرَ رِجْلَ  
أَخِي الْمَقْتُولِ، فَعَاشَ حَوْلًا ثُمَّ مَاتَ، قُلْتُ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْمُلْكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقَادَ رَجْلًا  
بِالْقَسَامَةِ ثُمَّ نَدَمَ بَعْدَ مَا صَنَعَ فَأَمَرَ بِالْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمُحْوِرُوا مِنَ الدِّيَوَانِ  
وَسَيِّرُهُمُ إِلَى الشَّامَ -

**৬৪৩২** কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) আবু কিলাবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা উমর ইবন আবদুল আয়ীফ (র) তাঁর সিংহাসন জনসাধারণকে প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বের করলেন। এরপর লোকদেরকে তাঁর নিকট আসার অনুমতি প্রদান করলেন। তারা প্রবেশ করল। তারপর বললেন, তোমরা কাসামা (কসম) সম্বন্ধে কি মত পোষণ কর? তারা বলল, আমাদের মতে কাসামার ভিত্তিতে কিসাস গ্রহণ করা বিধেয়। খলীফাগণ এর ভিত্তিতে কিসাস কার্য্যকর করেছেন। তিনি আমাকে বললেন, হে আবু কিলাবা! তুমি কি বল? তিনি আমাকে লোকদের সামনে দাঁড় করালেন। আমি বললাম, হে আমীরুল্ল মু'মিনীন! আপনার কাছে সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ ব্যক্তির্বর্গ ও আরব নেতৃবৃন্দ রয়েছেন, বলুন তো! যদি তাদের থেকে পক্ষগ্রাশ ব্যক্তি দামেশ্কের একজন বিবাহিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে যে সে যিনা করেছে, অথচ তারা তাকে দেখেনি, তাহলে আপনি তাকে রজম করবেন কি? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, বলুন তো! যদি তাদের মধ্য থেকে পক্ষগ্রাশ জন হিম্স নিবাসী এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সে চুরি করেছে। অথচ তারা তাকে দেখেনি, তাহলে কি আপনি তার হাত কাটবেন? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ তিনি কারণের কোন একটি ব্যতীত কাউকে হত্যা করেননি। (যথা) : (অন্যায়ভাবে) কাউকে হত্যা করলে তাকে হত্যা করা হবে। অথবা যে ব্যক্তি বিয়ের পর যিনা করে, অথবা যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ও ইসলাম থেকে ফিরে মুরতাদ হয়ে যায়। তখন লোকেরা বলল, আনাস ইবন মালিক (রা) কি বর্ণনা করেননি যে, রাসূলুল্লাহ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ চুরির ব্যাপারে হাত কেটেছেন, লৌহশলাকা দ্বারা চক্ষু ফুঁড়ে দিয়েছেন, তারপর তাদেরকে উত্পন্ন রৌদ্রে ফেলে রেখেছেন। তখন আমি বললাম, আমি তোমাদেরকে আনাস (রা)-এর হাদীস বর্ণনা করছি। আমাকে আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, উকল গোত্রের আটজন লোক রাসূলুল্লাহ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-এর কাছে এল। তারা তাঁর হাতে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করল। কিন্তু সে এলাকার আবহাওয়া তাদের অনুকূলে হল না এবং তাদের শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ল। তারা রাসূলুল্লাহ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-এর কাছে এর অভিযোগ করল। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কি আমার রাখালের সাথে তার উটপালের কাছে গিয়ে সেগুলোর দুধ ও পেশাব পান করবে না? তারা বলল, হ্যাঁ। তারপর তারা তথায় গিয়ে সেগুলোর দুধ ও পেশাব পান করল। ফলে তারা সুস্থ হয়ে গেল। এরপর তারা রাসূলুল্লাহ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-এর রাখালকে হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে চলল। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-এর কাছে পৌছলে তিনি তাদের পশ্চাদ্বাবনের লক্ষ্যে লোক পাঠালেন। তারা ধরা পড়ল এবং তাদেরকে নিয়ে আসা হল। তাদের সম্বন্ধে নির্দেশ প্রদান করা হল। তাদের হাত-পা কাটা হল, লৌহশলাকা দ্বারা তাদের চক্ষু ফুঁড়ে দেওয়া হল। এরপর উত্পন্ন রৌদ্রে তাদেরকে ফেলে রাখা হল। অবশ্যে তারা মারা গেল। আমি বললাম, তারা যা করেছে এর চেয়ে জরুর্য আর কি হতে পারে? তারা ইসলাম থেকে মুরতাদ হল, হত্যা করল, চুরি করল। তখন আম্বাসা ইবন সাঈদ বললেন, আল্লাহর

কসম! আজকের ন্যায় আমি আর কখনো শুনিনি। আমি বললাম, হে আম্বাসা! তাহলে তুমি আমার বর্ণিত হাদীসটি প্রত্যাখ্যান করছ কি? তিনি বললেন, না। তুমি হাদীসটি যথাযথ বর্ণনা করেছ। আল্লাহর কসম! এ লোকগুলো কল্যাণের উপর থাকবে যতদিন এ শায়খ (বুর্গ) তাদের মধ্যে বর্তমান থাকবেন। আমি বললাম, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ থেকে একটা নিয়ম রয়েছে। আনসারদের একটি দল তাঁর কাছে প্রবেশ করল। তারা তাঁর কাছে আলোচনা করছিল। ইতিমধ্যে তাদের সামনে তাদের এক লোক বেরিয়ে গেল এবং নিহত হল। অতঃপর তারা বের হল। তখন তারা তাদের সঙ্গীকে দেখতে পেল যে, রক্তের মধ্যে নড়াচড়া করছে। তারা রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰহُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ-এর কাছে ফিরে এল এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের সঙ্গী যে আমাদের সাথে আলোচনা করছিল এবং সে আমাদের সামনেই বের হয়ে গিয়েছিল। আমরা এখন তাকে রক্তের মাঝে নড়াচড়া করতে দেখতে পাচ্ছি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰহُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ বেরিয়ে গেলেন এবং বললেনঃ তাকে হত্যা করার ব্যাপারে কাদের সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা? তারা বলল, আমরা মনে করি, ইহুদীরা তাকে হত্যা করেছে। তিনি ইহুদীদেরকে ডেকে পাঠালেন। এরপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা ওকে হত্যা করেছে? তারা বলল, না। তিনি আনসারদের বললেন, তোমরা কি এতে সম্মত আছ যে, ইহুদীদের পঞ্চাশ জন লোক কসম করে বলবে যে, তারা তাকে হত্যা করেনি। আনসাররা বলল, তারা এতে কোন পরওয়া করবে না, তারা আমাদের সকলকে হত্যা করে ফেলার পরও কসম করে নিতে পৌরবে। তিনি বললেনঃ তাহলে তোমরা কি এজন্য প্রস্তুত আছ যে, তোমাদের থেকে পঞ্চাশজনের কসমের মাধ্যমে তোমরা দীয়াতের অধিকারী হবে? তারা বলল, আমরা কসম করব না। তখন তিনি নিজের পক্ষ থেকে দীয়াত প্রদান করে দেন। (রাবী আবু কালাবা বলেন) আমি বললাম, হ্যায়ল গোত্র জাহিলী যুগে তাদের গোত্রের লোকেরা এক ব্যক্তিকে সকল প্রকার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ থেকে বিছিন্ন করে দিয়েছিল। এক রাতে সে ব্যক্তি বাহু নামক স্থানে ইয়ামনের এক পরিবারের উপর আকস্মিক হামলা চালায়। কিন্তু সে পরিবারের এক ব্যক্তি তা টের পেয়ে যায়। এবং তার প্রতি তরবারী নিষ্কেপ করে তাকে হত্যা করে ফেলে। অতঃপর হ্যায়ল গোত্রের লোকেরা এসে ইয়ামনী ব্যক্তিটিকে ধরে ফেলে এবং (হজ্জের) মৌসুমে উমর (রা)-এর কাছে তাকে নিয়ে পেশ করে। আর বলে সে আমাদের এক সাথীকে হত্যা করেছে। ইয়ামনী লোকটি বলল, তারা কিন্তু ওকে সকল প্রকার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ থেকে বিছিন্ন করে দিয়েছে। তখন তিনি বললেন, হ্যায়ল গোত্রের পঞ্চাশ ব্যক্তি এ মর্মে কসম করবে যে তারা ওকে সকল দায়-দায়িত্ব গ্রহণ থেকে বিছিন্ন করেনি। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের মধ্য থেকে উনপঞ্চাশ ব্যক্তি কসম করে নিল, অতঃপর তাদের একজন সিরিয়া থেকে এলো, তারা তাকে কসম করতে বলল। কিন্তু সে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে কসম থেকে তাদের সাথে আপোস করে নিল। তখন তারা তার স্তুলে অপর একজনকে যোগ করে নিল। তারা তাকে নিহত ব্যক্তির ভাইয়ের কাছে পেশ করল। তারা উভয়ই করমদ্বন্দ্ব করল। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা এবং ঐ পঞ্চাশ ব্যক্তি, যারা কসম করেছে, চললাম। যখন তারা নাখ্লা নামক স্থানে পৌছল, তাদের উপর বৃষ্টি নেমে এল। তখন তারা পাহাড়ের এক গুহায় প্রবেশ করল। কিন্তু গুহা ঐ পঞ্চাশজন কসমকারীর উপর ভেঙ্গে পড়ল? এতে তারা সকলেই মারা গেল। তবে করমদ্বন্দ্বকারী দু'জন বেঁচে গেল। কিন্তু একটি পাথর তাদের উভয়ের প্রতি নিষ্কিপ্ত হল এবং নিহত ব্যক্তির ভাইয়ের পা ভেঙ্গে ফেলল। আর সে এক বছর জীবিত থাকার পর মারা গেল। (রাবী বলেন) আমি বললাম, আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান (এক সময়) কাসামার ভিত্তিতে এক ব্যক্তির কিসাস গ্রহণ করেন। এরপর আপন কৃতকর্মের উপর তিনি লজ্জিত হন এবং ঐ পঞ্চাশ ব্যক্তি সম্বন্ধে নির্দেশ দিলেন যারা কসম করেছিল, তাদেরকে রেজিস্ট্রার থেকে খারিজ করে দিয়ে সিরিয়ায় নির্বাসন দিলেন।

## ٢٨٨٨ بَابُ مِنْ اطْلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ فَفَقَوْا عَيْنَهُ فَلَادِيَةُ لَهُ

২৮৮৮. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিদের ঘরে উঁকি মারল। আর তারা ওর চক্ষু ফুঁড়ে দিল, এতে ঐ ব্যক্তির জন্য দিয়াত নেই

٦٤٣٣ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَنَسِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا أَطْلَعَ فِي حَجْرٍ فِي بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ إِلَيْهِ يَمْشِقُهُ أَوْ مَشَاقِصَ وَجَعَلَ يَخْتِلُهُ لِيَطْعَنَهُ -

**৬৪৩৩** আবু নুমান (রা) ..... আনাস (র) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কোন একটি হুজরার ছিদ্র দিয়ে উঁকি মারল। তখন তিনি তার প্রতি লক্ষ্য করে একটি তীক্ষ্ণ প্রশস্ত ছুরি নিয়ে দাঁড়ালেন এবং তার অগোচরে তাকে খোঁচা দেয়ার সুযোগ তালাশ করতে লাগলেন।

٦٤٣٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا أَطْلَعَ فِي جَحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَدْرَى يَحْكُمُ بِهِ رَأْسَهُ ، فَلَمَّا رَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْتَظِرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا جَعَلَ الْأَذْنُ مِنْ قِبَلِ الْبَصَرِ -

**৬৪৩৪** কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... সাহল ইবন সাদ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন গৃহের দরজার এক ছিদ্র দিয়ে উঁকি মারল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট চিরক্ষণি সদৃশ একখণ্ড লোহা ছিল। এ দ্বারা তিনি স্বীয় মাথা চুল্কাছিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দেখলেন তখন বললেন : যদি আমি নিশ্চিত হতাম যে, তুমি আমার দিকে তাকাচ্ছ তাহলে এ দ্বারা আমি তোমার চোখে আঘাত করতাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : চোখের দরজন-ই অনুমতির বিধান রাখা হয়েছে।

٦٤٣٥ حَدَّثَنَا عَلَىُ أَبْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو الْفَاسِمِ ﷺ لَوْ أَنَّ أَمْرًا أَطْلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ اِذْنِ فَخَذَفْتُهُ بِحَصَّةِ فَفَقَاتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ -

**৬৪৩৫** আলী ইবন আবদুল্লাহ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন : যদি কোন ব্যক্তি অনুমতি ব্যতিরেকে তোমার দিকে উঁকি মারে আর তখন তুমি তার প্রতি কংকর নিষ্কেপ করে তার চক্ষু উপড়ে ফেল, এতে তোমার কোন অপরাধ হবে না।

## ٢٨٨٩ بَابُ الْعَاقِلَةِ

২৮৮৯. অনুচ্ছেদ : আকিলা (রক্তপণ) প্রসঙ্গে

٦٤٣٦ حَدَّثَنَا صَدِيقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا هَلْ عَنْكُمْ شَيْءًا مَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ وَقَالَ مَرَّةً مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّ وَبَرَّا النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ إِلَّا فَهُمَا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعُقْلُ وَفَكَاكُ الْأَسِيرُ وَإِلَّا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ -

৬৪৩৬ সাদাকা ইবন ফাযল (র) ..... আবু জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, যা কুরআনে নেই এমন কিছু আপনাদের নিকট আছে কি? একবার তিনি বলেছেন, যা মানুষের নিকট নেই..... তখন তিনি বললেন, এ সত্ত্বার কসম! যিনি খাদ্যশস্য অঙ্গুরিত করেন এবং প্রাণ সৃষ্টি করেন! কুরআনে যা কিছু রয়েছে তা ব্যতীত আমাদের নিকট অন্য কিছু নেই। তবে এমন জ্ঞান যা আল্লাহর কিতাব বুবাবার জন্য কোন ব্যক্তিকে দেয়া হয় এবং এ কাগজের টুকরায় যা রয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কাগজের টুকরায় কি রয়েছে? তিনি বললেন, রক্তপণ ও মুক্তিপণের বিধান। আর (এ নীতি) কোন কাফেরের বদলে কোন মুসলমানকে হত্যা করা হবে না।

## ٦٤٣٧ بَابُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ

২৮৯০. অনুচ্ছেদ : মহিলার জ্ঞণ

٦٤٣৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ حَوْدَثَنَا اسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَاتَيْنِ مِنْ هُذِيلَ رَمَتْ أَحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا بِغْرَةً عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ -

৬৪৩৭ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হ্যায়ল গোত্রের দু'জন মহিলার একজন অপরজনকে পাথর নিক্ষেপ করে গর্ভপাত ঘটিয়ে দিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এ মহিলার ব্যাপারে একটি গোলাম অথবা বাঁদী প্রদানের ফায়সালা দিলেন।

٦٤٣৮ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهِيَبٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمُفِيرَةِ بْنِ شَعْبَةَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَسْتَشَارَهُمْ فِي امْلَاصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُفِيرَةُ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْغُرْرَةِ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ فَشَهَدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهَدَ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِهِ -

৬৪৩৮ মুসা ইবন ইস্মাঈল (র)..... উয়ার (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মহিলাদের গর্ভপাত সম্পর্কে সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করেন। তখন মুগীরা (রা) বললেন, নবী ﷺ-কে এরপ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে একটি গোলাম অথবা বাঁদী প্রদানের ফায়সালা করেছেন। এ সময় মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা) সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি নবী ﷺ-কে এ ফায়সালা করতে দেখেছেন।

٦٤٣٩ حَدَّثَنَا عَبْيُدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ مِنْ سَمْعِ النَّبِيِّ ﷺ قَضَى فِي السَّقْطِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ أَنَا سَمِعْتُهُ قَضَى فِيهِ بِغْرَةٍ عَبْدٌ أَوْ أَمَةً قَالَ أَئْتِ مَنْ يَشْهُدُ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَا أَشْهُدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يُمِثِّلُ هَذَا -

৬৪৩৯ উবায়দুল্লাহ্ ইবন মুসা (র) ..... হিশামের পিতা উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) লোকদেরকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, নবী ﷺ -কে জ্ঞান হত্যার ব্যাপারে ফায়সালা দিতে কে শুনেছে? তখন মুগীরা (রা) বললেন, আমি তাঁকে অনুরূপ ব্যাপারে একটি গোলাম অথবা বাঁদী প্রদানের ফায়সালা প্রদান করতে শুনেছি। তিনি বললেন, এ বিষয়ে তোমার সাক্ষী নিয়ে এসো। এ সময় মুহাম্মদ ইবন মাস্লামা (রা) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নবী ﷺ অনুরূপ ফায়সালা প্রদান করেছেন।

٦٤٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَرْوَةُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شَعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي اِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ مِثْلِهِ -

৬৪৪০ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ (র) উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি সাহাবীগণের সাথে গর্ভপাত ঘটানোর ব্যাপারে অনুরূপ পরামর্শ করেছেন।

২৮৯১ بَابُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْوَالِدِ وَعَصَبَةُ الْوَالِدِ لَا عَلَى الْوَالَدِ ২৮৯১. অনুচ্ছেদ : মহিলার জ্ঞ এবং দিয়াত পিতা ও পিতার নিকটাঞ্চীয়দের ওপর বর্তায়, সন্তানের উপর নয়

٦٤٤١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِينِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحَيَانَ بِغْرَةٍ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، ثُمَّ أَنَّ الْمَرْأَةَ التِّيْ قَضَى عَلَيْهَا بِالْغَرْرِ تُوَفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا -

৬৪৪১ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনি লিহ্যানের জনৈকা মহিলার জ্ঞ হত্যার ব্যাপারে একটি গোলাম অথবা বাঁদী প্রদানের ফায়সালা করেন। তারপর দঙ্গপ্রাণ মহিলার মৃত্যু হল, যার সম্পর্কে নবী ﷺ এই ফায়সালা করেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুনঃ ফায়সালা প্রদান করলেন যে, তার ত্যাজ্য সম্পত্তি তার ছেলে সন্তান ও স্বামী পাবে। আর দিয়াত আদায় করবে তার আসাবা।

٦٤٤٢

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيْبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ اقْتَلْتُ اِمْرَأَتَنِي مِنْ هُذِيلٍ فَرَمَتْ أَحْدَاهُمَا إِلَيْهِ بِحَجَرٍ قَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَضَى أَنَّ دِيَّةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ لَيْدَةٌ وَقَضَى دِيَّةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا -

**৬৪৪২** আহমাদ ইবন সালিহ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হ্যায়ল গোত্রের দু'জন মহিলা ঝগড়াকালে একে অপরের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে এবং একজন অপর জনের গর্ভস্থিত সন্তানকে হত্যা করে ফেলল। এরপর তারা নবী ﷺ-এর কাছে বিচার নিয়ে এল। তিনি ফায়সালা দিলেন যে, জনের দিয়াত হলো একটি গোলাম অথবা বাঁদী আর এ ফায়সালাও দিলেন যে, নিহত মহিলার দিয়াত হত্যাকারণীর আসাবার উপর আসবে।

٢٨٩٢

بَابُ مَنِ اسْتَعَارَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا ، وَيُذْكَرُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ بَعَثَتْ إِلَى مُعْلِمِ الْكُتُبِ  
بِعَثَتْ إِلَى غِلْمَانًا يَنْفَشُونَ صُوفًا وَلَا تَبْعَثَ إِلَى حَرَّا

২৮৯২. অনুচ্ছেদ ৪ যে কেউ গোলাম অথবা বালক থেকে সাহায্য চায়। বর্ণিত আছে যে, উষ্ট্রে সালামা (রা) একটি পাঠশালার শিক্ষকের কাছে বার্তা পাঠালেন যে, আমার কাছে কয়েকজন বালক পাঠিয়ে দিন, যারা পশ্চের জট ছাড়াবে। তবে কোন আয়াদ (বালক) পাঠাবেন না

٦٤٤٣

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ ابْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ  
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ أَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي فَانْطَلَقَ بِي  
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَنْسًا غَلَامًا كَيْسَ فَلَيَخْدُمْكَ ، قَالَ  
فَخَدَمْتُهُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ، فَوَاللَّهِ مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا  
، وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا -

**৬৪৪৩** আম্র ইবন মুরারা (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় আগমন করলেন, তখন আবু তালুহা (রা) আমার হাতে ধরে আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আনাস একজন ছঁশিয়ার ছেলে। সে যেন আপনার খেদমত করে। আনাস (রা) বলেন, আমি মুকীম এবং সফরকালে তাঁর খেদমত করেছি। আল্লাহর কসম! যে কাজ আমি করে নিয়েছি এর জন্য তিনি আমাকে কোন দিন এ কথা বলেননি, এটা একপ কেন করেছ? আর যে কাজ আমি করিনি এর জন্যও এ কথা বলেননি, এটা একপ কেন করনি?

## ٢٨٩٣ بَابُ الْمَعْدِنْ جُبَارُ وَالْبِئْرُ جُبَارُ

২৮৯৩. অনুচ্ছেদ ৪ : খনি দণ্ডমুক্ত এবং কৃপ দণ্ডমুক্ত

٦٤٤٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارُ وَالْبِئْرُ وَالْمَعْدِنْ جُبَارُ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ -

৬৪৪৪ آবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন পশু কাউকে আহত করলে, কৃপে বা খনিতে পতিত হয়ে কেউ নিহত বা আহত হলে তাতে কোন দণ্ড বা রক্তপণ নেই। আর কেউ গুণ্ধন প্রাপ্ত হলে তার প্রতি এক-পঞ্চমাংশ দেয়া ওয়াজিব।

٢٨٩٤ بَابُ الْعَجْمَاءُ جُبَارُ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ كَانُوا لَا يُضْمِنُونَ مِنَ النُّفْحَةِ، وَيُضْمِنُونَ مِنْ رَدِ الْعِنَانِ، وَقَالَ حَمَادٌ لَا يُضْمِنُ مِنَ النُّفْحَةِ إِلَّا أَنْ يَنْخُسَ إِنْسَانٌ الدَّابَّةُ، وَقَالَ شُرَيْحٌ لَا يُضْمِنُ مَا عَاقَبَتْ أَنْ يَضْرِبَهَا فَتَضْرِبُهَا بِرِجْلِهَا وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَادٌ إِذَا سَاقَ الْمُكَارِي حِمَارًا عَلَيْهِ امْرَأَةٌ فَتَخْرُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتَعْبَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ وَإِنْ كَانَ خَلْفَهَا مُتَرَسِّلًا لَمْ يَضْمِنَ -

২৮৯৪. অনুচ্ছেদ ৫ : পশু আহত করলে তাতে কোন ক্ষতিপূরণ নেই। ইবনে সীরীন (র) বলেন, তাদের সময়ে পশুর লাঘির আঘাতের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ফায়সালা দিতেন না। এবং লাগাম টানার দরক্ষ কোন ক্ষতি সাধিত হলে ক্ষতিপূরণের ফায়সালা দিতেন। হাস্মাদ (র) বলেন, লাঘির আঘাতের দরক্ষ দায়ী করা যাবে না। তবে যদি কোন ব্যক্তি পশুটিকে খেঁচা মারে। ওরায়হ (র) বলেন, প্রতিশোধমূলক আঘাতের দরক্ষ পশুকে দায়ী করা যাবে না। যেমন কেউ কোন পশুকে আঘাত করল, তখন পশুটিও তাকে পা দিয়ে আঘাত করল। হাকাম (র) ও হাস্মাদ (র) বলেন, যদি ভাড়াটিয়া ব্যক্তি গাধাকে হাঁকিয়ে নেয়, যে গাধার উপর কোন মহিলা বসা থাকে আর মহিলাটি গাধা থেকে পড়ে যায়, তাহলে তার উপর কিছু বর্তিবে না। শা'বী (র) বলেন, যদি কেউ কোন পশু চালায় এবং তাকে ক্লান্ত করে ফেলে, তাহলে তার উপর ক্ষতিপূরণ বর্তিবে। আর যদি ধীরে ধীরে চালায় তাহলে বর্তিবে না।

٦٤٤٥ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ التَّبَّيِّنِ قَالَ الْعَجْمَاءُ عَقْلُهَا جُبَارُ، وَالْبِئْرُ جُبَارُ، وَالْمَعْدِنْ جُبَارُ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ -

৬৪৪৫ মুসলিম (র) .....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পশু আহত করলে, খনি বা কৃপে পতিত হয়ে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাতে কোন ক্ষতিপূরণ নেই। গুণ্ধনের এক-পঞ্চমাংশ দেওয়া ওয়াজিব।

## ২৮৯৫ بَابُ إِلَمْ مَنْ قَتَلَ نِمَيَا بِغَيْرِ جُرْمٍ-

২৮৯৫. অনুচ্ছেদ ৪ : যে ব্যক্তি যিন্হীকে বিনা দোষে হত্যা করে তার পাপ

**৬৪৪৬** حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُّعَاهَدَةً لَمْ يَرَحْ رَأْيَهُ الْجَنَّةَ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا۔

**৬৪৪৭** কায়স ইবন হাফ্স (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নিরাপত্তার প্রতিশ্রূতি প্রদত্ত কাউকে হত্যা করে, সে ব্যক্তি জান্মাতের সুগন্ধ পর্যন্ত শুক্তে পারবে না। অথচ তার সুগন্ধ চালিশ বছরের দূরত্ব থেকে অনুভূত হবে।

## ২৮৯৬ بَابُ لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ

২৮৯৬. অনুচ্ছেদ ৪ : কাফেরের বদলে মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না

**৬৪৪৭** حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَلَيْهِ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِّمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الْأَسْيَرِ وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ۔

**৬৪৪৮** সাদাকা ইবনুল ফয়ল (র) ..... আবু জুহায়ফা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের কাছে এমন কিছু আছে কি যা কুরআনে নেই? তিনি বললেন, দিয়াতের বিধান, বন্দী-মুক্তির বিধান এবং (এ বিধান যে) কাফেরের বদলে কোন মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না।

## ২৮৯৭ بَابُ إِذَا لَطَمَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيًّا عِنْدَ الْفَضَبِ رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২৮৯৭. অনুচ্ছেদ ৪ : যখন কোন মুসলমান কোন ইহুদীকে ক্রোধের সময় থাপ্পড় লাগাল। এ প্রসঙ্গে আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন

**৬৪৪৮** حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُخْرِرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ -

**৬৪৪৯** আবু নু'আয়ম (র).....আবু সাওদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ৪ : তোমরা নবীদের একজনকে অপর জনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করো না।

**৬৪৫০** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَدْ لَطَمَ وَجْهَهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَصْحَابِكَ مِنَ الْأَنْصَارِ لَطَمَ فِي وَجْهِي قَالَ أُدْعُوكَ

فَدَعَوْهُ قَالَ لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مَرَرْتُ بِالْيَهُودِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ  
وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ قَالَ فَقُلْتُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ فَأَخَذْتُنِي غَضْبَةٍ  
فَلَطَمْتُهُ قَالَ لَا تُخَيِّرُونِي مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْنَعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ  
أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى أَخِذُ بِقَائِمَةِ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِ أَمْ  
جُزِيَ بِصَنْعَةِ الطُّورِ -

**୬୪୪୯** ମୁହାମ୍ମଦ ଇବନ ଇউସୁଫ (ର) ..... ଆବୁ ସାଈଦ ଖୁଡ଼ରୀ (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ତିନି ବଲେନ, ଜନେକ ଇହୁଦୀ, ଯାର ମୁଖମଞ୍ଚଲେ ଚପେଟାଘାତ କରା ହେଯାଇଲି, ନବୀ ﷺ-ଏର କାହେ ଏସେ ବଲଲ, ହେ ମୁହାମ୍ମଦ! ଆପନାର ଜନେକ  
ଆନ୍ସାରୀ ସାହାବୀ ଆମାର ମୁଖମଞ୍ଚଲେ ଚପେଟାଘାତ କରେଛେ । ତିନି ବଲଲେନ, ତୋମରା ତାକେ ଡେକେ ଆନ । ତାରା  
ତାକେ ଡେକେ ଆନଲ । ତିନି ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେନ, ତୁ ମି ତାକେ କେନ ଚଢ଼ ମାରଲେ? ସେ ବଲଲ, ହେ ଆଲ୍ଲାହର ରାସୂଲ!  
ଆମି ଏକ ଇହୁଦୀର କାହୁ ଦିଯେ ଯାଚିଲାମ, ତଥନ ଆମି ତାକେ ବଲତେ ଶୁନଲାମ ଯେ, ଏ ସନ୍ତାର କମମ! ଯିନି ମୂସାକେ  
ମାନବମଣ୍ଡଳୀର ଉପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦାନ କରେଛେ । ତଥନ ଆମି ବଲଲାମ, ମୁହାମ୍ମଦ ﷺ-ଏର ଉପରେ କି? ଅତଃପର  
ଆମାର ଭୀଷଣ ରାଗ ଏସେ ଗେଲ । ଫଳେ ଆମି ତାକେ ଚଢ଼ ମେରେ ଫେଲି । ତିନି ବଲଲେନ : ତୋମରା ଆମାକେ ନବୀଦେର  
ମାଝେ କାରୋ ଉପର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିଓ ନା । କେନନା ସକଳ ମାନୁଷଙ୍କ କିଯାମତେର ଦିନ ବେହଁଶ ହେଁ ପଡ଼ିବେ । ତଥନ ଆମିଇ  
ହବ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ହୁଁଶ ଫିରେ ପାବେ । କିନ୍ତୁ ଆମି ତଥନ ମୂସା (ଆ)-କେ ଏମନ ଅବଶ୍ୟ ପାବ ଯେ, ତିନି ଆରଶେର  
ଖୁଟିସମ୍ମହ ଥେକେ ଏକଟି ଖୁଟି ଧରେ ଆହେନ । ଆମି ବୁଝାତେ ପାରବ ନା ଯେ, ତିନି ଆମାର ଆଗେ ହୁଁଶ ଫିରେ ପେଲେନ,  
ନା ତୂ ପର୍ବତେ ବେହଁଶ ହେଁଯାର ବିନିମ୍ୟ ଦେଯା ହେଁଯେ ଯେ (ଏଥନ ବେହଁଶଇ ହନନି) ?



كِتَابُ اسْتِتَابَةِ الْمُعَانِدِينَ  
وَالْمُرْتَدِينَ وَقِتَالِهِمْ

আল্লাহন্দোহী ও ধর্মত্যাগীদেরকে  
তাওবার প্রতি আহ্বান ও তাদের  
সাথে যুদ্ধ অধ্যায়



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# كتاب استتابة المعاندين والمرتدین وقتاهم আল্লাহদ্বারী ও ধর্মত্যাগীদেরকে তাওবার প্রতি আহ্বান ও তাদের সাথে যুদ্ধ অধ্যায়

٢٨٩٨ إِنَّمَا مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ وَعَقُوبَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ

الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لِيَحْبِطَنَ عَمَلَكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

২৮৯৮. যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করে তার শুনাহ এবং দুনিয়া ও আধিরাতে তার শাস্তি। আল্লাহ তা'আলা বলেন : নিচয়ই শিরক চরম জুল্ম (৩১ : ১৩) তুমি আল্লাহর শরীক হিসেবে তোমার কর্ম তো নিষ্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত (৩৯ : ৬৫)

٦٤٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ ابْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، شَقَّ  
ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
ﷺ أَئِنَّهُ لَيْسَ بِذَلِكَ أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ : إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

৬৪৫০ **কৃতায়ৰা ইবন সাঙ্গদ (র)** ..... আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নায়িল হলো : যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুল্ম দ্বারা কল্পিত করেনি ..... (৬ : ৮২), তখন তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবাদের কাছে গুরুতর মনে হলো। তারা বললেন, আমাদের মাঝে এমন কে আছে যে তার ঈমানকে জুল্ম দ্বারা কল্পিত করে না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তা অবশ্যই এমনটা নয়, তোমরা কি লুকানের কথার প্রতি লক্ষ্য করনিঃ শিরকই চরম জুল্ম (সীমালংঘন)। (৩১ : ১৩)

٦٤٥١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ حَوْدَثَنَا  
قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ ابْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ قَالَ  
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ :  
الاشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ ثَلَاثًا أَوْ قَوْلُ  
الزُّورِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ

**৬৪৫১** মুসাদ্দাদ ..... আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : সবচেয়ে কঠিন কবীরা গুনাহ হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। মিথ্যা সাক্ষ্য কথাটি তিনবার বললেন। অথবা বলেছেন, মিথ্যা বক্তব্য। কথাটি বারবার বলতে থাকলেন, এমন কি আমরা আকাঙ্ক্ষা করতে লাগলাম, হায় যদি তিনি নিরব হয়ে যেতেন।

**৬৪৫২** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ أَلَا شُرُكَكُ بِاللَّهِ، قَالَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ ثُمَّ عَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ ثُمَّ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ قُلْتُ وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَالَ الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ اِمْرِيِّ مُسْلِمٌ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ۔

**৬৪৫২** মুহাম্মদ ইবন হুসায়ন ইবন ইবরাহীম (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক বেদুইন নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! কবীরা গুনাহসমূহ কি? তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শরীক করা। সে বলল, তারপর কোন্টি? তিনি বললেন : তারপর পিতা-মাতার অবাধ্যতা। সে বলল, তারপর কোন্টি? তিনি বললেন : তারপর মিথ্যা কসম করা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, মিথ্যা কসম কি? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি (কসম দ্বারা) মুসলমানের ধন সম্পদ হরণ করে নেয়। অথচ সে এ কসমের ব্যাপারে মিথ্যাবাদী।

**৬৪৫৩** حَدَّثَنَا خَلَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَأَعْمَشَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللَّهِ أَتُوا خَذْ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخِذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أَخِذْ بِالْأُولَى وَالْآخِرِ۔

**৬৪৫৩** খাল্লাদ ইবন ইয়াহুয়া (র)..... ইবন মাস্তুদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি জাহিলী যুগের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও হবো? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি ইসলামী যুগে সৎ কাজ করবে সে জাহিলী যুগের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর অসৎ কাজ করবে, সে প্রথম ও পরবর্তী (ইসলাম গ্রহণের আগের ও পরের উভয় সময়ের কৃতকর্মের জন্য) পাকড়াও হবে।

**২৪৭** بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدَ وَالْمُرْتَدَةِ، وَقَالَ أَبْنُ عُمَرَ وَالزُّهْرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ ثُقَّلُ الْمُرْتَدَةُ وَإِسْتِبَاتِهِمْ، وَقَالَ اللَّهُ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ إِلَى قَوْلِهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، وَقَوْلِهِ إِنْ تُطِيعُونَا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ يَرْدُوُنَّكُمْ بَعْدَ

إِيمَانُكُمْ كَافِرِينَ ، وَقَالَ إِنَّ الَّذِينَ أَمْنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنْ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهِمْ سَبِيلًا وَقَالَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنِ دِينِهِ فَسَوْفَ يَاتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَقَالَ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدِرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحْبَبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ لَا جَرَمَ يَقُولُ حَقًا أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ إِنْ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِهَا فَتَنَوْا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنْ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنِ دِينِكُمْ إِنْ أَسْتَطَاعُوكُمْ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنِ دِينِهِ فَيَمْتَنُهُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِنِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِنِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ -

২৪৯৯. অনুচ্ছেদ ৪ : ধর্মত্যাগী পুরুষ ও নারীর হৃকুম। ইব্ন উমর (রা) যুহরী ও ইব্রাহীম (র) বলেন, ধর্মত্যাগী নারীকে হত্যা করা হবে এবং তার থেকে তওবা আহ্বান করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : ঈমান আনার পর যে সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কিন্নপে সৎ পথের নির্দেশ দেবেন..... এরাই তারা যারা পথভ্রষ্ট পর্যন্ত। (৩ : ৮৬-৯০)

আল্লাহর বাণী : তোমরা যদি তাদের দল বিশেষের আনুগত্য কর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তবে তারা তোমাদেরকে ঈমানের পর আবার সত্য প্রত্যাখ্যানকারীতে পরিণত করবে (৩ : ১০০) আল্লাহ বলেন, যারা ঈমান আনে, পরে কুফরী করে এবং আবার ঈমান আনে আবার কুফরী করে, এরপর তাদের কুফরী প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায় আল্লাহ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে কোন পথও দেখাবেন না (৪ : ১৩৭)। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ দীন হতে ফিরে গেলে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন ও যারা তাঁকে ভালোবাসবে (৫ : ৫৪)। আল্লাহ বলেন : যারা সত্য প্রত্যাখ্যানের জন্য দুন্য উন্মুক্ত রাখে তাদের উপর আপত্তি হয় আল্লাহর গ্যব এবং তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি। তা এজন্য যে, তারা ইহজীবনকে পরজীবনের উপর প্রাধান্য দেয়। (১৬ : ১০৬, ১০৭)। অবশ্যই তারা আবিরাতে -অর্থ হ্যাত নিচয়ই যারা নির্যাতিত হবার পর দেশ ত্যাগ করে পরে জিহাদ করে এবং ধৈর্য ধারণ করে। তোমার প্রতিপালক এসবের পর তাদের প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (১৬ : ১১০)। আল্লাহ বলেন : তারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, যে পর্যন্ত তোমাদেরকে তোমাদের দীন হতে ফিরিয়ে না দেয়, যদি তারা সক্ষম হয়। তোমাদের মধ্যে যে কেউ স্বীয় দীন হতে ফিরে যায় ও কাফেররূপে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ইহকাল ও পরকালে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। এরাই অগ্নিবাসী, সেথায় তারা স্থায়ী হবে (২ : ২১৭)

٦٤٥٤ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانْ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ أُتِيَ عَلَىٰ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقُوهُمْ فَبَلَغَ ذُلِكَ أَبْنَ عَبَاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ

أَحْرِقُهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا تَعْذِبُوا بِعِذَابِ اللَّهِ وَلَقَاتُهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ  
مَنْ بَدَلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ -

**৬৪৫৪** আবু নুমান মুহাম্মদ ইবন ফায়ল (র) ..... ইকরামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা)-এর নিকট একদল যিন্দীককে (নাস্তিক ও ধর্মদ্রোহী) আনা হল। তিনি তাদেরকে আগুন দিয়ে জুলিয়ে দিলেন। এ ঘটনা ইবন আবুস রামান (রা)-এর কাছে পৌছলে তিনি বললেন, আমি হলে কিন্তু তাদেরকে পুড়িয়ে ফেলতাম না। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর শাস্তি দ্বারা শাস্তি দিও না। বরং আমি তাদেরকে হত্যা করতাম। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ রয়েছে, যে কেউ তার দীন বদলে ফেলে তাকে তোমরা হত্যা কর।

**৬৪৫৫** حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ قُرَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ ابْنُ هَلَالٍ  
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَعِي رَجُلٌ مِّنَ  
الْأَشْعَرِيِّينَ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالْأَخْرُ عَنْ يَسَارِي وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَأْكُ  
فَكَلَاهُمَا سَأَلَ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَىٰ أَوْ قَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ وَالَّذِي بَعْثَكَ  
بِالْحَقِّ مَا اطْلَعْنَا عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ، فَكَانَ  
إِنْظُرْ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ فَلَصِتْ فَقَالَ لَنْ أَوْ لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ  
وَلَكِنْ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَىٰ أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ إِلَى الْيَمَنِ، ثُمَّ اتَّبِعْهُ مُعَاذَ  
بْنُ جَبَلٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ الْقَى لَهُ وِسَادَةً قَالَ أَنْزِلْ وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوْتَقُ قَالَ مَا هَذَا  
؟ قَالَ كَانَ يَهُودِيًّا فَاسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، قَالَ أَجْلِسْ، قَالَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءَ اللَّهِ  
وَرَسُولِهِ ثَلَاثَ مَرَاتٍ، فَأَمَرَبِهِ فَقُتُلَ، ثُمَّ تَذَاكَرَ قِيَامَ اللَّيْلِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَمَا أَنَا  
فَأَقُومُ وَأَنَامُ، وَأَرْجُو فِي نَوْمِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمِي -

**৬৪৫৫** মুসাদাদ (র)..... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে এলাম। আমার সাথে আশারী গোত্রের দু'ব্যক্তি ছিল। একজন আমার ডানদিকে, অপরজন আমার বামদিকে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন মিস্ত্রীক করছিলেন। উভয়েই তাঁর কাছে আবদার জানাল। তখন তিনি বললেন : হে আবু মুসা! অথবা বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবন কায়স! রাবী বলেন, আমি বললাম : ঐ সত্তর কসম! যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন, তারা তাদের অন্তরে কি আছে তা আমাকে জানায়নি এবং তারা যে চাকরি প্রার্থনা করবে তা আমি বুঝতে পারিনি। আমি যেন তখন তাঁর ঢঁটের নিচে মিস্ত্রীকের প্রতি লক্ষ্য করছিলাম যে তা এক কোণে সরে গেছে। তখন তিনি বললেন, আমরা আমাদের কাজে এমন কাউকে নিয়োগ

দিব না বা দেই না যে নিজেই তা চায়। বরং হে আবু মুসা! অথবা বললেন, হে আবদুল্লাহ ইব্ন কায়স! তুমি ইয়ামনে যাও। এরপর তিনি তার পেছনে মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-কে পাঠালেন। যখন তিনি তথায় পৌছলেন, তখন আবু মুসা (রা) তার জন্য একটি গদি বিছালেন। আর বললেন, নেমে আসুন। ঘটনাক্রমে তার কাছে একজন লোক শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ লোকটি কে? আবু মুসা (রা) বললেন, সে প্রথমে ইহুদী ছিল এবং মুসলমান হয়েছিল। কিন্তু পুনরায় সে ইহুদী হয়ে গিয়েছে। আবু মুসা (রা) বললেন, বসুন। মু'আয (রা) বললেন, না, বসব না, যতক্ষণ না তাকে হত্যা করা হবে। এটাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালা। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। এরপর তার সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হল এবং তাকে হত্যা করা হল। তারপর তাঁরা উভয়ই কিয়ামুল লায়ল (রাত জাগরণ) সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তখন একজন বললেন, আমি কিন্তু ইবাদতও করি, নির্দ্রাও যাই। আর নির্দ্রাবস্থায় এ আশা রাখি যা ইবাদত অবস্থায় রাখি।

## ٢٩٠٠ بَابُ قَتْلٍ مِنْ أَبْيَ قَبْوُلَ الْفَرَائِضِ وَمَا نُسِبُوا إِلَى الرِّدَاءِ

২৯০০. অনুচ্ছেদ : যারা ফরযসমূহ গ্রহণ করতে অঙ্গীকার করে এবং যাদেরকে ধর্মত্যাগের অপরাধে অপরাধী করা হয়েছে তাদেরকে হত্যা করা

[ ٦٤٥٦ ] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْيَدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوفِيَ النَّبِيُّ ﷺ وَاسْتُخْلَفَ أُبُو بَكْرٍ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرٌ يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمْرَتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَا لَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهُ لَا يُقَاتِلُنَّ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاهِ، فَإِنَّ الزَّكَاهَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهُ لَوْمَ مَنْعَوْنِي عَنَافًا كَانُوا يُؤْدِونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِقَاتَلُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ : فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ۔

[ ٦৪৫৬ ] ইয়াহুয়া ইব্ন বুকায়র (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ-এর ওফাত হল এবং আবু বকর (রা) খলীফা নিযুক্ত হলেন আর আরবের যারা কাফির হল, তখন উমর (রা) বললেন, হে আবু বকর! আপনি কিভাবে লোকদের সাথে যুদ্ধ করবেন? অথচ নবী ﷺ বলেছেন : আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা 'লা ইলাহা ইল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই) বলবে। আর যে কেউ লা ইলাহা ইল্লাহ বলে যথার্থ কারণ না থাকলে সে তার জান-মাল আমার হাত থেকে রক্ষা করে নেয়। আর তার হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে। আবু বকর (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে প্রত্যেকে তাদের সাথে অবশ্যই আমি যুদ্ধ করব। কেননা,

যাকাত হল মালের হক। আল্লাহর কসম! যদি তারা একটি বক্রির বাচ্চাও না দেয় তা তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে দিত। তাহলে তা না দেওয়ার কারণে তাদের সাথে যুদ্ধ করব। উমর (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি বুঝতে পারলাম যে, এটা আর কিছু নয় এবং আল্লাহ আবু বকর (রা)-এর বক্ষ যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। পরে আমি বুঝতে পারলাম যে, এটি-ই হক [আবু বকর (রা)-এর সিদ্ধান্ত]।

**২৯.১ بَابُ إِذَا عَرَضَ الدِّيْمَىٰ وَغَيْرَهُ بِسْبَبِ النَّبِيِّ ۖ وَلَمْ يُصْرِحْ، نَحْوَ قَوْلِهِ :**  
**السَّامُ عَلَيْكَ -**

২৯০১. অনুচ্ছেদ : যখন কোন যিদ্বী বা অন্য কেউ নবী ﷺ-কে বাক্চাতুরীর মাধ্যমে গালি দেয় এবং স্পষ্ট করে না, যেমন তার কথা ‘আস্সামু আলাইকা’ (তোমার মৃত্যু হোক)

**٦٤٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ أَبْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَرَّ يَهُودِيُّ بِرَسُولِ اللَّهِ ۖ فَقَالَ السَّامُ عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ وَعَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ، قَالَ السَّامُ عَلَيْكَ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَقْتُلُهُ؟ قَالَ لَا، إِذَا سَلَمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ -**

**৬৪৫৭** মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল আবুল হাসান (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ইহুদী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করল। আর বলল, আস্সামু আলাইকা। তদুতরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ওয়া আলাইকা। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের বললেন : তোমরা কি বুঝতে পেরেছ সে কি বলেছে? সে বলেছে, ‘আস্সামু আলাইকা’ (তোমার মৃত্যু হোক)। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাকে হত্যা করব না? তিনি বললেন : না। বরং যখন কোন আহলে কিতাব তোমাদেরকে সালাম করবে তখন তোমরা বলবে, ‘ওয়া আলাইকুম’ (তোমাদের উপরও)।

**٦٤٥٨ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ أَبْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ رَهْطًا مِنَ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ ۖ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ، فَقُلْتُ بَلْ عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، فَقَالَ يَا عَائِشَةَ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ، قُلْتُ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا، قَالَ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ -**

**৬৪৫৮** আবু নু'আয়ম (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদল ইহুদী নবী ﷺ-এর দরবারে প্রবেশের অনুমতি চাইল (প্রবেশ করতে গিয়ে) তারা বলল ‘আস্সামু আলাইকা’ (তোমার মৃত্যু হোক)। তখন আমি বললাম, বরং তোদের উপর মৃত্যু ও লাভন্ত পতিত হোক। নবী ﷺ বললেন : হে আয়েশা! আল্লাহ কোমল। তিনি সকল কাজে কোমলতা পছন্দ করেন। আমি বললাম, আপনি কি শুনেননি তারা কি বলেছে? তিনি বললেন : আমি ও তো বলেছি ওয়া-আলাইকুম (এবং তোমাদের উপরও)।

**٦٤٠٩** حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفِّيَانَ وَمَالِكٍ بْنِ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُبَشِّرٌ إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَى أَهْدِكُمْ إِنَّمَا يَقُولُونَ سَامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْ عَلَيْكَ-

**٦٤٥٩** مুসাদাদ (র).....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ৪ ইহুদীরা যখন তোমাদের কাউকে সালাম করে তারা কিন্তু ‘সামু আলা-ইকুম’ বলে। তাই তোমরা বলবে, আলাইকা--তোমার উপর।

## ২৯.২ بাব

২৯০২. অনুচ্ছেদ

**٦٤٦** حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كَانَى اسْتَطْرُ إِلَى النَّبِيِّ مُبَشِّرٌ يَحْكِى نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمٌ فَادْمَوْهُ فَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ-

**৬৪৬০** উমর ইবন হাফস (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন লক্ষ্য করছিলাম যে, নবী ﷺ কোন এক নবীর কথা বর্ণনা করছেন। যাকে তাঁর সম্প্রদায় প্রহার করে রক্ষাক করে ফেলে, আর তিনি আপন চেহারা থেকে রক্ত মুছেন ও বলেছেন : হে রব! তুমি আমার কাওমকে মাফ করে দাও। কেননা, তারা বুঝতে পারছে না।

**২৯.৩** بَابُ قَتْلِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ بَعْدَ اقْتَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ وَقَوْلُ اللَّهِ : وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلِّ قَوْمًا بَعْدَ اذْهَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شَرَارَ خَلْقِ اللَّهِ ، وَقَالَ إِنَّهُمْ إِنْطَلَقُوا إِلَى أَيَّاتٍ نَزَّلْنَا فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ-

২৯০৩. অনুচ্ছেদ ৩ : খারিজী সম্প্রদায় ও মুলহিদদের অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর তাদেরকে হত্যা করা। এবং আল্লাহর বাণী : আল্লাহ এমন নন যে, তিনি কোন সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করার পর তাদেরকে বিভ্রান্ত করবেন-তাদেরকে কী বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে তা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত না করা পর্যন্ত। (৯ : ১১৫) ইবন উমর (রা) তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্টির নিকৃতম সৃষ্টি হিসেবে বিবেচনা করতেন এবং তিনি বলেছেন, তারা এমন কিছু আয়াতকে মু'মিনদের ওপর প্রয়োগ করেছে যা কাফেরদের সম্পর্কে অবর্তীণ

**٦٤٦١** حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا خَيْثَمَةُ: قَالَ حَدَّثَنَا سُوِيدُ بْنُ غَفَّلَةَ قَبْلَ عَلَيُّ إِذَا حَدَّثْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مُبَشِّرٌ

حَدَّيْثًا، فَوَاللَّهِ لَأَنْ أَخْرَى مِنَ السَّمَاءِ، أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّيْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِكُمْ وَبَيْنِكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خِدْعَةٌ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي أَخْرِ الزَّمَانِ، حُدَّاثُ الْأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْأَحَلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِّيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ أَيْمَانَهُمْ، حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَإِنَّمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

**৬৪৬১** উমর ইব্ন হাফস ইব্ন গিয়াস (র) ..... সুয়ায়দ ইব্ন গাফালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন, আমি যখন তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন হাদীস বর্ণনা করি 'আল্লাহ'র কসম! তখন তাঁর উপর মিথ্যা কথা আরোপ করার চেয়ে আকাশ থেকে নিচে পড়ে যাওয়াটা আমার কাছে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আমি যদি আমার ও তোমাদের মধ্যকার বিষয় সম্পর্কে কিছু বলি, তাহলে মনে রাখতে হবে যে, যুদ্ধ একটি কৌশল। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, শেষ যুগে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে যারা হবে অল্পবয়স্ক যুবক, নির্বোধ। তারা সৃষ্টির সবচাইতে শ্রেষ্ঠতম কথা থেকে আবৃত্তি করবে। অর্থাৎ ঈমান তাদের গলদেশ অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়। তাদেরকে যেখানেই তোমরা পাবে হত্যা করবে। কেননা তাদেরকে হত্যাকারীর জন্য কিয়ামত দিবসে প্রতিদান রয়েছে।

**৬৪৬২** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَطَاءَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا أَتَيَا أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلَاهُ عَنِ الْحَرُورِيَّةِ أَسْمَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا أَدْرِي مَا الْحَرُورِيَّةُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ يَقْرُؤُنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ أَوْ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمُرُوقِ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَيَنْظُرُ الرَّأْمِيَّ إِلَى سَهْمِهِ إِلَى نَصْلِهِ إِلَى رِصَافِهِ فَيَتَمَارِي فِي الْفُوْقَةِ هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ الدَّمْ شَاءَ۔

**৬৪৬২** মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)..... আবু সালামা ও আতা ইব্ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত যে, তারা আবু সাউদ খুদরী (রা)-এর কাছে এলেন। তারা তাঁকে 'হাকুরিয়া' সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন যে, আপনি কি নবী ﷺ থেকে এদের সম্পর্কে কিছু শুনেছেন? তিনি বললেন, হাকুরিয়া কি তা আমি জানি না। তবে নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি। উশ্মতের মধ্যে বের হবে। তার থেকে সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে কথাটি বলেননি। যাদের সালাতের তুলনায় তোমরা তোমাদের সালাতকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা কুরআন পড়বে বটে কিন্তু তা তাদের গলদেশ অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে বের হয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়। তীর নিক্ষেপকারী তীরের প্রতি, তার অগ্রভাগের প্রতি, তীরের মুখে বেষ্টনীর প্রতি লক্ষ্য করে, তীরের ছিলার বেলায়ও সন্দেহ হয় যে তাতে কিছু রক্ত লেগে রাইল কি না।

**٦٤٦٣** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَذَكَرَ الْحَرُورِيَّةَ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ مُرْوِقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمَيَّةِ -

**٦٤٦٤** ইয়াহ্বীয়া ইবন সুলায়মান (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হারুরিয়া সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : তারা ইসলাম থেকে একপ বের হয়ে যাবে যেমন তার শিকার থেকে বের হয়ে যায়।

#### ٢٩٠٤ بَابُ مَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْخَوَارِجِ لِلثَّالِفِ وَأَنْ لَا يَنْفِرَ النَّاسُ عَنْهُ

২৯০৪. অনুচ্ছেদ ৪ : যারা মনোরঞ্জনের নিমিত্ত খারিজীদের সাথে যুদ্ধ ভাগ করে এবং এজন্য যে যাতে করে শোকের তাদের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ না করে

**٦٤٦٤** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ يَقْسِمُ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذُو الْخَوَيْصِرَةِ التَّمِيمِيِّ فَقَالَ أَعْدِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذْنَ لِي فَاضْرِبْ عَنْقَهُ، قَالَ دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُونَ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ وَصَيَامَهُ مَعَ صَيَامِهِ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمَيَّةِ يُنْظَرُ فِي قُدْذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي رِصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي نَيِّهِ فَلَا بُوْجَدُ فِيهِ شَيْءٌ قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمْ أَيْتُهُمْ رَجُلٌ أَحَدَى يَدِيهِ أَوْ قَالَ ثَدِيَّهُ مِثْلُ ثَدِيِّ الْمَرْأَةِ أَوْ قَالَ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرَّدَ رَيْخَرْجُونَ عَلَى حِينَ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَشْهَدُ لَسْمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلَيَا قَتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ جِيءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعْتَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَنَزَلتْ فِيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ -

**٦৪৬৪** আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)..... আবু সাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কোন কিছু বক্তব্য করছিলেন। ঘটনাক্রমে আবদুল্লাহ ইবন যুলখুওয়ায়সিরা তামীমী এল এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ইনসাফ করুন। তিনি বললেন : আফসোস তোমার জন্য! আমি যদি ইনসাফ না করি তা হলে আর কে ইনসাফ করবে? উমর ইবন খাতাব (রা) বললেন, আমাকে অনুমতি দিন। তার গর্দান উড়িয়ে দেই। তিনি বললেন : তাকে ছেড়ে দাও। তার জন্য সাথীবৃন্দ রয়েছে। যাদের সালাতের তুলনায় তোমরা তোমাদের সালাতকে তুচ্ছ মনে করবে। যাদের সিয়ামের তুলনায় তোমরা তোমাদের সিয়ামকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা

দীন থেকে একুপ বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তীরের পরে লক্ষ্য করলে তাতে কিছু পাওয়া যায় না। তীরের মুখের বেষ্টনীর প্রতি লক্ষ্য করলেও কিছু পাওয়া যায় না। তীরের কাঠের অংশের দিকে তাকালেও তাতে কিছু পাওয়া যায় না। বরং তীর তীব্র গতিতে বেরিয়ে যাওয়ার কালে তাতে মল ও রক্তের দাগ পর্যন্ত লাগে না। তাদের পরিচয় এই যে, তাদের একটি লোকের একটি হাত অথবা বলেছেন, একটি স্তন্য হবে মহিলাদের স্তনের ন্যায়। অথবা বলেছেন, বাড়তি গোশতের টুকরার ন্যায়। লোকদের মধ্যে বিরোধের সময় তাদের আবির্ভাব হবে। আবু সাঈদ (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিছি যে, আমি তা নবী ﷺ থেকে শুনেছি। এও সাক্ষ্য দিছি যে, আলী (রা) তাদেরকে হত্যা করেছেন। আমি তখন তাঁর সাথে ছিলাম। তখন নবী ﷺ প্রদত্ত বর্ণনার অনুরূপ ব্যক্তিকে আনা হয়েছিল। তিনি বলেন, ওর সম্পর্কেই নায়িল হয়েছে : ওদের মধ্যে এমন লোক আছে যে সাদ্কা সম্পর্কে তোমাকে দোষারোপ করে (৯ : ৫৮)।

**٦٤٦٥** حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُسَيْرُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ قُلْتُ لِسَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي الْخَوَارِجِ شَيْئًا قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَأَهْوَى بِيَدِهِ قَبْلَ الْعِرَاقِ يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ يَقْرُؤُنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَّهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْأَسْلَامِ مُرْوُقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمَيَّةِ -

**৬৪৬৫** مুসা ইব্ন ইসমাইল (র) ..... ইউসায়ের ইব্ন আমর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহুল ইব্ন হৃনায়েফ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি নবী ﷺ-কে খারজীদের সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছেন কি? তিনি বললেন, আমি তাকে বলতে শুনেছি, আর তখন তিনি তাঁর হাত ইরাকের দিকে বাড়িয়েছিলেন যে, সেখান থেকে এমন একটি কাওম বের হবে যারা কুরআন পড়বে সত্য, কিন্তু তা তাদের গলদেশ অতিক্রম করবে না, তারা ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়।

**২৯.৫** بَابُ قُولِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقْتَلَ فِتْنَانٌ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ

২৯০৫. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বাণী : কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না দু'টি দল পরস্পর লড়াই করবে, অথচ তাদের দাবি হবে অভিন্ন

**৬৪৬৬** حَدَّثَنَا عَلَىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْزَنَادِ عَنْ أَعْرَاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقْتَلَ فِتْنَانٌ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ -

**৬৪৬৬** আলী (রা) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না এমন দু'টি দল পরস্পর লড়াই করবে, যাদের দাবি হবে অভিন্ন।

**২৯.৬** بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَتَاوِلِينَ

২৯০৬. অনুচ্ছেদ : ব্যাখ্যা প্রদানকারীদের সম্পর্কে যা বর্ণনা করা হয়েছে

**৬৪৬৭** حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ الْلَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ أَنَّ الْمَسِوْرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا

سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرُئُهَا عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَذَلِكَ ، فَكَدِتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ لَبَبْتُهُ بِرِدَائِهِ أَوْ بِرِدَائِي فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ؟ قَالَ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَلْتُ لَهُ كَذَبْتَ فَوَاللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأَنِي هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَئُهَا فَانْتَلَقْتُ أَقْوَدُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا ، وَأَنْتَ أَقْرَأْتَنِي سُورَةَ الْفُرْقَانِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلْتُهُ يَا عُمَرُ اقْرَا يَا هِشَامُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرُئُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْرَا يَا عُمَرُ فَقَرَأَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَاقْرُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ-

**৬৪৬৭** আবু আবদুল্লাহ (র) ..... উমর ইবন খাতাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হিশাম ইবন হাকীম (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্ধশায় সূরা ফুরকান পড়তে শুনেছি। আমি তার পড়ার প্রতি কর্ণপাত করলাম, (আমি লক্ষ্য করলাম) যে, তিনি এর অনেকগুলো অক্ষর এমন পদ্ধতিতে পড়ছেন, যে পদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে পড়াননি। ফলে আমি তাকে সালাতের মাঝেই আক্রমণ করতে উদ্যত হলাম। কিন্তু সালাম ফিরানো পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। সালাম ফিরানোর পর আমি তাকে তার চাদর দিয়ে অথবা বললেন আমার চাদর দিয়ে জড়িয়ে নিলাম। আর বললাম, তোমাকে এ সূরা কে পড়িয়েছে? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তা পড়িয়েছেন। আমি তাকে বললাম, তুমি মিথ্যা বলছ। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এ সূরা পড়িয়েছেন যা তোমাকে পড়তে শুনেছি। তারপর আমি তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট টেনে নিয়ে গেলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এ ব্যক্তিকে সূরা ফুরকান এরূপ অক্ষর দিয়ে পড়তে শুনেছি যা আপনি আমাকে পড়াননি। আর আপনি তো আমাকে সূরা ফুরকান পড়িয়েছেন। তিনি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে উমর! তাকে ছেড়ে দাও। (আর বললেন) হে হিশাম! তুমি পড় তো। হিশাম তার কাছে এভাবেই পড়লেন, যেভাবে তাকে তা পড়তে আমি শুনেছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এভাবেই নাযিল করা হয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে উমর! তুমিও পড়। আমি পড়লাম। তখন তিনি বললেন : এভাবেও নাযিল করা হয়েছে। অতঃপর বললেন : এ কুরআন সাত (রকমে কিরাআতের দিক দিয়ে) ভাষায় নাযিল করা হয়েছে। তাই যে পদ্ধতিতেই সহজ হবে সে পদ্ধতিতেই তোমরা তা পড়বে।

**٦٤٦٨** حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ ابْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكَيْنُونَ حَوْدَثَنِي عَلَى يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْنُونَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ابْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَزَّلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالُوا أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ كَمَا تَظُنُّونَ إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لَابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

**٦٤٦٩** ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও ইয়াহুয়া (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হল : যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলম দ্বারা কলুষিত করেনি (৬ : ৮২), তখন তা নবী ﷺ-এর সাহাবাদের জন্য গুরুতর মনে হল। তারা বলল, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে তার ঈমানকে জুলম দ্বারা কলুষিত করে না? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা যেভাবে ধারণা করছ তা তেমন নয়। বরং এটা হচ্ছে অন্দুপ যেমন লুক্মান (আ) তার পুত্রকে বলেছিলেন : হে বৎস! আল্লাহর সাথে কোন শরীক করো না : শরীক তো চরম জুলম (সীমালংঘন) (৩১ : ১৩)

**٦٤٦٩** حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعٍ قَالَ سَعَيْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ غَدَّا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُونِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا تَقُولُوْهُ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ قَالَ بَلِّي قَالَ فَإِنَّهُ لَا يُؤْفِي عَبْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِهِ إِلَّا حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ -

**٦٤٦٩** আবদান (র) ..... ইতবান ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যুম্বে আমার কাছে আগমন করলেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, মালিক ইব্ন দুখ্শুন কোথায়? আমাদের এক ব্যক্তি বলল, সে তো মুনাফিক; সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে না। তা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা কি এ কথা বলনি যে, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে। তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন : যে কোন বান্দা কিয়ামতের দিন ঐ কথা নিয়ে উপস্থিত হবে, আল্লাহ তার উপর জাহান্নাম হারাম করে দেবেন।

**٦٤٧.** حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ فُلَانٍ قَالَ تَنَازَعَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحِبَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لِحِبَّانَ لَقَدْ عَلِمْتُ الَّذِي جَرَأَ صَاحِبَكَ عَلَى الدِّمَاءِ يَعْنِي عَلِيًّا، قَالَ مَا هُوَ لَا أَبَالَكَ، قَالَ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ، قَالَ مَا هُوَ؟ قَالَ بَعْثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالزُّبِيرُ وَأَبَا مَرْثِدٍ وَكُلُّنَا فَارِسٌ قَالَ انْطَلَقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ حَاجِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ هَكَذَا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ فَإِنَّ فِيهَا

إِمْرَأً مَعَهَا صَحِيفَةً مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَأَتُونِي بِهَا فَانْطَلَقْنَا  
عَلَى أَفْرَاسِنَا حَتَّى أَدْرَكْنَاهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَسِيرْ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا وَقَدْ  
كَانَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ بِمَسِيرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْ ، فَقُلْنَا أَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِي مَعَكُ  
قَالَتْ مَا مَعِيْ كِتَابٌ فَاتَّخَنَا بِهَا بَعِيرًا فَابْتَغَيْنَا فِي رَحْلَاهَا فَمَا وَجَدْنَا شَيْئًا فَقَالَ  
صَاحِبِيْ مَا نَرَى مَعَهَا كِتَابًا قَالَ فَقُلْتُ لَقَدْ عَلِمْنَا مَا كَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ حَلَّ  
عَلَى وَالَّذِي يُحْلِفُ بِهِ لِتُخْرِجَنَ الْكِتَابَ أَوْ لِأَجْرِدَنَكَ فَاهْوَتْ إِلَى حُجْزَتَهَا وَهِيَ  
مُحْتَاجَةٌ بِكَسَاءٍ فَأَخْرَجَتِ الصَّحِيفَةَ فَأَتَوْا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ  
اللَّهِ قَدْ خَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ دَعْنِي فَاضْرِبْ عَنْقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
يَا حَاطِبَ مَا حَمَلْتَ عَلَى مَا صَنَعْتَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِيْ أَنْ لَا أَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ  
وَرَسُولِهِ وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدْ يُدْفَعُ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي وَلَيْسَ  
مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدًا إِلَّهُ هُنْالِكَ مِنْ قَوْمِهِ مَنْ يَدْفَعُ اللَّهَ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ قَالَ صَدَقَ  
فَلَا تَقُولُوا لَهُ إِلَّا خَيْرًا قَالَ فَعَادَ عُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ خَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ  
وَالْمُؤْمِنِينَ دَعْنِي فَلَاضْرِبْ عَنْقَهُ قَالَ أَوْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهُ  
إِطْلَعَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَعْمَلُوا مَا شَيْئُمْ فَقَدْ أَوْجَبْتُ لَكُمُ الْجَنَّةَ فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ  
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَبُو عَبْدُ اللَّهِ خَاصٍ أَصْحَحُ وَلَكِنَّ كَذَا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ حَاجٍ قَالَ أَبُو  
عَبْدُ اللَّهِ وَحَاجٍ تَصْحِيفٌ وَهُوَ تَوْضَعٌ وَهَشِيمٌ يَقُولُ خَاصٍ

**৬৪৭০** মূসা ইবন ইসমাইল (র)..... জনৈক রাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক কারণে আবু আব্দুর রহমান ও হিকান ইবন আতিয়ার মাঝে বগড়া বাঁধে। আবু আব্দুর রহমান হিকানকে বললেন, আমি অবশ্যই জানি যে, কোন বিষয়টি আপনার সাথীকে রক্ষপাতে দুঃসাহসী করে তুলেছে। সাথী, অর্থাৎ আলী (রা)। সে বলল, সে কি! তোমার পিতা জীবিত না থাকুক।<sup>১</sup> আবু আব্দুর রহমান বলল, তা আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি। হিকান বলল, সে কি? আবু আব্দুর রহমান বলল, যুবায়র, আবু মারছাদ এবং আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঠালেন। আমরা সকলেই অশ্বারোহী ছিলাম। তিনি বললেন: তোমরা রওয়ায়ে হাজ পর্যন্ত যাবে। আবু সালামা (র) বলেন, আবু আওয়ানা (র) অনুরপই বলেছেন। তথায় একজন মহিলা রয়েছে, যার কাছে হাতিব ইবন আবু বালতা'আ (রা)-এর তরফ থেকে (মকার) মুশরিকদের কাছে প্রেরিত একখানা চিঠি আছে। তোমরা তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। আমরা আমাদের ঘোড়ায় চড়ে রওনা

১. এটি একটি আরবী প্রবাদ।

দিলাম। অবশ্যে আমরা তাকে ঐ স্থানেই পেলাম, যে স্থানের কথা আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন। সে তার উটে চলছে। আবু বালতা'আ (রা) মক্কাবাসীদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দিকে রওনা হওয়া সম্পর্কিত সংবাদ জানিয়ে পত্র লিখেছেন। আমরা বললাম, তোমার সাথে যে পত্র রয়েছে তা কোথায়? সে বলল, আমার সাথে কোন পত্র নেই। আমরা তার উটকে বসালাম এবং তার হাওদায় খোঁজাখুঁজি করলাম। কিন্তু কিছুই পেলাম না। তখন আমার সঙ্গী দু'জন বলল, তার সাথে তো আমরা কোন পত্র দেখছি না। আমি বললাম, আমরা অবশ্যই জানি যে রাসূলুল্লাহ ﷺ মিথ্যা বলেননি। তারপর আলী (রা) এই বলে কসম করে বললেন, ঐ সন্তার কসম! যার নামে কসম করা হয়! অবশ্যই তোমাকে চিঠি বের করে দিতে হবে। নতুবা তোমাকে উলঙ্গ করে ছাড়ব। তখন সে তার চাঁদর বাঁধা কোমরের প্রতি নিবিষ্ট হল এবং (সেখান থেকে) পত্রটি বের করে দিল। তারা পত্রটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলেন। তখন উমর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের সাথে খিয়ানত করেছে। আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জিঞ্জসা করলেন : হে হাতিব! এ কাজে তোমাকে কিসে প্রবৃত্ত করেছে? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঝীমান রাখব না। আসল কথা হচ্ছে, আমি চাচ্ছিলাম যে, কাওমের (মক্কাবাসী) প্রতি আমার কিছুটা অনুগ্রহসূচক কাজ হোক যার বদৌলতে আমার পরিবারবর্গ ও মাল সম্পদ রক্ষা পায়। আপনার সাথীদের প্রত্যেকেরই সেখানে স্বগোত্রীয় এমন লোক রয়েছে, যাদের মাধ্যমে আল্লাহ তার পরিবারবর্গ ও মাল সম্পদ রক্ষার ব্যবস্থা করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সে ঠিকই বলেছে। সুতরাং তোমরা তার সম্পর্কে ভালো ছাড়া মন্দ কোন মন্তব্য করো না। বর্ণনাকারী বলেন, উমর (রা) পুনরায় বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের সাথে খিয়ানত করেছে। আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। তিনি বললেন, সে কি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নয়? তুমি কি করে জানবে? আল্লাহ তাদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন : তোমরা যা ইচ্ছা তা কর। তোমাদের জন্য জালাত নির্ধারিত করে ফেলেছি। এ কথা শুনে উমর (রা)-এর চক্ষুযুগল অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল এবং তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত।

আবু আবদুল্লাহ [বুখারী (র)] বলেন, حَدَّثَنَا بِشْرٌ بْنُ ذِي الْحِلْمَةِ، তবে আবু আওয়ানা (র) অনুরূপ حَدَّثَنَا بِشْرٌ بْنُ ذِي الْحِلْمَةِ، আবু আবদুল্লাহ [বুখারী] (র) বলেছেন حَدَّثَنَا بِشْرٌ بْنُ ذِي الْحِلْমَةِ বিকৃতি। আর এটি একটি স্থান। হৃষায়ম (র) حَدَّثَنَا بِشْرٌ بْنُ ذِي الْحِلْমَةِ বলেছেন।



کتابِ اُلْ‌کُرَاءِ  
বল প্রয়োগে বাধ্য  
করা অধ্যায়

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## كِتَابُ الْأَكْرَاهِ

### বল প্রয়োগে বাধ্য করা অধ্যায়

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ أَخْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدَرَ أَعْلَمُهُمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ أَعْيَةً . وَقَالَ : إِلَّا أَنْ تَشْقُوا مِنْهُمْ ثُقَّةً وَهِيَ تَقْيَةٌ ، وَقَالَ : إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيهِمْ كُنْثُمْ قَالُوا كُنْثًا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسْعَةً فَتَهَاجِرُوا فِيهَا إِلَى قَوْلِهِ عَفُوا غَفُورًا وَقَالَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِلَى قَوْلِهِ نَصِيرًا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَعَذَرَ اللَّهُ الْمُسْتَضْعَفِينَ الَّذِينَ لَا يَمْتَنِعُونَ مِنْ تَرْكِ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ وَالْمُكْرَهُ لَا يَكُونُ إِلَّا مُسْتَضْعَفًا غَيْرَ مُمْتَنِعٍ مِنْ فَعْلِ مَا أَمْرَبِهِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ التَّقِيَّةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ فِيمَنْ يُكْرِهُهُ الْلَّصُومُ فَيُطْلَقُ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَبِهِ قَالَ أَبْنُ عَمْرٍ وَابْنُ الزَّبِيرِ وَالشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

অনুচ্ছেদ ৪: আল্লাহু তা'আলাৰ বাণী ৪: তবে তাৰ জন্য নয় (যাকে সত্য প্রত্যাখ্যানে) বাধ্য কৱা হয়। কিন্তু তাৰ চিন্ত বিশ্বাসে অবিচলিত। আৱ যে সত্য প্রত্যাখ্যানে হৃদয় উন্মুক্ত রাখল তাৰ উপৰ আপত্তিৎ হবে আল্লাহুৰ গবে..... আয়াতেৰ শেষ পৰ্যন্ত (১৬ ৪ ১০৬)। আল্লাহু বলেন ৪: তবে যদি তোমোৱা তাদেৱ নিকট হতে কোন ভয়েৱ আশংকা কৱ আৱ আৰ..... একই অৰ্থ (৩ ৪ ২৮)। আল্লাহু তা'আলা আৱো বলেন ৪: যারা নিজেদেৱ উপৰ জুলুম কৱে, তাদেৱ থাণ হৱণেৱ সময় ফেৱেশতাগণ বলে, তোমোৱা কি অৰহায় ছিলে। তাৱা বলে, দুনিয়ায় আমোৱা অসহায় ছিলাম। তাৱা বলে, তোমোৱা নিজ দেশ ত্যাগ কৱে অন্য দেশে বসবাস কৱতে আল্লাহুৰ দুনিয়া কি এমন প্ৰশংস্ত ছিল না?..... আল্লাহু পাপ মোচনকাৰী ও ক্ষমাশীল পৰ্যন্ত (৪ ৪ ৯৭-৯৯)। আল্লাহু তা'আলা বলেন ৪: এবং অসহায় নৱ-নারী ও শিশুদেৱ জন্য ? যারা বলে..... সহায় পৰ্যন্ত। (৪ ৪ ৭৫)

আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন : আল্লাহ অসহায়দেরকে ক্ষমার্থ বলে চিহ্নিত করেছেন। যারা আল্লাহর নির্দেশসমূহ পরিত্যাগ করা থেকে বিরত থাকতে পারে না। আর বল প্রয়োগকৃত ব্যক্তি এমনই অসহায় হয় যে, সে ঐ কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে না, যার নির্দেশ তাকে দেওয়া হয়েছে। হাসান (র) বলেন : তকিয়া কিয়ামত পর্যন্ত অবধারিত। ইবন আব্বাস (রা) ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন, যাকে জালিমরা বাধ্য করার দরুণ সে তালাক প্রদান করে ফেলে তা কিছুই নয়। ইবন উমর (রা), ইবন যুবায়র (রা) শা'বী (র) এবং হাসান (র)-ও এ মত পোষণ করেন। আর নবী ﷺ বলেছেন : সকল কাজই নিয়তের সাথে সম্পৃক্ত

**٦٤٧١** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْتَّيْثُ عَنْ حَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هَلَالٍ عَنْ أُسَامَةَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُونَ فِي الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ انْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَالْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ انْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَاتَكَ عَلَى مُضَرِّ وَأَبْعَثْ عَلَيْهِمْ سَيِّئَاتِ كَسِّيَّ يُوسُفَ

**৬৪৭১** ইয়াহুয়া ইবন বুকায়র (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সালাতে দোয়া করতেন। হে আল্লাহ! আইয়াশ ইবন আবু বারী'আ, সালামা ইবন হিশাম, ওয়ালীদ ইবন ওয়ালীদকে নাজাত দাও। হে আল্লাহ! অসহায় মু'মিনদেরকে নাজাত দাও। হে আল্লাহ! মুশার গোত্রের উপর তোমার পাঞ্জা কঠোর করে নাও এবং তাদের ওপর ইউসুফের দুর্ভিক্ষের বছরসমূহের ন্যায় বছর চাপিয়ে দাও।

## ২৯.৭ بَابُ مِنِ اخْتَارِ الضَّرْبَ وَالْقَتْلَ وَالْهَوَانَ عَلَى الْكُفْرِ

২৯০৭. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কুফরী কবৃল করার পরিবর্তে দৈহিক নির্যাতন, নিহত ও লাঞ্ছিত হওয়াকে অগ্রাধিকার দেয়

**٦٤٧٢** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبِ الطَّائِفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي قَلَبَةِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَالِكٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوةَ الْأَيْمَانِ، أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مَمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبِّهِ إِلَّهٌ، وَأَنْ يَكْرِهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، كَمَا يَكْرِهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ-

**৬৪৭২** মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাওশাব তায়েফী (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিনটি জিনিস এমন যার মধ্যে সেগুলো পাওয়া যাবে, সে ঈমানের স্বাদ পাবে। ১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার কাছে অন্য সবকিছু থেকে প্রিয় হওয়া। ২. কাউকে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য ভালবাসা। ৩. জাহানামে নিষ্কিঞ্চ হওয়াকে যেভাবে অপছন্দ করে, তেমনি পুনরায় কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে অপছন্দ করে।

٦٤٧٣ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَادُ عَنْ اسْمَاعِيلَ سَمِعْتُ قَيْسًا قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنَّ عُمَرَ مُوْتَقِي عَلَى الْاسْلَامِ وَلَوْ انْفَضَ أَحَدٌ مِمَّا فَعَلْتُمْ بِعُثْمَانَ كَانَ مَحْقُوقًا أَنْ يَنْفَضَ -

৬৪৭৩ সান্দ ইবন সুলায়মান (র)..... কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সান্দ ইবন যাযিদ (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি মনে করি উমর (রা)-এর কঠোরতা আমাকে ইসলামের উপর অনড় করে দিয়েছে। তোমরা উসমান (রা)-এর সাথে যা করেছ তাতে যদি উহুদ পাহাড় ফেটে যেত তা হলে তা সঙ্গতই হত।

٦٤٧٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ اسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ خَبَابِ بْنِ الْأَرَأَتِ قَالَ شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظَلِّ الْكَعْبَةِ، فَقَلَّا إِلَّا تَسْتَنْصِرُ إِلَّا تَدْعُونَا فَقَالَ قَدْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحَفَّرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهَا فَيْجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوْضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نَصْفَيْنِ وَيُمْسَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ فَمَا يَصْدُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهُ لَيَتَمَّنَ هَذَا الْأَمْرُ حَتَّىٰ يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهُ وَالذِّئْبُ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ -

৬৪৭৪ মুসান্দাদ (র)..... খাবাব ইবন আরাত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কোন বিষয়ে অভিযোগ করলাম। তখন তিনি কাঁবা ঘরের ছায়ায় তাঁর চাদরকে বালিশ বানিয়ে বিশ্রাম নিছিলেন। আমরা বললাম, (আমাদের জন্য কি) সাহায্য কামনা করবেন না? আমাদের জন্য কি দেয়া করবেন না? তিনি বললেন : তোমাদের পূর্বেকার লোকদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও ছিল, যাকে ধরে নিয়ে তার জন্য যমীনে গৃহ্ণ করা হত। তারপর করাত এনে মাথায় আঘাত হেনে দুটুক্কো করে ফেলা হত। লোহার শলাকা দিয়ে তার গোশত ও হাড়ি খসানো হত। এতদসত্ত্বেও তাকে তার দীন থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারত না। আল্লাহর কসম! এ দীন অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করবে। এমন হবে যে সান্ত্বণা থেকে হায়রামাওত পর্যন্ত ভ্রমণকারী ভ্রমণ করবে। অথচ সে আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করবে না এবং নিজের মেষপালের জন্য বাধের ভয় থাকবে কিন্তু তোমরা তো তাড়াতাড়ি করছ।

## ২৯.৮ بَابُ فِي بَيْعِ الْمُكْرَهِ وَتَحْوِهِ فِي الْحَقِّ وَغَيْرِهِ

২৯০৮. অনুচ্ছেদ ৪: জোরপূর্বক কাউকে দিয়ে তার নিজের সম্পদ বা অপরের সম্পদ বিক্রয় করানো

٦٤٧৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي الْلَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

فَقَالَ انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ فَخَرَجُنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمَدْرَاسِ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَادَاهُمْ يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلَمُوْا تَسْلِمُوْا قَدْ بَلَغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ ذَلِكَ أُرِيدُ ثُمَّ قَالَهَا التَّانِيَةَ فَقَالُوا قَدْ بَلَغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، ثُمَّ قَالَ التَّالِيَةَ فَقَالَ اعْلَمُوْا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولُهُ وَأَنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَا لِهِ شَيْئًا فَلِيَبْعِثُهُ وَإِلَّا فَاعْلَمُوْا أَنَّمَا الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ -

**৬৪৭৫** আবদুল আয়ীয ইবন আবদুল্লাহ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা মসজিদে ছিলাম। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে বেরিয়ে এসে বললেন : তোমরা ইহুদীদের কাছে চল। আমি তাঁর সাথে বের হয়ে পড়লাম এবং বায়তুল-মিদ্রাস নামক শিক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে পৌছলাম। তখন নবী ﷺ দাঁড়িয়ে তাদেরকে সম্মোধন করে বললেন : হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা মুসলমান হয়ে যাও, নিরাপদ থাকবে। তারা বলল, হে আবুল কাসিম! আপনি (আপনার দায়িত্ব) পৌছে দিয়েছেন। তিনি বললেন : এটাই আমি চাই। তাঁরপর দ্বিতীয়বার কথাটি বললেন। তারা বলল, হে আবুল কাসিম! আপনি পৌছে দিয়েছেন। এরপর তিনি তৃতীয়বার তা পুনরাবৃত্তি করলেন। আর বললেন : তোমরা জেনে রেখো যে, যমীন কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। আমি তোমাদেরকে দেশান্তর করতে মনস্ত করেছি। তাই তোমাদের যার অস্ত্রাবর সম্পত্তি রয়েছে, তা যেন সে বিক্রি করে নেয়। অন্যথায় জেনে রেখো, যমীন কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের।

**২১.১** بَابُ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرِهِ قَالَ اللَّهُ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَبَيَّنَتِكُمْ عَلَى الْبِيَعِ الْأَيْمَةِ

২৯০৯. অনুচ্ছেদ : বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তির বিয়ে জায়েয হয় না। আল্লাহ বলেন : তোমরা দাসীগণকে ব্যক্তিচারে বাধ্য করো না। ..... আয়াতের শেষ পর্যন্ত (২৪ : ৩৩)

**৬৪৭৬** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَّاعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِعِ ابْنِي يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ حَذَّامَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا رَوَّجَهَا وَهِيَ شَيْبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَاتَّتِ النَّبِيُّ ﷺ فَرَدَ نِكَاحَهَا -

**৬৪৭৬** ইয়াহুইয়া ইবন কায়াআ (রা)..... খান্সা বিনত খিয়াম আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাকে তার পিতা (অনুমতি ব্যতীত) বিয়ে দিলেন। আর সে ছিল বিধবা। কিন্তু এ বিয়ে তার পছন্দ হল না। তাই সে নবী ﷺ-এর কাছে এসে জানাল। ফলে তিনি তার এ বিয়ে রদ (বাতিল) করে দিলেন।

**৬৪৭৭** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ عَنْ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ مُلِيكَةَ عَنْ أَبِيهِ عَمْرُو عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ؟ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحِي فَتَسْكُنُتْ قَالَ سُكَّاتُهَا إِذْنُهَا -

৬৪৭৭ [ ] মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মহিলাদের বিয়ে দিতে তাদের অনুমতি নিতে হবে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, কুমারীর কাছে অনুমতি চাইলে তো লজ্জাবোধ করে; ফলে চুপ থাকে। তিনি বললেন : তার নীরবতাই তার অনুমতি।

২৯১. بَابُ إِذَا أَكْرَهَ حَتَّىٰ وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ فَإِنْ  
نَذَرَ الْمُشْتَرِي فِيهِ نَذْرًا فَهُوَ جَائِزٌ بِرَأْسِهِ وَكَذِلِكَ إِنْ دَبَرَهُ

২৯১০. অনুচ্ছেদ : কাউকে যদি বাধ্য করা হয়, যার ফলে সে গোলাম দান করে ফেলে অথবা বিক্রি করে দেয় তবে তা কার্যকর হবে না। কেউ কেউ অনুরূপ রায় পোষণ করেন। অপর দিকে তার মতে ক্রেতা যদি এতে কিছু মানত করে তাহলে তা কার্যকর হবে। অনুরূপ তাকে যদি মুদাব্বর বানিয়ে নেয় তাহলে তা কার্যকর হবে

৬৪৭৮ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ  
رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَبَرَ مَمْلُوكًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ مَنْ  
يَشْتَرِيهِ مِنِّي ، فَاشْتَرَاهُ نُعِيمُ بْنُ النَّحَامِ بِثَمَانِيَّةِ دِرْهَمٍ ، قَالَ فَسَمِعْتُ جَابِرًا  
يَقُولُ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوْلَ -

৬৪৭৯ [ ] আবু নুমান (র) ..... জাবিব (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক আনসারী ব্যক্তি তার এক গোলাম মুদাব্বর বানিয়ে দেয়। অথচ তার এ ছাড়া অন্য কোন মাল ছিল না। এ সংবাদ নবী ﷺ-এর কাছে পৌছলে তিনি বললেন : কে আমার কাছ থেকে এ গোলাম ক্রয় করবে? নু'আয়ম ইব্ন নাহহাম (রা) আটশ' দিরহামের বিনিময়ে তাকে ক্রয় করলেন। রাখী বলেন, আমি জাবিব (রা)-কে বলতে শুনেছি, ঐ গোলামটি কিব্বতী গোলাম ছিল এবং (ক্রয়ের) প্রথম বছরই মারা যায়।

২৯১১. بَابُ مِنَ الْأَكْرَاهِ كَرْهًا وَكُرْهًا وَأَحَدٌ

২৯১১. অনুচ্ছেদ : 'ইকরাহ' (বাধ্যকরণ) শব্দ থেকে কারহান ও কুরহান নির্গত, উভয়টির অর্থ অভিন্ন

৬৪৭৯ [ ] حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ  
سُلَيْمَانُ بْنُ فَيْرُوْزٍ عَنْ عَكْرَمَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشَّيْبَانِيُّ وَحَدَّثَنِي عَطَاءُ أَبُو  
الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ وَلَا أَظُنُّهُ الْأَذْكَرَهُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ  
أَنْ تَرْثِيُوا التِّسَاءَ كَرْهًا أَلَا يَأْتِيَهُ أَذَمَاتُ الرَّجُلِ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقُّ بِإِمْرَاتِهِ إِنْ  
شَاءَ بَعْضَهُمْ تَرَوْجَهَا وَإِنْ شَاءُوا زَوْجَهَا ، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوْجَهَا ، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ  
أَهْلِهَا ، فَنَزَّلْتُ هَذِهِ الْآيَةَ فِي ذَلِكَ -

**৬৫২৩** مُعَاوِيَة ইবন আসাদ (র) ..... آنাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, رَأْسُ لَعْنَاهُ  
বলেছেন : যে আমাকে নিদ্রাবস্থায় দেখল সে আমাকেই দেখল। কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে  
পারে না। আর মু'মিনের স্বপ্ন নবুয়তের ছেচলিশ ভাগের এক ভাগ।

**৬৫২৪** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ  
أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَاتَادَةَ قَالَ النَّبِيُّ<sup>صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</sup> الرُّؤْيَا الصَّالِحةُ مِنَ اللَّهِ  
وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلِيَنْفُثْ عَنْ شِمَالِهِ ثَلَاثًا وَلِيَتَعُودَ مِنَ  
الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا لَأَتْضُرُّهُ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَأَيْتَرُ أَيْ بِي -

**৬৫২৪** ইয়াত্হিয়া ইবন বুকায়র (র) ..... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, نَبِيُّ  
বলেছেন : ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে ও খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। যে কেউ এমন  
কিছু দেখবে, যা সে অপছন্দ করে, সে যেন বামদিকে তিনবার থুক ফেলে এবং শয়তান থেকে আশ্রয় চায়।  
তাহলে এ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করবে না। আর শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

**৬৫২৫** حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خَلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّبِيدِيُّ عَنْ  
الزُّهْرِيِّ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ النَّبِيُّ<sup>صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</sup> مَنْ رَأَى فَقْدَ رَأَى الْحَقَّ،  
تَابَاعَهُ يُونُسُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ -

**৬৫২৫** খালিদ ইবন খালিয়ি (র)..... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, نَبِيُّ  
বলেছেন : যে আমাকে স্বপ্নে দেখে সে ঠিকই দেখে। ইউনুস ও ইবন আখীয় যুহরী (র) যুবায়দীর অনুসরণ করেছেন।

**৬৫২৬** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ  
اللَّهِ بْنِ خَبَابٍ عَنْ أَبِي سَعِينَ الدُّخْرِيِّ سَمِعَ النَّبِيُّ<sup>صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</sup> يَقُولُ مَنْ رَأَى فَقْدَ رَأَى  
الْحَقَّ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَكُونُنِي -

**৬৫২৬** আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) ..... আবু সাউদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী<sup>صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</sup>-কে  
বলতে শুনেছেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখে সে সত্যই দেখে। কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে  
পারে না।

### ২৯৩৯ بَابُ رُؤْيَا اللَّيْلِ، رَوَاهُ سَمْرَةُ

২৯৩৯. অনুচ্ছেদ ৪ রাত্রিকালীন স্বপ্ন। সামুরা (রা) এ সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন

**৬৫২৭** حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  
الْطُّفَاوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ<sup>صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</sup> أُعْطِيَتْ

مَفَاتِيحُ الْكَلِمِ، وَنُصْرَتُ بِالرُّعْبِ، وَبَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ الْبَارِحةَ إِذْ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ حَتَّىٰ وُضِعْتُ فِي يَدِي قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ مُبَشِّرًا وَأَنْتُمْ تَنْتَقِلُونَهَا -

**৬৫২৭** আহমাদ ইবন মিকদাম ইজলী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আমাকে সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ অর্থপূর্ণ বাক্য দান করা হয়েছে। এবং আমাকে প্রভাব সঞ্চারী প্রকৃতি দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। কোন এক রাতে আমি নিন্দিত ছিলাম। ইত্যবসরে ভৃপৃষ্ঠের যাবতীয় ভাগারের চাবি আমার কাছে এনে আমার হাতে রাখা হলো। আবু হুরায়রা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ চলে গেছেন। আর তোমরা উক্ত ভাগারসমূহ হস্তান্তর করে চলছ।

**৬৫২৮** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُبَشِّرًا قَالَ أَرَأَنِي الْلَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلًا أَدَمَ كَاحْسَنَ مَا أَنْتَ رَأَيْتَ مِنْ أَدْمَ الرِّجَالِ لَهُ لِمَةٌ كَاحْسَنَ مَا أَنْتَ رَأَيْتَ مِنْ الْمَمَ قَدْ رَجَلَهَا يَقْطُرُ مَاءً مُتَكَبِّلًا عَلَى رَجُلَيْنِ أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا ؟ فَقِيلَ الْمَسِيقُ ابْنُ مَرِيمَ، ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجْلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ أَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَانَهَا عَنْبَةً طَافِيَةً، فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا ؟ فَقِيلَ الْمَسِيقُ الدَّجَالُ -

**৬৫২৮** আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক রাতে আমাকে কাঁবার কাছে স্বপ্ন দেখানো হল। তখন আমি গৌর বর্ণের সুন্দর এক পুরুষকে দেখলাম। তার মাথায় অতি চমৎকার লম্বা লম্বা চুল ছিল, যেগুলো আঁচড়িয়ে রেখেছে। চুল থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরছিল। তিনি দু'ব্যক্তির ওপর অথবা বলেছেন, দু'ব্যক্তির কাঁধের ওপর ভর করে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ ব্যক্তি কে? বলা হল : মাসীহ ইবন মরিয়ম। এরপর অপর এক ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটল। সে ছিল কোঁকড়ানো চুলবিশিষ্ট, ডান চোখ কানা, চোখটি যেন (পানির ওপর) ভাসমান আঙুর। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ ব্যক্তি কে? সে বলল মাসীহ দাজ্জাল।

**৬৫২৯** حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْيِدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ مُبَشِّرًا فَقَالَ إِنِّي أَرَيْتُ الْلَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ \* وَتَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَأَبْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَسَفِيَّانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْيِدِ اللَّهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ مُبَشِّرًا \* وَقَالَ الزُّبِيدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْيِدِ اللَّهِ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسٍ أَوْ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُبَشِّرًا \*

وَقَالَ شُعَيْبٌ وَاسْحَقُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الزُّهْرِيِّ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ  
وَكَانَ مَعْمَرٌ لَا يُسْنِدُهُ حَتَّىٰ كَانَ بَعْدَ -

৬৫২৯ ইয়াহুয়া (র).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনেক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমি রাতে স্বপ্নে দেখেছি। এরপর পুরো হাদীসটি বর্ণনা করেন। সুলায়মান ইবন কাসীর, ইবন আখীয যুহরী ও সুফ্যান ইবন হুসায়ন (র).....ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে ইউনুস (র) এর অনুসরণ করেছেন। যুবায়দী (র).....ইবন আব্বাস অথবা আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন শুআয়ব, ইসহাক ইবন ইয়াহুয়া, আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করতেন। মামার (র) প্রথমে এ হাদীসের সনদ বর্ণনা করতেন না। কিন্তু পরবর্তীতে করতেন।

২৯৪. بَابُ الرُّؤْيَا بِالنُّهَارِ وَقَالَ ابْنُ عَوْنَ عنِ ابْنِ سِيرِينَ رُؤْيَا النُّهَارِ مِثْلُ رُؤْيَا اللَّيْلِ-

২৯৪০. অনুচ্ছেদ ৪: দিনের বেলায় স্বপ্ন দেখা। ইবন আউন (র) ইবন সীরীন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, দিনের স্বপ্ন রাতের স্বপ্নের মত

৬৪৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ اسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَىٰ أُمَّ حَرَامٍ بِنْتَ مُلْحَانَ ، وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِيتِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ ، وَجَعَلَتْ تَفْلِيْ رَأْسَهُ ، فَنَأَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ أَسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يَضْحِكُكَ يَارَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَرِضُوا عَلَىٰ غُزَاءَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَرْكَبُونَ ثَبَاجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلْوَكًا عَلَىِ الْأَسِرَةِ أَوْ مِثْلَ الْمُلْوَكِ عَلَىِ الْأَسِرَةِ شَكَ اسْحَقُ، قَالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ أَسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ ، فَقُلْتُ مَا يَضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَرِضُوا عَلَىٰ غُزَاءَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا قَالَ فِي الْأُولَى ، قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، قَالَ أَنْتِ مِنَ الْأَوْلَىْ ، فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَصَرَعَتْ عَنْ دَابِّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ -

৬৫৩০ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায়ই উম্মে হারাম বিনত মিলহান (রা)-এর ঘরে যেতেন। আর সে ছিল উবাদা ইবন সামিত (রা)-এর স্ত্রী। একদা তিনি তার কাছে এলেন। সে তাঁকে খানা খাওয়াল। তারপর তাঁর মাথার উকুন বাছতে শুরু করল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর হেসে হেসে জেগে উঠলেন। উম্মে হারাম (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন হাসলেন? তিনি বললেন : আমার উম্মতের একদল লোককে আমার কাছে পেশ করা হয়েছে। যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের সাগরের মধ্যে জাহাজের ওপর আরোহণ করে বাদশাহৰ সিংহাসনে অথবা বাদশাহদের মত তারা সিংহাসনে উপবিষ্ট। ইসহাক রাবী সন্দেহ করেছেন। উম্মে হারাম (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল। আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের দলভুক্ত করে দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য দোয়া করলেন। এরপর আবার তিনি মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর আবার হেসে হেসে জেগে উঠলেন। আমি বললাম, আপনি হাসলেন কেন হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন : আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের আমার একদল উম্মতকে আমার কাছে পেশ করা হয়েছে। পূর্বের ন্যায় এ দল সম্পর্কেও বললেন। উম্মে হারাম (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল। আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকে এ দলভুক্ত করে দেন। তিনি বললেন : তুমি প্রথম দলভুক্ত। উম্মে হারাম (রা) মু'আবিয়া ইবন সুফিয়ান (রা)-এর আমলে সামুদ্রিক জাহাজে আরোহণ করেন এবং সমুদ্র থেকে পেরিয়ে আসার সময় আপনি সাওয়ারী থেকে মাটিতে পড়ে গিয়ে মারা যান।

## ٢٩٣١ بَابُ رُؤْيَا النِّسَاءِ

### ২৯৪১. অনুচ্ছেদ : মহিলাদের স্বপ্ন

**٦٥٣١** حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْلَّيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقِيلٌ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ بَأْيَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُمْ اقْتَسَمُوا الْمُهَاجِرِينَ قُرْعَةً قَالَتْ فَطَارَ لَنَا عُثْمَانَ بْنَ مَطْعُونٍ وَأَنْزَلَنَا فِي أَبْيَاتِنَا، فَوَجَعَ وَجْهُهُ الَّذِي تُوْفِيَ فِيهِ، فَلَمَّا تُوْفِيَ غُسِّيلٌ وَكُفِّنَ فِي أَتْوَابِهِ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقْدَ أَكْرَمَكَ اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا يُدْرِيكُ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ؟ فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا هُوَ فَوَاللَّهِ لَقْدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ وَاللَّهُ أَتَى لَأْرْجُولَهُ الْخَيْرَ، وَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا يُفْعِلُ بِي، فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَا أُزَكِّي بَعْدَهُ أَحَدًا أَبَدًا -

**৬৫৩০** সাঈদ ইবন উফায়ার (র)..... খারিজা ইবন যায়িদ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, উম্মুল আলা নামী জনেকা আনসারী মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বায়আত গ্রহণ করেন। তিনি তাঁকে জানান যে, আনসারগণ লটারিয়ে মুহাজিরগণকে ভাগ করে নিয়েছিল। আমাদের ভাগে আসলেন উসমান ইবন মাযউন (রা)। আমরা তাকে আমাদের ঘরের মেহমান বানিয়ে নিলাম। এরপর তিনি এমন এক ব্যথায় আক্রান্ত হলেন যে, সে ব্যথায় তার মৃত্যু হল। মারা যাবার পর তাঁকে গোসল দেওয়া হল। তাঁর কাপড় দিয়েই তাঁকে কাফন পরানো হল। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ ﷺ এলেন। উম্মুল আলা (রা) বলেন, আমি বললাম, তোমার

ওপর আল্লাহর রহমত হোক, হে আবু সাইব! আমার সাক্ষ্য তোমার বেলায় এটাই যে আল্লাহ তোমাকে সম্মানিত করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি কি করে জানলে যে আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেছেন? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি আমার পিতা কুরবান হোক! তাহলে কাকে আল্লাহ সম্মানিত করবেন? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহর কসম! তাঁর ব্যাপার তো হল, তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে। আল্লাহর কসম! তাঁর জন্য আমি কল্যাণেরই আশাবাদী। আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর রাসূল হওয়া সত্ত্বেও জানি না, আমার সাথে কি ব্যবহার করা হবে? তখন উম্মুল আলা (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি আগামীতে কখনো কারো বিশুদ্ধতার প্রত্যয়ন করব না।

**٦٥٣٢** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِذَا ، وَقَالَ مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِهِ ، قَالَتْ وَاحْزَنَنِيْ فَنِمْتُ ، فَرَأَيْتُ لِعْنَمَانَ عَيْنَاً تَجْرِيْ ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ذَلِكَ عَمَلُهُ -

**৬৫৩২** আবুল ইয়ামান (র)..... যুহরী (র) থেকে এ হাদীসে বলা হয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি জানি না, তাঁর সাথে কি ব্যবহার করা হবে? উম্মুল আলা (রা) বললেন, আমি এতে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। তখন আমি স্বপ্নে উসমান ইব্ন মায়উন (রা)-এর জন্য প্রবহমান ঝর্ণাধারা দেখতে পেলাম। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ সম্পর্কে অবহিত করলাম। তিনি বললেন : এটা তাঁর আমল।

**২৯৪২** بَابُ الْحَلْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ فَلَيْبَصِقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلَيَسْتَعِدْ بِاللَّهِ ২৯৪২. অনুচ্ছেদ : খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। যখন কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখে তখন যেন তাঁর বাম দিকে ধু ধু নিঙ্কেপ করে এবং আল্লাহর আশ্রম চায়

**৬৫৩৩** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْيَتُّ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَفُرْسَانَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحَلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمُ الْحَلْمُ يَكْرَهُهُ فَلَيْبَصِقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلَيَسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنْهُ فَلَنْ يَضْرُهُ -

**৬৫৩৪** ইয়াহইয়া ইব্ন বুকায়র (র)..... আবু কাতাদা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, যিনি নবী ﷺ-এর সাহাবী ও অস্বারোহী যোদ্ধা ছিলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। যখন তোমাদের কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখে যা তাঁর কাছে অপছন্দনীয় মনে হয়, তখন সে যেন তাঁর বামদিকে ধু ধু ফেলে এবং এ স্বপ্ন থেকে আল্লাহর আশ্রম চায়। তাহলে এ স্বপ্ন তাঁর কোন ক্ষতি সাধন করবে না।

**২৯৪৩** بَابُ الْلَّبَنِ

২৯৪৩. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে দুধ দেখা

**٦٥٣٤** حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحٍ لِبَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى أَنِّي لَأَرِي الرَّيْ يَخْرُجُ مِنْ أَطَافِيرِيْ ، ثُمَّ أُعْطِيْتُ فَضْلِيْ عُمَرَ ، قَالُوا فَمَا أَوْلَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ الْعِلْمَ -

**٦٥٣٤** آবদান (র).....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমি একদা ঘুমিয়ে ছিলাম। আমার কাছে একটি দুধের পেয়ালা হায়ির করা হল, আমি তা থেকে তৃষ্ণি সহকারে পান করলাম। তৃষ্ণির চিহ্ন আমার নখ দিয়ে প্রকাশ পেতে লাগল। তারপর অবশিষ্টাংশ উমরকে দিলাম। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এর কি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি বললেন : ইল্ম।

### ٢٩٤٤ بَابُ إِذَا جَرَى الْبَيْنُ فِي أَطْرَافِهِ أَوْ أَطَافِيرِهِ-

২৯৪৪. অনুচ্ছেদ : যখন স্বপ্নে নিজের চতুর্দিকে বা নথে দুধ প্রবাহিত হতে দেখা যায়

**٦٥٣٥** حَدَّثَنَا عَلَىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ ابْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحٍ لِبَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى أَنِّي لَأَرِي الرَّيْ يَخْرُجُ مِنْ أَطْرَافِيْ فَأَعْطِيْتُ فَضْلِيْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ فَمَا أَوْلَتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ الْعِلْمَ -

**٦٥٣৫** আলী ইবন আবদুল্লাহ (র).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ একদা আমি ঘুমিয়েছিলাম। আমার কাছে দুধের একটি পেয়ালা পেশ করা হল। আমি তৃষ্ণি সহকারে তা থেকে পান করলাম। এমনকি তৃষ্ণির চিহ্ন আমার চতুর্দিক দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল। অতঃপর অবশিষ্টাংশ উমর ইবন খাতাবকে প্রদান করলাম। তাঁর আশেপাশের লোকজন জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এর কি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন : ইল্ম।

### ٢٩٤٥ بَابُ الْقَمِيصِ فِي الْمَنَامِ

২৯৪৫. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে জামা দেখা

**٦٥٣٦** حَدَّثَنَا عَلَىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ ابْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِينَ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا

مَا يَبْلُغُ التَّدْيَى، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، وَمَرَّ عَلَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجْرُهُ قَالُوا مَا أَوْلَتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ الدِّينَ-

**৬৫৩৬** আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র)..... আবু সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি একদা ঘুমিয়েছিলাম। একদল লোককে স্বপ্নে দেখলাম, তাদেরকে আমার কাছে আনা হচ্ছে। আর তারা ছিল জামা পরিহিত। কারো কারো জামা স্তন পর্যন্ত, আর কারো কারো তার নিচ পর্যন্ত। উমর ইব্ন খাতাব আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করল। তার গায়ে যে জামা ছিল তা মাটিতে হেঁচড়ে চলছিল। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বললেন : দীন।

## ۲۹۴۶ بَابُ جَرِ الْقَمِيصِ فِي الْمَنَامِ

২৯৪৬ অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে জামা হেঁচড়িয়ে চলা

**৬০২৭** حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْلَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الدُّخْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بَيْنَ أَنَّ نَائِمًا رَأَيْتُ النَّاسَ مُرْضِوْا عَلَىٰ وَعَلَيْهِمْ قُمْصٌ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ التَّدْيَى وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَىٰ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجْرُهُ قَالُوا فَمَا أَوْلَتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ الدِّينَ-

**৬৫৩৭** সাঈদ ইব্ন উফায়র (র)..... আবু সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন : আমি একদা নিদ্রিত ছিলাম। আমি দেখলাম, আমার কাছে একদল লোক পেশ করা হল, আর তারা ছিল জামা পরিহিত। কারো কারো জামা স্তন পর্যন্ত। আর কারো কারো এর নিচ পর্যন্ত। আর উমর ইব্ন খাতাবকে এমতাবস্থায় আমার কাছে পেশ করা হলো যে, সে তার গায়ের জামা হেঁচড়িয়ে চলছে। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এর কি ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি বললেন : দীন।

## ۲۹۴۷ بَابُ الْخُضْرَ فِي الْمَنَامِ وَالرَّوْضَةِ الْخَضْرَاءِ

২৯৪৭. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে সবুজ রং ও সবুজ বাগিচা দেখা

**৬০২৮** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمَيْ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَةَ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ قَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادَ كُنْتُ فِي حَلْقَةِ فِيهَا سَعْدٌ بْنُ مَالِكٍ وَأَبْنُ عُمَرَ فَمَرَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ فَقَالُوا هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَقُلْتُ لَهُ أَنَّهُمْ قَالُوا كَذَّا وَكَذَّا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ إِنَّمَا رَأَيْتُ كَانَمَا عَمُودٌ وُضِعَ فِي رَوْضَةِ خَضْرَاءَ فَنُصِّبَ فِيهَا وَفِي رَأْسِهَا عُرْوَةَ

وَفِي أَسْفَلِهَا مَنْصَفٌ، وَالْمَنْصَفُ الْوَصِيفُ، فَقَبْلَ أَرْقَهُ فَرَقِيتُ حَتَّى أَخْذَتُ بِالْعُرُوةِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمُوتُ عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ أَخْدُ بِالْعُرُوةِ الْوُتْقِيِّ -

**৬৫৩৮** আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আল জুফী (র)..... কায়স ইবন উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক মজলিসে ছিলাম। যেখানে সাদ ইবন মালিক (রা) এবং ইবন উমর (রা)-ও ছিলেন। এ সময় আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) ঐ পথ দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। লোকেরা বলল, ঐ লোকটি জান্নাতবাসীদের একজন। আমি তাঁকে বললাম, লোকেরা একপ একপ বলছে। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! তাদের জন্য শোভা পায় না যে, তারা এমন বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করবে, যে বিষয় সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই। আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম, যেন একটা স্তুতি একটি সবুজ বাগিচায় রাখা হয়েছে এবং সেটা যেখায় স্থাপন করা হয়েছে তার শিরোভাগে একটি রশি ছিল। আর নিচের দিকে ছিল একজন খাদেম। ‘মিনসাফ’ অর্থ খাদেম। বলা হল, এ স্তুতি বেয়ে উপরে আরোহণ কর। আমি উপরের দিকে আরোহণ করতে করতে রশিটি ধরে ফেললাম। এরপর এ স্পন্দন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বর্ণনা করেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন : আবদুল্লাহ মযবৃত্ত রশি ধারণকারী অবস্থায় মারা যাবে।

## ٢٩٤٨ بَابُ كَشْفِ الْمَرَأَةِ فِي الْمَنَامِ

২৯৪৮. অনুচ্ছেদ ৪ : স্বপ্নে মহিলার নিকাব উন্মোচন

**৬৫৩৯** حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَمَّةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرِيْتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرْتَيْنِ إِذَا رَجَلٌ فِي سَرَقَةِ حَرِيرٍ فَيَقُولُ هُذِهِ اِمْرَأَتُكَ فَأَكْشِفُهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَاقُولُ إِنْ يَكُنْ هُذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِيهِ

**৬৫৪০** উবায়দ ইবন ইসমাইল (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাকে আমায় দু'বার স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। আমি দেখলাম, এক ব্যক্তি তোমাকে রেশমী এক টুকরা কাপড়ে জড়িয়ে বহন করে নিয়ে আসছে এবং বলছে ইনি আপনার স্ত্রী। আমি তার নিকাব উন্মোচন করে দেখতে পাই যে ঐ মহিলাটি তুমিই এবং আমি বলছি, যদি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তা হলে তিনি তা বাস্তবায়িত করবেন।

## ٢٩٤٩ بَابُ الْحَرِيرِ فِي الْمَنَامِ

২৯৪৯. অনুচ্ছেদ ৪ : স্বপ্নে রেশমী কাপড় দেখা

**৬৫৪**. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرِيْتُكِ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوْجَكِ مَرْتَيْنِ رَأَيْتُ الْمَلَكَ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةِ مِنْ حَرِيرٍ فَقُلْتُ لَهُ أَكْشِفْ فَإِذَا كَشَفَ فَإِذَا هُوَ أَنْتِ فَقُلْتُ إِنْ يَكُنْ هُذَا مِنْ عِنْدِ

اللَّهُ يُمْضِيهِ، ثُمَّ أُرِيْتُكَ يَحْمِلُكَ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَقُلْتُ اكْشِفْ فَكَشَفَ فَإِذَا هِيَ أَنْتَ فَقُلْتُ إِنْ يَكُونُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِيهِ-

**৬৫৪০** মুহাম্মদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাকে (আয়েশাকে) শাদী করার পূর্বেই দু'বার আমাকে দেখানো হয়েছে। আমি দেখেছি, একজন ফেরেশতা তোমাকে রেশমী এক টুকুরা কাপড়ে জড়িয়ে বহন করে নিয়ে আসছে। আমি বললাম, আপনি নিকাব উন্মোচন করুন। যখন সে নিকাব উন্মোচন করল তখন আমি দেখতে পেলাম যে, উক্ত মহিলা তুমিই। আমি তখন বললাম, এটা যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তাহলে তিনি তা বাস্তবায়িত করবেন। এরপর আবার আমাকে দেখানো হল যে, ফেরেশতা তোমাকে রেশমী এক টুকুরা কাপড়ে জড়িয়ে বহন করে নিয়ে আসছে। আমি বললাম, আপনি (তার নিকাব) উন্মোচন করুন। সে তা উন্মোচন করলে আমি দেখতে পাই যে, উক্ত মহিলা তুমিই। তখন আমি বললাম : এটা যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তাহলে তিনি তা বাস্তবায়িত করবেন।

## ٢٩٥. بَابُ الْمَفَاتِيحِ فِي الْيَدِ

২৯৫০. অনুচ্ছেদ ৪ : স্বপ্নে হাতে চাবি দেখা

**৬৫১** حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَقِيلٌ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلْمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِبْتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعْتُ فِي يَدِيْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَبَلَغَنِيْ أَنَّ جَوَامِعَ الْكَلْمِ إِنَّ اللَّهَ يَجْمِعُ الْأُمُورَ الْكَثِيرَةَ الَّتِيْ كَانَتْ تُكْتَبُ فِي الْكُتُبِ قَبْلَهُ فِي الْأَمْرِ الْوَاحِدِ وَالْأَمْرَيْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ-

**৬৫১** সাঈদ ইবন উফায়র (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আমাকে সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ অর্থবহ বাণী সহকারে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ভীতি উদ্বেককারী প্রভাব দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। একদা আমি ঘুমিয়েছিলাম। আমার কাছে ভৃ-পৃষ্ঠের ভাগ্নারসমূহের চাবি পেশ করে আমার সামনে রাখা হল। (আবু আবদুল্লাহ) মুহাম্মদ বুখারী (র) বলেন, আমার কাছে এ কথা পৌছেছে যে, 'সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ অর্থবহ বাণী'-এর অর্থ হল, আল্লাহর অনেক বিষয় যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে লেখা হত — একটি অথবা দু'টি বিষয়ে সন্ধিবেশিত করে দেন। অথবা এর অর্থ অনুরূপ কিছু।

## ٢٩٥١. بَابُ التَّعْلِيقِ بِالْعُرْوَةِ وَالْحَلَقَةِ

২৯৫১. অনুচ্ছেদ ৪ : স্বপ্নে হাতল অথবা আংটায় ঝুলা

**٦٤٢** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَزْهَرٌ عَنْ ابْنِ عَوْنِي حَدَّثَنِي خَلِيفَةً  
قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِي عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ عَبَادٍ عَنْ عَبْدِ  
اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ رَأَيْتُ كَانَى فِي رَوْضَةِ وَسَطَ الرَّوْضَةِ عَمُودًا فِي أَعْلَى الْعَمُودِ عُرُوفَةً  
فَقِيلَ لِي أَرْقَهُ، قُلْتُ لَا أَسْتَطِيعُ، فَاتَّانَى وَصِيفٌ فَرَفَعَ شِيَابِي فَرَقِيتُ فَاسْتَمْسَكْتُ  
بِالْعُرُوفَةِ فَانْتَبَهْتُ وَأَنَا مُسْتَمْسِكٌ بِهَا، فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ تَلْكَ  
الرَّوْضَةُ رَوْضَةُ الْإِسْلَامِ، وَذَلِكَ الْعُمُودُ عَمُودُ الْإِسْلَامِ، وَتِلْكَ الْعُرُوفَةُ عُرُوفَةُ الْوُئْقِيِّ  
لَا تَرَالْ مُسْتَمْسِكًا بِالْإِسْلَامِ حَتَّى تَمُوتَ -

**٦٤٢** آবادুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ও খলীফা (র)..... আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি  
বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম যেন আমি একটি বাগিচায় আছি। বাগিচার মাঝখানে একটি স্তুতি। স্তুতের  
শিরোভাগে একটি হাতল। তখন আমাকে বলা হল, উপরের দিকে উঠ। আমি বললাম, পারছি না। তখন  
আমার কাছে একজন খাদেম আসল এবং আমার কাপড় গুঁটিয়ে দিল। আমি উপরের দিকে উঠতে উঠতে  
হাতলটি ধরে ফেললাম। হাতলটি ধরে থাকা অবস্থায় আমি জেগে গেলাম। অতঃপর এ স্বপ্ন নবী ﷺ-এর  
কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন : ঐ বাগিচা ইসলামের বাগিচা, ঐ স্তুতি ইসলামের স্তুতি, আর ঐ হাতল হল  
মযবুত হাতল। তুমি মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামকে শক্ত করে ধরে থাকবে।

## ٢٩٥٢ بَابُ عَمُودِ الْفُسْطَاطِ تَحْتَ وَسَادَتِهِ

২৯৫২. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে নিজ বালিশের নিচে তাঁবুর খুঁটি দেখা

## ٢٩٥٣ بَابُ الْإِسْتَبْرَقُ وَدُخُولِ الْجَنَّةِ فِي الْمَنَامِ

২৯৫৩. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে মোটা রেশমী কাপড় দেখা ও জালাতে প্রবেশ করতে দেখা

**٦٤٣** حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ  
رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَانَ فِي يَدِي سَرَقَةٌ مِنْ حَرِيرٍ لَا أَهْوَى بِهَا إِلَى مَكَانٍ فِي الْجَنَّةِ الْأَ  
طَارَاتِ بِي إِلَيْهِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ، فَقَصَصْتُهَا حَفْصَةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ  
أَخَاكِ رَجُلٌ صَالِحٌ أَوْ قَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ -

**৬৫৪৩** মুআল্লা ইবন আসাদ (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখতে  
পাই, আমার হাতে যেন রেশমী এক টুকরা কাপড়। জালাতের যে স্থানেই তা আমি নিক্ষেপ করি তা আমাকে  
সে স্থানে উড়িয়ে নিয়ে যায়। এ স্বপ্ন আমি হাফসা (রা)-এর নিকট বর্ণনা করলাম। আর হাফসা (রা) তা নবী  
ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করলেন। তখন তিনি বললেন : তোমার ভাই একজন সৎকর্মপ্রায়ণ ব্যক্তি। অথবা  
বললেন : আবদুল্লাহ তো একজন সৎকর্মপ্রায়ণ ব্যক্তি।

## ٢٩٥٤ بَابُ الْقَيْدِ فِي الْمَنَامِ

২৯৫৪ অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে বঙ্গন দেখা

**٦٥٤٤** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَبَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ عَوْفًا قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكُنْ تَكْذِيبُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزءٌ مِّنْ سَتَّةِ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِّنَ النُّبُوَّةِ وَمَا كَانَ مِنَ النُّبُوَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَكْذِيبُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَآتَنَا أَقْوْلُ هَذِهِ قَالَ وَكَانَ يُقَالُ الرُّؤْيَا ثَلَاثُ حَدِيثُ النَّفْسِ وَتَخْوِيفُ الشَّيْطَانِ وَبُشْرَى مِنَ اللَّهِ فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يُكْرَهُهُ فَلَا يَقْصُهُ عَلَى أَحَدٍ وَلَيَقُمْ فَلِيُصَلِّ قَالَ وَكَانَ يُكْرَهُ الْغُلُّ فِي النَّوْمِ وَكَانَ يُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ ، وَيُقَالُ الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ وَرَوَاهُ قَتَادَةُ وَيُونُسُ وَهِشَامُ وَأَبُو هَلَالٍ عَنْ أَبْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَدْرَجَهُ بَعْضُهُمْ كُلَّهُ فِي الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ عَوْفٍ أَبْيَنَ وَقَالَ يُوتَسْ لَا أَحْسِبُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْقَيْدِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَا تَكُونُ الْأَغْلَالُ إِلَّا فِي الْأَعْنَاقِ -

**৬৫৪৮** আবদুল্লাহ ইবন সাবাহ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে যাবে তখন মুম্বিনের স্বপ্ন খুব কমই অবাস্তবায়িত থাকবে। আর মুম্বিনের স্বপ্ন নবুয়তের ছেচলিশ ভাগের এক ভাগ। আর নবুয়তের কোন কিছুই অবাস্তব হতে পারে না। রাবী মুহাম্মদ (র) বলেন, আমি এরূপ বলছি। তিনি বলেন, এ কথা বলা হয়ে থাকে যে, স্বপ্ন তিন প্রকার, মনের কল্পনা, শয়তানের পক্ষ হতে ভীতি প্রদর্শন এবং আল্লাহর তরফ হতে সুসংবাদ। তাই যদি কেউ অপছন্দনীয় কিছু দেখে তবে সে যেন তা কারো কাছে বর্ণনা না করে। বরং উঠে যেন (নফল) সালাত আদায় করে নেয়। রাবী বলেন, স্বপ্নে শৃঙ্খল দেখা অপছন্দনীয় মনে করা হত এবং পায়ে বেড়ি দেখাকে তারা পছন্দ করতেন। বলা হত, পায়ে বেড়ি দেখার ব্যাখ্যা হলো দীনের ওপর অবিচল থাকা। কাতাদা, ইউনুস, হিশাম ও আবু হিলাল (র) — আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত হাদীসকে বর্ণনা করেছেন। আর কেউ কেউ এসবকে হাদীসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (পক্ষান্তরে) আউদের বর্ণনা কৃত হাদীস সুম্পষ্ট। ইউনুস (র) বলেছেন, আমি বঙ্গনের ব্যাখ্যাকে নবী ﷺ-এর পক্ষ থেকেই মনে করি। আবু আবদুল্লাহ [ইমাম বুখারী (র)] বলেন, শৃঙ্খল গলদেশেই বাঁধা হয়।

## ٢٩٥٥ بَابُ الْعَيْنِ الْجَارِيَةِ فِي الْمَنَامِ

২৯৫৫. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে প্রবাহিত ঝর্ণা দেখা

**٦٥٤٥** حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ وَهِيَ امْرَأَةٌ مِّنْ نِسَائِهِمْ بَأْيَعَتْ رَسُولُ اللَّهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَتْ طَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ فِي السُّكْنَى حَيْثُ اقْتَرَعَتِ الْأَنْصَارُ عَلَى سُكْنَى الْمُهَاجِرِينَ فَأَشْتَكَى فَمَرَضَتِهِ حَتَّى تُوفَىَ ثُمَّ جَعَلَتِهِ فِي أَثْوَابِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَ اللَّهُ قَالَ وَمَا يُدْرِيكُ ؟ قُلْتُ لَا أَدْرِي وَاللَّهُ، قَالَ أَمَا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ، إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ مِنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ مَا أَدْرِي وَآتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا يُكَمِّلُ قَالَتْ أُمُّ الْعَلَاءِ فَوَاللَّهِ لَا أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ قَالَتْ وَرَأَيْتُ لِعْنَمَانَ فِي النَّوْمِ عَيْنَاهَا تَجْرِي فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ذَلِكَ عَمَلُهُ يَجْرِي لَهُ

**৬৫৪৫** আবদান (র) ..... তাদেরই এক মহিলা উম্মুল আলা (রা), যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে বায়'আত করেছিলেন — থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মুহাজিরদের বাসস্থান নিরপেক্ষের জন্য আনসারগণ লটারী দিলেন, তখন আমাদের ঘরে বসবাসের জন্য উসমান ইব্ন মাযউন (রা) আমাদের ভাগে পড়েন। তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে আমরা তাঁর সেবা-শুশ্রষা করি। অবশেষে তিনি মারা যান। এরপর আমরা তাকে তার কাপড় দিয়েই কাফন পরিয়ে দেই। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ঘরে আসলেন। তখন আমি বললাম, হে আবু সাইব! তোমার ওপর আল্লাহর রহমত হোক। তোমার বেলায় আমার সাক্ষ এই যে, আল্লাহ তোমাকে সখানিত করেছেন। তিনি বললেন : তুমি তা কি করে জানলে? আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি জানি না। তিনি বললেন : তার তো মৃত্যু হয়ে গেছে, আমি তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণেরই আশাবাদী। আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর রাসূল হওয়া সত্ত্বেও জানি না যে, আমার সাথে এবং তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে? উম্মুল আলা (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি আর কখনও কারো শুন্ধিচিন্তা প্রত্যয়ন করব না। উম্মুল আলা (রা) বলেন, আমি স্বপ্নে উসমান (রা)-এর জন্য প্রবহমান ঝর্ণা দেখেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে তা বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন : এটা তাঁর 'আমল' তার জন্য জারি থাকবে।

**৬৯৫৬** بَابُ نَزْعِ الْمَاءِ مِنَ الْبَيْرِ حَتَّىٰ يَرْوَى النَّاسُ، رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -

২৯৫৬ অনুচ্ছেদ : স্বপ্নযোগে কৃপ থেকে এমনভাবে পানি তুলতে দেখা যে লোকদের তৃষ্ণা নির্বারিত হয়ে যায়। নবী ﷺ থেকে এ সম্পর্কীয় হাদীস আবু ছরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন

**৬০৪৬** حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَحْرُ بْنُ جُوَيْرَيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ أَبْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بَيْنَا أَنَا عَلَى بِئْرٍ نَزَعْ مِنْهَا إِذْ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ الدَّلْوَ، فَنَزَعَ ذَنْبُواً أَوْ ذَنْبَيْنَ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا أَبْنُ الْخَطَابِ مِنْ يَدِ

أَبِي بَكْرٍ فَاسْتَحَالَتْ فِي يَدِهِ غَرْبًا فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسَ بِعِطْنٍ-

**৬৫৪৬** ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম ইবন কাসীর (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসুলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বলেছেন ৪ একদা (আমি স্বপ্নে দেখলাম) আমি একটি কৃপের পাশে বসে কৃপ থেকে পানি উত্তোলন করছি। ইত্যবসরে আমার কাছে আবৃ বকর ও উমর আসল। আবৃ বকর বালতিটি হাতে নিয়ে এক বা দু'বালতি পানি উঠাল। আর তার উত্তোলনে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করুন। এরপর আবৃ বকরের হাত থেকে উমর তা গ্রহণ করল। তার হাতে বালতিটি বেশ বড় হয়ে গেল। আমি কোন শক্তিশালী ব্যক্তিকে উমরের ন্যায় এতটা ঝানু কর্মসূচি দেখিনি। ফলে লোকেরা তাদের পরিত্তও উটগুলো নিয়ে বাসস্থানে পৌছে গেল।

### ۲۹۵۷ بَابُ نَزْعِ الذُّنُوبِ وَالذُّنُوبَيْنِ مِنَ الْبَثْرِ بِضَعْفٍ

২৯৫৭. অনুচ্ছেদ ৪ স্বপ্নে দুর্বলতার সাথে কৃপ থেকে এক বা দু'বালতি পানি তুলতে দেখা

**৬৫৪৭** حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَهِيرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رُؤْيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوا فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنْبُوْبَا أَوْ ذَنْبَوْبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ قَامَ أَبْنُ الْخَطَابِ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَمَا رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسَ بِعِطْنٍ-

**৬৫৪৭** আহমাদ ইবন ইউনুস (র) ..... সালিমের পিতা [আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)] থেকে বর্ণিত। তিনি আবৃ বকর ও উমর (রা) সম্পর্কে নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-এর স্বপ্ন বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বলেছেন : আমি লোকদেরকে সমবেত হতে দেখলাম। তখন আবৃ বকর দাঁড়িয়ে এক বা দু'বালতি পানি উত্তোলন করল। আর তার উত্তোলনে কিছু দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করুন। এরপর ইবনুল খাতাব দাঁড়াল। আর তার হাতে বালতিটি বেশ বড় হয়ে গেল। আমি লোকদের মধ্যে উমরের ন্যায় এতটা ঝানু কর্মসূচি কাউকে দেখিনি। ফলে লোকেরা তাদের পরিত্তও উটগুলি নিয়ে বাসস্থানে পৌছে গেল।

**৬৫৪৮** حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْيَتُّ حَدَّثَنِي عَقِيلٌ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ وَعَلَيْهَا دَلْوٌ فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَلَشَاءَ اللَّهِ، ثُمَّ أَخَذَهَا أَبْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ مِنْهَا ذَنْبُوْبَا أَوْ ذَنْبَوْبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَأَخَذَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزَعَ نَزْعَ بْنَ الْخَطَابِ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسَ بِعِطْنٍ-

**৬৫৪৮** সাঈদ ইবন উফায়র (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একদা আমি নিদ্রায় ছিলাম। দেখলাম, আমি একটি কৃপের পাশে রয়েছি। আর এর নিকট একটি বালতি রয়েছে। আমি কৃপ থেকে পানি উত্তোলন করলাম — যতখানি আল্লাহর ইচ্ছা ছিল। এরপর বালতিটি ইবন আবু কুহাফা গ্রহণ করেন। তিনি কৃপ থেকে এক বা দু'বালতি পানি উত্তোলন করেন। তার উত্তোলনে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন। তারপর বালতিটি বেশ বড় হয়ে গেল। তখন তা উমর ইবনুল খাতাব গ্রহণ করল। আমি কোন শক্তিশালী ব্যক্তিকে উমরের ন্যায় পানি উত্তোলন করতে দেখিনি। অবশেষে লোকেরা তাদের পরিত্ত উটগুলো নিয়ে বাসস্থানে পৌছে গেল।

## ٢٩٥٨ بَابُ الْإِسْتِرَاحَةِ فِي الْمَنَامِ

২৯৫৮. অনুচ্ছেদ ৪ : স্বপ্নে বিশ্রাম করতে দেখা

**٦٥٤٩** حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزْقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ أَتَهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ إِنِّي عَلَى حَوْضٍ أَسْقِي النَّاسَ فَأَتَانِي أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ الدَّلْوَ مِنْ يَدِي لِيُرِيْحَنِي فَنَزَعَ بَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ فَأَتَى ابْنُ الْخَطَابِ فَأَخَذَ مِنْهُ فَلَمْ يَزُلْ يَنْزَعُ حَتَّى شَوَّلَ النَّاسُ وَالْحَوْضُ يَتَفَجَّرُ -

**৬৫৪৯** ইসহাক ইবন ইবরাইম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি একদা নিদ্রায় ছিলাম। দেখলাম, আমি একটি হাউয়ের কাছ থেকে লোকদেরকে পানি পান করাচ্ছি। তখন আমার কাছে আবু বকর আসল। আমাকে বিশ্রাম দেওয়ার নিমিত্ত আমার হাত থেকে সে বালতিটি নিয়ে গেল এবং দু'বালতি পানি উঠাল। আর তার উত্তোলনে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন। এরপর ইবনুল খাতাব এসে তার কাছ থেকে তা নিয়ে নিল এবং পানি উত্তোলন করতে থাকল। অবশেষে লোকেরা (পরিত্ত হয়ে) ফিরে গেল, অথচ হাউয়ের পানি প্রবাহিত হচ্ছিল।

## ٢٩٥٩ بَابُ الْقَصْرِ فِي الْمَنَامِ

২৯৫৯. অনুচ্ছেদ ৪ : স্বপ্নে প্রাসাদ দেখা

**٦٥٥.** حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْلَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَقِيلٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي بْنُ الْمُسَيْبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَنَوَّضًا إِلَيَّ جَانِبٍ قَصْرٍ، قُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوا لِعُمَرَ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَيْتُ مُدْبِرًا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَبَكَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ ثُمَّ قَالَ أَعْلَمُ بِأَبِي أَنْتَ وَأَمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغَارُ -

**৬৫৫০** সাঈদ ইব্ন উফায়র (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন : আমি এক সময় ঘুমিয়ে ছিলাম। আমি আমাকে জান্নাতে দেখতে পেলাম। একজন মহিলা একটি প্রাসাদের পাশে ওয়ে করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই প্রাসাদটি কার? তারা বলল, উমরের। তখন তার আত্মর্যাদাবোধের কথা শ্মরণ করলাম। তাই আমি ফিরে এলাম। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এ কথা শুনে উমর ইবনুল খাতুব (রা) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার ওপর ফুরবান হোক! হে আল্লাহর রাসূল (আপনার উপরেও কি) আমি আত্মর্যাদাবোধ প্রদর্শন করব?

**৬০১** حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَخَلَتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَمَا مَنَعَنِي أَنْ أَدْخُلَهُ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِلَّا مَا أَعْلَمُ مِنْ غَيْرِ تِكَّ قَالَ وَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ -

**৬৫৫১** আমর ইব্ন আলী (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বলেছেন : আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম। আমি আমাকে একটা স্বর্ণের প্রাসাদের নিকট দেখতে পেলাম। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কার? তারা বলল, কুরাইশের জনৈক ব্যক্তির। হে ইবনুল খাতুব! এ প্রাসাদে চুক্তে আমাকে কিছুই বাধা দিচ্ছিল না। কেবল তোমার আত্মর্যাদাবোধ, যা আমার জানা ছিল। উমর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপরেও কি আমি আত্মর্যাদাবোধ প্রদর্শন করব?

## ٢٩٦. بَابُ الْوَضُوءِ فِي الْمَنَامِ

২৯৬০. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে ওয়ে করতে দেখা

**৬০০২** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَاضَّأَ إِلَيْيَّ جَانِبَ قَصْرٍ، فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ، قَالُوا لِعُمَرَ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَيْتُ مُدْبِرًا فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ عَلَيْكَ بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغَارُ -

**৬৫৫২** ইয়াহুইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন : আমি একদা ঘুমিয়ে ছিলাম। আমি আমাকে জান্নাতে দেখতে পেলাম এবং (দেখতে পেলাম) যে একজন মহিলা একটি প্রাসাদের পাশে ওয়ে করছে। আমি বললাম : এ প্রাসাদটি কার? তারা বলল, উমরের। তখন তার আত্মর্যাদাবোধের কথা শ্মরণ করে আমি ফিরে এলাম। তা শুনে উমর (রা) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার ওপর কুরবান হোক। হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপরেও কি আমি আত্মর্যাদাবোধ দেখাব?

## ٢٩٤١ بَابُ الطَّوَافِ بِإِلْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ

২৯৬১. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে কা'বা গৃহ তাওয়াফ করা

**٦٥٣** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعِيبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أَطْوَفُ بِالْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلٌ أَدْمُ سَبَطُ الشَّعْرِ بَيْنَ رَجْلَيْنِ يَنْطُفُ رَأْسَهُ مَاءً ، فَقُلْتُ مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا ابْنُ مَرِيمَ ، فَذَهَبْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا رَجُلًا حَمْرَ جَسِيمٍ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنِيِّ كَانَ عَيْنَهُ عِنْبَةً طَافِيَّةً ، قُلْتُ مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا هَذَا الدَّجَالُ أَفْرَبَ النَّاسَ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ وَابْنُ رَجْلٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةَ -

**٦٥٤** آবুল ইয়ামান (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বলেছেন : আমি একদা নিদ্রায় ছিলাম। তখন আমি আমাকে কা'বা গৃহ তাওয়াফ রত অবস্থায় দেখতে পেলাম। এমন সময় সোজা চুল বিশিষ্ট একজন পুরুষকে দু'জন পুরুষের মাঝখানে দেখলাম, যার মাথা থেকে পানি ঝরে পড়ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে? তারা বলল, ইবন মারিয়াম। এরপর আমি ফিরে আসতে লাগলাম। এ সময় একজন লাল বর্ণের মোটাসোটা, কোঁকড়ান চুল বিশিষ্ট, ডানচোখ কানা ব্যক্তিকে দেখলাম। তার চোখটি যেন ভাসমান আঙুর। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ ব্যক্তি কে? তারা বলল, এ হচ্ছে দাজ্জাল। তার সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তি হল ইবন কাতান। আর ইবন কাতান হল বনূ মুস্তালিক গোত্রের খুয়াআ বংশের একজন লোক।

## ٢٩٦٢ بَابُ إِذَا أَعْطَى فَضْلَهُ غَيْرَهُ فِي النَّوْمِ

২৯৬২. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে নিজের অবশিষ্ট পানীয় থেকে অন্যকে দেওয়া

**٦٥٥** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْيَتْمُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحٍ لِبَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى لَرَى الرِّيَّ يَجْرِي ، ثُمَّ أَعْطَيْتُ عُمَرَ ، قَالُوا فَمَا أَوْلَهُ يَارَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ الْعِلْمُ -

**٦٥٥** ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-কে বলতে শুনেছি যে, আমি একদা ঘুমিয়ে ছিলাম। আমি দেখলাম, দুধের একটা পেয়ালা আমাকে দেওয়া হল। তা থেকে আমি (এত বেশি) পান করলাম যে, আমাতে তৃণির চিহ্ন প্রবাহিত হচ্ছিল। অতঃপর (অবশিষ্টাংশ) উমরকে দিলাম। সাহাবাগণ বললেন, এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা কি প্রদান করলেন হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন : ইল্ম।

## ٢٩٦٣ بَابُ الْأَمْنِ وَذَهَابِ الرَّوْعِ فِي الْمَنَامِ

২৯৬৩. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে নিরাপদ মনে করা ও ভীতি দূর হতে দেখা

**٦٥٥٥** حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ غَمَرَ قَالَ إِنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى كَانُوا يَرَوْنَ الرُّؤْيَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى فَيَقُصُّونَهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى فَيَقُولُ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى مَا شَاءَ اللَّهُ وَآتَا غُلَامًا حَدِيثُ السِّنِّ وَبَيْتِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَوْ كَانَ فِيهَا خَيْرٌ لَرَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَرَى هُوَلَاءَ، فَلَمَّا أَضْطَجَعْتُ لَيْلَةً قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ فِي خَيْرٍ فَارْبِنِي رُؤْيَا، فَبَيْنَمَا آتَاهُ كَذَلِكَ أَذْ جَاءَنِي مَلَكًا فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَقْمَعَةً مِنْ حَدِيدٍ يُقْبَلَانِ بِي وَآتَاهُمَا أَدْعُوَ اللَّهَ أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهَنَّمَ ثُمَّ أَرَانِي لَقِينِي مَلَكٌ فِي يَدِهِ مَقْمَعَةً مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ لَنْ تُرَا عَنْ نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ لَوْ تُكْثِرُ الصَّلَاةَ فَانْتَلَقُوا بِي حَتَّى وَقَفُونِي بِجَهَنَّمَ مَطْوِيَّ كَطَى الْبَيْرِ لَهُ قُرُونٌ كَقِرْنِ الْبَيْرِ بَيْنَ كُلِّ قَرْنَيْنِ مَلَكٌ بِيَدِهِ مَقْمَعَةً مِنْ حَدِيدٍ وَأَرَى فِيهَا رِجَالًا مُعَلَّقِينَ بِالسَّلَاسِلِ رُؤُسُهُمْ أَسْفَلُهُمْ عَرَفْتُ فِيهَا رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ فَانْصَرَفُوا بِي عَنْ ذَاتِ الْيَمِينِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَصْتَهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ فَقَالَ نَافِعٌ لَمْ يَزَلْ بَعْدَ ذَلِكَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ -

**٦٥٥٥** উবায়দুল্লাহ্ ইবন সাইদ (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ এর বেশ কজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ এর মুগে স্বপ্ন দেখতেন। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ্ এর কাছে তা বর্ণনা করতেন। আর রাসূলুল্লাহ্ এর ব্যাখ্যা দিতেন যা আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন। আমি তখন অল্প বয়স্ক যুবক। আর বিয়ের আগে মসজিদই ছিল আমার ঘর। আমি মনে মনে নিজেকে সঙ্গে করে বললাম, যদি তোমার মধ্যে কোন কল্যাণ থাকত তাহলে তুমি তাদের ন্যায় স্বপ্ন দেখতে। আমি এক রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বললাম, হে আল্লাহ্! আপনি যদি জানেন যে, আমার মধ্যে কোন কল্যাণ নিহিত আছে তাহলে আমাকে কোন একটি স্বপ্ন দেখান। আমি ঐ অবস্থায়ই (ঘুমিয়ে) রইলাম। দেখলাম আমার কাছে দু'জন ফেরেশ্তা এসেছেন। তাদের প্রত্যেকের হাতেই লোহার একটি করে হাতুড়ি। তারা আমাকে নিয়ে (জাহানামের দিকে) অগ্নির হচ্ছেন। আর আমি তাদের উভয়ের মাঝখানে থেকে আল্লাহ্ র কাছে দোয়া করছি, হে আল্লাহ্! আমি জাহানাম থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এরপর আমাকে দেখান হল যে, একজন ফেরেশ্তা আমার কাছে এসেছেন। তাঁর হাতে লোহার একটি হাতুড়ি। সে আমাকে বলল, তোমার

অবশ্যই কোন ভয় নেই। তুমি খুবই ভাল লোক, যদি বেশি করে সালাত আদায় করতে। তারা আমাকে নিয়ে চলল, অবশ্যে তারা আমাকে জাহানামের (তীরে এনে) দাঁড় করাল, (যা দেখতে) কৃপের ন্যায় গোলাকার। আর কৃপের ন্যায় এরও রয়েছে অনেক শিং। আর দু'শিং-এর মাঝখানে একজন ফেরেশ্তা, যার হাতে লোহার একটি হাতুড়ি। আর আমি এতে কিছু লোককে (জাহানামে) শিকল পরিহিত দেখলাম। তাদের মাথা ছিল নিচের দিকে। কুরাইশের কতক ব্যক্তিকে তথায় আমি চিনে ফেললাম। অতঃপর তারা আমাকে ডানদিকে নিয়ে ফিরল। এ ঘটনা (স্বপ্ন) আমি হাফসা (রা)-এর নিকট বর্ণনা করলাম। আর হাফসা (রা) তা রাসূলুল্লাহ -এর নিকট বর্ণনা করলেন : তখন রাসূলুল্লাহ -এর বললেন : আবদুল্লাহ তো সৎকর্মপরায়ণ লোক। নাফি' (র) বলেন, এরপর থেকে তিনি সর্বদা বেশি করে (নফল) সালাত আদায় করতেন।

## ٢٩٦٤ بَابُ الْأَخْذِ عَلَى الْيَمِينِ فِي النَّوْمِ

২৯৬৪. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে ডান দিক ধরণ করতে দেখা

٦٥٥٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا شَابًا عَزِيزًا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَكُنْتُ أَبِيَّتُ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ مِنْ رَأْيِ مَنَامًا قَصَّهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَلْتُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ لِي عِنْدَكَ خَيْرٌ فَارْبِنِي مَنَامًا يُعْبَرُهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَمَتْ فَرَأَيْتُ مَلَكِينَ أَتِيَانِي فَانْطَلَقَا بِي فَلَقِيْهِمَا مَلَكُ أَخْرُ فَقَالَ لِي لَنْ تَرَعَ أَنْكَ رَجُلٌ صَالِحٌ فَانْطَلَقَا بِي إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةً كَطَى الْبَيْرُ وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُ بَعْضَهُمْ فَأَخَذَهَا بِي ذَاتِ الْيَمِينِ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ ذَكْرَتُ ذَلِكَ لِحَفْصَةَ فَزَعَمَتْ حَفْصَةُ أَنَّهَا قَصَّتْهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ لَوْ كَانَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيْلِ-

৬৫৫৬ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র).....ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী -এর যুগে অবিবাহিত যুবক ছিলাম। আমি মসজিদেই রাত্রি যাপন করতাম। আর যারাই স্বপ্নে কিছু দেখত তারা তা নবী -এর কাছে বর্ণনা করত। আমি বললাম, হে আল্লাহ! যদি তোমার নিকট আমার জন্য কোন কল্যাণ নিহিত থাকে, তাহলে আমাকে কোন স্বপ্ন দেখাও, যাতে রাসূলুল্লাহ -এর আমার এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। আমি নিদ্রা গেলাম, তখন দেখতে পেলাম যে দু'জন ফেরেশ্তা আমার কাছে এসে আমাকে নিয়ে চলল, এরপর তাদের সাথে অপর একজন ফেরেশ্তার সাক্ষাৎ ঘটল। সে আমাকে বলল, তোমার কোন ভয়ের কারণ নেই। তুমি তো একজন সৎকর্মপরায়ণ লোক। এরপর তারা আমাকে জাহানামের দিকে নিয়ে চলল, এবং যেন কৃপের ন্যায় গোলাকার নির্মিত। আর এর মধ্যে বেশ কিছু লোক রয়েছে। এদের কতককে আমি চিনতে পারলাম। এরপর তারা আমাকে ডানদিকে নিয়ে চলল। যখন সকাল হল, আমি হাফসা (রা)-এর নিকট সব ঘটনা উল্লেখ করলাম। পরে হাফসা (রা) বললেন যে, তিনি তা নবী -এর কাছে বর্ণনা

করেছেন। আর তিনি বলেছেন : আবদুল্লাহ সৎকর্মপরায়ণ লোক। (তিনি আরও বলেছেন) যদি সে রাতে বেশি করে সালাত আদায় করত। যুহরী (র) বলেন, এরপর থেকে আবদুল্লাহ (ইবন উমর) (রা) রাতে বেশি করে সালাত আদায় করতে লাগলেন

## ٢٩٦٥ بَابُ الْقَدَحِ فِي النَّوْمِ

২৯৬৫. অনুচ্ছেদ ৪ স্বপ্নে পেয়ালা দেখা

**٦٥٥٧** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ عُقِيلٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحٍ لَبِنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ ثُمَّ أُعْطِيْتُ فَضْلًا لِعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالُوا فَمَا أَوْلَتْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْعِلْمَ

**٦٥٥٧** কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমি একদা ঘুমিয়ে ছিলাম। দেখলাম, আমার কাছে দুধের একটা পিয়ালা আনা হল। আমি তা থেকে পান করলাম। এরপর আমার অবশিষ্টাংশ উমর ইবন খাতাবকে প্রদান করলাম। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এর ব্যাখ্যা কি প্রদান করেছেন। তিনি বললেন : ..... ইল্ম।

## ٢٩٦٦ بَابُ إِذَا طَارَ الشَّئْءُ فِي الْمَنَامِ

২৯৬৬. অনুচ্ছেদ ৪ স্বপ্নে কোন কিছু উড়তে দেখা

**٦٥٥٨** حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ ابْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبْنِ عُبَيْدَةَ بْنِ نَشِيطٍ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَأَلَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسَ عَنْ رُؤْيَا رَسُولِ اللَّهِ مُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التِّي ذَكَرَ فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ ذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُرِيْتُ أَنَّهُ وُضِعَ فِي يَدِيْ سَوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَطَعْتُهُمَا وَكَرْهْتُهُمْ فَأَذْنَ لِي فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَأَوْلَتُهُمَا كَذَابِينِ يَخْرُجَانِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ الَّذِي قَتَلَهُ فَيَرُوْزُ بِالْيَمَنِ وَالْأُخْرُ مُسِيْلَمَةً -

**٦٥٥٨** সাঈদ ইবন মুহাম্মদ (র) ..... উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সকল স্বপ্নের উল্লেখ করেছেন আমি আবদুল্লাহ ইবন আবাস (রা)-কে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন আবদুল্লাহ ইবন আবাস (রা) বললেন, আমার কাছে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি একদা ঘুমিয়ে ছিলাম, আমাকে দেখানো হলো যে আমার হাত দুটিতে স্বর্ণের দুটি চূড়ি রাখা হয়েছে। আমি সে দুটি কেটে ফেললাম এবং অপছন্দ করলাম। অতঃপর আমাকে অনুমতি প্রদান করা হল, আমি উভয়টিকে ফুঁ দিলাম, ফলে উভয়টি উড়ে গেল। আমি চূড়ি দুটির এ ব্যাখ্যা

স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান

প্রদান করলাম যে, দু'জন মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার বের হবে। উবায়দুল্লাহ (র) বলেন, এদের একজন হল, আল আন্সী যাকে ইয়ামানে ফায়রুয (রা) কতল করেছেন। আর অপরজন হল মুসায়লিমা।

## ২৯৬৭ بَابُ إِذَا رَأَى بَقْرًا تُنْحَرُ

২৯৬৭. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে গরু ঘৰেহ হতে দেখা

**৬০৫৯** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ أَبِيهِ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ مُوسَى أَرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ فَذَهَبَ وَهَلَّ إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَئِربُ وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقْرًا وَاللَّهُ خَيْرٌ فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحْدٍ وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ مِنْ الْخَيْرِ وَثَوَابُ الصِّدْقِ الَّذِي أَتَانَا اللَّهُ بَعْدَ يَوْمٍ بَدْرٍ -

**৬৫৫৯** مুহাম্মদ ইবন আলা (র) ..... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আমি স্বপ্নে দেখি যে আমি মক্কা থেকে এমন এক স্থানের দিকে হিজরত করছি যেখানে খেজুর বৃক্ষ রয়েছে। তখন আমার ধারণা হল, সেই স্থানটি ‘ইয়ামামা’ অথবা ‘হাজার’ হবে। অথচ সে স্থানটি হল মদীনা তথা ইয়াসরিব। আর আমি (স্বপ্নে) সেখানে একটি গরু দেখলাম। আল্লাহর কসম! এটা কল্যাণকরই। গরুর ব্যাখ্যা হল উহুদের যুদ্ধে (শাহাদাত প্রাপ্ত) মু'মিনগণ। আর কল্যাণের ব্যাখ্যা হল এটাই, যে কল্যাণ আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন এবং সত্যের বিনিময় যা আল্লাহ বদর যুদ্ধের পর আমাদেরকে প্রদান করেছেন।

## ২৯৬৮ بَابُ النَّفَخَ فِي الْمَنَامِ

২৯৬৮. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে ফুঁ দেওয়া

**৬০৬০** حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامَ بْنِ مُنْبِهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَحْنُ الْأَخْرُونَ السَّابِقُونَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أُوتِيتُ حَرَائِنَ الْأَرْضِ، فَوُصِعَ فِي يَدِيْ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَكَبَرَا عَلَىْ وَأَهْمَانِيْ فَأُوْحِيَ إِلَىْ أَنْفُخَهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَأَوْلَتُهُمَا الْكَذَابِيْنِ الَّذِيْنَ أَنَا بَيْنَهُمَا صَاحِبُ صَنْعَاءَ وَصَاحِبُ الْيَمَامَةِ -

**৬৫৬০** ইসহাক ইবন ইবরাহীম হানযালী (র) ..... আবু হুয়ায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমরা সর্বশেষ এবং সর্বপ্রথম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছেন : একদা আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। দেখলাম আমাকে ভূ-পৃষ্ঠের ভাগারসমূহ দেওয়া হয়েছে। আর আমার হাতে স্বর্ণের দু'টি চুড়ি রাখা হয়, যা আমার কাছে কঢ়ে কঢ়ে মনে হল। আর আমাকে চিন্তায় ফেলে দিল। তখন আমাকে নির্দেশ করা হল, যেন আমি চুড়ি দু'টিতে ফুঁ দেই। তাই আমি উভয়টিতে ফুঁ দিলাম (চুড়ি দু'টি উড়ে গেল)। আমি চুড়ি দু'টির ব্যাখ্যা

এভাবে দিলাম যে, (নবুয়তের) দু'জন মিথ্যা দাবিদার রয়েছে, যাদের মাঝখানে আমি আছি। সানআর বাসিন্দা ও ইয়ামামার বাসিন্দা।

### ২৯৬৯ بَابُ إِذَا رَأَى إِنَّهُ أَخْرَجَ الشَّئْءَ مِنْ كُورَةِ فَاسْكَنَهُ مَوْضِعًا أَخْرَ

২৯৬৯. অনুচ্ছেদ : কেউ স্বপ্নে দেখল যে, সে একদিক থেকে একটা জিনিস বের করে অন্যত্র রেখেছে

**٦٥٦١** حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَبْدُ الْحَمِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ كَانَ امْرَأً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى قَامَتْ بِمَهِيَّعَةٍ وَهِيَ الْجُحْفَةُ فَتَوَلَّتْ أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقْلَ إِلَيْهَا -

**৬৫৬১** ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... সালিমের পিতা আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আমি দেখেছি যেন এলোমেলো কেশ বিশিষ্ট একজন কালো মহিলা মদীনা থেকে বের হয়ে মাহইয়াআ নামক স্থানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে আর এটিকে জুহফা বলা হয়। আমি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা একপ প্রদান করলাম যে, মদীনার মহামারী তথায় স্থানান্তরিত হল।

### ২৯৭০ بَابُ الْمَرْأَةِ السَّوْدَاءِ

২৯৭০. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে কালো মহিলা দেখা

**٦٥٦٢** حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى ابْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَدِينَةِ رَأَيْتُ امْرَأً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى نَزَلتْ بِمَهِيَّعَةٍ فَأَوْلَتْهَا أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقْلَ إِلَيْ مَهِيَّعَةٍ وَهِيَ الْجُحْفَةُ -

**৬৫৬২** মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর মুকাদ্দামী (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মদীনা সম্পর্কে নবী ﷺ-এর স্বপ্নের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন। তিনি বলেছেন : আমি দেখেছি এলোমেলো চুল বিশিষ্ট একজন কালো মহিলা মদীনা থেকে বের হয়েছে। অবশ্যে মাহইয়াআ নামক স্থানে অবস্থান নিয়েছে। আমি এর ব্যাখ্যা একপ প্রদান করলাম যে, মদীনার মহামারী মাহইয়াআ তথা জুহফা নামক স্থানে স্থানান্তরিত হল।

### ২৯৭১ بَابُ الْمَرْأَةِ الثَّائِرَةِ الرَّأْسِ

২৯৭১. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে এলোমেলো চুলবিশিষ্ট মহিলা দেখা

**٦٥٦٣** حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِيهِ أُويسٌ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ امْرَأً

سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى نَزَلَتْ بِمَهِيَّةٍ وَهِيَ الْجُحْفَةُ فَأَوْلَتْ أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةَ نُقْلَ إِلَيْهَا -

**৬৫৬৩** ইবরাহীম ইবন মুনফির (র)..... সালিমের পিতা আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর স্বপ্নে দেখেছি। এলোমেলো চুল বিশিষ্ট একজন কালো মহিলা মদীনা থেকে বের হয়ে মাহইয়াআ তথা জুহফা নামক স্থানে গিয়ে থেমেছে। আমি এর ব্যাখ্যা এরূপ দিলাম যে, মদীনার মহামারী তথায় স্থানান্তরিত হল।

## ٢٩٢٧ بَابُ إِذَا رَأَى أَنَّهُ هَزَ سَيْفًا فِي الْمَنَامِ

২৯৭২. অনুচ্ছেদ : স্বপ্নে নিজেকে তরবারী নাড়াচাড়া করতে দেখা

**৬৫৬৪** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ فِي رُؤْيَا إِنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحْدِي، ثُمَّ هَزَزْتُهُ أُخْرَى، فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ، وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ -

**৬৫৬৪** মুহাম্মদ ইবন আলা (র) ..... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-এর স্বপ্ন বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, তিনি বলেছেন : আমি স্বপ্নে দেখলাম একটা তরবারী নাড়াচাড়া করছি। আর এর মধ্যভাগ ভেঙ্গে গেল। এর ব্যাখ্যা হল বিপদ, যা উহুদের যুদ্ধে মু'মিনদের ভাগে ঘটেছে। পুনরায় আমি তরবারীটি নাড়লাম। এতে তরবারীটি পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে সুন্দর অবস্থায় ফিরে এল। এর ব্যাখ্যা হল আল্লাহর দেওয়া বিজয় ও মু'মিনদের ঐক্য।

## ٢٩٧٣ بَابُ مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمٍ

২৯৭৩. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি স্বীয় স্বপ্ন বর্ণনায় মিথ্যার আশ্রয় নিল

**৬৫৬৫** حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعُلْ، وَمَنْ اسْتَمْعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفْرُوْنَ مِنْهُ صُبَّ فِي أَذْنِهِ الْأَنْكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ صَوَرَ صُورَةً عَذْبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ، قَالَ سُفِّيَانُ وَصَلَّهُ لَنَا أَيُوبَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ مَنْ كَذَبَ فِي رُوْيَا، وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي هَاشِمِ الرَّمَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَكْرِمَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ مَنْ صَوَرَ وَمَنْ تَحَلَّمَ وَمَنْ اسْتَمْعَ -

**৬৫৬৫** আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... ইবন আবাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন স্বপ্ন দেখার ভাব করল যা সে দেখেন। তাকে দু'টি যবের দানায় গিট লাগানোর জন্য বাধ্য করা হবে। অথচ সে তা কখনও পারবে না। যে কেউ কোন এক দলের কথার দিকে কান লাগাল। অথচ তারা এটা পছন্দ করে না অথবা বলেছেন—অথচ তারা তার থেকে পলায়নপর। কিয়ামতের দিন তার উভয় কানে সীসা ঢেলে দেওয়া হবে। আর যে কেউ কোন প্রাণীর ছবি আঁকে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং তাতে প্রাণ ফুঁকে দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হবে। কিন্তু সে প্রাণ ফুঁকতে পারবে না। সুফয়ান বলেছেন, আইউব এই হাদীসটি আমাদেরকে মঙ্গল রূপে বর্ণনা করেছেন।

কুতায়বা (র) বলেন, আবু আওয়ানা (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে তাঁর উক্তি বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি নিজের স্বপ্ন মিথ্যা বর্ণনা করে .....।

শু'বা (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে তাঁর উক্তি বর্ণনা করেন, যে কেউ ছবি আঁকে ..... যে কেউ মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে ..... যে কেউ কান লাগায় .....।

**৬৫৬৬** حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ مِنْ  
اسْتَمَعَ وَمَنْ تَحْلَمُ وَمَنْ صَوَرَ نَحْوَهُ تَابِعَهُ هِشَامٌ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ -

**৬৫৬৬** ইসহাক (র) ..... ইবন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন) যে কেউ কান লাগাবে ..... যে কেউ মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করবে ..... যে কেউ ছবি আঁকবে..... অবশিষ্ট হাদীস অনুরূপ বর্ণনা করেছেন.....। হিশাম (র) ইকরামা থেকে ইবন আবাস সূত্রে খালিদ এর অনুসরণ করেছেন।

**৬৫৬৭** حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ  
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ  
اَفْرَى الْفِرَى أَنْ يُرِيَ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرِيَ.

**৬৫৬৭** আলী ইবন মুসলিম (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সবচেয়ে নিকৃষ্ট মিথ্যা হল আপন চক্ষুকে এমন কিছু দেখার (দাবি করা) যা চক্ষুদ্বয় দেখতে পায়নি।

**২৭৭৪** بَابٌ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلَا يُخْبِرُ بِهَا وَلَا يَذْكُرُهَا

২৯৭৪. অনুচ্ছেদ ৪ স্বপ্নে অপসন্দনীয় কোন কিছু দেখলে তা কাহে না বলা এবং সে সম্পর্কে কোন আলোচনা না করা

**৬৫৬৮** حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِيعٍ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ  
أَبَا سَلْمَةَ يَقُولُ لَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا فَتُمْرِضُنِي حَتَّىٰ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ وَآتَا  
كُنْتُ رَأَى الرُّؤْيَا تُمْرِضُنِي حَتَّىٰ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ اللَّهِ ،  
فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلَيَتَنَوَّزُ

بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَلَيَتْفُلْ ثَلَاثًا وَلَا يُحَدِّثُ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ-

**৬৫৬৮** সাঈদ ইবন রাবী (র) ..... আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এমন স্বপ্ন দেখতাম যা আমাকে রোগাক্রান্ত করে ফেলত। অবশেষে আমি আবু কাতাদা (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি এমন স্বপ্ন দেখতাম যা আমাকে রোগাক্রান্ত করে ফেলত। অবশেষে আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। তাই যখন কেউ পছন্দনীয় কোন স্বপ্ন দেখে তখন এমন ব্যক্তির কাছেই বলবে, যাকে সে পছন্দ করে। আর যখন অপছন্দনীয় কোন স্বপ্ন দেখে তখন যেন সে এর ক্ষতি ও শয়তানের ক্ষতি থেকে আল্লাহর আশ্রয় চায় এবং তিনবার থু থু ফেলে আর সে যেন তা কারো কাছে বর্ণনা না করে। তাহলে এ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করবে না।

**৬৫৬৯** حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ابْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّارَأوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّهَا مِنَ اللَّهِ فَلَيَحْمِدَ اللَّهَ عَلَيْهَا وَلَيُحَدِّثَ بِهَا وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلَا يَسْتَعِدْ مِنْ شَرِّهَا وَلَا يَذْكُرْهَا لَأَحَدٍ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرُّهُ-

**৬৫৭০** ইবরাহীম ইবন হাম্যা (র)..... আবু সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যখন কেউ এমন কোন স্বপ্ন দেখে যা সে পছন্দ করে, তবে মনে করবে যে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে। তখন যেন সে এজন্য আল্লাহর শোকর আদায় করে এবং তা বর্ণনা করে। আর যখন এর বিপরীত কোন স্বপ্ন দেখে, যা সে পছন্দ করে না, মনে করবে তা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়েছে। তখন যেন সে এর অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় চায় এবং তা কারো কাছে বর্ণনা না করে। তাহলে এ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করবে না।

**২৯৭৫** بَابُ مَنْ لَمْ يَرِ الرُّؤْيَا لِأَوْلِ عَابِرٍ إِذَا لَمْ يُصِبْ

২৯৭৫. অনুচ্ছেদ : ডুল ব্যাখ্যাকারীর ব্যাখ্যাকে প্রথমেই চূড়ান্ত বলে মনে না করা

**৬৫৭.** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْيَدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلْلَةً تَنْطِفُ السَّمِّنَ وَالْعَسْلَ فَارَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقْلُ وَإِذَا سَبَبَ وَأَصْلَى مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ فَارَاكَ أَخَذَتْ بِهِ فَعَلَوْتَ ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ أَخْرُ فَعَلَاهُ بِهِ

ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ أَخْرُ فَانْقَطَعَ ثُمَّ وُصِّلَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَارَسُولَ اللَّهِ يَا بَيْ أَنْتَ وَاللَّهُ لَتَدْعُنِي فَاعْبُرْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْبُرْ قَالَ أَمَّا الظُّلُلُ فَإِنَّ إِلَيْهَا سَبِيلٌ، وَأَمَّا الَّذِي يَنْطَفِعُ مِنَ الْعَسْلِ وَالسَّمْنِ فَالْقُرْآنُ حَلَاوَتُهُ تَنْطِفُ فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقْلُ، وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ تَأْخُذُ بِهِ فَيَعْلِمُ اللَّهُ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُوْهُ، ثُمَّ يَأْخُذُ رَجُلٌ أَخْرُ فَيَعْلُوْهُ بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُهُ رَجُلٌ أَخْرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوَصَّلُ لَهُ فَيَعْلُوْهُ فَأَخْبَرَنِي يَارَسُولَ اللَّهِ يَا بَيْ أَنْتَ أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا، قَالَ فَوَاللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ لَتُحَدِّثَنِي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ، قَالَ لَا تُقْسِمْ -

**৬৫৭০** ইয়াহুইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ..... ইব্ন আবুস রামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমি গত রাতে স্বপ্নে একখণ্ড মেষ দেখতে পেলাম, যা থেকে ঘি ও মধু ঝরছে। আমি লোকদেরকে দেখলাম তারা তা থেকে তুলে নিচ্ছে। কেউ বেশি পরিমাণ আবার কেউ কম পরিমাণ। আর দেখলাম, একটা রশি যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত মিলে রয়েছে। আমি দেখলাম আপনি তা ধরে উপরে চড়ছেন। তারপর অপর এক ব্যক্তি তা ধরল ও এর সাহায্যে উপরে উঠে গেল। এরপর আরেক জন তা ধরে এর দ্বারা উপরে উঠে গেল। এরপর আরেকজন তা ধরল। কিন্তু তা ছিঁড়ে গেল। পুনরায় তা জোড়া লেগে গেল। তখন আবু বকর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি আমার পিতা কুরবান হোক! আল্লাহর কসম! আপনি অবশ্যই আমাকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করার সুযোগ দিবেন। নবী ﷺ বললেন : তুমি এর ব্যাখ্যা প্রদান কর। আবু বকর (রা) বললেন, মেঘের ব্যাখ্যা হল ইসলাম। আর তার থেকে যে ঘি ও মধু ঝরছে তা হল কুরআন যার সুমিষ্টতা ঝরছে। কুরআন থেকে কেউ বেশি আহরণ করছে, আর কেউ কম। আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত ঝুলন্ত রশিটি হচ্ছে ঐ হক (মহাসত্য) যার উপর আপনি প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। আপনি তা ধরবেন, আর আল্লাহর আপনাকে উচ্চে আরোহণ করাবেন। আপনার পরে আরেকজন তা ধরবে। ফলে এর দ্বারা সে উচ্চে আরোহণ করবে। অতঃপর আরেকজন তা ধরে এর মাধ্যমে সে উচ্চে আরোহণ করবে। এরপর আরেকজন তা ধরবে। কিন্তু তা ছিঁড়ে যাবে। পুনরায় তা জোড়া লেগে যাবে, ফলে সে এর দ্বারা উচ্চে আরোহণ করবে। হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। আমাকে বলুন, আমি ঠিক বলেছি, না ভুল? নবী ﷺ বললেন : কিন্তু তো ঠিক বলেছ। আর কিন্তু ভুল বলেছ। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম! আপনি অবশ্যই আমাকে বলে দিবেন যা আমি ভুল করেছি। নবী ﷺ বললেন : কসম দিও না।

২৯৭৬. بَابُ تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا بَعْدَ صَلَةِ الصُّبُحِ

٦٥٧١ حَدَّثَنَا مُؤْمِلُ بْنُ هِشَامٍ أَبُو هُشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ حَدَّثَنَا سَمْرَةُ بْنُ جُذْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ قَالَ فَيَقُولُ عَلَيْهِ مِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاءَ إِنَّهُ أَتَانِي الْلَّيْلَةَ أَتَيَانِي وَإِنَّهُمَا قَالَا لِي انْطَلَقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا وَإِنِّي أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَاجِعٍ وَإِذَا أُخْرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَتَلَقَّبُ رَأْسَهُ فَيَتَدَهَّدُ الْحَجَرُ هَا هُنَا فَيَتَبَيَّعُ الْحَجَرُ فَيَاخُذُهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصْبَحَ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِهِ الْمَرَأَةُ الْأُولَى قَالَ قُلْتُ لَهُمَا سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هَذَا ؟ قَالَ قَالَا لِي انْطَلَقْ انْطَلَقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلِقٍ لِقَفَاهُ، وَإِذَا أُخْرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُوبِ مِنْ حَدِيدٍ وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَىْ وَجْهِهِ فَيُشَرُّشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ قَالَ وَرَبِّمَا قَالَ أَبُو رَجَاءٍ فَيَشْقُ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْأُخْرَ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْأُولَى فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصْبَحَ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَأَةُ الْأُولَى، قَالَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هَذَا ؟ قَالَ قَالَا لِي انْطَلَقْ انْطَلَقْ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُورِ قَالَ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ قَالَ فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاءٌ فَإِذَا هُمْ يَأْتِيْمُ لَهُبُّ مِنْ أَسْفَلِ مِنْهُمْ فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ الْلَّهُبُ ضَوْضَوًا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هُؤُلَاءِ ؟ قَالَ قَالَا لِي انْطَلَقْ انْطَلَقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّمَ، وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبُحُ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبُحُ مَا يَسْبُحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَفْغِرُ لَهُ فَاهُ فَيَلْقَمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ فَيَسْبُحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلُّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَّ لَهُ فَاهُ فَالْقَمَهُ حَجَرًا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَا قَالَ قَالَا لِي انْطَلَقْ انْطَلَقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيهِ الْمَرَأَةِ كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَأَيْ رَجُلًا مَرْأَةً وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ لَهُ يَحْشُّهَا وَيَسْعِيْ حَوْلَهَا، قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا

هذا؟ قال قالاً لى انطلق انطلق فانطلقنا فاتينا على روضة معتمدة فيها من كل نور الربيع، وإذا بين ظهرى الروضة رجل طويل لا يكاد أرى رأسه طولاً فى السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط، قال قلت لهم ما هذا ما هؤلاء قال قالاً لى انطلق انطلق قال فانطلقنا فاتتها إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط أعظم منها ولا أحسن قال قالاً لى أرق فيها قال فارتقينا فيها فاتتها إلى مدينة مبنية بيلين ذهب ولبن فضة فاتينا بباب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كاحسن ما انت رأي وشطر كاقبىع ما انت رأي، قال قالا لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، قال وإذا نهر مفترض يجري كان ماءه المحض في البياض فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا اليانا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة، قال قالا لى هذه جنة عدن وهذاك منزلتك قال فسما بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء قال قالا لى هذاك منزلتك قال قلت لهم بارك الله فيكم ذراني فادخله قالا أما آلان فلا وأنت داخله قال قلت لهم فاتنى قد رأيت منذ الليلة عجباً، فما هذا الذي رأيت؟ قال قالا لى أما أنا سأخبرك، أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يتلئ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفسه ويتألم عن الصلاة المكتوبة، وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومتخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الأفاق، وأما الرجال والنساء العرابة الذين هم في مثل بناء التنور فائتهم الزناة والزوانى وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويُلقم الحجارة فإنه أكل الربا، وأما الرجل الكريه المرأة الذي عند النار يحسها ويستغى حولها فإنه مالك خازن جهنم، وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة قال فقال بعض المسلمين يارسول الله وأولاد المشركين فقال رسول الله ﷺ وأولاد المشركين، وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحاً وأخر سيئاً تجاوز الله عنهم-

**৬৫৭১** মুয়াম্বাল ইব্ন হিশাম আবু হিশাম (র) ..... সামুরা ইব্�ন জুনদাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ প্রায়ই তাঁর সাহাবীদেরকে বলতেন, তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছে কি? রাবী বলেন, যাদের বেলায় আল্লাহ'র ইচ্ছা, তারা রাসূলুল্লাহ প্রায়ই-এর কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করত। তিনি একদিন সকালে আমাদেরকে বললেন : গত রাতে আমার কাছে দু'জন আগস্তুক আসল। তারা আমাকে উঠাল। আর আমাকে বলল, চলুন। আমি তাদের সাথে চলতে লাগলাম। আমরা কাত হয়ে শায়িত এক ব্যক্তির কাছে পৌছলাম। দেখলাম, অপর এক ব্যক্তি তার নিকট পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে তার মাথায় পাথর নিক্ষেপ করছে। ফলে তার মাথা ফেটে যাচ্ছে। আর পাথর নিচে গিয়ে পতিত হচ্ছে। এরপর আবার সে পাথরটি অনুসরণ করে তা পুনরায় নিয়ে আসছে। ফিরে আসতে না আসতেই লোকটির মাথা পূর্বের ন্যায় পুনরায় ভাল হয়ে যায়। ফিরে এসে আবার অনুরূপ আচরণ করে, যা পূর্বে প্রথমবার করেছিল। তিনি বলেন, আমি তাদের (সাথীদ্বয়কে) বললাম, সুবহানাল্লাহ! এরা কারা? তিনি বললেন, তারা আমাকে বলল, চলুন, চলুন। তিনি বলেন, আমরা চললাম, এরপর আমরা চিৎ হয়ে শায়িত এক ব্যক্তির কাছে পৌছলাম। এখানেও দেখলাম, তার নিকট এক ব্যক্তি লোহার আঁকড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর সে তার চেহারার একদিকে এসে এটা দ্বারা মুখমণ্ডলের একদিক মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং অনুরূপভাবে নাসারঙ্গ, চোখ ও মাথার পিছন দিক পর্যন্ত চিরে ফেলছে। আওফ (র) বলেন, আবু রাজা (র) কোন কোন সময় 'ইয়ুশারশির' শব্দের পরিবর্তে 'ইয়াশুকু' শব্দ বলতেন। এরপর ঐ লোকটি শায়িত ব্যক্তির অপরদিকে যায় এবং প্রথম দিকের সাথে যেরূপ আচরণ করেছে অনুরূপ আচরণই অপরদিকের সাথেও করে। ঐ দিক হতে অবসর হতে না হতেই প্রথম দিকটি পূর্বের ন্যায় ভাল হয়ে যায়। তারপর আবার প্রথমবারের ন্যায় আচরণ করে। তিনি বলেন : আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! এরা কারা? তিনি বলেন, তারা আমাকে বলল, চলুন, চলুন। আমরা চললাম এবং চুলা সদৃশ একটি গর্তের কাছে পৌছলাম। রাবী বলেন, আমার মনে হয় যেন তিনি বলেছিলেন, আর তথায় শোরগোলের শব্দ ছিল। তিনি বলেন, আমরা তাতে উঁকি মারলাম, দেখলাম তাতে বেশ কিছু উলঙ্গ নারী ও পুরুষ রয়েছে। আর নিচ থেকে নির্গত আগুনের লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করছে। যখনই লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করে, তখনই তারা উচ্চস্থরে চিৎকার করে উঠে। তিনি বলেন, আমি তাদেরকে বললাম, এরা কারা? তারা আমাকে বলল, চলুন, চলুন। তিনি বলেন, আমরা চললাম এবং একটা নদীর (তীরে) গিয়ে পৌছলাম। রাবী বলেন, আমার যতদূর মনে পড়ে তিনি বলেছিলেন, নদীটি ছিল রক্তের মত লাল। আর দেখলাম, এই নদীতে এক ব্যক্তি সাঁতার কাটছে। আর নদীর তীরে অপর এক ব্যক্তি রয়েছে এবং সে তার কাছে অনেকগুলো পাথর একত্রিত করে রেখেছে। আর ঐ সাঁতারকারী ব্যক্তি বেশ কিছুক্ষণ সাঁতার কাটার পর সে ব্যক্তির কাছে এসে পৌছে, যে নিজের নিকট পাথর একত্রিত করে রেখেছে। তথায় এসে সে তার মুখ খুলে দেয় আর ঐ ব্যক্তি তার মুখে একটি পাথর ঢুকিয়ে দেয়। এরপর সে চলে যায়, সাঁতার কাটতে থাকে; আবার তার কাছে ফিরে আসে, যখনই সে তার কাছে ফিরে আসে তখনই সে তার মুখ খুলে দেয়, আর ঐ ব্যক্তি তার মুখে একটি পাথর ঢুকিয়ে দেয়। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? তারা বলল, চলুন, চলুন। তিনি বলেন, আমরা চললাম এবং এমন একজন কুশ্মী ব্যক্তির কাছে এসে পৌছলাম, যা তোমার দৃষ্টিতে সর্বাধিক কুশ্মী বলে মনে হয়। আর দেখলাম, তার নিকট রয়েছে আগুন, যা সে জ্বালাচ্ছে ও তার চতুর্দিকে দৌড়াচ্ছে। তিনি বলেন, আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, ঐ লোকটি কে? তারা বলল, চলুন, চলুন। আমরা

চললাম এবং একটা সজীব শ্যামল বাগানে উপনীত হলাম, যেখানে বসন্তের হরেক রকম ফুলের কলি রয়েছে। আর বাগানের মাঝে আসমানের থেকে অধিক উঁচু দীর্ঘকায় একজন পুরুষ রয়েছে যার মাথা যেন আমি দেখতেই পাচ্ছি না। এমনিভাবে তার চতুর্পার্শে এত বিপুল সংখ্যক বালক-বালিকা দেখলাম যে, এত বেশি আর কখনো আমি দেখিনি। আমি তাদেরকে বললাম, উনি কে ? এরা কারা ? তারা আমাকে বলল, চলুন, চলুন। আমরা চললাম এবং একটা বিরাট বাগানে গিয়ে পৌছলাম। এমন বড় এবং সুন্দর বাগান আমি আর কখনো দেখিনি। তিনি বলেন, তারা আমাকে বলল, এর ওপরে চড়ুন। আমরা ওপরে চড়লাম। শেষ পর্যন্ত সোনা-রূপার ইটের তৈরি একটি শহরে গিয়ে আমরা উপনীত হলাম। আমরা শহরের দরজায় পৌছলাম এবং দরজা খুলতে বললাম। আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হল, আমরা তাতে প্রবেশ করলাম। তখন তথায় আমাদের সাথে এমন কিছু লোক সাক্ষাৎ করল যাদের শরীরের অর্ধেক খুবই সুন্দর, যা তোমার দৃষ্টিতে সর্বাধিক সুন্দর মনে হয়। আর শরীরের অর্ধেক এমনই কুশ্চি ছিল। যা তোমার দৃষ্টিতে সর্বাধিক কুশ্চি মনে হয়। তিনি বলেন, সাথীদ্বয় ওদেরকে বলল, যাও এই নদীতে গিয়ে নেমে পড়। আর সেটা ছিল সুপ্রশংস্ত প্রবহমান নদী, যার পানি ছিল দুধের মত সাদা। ওরা তাতে গিয়ে নেমে পড়ল। অতঃপর এরা আমাদের কাছে ফিরে এল, দেখা গেল তাদের এ কুশ্চিতা দূর হয়ে গিয়েছে এবং তারা খুবই সুন্দর আকৃতির হয়ে গিয়েছে। তিনি বলেন, তারা আমাকে বলল, এটা জাল্লাতে আদন এবং এটা আপনার বাসস্থান। তিনি বলেন, আমি বেশ উপরের দিকে তাকালাম, দেখলাম ধ্বনিবে সাদা মেঘের ন্যায় একটি প্রাসাদ রয়েছে। তিনি বলেন, তারা আমাকে বলল, এটা আপনার বাসগৃহ। তিনি বলেন, আমি তাদেরকে বললাম, আল্লাহ তোমাদের মাঝে বরকত দিন! আমাকে ছেড়ে দাও। আমি এতে প্রবেশ করি। তারা বলল, আপনি অবশ্য এতে প্রবেশ করবেন। তবে এখন নয়। তিনি বলেন, আমি এ রাতে অনেক বিশ্঵ায়কর ব্যাপার দেখতে পেলাম, এগুলোর তাৎপর্য কি ? তারা আমাকে বলল, আচ্ছা! আমরা আপনাকে বলে দিচ্ছি। এই যে প্রথম ব্যক্তিকে যার কাছে আপনি পৌছেছিলেন, যার মাথা পাথর দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হচ্ছিল, সে হল এই ব্যক্তি যে কুরআন ইহণ করে তা ছেড়ে দিয়েছে। আর ফরয সাল্লাত ছেড়ে যাওয়ে থাকে। আর এই ব্যক্তি যার কাছে গিয়ে দেখেছেন যে, তার মুখের এক ভাগ মাথার পিছন দিক পর্যন্ত, এমনিভাবে নাসারক্ত ও চোখ মাথার পিছন দিক পর্যন্ত চিরে ফেলা হচ্ছিল। সে হল এই ব্যক্তি, যে সকালে আপন ঘর থেকে বের হয়ে এমন কোন মিথ্যা বলে যা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর এ সকল উলঙ্গ নারী-পুরুষ যারা চুলা সদৃশ গর্তের অভ্যন্তরে রয়েছে তারা হল ব্যতিচারী ও ব্যতিচারিণীর দল। আর এই ব্যক্তি, যার কাছে পৌছে দেখেছিলেন যে, সে নদীতে সাঁতার কাটছে ও তার মুখে পাথর ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে সে হল সুন্দরো। আর এই কুশ্চি ব্যক্তি, যে আগুনের কাছে ছিল এবং আগুন জ্বালাচ্ছিল আর সে এর চতুর্পার্শে দোড়চ্ছিল, সে হল জাহানামের দারোগা, মালিক ফেরেশ্তা। আর এই দীর্ঘকায় ব্যক্তি যিনি বাগানে ছিলেন, তিনি হলেন, ইবরাহীম (আ)। আর তাঁর আশেপাশের বালক-বালিকারা হলো ঐসব শিশু, যারা ফিত্রাত (স্বভাবধর্মের) ওপর মৃত্যুবরণ করেছে। তিনি বলেন, তখন কিছু সংখ্যক মুসলমান জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মুশরিকদের শিশু সন্তানরাও কি ? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাহর উপর মুসলিম হওয়ার স্বাক্ষর বললেন : মুশরিকদের শিশু সন্তানরাও। আর ঐসব শোক যাদের অর্ধেকাংশ অতি সুন্দর ও অর্ধেকাংশ অতি কুশ্চি। তারা হল এই সম্পদায় যারা সৎ-অসৎ উভয় প্রকারের কাজ মিশ্রিতভাবে করেছে। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

كتاب الفتن  
ফিত্না অধ্যায়

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## كتابُ الفتنِ

### ফিত্না অধ্যায়

২৯৭৭ بَابٌ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ وَأَتَقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، وَمَا كَانَ النَّبِيُّ مُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَذِّرُ مِنَ الْفِتْنَةِ

২৯৭৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : তোমরা সেই ফিত্না সম্পর্কে সতর্ক হও যা তোমদের কেবল জালিমদের উপরই আপত্তি হবে না। এবং যা নবী ﷺ ফিত্না সম্পর্কে সতর্ক করতেন

৬৫৭২ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ أَبْنُ السَّرِيرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلِيْكَةَ قَالَتْ أَسْمَاءُ عَنِ النَّبِيِّ مُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا عَلَىٰ حَوْضِي أَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَىٰ فَيُؤْخَدُ بِنَاسٍ مِنْ دُونِي فَاقُولُ أُمْتِي فَيَقُولُ لَا تَدْرِي مَشَوْا عَلَى الْقَهْقَرِيِّ قَالَ أَبْنُ أَبِي مُلِيْكَةَ اللَّهُمَّ إِنِّي نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا أَوْ نُفْتَنَ-

৬৫৭২ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র)..... আসমা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে নবী ﷺ বলেছেন : আমি আমার হাউয়ের পাশে আগমনকারী লোকদের অপেক্ষায় থাকব। তখন আমার সম্মুখ থেকে কতিপয় লোককে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি বলব, এরা তো আমার উম্মত। তখন বলা হবে, আপনি জানেন না, এরা (আপনার পথ ছেড়ে) পিছনে চলে গিয়েছিল। (বর্ণনাকারী) ইবন আবু মুলায়কা বলেন : হে আল্লাহ্! পিছনে ফিরে যাওয়া কিংবা ফিত্নায় পতিত হওয়া থেকে আমরা আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।

৬৫৭৩ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ مُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا فَرَطْكُمْ عَلَى الْحَوْضِ لِيُرَفَعَنَّ إِلَيَّ رِجَالٌ مِنْكُمْ حَتَّىٰ إِذَا أَهْوَيْتُ لَأَنَاوِلَهُمْ أُخْتَلِجُوا دُونِي فَاقُولُ أَى رَبٍّ أَصْحَابِيِّ يَقُولُ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثْتُمْ بَعْدَكَ-

**৬৫৭৩** মূসা ইবন ইসমাঈল (র).....আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে বলেছেন : আমি হাউয়ে কাউসারের নিকট তোমাদের আগেই উপস্থিত থাকব। তোমাদের থেকে কিছু লোককে আমার নিকট পেশ করা হবে। কিন্তু আমি যখন তাদের পান করাতে অগ্রসর হব, তখন তাদেরকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। আমি বলব, হে রব! এরা তো আমার সাথী। তখন তিনি বলবেন, আপনার পর তারা নতুন কী ঘটিয়েছে তা আপনি জানেন না।

**৬৫৭৪** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ أَنَا فَرَطْكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مِنْ وَرَدَهُ شَرِبَ مِنْهُ وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا لَيَرِدُنَ عَلَى أَقْوَامَ أَعْرَفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي هُمْ يُحَالُ بَيْنِهِمْ وَبَيْنِهِمْ قَالَ أَبُو حَازِمٍ فَسَمِعْنِي النَّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ وَأَنَا أُحَدِّثُهُمْ هَذَا فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ سَهْلًا فَقَلْتُ نَعَمْ قَالَ وَأَنَا أَشْهُدُ عَلَى أَبِي سَعِيدِ الدَّخْدَرِيِّ لَسَمِعْتُهُ يَزِيدُ فِيهِ قَالَ إِنَّهُمْ مِنِّي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا بَدَلُوا بَعْدَكَ فَاقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَلَ بَعْدِي -

**৬৫৭৪** ইয়াহ্বীয়া ইবন বুকায়র (র) ..... সাহল ইবন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আমি হাউয়ের পাড়ে তোমাদের আগে উপস্থিত থাকব। যে সেখানে উপস্থিত হবে, সে সেখান থেকে পান করার সুযোগ পাবে। আর যে একবার সে হাউয়ে থেকে পান করবে সে কখনই ত্বক্ষার্ত হবে না। অবশ্যই এমন কিছু দল আমার কাছে উপস্থিত হবে যাদেরকে আমি (আমার উচ্চত বলে) চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে। কিন্তু এর পরই তাদের ও আমার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দেওয়া হবে।

আবু হাযিম (র) বলেন, আমি হাদীস বর্ণনা করছিলাম, এমতাবস্থায় নুমান ইবন আবু আয়াস আমার কাছ থেকে এ হাদীসটি শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি সাহল থেকে হাদীসটি অনুরূপ শুনেছেন। আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন সে বলল, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আমি আবু সাওদ খুদ্রী (রা)-কে এ হাদীসে অতিরিক্ত বলতে শুনেছি যে, নবী ﷺ তখন বলবেন : এরা তো আমারই অনুসারী। তখন বলা হবে, আপনি নিশ্চয়ই অবহিত নন যে, আপনার পরে এরা দীনের মধ্যে কি পরিবর্তন করেছে। এ শুনে আমি বলব, যারা আমার পরে পরিবর্তন করেছে, তারা দূর হোক, দূর হোক।

**২৯৭৮** بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ سَتَرُونَ بَعْدِيْ أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ -

২৯৭৮. অনুজ্ঞেদ : নবী ﷺ-এর বাণী : আমার পরে তোমরা এমন কিছু দেখতে পাবে, যা তোমরা পছন্দ করবে না। আবদুল্লাহ ইবন যাযিদ (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা ধৈর্য ধারণ কর যতক্ষণ না হাউয়ের পাড়ে আমার সঙ্গে মিলিত হও।

٦٥٧٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةً وَأَمْوَارًا تُنْكِرُونَهَا، قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ أَدْوَا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللَّهَ حَقْكُمْ۔

৬৫৭৫ মুসাদ্দাদ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের বলেছেন : আমার পরে তোমরা অবশ্যই ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করবে। এবং এমন কিছু বিষয় দেখতে পাবে, যা তোমরা পছন্দ করবে না। তারা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! তাহলে আমাদের জন্য কি হৃকুম করছেন ? উত্তরে তিনি বললেন : তাদের হক পরিপূর্ণরূপে আদায় করবে, আর তোমাদের প্রাপ্য আল্লাহর কাছে চাইবে।

٦٥٧٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنِ الْجَعْدِ عَنْ أَبِي رَجَاءِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلَيَصِبِّرْ فَإِنَّهُ مِنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً۔

৬৫৭৬ মুসাদ্দাদ (র)..... ইবন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : কেউ যদি আমীরের কোন কিছু অপছন্দ করে, তাহলে সে যেন দৈর্ঘ্য ধারণ করে। কেননা, যে ব্যক্তি সুলতানের আনুগত্য থেকে এক বিঘত পরিমাণও সরে যাবে, তার মৃত্যু হবে জাহিলি যুগের মৃত্যুর ন্যায়।

٦٥٧٧ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ بْنُ زَيْدٍ عَنْ الْجَعْدِ أَبِي عُتْمَانَ حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءِ الْعُطَّارِدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُ فَلَيَصِبِّرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مِنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ الْأَمَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً۔

৬৫৭৭ আবু নুমান (র)..... ইবন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি স্বীয় আমীরের নিকট থেকে অপছন্দনীয় কিছু দেখবে সে যেন এতে দৈর্ঘ্য ধারণ করে। কেননা, যে ব্যক্তি জামাআত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে মরবে তার মৃত্যু হবে অবশ্যই জাহিলি মৃত্যুর ন্যায়।

٦٥٧٨ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ وَهَبٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُشْرَ أَبْنِ سَعِيدٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمِيَّةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِيتِ وَهُوَ مَرِيضٌ قُلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ حَدَّثَنَا بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتُهُ مِنِ النَّبِيِّ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَأَيْعَنَا فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَأَيْعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالْطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا

وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثْرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لَأَنْتَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا  
بِوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ بِهِ بُرْهَانٌ -

**৬৫৭৮** ইসমাইল (র) ..... জুনাদা ইব্ন আবু উমাইয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উবাদা ইব্ন সামিত (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। আমরা বললাম, আল্লাহ্ আপনাকে সুস্থ করে দিন। আপনি আমাদের এরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করুন, যা আপনাকে উপকৃত করবে এবং যা আপনি নবী ﷺ থেকে শুনেছেন। তিনি বললেন, নবী ﷺ আমাদের আহ্বান করলেন। আমরা তাঁর কাছে বায়আত করলাম। এরপর তিনি (উবাদা) বললেন, আমাদের থেকে যে অঙ্গীকার তিনি গ্রহণ করেছিলেন তাতে ছিল যে, আমরা আমাদের সুখে-দুঃখে, বেদনায় ও আনন্দে এবং আমাদের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দিলেও পূর্ণস্বরূপে শোনা ও মানার উপর বায়আত করলাম। আরও (বায়আত করলাম) যে আমরা ক্ষমতা সংক্রান্ত বিষয়ে ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হব না। কিন্তু যদি এমন স্পষ্ট কুফৰী দেখ, তোমাদের নিকট আল্লাহ্ পক্ষ থেকে যে বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান, তবে ভিন্ন কথা।

**৬৫৭৯** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُسَيْدٍ  
بْنِ حُضَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا أتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَبِّنَا مَالِكَ اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا وَلَمْ  
تَسْتَعْمَلْنِيْ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةً فَأَصْبِرُوْا حَتَّى تَلْقَوْنِيْ -

**৬৫৭৯** মুহাম্মদ ইবন আরআরা (র)..... উসায়দ ইবন হৃষায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি অমুক ব্যক্তিকে প্রশাসক নিযুক্ত করলেন, অথচ আমকে নিযুক্ত করলেন না। তখন নবী ﷺ বললেন : নিচয়ই তোমরা আমার পর অগ্রাধিকারের প্রবণতা দেখবে। সে সময় তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে, যতক্ষণ না আমার সঙ্গে যিলিত হও।

**২৯৭৯** بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ هَلَكَ أُمَّتِيْ عَلَى يَدِيْ أَغْيِلْمَةِ سَفَهَاءَ

২৯৭৯ অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বাণী : কতিপয় নির্বোধ বালকের হাতে আমার উদ্ধত ধৃস হবে

**৬৫৮.** حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بْنِ عَمْرِوبْنِ  
سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ جَدِيْ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ  
بِالْمَدِيْنَةِ وَمَعَنَا مَرْوَانُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ الْمُصْدُوقَ ﷺ يَقُولُ هَلْكَةً  
أُمَّتِيْ عَلَى أَيْدِيْ غَلْمَةِ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ مَرْوَانُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ غَلْمَةً فَقَالَ أَبُو  
هُرَيْرَةَ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ بَنِيْ فَلَانٍ وَبَنِيْ فَلَانٍ لَفَعْلَتْ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ مَعَ جَدِيْ إِلَى  
بَنِيْ مَرْوَانَ حِينَ مُلِكُوا بِالشَّامِ فَإِذَا رَاهُمْ غَلْمَانًا أَحْدَاثًا قَالَ لَنَا عَسَى هُؤُلَاءِ أَنْ  
يَكُونُوا مِنْهُمْ؟ قُلْنَا أَنْتَ أَعْلَمُ -

**৬৫৮০** মুসা ইবন ইসমাঈল (র) ..... আম্র ইবন ইয়াহুয়া ইব্ন সাওদ ইবন আমর ইবন সাওদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার দাদা আমাকে জানিয়েছেন যে, আমি আবু হুরায়রা (রা)-এর সাথে মদীনায় নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ-এর মসজিদে বসা ছিলাম। আমাদের সাথে মারওয়ানও ছিল। এ সময় আবু হুরায়রা (রা) বললেন, আমি 'আস্�-সাদিকুল মাস্দুক' صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ (সত্যবাদী ও সত্যবাদী হিসাবে স্বীকৃত)-কে বলতে শুনেছি আমার উম্মতের ধর্ম কুরাইশের কতিপয় বালকের হাতে হবে। তখন মারওয়ান বলল, এ সকল বালকের প্রতি আল্লাহর 'লান্ত' বর্ষিত হউক। আবু হুরায়রা (রা) বললেন, আমি যদি বলার ইচ্ছা করি যে তারা অমুক অমুক গোত্রের লোক তাহলে বলতে সক্ষম।

আমর ইবন ইয়াহুয়া বলেন, মারওয়ান যখন সিরিয়ায় ক্ষমতাসীন হল, তখন আমি আমার দাদার সঙ্গে তাদের সেখানে গেলাম। তিনি যখন তাদের অন্ন বয়ক বালক দেখতে পেলেন, তখন তিনি আমাদের বললেন, সম্ভবত এরা সেই দলেরই অন্তর্ভুক্ত। আমরা বললাম, এ বিষয়ে আপনিই ভাল বোঝেন।

### ۲۹۸. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ افْتَرَبَ

**২৯৮০.** অনুচ্ছেদ ১: নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ-এর বাণী ১: আরবরা অত্যাসন্ন এক দুর্যোগে হালাক হয়ে যাবে

**৬৫৮১** حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّهَا قَاتَتْ اسْتِبْقَاطَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ مِنَ النَّوْمِ مُحْمَرًا وَجْهُهُ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ افْتَرَبَ فَتْحَ الْيَوْمِ مِنْ رَدَمٍ يَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَعَقْدَ سُفِّيَانَ تِسْعِينَ أَوْ مِائَةً، قِيلَ أَنَّهُمْ كُوْنُوا مِنَ الصَّالِحِينَ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الْخُبُثُ -

**৬৫৮১** মালিক ইবন ইসমাঈল (র) ..... যায়নাব বিন্ত জাহাশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ রক্তবর্ণ চেহারা নিয়ে নিদ্রা থেকে জাগলেন এবং বলতে লাগলেন, লা ইলাহা ইলাল্লাহ! আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। অত্যাসন্ন এক দুর্যোগে আরব ধর্ম হয়ে যাবে। ইয়াজুজ-মাজুজের (প্রতিরোধ) প্রাচীর আজ এতটুকু পরিমাণ খুলে গেছে। সুফিয়ান নববই কিংবা একশতের রেখায় আঙুল রেখে গিট বানিয়ে পরিমাণটুকু দেখালেন। জিজাসা করা হল, আমরা কি ধর্ম হয়ে যাব অথচ আমাদের মধ্যে নেককার লোকও থাকবেং নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ বললেন: হ্যাঁ, যখন পাপাচার বৃদ্ধি পাবে।

**৬৫৮২** حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَوْلَ حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَسَامَةَ نَبِيِّ زَيْدٍ قَالَ أَشْرَفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ عَلَى أَطْمَمِ مِنْ إِطَامِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى؟ قَالُوا لَا، قَالَ فَإِنِّي لَأَرَى الْفِتَنَ تَقْعُ خَلَالَ بِيُوتِكُمْ كَوْقَعُ الْمَطَرِ -

**৬৫৮২** আবু নু'আয়ম (র) ও মাহমুদ (র)..... উসামা ইবন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ মদীনার টিলাসমূহের একটির উপর উঠে বললেন: আমি যা দেখি তোমরা কি তা

দেখতে পাও? উন্নরে সাহাৰা-ই-কিৱাম বললেন, না। তখন নবী সা আলিম কুমাৰ বললেন : নিঃসন্দেহে আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের ঘৰগুলোৱ ফাঁকে ফাঁকে ফিত্না বৃষ্টিধাৰার মতো নিপত্তি হচ্ছে।

٢٩٨١ بَابُ ظُهُورِ الْفَتَنِ

### ୨୯୮୧. ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୧: ଫିତ୍ନାର ପ୍ରକାଶ

٦٥٨٣ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ وَيُلْقَى الشُّحُّ، وَتَظَاهِرُ الْفَتْنَ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّمْ هُوَ، قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ، وَقَالَ شُعَيْبٌ وَيُونُسُ وَاللَّيْثُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

**৬৫৮৩** আইয়্যাস ইব্ন ওয়ালীদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । নবী ﷺ বলেছেন : সময় নিকটবর্তী হতে থাকবে, আর আমল ত্রাস পেতে থাকবে, কার্পণ্য ছড়িয়ে দেওয়া হবে, ফিনার বিকাশ ঘটবে এবং হারজ (حرج) ব্যাপকতর হবে । সাহা-ই-কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, সেটা (حرج) কি? নবী ﷺ বললেন : হত্যা, হত্যা । শু'আয়ব, ইউনুস, লাইস এবং যুহুরীর ভাতুষ্পুত্র আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে ।

٦٥٨٤ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ عَنْ أَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِيهِ مُوسَىٰ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرَ إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ لَا يَأْمَأُ يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهَلُ وَيَرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ، وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ -

**৬৫৮৪** উবায়দুল্লাহ্ ইবন মূসা (র) ..... শাকিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ও আবু মূসা  
(রা)-এর সাথে ছিলাম। তারা বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : অবশ্যই কিয়ামতের পূর্বে এমন একটি সময়  
আসবে যখন সর্বত্র মূর্খতা ছড়িয়ে পড়বে এবং তাতে ইল্ম উঠিয়ে নেওয়া হবে। সে সময় ‘হারজ’ ব্যাপকভাবে  
হবে। আর ‘হারজ’ হল (মানুষ) হত্যা।

**٦٥٨٥** حَدَّثَنَا عُمَرَ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ قَالَ جَلَسَ عَبْدُ اللَّهِ وَأَبُو مُوسَى فَتَحَدَّثَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ بَيْنَ يَدِي السَّاعَةِ أَيَّامًا بُرُّفَعَ فِيهَا الْعِلْمُ، وَيَنْزَلُ فِيهَا الْجَهَلُ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ، وَالْهَرْجُ الْقُتْلُ

**৬৫৮৫** উমর ইবন হাফ্স (র) ..... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের পূর্বে এমন একটি সময় আসবে যখন ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে এবং সর্বত্র মূর্খতা ছড়িয়ে পড়বে, আর তখন হারজ ব্যাপকতর হবে। 'হারজ' হলো হত্যা।

**٦٥٨٦** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَعْمَشِ عَنْ أَبِيهِ وَأَئِلِّ قَالَ إِنِّي لِجَالِسٌ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِيهِ مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مِثْلُهُ، وَالْهَرْجُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ الْقُتْلُ۔

**٦٥٨٦** কুতায়বা (র) ..... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে পূর্বোক্ত হাদীসের ন্যায় একটি হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। আর হাবশী ভাষায় হারজ অর্থ (মানুষ) হত্যা।

**٦٥٨٧** حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيهِ وَأَئِلِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَاحْسِبْهُ رَفِيعَهُ قَالَ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أَيَّامُ الْهَرْجُ يَزُولُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَظْهَرُ فِيهَا الْجَهْلُ، قَالَ أَبُو مُوسَى : وَالْهَرْجُ الْقُتْلُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ، وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَئِلِّ عَنْ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ تَعْلَمُ الْأَيَّامُ الَّتِي ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَيَّامُ الْهَرْجِ نَحْوَهُ قَالَ أَبْنُ مَسْعُودٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمْ لِلسِّاعَةِ وَهُمْ أَحْيَاءُ۔

**٦٥٨٧** মুহাম্মদ (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তার ব্যাপারে আমার ধারণা, তিনি হাদীসটি নবী ﷺ থেকে মারফু হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, কিয়ামতের পূর্বে হারজ অর্থে হত্যার যুগ শুরু হবে। তখন ইল্ম বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং মৃত্যু মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। আবু মূসা (রা) বলেন, হাবশী ভাষায় ‘হারজ’ অর্থ (মানুষ) হত্যা। আবু আওয়ানা তাঁর বর্ণনাসূত্রে আবু মূসা আশ্বারী (রা) থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, তিনি আবদুল্লাহকে জিজাসা করেছিলেন, নবী ﷺ যে যুগকে ‘হারজ’-এর যুগ বলে আখ্যায়িত করেছিলেন সে যুগ সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন কি? এর উত্তরে তিনি পূর্বোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইবন মাসউদ (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামত যাদের জীবন্দশায় কায়েম হবে তারাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক।

**٢٩٨٢** بَابُ لَا يَأْتِي زَمَانٌ إِلَّا لِلَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ  
২৯৮২. অনুচ্ছেদ : প্রতিটি যুগের চেয়ে পরবর্তী যুগ আরও নিকৃষ্টতর হবে

**٦٥٨৮** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّبِيرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ أَتَيْنَا أَنَسَّ أَبْنَ مَالِكٍ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا يُلْقَوْنَ مِنَ الْحَاجَاجِ فَقَالَ اصْبِرُوا فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا لِلَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ هُنَّ تَلْقَوْا رَبَّكُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ ﷺ -

**٦٥٨৮** মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র) ..... যুবায়ির ইবন আদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আনাস ইবন মালিক (রা)-এর নিকট গোলাম এবং হাজাজের পক্ষ থেকে মানুষ যে নির্যাতন ভোগ করছে সে সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করলাম। তিনি বললেন, ধৈর্য ধারণ কর। কেননা, মহান প্রতিপালকের সহিত মিলিত হওয়ার

পূর্ব পর্যন্ত (অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে) তোমাদের উপর এমন কোন যুগ অতিবাহিত হবে না, যার পরবর্তী যুগ তার চেয়েও নিষ্কষ্টতর নয়। তিনি বলেন, এ কথাটি আমি তোমাদের নবী ﷺ থেকে শ্রবণ করেছি।

**٦٥٨٩** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ حَوْدَثَنَا أَسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ هَنْدِ بْنِتِ الْحَارِثِ الْفَرَاسِيَّةِ أَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ أَسْتَيقِظُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً فَزِعًا يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْخَرَائِنِ ، وَمَاذَا أَنْزَلَ مِنَ الْفِتَنِ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُّرَاتِ ، يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ لِكَيْ يُصْلِيَنَ ، رَبُّ كَلَسيَّةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ -

**٦٥٨٩** آবুল ইয়ামান (র) ও ইসমাইল (র)..... নবী-পত্নী উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন এক রাতে নবী ﷺ ভীত অবস্থায় নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে বলতে লাগলেন, সুবহানাল্লাহ্, আল্লাহ্ তা'আলা কতই না খায়ানা নায়িল করেছেন আর কতই না ফিত্না অবর্তীর্ণ হয়েছে। কে আছে যে হজরাবাসিনীদেরকে জাগিয়ে দেবে, যেন তারা নামায আদায় করে। এ বলে তিনি তাঁর স্ত্রীগণকে উদ্দেশ্য করেছিলেন। তিনি আরও বললেন : দুনিয়ার মধ্যে বহু বস্ত্র পরিহিতা পরকালে বিবর্ণ থাকবে।

**٢٩٨٣** بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ حَمْلِ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا -

২৯৮৩. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ এর বাণী : যে ব্যক্তি আমাদের উপর অন্তর্ভুক্ত করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়

**٦٥٩** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا -

**٦٥٩٠** آবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... آবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের উপর অন্তর্ভুক্ত করবে সে আমাদের অত্যর্ভুক্ত নয়।

**٦٥٩١** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرِيدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا -

**٦٥٩১** মুহাম্মদ ইব্ন আলা (রা) ..... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের উপর অন্তর্ভুক্ত করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

**٦٥٩٢** حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ قِيَقَعُ فِي حُفَرَةٍ مِنَ النَّارِ -

**৬৫৯২** মুহাম্মদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন তার অপর কোন ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র উত্তোলন করে ইশারা না করে। কেননা সে জানে না হয়ত শয়তান তার হাতে ধাক্কা দিয়ে বসবে, ফলে (এক মুসলমানকে হত্যার অপরাধে) সে জাহানামের গর্তে নিপত্তি হবে।

**৬০৯৩** حَدَّثَنَا عَلَىٰ أَبْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرِو يَا أَبَا مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَرَّ رَجُلٌ بِسَهَامٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا ، قَالَ نَعَمْ -

**৬৫৯৩** আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমরকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবু মুহাম্মদ! আপনি কি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছেন যে, এক ব্যক্তি মসজিদে কতক তীর নিয়ে যাচ্ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : তীরের লৌহ ফলাগুলো মুষ্টিবদ্ধ করে রাখে। উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ।

**৬০৯৪** حَدَّثَنَا أَبُو النُّعَمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ بِأَسْهُمٍ قَدْ أَبْدَى نُصُولَهَا فَأَمَرَ أَنْ يَأْخُذْ بِنُصُولِهَا لَا يَخْدِشْ مُسْلِمًا -

**৬৫৯৪** আবু নু'মান (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি কতক তীর নিয়ে মসজিদে এলো। সেগুলোর ফলা খোলা অবস্থায় ছিল। তখন তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়, যেন সে তার তীরের ফলাগুলো ধরে রাখে, যাতে কোন মুসলমানের গায়ে আঘাত না লাগে।

**৬০৯৫** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرِيَدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا أَوْ قَالَ لَيَقْبِضْ بِكَفِهِ إِلَّا يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ -

**৬৫৯৫** মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র).....আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি তীর সঙ্গে নিয়ে আমাদের মসজিদে কিংবা বাজারে যায়, তাহলে সে যেন তীরের ফলাগুলো ধরে রাখে, কিংবা তিনি বলেছিলেন : তাহলে সে যেন তা মুষ্টিবদ্ধ করে রাখে, যাতে সে তীর কোন মুসলমানের গায়ে লেগে না যায়।

**২৯৮৪** بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يُضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ২৯৮৪. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বাণী : আমার পর তোমরা পরম্পরে হানাহানি করে কুফ্রীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না

٦٥٩٦ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا شَقِيقُ  
- قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ -

৬৫৯৬ উমর ইব্ন হাফস (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ  
করেছেন : কোন মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসিকী (জগ্ন্য পাপ) আর কোন মুসলমানকে হত্যা করা কুফৰী।

٦٥٩٧ حَدَّثَنَا حَجَاجُ ابْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي وَأَقْدَبْنِي مُحَمَّدٌ عَنْ  
أَبِيهِ عَنْ أَبِنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ  
رِقَابَ بَعْضٍ -

৬৫৯৭ হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (রা)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে বলতে  
শুনেছেন যে, আমার পর তোমরা পরম্পরে হানাহানি করে কুফৰীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।

٦٥٩৮ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا قُرَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ  
سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَعَنْ رَجُلٍ أَخْرَى هُوَ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ  
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِلَيْهِمْ  
تَدْرُونَ أَيْ يَوْمٍ هَذَا ؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ حَتَّى ظَنَّنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيَهُ بِغَيْرِ  
اسْمِهِ ، فَقَالَ أَلَيْسَ يَوْمُ النَّحْرِ ؟ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ أَيْ بَلَدٍ هَذَا ، أَلَيْسَ  
بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ ؟ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ  
وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ يَوْمَكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، أَلَا هَلْ  
بَلَغْتُ قُلْنَا نَعَمْ ، قَالَ أَللَّهُمَّ أَشْهُدُ فَلِيُبْلَغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ فَإِنَّهُ رَبُّ مُبْلِغٍ يُبَلِّغُهُ مَنْ  
هُوَ أَوْعَى لَهُ فَكَانَ كَذَلِكَ ، فَقَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ  
فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ حُرِقَ أَبْنُ الْحَاضِرِ مِنْ حِينَ حَرَقَةُ جَارِيَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ أَشْرِفُوا عَلَى  
أَبِي بَكْرَةَ فَقَالُوا هَذَا أَبُو بَكْرَةَ يَرَاكَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَحَدَّثْتِنِي أُمِّي عَنْ أَبِي بَكْرَةَ  
أَنَّهُ قَالَ لَوْ دَخَلُوا عَلَى مَا بَهَسْتُ بِقَصْبَةٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بَهَسْتُ يَعْنِي رَمِيتُ

৬৫৯৮ মুসাদ্দাদ (র)..... আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, (একদা) রাসূলুল্লাহ ﷺ জনতার উদ্দেশে  
বঙ্গুত্তা দিচ্ছিলেন। তিনি (নবী ﷺ) বললেন: তোমরা কি জান না আজ কোন দিন? তারা বললেন, আল্লাহ  
ও তাঁর রাসূলই এ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। (বর্ণনাকারী বলেন) এতে আমরা মনে করলাম হয়ত তিনি অন্য  
কোন নামে এ দিনটির নামকরণ করবেন। এরপর তিনি (নবী ﷺ) বললেন: এটি কি ইয়াওমুন নাহর  
(কুরবানীর দিন) নয়? আমরা বললাম হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ। এরপর তিনি বললেন: এটি কোন নগরঃ এটি

‘হারম নগর’ (সংরক্ষিত নগর) নয়? আমরা বললাম হ্যাঁ, ইয়া রাসূলল্লাহ! তিনি বললেন নিঃসন্দেহ তোমাদের এ নগরে, এ মাসের এ দিনটি তোমাদের জন্য যেরূপ হারাম, তোমাদের (একের) রক্ত, সম্পদ, ইয্যত ও চামড়া অপরের জন্য তেমনি হারাম। শোন! আমি কি তোমাদের নিকট পৌছিয়েছি? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন : হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থাক। (অতঃপর তিনি বললেন) উপস্থিত ব্যক্তি যেন (আমার বাণী) অনুপস্থিতের নিকট পৌছিয়ে দেয়। কেননা অনেক প্রচারক এমন ব্যক্তির নিকট (আমার বাণী) পৌছাবে যারা তার চাইতে অধিক সংরক্ষণকারী হবে। বস্তুত ব্যাপারটি তাই। এরপর নবী ﷺ বললেন : আমার পরে একে অপরের গর্দান মেরে কুফ্রীর দিকে ফিরে যেয়ো না।

যে দিন জারিয়াহ ইব্ন কুদামা কর্তৃক আলা ইব্ন হায়রামীকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়, সেদিন জারিয়াহ তার বাহিনীকে বলেছিল, আবু বাকরার খবর নাও। তারা বলেছিল এই তো আবু বাকরা (রা) আপনাকে দেখছেন। আবদুর রহমান বলেন, আমার মা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। আবু বাকরা (রা) বলেছেন। (সেদিন) যদি তারা আমার গৃহে প্রবেশ করত, তাহলে আমি তাদেরকে একটি বাঁশের লাঠি নিক্ষেপ (প্রতিহত) করতাম না। আবু আবদুল্লাহ বলেন, হাদীসে ব্যবহৃত অর্থে আমি নিক্ষেপ করেছি।

**٦٥٩٩** حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شِكَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّرٌ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنْ  
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَرْتَدُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ -

**৬৫৯৯** আহমাদ ইব্ন ইশকাব (র).....ইব্ন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : আমার পরে তোমরা একে অপরের গর্দান মেরে কুফ্রীর দিকে ফিরে যেয়ো না।

**٦٦..** حَدَّثَنَا سُلَيْমَانَ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلَىِّ بْنِ مُدْرِكٍ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ  
بْنَ عَمْرُو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَدِّهِ جَرِيرٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ  
اسْتَنْصَتِ النَّاسُ ثُمَّ قَالَ لَا تُرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ -

**৬৬০০** সুলায়মান ইব্ন হারব (র)..... জারীর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : লোকদেরকে নীরব হতে বল। তারপর তিনি বললেন : আমার পরে তোমরা একে অপরের গর্দান মেরে কুফ্রীর দিকে ফিরে যেয়ো না।

**২৯৮৫** بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ تَكُونُ فِتْنَةُ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْفَاجِمِ

২৯৮৫. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বাণী : ফিতনা ব্যাপক হারে হবে, তাতে দাঁড়ানো ব্যক্তির চাইতে উপরিটি ব্যক্তি উত্তম হবে

**৬৬.১** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ  
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَحَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ  
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

سَتَكُونُ فِتْنَ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي  
فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِيْ، مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفُهُ فَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلْجَأً أَوْ مَعَادًا  
فَلَيَعْذِبْ بِهِ۔

**৬৬০১** মুহাম্মদ ইবন উবায়দুল্লাহ্ (র).....আবু হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্দেহ প্রযোগ করা নির্দেশ বলেছেন : অচিরেই অনেক ফিত্না দেখা দেবে। তখন উপরিষ্ঠ ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির চাইতে উত্তম। দাঁড়ানো ব্যক্তি পদচারী ব্যক্তির চাইতে উত্তম। পদচারী ব্যক্তি ধাবমান ব্যক্তির চাইতে উত্তম। যে ব্যক্তি ফিত্নার দিকে তাকাবে ফিত্না তাকে পেয়ে বসবে। তখন কেউ যদি কোন আশ্রয়স্থল কিংবা নিরাপদ জায়গা পায়, তাহলে সে যেন তথায় আস্তরক্ষা করে।

**৬৬০২** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنِ  
عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُونُ فِتْنَ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ  
مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِيْ،  
لَهَا تَسْتَشْرِفُهُ ، فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَادًا فَلَيَعْذِبْ بِهِ۔

**৬৬০২** আবুল ইয়ামান (র).....আবু হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্দেহ প্রযোগ করা নির্দেশ বলেছেন : অচিরেই ফিত্না দেখা দেবে। তখন উপরিষ্ঠ ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির তুলনায় ভাল (ফিত্নামুক্ত) থাকবে, দাঁড়ানো ব্যক্তি চলমান ব্যক্তির তুলনায় ভাল থাকবে, চলমান ব্যক্তি ধাবমান ব্যক্তির তুলনায় ভাল থাকবে। যে ব্যক্তি সে ফিত্নার দিকে তাকাবে, ফিত্না তাকে পেয়ে বসবে। সুতরাং তখন কেউ যদি (কোথাও) কোন নিরাপদ আশ্রয়স্থল কিংবা আস্তরক্ষার ঠিকানা পায়, তাহলে সে যেন সেখানে আশ্রয় নেয়।

## ২৯৮৬ بَابُ إِذَا التَّقَىَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيِّفِيهِمَا

২৯৮৬. অনুচ্ছেদ : দু'জন মুসলিম তরবারী নিয়ে পরম্পরে মারমুখী হলে

**৬৬০৩** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَبْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ رَجُلٍ مُّسَمَّهِ عَنِ  
الْحَسَنِ قَالَ خَرَجْتُ بِسِلَاحِي لِيَالِي الْفِتْنَةِ، فَاسْتَقْبَلَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ؟  
قُلْتُ أُرِيدُ نُصْرَةَ أَبْنِ عَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَوَّاجَهَ  
الْمُسْلِمَانِ بِسَيِّفِيهِمَا فَكَلَاهُمَا مِنْ أهْلِ النَّارِ، قِيلَ هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بِالْمَقْتُولِ؟  
قَالَ أَيْهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ، قَالَ حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِإِيُوبَ وَيُونُسَ  
بْنِ عَبَيْدٍ وَآنَا أُرِيدُ أَنْ يُحَدِّثَنِي بِهِ، فَقَالَ أَيْمَ رَوَى هَذَا الْحَسَنُ عَنِ الْأَحْنَافِ بْنِ  
قَيْسٍ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ۔

ফিত্না

**৬৬০৩** আবদুল্লাহ ইবন আবদুল ওয়াহাব (র)..... হাসান বস্রী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফিত্না কবলিত রজনীতে (অর্থাৎ জঙ্গে জামাল কিংবা জঙ্গে সিফকীনে) আমি হাতিয়ার নিয়ে বের হলাম। হঠাৎ আবু বাকরা (রা) আমার সামনে পড়লেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছ? আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ সল্লাহু আলেহিঃ সালেহু আলেহিঃ সালেহু এর চাচাত ভাইয়ের সাহায্যার্থে যাচ্ছি। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাহু আলেহিঃ সালেহু বলেছেন: যদি দু'জন মুসলিম তরবারী নিয়ে পরম্পর সংঘর্ষের জন্য মুখোমুখী হয়, তাহলে উভয়েই জাহান্নামীদের অস্তর্ভুক্ত হবে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, হত্যাকারী তো জাহান্নামী। কিন্তু নিহত ব্যক্তির কি অপরাধ? তিনি বললেন, সেও তার প্রতিপক্ষকে হত্যা করার সংকল্প করেছিল। বর্ণনাকারী হাশাদ ইবন মায়িদ বলেন, আমি এ হাদীসটি আইউব ও ইউনুস ইবন আবদুল্লাহর কাছে পেশ করলাম। আমি চাচ্ছিলাম তাঁরা এ হাদীসটি আমাকে বর্ণনা করবেন। তাঁরা বললেন, এ হাদীসটি হাসান বস্রী (র) আহনাফ ইবন কায়সের মধ্যস্থতায় আবু বাকরা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

**৬৬.৪** حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ بِهَذَا ، وَقَالَ مُؤْمَلٌ حَدَّثَنَا حَمَادٌ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ وَيُونُسُ وَهِشَامٌ وَمَعْلَى بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَحْنَفِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ وَرَوَاهُ بَكَارُ بْنُ عَبْيِهِ الْعَزِيزُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَقَالَ غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعَيِّ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ سُفِيَّانُ عَنْ مَنْصُورٍ -

**৬৬০৪** সুলায়মান ইবন হারব ও মুআমাল (র)..... আবু বাক্রা (রা) নবী সল্লাহু আলেহিঃ সালেহু থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া মাঝার আইউব থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। বাক্রার ইবন আবদুল আয়ীয স্বীয় পিতার মধ্যস্থতায় আবু বাকরা (র) থেকে এটি বর্ণনা করেছেন এবং গুন্দার ও আবু বাকরা (রা)-র বর্ণনায় নবী সল্লাহু আলেহিঃ সালেহু থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে সুফিয়ান সাওরী (র) মানসূর থেকে (পূর্বোক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করার সময়) মারফু' রূপে উল্লেখ করেননি।

## ২৯৮৭. بَابُ كَيْفَ الْأَمْرُ إِذَا لَمْ تَكُنْ جَمَاعَةٌ

২৯৮৭. অনুচ্ছেদ : যখন জমাআত (মুসলমানরা সংঘবন্ধ) থাকবে না তখন কি করতে হবে

**৬৬.৫** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّنِّي قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي بُشْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَاضِرِمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ادْرِيْسَ الْخَوَلَانِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ حُذِيفَةَ ابْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ ، مُخَافَةً أَنْ يُدْرِكَنِي ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرِّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍ؟ قَالَ نَعَمْ ، قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ نَعَمْ ، وَفِيهِ دَخْنٌ ، قُلْتُ وَمَا دَخَنَهُ قَالَ قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَذِي

تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ قَالَ قُلْتُ فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرٌ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ نَعَمْ دُعَاءً عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مِنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذْفُوهُ فِيهَا، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ هُمْ مِنْ جَلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِالْسِنَتِنَ، قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي أَنْ أَدْرِكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ تَلْزُمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَامَهُمْ، قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةً وَلَا اِمَامًا؟ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعْضَ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ-

**৬৬০৫** মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ..... ভুয়ায়ফ ইবন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কল্যাণের বিষয়াদি জিজ্ঞাসা করত। কিন্তু আমি তাঁকে অকল্যাণের বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম এ ভয়ে যে, অকল্যাণ আমাকে পেয়ে না বসে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা তো জাহিলিয়াত ও অকল্যাণের মাঝে ছিলাম। এরপর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ কল্যাণের মধ্যে নিয়ে আসলেন। এ কল্যাণের পর আবারও কি অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সে অকল্যাণের পর আবার কি কোন কল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে এর মধ্যে কিছুটা ধূম্রাচ্ছন্নতা থাকবে। আমি প্রশ্ন করলাম এর ধূম্রাচ্ছন্নতাটা কিরণ? তিনি বললেন: এক জামাআত আমার তরীকা ছেড়ে অন্য পথ অবলম্বন করবে। তাদের থেকে ভাল কাজও দেখবে এবং মন্দ কাজও দেখবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সে কল্যাণের পর কি আবার অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জাহান্নামের প্রতি আহ্বানকারী এক সম্প্রদায় হবে। যে ব্যক্তি তাদের আহ্বানে সাড়া দেবে, তাকে তারা জাহান্নামে নিষ্কেপ করে ছাড়বে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাদের কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা আমাদের বর্ণনা করুন। তিনি বললেন: তারা আমাদের লোকই এবং আমাদের ভাষায়ই কথা বলবে। আমি বললাম, যদি এরূপ পরিস্থিতি আমাকে পেয়ে বসে, তাহলে কি করতে নির্দেশ দেন? তিনি বললেন: মুসলিমদের জামাআত ও ইমামকে আঁকড়ে থাকবে। আমি বললাম, যদি তখন মুসলমানদের কোন (সংঘবন্ধ) জামাআত ও ইমাম না থাকে? তিনি বললেন: তখন সকল দলমত পরিত্যাগ করে সম্ভব হলে কোন গাছের শিকড় কামড়িয়ে পড়ে থাকবে, যতক্ষণ না সে অবস্থায় তোমার মৃত্যু উপস্থিত হয়।

## ২৯৮৮ بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُكْتَرَ سَوَادُ الْفِتْنَ وَالظُّلْم

২৯৮৮. অনুচ্ছেদ: যে ফিত্নাবাজ ও জালিমদের দল ভারী করাকে অপছন্দনীয় মনে করে

**৬৬.৬** حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَثَنَا حَيْوَةُ وَغَيْرُهُ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ وَقَالَ الَّذِيْثُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ قُطِعَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ بَعْثَ فَاكْتُبْتُ فِيهِ فَلَقِيْتُ عَكْرَمَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَنَهَاْنِي أَشَدَّ النَّهَىْ شَمَّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَنَاساً مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ يُكْثِرُوْنَ سَوَادَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَاتِي السَّهْمُ فَيُرْمِي فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يَضْرِبُهُ فَيَقْتُلُهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ أَنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِيْنَ أَنْفُسِهِمْ-

**৬৬০৬** আবদুল্লাহ ইবন ইয়ায়ীদ ও লাইস (র)..... আবুল আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একবার মদীনাবাসীদের উপর একটি যোদ্ধাদল প্রস্তুতের সিদ্ধান্ত হল। আমার নামও সে দলের অন্তর্ভুক্ত করা হল। এরপর ইক্রামা (র)-র সঙ্গে দেখা হলে আমি তাকে এ সংবাদ জানালাম। তিনি আমাকে কঠোরভাবে নিষেধ করলেন এবং বললেন, আমাকে ইবন আবুস (রা) অবগত করেছেন যে, মুসলিমদের কতিপয় লোক মুশরিকদের সাথে ছিল। এতে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুকাবিলায় মুশরিকদের দল ভারী করছিল। তখন কোন তীর আসত যা নিষ্কিঞ্চ হত এবং তাদের কাউকে আঘাত করে এটি তাকে হত্যা করত। অথবা কেউ তাকে তরবারীর আঘাতে হত্যা করত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করলেন : যারা নিজেদের উপর যুলুম করে তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ফেরেশতারা বলে..... (৪ : ৯৭)।

## ২৯৮৯ بَابُ إِذَا بَقَى فِيْ حُثَالَةِ مِنَ النَّاسِ

২৯৮৯. অনুচ্ছেদ : যখন মানুষের আবর্জনা (নিকৃষ্ট) অবশিষ্ট থাকবে

**৬৬৭** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفِيَّانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُذَيْفَةُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثَيْنِ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَآنَا انتَظَرُ الْآخَرَ حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنْنَةِ ، وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفِعَهَا قَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النُّوْمَةَ فَتَقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظْلِمُ أَثْرُهَا مِثْلَ أَثْرِ الْوَكْتِ ، ثُمَّ يَنَامُ النُّوْمَةَ فَتَقْبَضُ فِيْبِقْيَ أَثْرُهَا مِثْلَ أَثْرِ الْمَجْلِ كَجَمْرِ دَحْرَجَتِهِ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفَطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَاعِيْعُونَ وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤْدِي الْأَمَانَةَ فَيُقَالُ إِنَّ فِيْ بَنِيْ فُلَانِ رَجُلًا أَمِينًا ، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِهِ وَلَقَدْ أتَى عَلَىْ زَمَانٍ ، وَلَا أَبَالِيْ أَيُّكُمْ بَايَعْتُ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَهُ عَلَىِ الْإِسْلَامِ ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيَا رَدَهُ عَلَىِ سَاعِيْهِ وَأَمَّا الْيَوْمِ فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا -

**৬৬০৭** মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র)..... হ্যায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমাদের দুটি হাদীস বর্ণনা করেছিলেন, যার একটি আমি দেখেছি (বাস্তবায়িত হয়েছে) আর অপরটির অপেক্ষায় আছি। তিনি আমাদের বলেন : আমানত মানুষের অন্তর্মূলে প্রবিষ্ট হয়। এরপর তারা কুরআন শিখে, তারপর তারা সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন করে। তিনি আমাদের আমানত বিলুপ্তি সম্পর্কেও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : মানুষ এক সময় ঘুমাবে। তার অন্তর থেকে আমানত উঠিয়ে নেওয়া হবে। তখন একটি বিন্দুর ন্যায় চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। এরপর সে আবার ঘুমাবে। তারপর আবার তুলে নেওয়া হবে, তখন ফোস্কার ন্যায় তার চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। যেমন একটা জুলন্ত অঙ্গারকে যদি তুমি পায়ের উপর রেখে দাও এতে পায়ে ফোস্কা পড়ে, তখন তুমি সেটাকে ফোলা দেখবে। অথচ তার মধ্যে কিছুই নেই। (এ সময়) মানুষ বেচাকেনা

করবে বটে কিন্তু কেউ আমানত আদায় করবে না। তখন বলা হবে, অমুক গোত্রে একজন আমানতদার ব্যক্তি আছেন। কোন কোন লোক সম্পর্কে বলা হবে যে, লোকটি কতই না বুদ্ধিমান, কতই না বিচক্ষণ, কতই না বীর, অথচ তার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ সীমান নেই। [এরপর হ্যায়ফা (রা) বললেন] আমার উপর দিয়ে এমন একটি যুগ অতিবাহিত হয়েছে তখন আমি তোমাদের কার সাথে লেনদেন করছি এ-সম্পর্কে মোটেও চিন্তা-ভাবনা করতাম না। কেননা, সে যদি মুসলিম হয় তাহলে তার দীনই (হক আদায়ের জন্য) তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনবে। আর যদি সে খৃষ্টান হয়, তাহলে তার অভিভাবকরাই (হক আদায়ের জন্য) তাকে আমার কাছে ফিরে আসতে বাধ্য করবে। কিন্তু বর্তমানে আমি অমুক অমুককে ছাড়া কারো সঙ্গে বেচাকেনা করি না।

## ٢٩٩. بَابُ التَّعْرِبِ فِي الْفِتْنَةِ

২৯৯০. অনুচ্ছেদ : ফিতনার সময় বেদুঈন সুলভ জীবনযাপন করা বাঞ্ছনীয়

**٦٦.٨** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَاجِ فَقَالَ يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ ارْتَدِدْتَ عَلَى عَقْبَيْكَ تَعَرِّبْتَ قَالَ لَا وَلَكِنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَذِنَ لِي فِي الْبَدْوِ. وَعَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ خَرَجَ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ إِلَى الرَّبْذَةِ وَتَزَوَّجَ هُنَاكَ امْرَأَةً وَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا فَلَمْ يَزَلْ بِهَا حَتَّى قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِلِيَالِيْ فَنَزَلَ الْمَدِينَةَ -

**৬৬০৮** কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... সালমা ইব্ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার হাজাজ আমার কাছে এলেন। তখন সে তাঁকে বলল, হে ইব্ন আকওয়া! আপনি সাবেক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করলেন না কি-যে বেদুঈন সুলভ জীবন যাপন করতে শুরু করেছেন? তিনি বললেন, না। বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বেদুঈন সুলভ জীবন যাপনের অনুমতি প্রদান করেছেন। ইয়ায়ীদ ইব্ন আবু উবায়দুল্লাহ বর্ণনা করেন যে, যখন উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) নিহত হলেন, তখন সালমা ইব্ন আকওয়া (রা) 'রাবায়া'য় চলে যান এবং সেখানে তিনি এক মহিলাকে বিয়ে করেন। সে মহিলার ঘরে তাঁর কয়েকজন সন্তান জন্মলাভ করে। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে তিনি মদীনায় আগমন করেন। এর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সেখানেই বসবাসরত ছিলেন।

**٦٦.٩** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الدَّخْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنِّيَّا شَعْفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعُ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتْنَةِ -

**৬৬০৯** আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....আবু সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অদূর ভবিষ্যতে এমন এক সময় আসবে যখন মুসলমানদের সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ হবে ছাগল।

ফিতনা থেকে দীন রক্ষার্থে পলায়নের জন্য তারা এগুলো নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় এবং বারিপাতের স্থানসমূহে গিয়ে আশ্রয় নেবে।

## ٢٩٩١ بَابُ التَّعْوِذِ مِنَ الْفِتْنَ

### ২৯৯১. অনুচ্ছেদ : ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

**٦٦١.** حَدَّثَنَا مُعاَذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هَشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَالُوا النَّبِيَّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحْفَوْهُ بِالْمَسْأَلَةِ فَصَعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذاتَ يَوْمِ الْمُنْبَرِ فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي  
عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيْنَتُ لَكُمْ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُّ يَمِينًا وَشِمَاءً فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ رَأَسُهُ فِي ثُوبِهِ  
يَبْكِيْ فَأَنْشَأْ رَجُلٌ كَانَ إِذَا لَاحَى يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَقَالَ يَانِيَ اللَّهُ مَنْ أَبِيْ؟ قَالَ  
أَبُوكَ حُذَافَةُ ثُمَّ أَنْشَأْ عُمَرُ فَقَالَ رَضِيَّنَا بِاللَّهِ رَبِّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينَا، وَبِمُحَمَّدِ رَسُولِ  
نَعْوَذُ بِاللَّهِ مِنْ سُوءِ الْفِتْنَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَالْيَوْمِ  
قَطُّ إِنَّهُ صُورَتْ لِي الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهُمَا دُونَ الْحَائِطِ، قَالَ قَتَادَةُ يُذَكِّرُ هَذَا  
الْحَدِيثَ عِنْدَ هَذِهِ الْأُيُّةِ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدِّلُكُمْ تَسْؤُكُمْ  
وَقَالَ عَبَاسُ النَّرِسِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنْسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا وَقَالَ كُلُّ رَجُلٍ لَافْ رَأْسَهُ فِي ثُوبِهِ يَبْكِيْ وَقَالَ عَائِدًا بِاللَّهِ مِنْ  
سُوءِ الْفِتْنِ أَوْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُوءِ الْفِتْنِ وَقَالَ لِيْ خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرْيَعَ  
قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ وَمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنْسًا حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا  
وَقَالَ عَائِدًا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الْفِتْنِ -

**৬৬১০** মুআয ইবন ফাযালা (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, লোকেরা নবী ﷺ-এর কাছে প্রশ্ন করত। এমন কি প্রশ্ন করতে করতে তারা তাঁকে বিরক্ত করে তুলত। একদিন নবী ﷺ-এর মিস্বরে আরোহণ করলেন এবং বললেন : তোমরা (আজ) আমাকে যাই প্রশ্ন করবে, আমি তারই উত্তর প্রদান করব। আনাস (রা) বলেন, আমি ডানে বামে তাকাচ্ছিলাম। দেখতে পেলাম প্রত্যেকেই আপন বক্সে মাথা গুঁজে কাঁদছে। তখন এমন এক ব্যক্তি পারম্পরিক বাকবিতগুর সময় যাকে অন্য এক ব্যক্তির (যে প্রকৃতপক্ষে তার পিতা নয়) সন্তান বলে সম্মোধন করা হত উঠে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর নবী! আমার পিতা কে? তিনি বললেন : হ্যাফা তোমার পিতা। এরপর উমর (রা) সম্মুখে এলেন আর বললেন, আমরা রব হিসেবে আল্লাহকে, দীন হিসেবে ইসলামকে এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে রাসূল হিসেবে মেনে পরিতুষ্ট। ফিতনার অনিষ্ট থেকে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এরপর নবী ﷺ বললেন : আজকের মত এত উত্তম বস্তু এবং এত খারাপ বস্তু আমি ইতিপূর্বে কখনো প্রত্যক্ষ করিনি। আমার সম্মুখে জান্নাত ও

জাহান্নামের ছবি পেশ করা হয়েছিল। এমনকি আমি সে দুটোকে এ দেয়ালের পাশেই দেখতে পাচ্ছিলাম। কাতাদা বলেন, উপরে বর্ণিত হাদীসটি নিম্নোক্ত আয়াত প্রসঙ্গে বলে উল্লেখ করা হয়। ইরশাদ হলো : হে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা প্রকাশিত হলে তোমরা দৃঢ়খিত হবে। (৫ : ১০১)

আববাস নারসী (র).....আনাস (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে এ সূত্রে আনাস (রা) (থেকে) অত্যেক ক্ষেত্রে এর অর্থ কিন্তু ব্যক্তি তার মাথায় কাপড় দিয়ে অচ্ছাদিত করে কাঁদছিল (বলে উল্লেখ করেছেন। এবং আউজ্বাল্লাহ মুহাম্মদ থেকে পূর্বোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, খালীফা (র)..... আনাস (রা)-এর বর্ণনায় নবী ﷺ থেকে পূর্বোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ সূত্রে তিনি উল্লেখ করেছেন। এ সূত্রে তিনি উল্লেখ করেছেন।

### ٢٩٩٢ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ لِلَّهِ الْفِتْنَةُ مِنْ قِبْلِ الْمَشْرِقِ

২৯৯২. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বাণী ফিতনা পূর্ব দিক থেকে শুরু হবে

**٦٦١١** حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الرُّهْبَرِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَامَ إِلَى جَنْبِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ : الْفِتْنَةُ هَا هُنَا ، الْفِتْنَةُ هَا هُنَا مِنْ حِينِ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانُ أَوْ قَالَ قَرْنُ الشَّمْسِ -

**৬৬১১** আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র).....সালিমের পিতা আবদুল্লাহ ইবন উমর (র) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি (নবী ﷺ) মিস্তরের পাশে দণ্ডযামান হয়ে বলেছেন : ফিতনা এ দিকে, ফিতনা সে দিকে যেখান থেকে শয়তানের শিং উদিত হবে। কিংবা বলেছিলেন : সূর্যের মাথা উদিত হয়।

**٦٦١٢** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقِ يَقُولُ : أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا ، مِنْ حِينِ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ -

**৬৬১২** কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... ইবন উমর (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পূর্ব দিকে মুখ করে বলতে শুনেছেন, সাবধান! ফিতনা সে দিকে যে দিক থেকে শয়তানের শিং উদিত হয়।

**٦٦١٣** حَدَّثَنَا عَلَىُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبْنِ عَوْنَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمِنِنَا قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمِنِنَا

قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ وَفِي نَجْدِنَا فَأَظْنَنَّهُ قَالَ فِي الْثَالِثَةِ هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ -

**৬৬১৩** আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ আলোচনা করছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেন : হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আমাদের সিরিয়ায় বরকত দাও। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আমাদের ইয়ামানে বরকত দাও। লোকেরা বলল, আমাদের নজদেও। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আমাদের সিরিয়ায় বরকত দাও। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য বরকত দাও আমাদের ইয়ামানে। লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের নজদেও। (বর্ণনাকারী বলেন) আমার মনে হয়, তৃতীয়বারে তিনি বললেন : সেখানে তো কেবল ভূমিকম্প আর ফিত্না। আর তথা হতে শয়তানের শিং উদিত হবে।

**৬৬১৪** حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ عَنْ بَيَانٍ عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَرَجَوْنَا أَنْ يُحَدِّثَنَا حَدِيثًا حَسَنًا قَالَ فَبَادَرَنَا إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عَنِ الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ وَاللَّهُ يَقُولُ وَقَاتَلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، فَقَالَ هَلْ تَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ تَكْلِثُ أَمْكَانًا كَانَ مُحَمَّدًا يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ الدُّخُولُ فِي دِينِهِمْ فِتْنَةً وَلَا يَسِّرْ بِقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ -

**৬৬১৪** ইসহাক আল ওয়াসেতী (র).... সাঈদ ইবন যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) আমাদের নিকট আসলেন। আমরা আশা করছিলাম যে, তিনি আমাদের একটি উত্তম হাদীস বর্ণনা করবেন। এক ব্যক্তি তাঁর দিকে আমাদের চেয়ে অগ্রসর হয়ে বলল, হে আবু আব্দুর রহমান! ফিত্নার সময় যুদ্ধ করা সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : তাদের সাথে যুদ্ধ কর, তাবত ফিত্নার অবসান ঘটে। তখন তিনি বললেন, তোমার মা তোমার জন্য বিলাপ করুক। ফিত্না কাকে বলে জান কি ? মুহাম্মদ ﷺ তো যুদ্ধ করতেন মুশরিকদের বিরুদ্ধে। কেননা, তাদের শিরকের মধ্যে থাকাটাই মূলত ফিত্না। কিন্তু তা তোমাদের রাজ্য নিয়ে লড়াইর মতো ছিল না।

**২৯৯৩** بَابُ الْفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ كَمْوَجُ الْبَحْرِ، وَقَالَ أَبْنُ عَيْنَةَ عَنْ خَلْفِ بْنِ حَوْشَبِ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَمْتَلُؤَا بِهِذِهِ الْأَبْيَاتِ عِنْدَ الْفِتْنَةِ

تَسْعَى بِرِزْنَتِهَا لِكُلِّ جَهُولٍ	الْحَرْبُ أَوْلُ مَا تَكُونُ فِتْنَةً
وَلَتْ عَجُوزًا غَيْرَ ذَاتِ حَلِيلٍ	حَتَّى إِذَا اشْتَعَلَتْ وَشَبَّ حِرَامُهَا
مَكْرُوهَةً لِلشِّمْ وَالثَّقِيلِ	شَمْطَاءً شَنَكَ لَوْنَهَا وَتَغْيِيرَتْ

২৯৯৩. অনুচ্ছেদ : সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় ফিত্না তরঙ্গায়িত হবে। ইবন উয়ায়ন: (র) খালফ ইবন হাওশাব (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, পূর্ববর্তী লোকেরা নিম্নোক্ত কবিতার দ্বারা ফিত্নার উপরা পেশ করতে পছন্দ করতেন। যুক্তের প্রাথমিক অবস্থা যুবতীর মত, যে তার ঝঁপ-লাবণ্য নিয়ে অপরিগামদর্শীর উদ্দেশ্যে ছুটাছুটি করে। কিন্তু যখন যুক্তের দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে এবং তার ফুল্কিশুলো হয় পূর্ণ ঘোবনা, তখন সে বৃক্ষ বিধৰার ন্যায় পালিয়ে যায়, যার চুল অধিকাংশই সাদা হয়ে গেছে, রঙ হয়ে গেছে ফিকে ও পরিবর্তিত, যার স্বাণ নিতে ও চুম্ব খেতে ঘৃণা লাগে।

٦٦١٥

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شَقِيقُ  
قَالَ سَمِعْتُ حُذِيفَةَ يَقُولُ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ عُمَرَ إِذْ قَالَ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ النَّبِيِّ  
ﷺ فِي الْفِتْنَةِ قَالَ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ  
وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ وَلَكِنِّي  
تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا  
بَابًا مُغْلَقًا قَالَ عُمَرُ أَيُّكْسِرُ الْبَابَ أَمْ يُفْتَحُ ؟ قَالَ بَلْ يُكْسِرُ قَالَ عُمَرُ إِذَا لَا يُغْلَقَ أَبْدًا  
قُلْتُ أَجَلْ قُلْتَا لِحُذِيفَةَ أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ قَالَ نَعَمْ كَمَا أَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدِ الْيَلَةِ،  
وَذَلِكَ أَنَّا حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِبِ فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مِنِ الْبَابِ ؟ فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا  
فَسَأَلَهُ فَقَالَ مِنِ الْبَابِ قَالَ عُمَرُ -

৬৬১৫ উমর ইবন হাফস ইবন গিয়াস (র)... হ্যায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন, এক সময় আমরা উমর (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। হঠাৎ তিনি বললেন, ফিত্না সম্পর্কে নবী ﷺ-এর বক্তব্য তোমাদের মধ্যে কে স্বরণ রেখেছে? হ্যায়ফা (রা) বললেন, (নবী ﷺ বলেছেন) মানুষ নিজের পরিবার, ধন-সম্পদ, সত্ত্বান-সন্ততি ও প্রতিবেশী সংক্রান্ত ব্যাপারে যে ফিত্নায় নিপত্তি হয় নামায, সাদাকা, সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ তার সে পাপকে মোচন করে দেয়। তিনি বললেন, আমি তোমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিনি এবং সে ফিত্নার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছি যা সাগর লহরীর মত ঢেউ খেলবে। হ্যায়ফা (রা) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! সে ফিত্নায় আপনার কোন অসুবিধা হবে না। কেননা, সে ফিত্না ও আপনার মাঝে একটি বন্ধ দরজা রয়েছে। উমর (রা) বললেন, দরজাটি কি ভেঙ্গে ফেলা হবে, না খুলে দেওয়া হবে? তিনি বললেন, না বরং ভেঙ্গে ফেলা হবে। উমর (রা) বললেন, তা হলে তো সেটা আর কখনো বন্ধ করা যাবে না। (হ্যায়ফা বলেন) আমি বললাম, হ্যাঁ। (শাকীক বলেন) আমরা হ্যায়ফা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, উমর (রা) কি দরজাটি সম্পর্কে জানতেন? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। যেরূপ আমি সুনিশ্চিতভাবে জানি যে আগামী দিনের পর রাত আসবে। কেননা আমি তাকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছিলাম যা ভ্রান্তিমুক্ত। (শাকীক বলেন) দরজাটি কে সে সম্পর্কে হ্যায়ফা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করতে আমরা ভয় পাচ্ছিলাম, তাই আমরা মাসরংককে জিজ্ঞাসা করতে বললাম। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, দরজাটি কে? উত্তরে তিনি বললেন, উমর (রা) (নিজেই)।

**٦٦١٦** حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا إِلَى حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ لِحَاجَةٍ وَخَرَجْتُ فِي أَثْرِهِ فَلَمَّا دَخَلَ الْحَائِطَ جَلَسْتُ عَلَى بَابِهِ وَقُلْتُ لَا كُونْتُ الْيَوْمَ بَوَابَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَأْمُرْنِيْ ، فَذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَضَى حَاجَتَهُ وَجَلَسَ عَلَى قُفَّ الْبَيْرِ وَكَشَفَ عَنْ سَاقِيْهِ وَدَلَاهُمَا فِي الْبَيْرِ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ لِيَدْخُلَ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ لَكَ فَوَقَفَ فَجَئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهُ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْكَ قَالَ أَذْنَ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ فَجَاءَ عَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَشَفَ عَنْ سَاقِيْهِ وَدَلَاهُمَا فِي الْبَيْرِ فَجَاءَ عُمَرُ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ لَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَذْنَ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَجَاءَ عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَشَفَ عَنْ سَاقِيْهِ وَدَلَاهُمَا فِي الْبَيْرِ فَامْتَلَأَ الْقُفُّ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مَجْلِسٌ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ لَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَذْنَ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ مَعْهَا بِلَاءُ يُصِيبُهُ فَدَخَلَ فَلَمْ يَجِدْ مَعْهُمْ مَجْلِسًا فَتَحَوَّلَ حَتَّى جَاءَ مُقَابِلَهُمْ عَلَى شَفَةِ الْبَيْرِ فَكَشَفَ عَنْ سَاقِيْهِ ثُمَّ دَلَاهُمَا فِي الْبَيْرِ فَجَعَلْتُ أَتَمَنِي أَخَالِي وَأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَأْتِيَ قَالَ أَبْنُ الْمُسَيَّبِ فَتَوَلَّتْ ذَلِكَ قُبُورَهُمْ اجْتَمَعَتْ هَاهُنَا وَانْفَرَدَ عُثْمَانُ -

**৬৬১৬** সাঁজদ ইব্ন আবু মারিয়াম (র)..... আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ প্রয়োজনবশত মদীনার (দেয়াল ঘেরা) বাগানসমূহের কোন একটি বাগানের উদ্দেশ্যে বের হলেন। আমি তাঁর পিছনে গেলাম। তিনি যখন বাগানে প্রবেশ করলেন, আমি এর দরজায় বসে রইলাম এবং মনে বললাম, অদ্য আমি নবী ﷺ-এর প্রহরীর কাজ আঞ্চাম দিব। অবশ্য তিনি আমাকে এর নির্দেশ দেননি। নবী ﷺ ভিতরে গেলেন এবং স্থীর প্রয়োজন সেরে নিলেন। এরপর একটি কৃপের পোক্তার উপর বসে পড়লেন এবং হাঁটুর নিচের অংশের কাপড় তুলে নিয়ে উভয় পা কৃপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিলেন। এমন সময় আবু বকর (রা) এসে তার নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। আমি বললাম, আপনি অপেক্ষা করুন, যতক্ষণ না আমি আপনার জন্য অনুমতি নিয়ে আসছি। তিনি অপেক্ষা করলেন। আমি নবী ﷺ-এর নিকট আসলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর নবী! আবু বকর (রা) আপনার কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইছেন। তিনি বললেন : তাঁকে আসার অনুমতি দাও এবং তাকে জানান্তের শুভ সংবাদ দাও। আবু বকর (রা) প্রবেশ করলেন এবং নবী ﷺ-এর ডান পার্শ্বে গিয়ে বসলেন। এরপর তিনিও হাঁটুর নিচের অংশ অনাবৃত করে উভয় পা কৃপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিলেন। এরপর উমর (রা) আসলেন। আমি বললাম, আপনি স্বস্থানে অপেক্ষা করুন। আমি আপনার জন্য অনুমতি নিয়ে আসি। (অনুমতি প্রার্থনা করলে) নবী ﷺ বললেন : তাঁকে আসার অনুমতি দাও এবং

জান্নাতের সুসংবাদ দাও। তিনি এসে নবী ﷺ-এর বাম দিকে বসলেন এবং হাঁটুর নিচের অংশ অনাবৃত করে উভয় পা কৃপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিলেন। এতে কৃপের পোষ্টা পরিপূর্ণ হয়ে গেল এবং সেখানে বসার আর কোন স্থান অবশিষ্ট রইল না। এরপর উসমান (রা) আসলেন। আমি বললাম, আপনি স্বস্থানে অপেক্ষা করুন, যতক্ষণ আমি আপনার জন্য অনুমতি নিয়ে না আসি। নবী ﷺ বলেন : তাঁকে আসার অনুমতি দাও এবং তাকে বিপদাক্রান্ত হওয়াসহ জান্নাতের সুসংবাদ দাও। তিনি প্রবেশ করলেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে বসার কোন স্থান পেলেন না। ফলতঃ তিনি বিপরীত দিকে এসে তাঁদের মুখোমুখী হয়ে কুয়ার পাড়ে বসে গেলেন এবং হাঁটুদ্বয়ের নিচের অংশ অনাবৃত করে উভয় পা কুয়ার অভ্যন্তরে ঝুলিয়ে দিলেন। আমি তখন আমার অপর এক ভাই-এর (আগমন) কামনা করছিলাম এবং আল্লাহর নিকট দোয়া করছিলাম যেন সে (এ মুহূর্তে) আগমন করে। ইব্ন মুসাইয়্যাব বলেন, আমি এ ঘটনার মর্মার্থ এভাবে গ্রহণ করেছি যে, তা হল তাঁদের তিনজনের কবরের নমুনা যা এখানে একসঙ্গে হয়েছে। আর উসমান (রা)-র ভিন্ন স্থানে।

**٦٦١٧** حَدَّثَنَا بِشْرٌ أَبْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلَ قَالَ قَبْلَ لِأُسَامَةَ أَلَا تُكَلِّمُ هَذَا قَالَ قَدْ كَلَمْتُهُ مَا دُونَ أَنْ افْتَحَ لَكَ بَابًا أَكُونُ أَوَّلُ مِنْ يَفْتَحُهُ وَمَا أَنَا بِالَّذِي أَقُولُ لِرَجُلٍ بَعْدَ أَنْ يَكُونُ أَمِيرًا عَلَى رَجُلَيْنِ أَنْتَ خَيْرٌ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ يُجَاءُ بِرَجُلٍ فَيُطْرَحُ فِي النَّارِ فَيُطْحَنُ فِيهَا كَطَحْنُ الْحِمَارِ بِرَحَاهِ فَيُطْبِقُ بِهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ أَيْ فُلَانُ الْسُّتْ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ، فَيَقُولُ إِنِّي كُنْتُ أَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا أَفْعَلُهُ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَا فَعَلْهُ -

**৬৬১৭** বিশ্র ইব্ন খালিদ (র).... আবু ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসামা (রা)-কে বলা হল আপনি কি এ ব্যাপারে কিছু বলবেন না? তিনি বললেন, আমি এ ব্যাপারে বলেছি, তবে এমন পস্তায় নয় যে, আমি তোমার জন্য একটি দ্বার (ফিতনার) উন্মোচিত করব যাতে আমিই হব এর প্রথম উন্মোচনকারী এবং আমি এমন ব্যক্তি নই যে, কোন লোক দুই ব্যক্তির আমীর নিযুক্ত হওয়ার পর তার সম্পর্কে বলব, আপনি উন্মত্ত। কেননা, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে (কিয়ামতের দিন) এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে এবং তাকে জাহানামে নিষ্কেপ করা হবে। এরপর তাকে গাধা দিয়ে চাকা ঘুরিয়ে যেমন গম পিষা হয়, সেরূপ পিষে ফেলা হবে। দোয়খবাসীরা তার পাশে এসে সমবেত হবে এবং বলবে, হে অমুক! তুমিই কি আমাদের ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে না? তখন সে বলবে, হ্যাঁ, আমি ভাল কাজের আদেশ করতাম, তবে আমি নিজে তা করতাম না এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতাম, তবে আমি নিজেই তা করতাম।

২৯৮৮ بَابُ

٦٦١٨ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلْمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ فَارِسًا مَلَكُوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمْ إِمْرَأً -

৬৬১৮ উসমান ইব্ন হায়সাম (র)..... আবু বাক্রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি কথা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা জঙ্গে জামাল (উষ্ট্রের যুদ্ধ) এর সময় আমাদের বড়ই উপকৃত করেছেন। (সে কথাটি হল) নবী ﷺ-এর নিকট যখন এ সংবাদ পৌছল যে, পারস্যের লোকেরা কিস্রার কন্যাকে তাদের শাসক নিযুক্ত করেছে, তখন তিনি বললেন : সে জাতি কখনই সফলকাম হবে না, যারা তাদের শাসনভাব কোন রমণীর হাতে অর্পণ করে।

٦٦١٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَرِيمٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ الْأَسْدِيُّ قَالَ لَمَّا سَارَ طَلْحَةُ وَالزُّبِيرُ وَعَائِشَةُ إِلَى الْبَصْرَةِ بَعَثَ عَلَىٰ عَمَّارَ بْنِ يَاسِرِ وَحَسَنَ بْنَ عَلَىٰ فَقَدِمَا عَلَيْنَا الْكُوفَةَ فَصَعَدَا الْمِنْبَرَ فَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلَىٰ فَوْقَ الْمِنْبَرِ فِي أَعْلَاهُ وَقَامَ عَمَّارٌ أَسْفَلَ مِنَ الْحَسَنِ فَاجْتَمَعُنَا إِلَيْهِ فَسَمِعْتُ عَمَّارًا يَقُولُ أَنَّ عَائِشَةَ قَدْ سَارَتْ إِلَى الْبَصْرَةِ وَاللَّهُ أَنَّهَا لَزَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَبْتَلَكُمْ لِيُعْلَمَ أَيَّاهُ تُطِيعُونَ أَمْ هُنَّ

৬৬১৯ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র).... আবু মারিয়াম আবদুল্লাহ ইব্ন যিয়াদ আসাদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তালহা, যুবায়র ও আয়েশা (রা) যখন বস্রার দিকে গমন করলেন, তখন আলী (রা) আশ্মার ইব্ন ইয়াসির ও হাসান ইব্ন আলী (রা) -কে প্রেরণ করলেন। তাঁরা আমাদের কুফায় আগমন করলেন এবং (মসজিদের) মিস্রে উপবেশন করলেন। হাসান ইব্ন আলী (রা) মিস্রের সর্বোচ্চ ধাপে উপরিষ্ঠ ছিলেন, আর আশ্মার (রা) হাসান (রা)-এর নিচের ধাপে দণ্ডয়মান ছিলেন। আমরা এসে তাঁর নিকট সমবেত হলাম। এ সময় আমি শোনলাম, আশ্মার (রা) বলছেন, আয়েশা (রা) বস্রা অভিমুখে রওনা হয়ে গেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি দুনিয়া ও আধিকারাতে তোমাদের (আমাদের) নবী ﷺ এর পত্নী। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ কথা স্পষ্ট করে জেনে নেওয়ার জন্য তোমাদের পরীক্ষায় ফেলেছেন যে, তোমরা কি তাঁরই আনুগত্য কর, না তাঁর [অর্থাৎ আয়েশা (রা)-র] আনুগত্য কর।

٦٦٢ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ ابْنِ غَنِيَّةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِيهِ وَأَئِلٍ قَامَ عَمَّارٌ عَلَىٰ مِنْبَرِ الْكُوفَةِ فَذَكَرَ عَائِشَةَ وَذَكَرَ مَسِيرَهَا وَقَالَ إِنَّهَا زَوْجُهُ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَكِنَّهَا مِمَّا أَبْتَلَيْتُمْ -

**৬৬২০** আবু নু'আয়ম (র)..... আবু ওয়াইল (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আম্মার (রা) কৃফার (মসজিদের) মিসরে দণ্ডয়ামান হলেন এবং তিনি আয়েশা (রা)-ও তাঁর সফরের কথা উল্লেখ করলেন। এরপর তিনি বললেন, তিনি (আয়েশা রা) ইহলোক ও পরলোকে তোমাদের নবী ﷺ এর পত্নী। কিন্তু বর্তমানে তোমরা তাঁকে নিয়ে ভীষণ পরীক্ষার মুখ্যমুখ্য হয়েছ।

**৬৬২১** حَدَّثَنَا بَدْلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمَرُو قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلَ يَقُولُ دَخَلَ أَبُو مُوسَى وَأَبُو مَسْعُودٍ عَلَى عَمَارٍ حَيْثُ بَعْثَهُ عَلَى الْأَهْلِ الْكُوفَةِ يَسْتَنْفِرُهُمْ فَقَالَا مَا رَأَيْنَاكَ أَنَّيْتَ أَمْرًا أَكْرَهَ عِنْدَنَا مِنْ اسْرَاعِكَ فِي هَذَا الْأَمْرِ مُنْذُ اسْلَمْتُ فَقَالَ عَمَارُ مَا رَأَيْتُ مِنْكُمَا مُنْذُ اسْلَمْتُمَا أَمْرًا أَكْرَهَ عِنْدِي مِنْ ابْطَائِكُمَا عَنْ هَذَا الْأَمْرِ وَكَسَاهُمَا حُلَّةً حُلَّةً رَاحُوا إِلَى الْمَسْجِدِ-

**৬৬২১** বাদাল ইবন মুহাবুর (র).... আবু ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, আলী (রা) যখন আম্মার (রা)-কে যুদ্ধে অংশগ্রহণের আহবান জানাতে কৃফাবাসীদের নিকট প্রেরণ করলেন, তখন আবু মূসা ও আবু মাসউদ (রা) তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, তোমার ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমাদের জানামতে বর্তমান বিষয়ে (যুদ্ধের জন্য মানুষকে অনুপ্রাণিত করার বিষয়ে) দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করার চেয়ে অপচন্দনীয় কোন কাজ করতে আমরা তোমাকে দেখিনি। তখন আম্মার (রা) বললেন, যখন থেকে আপনারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, আমি আপনাদের কোন কাজ দেখিনি যা আমার কাছে অপচন্দনীয় বিবেচিত হয়েছে বর্তমানের এ কাজে দেরী করা ব্যক্তিত। তখন আবু মাসউদ (রা) তাদের দু'জনকেই একজোড়া করে পোশাক পরিধান করিয়ে দিলেন। এরপর সকলেই (কৃফা) মসজিদের দিকে রওনা হলেন।

**৬৬২২** حَدَّثَنَا غَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى وَعَمَارٍ فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ مَا مِنْ صَاحِبِكَ أَحَدٌ إِلَّا لَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ فِيهِ غَيْرَكَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْكَ شَيْئًا مُنْذُ صَحَبْتَ النَّبِيَّ ﷺ أَعْيَبَ عِنْدِي مِنْ اسْتِسْرَاعِكَ فِي هَذَا الْأَمْرِ قَالَ عَمَارٌ يَا أَبَا مَسْعُودٍ وَمَا رَأَيْتُ مِنْكَ وَلَا مِنْ صَاحِبِكَ هَذَا شَيْئًا مُنْذُ صَحَبْتَمَا النَّبِيَّ ﷺ أَعْيَبَ عِنْدِي مِنْ ابْيَطَائِكُمَا فِي هَذَا الْأَمْرِ فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ وَكَانَ مُوسِرًا يَا غَلَامُ هَاتِ حُلْتَينِ فَاعْطِي إِحْدَاهُمَا يَا مُوسَى وَالْأُخْرَى عَمَارًا وَقَالَ رُوحًا فِيهِ إِلَى الْجُمُعَةِ-

**৬৬২২** আবদান (র)..... শাকীক ইবন সালমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, আমি আবু মাসউদ (রা), আবু মূসা (রা) ও আম্মার (রা)-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন আবু মাসউদ (রা) বললেন, তুমি ব্যক্তিত তোমার সঙ্গীদের মাঝে এমন কেউ নেই, যার সম্পর্কে আমি ইচ্ছা করলে কিছু না কিছু বলতে না পারি। তবে নবী ﷺ-এর সঙ্গ লাভ করার পর থেকে এ ব্যাপারে দ্রুত উদ্যোগী হওয়ার চাইতে আমার দৃষ্টিতে দৃশ্যমীয়

কোন কাজ তোমার কাছ থেকে দেখিনি। তখন আশ্মার (রা) বললেন, হে আবু মাসউদ! নবী ﷺ-এর সাথে তোমাদের সঙ্গ লাভ করার পর থেকে এ ব্যাপারে গড়িমসি করার চাইতে আমার দৃষ্টিতে অধিক দূষণীয় কোন কাজ তোমার থেকে এবং তোমার এ সঙ্গী থেকে দেখিনি। আবু মাসউদ (রা) ধনবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি (তার চাকরকে) বললেন, হে বৎস! দু'জোড়া পোশাক নিয়ে এস। এরপর তিনি তার একটি আবু মুসা (রা)-কে ও অপরটি আশ্মার (রা)-কে দিলেন এবং বললেন, এগুলো পরিধান করে জুম'আর নামাযে যাও।

## ۲۹۹۵ بَابُ إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا

২৯৯৫. অনুচ্ছেদ : যখন আল্লাহ কোন সম্প্রদায়-এর উপর আযাব নাখিল করেন

[ ۶۶۲۳ ] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِيْ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابَ مَنْ كَانَ فِيهِمْ شَمْ بُعْثُوا عَلَىٰ أَعْمَالِهِمْ -

[ ۶۶۲۴ ] আবদুল্লাহ ইবন উসমান (র).... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যখন আল্লাহ তা'আলা কোন কাওমের উপর আযাব নাখিল করেন তখন সেখানে বসবাসরত সকলের উপরই সেই আযাব নিপত্তি হয়। অবশ্য পরে (কিয়ামতের দিন) প্রত্যেককে তার আমল অনুসারে উঠানো হবে।

## ۲۹۹۶ بَابُ قُولِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلَىٰ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

২৯৯৬. অনুচ্ছেদ : হাসান ইবন আলী (রা) সম্পর্কে নবী ﷺ এর উক্তি : অবশ্যই আমার এ পৌত্র সরদার। আর সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে মুসলমানদের (বিবদমান) দু'টি দলের মধ্যে সমরোতা সৃষ্টি করবেন

[ ۶۶۲۴ ] حَدَّثَنَا عَلَىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ أَبُو مُوسَىٰ وَلَقِيْتُهُ بِالْكُوفَةِ جَاءَ إِلَيْيَ أَبْنِ شُبْرَمَةَ فَقَالَ أَدْخِلْنِيْ عَلَىٰ عِيسَىٰ فَأَعْظَهُ فَكَانَ أَبْنِ شُبْرَمَةَ خَافَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْعُلْ فَقَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ لَمَّا سَارَ الْحَسَنُ بْنُ عَلَىٰ إِلَيْ مُعَاوِيَةَ بِالْكَتَابِ قَالَ عَمَرُو بْنُ الْعَاصِ لِمُعَاوِيَةَ أَرَى كَتِيبَةً لَا تُولَىٰ حَتَّىٰ تُدْبِرَ أَخْرَاهَا قَالَ مُعَاوِيَةَ مَنْ لِذَرَارِيِّ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ أَنَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمْرَةَ نَلْقَاهُ فَنَقُولُ لَهُ الصَّلَحَ قَالَ الْحَسَنُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ قَالَ بَيْنَا النَّبِيِّ ﷺ يَخْطُبُ جَاءَ الْحَسَنُ فَقَالَ إِبْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ -

**৬৬২৪** আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র)..... হাসান বস্রী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হাসান ইব্ন আলী (রা) সেনাবাহিনী নিয়ে মুআবিয়া (রা)-র মুকাবিলায় রওনা হলেন, তখন আম্র ইব্ন আস (রা) মুআবিয়া (রা)-কে বললেন, আমি এরপ এক সেনাবাহিনী দেখছি, যারা বিপক্ষকে না ফিরিয়ে পিছু হবে না। মুআবিয়া (রা) বললেন, তাহলে মুসলমানদের সন্তান-সন্ততির তত্ত্বাবধান কে করবে ? আম্র ইব্ন আস (রা) বললেন, আমি। এ সময় আবদুল্লাহ ইব্ন আমির (রা) ও আব্দুর রহমান ইব্ন সামুরা (রা) বললেন, আমরা তার সঙ্গে সাক্ষাত করব এবং তাকে সন্ধির কথা বলব। হাসান বস্রী (র) বলেন, আমি আবু বাক্রা (রা) থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ ভাষণ দিচ্ছিলেন। এমন সময় হাসান (রা) আসলেন। তিনি (নবী ﷺ তাকে দেখে) বললেন : আমার এ পৌত্র সরদার আর সন্তত আল্লাহ তা�'আলা তাঁর মাধ্যমে মুসলমানদের দুর্দি (বিবদমান) দলের মধ্যে সমরোতা সৃষ্টি করবেন।

**٦٦٢٥** حَدَّثَنَا عَلَىُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ قَالَ قَالَ عَمْرُو أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلَىٰ إِنَّ حَرْمَلَةَ مَوْلَى أُسَامَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ عَمْرُو وَقَدْ رَأَيْتُ حَرْمَلَةَ قَالَ أَرْسَلْنِي أُسَامَةُ إِلَىٰ عَلَىٰ وَقَالَ أَنَّهُ يَسْأَلُكَ أَلَّا نَفِقُولُ مَا خَلَفَ صَاحِبَكَ فَقُلْ لَهُ يَقُولُ لَكَ لَوْ كُنْتُ فِي شِدْقِ الْأَسَدِ لَا حَبَّبْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فِيهِ وَلَكِنْ هَذَا أَمْرٌ لَمْ أَرَهُ فَلَمْ يُعْطِنِي شَيْئًا فَذَهَبْتُ إِلَىٰ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَابْنِ جَعْفَرٍ فَأَوْقَرُوا لِيْ رَاجِلَتِيْ -

**৬৬২৫** আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)....উসামা (রা)-এর গোলাম হারমালা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসামা (রা) আমাকে আলী (রা)-এর কাছে পাঠালেন। আর তিনি বলে দিলেন যে, সেখানে যাওয়ার পরই (আলী (রা)) তোমাকে জিজ্ঞাসা করবেন যে, তোমার সঙ্গীকে (আমার সহযোগিতা থেকে) কিসে পিছনে (বিরত) রেখেছে তুমি তাঁকে বলবে, তিনি আপনার কাছে এ কথা বলে পাঠিয়েছেন যে, যদি আপনি সিংহের মুখে পতিত হন, তবুও আমি আপনার সঙ্গে সেখানে থাকাকে ভাল মনে করব। তবে এ বিষয়টি (অর্থাৎ মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধ) আমি ভাল মনে করছি না। (হারমালা বলেন) তিনি (আলী (রা)) আমাকে কিছুই দিলেন না। এরপর আমি হাসান, হুসাইন ও আবদুল্লাহ ইব্ন জাফর (রা)-এর কাছে গেলাম। তাঁরা আমার বাহন (মাল দিয়ে) বোঝাই করে দিলেন।

**٢٩٩٧** بَابٌ إِذَا قَالَ عِنْدَ قَوْمٍ شَيْئًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ بِخِلَافِهِ

২৯৯৬. অনুচ্ছেদ : যখন কেউ কোন সম্প্রদায়ের কাছে কিছু বলে পরে বেরিয়ে এসে বিপরীত বলে

**٦٦٢٦** حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ لَمَّا خَلَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ جَمَعَ أَبْنَ عُمَرَ حَشَمَةَ وَوَلَدَهُ فَقَالَ إِنَّيْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَنْصِبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّا قَدْ بَايِعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّيْ لَا أَعْلَمُ غَدَرًا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُبَايِعَ رَجُلًا عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلَا يَأْعَزَ فِي هَذَا الْأَمْرِ إِلَّا كَانَتِ  
الْفَيْصَلَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ-

**৬৬২৬** সুলায়মান ইবন হারব (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মদীনার লোকেরা ইয়ায়ীদ ইবন মুআবিয়া (রা)-র বায়আত ভঙ্গ করল, তখন ইবন উমর (রা) তাঁর বিশেষ ভক্তবন্দ ও সন্তানদের সমবেত করলেন এবং বললেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি করে ঝাঙা (পতাকা) উত্তোলন করা হবে। আর আমরা এ লোকটির (ইয়ায়ীদের) প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বর্ণিত শর্তানুযায়ী বায়আত গ্রহণ করেছি। বস্তুত কোন একজন লোকের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বর্ণিত শর্তানুযায়ী বায়আত গ্রহণ করার পর তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের চেয়ে বড় কোন বিশ্বাসঘাতকতা আছে বলে আমি জানি না। আমি যেন কারো সম্পর্কে ইয়ায়ীদের বায়আত ভঙ্গ করেছে, কিংবা সে আনুগত্য করছে না জানতে না পাই। অন্যথায় তার ও আমার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

**৬৬২৭** حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ  
لَمَّا كَانَ أَبْنُ زِيَادٍ وَمَرْوَانُ بِالشَّامِ، وَوَثَبَ أَبْنُ الزُّبِيرِ بِمَكَّةَ، وَوَثَبَ الْقُرَاءُ  
بِالْبَصَرَةِ فَانْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَيْهِ فِي دَارِهِ جَالِسٌ  
فِي ظِلِّ عُلِيَّةٍ لَهُ مِنْ قَصْبٍ فَجَلَسْتَنَا إِلَيْهِ فَانْشَأَ أَبِي يَسْتَطِعُهُ بِالْحَدِيثِ فَقَالَ يَا أَبَا  
بَرْزَةَ لَا تَرَى مَا وَقَعَ فِيهِ النَّاسُ فَأَوْلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمُ بِهِ أَنِّي أَحْتَسِبْتُ عِنْدَ اللَّهِ  
إِنِّي أَصْبَحْتُ سَاحِطاً عَلَى أَحْيَاءِ قُرَيْشٍ إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ كُنْتُمْ عَلَى الْحَالِ الَّتِي  
عَلِمْتُمْ مِنَ الذَّلَّةِ وَالْقَلَّةِ وَالضَّلَالَةِ وَإِنَّ اللَّهَ أَنْقَذَكُمْ بِالْإِسْلَامِ وَبِمُحَمَّدٍ<sup>ﷺ</sup> حَتَّى بَلَغَ  
بِكُمْ مَا تَرَوْنَ وَهَذِهِ الدُّنْيَا الَّتِي أَفْسَدْتُ بَيْنَكُمْ إِنَّ ذَاكَ الَّذِي بِالشَّامِ وَاللَّهِ إِنْ يُقَاتِلُ  
إِلَّا عَلَى الدُّنْيَا-

**৬৬২৮** আহমাদ ইবন ইউনুস (র) ..... আবুল মিনহাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন যিয়াদ ও মারওয়ান যখন সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত ছিলেন এবং ইবন যুবায়র (রা) মক্কার শাসনক্ষমতা দখল করে নিলেন, আর ঢাক্কারী নামধারীরা (খারেজীরা) বসরায় ক্ষমতায় চেপে বসল, তখন একদিন আমরা পিতার সঙ্গে আবু বারয়া আসলামী (রা)-র উদ্দেশ্যে রওনা করে আমরা তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম। এ সময় তিনি তাঁর বাঁশের তৈরি কুঠরীর ছায়াতলে বসা ছিলেন। আমরা তাঁর কাছে বসলাম। আমার পিতা তাঁর কাছ থেকে কিছু হাদীস শুনতে চাইলেন। পিতা বললেন, হে আবু বারয়া! লোকেরা কি ভীষণ সংকটে পতিত হয়েছে তা কি আপনি লক্ষ্য করছেন না? সর্বপ্রথম যে কথাটি তাঁকে বলতে শোনলাম তা হল, আমি যে কুরাইশের

গোত্রসমূহের প্রতি বিরূপ ভাব পোষণ করি, এজন্য আল্লাহর কাছে অবশ্যই সাওয়াবের প্রত্যাশা করি। হে আরববাসীরা! তোমরা যে কিরূপ গোমরাহী, অভাব-অন্টন ও লাঞ্ছনিক অবস্থায় ছিলে তা তোমরা জান। মহান আল্লাহ তা'আলা ইসলাম ও মুহাম্মদ ﷺ-এর মাধ্যমে সে অবস্থা থেকে মুক্ত করে তোমাদের বর্তমান অবস্থায় পৌছিয়েছেন, যা তোমরা দেখছ। আর এ পার্থিব দুনিয়াই তোমাদের মাঝে বিশ্বখলা সৃষ্টি করেছে। এই যে লোকটা সিরিয়ায় (ক্ষমতা দখল করে) আছে, আল্লাহর কসম! একমাত্র দুনিয়ার স্বার্থ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সে লড়াই করেনি।

**٦٦٢٨** حَدَّثَنَا أَدْمُ بْنُ أَبِي أَيَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذِيفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْيَوْمَ شَرٌّ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوا يَوْمَئِذٍ يُسِرُّونَ وَالْيَوْمَ يَجْهَرُونَ۔

**৬৬২৮** আদাম ইব্ন আবু ইয়াস (র) ..... হ্যায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বর্তমান যুগের মুনাফিকরা নবী ﷺ-এর যুগের মুনাফিকদের চাইতেও জঘন্য। কেননা, সে যুগে তারা (মুনাফিকী) করত গোপনে আর আজ করে প্রকাশ্যে।

**٦٦٢٩** حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مَسْفُرٌ عَنْ حَبِيبِ ابْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ حُذِيفَةَ قَالَ إِنَّمَا كَانَ النِّفَاقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ بَعْدَ الْأِيمَانِ۔

**৬৬২৯** খালাদ ইব্ন ইয়াহিয়া (র) ..... হ্যায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিফাক বস্তুত নবী ﷺ-এর যুগে ছিল। আর এখন হল তা ঈমান গ্রহণের পর কুফ্রী।

**২৯৯৮** بَابُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يُغْبَطَ أَهْلُ الْقُبُورِ

২৯৯৮. অনুচ্ছেদ ৪ : কবরবাসীদের প্রতি ঈর্ষা না জাগা পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না

**٦٦٣.** حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَمْرُّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانُهُ۔

**৬৬৩০** ইসমাইল (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : কিয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় না বলবে হায়! যদি আমি তার স্থলে হতাম।

**২৯৯৯** بَابُ تَفْিيرِ الزَّمَانِ حَتَّىٰ تُعْبَدَ الْأَوْثَانُ

২৯৯৯. অনুচ্ছেদ ৫ : যামানার এমন পরিবর্তন হবে যে, পুনরায় মূর্তিপূজা শুরু হবে

**٦٦٢١** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ الْيَاتُ نِسَاءٌ دُوْسٍ عَلَى ذِي الْخَلَصَةِ وَذُو الْخَلَصَةِ طَاغِيَةٌ دُوْسٍ إِلَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ -

**٦٦٣١** آবুল ইয়ামান (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ 'যুলখালাসার' পাশে দাওস গোত্রীয় রমণীদের নিত্ব দোলায়িত না হবে। 'যুলখালাসা' হলো দাওস গোত্রের একটি মূর্তি। জাহিলি যুগে তারা এর উপাসনা করত।

**٦٦٢٢** حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ ثُورٍ عَنْ أَبِي الْفَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِّنْ قَحْطَانَ يَسْوُقُ النَّاسَ بِعَصَا -

**٦٦٣٢** آবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না কাহতান গোত্র থেকে এমন এক ব্যক্তি আবির্ভূত হবে, যে মানুষকে লাঠি দিয়ে তাড়িয়ে নেবে।

٣٠٠... بَابُ خُرُوجِ النَّارِ . وَقَالَ أَنَسُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ نَارٌ تَحْشِرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ -

৩০০০. অনুচ্ছেদ : আগুন বের হওয়া। আনাস (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের সর্বপ্রথম আলামত হবে আগুন, যা মানুষকে পূর্ব থেকে তাড়িয়ে নিয়ে পশ্চিমে সমবেত করবে

**٦٦٢٣** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِّنْ أَرْضِ الْحِجَازِ تُضْيِءُ أَعْنَاقَ الْأَبْلِ بِبُصْرِي -

**٦٦٣٣** آবুল ইয়ামান (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না হিজায়ের যমীন থেকে এমন আগুন বের হবে, যা বুস্রার উটগুলোর গর্দান আলোকিত করে দেবে।

**٦٦٢٤** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْكَنْدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ خَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَدِّهِ حَفْصٍ أَبْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِّنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذُ

মনْهُ شَيْئًا قَالَ عُقْبَةُ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْزِنَادِ عَنِ الْأَعْرَاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَحْسِرُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ -

**৬৬৩৪** আবদুল্লাহ ইবন সাইদ কিন্দী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ কর্তৃপক্ষ বলেছেন : অদূর ভবিষ্যতে ফোরাত নদী তার গর্ডস্ট স্বর্ণের খনি বের করে দেবে। সে সময় যারা উপস্থিত থাকবে তারা যেন তা থেকে কিছুই গ্রহণ না করে। উক্বা (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী কর্তৃপক্ষ থেকে এ হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে সেখানে এর ক্রম মন দেহ জ্বলে স্বর্ণের পাহাড় (উল্লেখ আছে) জ্বলে মন দেহ।

## ২০১ بাব

৩০০১. অনুচ্ছেদ

**৬৬৩৫** حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْبُدٌ يَعْنِي ابْنُ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَسِيَّاتِي زَمَانٌ يَمْشِي بِصِدَّقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا قَالَ مُسَدَّدٌ حَارِثَةُ أخْوُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لَامَه -

**৬৬৩৫** মুসাদ্দাদ (র)..... হারিসা ইবন ওয়াহাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ কর্তৃপক্ষ কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা সাদাকা কর। কেননা, অচিরেই এমন এক যুগ আসবে যে মানুষ সাদাকা নিয়ে ঘোরাফেরা করবে। কিন্তু সাদাকা গ্রহণ করে — এমন কাউকে পাবে না। মুসাদ্দাদ (র) বলেন, হারিসা উবায়দুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর বৈপিত্রেয় ভাই।

**৬৬৩৬** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْزِنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَفْتَلَ فِيَتَانٍ عَظِيمَاتٍ تَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةً عَظِيمَةً دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ، وَهَذِهِ يُبَعْثَرُ رَجَالُونَ كَذَابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَهَذِهِ يُقْبَضُ الْعِلْمُ وَتَكُثرُ الزَّلَازِلُ، وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ، وَهَذِهِ يَكْثُرُ فِيْكُمُ الْمَالُ فَيَفِيْضُ حَتَّى يَهُمْ رَبُّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صِدَّقَتِهِ، وَهَذِهِ يَعْرِضُهُ فَيَقُولُ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لَا أَرَبَّ لِي بِهِ وَهَذِهِ يَتَطَاوَلُ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ وَهَذِهِ يَمْرُ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ، وَهَذِهِ تَطْلُعُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَاهَا النَّاسُ أَجْمَعُونَ فَذَاكَ حِينَ لَا يَنْفُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمَنَتْ مِنْ

ফিতনা

قَبْلٍ أَوْ كَسَبَتْ فِي اِيمَانِهَا خَيْرًا ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلُانِ ثُوبَهُمَا بَيْنَهَا فَلَا يَتَبَيَّعَانِهِ وَلَا يَطْوِيَانِهِ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ اِنْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلِبَنِ لِقْحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلْوُطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ اَكْلَتَهُ اِلَى فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهُ -

**৬৬৩৬** আবুল ইয়ামান (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ দু'টি বড় দল পরম্পরে মহাযুদ্ধে লিঙ্গ না হবে। উভয় দলের দাবি হবে অভিন্ন। আর যতক্ষণ ত্রিশের কাছাকাছি মিথ্যাবাদী দাজ্জাল-এর প্রকাশ না পাবে। তারা প্রত্যেকেই নিজেকে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল বলে দাবি করবে এবং যতক্ষণ ইলম তুলে নেওয়া না হবে। আর ভূমিকম্প অধিক হারে না হবে। আর যামানা (কাল) সংক্ষিপ্ত না হবে এবং (ব্যাপক হারে) ফিতনা প্রকাশ না পাবে। আর হারজ ব্যাপকতর হবে। হারজ হল হত্যা। আর যতক্ষণ তোমাদের মাঝে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি না পাবে। তখন সম্পদের এমন সয়লাব শুরু হবে যে, সম্পদের মালিক তার সাদাকা কে গ্রহণ করবে— এ নিয়ে চিন্তাপ্রাপ্ত হয়ে পড়বে। এমন কি যার নিকট সে সম্পদ পেশ করবে সে বলবে আমার এ মালের কোনই প্রয়োজন নেই। আর যতক্ষণ মানুষ সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণের ক্ষেত্রে পরম্পরে প্রতিযোগিতায় অবর্তীর্ণ না হবে। আর যতক্ষণ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলবে হায়! আমি যদি এ কবরবাসীর স্থলে হতাম এবং যতক্ষণ সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত না হবে। যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে এবং সকল লোক তা দেখবে। এবং সেদিন সকলেই ঈমান আনবে। কিন্তু সে দিন তার ঈমান কাজে আসবে না, যে ব্যক্তি এর আগে ঈমান আনেনি। কিংবা ইতিপূর্বে যারা ঈমান আনেনি কিংবা ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করেনি (৬ : ১৫৮) আর অবশ্যই কিয়ামত এমন অবস্থায় কায়েম হবে যে, দু'ব্যক্তি (পরম্পরে বেচাকেনার উদ্দেশ্যে) কাপড় খুলবে। কিন্তু তারা বেচাকেনা ও গুটিয়ে রাখা শেষ করতে পারবে না। অবশ্যই কিয়ামত এমন অবস্থায় কায়েম হবে যে, এক ব্যক্তি তার উটের দুধ দোহন করে নিয়ে ফিরেছে। কিন্তু সে তা পান করতে পারবে না। কিয়ামত এমন অবস্থায় কায়েম হবে যে, এক ব্যক্তি তার হাওয় আস্তর করছে, কিন্তু সে পানি পান করাতে পারবে না। অবশ্যই কিয়ামত এমন (অতর্কিত) অবস্থায় কায়েম হবে যে, এক ব্যক্তি মুখের কাছে লোক্মা তুলবে কিন্তু সে তা আহার করতে পারবে না।

## ٣٠٢ بَابُ ذِكْرِ الدِّجَالِ

৩০০২. অনুচ্ছেদ ৪ দাজ্জাল সংক্রান্ত আলোচনা

**٦٦٢٧** حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ قَالَ لِي الْمُغِيرَةُ ابْنُ شُعْبَةَ مَا سَأَلَ أَحَدًا الشَّبِيْرَ عَنِ الدِّجَالِ أَكْثَرُ مَا سَأَلْتَهُ وَأَنَّهُ قَالَ لِي مَا يَضُرُّكَ مِنْهُ قُلْتُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ أَنَّ مَعَهُ جَبَلٌ خُبْزٌ وَنَهَرٌ مَاءٌ قَالَ أَنَّهُ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذِلِّكَ -

৬৬৩৭ মুসাদ্দাদ (র) ..... মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে দাজ্জাল সম্পর্কে যত বেশি প্রশ্ন করতাম সেরূপ আর কেউ করেনি। তিনি আমাকে বললেন : তা থেকে তোমার কি ক্ষতি হবে? আমি বললাম, লোকেরা বলে যে, তার সাথে রুটির পাহাড় ও পানির নহর থাকবে। তিনি বললেন : আল্লাহর কাছে তা অতি সহজ।

৬৬৩৮ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنِيُّ كَانَهَا عِنْبَةً طَافِيَّةً -

৬৬৩৯ মুসা ইবন ইস্মাইল (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, আমার মনে হয় তিনি হাদীসটি নবী ﷺ থেকেই বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : দাজ্জালের ডান চক্ষুটি কানা হবে, যেন তা ফোলা আঙুরের ন্যায়।

৬৬৩৯ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ اسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَجِيءُ الدَّجَّالُ حَتَّى يَنْزِلَ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ تَرْجُفُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ -

৬৬৪০ সাদ ইবন হাফস (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : দাজ্জাল আসবে। অবশেষে মদীনার এক পার্শ্বে অবতরণ করবে। (এ সময় মদীনা) তিনিবার প্রকাশিত হবে। তখন সকল কাফের ও মুনাফিক বের হয়ে তার কাছে চলে আসবে।

৬৬৪১ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمَ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَلَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكانِ وَقَالَ أَبْنُ اسْحَاقَ عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدْمَتُ الْبَصْرَةَ فَقَالَ لِي أَبُو بَكْرَةَ سَمِعْتُ هَذَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ -

৬৬৪১ আবদুল আয়ীয় ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আবু বাকরা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : মাসীহ দাজ্জালের ভয় থেকে মদীনায় প্রবেশ করবে না। সে সময় মদীনায় সাতটি প্রবেশপথ থাকবে। প্রত্যেক প্রবেশপথে দু'জন করে ফেরেশ্তা নিয়োজিত থাকবেন। ইবন ইসহাক ..... ইব্রাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি যখন বস্রায় আগমন করলাম তখন আবু বাকরা (রা) আমাকে বললেন যে, এ হাদীসটি আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি।

৬৬৪২ حَدَّثَنَا عَلَىُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَسْعُرٌ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعبُ الْمَسِيحِ وَلَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكانِ -

**৬৬৪১** আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... আবু বাকরা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : মদীনায় মাসীহ দাজ্জাল-এর প্রভাব পড়বে না। সে সময় মদীনার সাতটি প্রবেশদ্বার থাকবে। প্রতি প্রবেশদ্বারে দু'জন করে ফেরেশ্তা নিয়োজিত থাকবেন।

**৬৬৪২** حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَأَتَنَا عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ إِنِّي لَا تُنذِرُ كُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنذَرَهُ قَوْمَهُ، وَلَكِنِّي سَاقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ اللَّهَ لِيَسْ بِأَعْوَرَ-

**৬৬৪২** আবদুল আয়ীয় ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন। নবী ﷺ লোক সমাবেশে দাঁড়ালেন এবং মহান আল্লাহ তা'আলার যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন। এরপর তিনি দাজ্জাল প্রসঙ্গে কথা বললেন : তার সম্পর্কে আমি তোমাকে সতর্ক করছি। এমন কোন নবী নেই যিনি তাঁর কাওমকে এ বিষয়ে সতর্ক করেননি। তবে তার সম্পর্কে আমি তোমাদের এমন একটি কথা বলব যা কোন নবীই তাঁর কাওমকে বলেননি। তা হল যে, সে কানা হবে আর আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই কানা নন।

**৬৬৪৩** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْيَتْمَى عَنْ عَقِيلٍ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَطْوَفُ بِالْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلٌ أَدْمَ سَبْطُ الشَّعْرِ يَنْطِفُ أَوْ تُهَرَّأُ رَأْسُهُ مَاءً قَلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا أَبْنُ مَرْيَمْ، ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا رَجُلٌ جَسِيمٌ أَحْمَرُ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ الْعَيْنِ كَانَ عَيْنَهُ عَنْبَةً طَافِيَةً قَالُوا هَذَا الدَّجَالُ أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا أَبْنُ قَطَنْ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ-

**৬৬৪৩** ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি নিত্রিত অবস্থায় দেখতে পেলাম যে, আমি কা'বার তাওয়াফ করছি। হঠাৎ একজন লোককে দেখতে পেলাম ধূসর বর্ণের আলুথালু কেশধারী, তার মাথা থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছে কিংবা টপকে পড়ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে? লোকেরা বলল, ইনি মারিয়ামের পুত্র। এরপর আমি তাকাতে লাগলাম, হঠাৎ দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তি স্কুলকায় লাল বর্ণের কঁকড়ানো চুল, এক চোখ কানা, চোখটি যেন ফোলা আঙুরের ন্যায়। লোকেরা বলল এ-হল দাজ্জাল! তার সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ লোক হল ইবন কাতান, বনী খুয়া'আর এক ব্যক্তি।

**৬৬৪৪** حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَعِيدُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ-

**৬৬৪৮** আবদুল আয়ীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাতের মাঝে দাজ্জালের ফিতনা থেকে পানাহ চাইতে শুনেছি।

**৬৬৪৯** حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رَبِيعِي عَنْ حُذِيفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي الدَّجَالِ أَنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا فَنَارُهُ مَاءٌ بَارِدٌ وَمَاءُهُ نَارٌ -  
قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

**৬৬৪৫** আবদান (র)..... হ্যায়ফা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি দাজ্জাল সম্পর্কে বলেছেন : তার সাথে পানি ও আগুন থাকবে। বস্তুত তার আগুনই হবে শীতল পানি, আর তার পানি হবে আগুন। আবু মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন যে, আমিও এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি।

**৬৬৪৬** حَدَّثَنَا سُلَيْমَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا بَعْثَتْ نَبِيًّا إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَغْوَرَ الْكَذَابَ أَلَا آتَهُ أَعْوَرُ ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بَأَعْوَرَ ، وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبًا كَافِرٌ ، فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَاسٍ -

**৬৬৪৬** سুলায়মান ইব্ন হারর (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : এমন কোন নবী প্রেরিত হন নাই যিনি তার উম্মতকে এই কানা মিথ্যুক সম্পর্কে সতর্ক করেননি। জেনে রেখো, সে কিন্তু কানা, আর তোমাদের রব কানা নন। আর তার দুই চোখের মাঝখানে কাফের (কাফর) শব্দটি লিপিবদ্ধ থাকবে। এ বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা) ও ইব্ন আবাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

### ৩০০৩ بَابُ لَا يَدْخُلُ الدَّجَالُ الْمَدِينَةَ

৩০০৩. অনুচ্ছেদ : দাজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করবে না

**৬৬৪৭** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنُ مَسْعُودٍ إِنَّ أَبَا سَعِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا حَدِيثًا طَوِيلًا عَنِ الدَّجَالِ فَكَانَ فِيمَا يُحَدِّثُنَا بِهِ أَنَّهُ قَالَ يَأْتِي الدَّجَالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ فَيَنْزِلُ بَعْضَ السِّبَابِخِ الَّتِي تَلِي الْمَدِينَةَ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ ، فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثَهُ ، فَيَقُولُ الدَّجَالُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ هَلْ تَشْكُونَ فِي الْأَمْرِ فَيَقُولُونَ لَا فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ فَيَقُولُ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ فِيهِ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِي الْيَوْمِ فَيُرِيدُ الدَّجَالُ أَنْ يَقْتُلَهُ فَلَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِ -

**৬৬৪৭** আবুল ইয়ামান (র) ..... আবু সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ আমাদের কাছে দাজ্জাল সম্পর্কে দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করলেন। তিনি তার সম্পর্কে আমাদেরকে যা কিছু বলেছিলেন, তার মাঝে এও বলেছেন যে, দাজ্জাল আসবে, তবে মদীনার প্রবেশপথে তার প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ থাকবে। মদীনার সংলগ্ন বালুময় একটি স্থানে সে অবস্থান গ্রহণ করবে। এ সময় তার দিকে এক ব্যক্তি গমন করবে। যিনি মানুষের মাঝে উত্তম। কিংবা উত্তম ব্যক্তিদের একজন। সে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুই সেই দাজ্জাল, যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে তাঁর হাদীস বর্ণনা করেছেন। তখন দাজ্জাল বলবে, তোমরা দেখ — আমি যদি একে হত্যা করে আবার জীবিত করে দেই তাহলে কি তোমরা এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে? লোকেরা বলবে, না। এরপর সে তাকে হত্যা করবে এবং পুনরায় জীবিত করবে। তখন সে লোকটি বলবে, আল্লাহর কসম! তোর সম্পর্কে আজকের মত দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলাম না। তখন দাজ্জাল তাকে হত্যা করতে চাইবে। কিন্তু সে তা করতে সক্ষম হবে না।

**৬৬৪৮** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمَرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ-

**৬৬৪৮** আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মদীনার প্রবেশপথসমূহে ফেরেশ্তা নিয়োজিত রয়েছেন। অতএব সেখানে প্লেগ ও দাজ্জাল প্রবেশ করবে না।

**৬৬৪৯** حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَدِينَةُ يَاتِيهَا الدَّجَّالُ فَيَجِدُ الْمَلَائِكَةَ يَحْرُسُونَهَا فَلَا يَقْرَبُهَا الدَّجَّالُ وَلَا الطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ-

**৬৬৫০** ইয়াহিয়া ইব্ন মুসা (র) ..... আনাস (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, মদীনার দিকে দাজ্জাল আসবে, সে ফেরেশ্তাদেরকে মদীনা পাহারা দেওয়া অবস্থায় দেখতে পাবে। অতএব দাজ্জাল ও প্লেগ এর (মদীনার) নিকটস্থ হবে না ইনশা আল্লাহ।

## ৩০০৪. بَابُ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ

৩০০৪. অনুচ্ছেদ ৪ ইয়াজুজ ও মাজুজ

**৬৫০.** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَ وَحَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ أَبِي شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبِيرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفِيَّانَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَرِعَّا يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلِلَّهِ

لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتَحَ الْيَوْمِ مِنْ رَدْمٍ يَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَقَ بِأَصْبَعِيهِ الْأَبْهَامِ وَالْأَتْتَى تَلِيهَا ، قَالَتْ زَيْنَبُ بْنَتِ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْهَمْكُمْ وَفِينَا الصَّالِحُونَ ؟ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخُبْثُ -

**৬৬৫০** আবুল ইয়ামান ও ইসমাঈল (র) ..... যায়নাব বিন্ত জাহাশ (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ উদ্ধিগ্নি অবস্থায় একুশ বলতে বলতে আমার গৃহে প্রবেশ করলেন যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই। আক্ষেপ আরবের জন্য মন্দ থেকে যা অতি নিকটবর্তী। বৃক্ষাঙ্কুর ও তৎসংলগ্ন আঙুল গোলাকৃতি করে তার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন : আজ ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীর এ পরিমাণ উন্নোচিত হয়েছে। যায়নাব বিন্ত জাহাশ (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের মাঝে সৎ লোকেরা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধূঃস হয়ে যাব? উন্নরে তিনি বললেন : হ্যাঁ। যদি পাপাচার বেড়ে যায়।

**৬৬৫১** حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُفْتَحُ الرَّدْمُ رَدْمٌ يَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَعَقْدَ وُهَيْبٌ تِسْعِينَ -

**৬৬৫১** মুসা ইব্ন ইস্মাঈল (র) ..... আবু হুরায়রা নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরটি এ পরিমাণ উন্নোচিত হয়েছে। রাবী ওহায়ৰ নববই সংখ্যা নির্দেশক গোলাকৃতি তৈরি করে (দেখালেন)।

كتاب الأحكام  
আইকাম অধ্যায়

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## كِتَابُ الْأَحْکَامِ

### আহুকাম অধ্যায়

٢٠٥ بَابُ قَوْلُ اللَّهِ وَأَطِينُعُوا اللَّهَ وَأَطِينُعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

৩০০৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী (৪ : ৫৯)

[ ٦٦٥٢ ] حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي -

[ ৬৬৫২ ] আবদান (র)..... আবৃ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ শাৰ্ফুল বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করল, সে আল্লাহরই নাফরমানী করল। এবং যে ব্যক্তি আমার (নির্বাচিত) আমীরের আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার (নির্বাচিত) আমীরের নাফরমানী করল সে আমারই নাফরমানী করল।

[ ٦٦٥٣ ] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَإِلَامَامُ الدِّيْنِ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْؤُلَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُلٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ -

[ ৬৬৫৪ ] ইসমাইল (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ শাৰ্ফুল বলেছেন : জেনে রেখো! তোমাদের প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল; আর তোমরা প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব ইমাম, যিনি জনগণের দায়িত্বশীল, তিনি তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত

হবেন। পুরুষ গৃহকর্তা তার পরিবারের দায়িত্বশীল; সে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর পরিবার, সন্তান-সন্ততির উপর দায়িত্বশীল, সে এসব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। কোন ব্যক্তির দাস স্বীয় মালিকের সম্পদের দায়িত্বশীল; সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব জেনে রাখ, প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্বাধীন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে

## ٣٠٠٦ بَابُ الْأَمْرَاءِ مِنْ قُرَيْشٍ

৩০০৬. অনুচ্ছেদ : আমীর কুরাইশদের থেকে হবে

**٦٦٥٤** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيرٍ بْنَ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ وَهُمْ عِنْدَهُ فِي وَقْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكًا مِنْ قَحْطَانَ فَغَضِبَ فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا تُؤْثِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ يَقُولُ وَأُولَئِكَ جُهَالُكُمْ فَأَيَّاً كُمْ وَالآمَانِيَّ الَّتِي تُضْلِلُ أَهْلَهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : إِنَّ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ . تَابَعَهُ نَعِيمٌ عَنْ أَبْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جُبَيرٍ -

**৬৬৫৪** আবুল ইয়ামান (র) ..... মুহাম্মদ ইবন জুবায়র ইবন মুতঙ্গম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, তারা কুরাইশের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে মুআবিয়া (রা)-র নিকট ছিলেন। তখন মুআবিয়া (রা)-এর নিকট সংবাদ পৌছল যে, আবদুল্লাহ ইবন আম্র (রা) বর্ণনা করেন যে, অচিরেই কাহতান গোত্র থেকে একজন বাদশাহ হবেন। এ শুনে তিনি ক্ষুক্ষ হলেন এবং দাঁড়ালেন। এরপর তিনি আল্লাহ তা'আলার যথাযোগ্য প্রশংসন করলেন, তারপর তিনি বললেন, যা হোক! আমার নিকট এ মর্মে সংবাদ পৌছেছে যে, তোমাদের কতিপয় ব্যক্তি একুপ কথা বলে থাকে, যা আল্লাহর কিতাবে নেই এবং যা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকেও বর্ণিত নেই। এরাই তোমাদের মাঝে সবচেয়ে অজ্ঞ। সুতরাং তোমরা এ সকল মনগড়া কথা থেকে যা স্বয়ং বক্তাকেই পথভ্রষ্ট করে সতর্ক থাক। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, (খিলাফতের) এ বিষয়টি কুরাইশদের মধ্যেই থাকবে, যতদিন তারা দীনের উপর কায়েম থাকবে। যে কেউ তাদের সঙ্গে বিরোধিতা করে তবে আল্লাহ তা'আলা তাকেই অধোমুখে নিপত্তি করবেন। নুআয়ম (র) ..... মুহাম্মদ ইবন জুবায়র (র) সূত্রে শুআয়ব-এর অনুসরণ করেছেন।

**৬৬৫৫** حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقْوُلَ قَالَ أَبْنُ عَمْرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقَى مِنْهُمْ إِثْنَانٌ -

**৬৬৫৫** আহমাদ ইবন ইউনুস (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বলেছেন : (খিলাফতের) এই বিষয়টি সর্বদাই কুরাইশদের মধ্যেই থাকবে, যতদিন তাদের থেকে দু'জন লোকও অবশিষ্ট থাকবে।

## ۲۰۷ بَابُ أَجْرٍ مَنْ قَضَى بِالْحِكْمَةِ، لِقَوْلِهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

୩୦୦୭. ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୧୫ : ହିକମାତ (ସଠିକ ଜ୍ଞାନ) - ଏଇ ସାଥେ ବିଚାର ଫୟସାଲାକାରୀର ପ୍ରତିଦାନ । ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଆଲାର ବାଣୀ : ଆଲ୍ଲାହ ଯା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରେଛେ ତଦନୁସାରେ ଯାରା ବିଧାନ ଦେଇ ନା ତାରା ସତ୍ୟତାଗୀ (୫ : ୪୭)

**୬୬୦୬** حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبْدَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا حَسْدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ مَا لَأَتَاهُ اللَّهُ فَسَلَطَهُ عَلَى هَلْكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَآخَرُ أَتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيَعْلَمُهَا -

**୬୬୦୫** ଶିହାବ ଇବନ ଆକବାଦ (ର)..... ଆବଦୁଲ୍ଲାହ (ରା) ଥିବା ବର୍ଣ୍ଣିତ । ତିନି ବଲେନ ଯେ, ରାସୂଲୁଲ୍ଲାହ ﷺ ବଲେଛେ, ଦୁଃଖରନେର ଲୋକ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାରୋ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରା ଯାଏ ନା । ଏକଜନ ହଲୋ ଏମନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାକେ ଆଲ୍ଲାହ ଧନ-ସମ୍ପଦ ଦାନ କରେଛେ ଏବଂ ତାକେ ତା ସଂପଦେ ବ୍ୟାପାର କରାର କ୍ଷମତା ଦିଯେଛେ । ଅପରାଜନ ହଲ, ଯାକେ ଆଲ୍ଲାହ ହିକମାତ (ସଠିକ ଜ୍ଞାନ) ଦାନ କରେଛେ, ସେ ତାର ଦ୍ୱାରା ବିଚାର ଫୟସାଲା କରେ ଏବଂ ତା ଅପରକେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ।

## ୨୦୮ بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلِّمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَغْصِبَةً

୩୦୦୮. ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୧୫ : ଇମାମେର ଆନୁଗତ୍ୟ ଓ ମାନ୍ୟତା, ଯତକ୍ଷଣ ତା ନାଫରମାନୀର କାଜ ନା ହୁଏ

**୬୬୦୭** حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِسْمَاعِيلُ وَأَطِيعُو وَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ عَلَيْكُمْ عَبْدُ حَبَشِيُّ كَانَ رَأْسَهُ زَبِيَّةً .

**୬୬୦୮** ମୁସାଦ୍ଦାଦ (ର)..... ଆନାସ ଇବନ ମାଲିକ (ରା) ଥିବା ବର୍ଣ୍ଣିତ । ତିନି ବଲେନ, ରାସୂଲୁଲ୍ଲାହ ﷺ ବଲେଛେ : ଯଦି ତୋମାଦେର ଉପର ଏକପ କୋନ ହାବଶୀ ଦାସକେଓ ଶାସକ ନିୟମିତ କରା ହୁଏ, ଯାର ମାଥାଟି କିଶମିଶର ନ୍ୟାୟ ତବୁଓ ତାର କଥା ଶୋଇ ଓ ତାର ଆନୁଗତ୍ୟ କର ।

**୬୬୦୯** حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنِ الْجَعْدِ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ أَبِنِ عَبَّاسٍ يَرْوِيُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ فَلَيَصْبِرْ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً -

**୬୬୧୦** ସୁଲାଯମାନ ଇବନ ହାରବ (ର) ..... ଇବନ ଆକବାସ (ରା) ଥିବା ବର୍ଣ୍ଣିତ । ତିନି ବଲେନ, ନବୀ ﷺ ବଲେଛେ : ଯଦି କେଉଁ ତାର ଆମୀର (କ୍ଷମତାସୀନ) ଥିବା ଏମନ କିଛି ଦେଖେ, ଯା ସେ ଅପରଦ କରେ, ତାହଲେ ସେ ଯେଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରେ । କେନନା, ଯେ କେଉଁ ଜାମାଆତ ଥିବା ଏକ ବିଘନ ପରିମାଣ ଦୂରେ ସରେ ମରବେ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହବେ ଜାହିଲିୟାତେର ମୃତ୍ୟୁ ।

٦٦٥٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمُرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمِرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَّ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

৬৬৫৯ [মুসাদাদ (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ৪ যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর নাফরমানীর নির্দেশ দেওয়া না হয়, ততক্ষণ পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় সব বিষয়ে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য তার মান্যতা ও আনুগত্য করা কর্তব্য। যখন নাফরমানীর নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন আর কোন মান্যতা ও আনুগত্য নেই।]

٦٦٦ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْيَدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَىٰ قَالَ بَعْثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَمْرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ أَلِيْسَ قَدْ أَمْرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُطِيعُونِي قَالُوا بَلَىٰ، قَالَ عَزَّمْتُ عَلَيْكُمْ لِمَا جَمَعْتُمْ حَطَبًا وَأَوْقَدْتُمْ نَارًا ثُمَّ دَخَلْتُمْ فِيهَا فَجَمَعُوا حَطَبًا فَأَوْقَدُوا فَلَمَّا هَمُوا بِالدُّخُولِ فَقَامَ يَنْظُرُ بَعْضَهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالَ بَعْضُهُمْ أَنَّمَا تَبَعَّنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَارًا مِنَ النَّارِ أَفَنَدَخْلُهَا فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ أَذْخَمَتِ النَّارُ وَسَكَنَ غَضْبُهُ فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبْدًا أَنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ-

৬৬৬০ [উমর ইবন হাফস ইবন গিয়াস (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একটি ক্ষুদ্র সেন্যদল প্রেরণ করলেন এবং একজন আনসারী ব্যক্তিকে তাঁদের আমীর নিযুক্ত করে সেনাবাহিনীকে তার আনুগত্য করার নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি (আমীর) তাঁদের উপর ক্ষুক্র হলেন এবং বললেন : নবী ﷺ কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করার নির্দেশ দেননি? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের দৃঢ়ভাবে বলছি যে, তোমরা কাঠ সংগ্রহ করবে এবং তাতে আগুন প্রজ্ঞালিত করবে। এরপর তোমরা তাতে প্রবেশ করবে। তারা কাঠ সংগ্রহ করল এবং তাতে আগুন প্রজ্ঞালিত করল। এরপর যখন তারা প্রবেশ করতে ইচ্ছা করল, তখন একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল। তাঁদের কেউ কেউ বলল, আগুন থেকে পরিত্রাণের জন্যই তো আমরা নবী ﷺ এর অনুসরণ করেছি। তাহলে কি আমরা (অবশ্যে) আগনেই প্রবেশ করবং তাঁদের এসব কথোপকথনের মাঝে হঠাৎ আগুন নিভে যায়। আর তাঁর (আমীরের) ক্ষেত্রেও অবদমিত হয়ে পড়ে। এ ঘটনা নবী ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করা হলে তিনি বললেন : যদি তারা তাতে প্রবেশ করত, তাহলে কোন দিন আর এর থেকে বের হত না। জেনে রেখো! আনুগত্য কেবলমাত্র বিধিসঙ্গত কাজেই হয়ে থাকে।]

### ٣٠٩ بَابُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهُ الْإِمَارَةَ أَعْانَهُ اللَّهُ

৩০০৯. অনুচ্ছেদ ৪ যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে নেতৃত্ব চায় না, তাকে আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করেন

**٦٦٦١** حَدَّثَنَا حَجَاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمْرَةَ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا مِنْ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أَعْطَيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعْنِتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفَرْتُ عَنْ يَمِينِكَ وَأَتَ الدِّيْهُ خَيْرٌ -

**٦٦٦٢** হাজাজ ইবন মিন্হাল (র) ..... আবদুর রহমান ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : হে আবদুর রহমান ইবন সামুরা! তুমি নেতৃত্বের সাওয়াল করো না। কারণ চাওয়ার পর যদি তোমাকে তা দেওয়া হয়, তবে তার দায়িত্ব তোমার উপরই বর্তাবে। আর যদি সাওয়াল ছাড়া তা তোমাকে দেওয়া হয় তবে এ ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করা হবে। আর কোন বিষয়ের কসম করার পর, তার বিপরীত দিকটিকে যদি তার চেয়ে কল্যাণকর মনে কর, তাহলে কসমের কাফ্ফারা আদায় করে দিও এবং কল্যাণকর কাজটি বাস্তবায়িত করো।

### ٣٠١٠. بَابُ مِنْ سَأَلَ الْإِمَارَةَ وُكِلَ إِلَيْهَا

৩০১০. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি নেতৃত্ব চায়, তা তার উপরই ন্যস্ত করা হয়

**٦٦٦٢** حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمْرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمْرَةَ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنْ أَعْطَيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أَعْطَيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعْنِتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفَرْتُ عَنْ يَمِينِكَ -

**٦٦٦٢** আবু মামার (র) ..... আবদুর রহমান ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে বলেছেন : হে আবদুর রহমান ইবন সামুরা! নেতৃত্ব চেয়ে নিও না। কেননা, যদি চাওয়ার পর তুমি তা প্রদন্ত হও, তাহলে তার সকল দায়-দায়িত্ব তোমার উপরই অর্পিত হবে। আর যদি না চাওয়া সম্বন্ধেও তুমি তা প্রদন্ত হও, তাহলে এ ব্যাপারে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সহযোগিতা করা হবে। আর কোন বিষয়ে কসম করার পর তার বিপরীত দিকটিকে যদি উত্তম বলে মনে কর, তাহলে উত্তম কাজটি করে ফেল আর তোমার কসমের কাফ্ফারা আদায় করে দিও।

### ٣٠١١. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الْإِمَارَةِ

৩০১১. অনুচ্ছেদ : নেতৃত্বের লোভ অপচন্দনীয়

**٦٦٦٢** حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ

الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ شَارِحَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمَرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ—

**৬৬৬৩** আহমাদ ইবন ইউনুস (র).....আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : তোমরা নিচয়ই নেতৃত্বের লোভ পোষণ কর, অথচ কিয়ামতের দিন তা লজ্জার কারণ হবে। কত উত্তম দুঃখদায়িনী এবং কত মন্দ দুঃখ পানে বাধাদানকারিণী (এটা) (অর্থাৎ এর প্রথম দিক দুঃখদানের ন্যায় তৃপ্তিকর, আর পরিণাম দুধ ছাড়ানোর ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক)।

মুহাম্মদ ইবন বাশশার... আবু হুরায়রা (রা) থেকে এ হাদীসটি আবু হুরায়রা (রা)-র ভাষ্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

**৬৬৬৪** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي مُؤْسِى قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَرَجُلَيْنِ مِنْ قَوْمِي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ أَمْرَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ الْأُخْرُ مِثْلُهُ فَقَالَ أَنَا لَا نَوْلَى هَذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ-

**৬৬৬৪** মুহাম্মদ ইবন আলা (র) ... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, আমি ও আমার গোত্রের দু'ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট গমন করলাম। সে দু'জনের একজন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে (কোন বিষয়ে) আমীর নিযুক্ত করুন। অপরজনও অনুরূপ কথা বলল। তখন তিনি বললেন : যারা নেতৃত্ব চায় এবং এর লোভ পোষণ করে, আমরা তাদেরকে এ পদে নিয়োগ করি না।

## ২০.১২ بَابُ مَنِ اسْتَرْعَى رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَعْ

৩০১২. অনুচ্ছেদ : জনগণের নেতৃত্ব লাভের পর তাদের কল্যাণ কামনা না করা

**৬৬৬৫** حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عَبْيَدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ أَنِّي مُحَدِّثٌ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِهِ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحْطُمْهَا بِنَصِيبَةٍ لَمْ يَجِدْ رَأْيَهُ الْجَنَّةَ-

**৬৬৬৫** আবু নু'আয়ম (র).... হাসান বস্রী (র) থেকে বর্ণিত যে, উবায়দুল্লাহ ইবন যিয়াদ (র) মাকিল ইবন ইয়াসারের মৃত্যুশয্যায় তাকে দেখতে গেলেন। তখন মাকিল (রা) তাকে বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করছি যা আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি। আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি যে, কোন বান্দাকে যদি আল্লাহ তা'আলা জনগণের নেতৃত্ব প্রদান করেন, আর সে কল্যাণকামিতার সাথে তাদের তত্ত্বাবধান না করে, তাহলে সে বেহেশ্তের স্বাগত পাবে না।

**٦٦٦٦** حَدَّثَنَا أَسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ قَالَ زَانِدَهُ ذَكْرَهُ عَنْ هَشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ أَتَيْنَا مَعْقُلَ بْنَ يَسَارٍ نَعْوَدُهُ فَدَخَلَ عُبَيْدَ اللَّهَ فَقَالَ لَهُ مَعْقُلٌ أَحْدِثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا مِنْ وَالِيلَى رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لَهُمُ الْأَحْرَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَلَّةُ -

**٦٦٦٦** ইসহাক ইব্ন মানসূর (র).... হাসান বস্রী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মাকিল ইব্ন ইয়াসারের কাছে তার শুশ্রায় আসলাম। এ সময় উবায়দুল্লাহ প্রবেশ করল। তখন মাকিল (রা) বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করে শোনাব, যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি। তিনি বলেন, যদি কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি মুসলিম জনগণের দায়িত্ব লাভ করল এবং তার মৃত্যু হল এ অবস্থায় যে, সে ছিল খিয়ানতকারী, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।

### ٣٠١٣ بَابُ مَنْ شَاقَ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

৩০১৩ অনুচ্ছেদ : যে কঠোর ব্যবহার করবে আল্লাহও তার প্রতি কঠোর ব্যবহার করবেন

**٦٦٦٧** حَدَّثَنَا أَسْحَقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الْجُرِيرِيِّ عَنْ طَرِيفِ أَبِي تَمِيمَةَ قَالَ شَهَدْتُ صَفْوَانَ وَجَنْدَبًا وَاصْحَابَهُ وَهُوَ يُوصِيهِمْ فَقَالُوا هَلْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مِنْ سَمَعَ سَمَعَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ وَمَنْ يُشَاقِقْ يُشْقِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالُوا أَوْصَنَا، فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتَنُ مِنْ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَأْكُلِ إِلَّا طَبِيبًا فَلَيَفْعُلْ، وَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يُحَالِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلْءِ كَفَهِ مِنْ دَمِ أَهْرَاقَهُ فَلَيَفْعُلْ قَالَ قُلْتُ لَبِيِّ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَنْدَبًا قَالَ نَعَمْ جَنْدَبُ -

**٦٦٦٧** ইসহাক ওয়াসেতী (র).... তারীফ আবু তামীমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাফওয়ান (র), জুন্দাব (রা) ও তাঁর সাথীদের কাছে ছিলাম। তখন তিনি তাদের উপদেশ দিচ্ছিলেন। তারা জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোন কথা শুনেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, যারা মানুষকে শোনাবার জন্য কোন কাজ করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার এ কথা শনিয়ে দেবেন। আর যারা অন্যের প্রতি কঠোর ব্যবহার করে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি কঠোর ব্যবহার করবেন। তাঁরা পুনরায় বলল, আমাদেরকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, মানুষের দেহের যে অংশ প্রথম দুর্গন্ধময় হবে, তা হল তার পেট। সুতরাং যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে যে একমাত্র পবিত্র (হালাল) খাদ্য ছাড়া আর কিছু সে আহার করবে না, সে যেন তাই করতে চেষ্টা করে। আর যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে যে এক আঁজলা পরিমাণ রক্তপাত ঘটিয়ে তার ও জান্নাতের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না, সে যেন অবশ্যই তা করে। (ইমাম বুখারী (র)-এর ছাত্র ফেরাবৰী) বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহ (রা) (ইমাম বুখারী)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ থেকে আমি শুনেছি- এ কথা কি জুন্দাব বলেছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, জুন্দাবই।

## ٣٠١٤ بَابُ الْقَضَاءِ وَالْفُتْنَى فِي الطَّرِيقِ، وَقَضَى يَخِيَّلْ بْنُ يَغْمَرَ فِي الطَّرِيقِ، وَقَضَى الشَّفَّافُ عَلَى بَابِ دَارِهِ

৩০১৪. অনুচ্ছেদঃ রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিচার করা, কিংবা ফাতওয়া দেওয়া। ইয়াহুইরা ইবন ইয়ামার (র) রাস্তায় বিচার কার্য করেছেন। শাবি (র) তাঁর ঘরের দরজায় বিচার কার্য করেছেন

**٦٦٦٨** حَدَثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ حَدَثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَقِيْنَا رَجُلًا عِنْدَ سُدَّةِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَّى السَّاعَةِ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا أَعْدَدْتَ لَهَا فَكَانَ الرَّجُلُ اسْتَكَانٌ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَثِيرٌ صِيَامٌ وَلَا صَلَاةٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ

**৬৬৬৮** উসমান ইবন আবু শায়বা (র) ..... আনাস ইবন মালিক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি ও নবী ﷺ-এর উভয়ে মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলাম। এমন সময় একজন লোক মসজিদের আঙিনায় আমাদের সাথে সাক্ষাত করে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামত কখন হবে? নবী ﷺ-এর বললেন : তুমি তার জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ? এতে লোকটি যেন কিছুটা লজ্জিত হল। তারপর বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রোয়া, নামায, সাদাকা শুধু একটা তার জন্য করতে পারিনি। তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। তিনি বললেন : তুমি যাকে ভালবাস (কিয়ামতে) তার সাথেই থাকবে।

## ٣٠١٥ بَابُ مَا ذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَابٌ

৩০১৫. অনুচ্ছেদ : উল্লেখ আছে যে, নবী ﷺ-এর কোন দারোয়ান ছিল না

**٦٦٦٩** حَدَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَثَنَا ثَابِتُ الْبَيْنَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ لِأَمْرَأَ مِنْ أَهْلِهِ تَعْرِفِينَ فُلَانَةً؟ قَالَتْ نَعَمْ، قَالَ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرِبَّهَا وَهِيَ تَبْكِيْ عِنْدَ قَبْرِهِ، فَقَالَ أَتَقْنِ اللَّهَ وَأَصْبِرِيْ، فَقَالَتْ إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّكَ خَلَوْ مِنْ مُصِيبَتِي قَالَ فَجَاؤَهَا وَمَضَى فَمَرِبَّهَا رَجُلٌ فَقَالَ مَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ مَا عَرَفْتُهُ قَالَ أَنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَجَاءَتْ إِلَيْ بَابِهِ فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَابًا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ الصَّبَرَ عِنْدَ أَوَّلِ صِدْمَةٍ

**৬৬৬৯** ইস্হাক ইবন মানসূর (র)..... সাবিত বুনানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে তাঁর পরিবারের একজন মহিলাকে এ মর্মে বলতে শুনেছি যে, তুমি কি অমুক মহিলাকে চেন? সে বলল, হ্যাঁ। আনাস (রা) বললেন, একবার নবী ﷺ-এর তাঁর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে তখন একটি

কবরের পাশে কাঁদছিল। নবী ﷺ তাকে বললেন : আল্লাহকে ভয় কর এবং দৈর্ঘ্য ধারণ কর। তখন সে বলল, আমার কাছ থেকে সরে যাও, কেননা, তুমি আমার মুসীবত থেকে মুক্ত। আনাস (রা) বলেন, নবী ﷺ তাঁকে অতিক্রম করে চলে গেলেন। এ সময় অপর লোক তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে তাকে জিজ্ঞাসা করল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে কি বললেন। স্ত্রীলোকটি বলল, আমি তো তাঁকে চিনতে পারিনি। লোকটি বলল, ইনিই তো রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি বললেন, পরে সে (স্ত্রীলোকটি) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরজায় আসল। তবে দরজায় কোন দারোয়ান দেখতে পেল না। তখন সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর শপথ! আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। নবী ﷺ বললেন : প্রথম আঘাতেই দৈর্ঘ্য ধারণ করতে হয়।

### ٢٠١٤ بَابُ الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الْأَمَامِ الَّذِي فَوْقَهُ

৩০১৪. অনুচ্ছেদ : বিচারক উপরস্থ শাসনকর্তার বিনা অনুমতিতেই হত্যাধোগ্য আসামীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে পারেন

٦٦٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ شَمَامَةَ عَنْ أَنَسِ أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدِي النَّبِيِّ ﷺ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرُطِ مِنَ الْأَمِيرِ-

৬৬৭০ মুহাম্মদ ইব্ন খালিদ যুহলী (র.) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, কায়স ইব্ন সাদ নবী ﷺ-এর সামনে এরপ থাকতেন যেন্নপ আমীরের (রাষ্ট্রপ্রধানের) সামনে পুলিশ প্রধান থাকেন।

٦٦٧١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ قُرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هَلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعْثَهُ وَاتَّبَعَهُ بِمُعَاذِحٍ وَحَدَّثَنِي حَمْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ هَلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ ، فَأَتَاهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى ، فَقَالَ مَا لِهِذَا ؟ قَالَ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ ، قَالَ لَا أَجْلِسْ حَتَّى أَقْتُلَهُ قَضَاءَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ-

৬৬৭১ মুসাদ্দাদ (র) ..... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁকে (গৱর্নর করে) পাঠালেন এবং তার পশ্চাতে মু'আয (রা) -কেও পাঠালেন। অন্য সনদে পরবর্তী অংশটুকু আবদুল্লাহ ইব্ন সাক্বাহ (র) আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর পুনরায় ইয়হুদী ধর্ম অবলম্বন করে। তার কাছে মু'আয ইব্ন যাবাল (রা) এলেন। তখন সে লোকটি আবু মূসা (রা) -এর কাছে ছিল। তিনি [মু'আয (র) জিজ্ঞাসা করলেন, এর কি হয়েছে? তিনি বললেন, ইসলাম গ্রহণ করেছিল। অতঃপর ইহুদী হয়ে গেছে। মু'আয (রা) বললেন, একে হত্যা না করে আমি বসব না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান (এটাই)।

## ٢٠١٧ بَابُ هَلْ يَقْضِي الْحَاكِمُ أَوْ يُفْتَنِي وَهُوَ غَضْبَانٌ

৩০১৭. অনুচ্ছেদ ৪ : রাগের অবস্থায় বিচারক বিচার করতে এবং মুক্তি ফাত্তওয়া দিতে পারবেন কি

٦٦٧٢ حَدَّثَنَا أَدْمُ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكَ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى أَبْنِهِ وَكَانَ بِسْجُونَ رَأَى أَنَّ لَا تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانٌ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَقْضِيَنَّ حَكْمًا بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانٌ

৬৬৭২ [আদাম (র.)] ..... আবদুর রাহমান ইবন আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আবু বাকরা (রা) তাঁর ছেলেকে লিখে পাঠালেন- সে সময় তিনি সিজিস্থানে অবস্থানরত ছিলেন যে, তুমি রাগের অবস্থায় বিবদমান দু'ব্যক্তির মাঝে ফায়সালা করো না। কেননা, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কোন বিচারক রাগের অবস্থায় দু'জনের মধ্যে বিচার করবে না।

٦٦٧٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقاَتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ مُبَارَكَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا تَأْخُرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاءِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مَمَّا يُطِيلُ بِنَاهِيَّهَا قَالَ فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ أَشَدَّ غَصَبًا فِي مَوْعِظَةِ مِنْ يَوْمٍ مَئِذٍ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مُنْكُمْ مَنْفَرِينَ فَإِيُّكُمْ مَا صَلَى بِالنَّاسِ فَلْيُوْجِزْ فَإِنْ فِيهِمُ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذَا الْحَاجَةِ

৬৬৭৩ [মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র.)] ..... আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর শপথ! আমি অমুক ব্যক্তির কারণে ফজরের জামাতে উপস্থিত হই না। কেননা, তিনি আমাদেরকে নিয়ে দীর্ঘ নামায আদায় করেন। আবু মাসউদ (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে কোন ওয়ায়ে সে দিনের মত অধিক রাগান্বিত হতে আর দেখিনি। এরপর তিনি বললেন : হে লোক সকল! তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বিত্ত্বার উদ্বেককারী রয়েছে। অতএব তামাদের মধ্যে যে কেউ লোকদেরকে নিয়ে নামায আদায় করবে, সে যেন সংক্ষিপ্ত করে। কেননা, তাদের মধ্যে রয়েছে বয়ক্ষ, দুর্বল ও কর্মব্যস্ত লোকেরা।

٦٦٧٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِيْرَاجِعُهَا ثُمَّ لِيُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهَرْ ثُمَّ تَحِيْضَ فَتَطْهَرْ فَإِنَّ بَدَالَهُ أَنْ يُطْلِقِهَا فَلْيُطْلِقْهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ هُوَ الزُّهْرِيُّ

**৬৬৭৪** মুহাম্মদ ইবন আবু ইয়াকুব কিরমানী (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর স্ত্রীকে ঝটুবতী অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। উমর (রা) এ ঘটনা নবী ﷺ-এর কাছে বর্ণনা করেন। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ রাগান্বিত হন। এরপর তিনি বলেন : সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনে এবং তাকে আটকিয়ে রাখে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে পবিত্র হয়ে পুনরায় ঝটুবতী না হয় এবং পুনরায় পবিত্র না হয়। এরপরও যদি তার তালাক দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে যেন তখন (পবিত্রাবস্থায়) তালাক দেয়। আবু আবদুল্লাহ (বুখারী) (রা) বলেন, যুহুরী-ই মুহাম্মদ।

**২.১৮** بَابُ مَنْ رَأَى قَاضِيًّا أَنَّ يَحْكُمْ بِعِلْمِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ إِذَا لَمْ يَخْفَ الظُّنُونُ  
وَالثُّمَمَةَ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِهِنْدِ حُذِيْرَةَ مَا يَكْفِيْكَ وَلَدُكَ بِالْمَغْرُوفِ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ  
أَمْرًا مَشْهُورًا۔

৩০১৮. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি মনে করে যে, বিচারকের তার জ্ঞানের ভিত্তিতে লোকদের ব্যাপারে বিচার ফায়সালা করার অধিকার রয়েছে। যদি জনগণের কুধারণা ও অপবাদের ভয় তার না থাকে। যেমন নবী ﷺ হিন্দা বিন্ত উত্বাকে বলেছিলেন, তুমি তোমার (স্বামী আবু সুফিয়ানের সম্পদ থেকে) এতটুকু পরিমাণ প্রহণ কর, যতটুকু তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য যথেষ্ট হবে ন্যায়সঙ্গতভাবে। আর এটা হবে তখন, যখন বিষয়টি খুবই প্রসিদ্ধ

**৬৬৭৫** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ  
عَائِشَةَ قَاتَلَتْ جَاءَتْ هَنْدُ بْنَتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فَقَاتَلَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا كَانَ عَلَى  
ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خَيَاءِ أَحَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَذْلِلُوا مِنْ أَهْلِ خَيَائِكَ وَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ  
الْأَرْضِ أَهْلُ خَيَاءِ أَحَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خَيَائِكَ ثُمَّ قَاتَلَتْ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلًا  
مُسَيْكَ، فَهَلَّ عَلَى حَرَاجٍ مِنْ أَنْ أُطْعَمَ الَّذِي لَهُ عِيَالٌ تَنْ؟ قَالَ لَهَا لَا حَرَاجٌ عَلَيْكَ أَنْ  
تُطْعَمِيهِمْ مِنْ مَعْرُوفٍ۔

**৬৬৭৫** আবুল ইয়ামান..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হিন্দা বিন্ত উত্বা (রা) নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম! যমীনের বুকে এমন কোন পরিবার ছিল না, আপনার পরিবারের চেয়ে যার লাঞ্ছনা ও অবমাননা আমার নিকট বেশি প্রিয় ও পছন্দনীয় ছিল। কিন্তু আজ আমার নিকট একপ হয়েছে যে, এমন কোন পরিবার যমীনের বুকে নেই, যে পরিবার আপনার পরিবারের চাইতে বেশি উত্তম ও সম্মানিত। তারপর হিন্দা (রা) বলল, আবু সুফিয়ান (রা) একজন ভীষণ কৃপণ লোক। কাজেই আমি আমাদের সন্তানদেরকে তার সম্পদ থেকে খাওয়াই, আমার জন্য এটা দোষের হবে কি? নবীজী ﷺ তখন বললেন : না, তোমার জন্য তাদেরকে খাওয়ানো কোন দোষের হবে না, যদি তা ন্যায়সঙ্গত হয়।

**২.১৯** بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ الْمَخْتُومِ وَمَا يَجْوَزُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَضْيقُ عَلَيْهِ  
وَكِتَابُ الْحَاكِمِ إِلَى عَامِلِهِ وَالْقَاضِيِّ إِلَى الْقَاضِيِّ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ كِتَابُ الْحَاكِمِ

জাইزِ إلا في الحدود ثم قال إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا مال يُزعمه وإنما  
صار مالاً بعد أن ثبت القتل والخطأ والغمة واحداً، وقد كتب عمر إلى عامله في  
الجارود وكتب عمر بن عبد العزيز في سن مسيرة، وقال أبا هرثيم كتاب القاضي  
إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم وكان الشفعي يجيز الكتاب المختوم  
بما فيه من القاضي، ويروى عن ابن عمر نحوه، وقال معاوية بن عبد الكريم  
الثقفي شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة وأياس بن معاوية والحسن  
وثمامنة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمي  
وعامرة بن عبيدة وعبد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير حضور من الشهود  
فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب أنه زور، قيل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك  
وأول من سأله على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وسوار بن عبد الله وقال  
لنا أبو نعيم حدثنا عبد الله بن محرز حيث بكتاب من موسى بن أنس قاضي  
البصرة وأقامت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة وجئت به  
القاسم بن عبد الرحمن فاجازه، وكراه الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصي  
حتى يعلم ما فيها لاته لا يدرى لعل فيها جوراً، وقد كتب النبي ﷺ إلى أهل  
خيبر إما أن تدعوا صاحبكم، وأما أن تؤذنوا بحرب وقال الزهرى في شهادة على  
المرأة من وراء الستر أن عرفتها فأشهد ولا فلا تشهد.

৩০১৯. অনুচ্ছেদ ৪: মোহরকৃত চিঠির ব্যাপারে সাক্ষ্য, এতে যা বৈধ ও যা সীমিত করা হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালকের চিঠি প্রশাসকদের কাছে এবং বিচারপতির চিঠি বিচারপতির কাছে। কোন কোন লোক বলেছেন, ‘হ্যাদ’ (শরীয়তের নির্ধারিত শাস্তি) ব্যক্তিত অন্যান্য ব্যাপারে রাষ্ট্র পরিচালককে চিঠি দেওয়া বৈধ। এরপর তিনি বলেছেন, হত্যা যদি ভুলবশত হয় তাহলে রাষ্ট্র পরিচালকের চিঠি বৈধ। কেননা, তাঁর মতে এটি মাল সংক্রান্ত বিষয়। অথচ এটি মাল সংক্রান্ত বিষয় বলে ঐ সময় প্রতীয়মান হবে, যখন হত্যা প্রমাণিত হবে। ভুলবশত হত্যা ও ইচ্ছাকৃত হত্যা একই। উমর (রা) তাঁর কর্মকর্তার নিকট জারুদের উত্থাপিত অভিযোগের ভিত্তিতে চিঠি লিখেছিলেন। উমর ইবন আবদুল আজিজ (র) ডেঙ্গে যাওয়া দাঁতের ব্যাপারে চিঠি লিখেছিলেন। ইব্রাহীম (র) বলেন, লেখা ও মোহর যদি চিনতে পারেন, তাহলে বিচারপতির কাছে অন্য বিচারপতির চিঠি লেখা বৈধ। শাবি বিচারপতির পক্ষ থেকে মোহরকৃত চিঠি বৈধ মনে করতেন। ইবন উমর (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত। মুআবিয়া ইবন আবদুল কারীম সাকাফী বলেন, আমি বস্রার বিচারপতি আবদুল মালিক ইবন ইয়ালা, ইয়াস ইবন মুআবিয়া, হাসান, সুমামাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আনাস, বিলাল ইবন আবু বুরদা, আবদুল্লাহ ইবন বুরায়দা, আসলামী, আমের ইবন

আবীদা ও আক্বাদ ইবন মানসুরকে প্রত্যক্ষ করেছি, তাঁরা সকলেই সাক্ষীদের অনুপস্থিতিতে বিচারপতিদের চিঠি বৈধ মনে করতেন। চিঠিতে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হত সে যদি একে মিথ্যা বা জাল বলে দাবি করত, তাহলে তাকে বলা হত যাও, এ অভিযোগ থেকে মুক্তির পথ অঙ্গৰেষণ কর। সর্বপ্রথম যারা বিচারপতির চিঠির ব্যাপারে প্রমাণ দাবি করেছেন তারা হলেন, ইবন আবু লায়লা এবং সাওয়ার ইবন আবদুল্লাহ।

আবু নু'আয়ম (র) আমাদের বলেছেন, উবায়দুল্লাহ ইবন মুহরেয় আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, “আমি বস্ত্রার বিচারপতি মুসা ইবন আনাসের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে আসলাম। সেখানে আমি তাঁর নিকট এ মর্মে প্রমাণ পেশ করলাম যে, অমুকের নিকট আমার এত এত পাওনা আছে, আর সে কৃফায় অবস্থানরত। এ চিঠি নিয়ে আমি কাসেম ইবন আবদুর রাহমানের কাছে আসলাম, তিনি তা কার্যকর করলেন। হাসান ও আবু কেলাবা অসিয়্যতনামায় কি লেখা আছে তা না জেনে তার সাক্ষী হওয়াকে মাক্রজ্জহ মনে করতেন। কেননা, সে জানে না, হয়ত এতে কারো প্রতি অবিচার করা হয়েছে। নবী ﷺ খায়বারবাসীদের প্রতি চিঠি লিখেছিলেন যে, হয়ত তোমরা তোমাদের সাথীর ‘দিয়ত’ (রক্তপণ) আদায় কর, না হয় যুদ্ধের ঘোষণা প্রহণ কর। পর্দার অন্তরাল থেকে মহিলাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া সম্পর্কে ইমাম যুহরী বলেন, যদি তুমি তাকে চিনতে পার তাহলে তার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে, তা না হলে সাক্ষ্য দেবে না।

٦٦٧٦

حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومَ قَالُوا إِنَّهُمْ لَا يَقْرَئُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَانَىْ أَنْظَرَ إِلَى وَبِيْصِهِ وَنَفْشَهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ -

৬৬৭৬ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন রোম সম্বাটের কাছে চিঠি লিখতে চাইলেন, তখন লোকেরা বলল, মোহরকৃত চিঠি না হলে তারা তা পাঠ করে না। তাই নবী ﷺ একটি রূপার আংটি তৈরি করলেন। [আনাস (র) বলেন] আমি এখনও যেন এর উজ্জ্বল্য প্রত্যক্ষ করছি। তাতে মুহাম্মদ রসূল ল্লাহ পাঠ করছিল।

٢٠٢. بَابُ مَنِيْ يَسْتَوْجِبُ الرَّجُلُ الْقَضَاءَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ أَخْذَ اللَّهُ عَلَى الْحُكَمَ أَنْ لَا يَتَبِعُوا الْهَوَى ، وَلَا يَخْشُوا النَّاسَ ، وَلَا يَشْتَرُوا بِإِيمَانِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ، ثُمَّ قَرَأَ : يَا دَاؤْدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَبِعْ الْهَوَى فَيُضَلِّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضْلِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ . وَقَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَا التُّورَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَخْبَارِ بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَقَرَاً وَدَاؤِدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمُ مَا  
فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحَكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَهَمِّنَا هَا سُلَيْমَانَ وَكَلَّا  
إِتَيْنَا حُكْمًا وَعْلَمًا ، فَحَمَدَ سُلَيْمَانَ وَلَمْ يَلْمِ دَاؤِدَ ، وَلَوْلَا مَا ذَكَرَ اللَّهُ مِنْ أَمْرٍ هَذِينَ  
لَرَ أَئِيتُ أَنَّ الْقُضَاءَ هَلَكُوا فَإِنَّهُ أَئْتَنِي عَلَى هَذَا بِعِلْمِهِ وَعَذَرَ هَذَا بِإِجْتِهادِهِ ، وَقَالَ  
مُزَاحِمُ بْنُ زُفَرَ قَالَ لَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَمْسٌ إِذَا أَخْطَا الْقَاضِيْ مِنْهُنَّ خَصْلَةٌ  
كَانَتْ فِيهِ وَصْنَمَةٌ أَنْ يَكُونَ فِيهَا حَلِيمًا عَفِيفًا صَلِيبًا عَالِمًا سَوْلًا عَنِ الْعِلْمِ

৩০২০. অনুচ্ছেদ ৪: লোক কখন বিচারক হওয়ার যোগ্য হয়। হাসান (র) বলেন, আল্লাহু তা'আলা বিচারকদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, তারা যেন কখনও প্রতিভির অনুসরণ না করেন, মানুষকে ভয় না করেন এবং স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে আল্লাহুর আয়াতকে বিক্রয় না করেন। এরপর তিনি (এর প্রমাণ হিসাবে পড়লেন) ইরশাদ হলো ৪ হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবে না। কেননা তা তোমাকে আল্লাহুর পথ থেকে বিচ্ছুত করবে। যারা আল্লাহুর পথ পরিত্যাগ করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। কারণ তারা বিচার দিবসকে বিস্মৃত হয়ে আছে (৩৮ : ২৬)। তিনি আরো পাঠ করলেন, (মহান আল্লাহুর বাণী) : আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম। এতে ছিল পথনির্দেশ ও আলো। নবীগণ, যারা আল্লাহুর অনুগত ছিল তারা ইহুদীদের তদনুসারে বিধান দিত, আরো বিধান দিত রাজ্বানীরা এবং বিজ্ঞানীরা, কারণ তাদের করা হয়েছিল আল্লাহুর কিতাবের রক্ষক.... আল্লাহু যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী (৫ : ৪৪) এবং আরো পাঠ করলেন (আল্লাহু তা'আলার বাণী) : স্মরণ কর দাউদ ও সুলায়মানের কথা, যখন তারা বিচার করেছিল শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে; এতে রাতে প্রবেশ করেছিল কোন সম্পদায়ের মেষ; আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম তাদের বিচার এবং সুলায়মানকে এ বিষয়ের মিমাংসা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। আমি তাদের প্রত্যেককে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান..... (২১ : ৭৮ - ৭৯)

(আল্লাহু তা'আলা) সুলায়মান (আ)-এর প্রশংসা করেছেন, তবে দাউদ (আ)-এর তিরক্ষার করেননি। যদি আল্লাহু তা'আলা দু'জনের অবস্থাকেই উল্লেখ না করতেন, তাহলে মনে করা হত যে, বিচারকরা খৎস হয়ে গেছেন। তিনি তাঁর (সুলায়মানের) ইল্মের প্রশংসা করেছেন এবং (দাউদকে) তাঁর (ভুল) ইজতিহাদের জন্য ক্ষমা করে দিয়েছেন।

মুয়াহিম ইবন মুফার (র) বলেন উমর ইবন আবদুল আয�ীয (র) আমাদের বলেছেন যে, পাঁচটি শুণ এমন যে, কায়ীর মধ্যে যদি একটিরও অভাব থাকে তা হলে সেটা তার জন্য দোষ বলে গণ্য হবে। তাকে হতে হবে বুদ্ধিমান, ধৈর্যশীল, পৃত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী, দৃঢ়প্রত্যয়ী ও জ্ঞানী, জ্ঞানের অনুসর্কিত্বে

৩০২১ بَابُ رِزْقِ الْحَاكِمِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ، وَكَانَ شَرِيعَ يَأْخُذُ عَلَى الْقُضَاءِ أَجْرًا ،  
وَقَالَتْ عَائِشَةُ يَأْكُلُ الْوَصِيُّ بِقُدرِ عَمَالَتِهِ وَيَأْكُلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ

৩০২১. অনুচ্ছেদ ৪ প্রশাসক ও প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ভাতা। বিচারপতি শুরায়হ (র) বিচার কার্যের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন। আয়েশা (রা) বলেন, (ইয়াতীমের) তত্ত্বাবধানকারী সম্পদ থেকে তার পারিশ্রমিকের সমপরিমাণ খেতে পারবেন। আবু বকর (রা) ও উমর (রা) (রাষ্ট্রীয় ভাতা) ভোগ করেছেন

٦٦٧٧

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعِيبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ أَبْنُ أَخْتٍ نَمِرٍ أَنَّ حُوَيْطَبَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّعْدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدَمَ عَلَى عُمَرَ فِي خِلَافَتِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَلَمْ أُحَدِّثْ أَنَّكَ تَلَى مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالًا فَإِذَا أُعْطِيْتَ الْعُمَالَةَ كَرِهْتَهَا فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ عُمَرُ مَا تُرِيدُ إِلَى ذَلِكَ قُلْتُ أَنِّي لَى أَفْرَاسًا وَأَعْبُدًا وَأَنَا بِخَيْرٍ وَأَرِيدُ أَنْ تَكُونَ عُمَالَتِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ عُمَرُ لَا تَفْعَلْ فَإِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الَّذِي أَرَدْتَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِيْنِي الْعَطَاءَ ، فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ الَّذِي مِنِّيْ حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا ، فَقُلْتُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ الَّذِي مِنِّيْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدِّقْ بِهِ فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَالآفَلَا تُتْبِعْ نَفْسَكَ ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِيْنِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ الَّذِي مِنِّيْ حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا فَقُلْتُ أَعْطِهِ مِنْ هُوَ أَفْقَرُ الَّذِي مِنِّيْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدِّقْ بِهِ فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَالًا فَلَا تُتْبِعْ نَفْسَكَ -

**৬৬৭৭** আবুল ইয়ামান (র)..... আবদুল্লাহ ইবন সাদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, উমর (রা)-এর খিলাফতকালে তিনি একবার তাঁর কাছে আসলেন। তখন উমর (রা) তাঁকে বললেন-আমাকে কি এ মর্মে অবগত করা হয়নি যে তুমি জনগণের অনেক দায়িত্ব আঞ্চাম দিয়ে থাক। অথচ যখন তোমাকে এর পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়, তখন তুমি তা গ্রহণ করাকে অপছন্দ কর? আমি বললাম, হ্যাঁ। উমর (রা) বললেন, কি উদ্দেশ্যে তুমি এরূপ কর? আমি বললাম, আমার বহু ঘোড়া ও গোলাম রয়েছে এবং আমি ভাল অবস্থায় আছি। সুতরাং আমি চাই যে, আমার পারিশ্রমিক মুসলমান জনসাধারণের জন্য সাদাকা হিসাবে পরিগণিত হোক। উমর (রা) বললেন, এরূপ করো না। কেননা, আমিও তোমার মত এরূপ ইচ্ছা পোষণ করতাম। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আমাকে কিছু দিতেন, তখন আমি বলতাম, আমার চেয়ে যার প্রয়োজন বেশি তাকে প্রদান করুন। এতে একবার তিনি আমাকে কিছু মাল দিলেন। আমি বললাম, আমার চেয়ে এ মালের প্রয়োজন যার বেশি তাকে দিন। তখন নবী ﷺ বললেন: একে গ্রহণ করে মালদার হও এবং বৃদ্ধি করে তা থেকে সাদাকা কর। আর এই মাল সম্পদের যা কিছু তোমার নিকট এভাবে আসে, তুমি যার প্রত্যাশী

নও বা প্রার্থী নও তা গ্রহণ করো । অন্যথায় তাহলে তার পিছনে নিজেকে নিরত করো না । যুহরী আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) সূত্রে বলেন, তিনি উমর (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, নবী ﷺ আমাকে যখন কিছু দান করতেন, তখন আমি বলতাম, আমার চেয়ে যার প্রয়োজন বেশি তাকে দিন । এভাবে একবার তিনি আমাকে কিছু মাল দিলেন । আমি বললাম, আমার চেয়ে যার প্রয়োজন বেশি তাকে প্রদান করুন । তখন নবী ﷺ বললেন : একে গ্রহণ কর এবং বৃদ্ধি করে তা থেকে সাদাকা কর । আর এই প্রকার মালের যা কিছু তোমার কাছে এমতাবস্থায় আসে যে তুমি তার প্রত্যাশীও নও এবং প্রার্থীও নও তাহলে তা গ্রহণ কর । তবে যা এভাবে আসবে না তার পিছনে নিজেকে ধাবিত করো না ।

**٢٠٢٢ بَابُ مَنْ قَضِيَ وَلَا عَنْ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَا عَنْ أَعْمَرٍ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَضَى شُرَيْحٌ وَالشُّغْنِيُّ وَيَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ الْحَسَنُ وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى يَقْضِيَانِ فِي الرَّحْبَةِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ**

৩০২২. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি মসজিদে বসে বিচার করে ও লি'আন<sup>১</sup> করে । উমর (রা) নবী ﷺ-এর মিস্বরের সন্নিকটে লি'আন করিয়েছেন । মারওয়ান যায়িদ ইবন সাবিত (রা)-এর উপর নবী ﷺ-এর মিস্বরের কাছে কসম করার রায় দিয়েছিলেন । শুরায়হ, শারী, ইয়াহইয়া ইবন ইয়ামার মসজিদে বিচার করেছেন । হাসান ও যুরারাহ ইবন আওফা (র) মসজিদের বাইরের চতুরে বিচার করতেন

٦٦٧٨ حَدَّثَنَا عَلَىُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ قَالَ الرُّزْبَرُ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ شَهَدْتُ الْمُتَلَاعِنِيْنَ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فُرَقَ بَيْنَهُمَا

৬৬৭৮ [আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... সাহল ইবন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত । আমি দু'জন (স্বামী-স্ত্রী) লি'আনকারীকে প্রত্যক্ষ করেছি, তাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল । তখন আমার বয়স ছিল পানের বছর ।]

٦٦٧٩ حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيْ أَبْنُ شَهَابٍ عَنْ سَهْلِ أَخِيْ بَنْيِ سَعِيدَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَاتِهِ رَجُلًا أَيْقْتُلُهُ فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ

৬৬৭৯ [ইয়াহইয়া (র).... সাহল ইবন সাদ (রা) বনু সাঙ্গৈদার আতা থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন যে, এক আনসারী ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আপনার কি রায় ? যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অন্য কোন পুরুষকে দেখতে পায় তাহলে কি সে তাকে হত্যা করবে? পরে সে ব্যক্তি ও তার স্ত্রীকে মসজিদে লি'আন করানো হয়েছিল, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম ।]

১. স্বামী বা স্ত্রীর একে অপরের প্রতি যিনার অভিযোগ উত্থাপন করলে শরীয়তসম্মত বিধান মুতাবিক উভয়কে যে কসম করানো হয় তাকে লি'আন' বলে ।

## ٣.٢٣ بَابُ مِنْ حَكْمِ الْمَسْجِدِ حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدِّ أَمْرٍ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فِي قِيَامٍ ، وَقَالَ عُمَرُ أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَيَذْكُرُ عَنْ عَلَى نَحْوِهِ

৩০২৩. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি মসজিদে বিচার করে। পরিশেষে যখন ‘হদ’ কার্যকর করার সময় হয়, তখন দণ্ডপ্রাণকে মসজিদ থেকে বের করে হদ কার্যকর করার নির্দেশ দেয়। উমর (রা) বলেন, তোমরা দু’জন একে মসজিদ থেকে বাইরে নিয়ে যাও। আঙ্গী (রা) থেকেও এক্লপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

**٦٦٨٠** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْيَثْعَابِيُّ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِيهِ سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَانْتُ فَاعْرَضْ عَنْهُ ، فَلَمَّا شَهَدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعًا قَالَ أَبِيكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ لَا ، قَالَ اذْهِبُوا بِهِ فَأَرْجُمُوهُ ، قَالَ ابْنُ شَهَابٍ فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ فِي مِنْ رَجْمَهُ بِالْمُصْلَى رَوَاهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ جُرِيْجِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ تَعَالَى فِي الرَّجْمِ

**৬৬৮০** ইয়াহইয়া ইব্ন বুকায়র (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এল। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। লোকটি নবী ﷺ-কে ডেকে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যিনি করে ফেলেছি। তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে সে যখন নিজের ব্যাপারে চারবার সাক্ষ্য প্রদান করল, তখন তিনি বললেন : তুমি কি পাগল? লোকটি বলল, না। তখন তিনি বললেন : একে নিয়ে যাও এবং রজম (পাথর মেরে হত্যা) কর। ইব্ন শিহাব বলেন, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে যিনি শুনেছেন, তিনি আমাকে বলেছেন যে, যারা তাকে জানায় পড়ার স্থানে নিয়ে রজম করেছিলেন আমি তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। ইউনুস, মামার ও ইব্ন জুরায়জ (র) জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে রজম সম্পর্কে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

## ٣.٢٤ بَابُ مَوْعِظَةِ الْأَمَامِ لِلْخُصُومِ

৩০২৪. অনুচ্ছেদ : বিচারকের বিবদমান পক্ষকে উপদেশ দেয়া

**٦٦٨١** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ زَيْنَبِ بْنِتِ أَبِيهِ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونُ الْحَنْدَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَاقْضِيَ عَلَى نَحْوِهِ مَا أَسْمَعَ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنِ النَّارِ -

**৬৬৮১** আবদুল্লাহ ইব্ন মাস্লামা (র)..... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-বলেছেন : আমি মানুষ ছাড়া কিছু নই। তোমরা আমার কাছে বিবাদ নিয়ে এসে থাক। হয়ত তোমাদের

কেউ অন্যের তুলনার প্রমাণ উপস্থাপনের ব্যাপারে অধিক স্পষ্টবাদী। আর আমি তো যেরূপ শুনি সে ভিত্তিতেই বিচার করে থাকি। সুতরাং আমি যদি কারোর জন্য তার অপর কোন ভাইয়ের হক সম্পর্কে কোন ফায়সালা দেই, তবে সে যেন তা গ্রহণ না করে। কেননা, আমি তার জন্য যে অংশ নির্ধারিত করলাম তা তো এক টুকরা আগুন মাত্র।

**٣٠٢٥ بَابُ الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي وَلَيْتِهِ الْقَضَاءِ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ لِلْخَصْمِ، وَقَالَ شُرَيْحُ الْقَاضِيِّ وَسَأَلَهُ انسَانٌ الشَّهَادَةَ فَقَالَ أَئْتَ الْأَمْيَرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا عَلَى حَدَّ زِنَا أَوْ سَرْقَةٍ وَأَنْتَ أَمْيَرٌ، فَقَالَ شَهَادَتُكَ شَهَادَةً رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ صَدَقْتَ قَالَ عُمَرُ لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكَتَبْتُ آيَةَ الرِّجْمِ بِيَدِيِّ، وَأَقْرَأَ مَاعِزًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعًا بِالزَّنَنَ فَأَمَرَ بِرِجْمِهِ، وَلَمْ يُذْكُرْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ، وَقَالَ حَمَادٌ إِذَا أَقْرَأَ مَرْأَةً عِنْدَ الْحَاكِمِ رِجْمًا، وَقَالَ الْحَكْمُ أَرْبَعًا**

৩০২৫. অনুচ্ছেদ : বিচারক নিজে বিবাদের সাক্ষী হলে, তাই তা বিচারকের পদে সমাসীন থাকাকালেই হোক কিংবা তার পূর্বে। বিচারক শুবায়হকে এক ব্যক্তি তার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার আবেদন করলে তিনি তাকে বললেন, তুমি শাসকের কাছে যাও, সেখানে আমি তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দিব। ইক্রামা (র) বলেন যে, উমর (রা) আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা)-কে বললেন, যদি তুমি শাসক হও, আর তুমি নিজে কোন ব্যক্তিকে হদের কাজ যিনা বা চুরিতে লিঙ্গ দেখ (তাহলে তুমি কি করবে?) উভয়ে তিনি বললেন (আপনি শাসক হওয়া সত্ত্বেও) আপনার সাক্ষ্য একজন সাধারণ মুসলমানের সাক্ষ্যের মতই। তিনি [উমর (রা)] বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ। উমর (রা) বলেন, যদি মানুষ একুপ বলবে বলে আশঁকা না হত যে, উমর আল্লাহর কিতাবে নিজের পক্ষ থেকে বৃক্ষি করেছে, তাহলে আমি নিজ হাতে রজমের আয়ত লিখে দিতাম। মাঝেয় নবী ﷺ-এর কাছে চারবার যিনার কথা স্বীকার করেছিলেন; তখন তাকে রজম করার নির্দেশ দেন। আর একুপ বর্ণনা পাওয়া যায় না যে, নবী ﷺ উপস্থিত ব্যক্তিদের থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন। হাস্মাদ (র) বলেন, বিচারকের নিকট কেউ একবার স্বীকার করলে তাকে রজম করা হবে। আর হাকাম (র) বলেন, চারবার স্বীকার করতে হবে

**٦٦٨٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْلُ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ مِنْ لَهُ بَيْنَةٌ عَلَىٰ قَتِيلِ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلْبُهُ، فَقَمْتُ لِأَلْتَمِسَ بَيْنَةً عَلَىٰ قَتِيلٍ، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَشْهُدُ لِي فَجَلَسْتُ ثُمَّ بَدَأْتِ فَذَكَرْتُ أَمْرَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلُسَائِ سِلَاحٍ هَذَا الْقَتِيلُ الَّذِي يُذْكُرُ عِنْدِي فَأَرْضِبِهِ مِنْهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ كَلَّا لَا تُعْطِهِ أُصَيْبَغَ مِنْ**

قُرِيَشٌ وَتَدَعُ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَادَأْهُ إِلَىٰ فَأَشْتَرِيتُ مِنْهُ خِرَافًا فَكَانَ أَوَّلَ مَا لَمْ تَأْتِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَنِ الْيَتِيمِ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَادَأْهُ إِلَىٰ وَقَالَ أَهْلُ الْحِجَازِ الْحَاكِمُ لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ شَهَدَ بِذَلِكَ فِي وَلَائِتِهِ أَوْ قَبْلَهَا وَلَوْ أَقْرَأَ عِنْدَهُ خَصْمُ اخْرَ بِحَقِّ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي عَلَيْهِ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ حَتَّىٰ يَدْعُو بِشَاهِدَيْنِ فَيُحَضِّرُهُمَا أَقْرَارَهُ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَرَاقِ مَا سَمِعَ أَوْ رَأَهُ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ قَضَى بِهِ وَمَا كَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يَقْضِ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ ، وَقَالَ أَخْرُونَ مِنْهُمْ بَلْ يَقْضِي بِهِ لَأَنَّهُ مُؤْتَمِنٌ وَإِنَّمَا يُرَادُ مِنَ الشَّهَادَةِ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ فَعَلَمَ أَكْثَرُ مِنَ الشَّهَادَةِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الْأَمْوَالِ ، وَلَا يَقْضِي فِي غَيْرِهَا ، وَقَالَ الْقَاسِمُ لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقْضِي قَضَاءً بِعِلْمِهِ دُونَ عِلْمِ غَيْرِهِ مَعَ أَنَّ عِلْمَهُ أَكْثَرُ مِنْ شَهَادَةِ غَيْرِهِ وَلِكُنَّ فِيهِ تَعَرُّضٌ لِتُهْمَةِ نَفْسِهِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ وَأَيْقَاعًا لَهُمْ فِي الظُّنُونِ وَقَدْ كَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ الظَّنَّ فَقَالَ إِنَّمَا هَذِهِ صَفَيَّةً۔

৬৬৮২ কুতায়বা (র)..... আবৃ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হনায়নের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, শক্রপক্ষের কোন নিহত ব্যক্তিকে হত্যা করার ব্যাপারে যার সাক্ষী আছে, সেই তার পরিত্যক্ত সম্পদ পাবে। (রাবী বলেন) আমি আমা কর্তৃক নিহত ব্যক্তির সাক্ষী তালাশ করতে দাঁড়ালাম। কিন্তু আমার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে এমন কাউকে দেখতে পেলাম না, সুতরাং আমি বসে গেলাম। তারপর আমার খেয়াল হল। আমি তার হত্যার বিষয়টিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলাম। তখন তাঁর নিকট উপবিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে একজন বলল, যে নিহত ব্যক্তির আলোচনা হচ্ছে তার হাতিয়ার আমার কাছে রয়েছে। অতএব আপনি তাকে আমার পক্ষ হয়ে সন্তুষ্ট করে দিন। আবৃ বকর (রা) বললেন, কখনো না। আপনি এই পাংশু কুরাইশকে কখনো দিবেন না। আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষে যে আল্লাহর সিংহ (পুরুষ) যুদ্ধ করছে, তাকে আপনি বর্ষিত করবেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিষয়টি অনুধাবন করলেন এবং তা (হাতিয়ার ইত্যাদি) আমাকে প্রদান করলেন। আমি তা দিয়ে একটি বাগান খরিদ করলাম। এটাই ছিল আমার প্রথম সম্পদ, যা আমি মূলধন হিসাবে সংরক্ষণ করেছিলাম। আবদুল্লাহ (র) লাইছের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করতে দাঁড়িয়ে গেলেন) ফِعْلَمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (রাসূলুল্লাহ ﷺ বিষয়টি অনুধাবন করলেন) এর স্তলে ﷺ দাঁড়িয়ে গেলেন) (রাবী ﷺ) নবী ﷺ ফَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ দাঁড়িয়ে গেলেন) বর্ণনা করেছেন। হিজায়ের আলেমরা বলেন, শাসক তার জ্ঞানানুসারে বিচার করবে না, চাহে তা দায়িত্বকালে প্রত্যক্ষ করে থাকুক, কিংবা তার পূর্বেই। তাদের কারো কারো মতে যদি বাদী বিবাদীর কোন এক পক্ষ অপর পক্ষের হক সম্পর্কে বিচার চলাকালে তার সম্মুখেও স্বীকার করে তবুও তার ভিত্তিতে ফয়সালা করা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত দু'জন সাক্ষী ডেকে সে ব্যক্তির স্বীকারোক্তির সময় তাদের উপস্থিত না রাখবেন। কোন কোন ইরাকী আলেম বলেন, বিচার চলাকালে যা কিছু শুনবে বা দেখবে সে ভিত্তিতে ফয়সালা করবে। তবে অন্য স্থানে যা কিছু শুনবে বা দেখবে দু'জন সাক্ষী ছাড়া ফয়সালা করতে পারবে না। তাদের অন্যরা বলেন বরং

সে ভিত্তিতে ফায়সালা করতে পারবে। কেননা সে তো বিষ্ণু। আর সাক্ষ্য গ্রহণের উদ্দেশ্য তো প্রকৃত সত্যকে অনুধাবন করা। সুতরাং তার জানা (সাক্ষীর) সাক্ষ্যের চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য। তাদের অন্য কেউ বলেন যে, মাল সংক্রান্ত বিষয়ে বিচারক তার নিজের জানার ভিত্তিতে ফায়সালা করবে। তবে অন্য ব্যাপারে নয়। কাসেম (র) বলেন যে, অন্যের সাক্ষ্য গ্রহণ ছাড়া শাসকের নিজের জ্ঞানানুসারে ফায়সালা করা উচিত নয়, যদিও তার জানা অন্যের সাক্ষীর চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য তরুণ। এতে মুসলিম জনসাধারণের কাছে নিজেকে অপবাদের সম্মুখীন হতে হয় এবং তাদেরকে (মিথ্যা) সন্দেহে ফেলা হয়। কেননা নবী ﷺ সন্দেহ করাকে পছন্দ করতেন না। এজন্যেই তিনি পথচারীকে ডেকে বলে দিয়েছেন : এ হচ্ছে (আমার স্ত্রী) সাফিয়া।

**٦٦٨٣** حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْرَاهِيمُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَلَىِ  
بْنِ حُسَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَتْهُ صَفِيَّةُ بْنَتُ حُسَيْنٍ فَلَمَّا رَجَعَتْ انْطَلَقَ مَعَهَا فَمَرَّ بِهِ  
رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَدَعَاهُمَا فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ فَقَالَا سُبْحَانَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ  
الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَبْنِ أَدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، رَوَاهُ شُعَيْبٌ وَابْنُ مَسَافِرٍ وَابْنُ أَبِي  
عَتِيقٍ وَاسْحَاقُ بْنُ يَحْيَىٰ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلَىِ عَنْ صَفِيَّةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

**৬৬৮৩** আবদুল আয়ীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র).... আলী ইব্ন হুসাইন (র) থেকে বর্ণিত। উম্মুল মু'মিনীন সাফিয়া বিন্ত হুয়াই (রা) নবী ﷺ-এর কাছে এসেছিলেন। যখন তিনি প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথে সাথে হাঁটছিলেন। এমতাবস্থায় দু'জন আনসারী ব্যক্তি তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করল। তিনি তাঁদেরকে ডাকলেন এবং বললেন : এ হচ্ছে সাফিয়া। তাঁরা (অবাক হয়ে) বলল, সুবহানল্লাহ (আমরা কি আপনার ব্যাপারে সন্দেহ করতে পারি?) তিনি বললেন : শয়তান বনী আদমের ধর্মনীতে বিচরণ করে থাকে। শুভায়ব ..... সাফিয়া (রা) সুত্রে নবী ﷺ থেকে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

**৩০২৬** بَابُ أَمْرِ الْوَالِيِّ إِذَا وَجَهَ أَمِيرِيْنِ إِلَىٰ مَوْضِعٍ أَنْ يَتَطَاوَعَا وَلَا يَتَعَاصِيَا  
৩০২৬. অনুচ্ছেদ : দু'জন আমীরের প্রতি শাসনকর্তার নির্দেশ, যখন তাদের কোন স্থানের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয় যেন তারা পরস্পরকে মেনে চলে, বিরোধিতা না করে

**٦٦٨٤** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَقْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ  
أَبِي بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ بَعَثَ النَّبِيَّ ﷺ أَبِي وَمَعَاذَ بْنَ جَبَلَ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ  
يَسِّرْ رَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَلَا تَتَطَاوَعَا فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَىٰ إِنَّهُ يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا  
الْبَيْتُمْ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَقَالَ النَّضْرُ وَأَبُو دَاؤُدُ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَوَكِيعٌ عَنْ  
شُعبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

**৬৬৮৪** মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ..... আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমার পিতা ও মু'আয ইব্ন জাবালকে ইয়ামানে পাঠালেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা সহজ আচরণ করো,

কঠোরতা প্রদর্শন করো না, তাদের সুসংবাদ শোনাও, ভীতি প্রদর্শন করো না এবং একে অপরকে মেনে চলো। তখন আবু মূসা (রা) তাঁকে বললেন, আমাদের দেশে ‘বিত’ নামক এক প্রকার পানীয় প্রস্তুত করা হয় (যা মধুর সিরকা থেকে তৈরি)। উত্তরে তিনি বললেন : প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই হারাম। নায়র, আবু দাউদ, ইয়ামিদ ইব্ন হারুন, ওকী (র)..... সাইদ-এর দাদা আবু মূসা (রা) সূত্রে এ হাদীসটি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

### ٢٠٢٧ بَابُ إِجَابَةِ الْحَاكِمِ الدُّعَوَةَ : وَقَدْ أَجَابَ عُتْمَانَ عَبْدَ لِلْمُغَيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ

৩০২৭. অনুচ্ছেদ : প্রশাসকের দাওয়াত কবূল করা। উসমান (রা) মুগীরা ইব্ন শুবা (রা)-র গোলামের দাওয়াত কবূল করেছিলেন

**٦٦٨٥** حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفِّيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فُكُوا الْعَانِيَ، وَأَجِبُّوَا الدَّاعِيَ-

**৬৬৮৫** মুসাদ্দাদ (র) ..... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : বন্দীদের মুক্ত কর, আর দাওয়াতকারীর দাওয়াত কবূল কর।

### ٢٠٢٨ بَابُ هَدَائِيَ الْعُمَالِ

৩০২৮. অনুচ্ছেদ : কর্মকর্তাদের হাদিয়া গ্রহণ করা

**٦٦٨٦** حَدَّثَنَا عَلَىٰ أَبْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو حُمَيْدُ السَّاعِدِيُّ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهُ أَبْنُ النَّبِيِّ عَلَىٰ صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هُذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِيَ لِي، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، قَالَ سُفِّيَانُ أَيْضًا فَصَعَدَ الْمِنْبَرَ فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَتْسَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فِيَأْتِي يَقُولُ هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي فَهَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيْهْدَى لَهُ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْتِي بِشَاءِ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَىٰ رَقْبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءً أَوْ بَقْرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاءَ تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدِيهِ حَتَّىٰ رَأَيْنَا عُفْرَتَىٰ ابْطَيْهِ أَلَا هَلْ بَلَغْتُ ثَلَاثًا وَقَالَ سُفِّيَانُ قَصَّهُ عَلَيْنَا الزُّهْرِيُّ، وَزَادَ هِشَامُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعَ أَذْنَاهِي، وَأَبْصَرَتِهِ عَيْنِي، وَسَلَوْا زَيْدَ بْنَ ثَابَتَ فَأَنَّهُ سَمِعَهُ مَعِي وَلَمْ يَقُلِ الزُّهْرِيُّ سَمِعَ أَذْنِي خُوَارُ صَوْتُّ وَالْجُؤَارُ مِنْ يَجْرِءُونَ كَصَوْتِ الْبَقَرَةِ-

**৬৬৮৬** আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... আবু হুমায়দ সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ বন্দী আসাদ গোত্রের ইব্ন লুতাবিয়া নামক জনৈক ব্যক্তিকে যাকাত আদায়ের জন্য কর্মচারী বানালেন।

সে যখন ফিরে আসল, তখন বলল, এগুলো আপনাদের। আর এগুলো আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। একথা শোনার পর নবী ﷺ মিস্বরের উপর দাঁড়ালেন। সুফিয়ান কখনো বলেন, তিনি মিস্বরের উপর আরোহণ করলেন এবং আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করলেন। এরপর বললেন : কর্মকর্তার কি হল! আমি তাকে প্রেরণ করি, তারপর সে ফিরে এসে বলল, এগুলো আপনার, আর এগুলো আমার। সে তার বাপের বাড়ি কিংবা মায়ের বাড়িতে বসে থেকে দেখত যে, তাকে হাদিয়া দেওয়া হয় কিনা? যে সন্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! যা কিছুই সে (অবৈধভাবে) গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন তা কাঁধে বহন করে নিয়ে উপস্থিত হবে। যদি উট হয়, তাহলে তা চিংকার করবে, যদি গাভী হয় তাহলে তা হাস্বা হাস্বা করবে, অথবা যদি বক্রী হয় তাহলে তা ভ্যাঁ ভ্যাঁ করবে। তারপর তিনি উভয় হাত উঠালেন। এমনকি আমরা তাঁর উভয় বগলের শুভ উজ্জ্বল্য দেখতে পেলাম। তারপর বললেন, শোন! আমি কি আল্লাহর হুকুম পৌছে দিয়েছি? এ কথাটি তিনি তিনিবার বললেন। সুফিয়ান বলেন, আমাদের কাছে যুহুরী এ রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। তবে হিশাম তার পিতার সূত্রে আবু হুমায়দ থেকে বর্ণনা করতে আর একটু বাড়িয়ে বলেছেন যে, তিনি (আবু হুমায়দ) বলেছেন, আমার উভয় কান তা শুনেছে এবং দু'চোখ তা দেখেছে। যাযিদ ইব্ন সাবিতকে জিজ্ঞাসা কর, সেও আমার সাথে শুনেছিল। আমি বললাম, “উভয় কান শুনেছে এবং দু'চোখ তাকে দেখেছে।” যুহুরী এ কথা বলেননি। [বুখারী (র) বলেন] গরুর আওয়াজের মত চিংকার করা।

## ٢٠٢٩ بَابُ اسْتِفْضَاءِ الْمُوَالِيِّ وَاسْتِعْمَالِهِ

৩০২৯. অনুচ্ছেদ : আযাদকৃত ক্রীতদাসকে বিচারক কিংবা প্রশাসক নিযুক্ত করা

**٦٦٨٧** حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَبْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ قَالَ كَانَ سَالِمُ مَوْلَى أَبِي حُذِيفَةَ يَوْمُ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَاصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَسْجِدِ قُبَّاءِ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَبُو سَلَمَةَ وَزَيْدٌ وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ -

**٦٦٨٧** উসমান ইব্ন সালিহ (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুমায়ফার আযাদকৃত দাস সালিম (রা) মসজিদে প্রথম সারিয়ে মুহাজেরীন ও নবী ﷺ এর সাহাবীদের ইমামতি করতেন। তাদের মাঝে আবু বকর, উমর, আবু সালামা, যাযিদ ও আমির ইব্ন রাবীআ (রা) ছিলেন।

## ٢٠٣٠ بَابُ الْعَرَفَاءِ لِلنَّاسِ

৩০৩০. অনুচ্ছেদ : লোকের জন্য প্রতিনিধি থাকা

**٦٦٨٨** حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويسٍ قَالَ حَدَّثَنِي اسْمَاعِيلُ بْنُ أَبْرَاهِيمَ عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ أَبْنُ شَهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبِيرِ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ حِينَ أَذْنَ لَهُمُ الْمُسْلِمُونَ فِي عِثْقِ سَبْئِي هَوَازِنَ إِنِّي لَا أَدْرِي مَنْ مِنْكُمْ مِمْنُ لَمْ يَأْذَنْ فَارْجِعُوهُ حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا

عَرَفَأُكُمْ أَمْرَكُمْ ، فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَمُهُمْ عِرَفَأُهُمْ ، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ  
فَاخْبَرُوهُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ طَيَّبُوا وَآذَنُوا -

**৬৬৮৮** ইসমাঈল ইব্ন আবু ওয়ায়স (র) ..... উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, মারওয়ান ইব্ন হাকাম ও মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, হাওয়ায়মেনের বন্দীদেরকে আযাদ করে দেওয়ার ব্যাপারে মুসলমানরা যখন সর্বসম্মতিতে এসে অনুমতি দিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বললেন : তোমাদের মধ্যে কে অনুমতি দিয়েছ, আর কে দাওনি, তা আমি বুঝতে পারিনি। অতএব তোমরা ফিরে যাও, তোমাদের প্রতিনিধিরা তোমাদের মতামত নিয়ে আমার কাছে আসবে। লোকেরা ফিরে গেল এবং তাদের প্রতিনিধিরা তাদের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করল। পরে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ফিরে এসে জানাল যে, লোকেরা খুশী মনে অনুমতি দিয়েছে।

### ٣٠٣١ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلْطَانِ ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ

৩০৩১. অনুচ্ছেদ : শাসকের প্রশংসা করা এবং তার নিকট থেকে বেরিয়ে এলে তার বিপরীত কিছু বলা নিম্ননীয়

**٦٦٨٩** حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ زَيْدٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ  
قَالَ أَنَّاسٌ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سُلْطَانِنَا فَنَقُولُ لَهُمْ بِخَلَافٍ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا  
مِنْ عِنْدِهِمْ قَالَ كُنَّا نَعْدُ هَذَا نِفَاقًا -

**৬৬৮৯** আবু নুআয়ম (র) ..... মুহাম্মদ ইব্ন যায়িদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমর তার পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতিপয় লোক ইব্ন উমর (রা)-কে বলল, আমাদের শাসকের নিকট গিয়ে তার এমন কিছু গুণগান করি, যা তার দরবার থেকে বাইরে আসার পর করি তার চেয়ে ভিন্নতর। এ কথা শুনে তিনি বললেন, আমরা এটাকেই নিফাক মনে করতাম।

**٦٦٩.** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْيَتُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي  
هُرِيرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ دُوَ الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هُؤُلَاءِ  
بِوْجَهٍ وَهُؤُلَاءِ بِوْجَهٍ -

**৬৬৯০** কুতায়বা (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন। দ্বিমুখী লোকেরা সবচাইতে নিকৃষ্ট, যারা এদের কাছে এক চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয় আবার ওদের কাছে আর এক চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়।

### ٣٠٣٢ بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ

৩০৩২. অনুচ্ছেদ : অনুপস্থিত ব্যক্তির বিচার

٦٦٩١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هَذِهِ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أَبَا سُفِيَّانَ رَجُلٌ شَحِيقٌ فَأَحْتَاجُ إِنَّ أَخْذَ مِنْ مَالِهِ قَالَ خُذْ إِنَّمَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ -

٦٦٩٢ مُحَمَّদُ ইব্ন কাসীর (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হিন্দা (রা) নবী ﷺ-কে বলল, আবু সুফিয়ান (রা) বড়ই কৃপণ ব্যক্তি। অতএব (তার অগোচরে) তার সম্পদ থেকে কিছু নিতে আমি বাধ্য হয়ে পড়ি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার ও সন্তানের যতটুকু প্রয়োজন হয় ন্যায়সঙ্গতভাবে সেই পরিমাণ নিতে পার।

২.৩২ بَابُ مَنْ قُضِيَ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذُهُ فَإِنَّ قَضَاءَ لِلْحَاكِمِ لَا يُحْلِلُ حَرَامًا وَلَا يُحْرِمُ حَلَالًا

৩০৩৩. অনুচ্ছেদ : যার জন্য বিচারক, তার ভাই-এর হক (প্রাপ্তি) প্রদান করে, সে যেন তা গ্রহণ না করে। কেননা, বিচারকের ফায়সালা হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম করতে পারে না

٦٦٩٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوَّلِيِّسِيِّ حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمَ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةَ بَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ وَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَاقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيُتْرُكْهَا -

٦٦٩৩ আবদুল আয়ীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... যায়নাব বিন্ত আবু সালামা (র) বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ-এর সহধর্মীনি উম্মে সালামা (রা) নবী ﷺ থেকে তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি তাঁর হজরার দরজায় বাদানুবাদের শব্দ শুনতে পেলেন। এরপর তিনি তাদের কাছে এসে বললেন, আমি তো একজন মানুষ। আমার নিকট বাদী-বিবাদীরা আসে। হয়ত তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যের তুলনায় বাকপুট থাকে। আমি তার কথায় হয়ত তাকে সত্যবাদী মনে করি। অতএব আমি তার পক্ষে ফায়সালা করি। কিন্তু আমি যদি অপর কোন মুসলমানের হক কারো জন্য ফায়সালা করি, তাহলে সেটা এক খণ্ড আগুন ছাড়া আর কিছু নয়। অতএব সে চাহে তা গ্রহণ করুক অথবা তা বর্জন করুক।

٦٦٩٣ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ عَهَدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ بِنْ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ أَبْنَ وَلِيدَ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخْذَهُ سَعْدٌ

فَقَالَ إِنَّ أَخِي قَدْ كَانَ عَهْدِ إِلَيْيَ فِيهِ فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي وَابْنُ وَلِيْدَةَ أَبِي وَلِيْدَةَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْنُ أَخِي كَانَ عَهْدَ إِلَيْيَ فِيهِ ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيْدَةَ أَبِي وَلِيْدَةَ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، ثُمَّ قَالَ لِسُودَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ احْتَجَبِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَأَاهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ-

**٦٦٩٣** ইসমাইল (র) ..... নবী ﷺ পত্নী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উত্বা ইব্ন আবু ওয়াকাস তাঁর ভাই সাদ ইব্ন আবু ওয়াকাসকে এ মর্মে ওসিয়ত করেন যে, যাম্মা-এর বাঁদীর গর্ভজাত সন্তানটি আমার ওরস থেকে জন্মলাভ করেছে। অতএব তাকে তুমি তোমার তত্ত্বাবধানে নিয়ে এসো। মক্কা বিজয়ের বছর সাদ (রা) তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ধরলেন এবং বললেন, আমার ভাই এ ছেলের ব্যাপারে আমাকে ওসিয়ত করেছিলেন। আবদ ইব্ন যামআ দাঁড়িয়ে বলল, এ আমার ভাই, আমার পিতার বাঁদীর গর্ভজাত সন্তান। আমার পিতার ওরসে তার জন্ম। তারপর তারা উভয়েই বিষয়টি নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বিচার প্রার্থী হলেন। সাদ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ আমার ভাইয়ের ছেলে। আমার ভাই এ সম্পর্কে আমাকে ওসিয়ত করে গেছেন। আবদ ইব্ন যামআ বলল, এ আমার ভাই, আমার পিতার বাঁদীর গর্ভজাত সন্তান। আমার পিতার ওরসেই তার জন্ম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আবদ ইব্ন যামআ! এ তোমারই। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সন্তান বিছানার মালিকেরই আর ব্যভিচারীর জন্য পাথর। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্বার সাথে এ ছেলেটির সাদৃশ্য লক্ষ্য করার কারণে, সাওদা বিনত যামআ (রা)-কে বললেন : এর থেকে পর্দা করে চলো। সে জন্য মৃত্যুর পূর্বে সে ছেলে সাওদাকে কোন দিন দেখতে পায়নি।

## ٢٠٣٤ بَابُ الْحُكْمِ فِي الْبِثْرِ وَنَحْوِهِ

৩০৩৪. অনুচ্ছেদ : কুয়া ইত্যাদি সংক্রান্ত বিচার

**٦٦٩٤** حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا سُفِّيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَحْلُفُ أَحَدٌ عَلَى يَمِينٍ صَبَرٍ يَقْتَطِعُ مَا لَا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ الْأَلِيَّةَ فَجَاءَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ يُحَدِّثُهُمْ فَقَالَ فِي نَزَلتْ وَفِي رَجُلٍ خَاصَمَتْهُ فِي بِرِّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَكَ بَيْنَهُ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَيَحْلِفْ قُلْتُ إِذْنَ يَحْلِفُ فَنَزَلتْ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ أَيْمَانِهِمْ الْأَلِيَّةَ-

**৬৬৯৪** ইসহাক ইবন নাসর (র) .....: আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মাল আত্মসাং করার জন্য মিথ্যা কসম করে, সে আল্লাহ তা'আলার সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তিনি তার প্রতি ভীষণ রাগাভিত থাকবেন। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেছেন : “যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে। (৩ : ৭৭) যখন আবদুল্লাহ (রা) তাদেরকে হাদীস বর্ণনা করছিলেন, তখন আশআছ ইবন কায়স (রা) এলেন এবং বললেন যে এই আয়াতই আমি ও অপর একটি লোক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একটি কুয়ার বিষয়ে যার সাথে আমি বিবাদ করেছিলাম। নবী ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমার কাছে প্রমাণ আছে কি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন : তাহলে সে কসম করুক। আমি বললাম, সে কসম থাবেই। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় : যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে ..... (৩ : ৭৭)।

**২.৩৫** بَابُ الْقَضَاءِ فِي قَلِيلِ الْمَالِ كَثِيرِهِ سَوَاءٌ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ  
الْقَضَاءُ فِي قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ سَوَاءٌ

৩০৩৫. অনুচ্ছেদ : মাল অল্প হোক আর অধিক, এর বিচার একই। ইবন উয়ায়না ইবন শুবরুমা-এর সূত্রে বলেন যে, অল্প সম্পদ ও অধিক সম্পদের বিচারের বিধান একই

**৬৬৯৫** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعْبِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الْزُّبِيرِ  
أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ جَلَّهُ  
خَصَامٌ عِنْدَ بَابِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَاتِيَنِي الْخَصْمُ فَلَعِلَّ بَعْضًا  
أَنْ يَكُونُ أَبْلَغُ مِنْ بَعْضٍ أَفْضَى لَهُ بِذَلِكَ وَأَحْسَبَ أَنَّهُ صَادِقٌ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ  
مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قَطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلِيَأَخْذُهَا أَوْ لِيَدْعَهَا -

**৬৬৯৫** আবুল ইয়ামন (র)..... উম্মু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর দরজার পাশে ঘগড়ার শোরগোল শুনতে পেলেন। তাই তিনি তাদের কাছে বেরিয়ে গেলেন এবং বললেন : আমি তো একজন মানুষ। বিবদমান ব্যক্তিরা ফায়সালার জন্য আমার নিকট আসে। হ্যত তাদের কেউ অন্যের তুলনায় অধিক বাকপটু। আমি তার কথার ভিত্তিতে তার পক্ষে ফায়সালা করি এবং আমি মনে করি সে সত্যবাদী। সুতরাং আমি যদি কাউকে অন্য মুসলমানের হকের সাথে ফায়সালা করে দেই তাহলে তা (তার জন্য) একখণ্ড আগুন ছাড়া কিছু নয়। সুতরাং সে চাহে তা গ্রহণ করুক অথবা ছেড়ে দিক।

**২.৩৬** بَابُ بَيْعِ الْأِمَامِ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ وَضِيَاعَهُمْ وَقَدْ بَاعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نُعَيْمٍ  
بْنِ النَّحَّامِ-

৩০৩৬. অনুচ্ছেদ : ইমাম কর্তৃক লোকের মাল ও ভূসম্পদ বিক্রি করা। নবী ﷺ নুআয়ম ইবন নাহহামের পক্ষে বিক্রি করেছেন।

٦٦٩٦ حَدَّثَنَا أَبْنُ نُعَيْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ أَبْنُ كَهْيَلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ اعْتَقَ غَلَامًا عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ بِثَمَانِيَّةٍ دِرْهَمٍ ثُمَّ أَرْسَلَ بِثْمَنِهِ إِلَيْهِ-

৬৬৯৬ ইবন নুমায়র (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে সংবাদ পৌছল যে, তাঁর সাহারীদের একজন তার গোলামকে মৃত্যুর পরে কার্যকর হবে এই শর্তে আযাদ করলেন। অথচ তাঁর এ ছাড়া আর কোন মাল ছিল না। নবী ﷺ সে গোলামটিকে 'আটশ' দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দেন এবং প্রাপ্তমূল্য তার নিকট পাঠিয়ে দেন।

### ٣٠.٣٧ بَابُ مَنْ لَمْ يَكْتَرِثْ لِطَعْنٍ مَنْ لَا يَعْلَمُ فِي الْأُمَّارَاءِ

৩০৩৭. অনুচ্ছেদ : না জেনে যে ব্যক্তি আমীরের সমালোচনা করে, তার সমালোচনা গ্রহণযোগ্য নয়

٦٦٩٧ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عُمَرَ يَقُولُ بَعْثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْثًا وَأَمْرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ أَبْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ فِي إِمَارَتِهِ وَقَالَ أَنْ تَطْعُنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ وَأَيْمُ اللَّهِ أَنْ كَانَ خَلِيقًا لِلْأُمَّرَاءِ وَإِنْ كَانَ لِمَنْ أَحَبَّ التَّأْسِ إلى، وَإِنَّ هَذَا لِمَنْ أَحَبَّ النَّاسَ إِلَى بَعْدِهِ-

৬৬৯৭ মুসা ইবন ইসমাঈল (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেনাদল প্রেরণ করেন এবং উসামা ইবন যায়িদ (রা)-কে তাঁদের আমীর নিযুক্ত করেন। কিন্তু তার নেতৃত্বের ব্যাপারে সমালোচনা করা হল। তখন তিনি বললেন : তোমরা যদি তার নেতৃত্বের সমালোচনা কর, তোমরা ইতিপূর্বে তার পিতার নেতৃত্বেও সমালোচনা করেছিলে। আল্লাহর কসম! সে নেতৃত্বের উপযুক্ত ছিল। আর সে ছিল আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়। আর তারপরে এ হল আমার কাছে সবচাইতে প্রিয়।

### ٣٠.٣٨ بَابُ الْأَلَدُ الْخَصْمُ وَهُوَ الدَّائِمُ فِي الْخَصْمُومَةِ لِدُّ عُوجَا

৩০৩৮. অনুচ্ছেদ : অত্যন্ত ঝগড়াটে সে, যে সর্বক্ষণ ঝগড়ায় লিঙ্গ থাকে। অর্থ বক্রতা

٦٦٩٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ أَبْنَ أَبِي مُلِيْكَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُ الْخَصْمُ-

৬৬৯৮ মুসাদাদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর কাছে সবচাইতে ঘৃণ্য ব্যক্তি হল সে, যে সর্বক্ষণ ঝগড়ায় লিঙ্গ থাকে।

## ٣٠٣٩ بَابُ إِذَا قَضَى الْحَاكِمُ بِجَوْرٍ أَوْ خِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فَهُوَ رَدٌّ

৩০৩৯. অনুচ্ছেদ : বিচারক যদি রায় প্রদানের ক্ষেত্রে অবিচার করেন কিংবা আহলে ইল্মের মতামতের উল্টো ফায়সালা প্রদান করেন তাহলে তা গ্রহণযোগ্য নয়

[ ٦٦٩٩ ]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ بَعْثَ النَّبِيِّ ﷺ خَالِدًا وَحَدَّثَنِي نُعِيمٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعْثَ النَّبِيِّ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيْمَةَ فَلَمْ يَحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا فَقَالُوا صَبَانَا فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَ أَسْيَرَهُ وَأَمْرَ كُلَّ رَجُلٍ مِنَ أَنْ يَقْتُلَ أَسْيَرَهُ فَقُتِلَتُ وَاللَّهُ لَا أَقْتُلُ أَسْيَرِيَ وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسْيَرَهُ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَرْتَبَتِينَ -

৬৬৯৯ মাহমুদ ও নুআয়ম (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ খালিদ ইবন ওয়ালীদকে জায়িমা গোত্রের দিকে প্রেরণ করলেন। কিন্তু তারা উভয়কুপে “আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি” কথাটি বলতে পারল না। বরং বলল, ‘সাবানা’ ‘সাবানা’ (আমরা পুরাতন ধর্ম ত্যাগ করে নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছি)। এরপর খালিদ তাদের হত্যা ও বন্দী করতে শুরু করলেন। আর আমাদের প্রত্যেকের কাছে বন্দী হাওয়ালা করলেন এবং প্রত্যেককে নিজ বন্দীকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি আমার বন্দীকে হত্যা করব না এবং আমার সঙ্গীদের কেউ তার বন্দীকে হত্যা করবে না। এরপর এ ঘটনা আমরা নবী ﷺ -এর কাছে বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন : ইয়া আল্লাহ! খালিদ ইবন ওয়ালীদ যা করেছে তা থেকে আমি আপনার অব্যাহতি কামনা করছি। এ কথাটি তিনি দু'বার বললেন।

## ٣٠٤٠ بَابُ الْإِمَامِ يَأْتِيَ قَوْمًا فَيُصْلِحُ بَيْنَهُمْ

৩০৪০. অনুচ্ছেদ : ইমামের কোন গোত্রের কাছে গিয়ে তাদের মধ্যে নিষ্পত্তি করে দেওয়া

[ ٦٧٠ ]

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمِ الْمَدِينِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ كَانَ قِتَالُ بَيْنِ بَنِي عَمْرٍو فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى الظَّهَرَ ثُمَّ أَتَاهُمْ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا بَلَالَ أَنَّ حَضَرَتَ الصَّلَاةَ وَلَمْ اتَّكَ فَمَرَّ أَبَا بَكْرٍ فَلَيُصْلِلَ بِالنَّاسِ ، فَلَمَّا حَضَرَتِ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَأَذَنَ بِلَالاً وَأَقَامَ وَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَتَقدَّمَ وَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ فِي الصَّلَاةِ فَشَقَّ النَّاسَ حَتَّى قَامَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَتَقدَّمَ فِي الصَّفَّ الَّذِي يَلِيهِ قَالَ وَصَفَّ الْقَوْمُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْرُغَ ، فَلَمَّا رَأَى التَّصْفِيفَ لَا يُمْسِكُ عَلَيْهِ التَّفَتَ فَرَأَى النَّبِيِّ ﷺ خَلْفَهُ فَأَوْمَأَ

إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ أَنِ امْضِهِ وَأَوْمَابِيَدِهِ هَكَذَا وَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ هُنَيَّةً يَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ مَشَى الْقَهْقَرَى فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ تَقْدَمَ فَصَلَّى بِالثَّنَاسِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ إِذْ أَوْمَاتُ إِلَيْكَ لَا تَكُونَ مَضِيَتْ قَالَ لَمْ يَكُنْ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَؤْمِنَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ لِلنَّاسِ إِذَا أَمْرُ فَلِيُسْبَحَ الرِّجَالُ وَالْمُصَفِّحُ النِّسَاءُ قَالَ أَبُو عَنْدُ اللَّهِ لَمْ يَقُلْ هَذَا الْحَرْفُ غَيْرِ حَمَادُيَا بِلَالُ فَقَأَ أَبَابَكْرٍ رَأْبَكْمُ

**৬৭০০** আবু নুমান (র) .....সাহল ইবন সাদ সাজদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী আমের গোত্রে (আঘাতী) সংঘর্ষ ছিল। নবী ﷺ-এর কাছে এ সংবাদ পৌছল। তিনি যুহরের নামায আদায় করার পর তাদের মধ্যে মিমাংসা করার জন্য আসলেন। (আসার সময়) তিনি বিলালকে বললেন : যদি নামাযের সময় হয়ে যায় আর আমি এসে না পৌছি, তাহলে আবু বকরকে বলবে, সে যেন লোকদের নিয়ে নামায আদায় করে। যখন আসরের সময় হল, বিলাল (রা) আযান দিলেন। অতঃপর ইকামত দিয়ে আবু বকরকে নামায আদায় করতে বললেন। আবু বকর (রা) সামনে গেলেন। আবু বকর (রা)-এর নামাযরত অবস্থায়ই নবী ﷺ এলেন এবং মানুষকে ফাঁক করে আবু বকরের পিছনে দাঁড়ালেন। অর্থাৎ আবু বকরের সংলগ্ন কাতার পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। রাবী বলেন, লোকেরা হাততালি দিল। তিনি আরও বলেন যে, আবু বকর (রা) যখন নামায শুরু করতেন, তখন নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত এদিক-সেদিক তাকাতেন না। তিনি যখন দেখলেন যে, হাততালি বন্ধ হচ্ছে না তখন তিনি তাকালেন এবং নবী ﷺ-কে তাঁর পিছনে দেখতে পেলেন। নবী ﷺ হাতের ইশারায় তাকে নামায পূর্ণ করতে বললেন এবং যেভাবে আছেন সে ভাবেই থাকতে বললেন। আবু বকর (রা) কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন এবং নবী ﷺ-এর নির্দেশের উপর আল্লাহর প্রশংসা করলেন। এরপর পিছনে সরে আসলেন। নবী ﷺ এ অবস্থা দেখে সামনে গেলেন এবং লোকদের নিয়ে নামায আদায় করলেন। যখন নামায শেষ হল, তখন তিনি আবু বকরকে বললেন : আমি যখন তোমাকে ইশারা করলাম, তখন তোমায় কি জিনিস বাধা দিল যে, তুমি নামায পূর্ণ করলে না। তিনি বললেন, নবী ﷺ-এর ইমামত করার দুঃসাহস ইবন আবু কুহাফার কখনই নেই। এরপর তিনি লোকদের বললেন : নামাযে তোমাদের কোনোরূপ জটিলতা সৃষ্টি হলে পুরুষরা 'সুবহানাল্লাহ' বলবে আর নারীরা হাতের উপর হাত মেরে আওয়ায় দেবে। আবু আবদুল্লাহ (বুখারী) (র) বলেন যাই বাক্যটি হাস্মাদ ব্যতীত অন্য কোন রাবী বলেনি।

### ৩.৪১ بَابُ مَا يُسْتَحِبُ لِكَاتِبٍ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا عَاقِلًا

৩০৪১. অনুচ্ছেদ : শিপিবক্তুরীকে আমানতদার ও বুদ্ধিমান হওয়া বাস্তুনীয়

**৬৭.১** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبُو ثَابِتٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ بَعَثَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ لِمَقْتَلِ أَهْلِ الْيَمَامَةِ

وَعِنْهُ عُمَرُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَدْ اسْتَحْرَرَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ  
بِقُرَاءِ الْقُرْآنِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحْرِرَ الْقَتْلُ بِقُرَاءِ الْقُرْآنِ فِي الْمُوَاطِنِ كُلُّهَا  
فَيَذَهَبَ قُرْآنٌ كَثِيرٌ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ، قُلْتُ كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ  
يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي فِي ذَلِكَ  
حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ عُمَرَ، وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ  
قَالَ زَيْدٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَإِنِّي رَجُلٌ شَابٌ عَاقِلٌ لَا نَتَهِمُكَ قَدْ كُنْتُ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ  
اللَّهِ ﷺ فَتَتَبَعَ الْقُرْآنِ وَاجْمَعَهُ قَالَ زَيْدٌ فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفْنِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا  
كَانَ بِأَنْقَلَ عَلَىٰ مِمَّا كَلَّفْنِي مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ، قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلَنِ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ  
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ يُحْثُ مُرَاجَعَتِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ  
صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَيَاهَا فَتَتَبَعَ  
الْقُرْآنَ أَجْمَعَهُ مِنَ الْعُسْبِ وَالرِّقَاعِ وَاللَّخَافِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ فَوُجِدْتُ فِي أُخْرِ سُورَةِ  
الْتَّوْبَةِ : لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ إِلَىٰ أَخْرِهَا مَعَ حُزْيَمَةَ أَوْ أَبِي حُزْيَمَةَ  
فَالْحَقْتَهَا فِي سُورَتِهَا، وَكَانَتِ الصُّحْفُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَيَاتَهُ حَتَّى تَوْفَاهُ اللَّهُ ثُمَّ  
عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ حَتَّى تَوْفَاهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ  
اللِّخَافُ يَعْنِي الْخَرَفَ -

**৬৭০১** আবু সাবিত মুহাম্মদ ইবন উবায়দুল্লাহ্ (র) ..... যায়িদ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি  
বলেন যে, আবু বকর (রা) আমার নিকট লোক পাঠালেন, ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদত বরণকারীদের কারণে  
তখন তাঁর কাছে উমর (রা)-ও উপস্থিত ছিলেন। আবু বকর (রা) বললেন, উমর (রা) আমার কাছে এসে  
বলেছেন যে, কুরআনের বহু সংখ্যক হাফিয় ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। এজন্য আমার ভয় হচ্ছে যে,  
আরো অনেক স্থানে যদি কুরআনের হাফিয়গণ এরূপ ব্যাপক হারে শহীদ হন তাহলে কুরআনের বহু অংশ  
বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সুতরাং আমি মনে করি যে, আপনি কুরআন সংকলনের নির্দেশ দিন। আমি বললাম, কি  
করে আমি এমন কাজ করব যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ করেননি। উমর (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! এটা একটা  
ভাল কাজ। উমর (রা) আমাকে এ ব্যাপারে বারবার বলছিলেন। এক পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে  
আমার অস্তরে প্রশাস্তি দান করলেন। যে বিষয়ে তিনি উমর (রা)-এর অস্তরেও প্রশাস্তি দান করেছিলেন এবং  
আমিও এ বিষয়ে একমত পোষণ করলাম যা উমর (রা) মত পোষণ করেছিলেন। যায়িদ (রা) বলেন যে,  
এরপর আবু বকর (রা) বললেন, তুমি একজন বুদ্ধিদীপ্ত যুবক, তোমার ব্যাপারে আমাদের কোন অভিযোগ  
নেই। তাছাড়া তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ওহী লিপিবদ্ধ করতে। সুতরাং কুরআনকে তুমি অনুসন্ধান কর এবং

তা একত্রিত কর। যায়িদ (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! কুরআন সংগ্রহ করে একত্রিত করার আদেশ না দিয়ে যদি আমাকে একটি পাহাড়কে সরিয়ে নেওয়ার গুরুত্বার অর্পণ করতো, তাও আমার জন্য ভারী মনে হত না। আমি বললাম, কি করে আপনারা এমন একটি কাজ করবেন, যা রাসূলল্লাহ ﷺ করেননি। আবু বকর (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! এটি একটি ভাল কাজ। আমার পক্ষ থেকে এ কথা বারবার উত্থাপিত হতে থাকল। এক পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তরে প্রশাস্তি দান করলেন, যে বিষয়ে আবু বকর (রা) ও উমর (রা)-এর অন্তরে প্রশাস্তি দান করেছিলেন। এবং তাঁরা যা ভাল মনে করলেন আমিও তা ভাল মনে করলাম। সুতরাং আমি কুরআন অনুসন্ধান করতে শুরু করলাম। খেজুরের ডাল, পাতলা চামড়ার টুকরা, শ্বেত পাথর ও মানুষের অন্তঃকরণ থেকে আমি কুরআনকে একত্রিত করলাম। সূরা তাওবার শেষ অংশ এসেছেন ..... (৯ : ১২৮) থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত এই অংশটুকু খুয়ায়মা কিংবা আবু খুয়ায়মার কাছে পেলাম। আমি তা সূরার সাথে সংযোজন করলাম। কুরআনের এই সংকলিত সহীফাগুলো আবু বকরের জীবনকাল পর্যন্ত তাঁর কাছে ছিল। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে ওফাত দিলেন। পরে উমরের জীবনকাল পর্যন্ত তাঁর নিকট ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তা হাফসা বিন্ত উমর (রা)-এর কাছে ছিল। মুহাম্মদ ইবন উবায়দুল্লাহ বলেন, হাদীসে ব্যবহৃত **اللَّخْفُ** অর্থ হল চাঁড়া।

### ٣٠٤٢ بَابُ كِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَىٰ عَمَالِهِ، وَالْقَاضِي إِلَىٰ أَمَانَاتِهِ -

৩০৪২. অনুচ্ছেদ : শাসকের পত্র কর্মকর্তাদের প্রতি এবং বিচারকের পত্র সচিবদের প্রতি

**٦٧.٢** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي لَيْلَىٰ وَحَدَّثَنِي اسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي لَيْلَىٰ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَمْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ هُوَ وَرَجَالٌ مِّنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَاجَ إِلَىٰ خَيْبَرَ مِنْ جَهْدِ أَصْبَابِهِمْ فَأَخْبَرَ مُحَيِّصَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ فَاتَّى يَهُودَ فَقَالَ أَنْتُمْ وَاللَّهُ قَتَلْتُمُوهُ ، قَالُوا مَا قَتَلْنَاهُ وَاللَّهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّىٰ قَدَمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ فَأَقْبَلَ هُوَ وَآخُوهُ حُويَّصَةُ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ لِمُحَيِّصَةَ كَبِيرٌ كَبِيرٌ يُرِيدُ السِّينَ فَتَكَلَّمَ حُويَّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . أَمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ ، وَأَمَّا أَنْ يَؤْذِنُوا بِحَرْبٍ ، فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْ بِهِ ، فَكَتَبَ مَا قَاتَلْنَاهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحُويَّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحْقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ قَالُوا لَا ، قَالَ أَفَتَحَلِفُ لَكُمْ يَهُودُ ، قَالُوا لَيْسَ بِمُسْلِمِينَ ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةً نَاقَةً حَتَّىٰ أَدْخِلَ الدَّارَ ، قَالَ سَهْلٌ فَرَكَضَتِنِي مِنْهَا نَاقَةً -

৬৭০২ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ ও ইসমাঈল (র) ..... সাহল ইবন আবু হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ও তাঁর গোত্রের কতিপয় বড় বড় ব্যক্তি বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইবন সাহল ও মুহাইয়াসা ক্ষুধায় আক্রান্ত হয়ে খায়বারে আসেন। একদা মুহাইয়াসা জানতে পারেন যে, আবদুল্লাহ নিহত হয়েছে এবং তাঁর লাশ একটি গর্তে অথবা কূপে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তখন তিনি ইহুদীদের কাছে এসে বললেন, আল্লাহর শপথ! নিঃসন্দেহে তোমরাই তাকে হত্যা করেছ। তারা বলল, আল্লাহর কসম করে বলছি, আমরা তাকে হত্যা করিনি। তারপর তিনি তাঁর গোত্রের নিকট এসে এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। পরে তিনি, তাঁর বড় ভাই হওয়াইয়াসা এবং আবদুর রহমান ইবন সাহল আসলেন। মুহাইয়াসা যিনি খায়বারে ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এ ঘটনা বলার জন্য অগ্রসর হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : বড়কে কথা বলতে দাও, বড়কে কথা বলতে দাও। তিনি এতে উদ্দেশ্য করেছেন বয়সে প্রবীণকে। তখন হওয়াইয়াসা প্রথমে ঘটনা বর্ণনা করলেন। এরপর কথা বললেন, মুহাইয়াসা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হয়ত তাঁরা তোমাদের মৃত সঙ্গীর রক্তপণ আদায় করবে, না হয় তাঁদের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের কাছে এ মর্মে চিঠি লিখলেন। জবাবে তাঁদের পক্ষ থেকে লেখা হল যে, আমরা তাকে হত্যা করিনি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হওয়াইয়াসা, মুহাইয়াসা ও আবদুর রহমানকে বললেন, তোমরা কি কসম খেয়ে বলতে পারবে? তাহলে তোমরা তোমাদের সাথীর রক্তপণের অধিকারী হতে পারবে। তাঁরা বলল, না। তিনি বললেন, তাহলে ইহুদীরা কি তোমাদের সামনে কসম করবে? তাঁরা বলল, এরা তো মুসলিম নয়। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পক্ষ থেকে একশ' উট রক্তপণ হিসাবে আদায় করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত উটগুলোকে ঘরে প্রবেশ করানো হল। সাহল বলেন, একটি উট আমাকে লাধি মেরেছিল।

## ٢٠٤٣ بَابُ هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلًا وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الْأَمْوَارِ

৩৪৩. অনুচ্ছেদ : কোন বিষয়ের তদন্ত করার জন্য প্রশাসকের পক্ষ থেকে একজন মাত্র লোককে পাঠানো বৈধ কিনা?

৬৭.২ حَدَّثَنَا أَدْمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهْنَى قَالَ أَجَاءَ أَعْرَابِيًّا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصِّمُهُ فَقَالَ صَدَقَ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ أَنَّ أَبْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَرَزَنِي بِإِمْرَأَتِهِ، فَقَالُوا لِي عَلَى أَبْنِكَ الرَّجْمُ فَافْتَدَيْتُ أَبْنِي مِنْهُ مِائَةً مِنَ الْغَنْمِ وَالْوَلِيدَةِ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا أَنَّمَا عَلَى أَبْنِكَ جَلْدٌ مَائِهٌ وَتَغْرِيبٌ عَامٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنْمُ فَرَدٌ عَلَيْكَ، وَعَلَى أَبْنِكَ جَلْدٌ مَائِهٌ وَتَغْرِيبٌ عَامٌ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَهُ هَذَا فَارْجُمْهَا، فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسُ فَرَجَمَهَا۔

৬৭০৩ আদাম (র) ..... আবু হুরায়রা ও যাযিদ ইবন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বর্ণনা করেন যে, একজন বেদুঈন এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাবের ভিত্তিতে বিচার করুন।

তার বিবাদী পক্ষ দাঁড়িয়ে বলল, সে ঠিকই বলছে। আপনি আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাবের ভিত্তিতে ফায়সালা করুন। তারপর বেদুইন বলল যে, আমার ছেলে এই লোকটির এখানে মজুর হিসাবে কাজ করত। সে তার স্ত্রীর সাথে যিনা করে ফেলেছে। লোকেরা আমাকে বলল, তোমার ছেলেকে রজম (প্রস্তরাঘাতে হত্যার দণ্ড) করা হবে। আমি একশ' বক্রী ও একটি দাসী দিয়ে আমার ছেলেকে তার থেকে মুক্ত করে এনেছি। পরে আমি এ বিষয়ে আলেমদের জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বললেন, তোমার পুত্রকে একশ' বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তরের শাস্তি ভোগ করতে হবে। (এ শুনে) নবী ﷺ বললেন : আমি অবশ্যই আল্লাহর কিতাবের ভিত্তিতে তোমাদের মাঝে ফায়সালা করব। দাসী ও বকরীগুলো তুমি ফেরত পাবে। আর তোমার ছেলেকে একশ' বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তরের শাস্তি ভোগ করতে হবে। হে উনায়স! তুমি কাল এ লোকের স্ত্রীর নিকট যাও এবং তাকে রজম কর। অতঃপর উনায়স সেই স্ত্রী লোকের কাছে গিয়ে তাকে রজম করল।

**٣٤٤ بَابُ تَرْجِمَةِ الْحُكَمَاءِ وَهَلْ يَجُوزُ تُرْجُمَانُ وَاحِدٍ ، وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمْرَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ كِتَابَ الْيَهُودِ حَتَّىٰ كَتَبْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ كُتْبَهُ وَأَفْرَاتُهُ كُتْبَهُمْ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ ، وَقَالَ عُمَرُ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَعُثْمَانُ مَاذَا تَقُولُ هَذِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَاطِبٍ ، فَقُلْتُ تُخْبِرُكُ بِصَاحِبِهَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا وَقَالَ أَبُو جَمْرَةَ كُنْتُ أُتْرَجِمُ بَيْنَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَا بُدُّ لِلْحَاكِمِ مِنْ مُتَرْجِمِينَ -**

৩০৪৪. অনুচ্ছেদ : প্রশাসকদের দোভাসী নিয়োগ করা এবং একজন মাত্র দোভাসী নিয়োগ বৈধ কিনা? খারিজা ইবন যায়দ ইবন সাবিত (র)..... যায়দ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাকে ইহুদীদের লিখন পদ্ধতি শিক্ষা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, যার ফলে আমি নবী ﷺ-এর পক্ষ থেকে তাঁর চিঠিপত্র লিখতাম এবং তারা কোন চিঠিপত্র তাঁর কাছে লিখলে তা তাকে পাঠ করে শোনাতাম। উমর (রা) বললেন, তখন তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন আলী, আবদুর রহমান ও উসমান (রা)। এই স্ত্রীলোকটি কি বলছে? আবদুর রহমান ইবন হাতিব বলেন, আমি বললাম, স্ত্রীলোকটি তার এক সঙ্গী সম্পর্কে আপনার নিকট অভিযোগ করছে যে, সে তার সাথে অপকর্ম করেছে। আবু জামরা বলেন, আমি ইবন আবুস (রা) ও লোকদের মধ্যে দোভাসীর কাজ করতাম। আর কেউ কেউ বলেছেন, প্রত্যেক প্রশাসকের জন্য দু'জন করে দোভাসী থাকা অত্যাবশ্যকীয়।

**٦٧.٤ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هَرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِّنْ قُرَيْشٍ ، ثُمَّ قَالَ لِتُرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُمْ أَنِّي سَائِلٌ هَذَا ، فَإِنْ كَذَبْنِي فَكَذِبْوُهُ فَذَكِرْ الْحَدِيثَ ، فَقَالَ لِتُرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُ أَنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيِّ هَاتَيْنِ -**

৬৭০৪] আবুল ইয়ামান (র) ..... আবু সুফিয়ান ইব্ন হারব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, কুরাইশদের কাফেলা নিয়ে অবস্থানকালে সম্মাট হিরাকুর্যাস তাকে ডেকে পাঠালেন। এরপর সম্মাট তার দোভাষীকে বললেন, তাদেরকে বল যে, আমি এ লোকটিকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। যদি সে আমার সাথে মিথ্যা বলে তাহলে তারা যেন তাকে মিথ্যাবাদী বলে। তারপর দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন। পরে হিরাকুর্যাস তার দোভাষীকে বললেন, একে বলে দাও যে, সে যা বলেছে তা যদি সত্য হয়, তাহলে তিনি (মুহাম্মদ সন্মানিত  
প্রসারণ শৈত্রই আমার পদতলের ভূমিরও মালিক হবেন।

### ٣٠٤٥ بَابُ مُحَاسِبَةِ الْإِمَامِ عَمَالَةُ

৩০৪৫. অনুচ্ছেদ : শাসনকর্তা (কর্তৃক) কর্মচারীদের জবাবদিহি নেওয়া

٦٧٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعْمَلَ أَبْنَ الْتَّبِيَّةِ عَلَى صَدَقَاتِ بْنِي سُلَيْمٍ، فَلَمَّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَحَاسَبَهُ قَالَ هَذَا الَّذِي لَكُمْ، وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أَهْدَيْتُ لِيْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهَلَا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَبَيْتِ أُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ أَنْ كُنْتَ صَادِقًا، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي اسْتَعْمَلُ رِجَالًا مِنْكُمْ عَلَى أَمْوَارِ مِمَّا وَلَانِي اللَّهُ فَيَأْتِيَ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ هَذَا الَّذِي لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أَهْدَيْتُ لِيْ، فَهَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَبَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ أَنْ كَانَ صَادِقًا، فَوَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ هِشَامٌ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا جَاءَ اللَّهُ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا فَلَا عَرْفَنَّ مَا جَاءَ اللَّهُ رَجُلٌ بِبَعِيرٍ لَهُ رُغَاءُ، أَوْ بِبَقْرَةٍ لَهَا خُوارٌ، أَوْ شَاةٍ تَيْعَرٌ، ثُمَّ رَفَعَ يَدِيهِ حَتَّى رَأَيْتُ بِيَاضِ أَبْطَيهِ أَلَا هَلْ بَلَغْتُ -

৬৭০৫ মুহাম্মদ (র) ..... আবু হুমায়দ সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সন্মানিত  
প্রসারণ ইব্ন লুতাবিয়্যাকে বনী সুলায়ম-এর সাদাকা আদায়ের জন্য নিয়োগ করলেন। যখন সে রাসূলুল্লাহ সন্মানিত-এর কাছে ফিরে আসল এবং রাসূলুল্লাহ সন্মানিত তাকে জবাবদিহি করলেন, তখন সে বলল, এই অংশ আপনাদের আর এগুলো হাদিয়ার মাল যা আমাকে হাদিয়া হিসাবে দেওয়া হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ সন্মানিত বললেন : তোমার কথা যদি সত্য হয় তাহলে তুমি তোমার বাবার ঘরে ও মায়ের ঘরে কেন বসে থাকলে না, যাতে তোমার হাদিয়া তোমার কাছে আসে! এরপর রাসূলুল্লাহ সন্মানিত উঠে দাঁড়ালেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন। তারপর তিনি বললেন : এরপর আল্লাহ তা'আলা আমার উপর যেসব দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন তন্মধ্য হতে কিছু কিছু কাজের জন্য তোমাদের কতিপয় লোককে নিযুক্ত করে থাকি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এসে বলে এই অংশ আপনাদের, আর এই অংশ হাদিয়া যা আমাকে প্রদান করা হয়েছে। যদি তার কথা সত্য হয় তাহলে সে তার বাবার ঘরে ও মায়ের ঘরে কেন বসে থাকল না, যাতে তার হাদিয়া

তার কাছে আসে? আল্লাহর শপথ! তোমাদের কেউ যেন তা থেকে অন্যায়ভাবে কিছু গ্রহণ না করে। অন্যথায় সে কিয়ামতের দিন তা বহন করে আল্লাহর কাছে আসবে। সাবধান! আমি অবশ্যই চিনতে পারব যা নিয়ে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে। এক ব্যক্তি উট নিয়ে আসবে যা চিংকার করতে থাকবে অথবা গরু নিয়ে আসবে যে গরুটি হাস্বা হাস্বা করতে থাকবে, অথবা বকরী নিয়ে আসবে, যে বকরী ভ্যা ভ্যা করতে থাকবে। তারপর তিনি হস্তদ্বয় উপরের দিকে এতটুকু উত্তোলন করলেন যে, আমি তার বগলের উজ্জ্বল শুভতা দেখতে পেলাম। এবং বললেন, শোন! আমি কি (আল্লাহর বিধান তোমাদের নিকট) পৌছিয়েছি।

### ٣٠٤٦ بَابُ بِطَانَةِ الْأَمَامِ وَأَهْلِ مَشْوَرَتِهِ الْبِطَانَةُ الدُّخَلَاءُ

৩০৪৬ অনুচ্ছেদ : রাষ্ট্রপ্রধানের একান্ত ব্যক্তি ও পরামর্শদাতা । শব্দটি **ব্যবহৃত**-**ব্যবহৃত** হয়েছে (অর্থাৎ যিনি একান্তে বসে রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে কথোপকথন করেন এবং তাঁর অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে তাঁকে অবগত করেন এবং তিনিও গোপন কথা তাকে বলেন ও বিশ্বাস করেন)

**٦٧٦ حَدَّثَنَا أَصْبَعُ أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الدِّينِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ مُّصَدَّقِهِ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا اسْتَحْلَفَ مِنْ خَلِيفَةً إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةً تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَحْذِيْهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةً تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحْذِيْهُ عَلَيْهِ، فَالْمَعْصُومُ مِنْ عَصَمَ اللَّهَ وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنِي أَبْنُ شَهَابٍ بِهَذَا، وَعَنْ أَبْنِ أَبِي عَتِيقٍ وَمُوسَى عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ مِثْلِهِ، وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَوْلُهُ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَمُعاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُّصَدَّقِهِ وَقَالَ أَبْنُ أَبِي حُسْنِي وَسَعِيدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَوْلُهُ، وَقَالَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُضْلِّبِي جَعْفَرٌ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي أَيُوبَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ مُّصَدَّقِهِ -**

**৬৭০৬** আস্বাগ (র)..... আবু সাইদ খুদ্রী (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যাকেই নবী হিসাবে প্রেরণ করেন এবং যাকেই খলীফা হিসাবে নিযুক্ত করেন, তার জন্য দু'জন করে (একান্ত) গুপ্তচর থাকে। একজন গুপ্তচর তাকে ভাল কাজের নির্দেশ দেয় এবং তাকে তৎপ্রতি অনুপ্রাণিত করে। আর একজন গুপ্তচর তাকে মন্দ কাজের পরামর্শ দেয় এবং তৎপ্রতি উৎসাহিত করে। সুতরাং মাসুম ঐ ব্যক্তিই যাকে আল্লাহ তা'আলা রক্ষা করেন। সুলায়মান ইবন শিহাব থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং ইবন আবু আতীক ও মুসার সূত্রে ইবন শিহাব থেকে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তাছাড়া শুআবুর (র)-ও আবু সাইদ (রা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। আওয়ায়ী ও মুআবিয়া ইবন সাল্লাম (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইবন আবু হুসাইন ও সাইদ ইবন যিয়াদ (র)-ও আবু সাইদ (রা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। উবায়দুল্লাহ ইবন আবু জাফর (র) আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি।

## ٢٤٧ بَابُ كِيفَ يُبَايِعُ الْأَمَامُونَ

৩০৮৭ অনুচ্ছেদ ৪ : রাষ্ট্রপ্রধান কিভাবে জনগণের কাছ থেকে বায়'আত গ্রহণ করবেন

**٦٧.٧** حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِيتِ قَالَ بَأَيْعُنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ ، وَإِنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ ، وَإِنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَائِمٍ -

**৬৭০৭** ইসমাইল (র)..... উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ মর্মে বায়'আত গ্রহণ করলাম যে, সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় আমরা তাঁর কথা শুনব ও তাঁর আনুগত্য করব। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে দায়িত্বশীলদের বিরুদ্ধাচরণ করব না। যেখানেই থাকি না কেন সর্বদা সত্যের উপর অবিচল থাকব কিংবা বলেছিলেন সর্বদা সত্য কথা বলব এবং আল্লাহর পথে কোন নিন্দাকারীর নিন্দার ভয় করব না।

**٦٧.٨** حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَىٰ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي غَدَاءٍ بَارِدَةٍ وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ تَحْفَرُونَ الْخَنْدَقَ ، فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَةِ ، فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ فَاجَابُوا : نَحْنُ الَّذِينَ بَأْيَعُوا مُحَمَّداً ﷺ عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيَنَا أَبَدًا -

**৬৭০৮** আমর ইবন আলী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ শীতের এক সকালে বের হলেন। মুহাজির ও আনসাররা তখন খন্দক (পরিখা) খননের কাজে লিঙ্গ ছিল। তিনি বললেন : হে আল্লাহ! আখেরাতের কল্যাণই তো প্রকৃত কল্যাণ, অতএব তুমি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করে দাও। তারা এর জবাবে বলল, আমরাও সেই জামাআত যারা আমরণ জিহাদ করার জন্য মুহাম্মদ ﷺ-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছে।

**٦٧.٩** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا إِذَا بَأَيْعُنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتُ -

**৬৭০৯** আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তাঁর কথা শোনা ও তাঁর আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করতাম, তখন তিনি আমাদের বলতেন : যা তোমার সাথের মধ্যে।

٦٧١. حَدَّثَنَا مُسْدَدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفِّيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ شَهَدْتُ أَبْنَ عَمْرَ حَيْثُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ كَتَبَ أَنِّي أَقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ مَمَّا اسْتَطَعْتُ وَأَنَّ بْنَى قَدْ أَقْرَوْا بِمِثْلِ ذَلِكَ-

৬৭১০ মুসাদাদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন দীনার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা যখন আবদুল্লাহ মালিকের খিলাফতের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌছল, তখন আমি ইবন উমর (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি পত্র লিখলেন যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের صلوات الله عليه وآله وسلام আদর্শ অনুসারে আল্লাহর বান্দা, আমীরুল্লাহ মু'মিনীন আবদুল মালিকের কথা যথাসাধ্য শোনা ও তাঁর আনুগত্য করার অঙ্গীকার করছি। আমার সন্তানরাও অনুরূপ অঙ্গীকার করছে।

٦٧١١ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا سَيَارٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَأَيَّعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَمَّا اسْتَطَعْتُ وَالنَّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ-

৬৭১১ ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র) ..... জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ صلوات الله عليه وآله وسلام-এর কাছে তাঁর কথা শোনা ও তাঁর আনুগত্য করা ও প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কল্যাণ কামনার ব্যাপারে বায়'আত গ্রহণ করলাম। তিনি আমাকে এ কথা বলতে শিখিয়ে দিলেন যে, আমার সাধ্যের আওতাভুক্ত বিষয়ে।

٦٧١২ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَىٰ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفِّيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ لَمَّا بَأَيَّعْتُ النَّاسُ عَبْدَ الْمَلِكِ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَنِّي أَقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فِيمَا اسْتَطَعْتُ وَإِنَّ بْنَى قَدْ أَقْرَوْا بِذَلِكَ-

৬৭১২ আমর ইবন আলী (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন দীনার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন লোকেরা আবদুল মালিকের কাছে বায়'আত গ্রহণ করল, তখন আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) তার কাছে চিঠি লিখলেন। আল্লাহর বান্দা, আবদুল মালিক, আমীরুল্লাহ মু'মিনীনের প্রতি, আমি আমার সাধ্যের আওতাভুক্ত বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল صلوات الله عليه وآله وسلام-এর নির্দেশিত পদ্ধায় তাঁর কথা শোনা ও তাঁর আনুগত্য করার অঙ্গীকার করছি আর আমার সন্তানরাও অনুরূপ অঙ্গীকার করছে।

٦٧١٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلِمَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي عَبْيَدٍ قُلْتُ لِسَلَمَةَ عَلَى إِيَّ شَيْءٍ بَأَيَّعْتُمُ النَّبِيَّ مَمَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ ؟ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ-

৬৭১৩] আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) ..... ইয়ায়ীদ ইবন আবু উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালামাকে জিজ্ঞাসা করলাম, হৃদায়বিয়ার দিন আপনারা কোন বিষয়ে নবী ﷺ-এর কাছে বায়'আত করেছিলেন? তিনি বললেন, মৃত্যুর উপর।

٦٧١٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الرَّهْطَ الَّذِينَ وَلَاهُمْ عُمَرٌ اجْتَمَعُوا فَتَشَاءُرُوا ، قَالَ لَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَسْتُ بِالَّذِي أَنَافِسُكُمْ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ وَلَكُنُّكُمْ أَنْ شَيْئُتُمْ اخْتَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ فَجَعَلُوا ذَلِكَ إِلَيَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَلَمَّا وَلَوْا عَبْدَ الرَّحْمَنَ أَمْرَهُمْ فَمَا لَلَّا يَعْلَمُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَتَّى مَا أَرَى أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يَتَبَعَّ أُولَئِكَ الرَّهْطَ وَلَا يَطْأَ عَقِبَهُ وَمَا لَلَّا يَعْلَمُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُشَاءُرُونَهُ تِلْكَ الْلَّيَالِيَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَصْبَحْنَا مِنْهَا فَبَأَيْغَنَا عُثْمَانَ . قَالَ الْمُسْوَرُ طَرَقَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنُ بَعْدَ هَجْعٍ مِنَ اللَّيْلِ فَضَرَبَ الْبَابَ حَتَّى اسْتِيقَظْتُ فَقَالَ أَرَاكَ نَائِمًا ، فَوَاللَّهِ مَا أَكْتَحَلْتُ هَذِهِ الْثَّلَاثَ بِكَثِيرٍ نُومًّا انْطَلَقْ فَادْعُ الزُّبِيرَ وَسَعَدًا فَدَعَوْتُهُمَا لَهُ فَشَاءُرُهُمَا ثُمَّ دَعَانِي فَقَالَ أَدْعُ لِي عَلَيْا فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ حَتَّى ابْهَارَ الْلَّيْلُ ثُمَّ قَامَ عَلَى مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ عَلَى طَمَعٍ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَخْشِي مِنْ عَلَى شَيْئًا ثُمَّ قَالَ أَدْعُ لِي عُثْمَانَ فَنَاجَاهُ حَتَّى فَرَقَ بَيْنَهُمَا الْمُؤْذِنُ بِالصُّبْحِ ، فَلَمَّا صَلَّى النَّاسُ الصُّبْحَ وَاجْتَمَعَ أُولَئِكَ الرَّهْطُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ مِنْ كَانَ حَاضِرًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، وَأَرْسَلَ إِلَيَّ أُمَرَاءَ الْأَجْنَادِ وَكَانُوا وَافَوا تِلْكَ الْحَجَّةَ مَعَ عُمَرَ فَلَمَّا احْتَمَعُوا تَشَهَّدَ عَبْدُ الرَّحْمَنُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ يَا عَلَى إِنِّي قَدْ نَظَرْتُ فِي أَمْرِ النَّاسِ فَلَمْ أَرْهُمْ يَعْدُلُونَ بِعُثْمَانَ فَلَا تَجْعَلْنَ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا ، فَقَالَ أُبَيْعُكَ عَلَى سُنْنَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ فَبَأَيْغَنَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَبَأَيْغَنَهُ النَّاسُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ وَالْمُسْلِمُونَ -

৬৭১৪] আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আসমা (র) ..... মিসওয়ার ইবন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) যে দলটিকে খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তাঁরা একত্রিত হয়ে নিজেদের মধ্যে এ ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। আবদুর রহমান (রা) তাঁদেরকে বললেন, আমি তো এমন ব্যক্তি নই যে এ ব্যাপারে প্রত্যাশা করব। তবে আপনারা যদি চান তাহলে আপনাদের থেকে একজনকে আমি নির্বাচিত করে দিতে পারি। তাঁরা এ দায়িত্ব আবদুর রহমানের উপর অপর্ণ করলেন, যখন তাঁরা এ বিষয়টি আবদুর রহমানের

উপর অর্পণ করলেন, তখন সকল লোক আবদুর রহমানের প্রতি ঝুঁকে পড়ল। এমনকি আমি একজন লোককেও সেই দলের অনুসরণ করতে কিংবা তাঁদের পিছনে যেতে দেখলাম না। লোকেরা আবদুর রহমানের প্রতিই ঝুঁকে পড়ল এবং কয়েক রাত তাঁর সাথে পরামর্শ করতে থাকল। অবশেষে সেই রাত আসল, যে রাতের শেষে আমরা উসমান (রা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করলাম। মিসওয়ার (রা) বলেন, রাতের একাংশ অতিবাহিত হওয়ার পর আবদুর রহমান (রা) আমার কাছে আসলেন এবং দরজা খটখটালেন। ফলে আমি জাগ্রত হয়ে গেলাম। তিনি বললেন, তোমাকে দেখছি ঘুমাচ্ছ। আল্লাহর কসম! আমি এ তিনি রাতের মাঝে খুব একটা ঘুমাতে পারিনি। যাও, যুবায়র ও সাদকে ডেকে আন। আমি তাঁদেরকে তার কাছে ডেকে আনি। তিনি তাঁদের দু'জনের সাথে পরামর্শ করলেন। তারপর আমাকে আবার ডেকে বললেন, আলীকে আমার কাছে ডেকে আন। আমি তাঁকে ডেকে আনলাম। তিনি তাঁর সাথে অর্ধেক রাত পর্যন্ত চুপিচুপি পরামর্শ করলেন। তারপর আলী (রা) তাঁর কাছ থেকে উঠে গেলেন। তবে তিনি আশাবাদী ছিলেন। আর আবদুর রহমান (রা) আলী (রা) থেকে কিছু (বিরোধিতার) আশংকা করছিলেন। তারপর তিনি বললেন, উসমানকে আমার কাছে ডেকে আন। তিনি তাঁর সাথে চুপিচুপি আলাপ করলেন। ফজরের সময় মুআফিন তাদের উভয়কে পৃথক করল অর্ধাং আয়ান পর্যন্ত আলাপ করলেন, লোকদেরকে যখন ফজরের নামায পড়িয়ে দেয়া হলো এবং সেই দলটি মিস্বরের কাছে একত্রিত হলো তখন তিনি মুহাজির ও আনসারদের যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁদেরকে ডেকে আনতে পাঠালেন এবং প্রত্যেক সেনা প্রধানকেও ডেকে আনতে পাঠালেন এবং এরা সবাই উমরের সাথে গত হজ্জ অংশগ্রহণ করেছিলেন। যখন সকলে এসে সমবেত হল, তখন আবদুর রহমান (রা) ভাষণ শুরু করলেন। তারপর বললেন, হে আলী! আমি জনমত পরীক্ষা করেছি, তারা উসমানের সমকক্ষ কাউকে মনে করে না। সুতরাং তুমি তোমার জন্য অন্য পথ অবলম্বন করো না। তখন তিনি [আলী ও উসমান (রা)-কে সম্মোধন করে] বললেন, আমি আল্লাহর নির্দেশ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশিত পদ্ধতি ও তাঁর পরবর্তী উভয় খলীফার আদর্শানুযায়ী আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করছি। তারপর আবদুর রহমান (রা) তাঁর কাছে বায়'আত গ্রহণ করলেন। এরপর মুহাজির, আনসার, সেনাপ্রধান এবং সাধারণ মুসলমান তাঁর কাছে বায়'আত গ্রহণ করলেন।

## ٣٤٨ بَابُ مِنْ بَابِيَّ مَرْتَبَيْنِ

৩০৪৮. অনুচ্ছেদ ৪: যে ব্যক্তি দু'বার বায়আত গ্রহণ করে

٦٧١٥ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ بَأَيْعُنَا النَّبِيُّ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي يَا سَلَمَةُ أَلَا تَبَايِعُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَأَيَّعْتُ فِي الْأَوَّلِ قَالَ وَفِي التَّانِيِ -

**৬৭১৫** আবু আসিম (র)..... সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বৃক্ষের নিচে বায়'আত (বায়'আতে রিদওয়ান) গ্রহণ করেছিলাম। পরে তিনি আমাকে বললেন : হে সালামা! তুমি বায়'আত গ্রহণ করবে না! আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো প্রথমবার বায়'আত গ্রহণ করেছি। তিনি বললেন : দ্বিতীয়বারও গ্রহণ কর।

## ٢٠٤٩ بَابُ بَيْعَةِ الْأَعْرَابِ

৩০৪৯. অনুচ্ছেদ : বেদুইনদের বায়আত গ্রহণ

٦٧١٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَأَيَّعَ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَاسْلَامَ فَأَصَابَهُ وَعْكٌ، فَقَالَ أَقْلَنِي بَيْعَتِي فَأَبَى، ثُمَّ جَاءَهُ فَأَبَى ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقْلَنِي بَيْعَتِي فَأَبَى فَخَرَجَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى إِلَيْهِ الْمَدِينَةَ كَالْكِبْرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طَيْبَهَا -

٦٧١٦ آবادুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ্ প্রস্তুতি-এর কাছে ইসলামের বায়আত গ্রহণ করল। তারপর সে জুরে আক্রান্ত হল; তখন সে বলল, আমার বায়আত প্রত্যাহার করুন। রাসূলুল্লাহ্ প্রস্তুতি তা করতে অঙ্গীকৃতি জানালেন। সে পুনরায় তাঁর কাছে আসল। তিনি পুনরায় অঙ্গীকৃতি জানালেন। সে পুনরায় তার কাছে এসে বলল, আমার বায়আত ফেরত নিন। তিনি আবারও অঙ্গীকৃতি জানালেন। তখন সে বেরিয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ প্রস্তুতি বললেন : মদীনা (কামাবের) হাঁপরের ন্যায়, সে তার মধ্যকার আবর্জনাকে দূরীভূত করে এবং খাঁটিটুকু ধরে রাখে।

## ٢٠٥٠ بَابُ بَيْعَةِ الصَّفَّيْرِ

৩০৫০. অনুচ্ছেদ : বালকদের বায়আত গ্রহণ

٦٧١٧ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبُدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَشَامٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ تَعَالَى وَنَهَبَتْ بِهِ أُمَّةُ زَيْنَبَ بْنَتَ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَأْيَعَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ تَعَالَى هُوَ صَغِيرٌ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَاهُ وَكَانَ يُضْحَى بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ -

٦٧١٧ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী প্রস্তুতি-এর সাক্ষাত লাভ করেছেন। তার মা যয়নাব বিনত হুমায়দ (রা) তাকে রাসূলুল্লাহ্ প্রস্তুতি-এর কাছে নিয়ে গিয়ে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! একে বায়আত করুন। তখন নবী প্রস্তুতি বললেন : সে তো ছোট এবং তিনি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন। এই আবদুল্লাহ্ ইব্ন হিশাম (রা) তার পরিবারের সকলের পক্ষ থেকে একটি বক্রী কুরবানী করতেন।

## ٢٠٥١ بَابُ مَنْ بَأَيَّعَ ثُمَّ إِسْتَقَالَ الْبَيْعَةَ

৩০৫১. অনুচ্ছেদ : কারো হাতে বায়আত গ্রহণ করার পর অতঃপর তা প্রত্যাহার করা

٦٧١٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَأَيَّعَ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَاسْلَامَ فَأَصَابَهُ الْأَعْرَابِيُّ

وَعْكَ بِالْمَدِينَةِ فَاتَى الْأَعْرَابِيَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْلِنِي بَيْعَتِي فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقْلِنِي بَيْعَتِي فَأَبَى فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِبِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَتَنْصَعُ طَبِيعَهَا

**৬৮১৮** আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (রা) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক বেদুইন এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করল। মদীনায় সে জুরে আক্রান্ত হল। তখন সেই বেদুইন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ অঙ্গীকৃতি জানালেন। সে পুনরায় এসে বলল, আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। তিনি এবারও অঙ্গীকৃতি জানালেন। সে পুনরায় এসে বলল, আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। তিনি অঙ্গীকৃতি জানালেন। তখন বেদুইন বেরিয়ে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : মদীনা হল কামারের হাঁপরের ন্যায়, যে তার মধ্যকার আবর্জনাকে বিদ্রিত করে এবং খাঁটিটুকু ধরে রাখে।

### ৩.০৫২ بَابُ مَنْ بَأَيَّ رَجُلًا لَا يُبَأِيْعُهُ إِلَّا لِلْدِيْنِيَا

৩০৫২. অনুচ্ছেদ : কেবলমাত্র দুনিয়ার স্বার্থে কারো বায়'আত গ্রহণ করা

**৬৭১৯** حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَاهِدًا لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ، رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءِ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَأَيَّ اِمَامًا لَا يُبَأِيْعُهُ إِلَّا لِلْدِيْنِيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفِي لَهُ وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ يُبَأِيْعُ رَجُلًا بِسُلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَّفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطَى بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ فَأَخْذَهَا وَلَمْ يُعْطِ بِهَا -

**৬৭১৯** আবদান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিনি ধরনের লোকের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা কথাও বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রণ করবেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। (এক) সে ব্যক্তি, যে রাস্তার পার্শ্বে অতিরিক্ত পানির অধিকারী কিন্তু মুসাফিরকে তা থেকে পান করতে দেয় না। (দুই) সে লোক যে কেবলমাত্র দুনিয়ার স্বার্থে ইমামের বায়'আত গ্রহণ করে। (বাদশাহ) যদি তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে তাহলে সে তার বায়'আত পূর্ণ করে। আর যদি তা না হয়, তাহলে বায়'আত ভঙ্গ করে। (তিনি) সে ব্যক্তি যে আসরের পর অন্য লোকের নিকট দ্রব্য সামগ্ৰী বিক্ৰয় করতে যেয়ে একুশ কসম খায় যে, আল্লাহ'র শপথ! এটা এত টাকা দাম হয়েছে। ক্রেতা তাকে বিশ্বাস করে সে দ্রব্য ক্রয় করে নিয়ে যায়। অথচ সে দ্রব্যের এত দাম দেওয়া হয়নি।

### ৩.০৫৩ بَابُ بَيْعَةِ النِّسَاءِ ، رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ

৩০৫৩. অনুচ্ছেদ : স্ত্রীলোকদের বায়'আত গ্রহণ। এ বিষয়টি ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে

٦٧٢. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَوْلَتْ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسِ الْخَوَلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامَاتِ يَقُولُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ مُصَاحِّفَةٍ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسٍ تُبَابِيَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تُسْرِقُوا وَلَا تَزْنِوْا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْثُرُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوْا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَاجْرَهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَارَةُ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَاقِبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَاهُ فَبَأَيَّعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ-

٦٧٢٠ آবুল ইয়ামান (র) ও লাইছ (র) ..... উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক মজলিসে বসা ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বললেন : তোমরা আমার নিকট এ মর্মে বায়'আত গ্রহণ কর যে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যিনি করবে না; তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না এবং কাউকে একেপ মিথ্যা অপবাদ দেবে না, যা তোমাদেরই গড়া আর শরীয়ত সম্মত কাজে আমার নাফরমানী করবে না। তোমাদের মধ্যে যারা এই অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, তার প্রতিদিন আল্লাহর কাছে। আর যারা এর কোন একটি করবে এবং দুনিয়ায় এ কারণে তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে, তাহলে এটা তার কাফ্ফারা (পাপ মোচন) হয়ে যাবে। আর যদি কেউ এর কোন একটি অপরাধ করে ফেলে আর আল্লাহ তা গোপন করে রাখেন, তাহলে তার বিষয়টি আল্লাহর উপর ন্যস্ত থাকবে। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন আর ইচ্ছা করলে তাকে মাফ করে দিবেন। এরপর আমরা এর উপর বায়'আত গ্রহণ করলাম।

٦٧٢١ حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ مُصَاحِّفَةً يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلَامِ بِهِذِهِ الْأَيْةِ لَا تُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا قَالَتْ وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ مُصَاحِّفَةً يَدَ امْرَأٍ إِلَّا امْرَأَ يَمْلِكُهَا—

٦٧٢١ মাহমুদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ “আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না”— এই আয়াত পাঠ করে স্ত্রীলোকদের কাছ থেকে বায়'আত নিতেন। তিনি আরও বলেন, বৈধ অধিকার প্রাপ্ত মহিলা ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ—এর হাত অন্য কোন স্ত্রী লোকের হাত স্পর্শ করেনি।

٦٧٢٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ بَأَيْعَنَا النَّبِيُّ مُصَاحِّفَةٌ فَقَرَأَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَنَهَا نَهَا عَنِ النِّيَاحَةِ فَقَبَضَتِ امْرَأَةٌ مِنَ يَدِهَا فَقَالَتْ فُلَانَةُ أَسْعَدَتْنِي وَآتَيْتُهُ أَنْ أَجْزِيَهَا فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا

فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَمَا وَقَتْ اِمْرَأَةً اِلَّا اُمُّ سُلَيْمٍ وَامُّ الْعَلَاءِ وَابْنَةً اَبِي سَبْرَةَ اِمْرَأَةً مُعَاذٍ اَوْ اِبْنَةً اَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةً مُعَاذَ -

**৬৭২২** মুসাদাদ (র) ..... উষ্মে আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করলাম। তিনি আমার সামনে পাঠ করলেন : স্ত্রীলোকেরা যেন আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে। এবং তিনি আমাদেরকে বিলাপ করতে নিষেধ করলেন। এমতাবস্থায় আমাদের মধ্য থেকে একজন স্ত্রীলোক তার হাত গুটিয়ে নিল এবং বলল, অমুক স্ত্রীলোক একবার আমার সাথে বিলাপে সহযোগিতা করেছে। সুতরাং আমি তার প্রতিদান দেওয়ার ইচ্ছা রাখি। রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু বললেন না। স্ত্রীলোকটি চলে গেল এবং পরে এসে বায়'আত গ্রহণ করল। তবে তাদের মধ্যে উম্ম সুলায়ম, উম্মুল আলা, আর মুআয় (রা)-এর স্ত্রী আবু সাবরা-এর কন্যা, কিংবা বলেছিলেন, আবু সাবরা-এর কন্যা ও মুআয়-এর স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীলোক এই অঙ্গীকার পূর্ণ করেনি।

**৩০৫৪** بَابُ مَنْ نَكَثَ بَيْعَةً وَقَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَaiِعُونَ اللَّهَ  
أَلَيْهِ

৩০৫৪. অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি বায়'আত ভঙ্গ করে। আল্লাহ তা'আলার বাণী : যারা তোমার বায়'আত গ্রহণ করে তারাও আল্লাহরই বায়'আত গ্রহণ করে ..... (৪৮ : ১০)

**৬৭২৩** حَدَّثَنَا أَبُو نُعِيمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيًّا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ بَأْيُغْنِي عَلَى الْإِسْلَامِ فَبَأْيَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ثُمَّ جَاءَ الْفَدَ مَحْمُومًا فَقَالَ أَقْلِنِي فَأَبَى فَلَمَّا وَلَّى قَالَ الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَتَنْصَعُ طَيْبَهَا -

**৬৭২৩** আবু নুআয়ম (র) ..... জবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক বেদুইন নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, ইসলামের উপর আমার বায়'আত নিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলামের উপর তার বায়'আত নিলেন। পরদিন সে জুরাক্রান্ত অবস্থায় এসে বলল, আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। তিনি অঙ্গীকৃতি জানালেন। যখন সে চলে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : মদীনা কামারের হাঁপরের ন্যায়, সে তার মধ্যকার আবর্জনাকে বিদূরিত করে এবং খাঁটিটুকু ধরে রাখে।

**৩০৫৫** بَابُ الْإِسْتِخْلَافِ

৩০৫৫. অনুচ্ছেদ : খলীফা বানানো

**৬৭২৪** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانَ أَبْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَأَرَأَسَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاكِ لَوْ

কَانَ وَآنَا حَىٰ فَاسْتَغْفِرُ لَكَ وَأَدْعُوكَ فَقَالَتْ عَائِشَةَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَظُنُكَ تُحِبُّ  
مَوْتِي وَلَوْ كَانَ ذَالِكَ لَظَلَلْتَ أَخْرِيَ يَوْمِكَ مُعْرِسًا بِيَعْضٍ أَزِوْجِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَّهِ  
آنَا وَأَرْأَسَاهُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَيْ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ فَاعْهَدْتُ أَنْ يَقُولُ  
الْقَائِلُونَ أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنِّونَ ثُمَّ قُلْتُ يَا بَنِي اللَّهِ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ أَوْ يَدْفَعُ اللَّهُ  
وَيَابَى الْمُؤْمِنُونَ -

**৬৭২৪** ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) ..... কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) একদিন বললেন, হায়! আমার মাথা। (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমার জীবদ্ধায় যদি  
তা ঘটে, তাহলে আমি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব এবং তোমার জন্য দোয়া করব। আয়েশা (রা)  
বললেন, হায় সর্বনাশ! আল্লাহর শপথ! আমার মনে হয় আপনি আমার মৃত্যু পছন্দ করছেন। হ্যাঁ, যদি এমনটি  
হয়, তাহলে আপনি সেদিনের শেষে অপর কোন স্তুর সাথে বাসর যাপন করবেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ  
বললেন: আমি বলছি আক্ষেপ আমার মাথা ব্যথা। অথচ আমি সংকল্প করেছি কিংবা রাবী বলেছেন, ইচ্ছা  
করেছি যে, আবু বকর ও তাঁর পুত্রের কাছে লোক পাঠাব এবং (তাঁর খিলাফতের) অসিয়্যাত করে যাব, যাতে  
এ ব্যাপারে কেউ কিছু বলতে না পারে। কিংবা কোন প্রত্যাশী এ ব্যাপারে কোনরূপ প্রত্যাশা করতে না পারে।  
(কিন্তু ভেবে চিন্তে) পরে বললাম (আবু বকরের পরিবর্তে অন্য কারো খলীফা হওয়ার বিষয়টি) আল্লাহ তা  
অস্তীকার করবেন এবং মু'মিনরাও তা প্রত্যাখ্যান করবে। কিংবা বলেছিলেন, আল্লাহ প্রত্যাখ্যান করবেন এবং  
মু'মিনরা তা অস্তীকার করবে।

**৬৭২৫** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ  
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَيْلَ لِعُمَرَ أَلَا تَسْتَخْلِفُ قَالَ إِنْ أَسْتَخْلِفُ فَقَدْ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ  
خَيْرٌ مِنِّي أَبُو بَكْرٍ وَإِنْ أَتْرُكُ فَقَدْ شَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَشْنَوْا  
عَلَيْهِ فَقَالَ رَاغِبٌ وَرَاهِبٌ وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا لَا لِي وَلَا عَلَى لَا أَتَحْمَلُهَا حَيَا  
وَلَا مِيتًا -

**৬৭২৫** মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর  
(রা)-কে বলা হল, আপনি কি (আপনার পরবর্তী) খলীফা মনোনীত করে যাবেন না? তিনি বললেন : যদি  
আমি খলীফা মনোনীত করি, তাহলে আমার চেয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন তিনি খলীফা মনোনীত করে গিয়েছিলেন,  
অর্থাৎ আবু বকর। আর যদি মনোনীত না করি, তাহলে আমার চেয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন তিনি খলীফা মনোনীত  
করে যাননি। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ। এতে লোকেরা তাঁর প্রশংসা করল। তারপর তিনি বললেন, কেউ এ  
ব্যাপারে আকাঙ্ক্ষী আর কেউ ভীত। আর আমি পছন্দ করি আমি যেন এ থেকে মুক্তি পাই সমানে সমান, না  
পুরস্কার না শান্তি। আমি জীবদ্ধায় ও মৃত্যুর পরে এর দায়িত্ব বহন করতে পারব না।

٦٧٢٦ حَدَّثَنَا أَبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هَشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ خُطْبَةً عُمَرَ الْأُخْرَةَ حِينَ جَلَسَ عَلَى الْمُنْبَرِ وَذَلِكَ الْغَدُّ مِنْ يَوْمِ تُوفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَشَهَّدُ وَابْنُ بَكْرٍ صَامَتُ لَا يَتَكَلَّمُ قَالَ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَدْبَرَنَا يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَخْرَهُمْ فَإِنْ يَلِكُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ هَدَى اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ أَبَا بَكْرَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَانِي اثْنَيْنِ وَإِنَّهُ أَوْلَى الْمُسْلِمِينَ بِاِمْرُورِكُمْ فَقَوْمُوا فَبَأْيَعُوهُ، وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ قَدْ بَأْيَعُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةِ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الْعَامَةِ عَلَى الْمُنْبَرِ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ لَأَبِي بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ اصْعُدِ الْمُنْبَرَ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى صَعَدَ الْمُنْبَرَ فَبَأْيَعَهُ النَّاسُ عَامَةً -

٦٧٢٦ ইব্রাহীম ইব্ন মুসা (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উমর (রা)-এর দ্বিতীয় ভাষণটি শুনেছেন- যা তিনি রাসূলুল্লাহ চুপ রাখেন-এর ইন্তিকালের পরদিন মিস্বরে বসে দিয়েছিলেন। তিনি ভাষণ শুরু করলেন, তখন আবু বকর (রা) কোন কথা না বলে চুপ রাখেছেন। তিনি বলেন, আমি তো আশা করছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকবেন এবং আমাদের পিছনে যাবেন। এ থেকে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি সবার শেষে ইন্তিকাল করবেন। তবে মুহাম্মদ যদিও ইন্তিকাল করেছেন, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাঝে এমন এক নূর রেখেছেন, যার দ্বারা তোমরা হেদায়াত পাবে। আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ -কে (এ নূর দিয়ে) হেদায়াত করেছিলেন। আর আবু বকর (রা) ছিলেন তাঁর সঙ্গী এবং দু'জনের দ্বিতীয় জন। তোমাদের এ দায়িত্ব বহনের জন্য মুসলমানদের মধ্যে তিনিই সর্বোত্তম। সুতরাং তোমরা উঠ এবং তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ কর। অবশ্য এক জামাআত ইতিপূর্বে বনী সাইদা গোত্রের ছায়ানীড়ে তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছিল। আর সাধারণ বায়'আত হয়েছিল মিস্বরের উপর। যুহরী (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি সেদিন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি আবু বকর (রা)-কে বলছেন, মিস্বরে আরোহণ করুন। তিনি বারবার এ কথা বলতে বলতে অবশেষে আবু বকর (রা) মিস্বরে আরোহণ করলেন। অতঃপর তাঁর কাছে লোকেরা সাধারণ বায়'আত গ্রহণ করল।

٦٧٢٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ أَبْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جُبَيرٍ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَكَلَمَتْهُ فِي شَيْءٍ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أَنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ، كَانَهَا تُرِيدُ الْمَوْتَ، قَالَ أَنْ لَمْ تَجِدِنِي فَأَتِيَ أَبَا بَكْرٍ -

৬৭২৭ আবদুল আয়ীয় ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... যুবায়ির ইব্ন মুত্তাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক স্ত্রীলোক নবী -এর কাছে আসল এবং কোন এক ব্যাপারে তাঁর সাথে কথা বলল। রাসূলুল্লাহ

তাকে পুনরায় আসার নির্দেশ দিলেন। স্ত্রীলোকটি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি পুনরায় এসে যদি আপনাকে না পাই! স্ত্রীলোকটি এ বলে (রাসূলুল্লাহ -এর) ইত্তিকালের কথা বোঝাতে চাইছিল। তিনি বললেন : যদি আমাকে না পাও, তাহলে আবু বকরের কাছে আসবে।

**٦٧٢٨** حَدَّثَنَا مُسْدَدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ سُفِّيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ لَوْفَدْ بُزَاحَةً شَتَّبِعُونَ أَذْنَابَ الْأَبْلِ حَتَّىٰ يُرِيَ اللَّهَ خَلِيفَةَ نَبِيِّهِ وَالْمُهَاجِرِينَ أَمْرًا يَعْذِرُونَكُمْ بِهِ

**৬৭২৮** مুসাদাদ (র) ..... আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বুযাখা প্রতিনিধিদলকে বলেছিলেন, যতদিন না আল্লাহ তৃষ্ণামাস বী -এর খলীফা ও মুহাজিরীনদের এমন একটা পথ দেখিয়ে দেন যাতে তারা তোমাদের ওয়র এহণ করেন, ততদিন পর্যন্ত তোমরা উটের লেজের পিছনেই লেগে থাকবে (অর্থাৎ যায়াবর জীবন যাপন করবে)।

## ٢٠٥٦ بَابُ

৩০৫৬. অনুচ্ছেদ

**٦٧٢٩** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُئْنَى حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَكُونُ أَثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعْهَا فَقَالَ أَبِي إِنَّهُ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ

**৬৭২৯** মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ..... জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী -কে বলতে শুনেছি যে, বারজন আমীর হবে। এরপর তিনি একটি কথা বলেছিলেন যা আমি শুনতে পারিনি। তবে আমার পিতা বলেছেন যে, তিনি বলেছিলেন সকলেই কুরাশ গোত্র থেকে হবে।

**٢٠٥৭** بَابُ اخْرَاجِ الْخُصُومِ وَأَهْلِ الرَّبِيبِ مِنَ الْبَيْوتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ، وَقَدْ أَخْرَجَ عُمَرُ أَخْتَ أَبِي بَكْرٍ حِينَ نَاهَتْ

৩০৫৭. অনুচ্ছেদ : বিবদমান সন্দেহ্যুক্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে জ্ঞান লাভ করার পর তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া। উমর (রা) আবু বকর (রা)-এর বোনকে মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করার কারণে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলেন

**٦٧٣.** حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقْدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمْرَ بِحَاطِبٍ يُتَحَطَّبُ، ثُمَّ أَمْرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ أَمْرَ رَجُلًا فِي يَوْمِ النَّاسِ، ثُمَّ أَخَالَفَ إِلَى رِجَالٍ فَأَحْرِقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مَرْمَاتَينِ

حَسَنَتِينِ لَشَهِدَ الْعَشَاءَ قَالَ مُحَمَّدٌ بْنُ يُوسُفَ قَالَ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ بْنُ سُلَيْمَانَ  
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَرْمَاهَةٌ مَا بَيْنَ ظِلِّ الشَّاءِ مِنَ الْحَمَّ مِثْلُ مَنْسَاهٍ وَمَيْضَاهٍ الْمِيرِ  
مَخْفُوضَةٌ -

**৬৭৩০** ইসমাইল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে সত্তার হাতে  
আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি! আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি জুলানি কাঠ সংগ্রহের নির্দেশ দেই।  
তারপর নামাযের আযান দেওয়ার জন্য হৃকুম করি এবং একজনকে লোকদের ইমামত করাতে বলি।  
এরপর আমি জামায়াতে আসে নাই সেসব লোকদের কাছে যাই। আর তাদেরসহ তাদের ঘরগুলো জুলিয়ে  
দেই। আমার প্রাণ যে সত্তার হাতে তাঁর শপথ করে বলছি, যদি তারা জানত যে, একটি মাংসল হাড়  
কিংবা দু'টি বকরীর ক্ষুর পাবে তাহলে তারা এশার জামাআতে অবশ্যই হায়ির হত। মুহাম্মদ ইব্ন  
ইউসুফ (র) ..... আবু আবদুল্লাহ (বুখারী) (র) বলেন, অর্থ বকরীর ক্ষুরের মধ্যবর্তী গোশত।  
ছন্দগতভাবে এর ন্যায় এর মীম বর্ণিত যেরযুক্ত।

**২০৫৮** بَابُ هَلْ لِلِّإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَ الْمُجْرِمِينَ وَأَهْلَ الْمَغْصِبَةِ مِنَ الْكَلَامِ مَعَهُ وَالزِّيَارَةِ  
وَنَحْوِهِ

৩০৫৮. অনুচ্ছেদ : শাসক আসামী ও অপরাধীদেরকে তার সাথে কথা বলা, দেখা-সাক্ষাৎ ইত্যাদি থেকে  
বারণ করতে পারবেন কিনা?

**৬৭৩১** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ  
الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ بْنَ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدًا  
كَعْبٍ مِنْ بَنِيِّهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكَ قَالَ لَمَّا تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  
ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَذَكَرَ حَدِيثَهُ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا  
فَلَبِّيَنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً وَأَذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا -

**৬৭৩১** ইয়াহইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ..... আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন কাব ইবন মালিক (রা)  
থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইব্ন কাব ইবন মালিক (রা), কাব (রা) অঙ্গ হয়ে যাওয়ার পর তাঁর সন্তানদের  
থেকে তিনি তাঁকে (কাব) পথ দেখাতেন। তিনি বলেন, আমি কাব ইবন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি  
তিনি বলেন যে, যখন তিনি তাবুকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর থাথে যোগদান না করে রয়ে গেলেন।  
তারপর তিনি পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করে বললেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদেরকে আমাদের সাথে কথা  
বলতে নিষেধ করে দিলেন। ফলে পঞ্চাশ রাত আমরা এভাবে অবস্থান করলাম। এরপর আল্লাহ তা'আলা  
আমাদের তওবা কবূল করেছেন বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ জানিয়ে দিলেন।

كتاب التمني

আকাঙ্ক্ষা অধ্যায়

سِمَّ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
كِتَابُ التَّمْنَىٰ

## আকাঞ্চা অধ্যায়

٢٠٥٩ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّمْنَىٰ وَمَنْ تَمَنَّى الشَّهَادَةَ

৩০৫৯. অনুচ্ছেদ ৪ আকাঞ্চা করা এবং যিনি শাহাদাত প্রত্যাশা করেন

**٦٧٣٢** حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنِي الْلَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدٌ بْنُ الْمُسَيْبٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنَّ رِجَالًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَعْدِي وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمَلُهُمْ مَا تَخَلَّفْتُ لَوْدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ۔

**৬৭৩২** সাঙ্গে ইব্ন উফায়র (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, সেই সন্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যদি কিছু লোক আমার সঙ্গে শরীক না হয়ে পিছনে থেকে যাওয়াটা অপছন্দ না করত, আর সবাইকে বাহন (যুদ্ধ সরঞ্জাম) সরবরাহ করতে আমি অক্ষম না হতাম, তাহলে আমি কোন যুদ্ধ থেকেই পিছনে থাকতাম না। আমার বড়ই কামনা হয় যে, আমাকে আল্লাহর পথে শহীদ করা হয়, আবার জীবিত করা হয়। আবার শহীদ করা হয় আবার জীবিত করা হয়। আবার শহীদ করা হয় আবার জীবিত করা হয়।

**٦٧٣٣** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَدِدْتُ أَنِّي لَا قاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُهُنَّ ثَلَاثًا أَشْهَدُ لِلَّهِ -

**৬৭৩৩** আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে সন্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! আমি কামনা করি যেন আল্লাহর পথে যুদ্ধ করি। এতে আমাকে শহীদ

করা হয়। আবার জীবিত করা হয় আবার শহীদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, আবার শহীদ করা হয়। আবু হুরায়রা (রা) বললেন, বাক্যটি তিনি তিনবার বলেছেন। এ ব্যাপারে আমি আল্লাহ'র নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি।

### ٢٠٦٠ بَابُ تَمْنَىِ الْخَيْرِ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ لَوْ كَانَ لِي أَحَدٌ ذَهَبَ

৩০৬০. অনুচ্ছেদ : কল্যাণের প্রত্যাশা করা। নবী ﷺ-এর বাণী : যদি ওহুদ পাহাড় আমার জন্য স্বর্ণে পরিগত হত

**٦٧٣٤** حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ كَانَ عِنْدِي أَحَدٌ ذَهَبَ لَا حَبَّتْ أَنْ لَا يَاتِيَ ثَلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ لَيْسَ شَيْءاً أُرْصِدُهُ فِي دِيْنٍ عَلَى أَجِدُ مَنْ يَقْبِلُهُ -

**৬৭৩৪** ইসহাক ইবন নাসর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যদি ওহুদ (পাহাড়) পরিমাণ স্বর্ণ আমার কাছে থাকত, তাহলে আমি পছন্দ করতাম যে, তিনি রাতও একপ অবস্থায় অতিবাহিত না হোক যে ৰাত আদায় করার জন্য ব্যতীত একটি দীনারও আমার কাছে থাকুক যা গ্রহণ করার মত লোক পাই।

### ٢٠٤١ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ لَوْ اسْتَقَبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ

৩০৬১. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বাণী : কোন কাজ সম্পর্কে যা পরে জানতে পেরেছি, তা যদি আগে জানতে পারতাম

**٦٧٣٥** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ قَاتَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَوْ اسْتَقَبَبْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَحَلَّتْ مَعَ النَّاسِ حِينَ حَلُوا -

**৬৭৩৫** ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার এ ব্যাপারে যদি আমি পূর্বে জানতাম যা পরে জানতে পেরেছি, তাহলে আমি হাদী (কুরবানীর পঙ্গ) সঙ্গে আনতাম না এবং লোকেরা যখন হালাল হয়েছে, তখন আমিও (ইহরাম) ছেড়ে হালাল হয়ে যেতাম।

**٦٧٣٦** حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَبَّيْنَا بِالْحَجَّ قَدِمْنَا مَكَّةَ لَا رَبْعٌ خَلَوْنَا مِنْ ذِي الْحَجَّ فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَنَحْلَلَ إِلَّا مَنْ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَحَدٍ مِنَّا هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلْحَةَ وَجَاءَ عَلَيْهِ مِنَ الْيَمِنِ مَعَهُ الْهَدْيُ ، فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِمَا أَهْلَلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا نَنْتَلِقُ

إِلَى مِنْيَ وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا  
اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلَا أَنَّ مَعِ الْهَدَى لَحَلَّتْ ، قَالَ وَلَقِيَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ وَهُوَ  
يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَنَا هَذِهِ خَاصَّةٌ ؟ قَالَ لَا بَلْ لَأَبْدِ قَالَ وَكَانَتْ  
عَائِشَةُ قَدِمَتْ مَكَةَ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَنْسُكَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا  
لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَلَا تُصْلِي حَتَّى تَطْهَرَ ، فَلَمَّا نَزَلُوا الْبَطْحَاءَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا  
رَسُولَ اللَّهِ أَتَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَنْطَلِقُ بِحَجَّةٍ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي  
بَكْرٍ الصِّدِيقِ أَنْ يَنْتَلِقَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ عُمْرَةً فِي ذِي الْحِجَّةِ بَعْدَ أَيَّامٍ  
الْحِجَّةِ -

**৬৭৩৬** হাসান ইবন উমর (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম এবং আমরা হজ্জের তালবিয়া পাঠ করলাম। তারপর যিলহজ্জ মাসের চারদিন অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা মক্কায় এসে পৌছলাম। তখন নবী ﷺ আমাদের বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে এবং সাফা ও মারওয়ার সায়ী করতে আদেশ দিলেন এবং এটাকে উমরা বানাতে ও ইহুরাম খুলে হালাল হতে বললেন। তবে যাদের সাথে হাদী ছিল তাদের এ হুকুম দেননি। জাবির (রা) বলেন, নবী ﷺ ও তালহা (রা) ছাড়া আমাদের আর কারো সাথে হাদী ছিল না। এ সময় আলী (রা) ইয়ামান থেকে আসলেন। তাঁর সাথে হাদী ছিল। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে রূপ ইহুরাম বেঁধেছেন, আমিও সেৱনপ ইহুরাম বেঁধেছি। সাহাবা কিরাম (রা) বললেন, আমরা মিনার দিকে যাচ্ছি। অথচ আমাদের কারো কারো পুরুষাঙ্গ বীর্য টপকাচ্ছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি আমার এ বিষয়ে যদি পূর্বে জানতাম যা আমি পরে জানতে পেরেছি, তাহলে আমি হাদী সঙ্গে আনতাম না। আর আমার সঙ্গে যদি হাদী না থাকত তাহলে আমি অবশ্যই হালাল হয়ে যেতাম। রাবী বলেন, পরে নবী ﷺ জামরা-ই-আকাবাতে কংকর নিষ্কেপ করছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁর সাথে সুরাক্ষা ইবন মালিক (রা) সাক্ষাৎ করলেন। তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা কি শুধু আমাদের জন্যই? তিনি বললেন : না, বরং এটা চিরদিনের জন্য। জাবির (রা) বলেন, আয়েশা (রা) খতুমতী অবস্থায় মক্কায় পৌছেছিলেন। তখন নবী ﷺ তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, হজ্জের যাবতীয় কাজকর্ম যথারীতি করে যাও, তবে পবিত্র হওয়ার আগ পর্যন্ত বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করো না এবং নামায আদায় করো না। তারা যখন বুতহা নামক স্থানে অবতরণ করলেন, আয়েশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনারা একটি হজ্জ ও একটি উমরা নিয়ে ফিরলেন। আর আমি কি শুধুমাত্র একটি হজ্জ নিয়ে ফিরব? জাবির (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুর রহমান ইবন আবৃ বকর সিদ্দীক (রা)-কে তাঁকে তানঙ্গমে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। পরে আয়েশা (রা) যিলহজ্জ মাসে হজ্জের দিনগুলোর পরে একটি উমরা আদায় করেন।

## ٢٠٦٢ بَابُ قَوْلِهِ لَيْتَ كَذَا وَكَذَا

৩০৬২. অনুচ্ছেদ ৪ : (নবী ﷺ)-এর বাণী : যদি একপ একপ হত

٦٧٣٧ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ أَرْقَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ ثُمَّ قَالَ لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ السِّلَاحِ ؟ قَالَ مَنْ هَذَا قِيلَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَحْرُسُكَ فَنَامَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى سَمِعْنَا غَطَيْطَهُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ بِلَالٌ : أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيَّتْنَ لَيْلَةً - بِوَادٍ وَحَوْلِي اِنْخِرٍ وَجَلِيلٍ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيِّ ﷺ -

৬৭৩৭ খালিদ ইবন মুখাজ্বাদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাত নবী ﷺ জাগ্রত রইলেন। পরে তিনি বললেন : যদি আমার সাহাবীদের কোন এক নেক ব্যক্তি আজ রাত আমার পাহারাদারী করত! হঠাৎ আমরা অন্ত্রে আওয়ায শুনতে পেলাম। তখন তিনি বললেন : এ কে? বলা হল, এ হচ্ছে সাদ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার পাহারাদারীর জন্য এসেছি। তখন নবী ﷺ ঘুমালেন, এমন কি আমরা তাঁর নাক ডাকার আওয়ায শুনতে পেলাম। আয়েশা (রা) বলেন, বিলাল (রা) আবৃত্তি করেছিল- হায়! আমার উপলব্ধি, আমি কি উপত্যকায় রাত যাপন করতে পারব, যখন আমার পাশে হবে জালীল ও ইয়খির ঘাস। পরে আমি নবী ﷺ-কে এ খবর পৌছিয়ে ছিলাম।

## ٢٠٦٣ بَابُ تَعْنَى الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ

৩০৬৩. অনুচ্ছেদ ৫ : কুরআন (অধ্যয়ন) ও ইল্ম (জ্ঞানার্জনের) আকাঙ্ক্ষা করা

٦٧٣٨ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَلْعَمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَحَاسِدُ أَلَا فِي اثْنَتَيْنِ ، رَجُلٌ اتَّاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ ، فَهُوَ يَتَلَوُهُ مِنْ أَنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذَا لَفَعْلَتُ كَمَا يَفْعُلُ ، وَرَجُلٌ اتَّاهُ اللَّهُ مَالًا يَنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ فَيَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ لَفَعْلَتُ كَمَا يَفْعُلُ -

৬৭৩৮ উসমান ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুটি বিষয় ছাড়া ঈর্ষা করা যায় না। একটি হল এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তা'আলা কুরআন দান করেছেন। সে তা দিবারাত্রি তিলাওয়াত করে। (শ্রোতাদের) কেউ বলল, একে যা দান করা হয়েছে, যদি আমাকেও তা দান করা হত, তবে সে যেরূপ করছে, আমিও সেরূপ করতাম। অপরটি হল, এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা মাল দান করেছেন, সে তা ন্যায়সঙ্গতভাবে খরচ করে। (তা দেখে) কেউ বলল, যদি তাকে যা প্রদান করা হয়েছে তা আমাকে প্রদান করা হত, তাহলে সে যা করে আমিও তা করতাম।

## ۳۰۶۴ بَابَ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّمَنَّىٰ وَقَوْلِ اللَّهِ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ أَلَيْهَ

৩০৬৪. অনুচ্ছেদ : যে বিষয়ে আকাঞ্চকা করা নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহর বাণী : যা দ্বারা আল্লাহ তোমাদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তোমরা তার লালসা করো না ..... (৪ : ৩২)

[ ۶۷۳۹ ] حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ لَوْلَا آتَى سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا تَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ لَتَمَنَّيْتُ -

[ ۶۷۴۰ ] সংজ্ঞান সংস্কার প্রক্রিয়া হাসান ইব্ন রাবী (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি আমি নবী সংজ্ঞান সংস্কার প্রক্রিয়া-কে এ কথা বলতে না শোনতাম যে, তোমরা মৃত্যুর কামনা করো না, তাহলে অবশ্যই আমি কামনা করতাম।

[ ۶۷۴ ] حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ أَبْنِ أَبِي حَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ أَتَيْنَا خَبَابَ بْنَ الْأَرَاثَ نَعْوَدُهُ وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعًا فَقَالَ لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوا بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ -

[ ۶۷۴۱ ] সংজ্ঞান সংস্কার প্রক্রিয়া মুহাম্মদ (র) ..... কায়স (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা খার্বাব ইব্ন আরাত (রা) এর শুশ্রায় গেলাম। তিনি সাতটি দাগ লাগিয়েছিলেন। তখন তিনি বললেন, যদি রাসূলুল্লাহ সংজ্ঞান সংস্কার প্রক্রিয়া আমাদেরকে মউতের জন্য দোয়া করতে নিষেধ না করতেন, তাহলে আমি অবশ্যই এর দোয়া করতাম।

[ ۶۷۴۱ ] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَبْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعْلَهُ يَزْدَادُ وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعْلَهُ يَسْتَعْتِبُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَبْوُ عُبَيْدٍ أَسْمَهُ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ -

[ ۶۷۴۲ ] সংজ্ঞান সংস্কার প্রক্রিয়া আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (রা)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সংজ্ঞান সংস্কার প্রক্রিয়া বলেছেনঃ তোমাদের কেউ মৃত্যু কামনা করবে না। কেননা, (কামনাকারী) সে যদি সৎকর্মশীল হয় তবে (বেঁচে থাকলে) হয়ত সে সৎকর্ম বৃদ্ধি করবে। কিংবা সে পাপাচারী হবে, তাহলে হয়ত সে অনুতঙ্গ হয়ে তাওবা করবে। আবু আবদুল্লাহ (বুখারী) (র) বলেন, আবু উবায়দ-এর নাম হচ্ছে সাদ ইব্ন উবায়দ আবদুর রহমান ইব্ন আয়হার এর আয়দকৃত গোলাম।

## ۳۰۶۵ بَابَ قَوْلِ الرَّجُلِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدِيْنَا

৩০৬৫. অনুচ্ছেদ : কারোর উক্তি : যদি আল্লাহ না করতেন তাহলে আমরা কেউ হেদায়েত লাভ করতাম না

٦٧٤٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ الدَّاِنُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْقُلُ مَعْنَاهُ التُّرَابَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَأَرَى التُّرَابَ بِيَاضٍ بَطْنِهِ يَقُولُ : لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا نَحْنُ وَلَا تَصَدَّقَنَا وَلَا صَلَّيْنَا ، فَإِنَّ زَلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ، إِنَّ الْأُولَى وَرَبِّمَا قَالَ الْمُلَائِكَةُ قَدْ بَغُوا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا أَبَيْنَا يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ -

৬৭৪২ [আবদান (র)..... বারাআ ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধে নবী ﷺ আমাদের সাথে মাটি উঠাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে দেখতে পেলাম, তাঁর পেটের শুভ্রতাকে মাটি আচ্ছাদিত করে ফেলেছে। তিনি পড়ছিলেন:]

(হে আল্লাহ!) যদি আপনি না করতেন তাহলে আমরা হেদায়েত লাভ করতাম না এবং আমরা সাদাকা করতাম না, আর নামাযও পড়তাম না। অতএব আপনি আমাদের উপর শান্তি অবতীর্ণ করুন। নিঃসন্দেহে প্রথম দলটি আমাদের উপর যুলুম করেছে; কখনো বলতেন, নিঃসন্দেহে একদল লোক আমাদের উপর যুলুম করেছে, যখন তারা কোনরূপ ফিত্নার ইচ্ছা করে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। ‘প্রত্যাখ্যান করি’-এ কথাটি উচ্চস্বরে বলতেন।

- ٣٠٦٦ بَابَ كَرَاهِيَّةِ التَّمَنِيِّ لِقَاءِ الْعَدُوِّ وَرَوَاهُ الْأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - ৩০৬৬. অনুজ্জেদ : শক্র মুখোমুখী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা নিষিদ্ধ। এ মর্মে আরাজ (র) আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন

٦٧٤٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي التَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى فَقَرَأَتْهُ فَإِذَا فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَتَمَنُوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ -

৬৭৪৩ [আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)..... আবু নায়র সালিম (রা) যিনি উমর ইবন উবায়দুল্লাহর আযাদকৃত গোলাম এবং তার কাতিব (সচিব) ছিলেন, বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তার কাছে আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা) একটি চিঠি লিখলেন, আমি তা পাঠ করলাম। তাতে লেখা ছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা শক্র মুখোমুখী হওয়া কামনা করো না বরং আল্লাহ তা'আলার কাছে শান্তি কামনা কর।]

٣٠٦٧ بَابَ مَا بَجُوزَ مِنَ اللَّوْ ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى : لَوْ أَنْ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ

৩০৬৭. অনুজ্জেদ : ‘যদি’ শব্দটি বলা কতৃখানি বৈধ। মহান আল্লাহর বাণী : তোমাদের উপর যদি আমার শক্তি থাকত (১১ : ৮০)

٦٧٤٤ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ ذَكَرَ أَبْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلَاقِعِينَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَادٍ أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأً عَنْ غَيْرِ بَيْنَةٍ قَالَ لَا تُلْكَ امْرَأً أَعْلَمْتَ -

٦٧٤٨ آলী ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... কাসিম ইবন মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন আববাস (রা) দু'জন লিঙ্গারীর ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন আবদুল্লাহ ইবন শান্দাদ বললেন, এ কি সেই স্ত্রীলোক যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, যদি বিনা প্রমাণে কোন স্ত্রীলোককে রজম করতাম? তিনি বললেন, না, সে স্ত্রীলোকটি প্রকাশে অশ্বীল কাজ করেছে।

٦٧٤٥ حَدَّثَنَا عَلَىٰ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا عَطَاءً قَالَ اعْتَمَ النَّبِيُّ ۖ بِالْعِشَاءِ فَخَرَجَ عُمَرُ فَقَالَ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَقَدَ النِّسَاءُ وَالصِّبِيَّانُ فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ يَقُولُ : لَوْلَا أَنْ أَشْقُ عَلَىٰ أُمَّتِي ، أَوْ عَلَى النَّاسِ ، وَقَالَ سُفِيَّانُ أَيْضًا عَلَىٰ أُمَّتِي لَأَمْرُتُهُمْ بِالصَّلَاةِ هَذِهِ السَّاعَةِ- وَقَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَ النَّبِيِّ ۖ هَذِهِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ رَقَدَ النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ فَخَرَجَ وَهُوَ يَمْسَحُ الْمَاءَ عَنْ شَفَّهِ يَقُولُ إِنَّهُ لِلْوَقْتِ لَوْلَا أَنْ أَشْقُ عَلَىٰ أُمَّتِي ، وَقَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا عَطَاءً لَيْسَ فِيهِ أَبْنُ عَبَّاسٍ ، أَمَّا عَمْرُو فَقَالَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ ، وَقَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ يَمْسَحُ الْمَاءَ عَنْ شَفَّهِ ، قَالَ عَمْرُو لَوْلَا أَنْ أَشْقُ عَلَىٰ أُمَّتِي ، قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ إِنَّهُ لِلْوَقْتِ لَوْلَا أَنْ أَشْقُ عَلَىٰ أُمَّتِي ، وَقَالَ ابْرَاهِيمَ بْنَ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عُمَرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ۖ -

٦٧٤٩ آলী (র) ..... আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর এশার নামায বিলম্ব হল। তখন উমর (রা) বেরিয়ে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নামায। (এদিকে) মহিলা ও শিশুরা ঘূমিয়ে যাচ্ছে। তখন তিনি বেরিয়ে এলেন, তাঁর মাথা থেকে পানি টপকে পড়ছে। তিনি বলেছিলেন, যদি আমার উম্মতের জন্য, কিংবা বলেছিলেন, লোকের জন্য সুফিয়ানও বলেছেন, আমার উম্মতের জন্য কষ্টসাধ্য মনে না করতাম, তাহলে অবশ্যই তাদের এ সময়ে নামায আদায়ের নির্দেশ দিতাম। ইবন জুরায়জ আতার সূত্রে ইবন আববাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এই নামায বিলম্ব করলেন। ফলে উমর (রা) এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মহিলা ও শিশুরা ঘূমিয়ে যাচ্ছে। তখন তিনি তাঁর মাথার পার্শ্ব থেকে পানি মুছতে মুছতে বেরিয়ে এসে বললেনঃ আসলে এটাই সময়। এরপর বললেনঃ যদি আমি আমার উম্মতের উপর কষ্টসাধ্য মনে না করতাম.....। আমর এ হাদীসটি আতা থেকে বর্ণনা করেন, সে সূত্রে ইবন আববাস (রা)-এর নাম নেই। তবে আমর বলেছেন যে, তাঁর মাথা থেকে পানি টপকে পড়ছিল। আর ইবন জুরায়জ বলেন, তিনি তাঁর এক

পার্শ্ব থেকে পানি মুছছিলেন। আবার আমরের সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি আমি আমার উম্মতের উপর কষ্টসাধ্য মনে না করতাম। আর ইব্ন জুরায়জ বলেন, এটাই সময়। যদি আমি আমার উম্মতের উপর কষ্টসাধ্য মনে না করতাম.....। তবে ইবরাহীম ইব্ন মুনয়ির ইব্ন আবাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীসটি বর্ণিত আছে।

**٦٧٤٦** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْيَثْعَابِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشْقَى عَلَى أُمَّتِي لَمْرَتْهُمْ بِالسِّوَاقِ -

**৬৭৪৬** ইয়াহুইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি আমার উম্মতের উপর কষ্টসাধ্য মনে না করতাম, তাহলে আমি তাদের মিস্তওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

**٦٧٤٧** حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ وَأَصَلَ النَّبِيُّ ﷺ اخْرَ الشَّهْرِ وَوَأَصَلَ أَنَاسًا مِنَ النَّاسِ فَبَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَوْ مُدَبِّي الشَّهْرِ لَوَأَصَلْتُ وَصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعْمَقُهُمْ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي. تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُغِيرَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ -

**৬৭৪৭** আইয়াস ইব্ন ওয়ালীদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, (একটি) মাসের শেষাংশে নবী ﷺ বিরতিহীন রোয়া রাখলেন এবং আরো কতিপয় লোকও বিরতিহীনভাবে রোয়া পালন করতে লাগল। এ সংবাদ নবী ﷺ-এর কাছে পৌছলে তিনি বললেন : যদি আমার এ মাস দীর্ঘায়িত হত, তবুও আমি এভাবে বিরতিহীন রোয়া রাখতাম। যাতে অধিক কষ্টকারীরা তাদের কষ্ট করা ছেড়ে দেয়। আমি তো তোমাদের মত নই, আমার প্রতিপালক আমাকে আহত করায় এবং পান করায়। সুলায়মান ইব্ন মুগীরা আনাস (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে হৃষায়দ-এর অনুসরণ করেছেন।

**٦٧٤٨** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَوْلَ الْيَتِّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ، قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ أَيُّكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي، فَلَمَّا آبَوا أَنْ يَنْتَهُوا وَأَصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثَمَّ يَوْمًا ثَمَّ رَأَوْا الْهِلَالَ فَقَالَ لَوْ تَأْخَرَ لَزِدْتُكُمْ كَالْمُنْكَلِ لَهُمْ -

**৬৭৪৮** আবুল ইয়ামান (র) ও লাইছ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিরতিহীন রোয়া রাখতে নিষেধ করলেন। সাহাবাগণ বললেন, আপনি বিরতিহীন রোয়া রাখছেন? তিনি

আকাশকা

বললেন : তোমাদের কে আছ আমার মতো? আমি তো রাত্রি যাপন করি এমতাবস্থায় যে, আমার প্রতিপালক আমাকে আহার করান ও পান করান। কিন্তু তারা যখন বিরত থাকতে অঙ্গীকার করলেন, তখন তিনি তাদেরসহ একদিন, তারপর আর একদিন রোয়া রাখলেন। তারপর তারা নতুন চাঁদ দেখতে পেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যদি চাঁদ আরো দেরীতে উদিত হত, তাহলে আমিও তোমাদের (রোয়া) বাড়তাম। তিনি যেন তাদেরকে শাসাঞ্চিলেন।

**٦٧٤٩** حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْجَدْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قُلْتُ فَمَالَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ ؟ قَالَ إِنَّ قَوْمَكِ قَصَرَتْ بِهِمِ النِّفَقَةُ ، قُلْتُ فَمَا شَاءُ بَأَيِّهِ مُرْتَفِعًا ؟ قَالَ فَعَلَ ذَاكَ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مِنْ شَأْوًا ، وَيَمْنَعُوا مَنْ شَأْوًا لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أَدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ الْصِّيقَ بَابَهُ فِي الْأَرْضِ -

**৬৭৪৯** মুসাদ্দাদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে কা'বার বাইরের দেওয়াল (যাকে হাতীমে কা'বা বলা হয়) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, এটা কি কা'বা ঘরের অংশ ছিল? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আমি বললাম, তাহলে তারা এ অংশকে (কা'বা) ঘরের ভিতরে শামিল করল না কেন? তিনি বললেন : তোমার গোত্রের খরচে অনটন দেখা দিয়েছিল। আমি বললাম : এর দরজাটা এত উচ্চে স্থাপিত হল কেন? তিনি বললেন : এটা তোমার গোত্র এজন্য করেছিল, যাতে তারা যাকে ইচ্ছা প্রবেশ করতে দেবে এবং যাকে ইচ্ছা বাধা প্রদান করবে। তবে যদি তোমার গোত্র সদ্য জাহেলিয়াত মুক্ত না হত, এরপর তাদের অন্তর বিগড়িয়ে যাওয়ার ভয় না হত তাহলে আমি বহিভূত দেওয়ালকে কা'বা ঘরের মাঝে শামিল করে দিতাম এবং এর দরজাকে মাটির বরাবরে মিলিয়ে দিতাম।

**٦٧٥.** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ أَمْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًّا وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ وَادِيًّا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَ الْأَنْصَارِ -

**৬৭৫০** আবুল ইয়ামান (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যদি হিজরত না হত, তাহলে আমি আনসারদের অন্তর্ভুক্ত একজন হতাম। আর লোকেরা যদি এক উপত্যকা দিয়ে গমন করত আর আনসাররা যদি অন্য উপত্যকা দিয়ে কিংবা গিরিপথ দিয়ে গমন করত, তাহলে আমি আনসারদের উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়েই গমন করতাম।

٦٧٥١

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ أَمْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًّا أَوْ شَعْبًا، لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ وَشَعْبَهَا. تَابَعَهُ أَبُو التَّيَّارٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الشِّعْبِ -

৬৭৫১ মুসা (র)..... আবদুল্লাহ ইবন যাযিদ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : যদি হিজরত না হত, তাহলে আমি আনসারদের অন্তর্ভুক্ত একজন হতাম। আর লোকেরা যদি কোন এক উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে গমন করত, তাহলে আমি আনসারদের উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে গমন করতাম। আবু তাইয়াহ (র) আনাস (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস ‘উপত্যকার’ কথা উল্লেখ করে আবাদ ইবন তামীর-এর অনুসরণ করেছেন।

كِتَابُ أَخْبَارِ الْأَحَادِيرِ

খবরে ওয়াহিদ অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ أَخْبَارِ الْأَحَادِ

## খবরে ওয়াহিদ অধ্যায়

২৬৮ بَابٌ مَا جَاءَ فِي إِجَازَةِ خَبْرِ الْوَاحِدِ الصَّدُوقِ فِي الْأَذَانِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْفَرَائِضِ وَالْأَحْکَامِ وَقَوْلُ اللَّهِ : فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنَذِّرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ، وَيُسَمِّي الرَّجُلُ طَائِفَةً لِقَوْلِهِ : وَإِنْ طَائِفَاتٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَلُوا ، فَلَوْا افْتَلَ رَجُلٌ دَخَلَ فِي مَعْنَى الْأَيْةِ وَقَوْلِهِ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُونَا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ وَكَيْفَ بَعْثَ النَّبِيُّ ﷺ أَمْرَاءَهُ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ فَإِنْ سَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ رُدَّ إِلَى السُّنْنَةِ -

৩০৬৩ অনুচ্ছেদ : সত্যবাদী বর্ণনাকারীর খবরে ওয়াহিদ আযান, নামায, রোয়া, ফরয ও অন্যান্য আহকামের বিষয় গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ তা'আলার বাণী : “তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহিগত হয় না কেন? যাতে তারা দীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে, যাতে তারা সতর্ক হয় (৯ : ১২২)

শব্দটি এক ব্যক্তিকেও বলা যায়। কেননা, আল্লাহ তা'আলার বাণী : মু'মিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিঙ্ঘ হলে..... (৪৯ : ৯) অতএব যদি দুই ব্যক্তি দ্বন্দ্বে লিঙ্ঘ হয় তবে তা এ আয়াতের অর্থের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ তা'আলার বাণী : যদি কোন পাপাচারী তোমাদের কাছে কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর..... (৪৯ : ৬)। নবী ﷺ কিরণে তাঁর আমীরদেরকে পর্যায়ক্রমে একজনের পর একজনকে পাঠাতেন- যেন তাদের কেউ ভুল করলে তাকে সুন্নাতের দিকে ফিরিয়ে আনা হয়

٦٧٥٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَتَّلِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِيهِ قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثَ قَالَ أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَّابَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَاقْمَنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَقِيقًا فَلَمَّا ظَنَّ قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا

أَوْ قَدْ اسْتَقْنَا سَالَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرَنَاهُ قَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيْكُمْ فَاقِيْمُوا فِيهِمْ وَعَلِمُوهُمْ وَمَرْوُهُمْ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لَا أَحْفَظُهَا وَصَلَوْا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصْلِيْ فَإِذَا حَضَرَ الصَّلَاةَ فَلِيُؤَذَّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلِيُؤْمَكُمْ أَكْبَرُكُمْ-

**৬৭৫২** মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... মালিক ইবন হুওয়ায়রিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর কাছে এলাম। আমাদের সকলেই সমবয়সী যুবক ছিলাম। আমরা বিশ রাত পর্যন্ত তাঁর কাছে অবস্থান করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন কোমল হৃদয়ের অধিকারী। তিনি যখন অনুমান করতে পারলেন যে আমরা আমাদের স্ত্রী-পরিজনের প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়েছি, কিংবা আসঙ্গ হয়ে পড়েছি তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমরা বাড়িতে কাদেরকে রেখে এসেছি। আমরা তাকে অবগত করলাম। তিনি বললেন : তোমরা তোমাদের পরিজনের নিকট ফিরে যাও এবং তাদের মাঝে অবস্থান কর, আর তাদেরকে (দীন) শিক্ষা দিও। আর তাদের নির্দেশ দিও। তিনি (মালিক) কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ করেছিলেন, যা আমি স্মরণ রেখেছি বা রাখতে পারিনি। (নবী ﷺ আরো বলেছিলেন) তোমরা আমাকে যেভাবে নামায আদায় করতে দেখছ সেভাবে নামায আদায় কর। যখন নামাযের সময় উপস্থিত হয়, তখন যেন তোমাদের কোন একজন তোমাদের উদ্দেশ্যে আযান দেয়, আর তোমাদের মধ্যে যে বড় সে যেন তোমাদের ইমামতি করে।

**৬৭৫৩** حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَمْنَعُنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤْذِنُ أَوْ قَالَ يُنَادِي لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَذَا ، وَجَمَعَ يَحْيَىٰ كَفَيْهِ حَتَّى يَقُولَ هَذَا ، وَمَدِ يَحْيَىٰ أَصْبَعِهِ السَّبَابَتَيْنِ -

**৬৭৫৪** মুসান্নাদ (র)..... ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বিলালের আযান যেন তোমাদের কাউকে স্বীয় সাহৃদী খাওয়া থেকে বিরত না করে। কেননা, সে আযান দিয়ে থাকে, কিংবা বলেছিলেন ঘোষণা দিয়ে থাকে, তোমাদের যারা নামাযে নিরত ছিলে তারা যেন নামায থেকে বিরত হয় এবং যারা ঘুমিয়েছিলে তারা যেন জাগ্রত হয়। এরূপ হলে ফজর হয় না- এই বলে ইয়াহহৈয়া উভয় হাতের তালুদ্বয়কে একত্রিত করলেন (অর্থাৎ আলো আকাশের দিকে দীর্ঘ হলে) বরং এরূপ হলে ফজর হয়, এ বলে ইয়াহহৈয়া তার দুই তর্জনীকে ডানে-বামে প্রসারিত করলেন অর্থাৎ তোরের আলো পূর্বাকাশে উত্তরে দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়লে)।

**৬৭৫৫** حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ اسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَبْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَلِيلِ فَكُلُّوا وَأَشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي أَبْنُ أَمْ مَكْتُومٍ -

**৬৭৫৫** মূসা ইবন ইসমাইল (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : বিলাল (রা) রাত থাকতে আযান দিয়ে থাকে, অতএব তোমরা পানাহার করতে পার যতক্ষণ না ইবন উম্মে মাকতুম (রা) আযান দেয়।

٦٧٥٥ حَدَّثَنَا حَقْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ مَعْبُدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى بِنًا النَّبِيِّ مُبَشِّرًا الظَّهَرَ خَمْسًا فَقَيْلَ لَهُ أَزِيدٌ فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتُ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ

৬৭৫৫ হাফস ইবন উমর (র).....আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের নিয়ে যুহরের নামায পড়তে পাঁচ রাকাত আদায় করলেন। তাকে বলা হল, নামায কি বর্ধিত করা হয়েছে? তিনি বললেন : তোমার কি হয়েছে? তাঁরা বললেন, আপনি পাঁচ রাকাত আদায় করেছেন। তখন তিনি সালাম শেষে দুটো সিজ্দা (সিজ্দায়ে সাহ) দিলেন।

٦٧٥٦ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُبَشِّرًا انْصَرَفَ مِنْ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقْصِرْتِ الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيْتَ فَقَالَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ مُبَشِّرًا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَرَ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ كَبَرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ ثُمَّ رَفَعَ -

৬৭৫৬ ইসমাইল (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই রাকাত আদায় করেই নামায শেষ করে দিলেন। তখন যুল ইয়াদাইন (রা) তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ, নামায কি সংক্ষিপ্ত করে দেওয়া হয়েছে, না আপনি ভুলে গেছেন। তিনি বললেন : যুল ইয়াদাইন কি সত্য বলছে? লোকেরা বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন এবং অবশিষ্ট দু'রাকাত আদায় করলেন। তারপর তিনি সালাম ফিরালেন এবং তাকবীর বলে পূর্বের সিজ্দার ন্যায় কিংবা তার চেয়ে দীর্ঘ করে সিজ্দা করলেন এবং মাথা উঠালেন, তারপর আবার তাকবীর বলে পূর্বের ন্যায় সিজ্দা করলেন ও মাথা উঠালেন।

٦٧٥٧ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَ النَّاسِ بِقْبَاءُ فِي صَلَاةِ الصُّبُحِ إِذْ جَاءَهُمْ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ مُبَشِّرًا قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْلَّيْلَةَ قُرْآنًا وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ -

৬৭৫৭ ইসমাইল (র).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা কু'বার মসজিদে ফজরের নামাযে নিরত ছিলেন, এমন সময় একজন আগতুক এসে বলল, (গত) রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং কা'বাকে কিবলা বানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা কা'বার দিকে মুখ করে দাঁড়াও। তখন তাদের চেহারা ছিল সিরিয়ার দিকে, তারপর তারা কা'বার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

٦٧٥٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِبِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ مُبَشِّرًا الْمَدِينَةَ، صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمُقْدَسِ سِتَّةَ عَشَرَ، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ

শেহ্রাً، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُوَجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ قَدْ نَرَى تَقْلُبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولَّيْنَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فَوُجَّهَ نَحْنُو الْكَعْبَةَ وَصَلَّى مَعَهُ رَجُلُ الْعَصْرِ ثُمَّ خَرَجَ فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ هُوَ يَشْهُدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مُلَكُهُ وَآتَهُ قَدْ وُجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَأَنْهَرَفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ۔

**৬৭৫৮** ইয়াহইয়া (র)..... বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মদ্দিনায় আগমন করেন, তখন ঘোল অথবা সতের মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করলেন। আর তিনি কা'বার দিকে মুখ করে দাঁড়াতে খুবই অগ্রহী ছিলেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন : “আকাশের দিকে তোমার বারবার তাকানোকে আমি অবশ্যই লক্ষ্য করছি। সুতরাং তোমাকে এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিছি যা তুমি পছন্দ কর।” (২৪১৪৪) তখন তাঁকে কা'বার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আর তাঁর সাথে এক ব্যক্তি আসেরে নামায আদায় করেছিল। এরপর সে বেরিয়ে আনসারীদের এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে গমন করল এবং সে সাক্ষ্য দিয়ে বলল যে, সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামায আদায় করে এসেছে আর কিবলা কা'বার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তখন তাঁরা দিক পরিবর্তন করলেন। এ সময় তাঁরা আসেরের নামাযে ঝুঁকুঁ অবস্থায় ছিলেন।

**৬৭৫৯** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَرَزَعَةَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ اسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ وَأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَاحِ وَأَبِي بْنِ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيْبِ وَهُوَ تَمَرٌ فَجَاءَهُمْ أَتٌ فَقَالَ أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أَنَسُ قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَأَكْسِرْهَا ، قَالَ أَنَسٌ فَقَمْتُ إِلَى مَهْرَاسٍ لِنَا فَصَرَّبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى انْكَسَرَتْ۔

**৬৭৫৯** ইয়াহইয়া ইব্ন কায়াআ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু তালহা আনসারী, আবু উবায়দা ইব্ন জারারাহ ও উবাই ইব্ন কা'বকে আধাপাকা খেজুরের তৈরি শরাব পরিবেশন করছিলাম। তখন তাদের কাছে একজন আগন্তুক এসে বলল, নিঃসন্দেহে শরাব হারাম করে দেওয়া হয়েছে। আবু তালহা (রা) বললেন, হে আনাস! তুমি গিয়ে এ মটকাগুলো ভেঙ্গে ফেল। আনাস (রা) বলেন, আমি উঠে গিয়ে আমাদের ঘটি দিয়ে তার তলায় আঘাত করলাম আর তা ভেঙ্গে গেল।

**৬৭৬.** حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي اسْحَاقِ عَنْ حُذِيفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ مُلَكَهُ قَالَ لِأَهْلِ نَجْرَانَ لَا بَعْثَنَ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ فَإِنْتُشِرَفَ لَهَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ مُلَكَهُ فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ

**৬৭৬০** সুলায়মান ইব্ন হারব (র)..... হৃষায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজরানের অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে বললেন : আমি তোমাদের জন্য এমন একজন লোক পাঠাব, যিনি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত। নবী ﷺ-এর সাহাবীরা এর জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। পরে তিনি আবু উবায়দাকে পাঠালেন।

٦٧٦١ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينٌ هَذِهِ الْأُمَّةُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَاحِ -

৬৭৬১ **সুলায়মান ইবন হারব (র)**..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক উম্মতের মাঝে একজন বিশ্বস্ত লোক থাকে আর এ উম্মতের বিশ্বস্ত ব্যক্তিটি হল আবু উবায়দা ইবনুল জারাহ (রা)।

٦٧٦٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبِيدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غَابَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَشَهَدَتْهُ أَتْيَتْهُ بِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِذَا غَيَّبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَشَهَدَهُ وَأَتَانِيْ بِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৬৭৬২ **সুলায়মান ইবন হারব (র)**..... উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জনৈক আনসারী সাহাবী ছিলেন, তিনি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে অনুপস্থিত থাকতেন আমি তার কাছে উপস্থিত থাকতাম। তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এখানে যা কিছু ঘটে তা আমি তাকে বর্ণনা করতাম। আর যদি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুপস্থিত থাকতাম আর তিনি উপস্থিত থাকতেন, তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে যা কিছু ঘটে তিনি এসে তা আমাকে বর্ণনা করতেন।

٦٧٦٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبِيدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَىِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمْرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا فَقَالَ ادْخُلُوهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا فَقَالَ أَخْرُونَ إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوْهَا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ لِلْآخَرِينَ لَا طَاعَةَ فِيْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِيْ الْمَعْرُوفِ -

৬৭৬৩ **মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)**..... আগী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-একটি শুদ্ধ সেনাদল প্রেরণ করলেন এবং এক ব্যক্তিকে তাদের আমীর নিযুক্ত করে দিলেন। তিনি (আমীর) অগ্নিকুণ্ড প্রজ্ঞালিত করে বললেন, তোমরা এতে প্রবেশ কর। কতিপয় লোক (আমীরের আনুগত্যের মানসে) তাতে প্রবেশ করতে যাচ্ছিল। এ সময় অন্যরা বলল, আমরা তো (ইসলাম গ্রহণ করে) আগুন থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে চেয়েছি। পরে তারা এ ঘটনা নবী ﷺ-এর নিকট ব্যক্ত করলেন। তখন তিনি যাঁরা আগুনে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন : যদি তারা তাতে প্রবেশ করত তাহলে কিয়ামত পর্যন্তই সেখানে থাকত। আর অন্যদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন : আল্লাহর নাফরমানীর কাজে কোনরূপ আনুগত্য নেই। আনুগত্য করতে হয় কেবলমাত্র বৈধ কাজে।

٦٧٦٤ حَدَّثَنَا زَهْرَبُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيهِ عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ أَنَّ عَبِيدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنِ خَالِدٍ أَخْبَرَاهُ

أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حَوْدَثَنَا أَبُو الْيَمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَعْرَابِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ اقْضِ لِي بِكِتَابَ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ يَارَسُولَ اللَّهِ اقْضِ لَهُ بِكِتَابَ اللَّهِ وَآذِنْ لِيْ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ قُلْ فَقَالَ إِنَّ أَبْنِي كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هَذَا وَالْعَسِيْفُ الْأَجِيرُ فَزَانِي بِإِمْرَاتِهِ فَأَخْبَرُونِيْ أَنَّ عَلَى أَبْنِي الرَّجْمَ فَاقْتُدِيْتُ مِنْهُ بِمِائَةٍ مِّنَ الْغَنَمِ وَلِيَدَهُ ثُمَّ سَالَتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِيْ أَنَّ عَلَى اِمْرَاتِهِ الرَّجْمَ وَإِنَّمَا عَلَى أَبْنِي جَلْدٌ مِائَةٌ وَتَغْرِيْبٌ عَامٌ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا قُضِيَّنَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَمَا الْوَلِيدُ وَالْغَنَمُ فَرِدُوهَا، وَأَمَا أَبْنُكَ فَعَلَيْهِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَتَغْرِيْبٌ عَامٌ، وَأَمَا أَنْتَ يَا أَنَيْسُ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ فَاغْدُ عَلَى اِمْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْرَفْتَ فَارْجُمْهَا، فَغَدَا عَلَيْهَا أَنَيْسُ فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا۔

**৬৭৬৮** যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) ও যাযিদ ইবন খালিদ (রা) বর্ণনা করেন যে, দু'ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট একটি মুকাদ্দমা দায়ের করল। তবে আবুল ইয়ামান (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে এ বর্ণনায় উল্লেখ করা হয় যে, তিনি (আবু হুরায়রা রা) বলেছেন, আমরা নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় একজন বেদুইন দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলার কিতাব অনুসারে আমার (বিচারের) ফায়সালা করে দিন। তখন তার প্রতিপক্ষ দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি ঠিকই বলেছেন, আল্লাহর কিতাব অনুসারে তার ফায়সালা করে দিন। এবং (অনুগ্রহ করে) আমাকে বলার অনুমতি দিন। নবী ﷺ তাকে বললেন : তুমি বল। তখন সে বলল, আমার ছেলে এ লোকটির বাড়িতে মজুর ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, হাদীসে উক্ত **عَسِيْفًا** শব্দটি শ্রমিকের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সে ছেলে এ লোকের স্তীর সাথে যিনায় লিঙ্গ হয়। কতিপয় লোক আমাকে বলল যে, আমার ছেলের উপর 'রজম' (প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা)-এর বিধান কার্যকর হবে। তখন আমি আমার ছেলের মুক্তিপণ হিসাবে (সেই মহিলাকে) একশ বক্রী ও একটি দাসী দেই। এরপর আমি আলেমদের নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি। তাঁরা আমাকে বললেন যে, তাঁর স্তীর উপর 'রজম'-এর হৃকুম অবধারিত। আর আমার ছেলের জন্য রয়েছে একশ' বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তরের হৃকুম। তখন নবী ﷺ বললেন : যে সন্তান হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি, অবশ্যই আমি তোমাদের দু'জনের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফায়সালা করব। বক্রী ও বাঁদী ফিরিয়ে নাও, আর তোমার ছেলের উপর একশ' বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তরের হৃকুম কার্যকর হবে। এরপর তিনি আসলাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে সম্মোধন করে বললেন, হে উনায়স! তুমি এর স্তীর নিকট যাও, যদি সে স্বীকার করে তাহলে তাকে 'রজম' করো। উনায়স সেই স্তীলোকটির নিকট গেলেন, সে স্বীকার করল, তখন তিনি তাকে রজম করলেন।

## ২.১৯ بَابُ بَعْثَ النَّبِيِّ ﷺ الزُّبِيرَ طَبِيعَةً وَحْدَةً

৩০৬৯. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ একা যুবায়র (রা)-কে শক্রপক্ষের সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেছিলেন

٦٧٦٥ حَدَّثَنَا عَلَىُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَدَبَ النَّبِيُّ مُلَكُ النَّاسِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الرَّبِيعُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الرَّبِيعُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الرَّبِيعُ ثُلَّا فَقَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٍّ وَحَوَارِيٍّ الرَّبِيعِ وَقَالَ سُفِيَّانُ حَفِظْتُهُ مِنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، وَقَالَ لَهُ أَيُّوبُ يَا أَبَا بَكْرٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ جَابِرٍ فَإِنَّ الْقَوْمَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ تُحَدِّثَهُمْ عَنْ جَابِرٍ فَقَالَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ سَمِعْتُ جَابِرًا قَفْتَابَعَ بَيْنَ أَحَادِيثِ سَمِعْتُ جَابِرًا قُلْتُ لِسُفِيَّانَ فَإِنَّ التَّوْرِيَّ يَقُولُ يَوْمَ قُرِيْطَةَ ، فَقَالَ كَذَا حَفِظْتُهُ مِنْهُ كَمَا أَنَّكَ جَالِسٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ قَالَ سُفِيَّانُ هُوَ يَوْمُ وَاحِدٌ ، وَتَبَسَّمْ سُفِيَّانُ -

٦٧٦٥ آলী ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, খন্দকের যুদ্ধে নবী  
সুফিয়ানকে আহবান জানালেন। যুবায়র (রা) তাঁর আহবানে সাড়া দিলেন। তিনি আবার আহবান  
জানালেন। এবারও যুবায়র (রা) সাড়া দিলেন। তিনি পুনরায় আহবান জানালেন। এবারেও যুবায়র (রা) সাড়া  
দিলেন। তিনবার এক্ষেত্রে হওয়ার পর তিনি বললেন : প্রত্যেক নবীর একজন হাওয়ারী (সাহায্যকারী) থাকে,  
আর যুবায়র হল আমার হাওয়ারী।

সুফিয়ান (র) বলেন, আমি এ হাদীসটি মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির থেকে হিফ্য করেছি। একবার আইউব  
তাকে বললেন, হে আবু বকর (রা), আপনি জাবির (রা)-এর হাদীস বর্ণনা করুন। কেননা, লোকদের নিকট  
জাবির (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস খুবই পছন্দনীয়। তখন তিনি সে মজলিসে বললেন, আমি জাবির (রা) থেকে  
শুনেছি। এ বলে তিনি ধারাবহিক অনেক হাদীস বর্ণনা করলেন, যেগুলো আমিও জাবির (রা) থেকে শুনেছি।  
আমি সুফিয়ানকে বললাম যে, সাওয়ারী বলেছেন যে, সেটা ছিল বন্ধু কুরায়য়ার যুদ্ধের দিন। তিনি বললেন, তুমি  
যেমন আমার কাছে বসা, ঠিক তেমনি কাছে বসে আমি মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির থেকে হিফ্য করেছি যে,  
সেটা ছিল খন্দকের দিন। সুফিয়ান বলেন, এটা একই দিন। তারপর তিনি মুচকি হাসি দিলেন।

৩.৭. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ : لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ فَإِذَا أَذِنَ لَهُ وَاحِدٌ  
جَازَ -

৩০৬৫ অনুচ্ছেদ : আল্লাহ ত'আলার বাণী : হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর গৃহে প্রবেশ করো না, যদি না  
তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়।..... (২৪ : ২৭) যদি একজন তাকে অনুমতি দেয় তাহলে প্রবেশ করা  
বৈধ

٦٧٦٦ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُتْمَانَ عَنْ أَبِي  
مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ مُلَكُ النَّاسِ دَخَلَ حَائِطًا فَأَمْرَنَى بِحَفْظِ الْبَابِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ  
اِذْنَ لَهُ وَبَشَّرَهُ بِالْجَنَّةِ فَلَمَّا أَبْوَ بَكْرٍ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَقَالَ اِذْنَ لَهُ وَبَشَّرَهُ بِالْجَنَّةِ ، ثُمَّ  
جَاءَ عُتْمَانُ فَقَالَ اِذْنَ لَهُ وَبَشَّرَهُ بِالْجَنَّةِ -

**৬৭৬৬** সুলায়মান ইবন হারব (র)..... আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একটি বাগানে প্রবেশ করলেন এবং আমাকে দরজায় পাহারাদারী করার জন্য নির্দেশ দিলেন। এক লোক এসে প্রবেশের অনুমতি চাইল। তিনি বললেন : তাকে অনুমতি দাও এবং তাকে জান্নাতের খোশখবরী দাও। তিনি ছিলেন আবু বকর (রা)। তারপর উমর (রা) আসলেন। তিনি বললেন : তাকেও অনুমতি দাও এবং জান্নাতের খোশখবরী দাও। তারপর উসমান (রা) আসলেন। তিনি বললেন : তাকেও অনুমতি দাও এবং জান্নাতের খোশখবরী দাও।

**৬৭৬৭** حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ أَبْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بَلَالَ عَنْ يَحْيَىٰ عَبْدِ بْنِ حُنَيْنٍ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ جِئْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ وَغَلَامٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ فَقُلْتُ قُلْ هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ فَأَذِنْ لِيْ -

**৬৭৬৭** আবদুল আয়ীয় ইবন আবদুল্লাহ (রা)..... উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আসলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দ্বিতীয় কক্ষে অবস্থানরত ছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কৃষ্ণকায় গোলামটি দরজার সম্মুখে দাঁড়ানো। আমি তাকে বললাম, তুমি বল এই উমর ইবন খাতাব (রা) এসেছে। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন।

**৩.৭১** بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْعَثُ مِنَ الْأَمْرَاءِ وَالرُّسُلِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ دَحْيَةَ الْكَلْبِيَّ بِكِتَابِهِ إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَى أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى قِبْصَرَ -

৩০৭১. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ আমীর ও দৃতদেরকে পর্যায়ক্রমে একজনের পর একজন করে পাঠাতেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ দাহইয়া কালবী (রা)-কে তাঁর চিঠি দিয়ে বস্ত্রার গভর্নরের নিকট পাঠিয়েছিলেন, যেন সে তা (রোম স্ট্রাট) কায়সারের নিকট পৌছিয়ে দেয়

**৬৭৬৮** حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْلَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُثْبَةَ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ يَدْفَعُهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى ، فَلَمَّا قَرَأَهُ كِسْرَى مَزَقَهُ فَحَسِبَتْ أَنَّ أَبْنَ الْمُسِيَّبِ قَالَ فَدَعَاهُ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُمْزَقُوا كُلُّ مُمْزَقٍ -

**৬৭৬৮** ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (রা)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (পারস্য সম্বাট) কিস্রার নিকট তাঁর চিঠি পাঠালেন। তিনি দৃতকে এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সে যেন এ চিঠি নিয়ে বাহরাইনের শাসনকর্তার নিকট দেয়। আর বাহরাইনের শাসনকর্তা যেন তা (সম্বাট) কায়সারের

নিকট পৌছিয়ে দেয়। কায়সার এ চিঠি পাঠ করার পর তা টুক্রা টুকরা করে ফেলল। ইব্ন শিহাব বলেন, আমার ধারণা ইব্ন মুসাইয়ের বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের প্রতি বদ্দ দোয়া করেছিলেন, যেন তাদেরকেও আল্লাহ তা'আলা পূর্ণরূপে টুক্রা টুকরা করে দেন।

**٦٧٦٩** حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِّنْ أَسْلَمَ أَذِنْ فِي قَوْمِكَ أَوْ فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءِ أَنَّ مَنْ أَكَلَ فَلِيُتْمِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلِيُصْمِ-

**৬৭৬৯** মুসাদাদ (র)..... সালামা ইব্ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আশুরার দিন আসলাম কবীলার এক ব্যক্তিকে বললেন : তোমার গোত্রে ঘোষণা কর, কিংবা বলেছিলেন : লোকের মাঝে ঘোষণা কর যে, যারা আহার করে ফেলেছে তারা যেন অবশিষ্ট দিন পূর্ণ করে, আর যারা আহার করেনি তারা যেন রোগ পালন করে।

**২.৭২** بَابُ وِصَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُؤُودُ الْعَرَبِ أَنْ يُبَلِّغُوا مَنْ وَرَاهُمْ ، قَالَهُ مَالِكُ بْنُ الْحَوَيْرِ

৩০৭২. অনুচ্ছেদ : আববের বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের প্রতি নবী ﷺ এর ওসিয়ত ছিল, যেন তারা (তাঁর কথাগুলো) তাদের পরবর্তী লোকদের পৌছিয়ে দেয়। এ বিষয়টি মালিক ইব্ন হাওয়ারিস থেকে বর্ণিত

**٦٧٧.** حَدَّثَنَا عَلَىُ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ حَوَّا حَدَّثَنَا أَسْحَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعبَةُ عَنْ أَبِي جَمَرَةَ قَالَ كَانَ أَبْنُ عَبَّاسٍ يَقْعُدُنِي عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ لِي إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا آتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ الْوَفْدِ ؟ قَالُوا رَبِيعَةُ قَالَ مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ وَالْقَوْمُ غَيْرَ حَزَارِيَا وَلَا نَدَامِي قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَيْتَنَا وَبَيْتَكَ كُفَّارٌ مُضَرٌّ فَمَرْنَا بِأَمْرٍ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَنُخْبِرُ بِهِ مِنْ وَرَاءَنَا فَسَالُوا عَنِ الْأَشْرِبَةِ فَنَهَا هُمْ عَنِ الْأَرْبَعِ وَأَمْرَهُمْ بِالْأَرْبَعِ ، أَمْرَهُمْ بِالْأَيْمَانِ بِاللَّهِ قَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْأَيْمَانُ بِاللَّهِ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةِ وَأَيْتَاءَ الزَّكَاةِ وَأَظْنُنُ فِيهِ صِيَامُ رَمَضَانَ ، وَتَؤْتُوا مِنَ الْمَغَانِمِ الْخَمْسَ ، وَنَهَا هُمْ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُرْزَقَتِ وَالنَّقِيرِ ، وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقِيرَ قَالَ أَحْفَظُوهُنَّ وَأَبْلِغُوهُنَّ مِنْ وَرَاءَكُمْ -

**৬৭৭০** আলী ইব্ন জাদ (র) ও ইসহাক (র)..... আবু জামরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন আববাস (রা) আমাকে তার খাটে বসাতেন। তিনি আমাকে বললেন, আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদল

যখন রাসূলুল্লাহ<sup>স</sup> এর নিকট আসল। তিনি বললেন : এ কোন প্রতিনিধিদল? তারা বলল, আমরা রাবী'আ গোত্রে। রাসূলুল্লাহ<sup>স</sup> বললেন : গোত্র ও তার প্রতিনিধিদলকে ধন্যবাদ, যারা অপমানিত হয়নি এবং লজ্জিতও হয়নি। তারা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার ও আমাদের মাঝে মুদার গোত্রের কাফেররা (প্রতিবন্ধক) রয়েছে। সুতরাং আমাদের এমন নির্দেশ দিন, যাতে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি এবং আমাদের পরবর্তীদেরকেও অবহিত করতে পারি। তারা পানীয় দ্রব্য সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল। তিনি তাদের চারটি বিষয় থেকে বারণ করলেন এবং চারটি বিষয়ের নির্দেশ দিলেন। তিনি তাদের আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন : আল্লাহর প্রতি ঈমান কি তোমরা জান? তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেন : এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আর মুহাম্মদ<sup>স</sup> আল্লাহর রাসূল এবং নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা। ইব্ন আবাস (রা) বলেন, আমার মনে হয় তাতে রোয়ার কথা ও ছিল। আর গন্নীমতের মাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ প্রদান কর এবং তিনি তাদের দুবৰা (লাউয়ের খোলস থেকে তৈরি পাত্র), হান্তাম (মাটির সবুজ রঙের পাত্র), মুযাফ্ফাত (তেলোক্ত পাত্র বিশেষ), নাকীর (কাঠের খোদাই করা পাত্র) থেকে নিষেধ করলেন। কোন কোন বর্ণনায় 'নাকীর'-এর স্থলে 'মুকাইয়ার' শব্দের উল্লেখ রয়েছে। এবং তিনি তাদের বললেন, এ কথাগুলো ভাল করে মনে রেখ এবং তোমাদের পিছনে যারা রয়েছে তাদের নিকট পৌছিয়ে দিও।

## ٢٠٧٣ بَابُ خَبَرِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ

৩০৭৩. অনুচ্ছেদ : একজন মাত্র মহিলা প্রদত্ত খবর

٦٧٧١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَنْ تَوْبَةِ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ قَالَ لِي الشَّعْبَبِيُّ أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَاعِدْتُ أَبْنُ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةً وَنَصْفٍ فَلَمْ أَسْمَعْهُ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هَذَا قَالَ كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِمْ سَعْدٌ فَذَهَبُوا يَأْكُلُونَ مِنْ لَحْمٍ فَنَادَهُمْ امْرَأَةٌ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَتَهُ لَحْمٌ ضَبٌ فَامْسَكُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُوا أَوْ أَطْعِمُوهُ فَإِنَّهُ حَلَالٌ أَوْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ شَكَ فِيهِ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي۔

**৬৭৭১** মুহাম্মদ ইব্ন ওয়ালীদ (র)..... তাওবা আনবারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শা'বী আমাকে বললেন, নবী<sup>স</sup> থেকে হাসান (রা) বর্ণিত হাদীসের (সংখ্যাধিক্রে) বিষয়টি কি দেখতে পাচ্ছেন না! অথচ আমি ইব্ন উমর (রা)-এর সাথে দুই বছর কিংবা দেড় বছর অবস্থান করেছি। কিন্তু তাঁকে নবী<sup>স</sup> থেকে এই হাদীসটি ছাড়া অন্য কোন হাদীস বর্ণনা করতে শুনিনি। তিনি বলেছেন, নবী<sup>স</sup>-এর সাহাবীদের মাঝে কতিপয় ব্যক্তি সমবেত ছিলেন, তাদের মাঝে সাদও ছিলেন, তারা গোশ্ত খাচ্ছিলেন। এমন সময় নবী<sup>স</sup>-এর সহধর্মীদের কেউ তাদের ডেকে বললেন যে, এটা গুঁই সাপের গোশ্ত। তারা (আহার থেকে) বিরত রইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ<sup>স</sup> বললেন : খাও বা আহার কর, এটা হালাল। কিংবা তিনি বলেছিলেন : এটা (থেতে) কোন অসুবিধা নেই। তবে এটা আমার খাদ্য নয়।

کِتَابُ الْأَعْتِصَامِ  
کুরআন ও সুন্নাহকে  
দৃঢ়ভাবে ধারণ করা অধ্যায়

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الْأَعْتِصَامِ

## কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা অধ্যায়

٢.٧٤ بَابُ الْأَعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنْنَةِ

৩০৭৪ অনুচ্ছেদ : কিতাব (কুরআন) ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা

**٦٧٧٢** حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ وَغَيْرِهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقَ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ لِعُمَرَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَنَّ عَلَيْنَا نَزَلتْ هَذِهِ الْآيَةِ : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْاسْلَامَ دِيْنًا لَا تَخْذَنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا فَقَالَ عُمَرُ انِّي لَا عَلِمَ أَيُّ يَوْمٍ نَزَلتْ هَذِهِ الْآيَةِ نَزَلتْ يَوْمَ عَرَفةَ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ سَمِعَ سُفْيَانُ مِنْ مِسْعَرٍ وَمِسْعَرٍ قَيْسًا وَقَيْسًا طَارِقًا -

**৬৭৭২** হুমায়দী (র) ..... তারিক ইবন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইহুদী উমর (রা)-কে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমাদের উপর যদি এই আয়াতঃ “আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম” (৫ : ৩) অবতীর্ণ হত, তাহলে সে দিনটিকে আমরা ঈদ (উৎসবের) দিন হিসাবে গণ্য করতাম। উমর (রা) বললেন, আমি অবশ্যই জানি এ আয়াতটি কোন্ দিন অবতীর্ণ হয়েছিল। আরাফার দিন জুমু'আ দিবসে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল। হাদীসটি সুফিয়ান (র) মিসআর (র) থেকে, মিস্আর কায়স থেকে, কায়স (র) তারিক থেকে শুনেছেন।

**٦٧٧٣** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ الْفَدَ حِينَ بَايَعَ الْمُسْلِمُونَ أَبَا بَكْرٍ وَأَسْتَوَى عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَشْهَدَ قَبْلَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَمَا بَعْدُ فَأَخْتَارَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ

الَّذِيْ عِنْدَهُ عَلَى الَّذِيْ عِنْدَكُمْ، وَهَذَا الْكِتَابُ الَّذِيْ هَدَى اللَّهُ بِهِ رَسُولُكُمْ فَخُذُوا بِهِ تَهْتَدُوا مَا هَدَى اللَّهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

**৬৭৭৩** ইয়াহ্যাই ইবন বুকায়ের (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, দ্বিতীয় দিবসে যখন মুসলিমরা আবু বকর (রা)-এর বায়'আত গ্রহণ করেছিল এবং তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিস্বরের উপর উপবিষ্ট ছিলেন; উমর (রা)-কে আবু বকর (রা)-এর পূর্বে হামদ ও ছানা ও কালেমা শাহাদাত পাঠ করতে তিনি (আনাস) শুনেছেন। তিনি বললেন, এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের জন্য তোমাদের কাছে যা ছিল তার চেয়ে তার নিকট যা আছে সেটাকেই পছন্দ করেছেন। আর এই সে কিতাব যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের রাসূল ﷺ-কে হেদায়েত করেছেন। সুতরাং একে তোমরা আঁকড়িয়ে ধর। তাহলে এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ-কে যে হেদায়েত দান করেছিলেন তোমরাও সেই হেদায়েত লাভ করবে।

**৬৭৭৪** حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ أَبِنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّنَى الشَّبِيْبُ ﷺ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلِمْهُ الْكِتَابِ

**৬৭৭৪** মূসা ইবন ইসমাঈল (র)..... ইবন আকবাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, নবী ﷺ (তাঁর দেহের সাথে) আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন : হে আল্লাহ! একে কিতাবের জ্ঞান দান কর।

**৬৭৭৫** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَبَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ عَوْفًا أَبَا الْمُنْهَاجِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَرْزَةَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُغْنِيْكُمْ أَوْ نَعْشَكُمْ بِالْإِسْلَامِ وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ -

**৬৭৭৫** আবদুল্লাহ ইবন সাববাহ (র) ..... আবু বারযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ইসলাম ও মুহাম্মদ ﷺ-এর দ্বারা অমুখাপেক্ষী করেছেন। কিংবা বলেছেন, পরিপূর্ণ করেছেন।

**৬৭৭৬** حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُبَايِعُهُ وَأَقْرَرُ لَكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاغَةِ عَلَى سُنْنَةِ اللَّهِ وَسُنْنَةِ رَسُولِهِ ﷺ فِيمَا اسْتَطَعْتُ -

**৬৭৭৬** ইসমাঈল (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন দীনার (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের বায়আত গ্রহণ প্রসঙ্গে লিখলেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ সুন্নাতের ভিত্তিতে আমার সাধ্যানুসারে (আপনার নির্দেশ) শোনা ও মানার অঙ্গীকার করছি।

২.৭৫ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ بِعِثَتِ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ

৩০৭৫. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বাণী : আমি 'জাওয়ামিউল কালিম' (ব্যাপক মর্মজ্ঞাপক সংক্ষিপ্ত বাক্য) সহ প্রেরিত হয়েছি

٦٧٧٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسِيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَنَصَرْتُ بِالرَّعْبِ، وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أُتَبِّعُ بِمَفَاتِيحِ خَزَاءِنِ الْأَرْضِ فَوَضَعْتُ فِيْ يَدِيَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنْتُمْ تَلْغَثُونَهَا أَوْ تَرْغَثُونَهَا أَوْ كَلْمَةً تُشْبِهُهَا۔

৬৭৭৭ [আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ (রা).....আবৃ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি 'জাওয়ামিউল কালিম' (ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত বাক্য) সহ প্রেরিত হয়েছি এবং আমাকে প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। একবার আমি ঘুমস্ত অবস্থায় দেখতে পেলাম, পৃথিবীর ভাগ্নারসমূহের চারি আমাকে দান করা হয়েছে এবং তা আমার হাতে রেখে দেওয়া হয়েছে। আবৃ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকাল করে গেছেন। আর তোমরা তা ব্যবহার করছ কিংবা বলেছিলেন তোমরা তা থেকে উপকৃত হচ্ছ কিংবা তিনি অনুরূপ কোন বাক্য বলেছিলেন।]

٦٧٧٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبَّىٰ إِلَّا أُعْطَىٰ مِنَ الْأَيَّاتِ مَا مِثْلُهُ أُوْمَنَ أَوْ أَمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الدِّيْرِيُّ أَوْ تِبْيُّ وَحْيًا أَوْ حَادَّةُ اللَّهِ إِلَيْهِ فَارْجُو أَنِّي أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

৬৭৭৮ [আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ (র) .....আবৃ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : প্রত্যেক নবীকেই কোন-না-কোন বিশেষ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। যার অনুরূপ তাঁর উপর ঈমান আনা হয়েছে, কিংবা লোকেরা তাঁর উপর ঈমান এনেছে। আর আমাকে যা দেওয়া হয়েছে, সে হল ওহী, যা আল্লাহ তা'আলা আমার উপর অবর্তীর্ণ করেছেন। সুতরাং আমি আশা করি যে, কিয়ামতের দিন আমার অনুসারীর সংখ্যা তাদের তুলনায় সর্বাধিক হবে।]

২.৭৬ بَابُ الْأَفْتِدَاءِ يُسْتَنِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَوْلُ اللَّهِ: وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَقِّنِينَ أَمَامًا، قَالَ أَيْمَةً نَفَتَدِي بِمَنْ قَبْلَنَا، وَيَقْتَدِي بِنَا مِنْ بَعْدَنَا، وَقَالَ أَبْنُ عَوْنَى ثَلَاثٌ أَحِبُّهُنَّ لِنَفْسِي وَلَاخْوَانِي هَذِهِ السُّنْنَةُ أَنْ يَتَعَلَّمُوهَا وَيَسْأَلُوا عَنْهَا وَالْقُرْآنُ أَنْ يَتَفَهَّمُوهُ وَيَسْأَلُوا عَنْهُ وَيَدْعُوا النَّاسَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ۔

৩০৭৬. অনুচ্ছেদ ৪ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতের অনুসরণ বাঞ্ছনীয়। আর আল্লাহ তা'আলাৰ বাণী ৪ আমাদেরকে মুক্তাকীদের জন্য আদর্শস্বরূপ কর (২৫ : ৭৪)। জনৈক বর্ণনাকারী বলেছেন, একুপ ইমাম যে আমরা আমাদের পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করব, আর আমাদের পরবর্তীরা আমাদের অনুসরণ করবে। ইবন

আউন বলেন, তিনটি জিনিস আমি আমার নিজের জন্য ও আমার ভাইদের জন্য পছন্দ করি। (তার একটি হল) এই সুন্নাত, যা শিখবে এবং জানবার জন্য এর সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। (দ্বিতীয়টি হল) কুরআন যা তারা ভালভাবে বুঝতে চেষ্টা করবে এবং জানবার জন্য এর সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। এবং কল্যাণ ব্যতীত লোকদের থেকে পৃথক থাকবে (অর্থাৎ কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে)

[ ٦٧٧٩ ]

حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَئِلٍ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى شَيْبَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ قَالَ جَلَسَ إِلَيْهِ عَمْرُو فِي مَجْلِسِكَ هَذَا فَقَالَ هَمَّمْتُ أَنْ لَا أَدْعُ فِيهَا صَفَرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ، قُلْتُ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ، قَالَ لَمْ قُلْتُ لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبَاكَ، قَالَ هُمَا الْمَرْأَةُ يَقْتَدِي بِهِمَا -

[ ৬৭৭৯ ] আমর ইবন আব্বাস (রা) ..... আবু উয়ায়েল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এই মসজিদে শায়বার (র) কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি বললেন, তুমি যেরূপ (আমার কাছে) বসে আছ, উমর (রা) অনুরূপভাবে এ জায়গায় বসা ছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন, আমি ইচ্ছা করছি যে, এতে সোনা ও রূপার কোন কিছুই অবশিষ্ট রাখব না বরং সবকিছু মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দিয়ে দিব। আমি বললাম, আপনার জন্য এটা করা ঠিক হবে না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কেন? আমি বললাম, আপনার সঙ্গীদ্বয় (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর (রা)) এটা করেননি। তিনি বললেন, তাঁরা দু'জন অনুসরণ করার মত ব্যক্তিই ছিলেন।

[ ٦٧٨ . ]

حَدَّثَنَا عَلَىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَأَلْتُ أَنَّا عَمَّشَ فَقَالَ عَنْ زَيْدٍ ابْنِ وَهْبٍ سَمِعْتُ حَذِيفَةَ يَقُولُ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْأَمَانَةَ نَرَكَتْ مِنَ السَّمَاءِ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ وَنَزَّلَ الْقُرْآنَ فَقَرَأُوا الْقُرْآنَ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنْنَةِ -

[ ৬৭৮০ ] আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... হ্যায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, আমানত আসমান থেকে মানুষের অস্তর্মূলে অবগামী হয়েছে, তারপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং মানুষ তা পাঠ করেছে এবং সুন্নাত শিক্ষা করেছে।

[ ٦٧٨١ ]

حَدَّثَنَا أَدَمُ بْنُ أَبِيهِ أَيَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ مُزَّةَ قَالَ سَمِعْتُ مُرَةَ الْمَهَادَى يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدِيْيَ هَذِيْ مُحَمَّدٌ ﷺ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدِّثُهَا، وَإِنَّ مَا تُوَعَّدُونَ لَاتِّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ -

[ ৬৭৮১ ] আদাম ইবন আবু ইয়াস (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, সর্বোত্তম কালাম হল আল্লাহর কিতাব, আর সর্বোত্তম আদর্শ হল মুহাম্মদ ﷺ-এর আদর্শ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্টতম বিষয় হল

কুসংস্কারসমূহ। তোমাদের কাছে যা ঘোষণা করা হচ্ছে তা বাস্তবায়িত হবেই, তোমরা ব্যর্থ করতে পারবে না (৬ : ১৩৮)।

**৬৭৮২** حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَا كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَا قُضِيَّنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

**৬৭৮২** مুসাদাদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) ও যাযিদ ইবন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। (এ সময়) তিনি বললেন : অবশ্যই আমি আল্লাহ তা'আলার কিতাব অনুযায়ী তোমাদের মাঝে ফায়সালা করব।

**৬৭৮৩** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِلَالٌ بْنُ عَلَىٰ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّ أُمَّةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبْيَ ، قَالُوا وَمَنْ أَبْيَ ؟ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبْيَ -

**৬৭৮৩** مুহাম্মদ ইবন সিনান (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার সকল উন্নতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে অঙ্গীকার করে। তাঁরা বললেন, কে অঙ্গীকার করবে। তিনি বললেন : যারা আমার অনুসরণ করে তাঁরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে সে-ই অঙ্গীকার করল।

**৬৭৮৪** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ وَأَنْثِي عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدٌ بْنُ مِيْنَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا أَوْ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَتْ مَلَائِكَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ نَائِمٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ نَائِمٌ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةُ وَالْقَلْبُ يَقْظَانُ ، فَقَالُوا أَنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلًاً ، فَاضْرِبُوهُ مَثَلًاً ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ نَائِمٌ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةُ ، وَالْقَلْبُ يَقْظَانُ ، فَقَالُوا مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بْنَى دَارًا وَجَعَلَ فِيهَا مَادِبَةً وَبَعْثَ دَاعِيًّا ، فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وَأَكَلَ مِنَ الْمَادِبَةِ ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَادِبَةِ، فَقَالُوا أَوْلُوهَا لَهُ يَفْقِهُمَا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ نَائِمٌ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةُ وَالْقَلْبُ يَقْظَانُ ، فَقَالُوا الدَّارُ الْجَنَّةُ وَالدَّاعِيُّ مُحَمَّدٌ ﷺ فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ عَصَى اللَّهُ وَمُحَمَّدًا ﷺ فَرَقَ بَيْنَ النَّاسِ ثَابِعُهُ قُبَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ جَابِرٍ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ -

**৬৭৮৪** মুহাম্মদ ইবন আবাদা (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদল ফেরেশ্তা নবী ﷺ-এর কাছে আগমন করলেন। তিনি তখন সুমন্ত ছিলেন। একজন ফেরেশ্তা বললেন, তিনি (নবী ﷺ) নিদ্রিত। অপর একজন বললেন, চক্ষু নিদ্রিত বটে, কিন্তু অন্তর জাগ্রত। তখন তারা বললেন, তোমাদের এ সাথীর একটি উপমা আছে। সুতরাং তাঁর উপমাটি তোমরা বর্ণনা কর। তখন তাদের কেউ বলল- তিনি তো নিদ্রিত, আর কেউ বলল, চক্ষু নিদ্রিত তবে অন্তরাঞ্চা জাগ্রত। তখন তারা বলল, তাঁর উপমা হল সেই ব্যক্তির মত, যে একটি গৃহ নির্মাণ করল। তারপর সেখানে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করল এবং একজন আহ্বানকারীকে (লোকদের ডাকতে) পাঠাল। যারা আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিল, তারা গৃহে প্রবেশ করে খানা খাওয়ার সুযোগ লাভ করল। আর যারা আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিল না, তারা গৃহেও প্রবেশ করতে পারল না এবং খানাও খেতে পারল না। তখন তারা বললেন, উপমাটির ব্যাখ্যা করুন, যাতে তিনি বুঝতে পারেন। তখন কেউ বলল, তিনি তো নিদ্রিত, আর কেউ বলল, চক্ষু নিদ্রিত, তবে অন্তরাঞ্চা জাগ্রত। তখন তারা বললেন, গৃহটি হল জান্মাত, আহ্বানকারী হলেন মুহাম্মদ ﷺ। যারা মুহাম্মদ ﷺ-এর অনুসরণ করল, তারা আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যারা মুহাম্মদ ﷺ-এর অবাধ্যতা করল, তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই অবাধ্যতা করল। মুহাম্মদ ﷺ হলেন মানুষের মাঝে পার্থক্যের মানদণ্ড। কৃতায়বা-জাবির (রা) থেকে অনুরূপ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি “নবী ﷺ আমাদের কাছে বের হয়ে আসলেন” এই বাক্যটি বলছেন।

**৬৭৮৫** حَدَّثَنَا أَبُو نُعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْقُرَاءِ اسْتَقِيمُوا فَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا وَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشَيْمَالًا لَقَدْ ضَلَّلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

**৬৭৮৫** আবু নুআয়ম (র) ..... হৃষায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে কুরআন পাঠকারী সমাজ! তোমরা (কুরআন ও সুন্নাহর উপর) সুদৃঢ় থাক। নিশ্চয়ই তোমরা অনেক পিছনে পড়ে আছ। আর যদি তোমরা (সিরাতে মুস্তাকীম থেকে সরে গিয়ে) ডান কিংবা বামের পথ অনুসরণ কর তাহলে তোমরা (হেদায়েত থেকে) অনেক দূরে সরে যাবে।

**৬৭৮৬** حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرِيدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ مَابَعَثْنَى اللَّهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَشَى قَوْمًا فَقَالَ يَا قَوْمَ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعِينِيَّ وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ لِعُرْيَانٍ فَالنَّجَاءَ فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَادْلَجُوا وَأَنْطَلَقُوا عَلَى مَهْلَمْ فَنَجَوْا وَكَذَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحُوهُمُ الْجَيْشُ فَاهْلَكُوهُمْ وَأَجْتَاهُمْ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ

**৬৭৮৬** আবু কুরায়ব (র) ..... আবু মুসা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। নবী ﷺ বলেছেনঃ আমার ও আমাকে আল্লাহ্ যা কিছু দিয়ে প্রেরণ করেছেন তার উপমা হল এমন যে, এক ব্যক্তি কোন এক

কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা

সম্প্রদায়ের নিকট এসে বলল, হে কাওম! আমি নিজের চোখে সেনাবাহিনীকে দেখে এসেছি। আমি সুস্পষ্ট সতর্ককারী। সুতরাং তোমরা আত্মরক্ষার চেষ্টা কর। কাওমের কিছু লোক তার কথা মেনে নিল, সুতরাং রাতের প্রথম ভাগে তারা সে স্থান ছেড়ে রওনা হল এবং একটি নিরাপদ স্থানে গিয়ে পৌছল। ফলে তারা রক্ষা পেল। তাদের থেকে আর একদল লোক তার কথা অবিশ্বাস করল, ফলে তারা নিজেদের আবাসস্থলেই রয়ে গেল। প্রভাতে শক্রবাহিনী তাদের উপর আক্রমণ করল, তাদেরকে ধ্রংস করে দিল এবং তাদেরকে নির্মূল করে দিল। এটাই হল তাদের উপমা, যারা আমার আনুগত্য করে এবং আমি যা নিয়ে এসেছি তার অনুসরণ করে। আর যারা আমার নাফরমানী করে এবং আমি যে সত্য নিয়ে এসেছি তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

**٦٧٨٧** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْلَثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ  
عَبْيَدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوْفِيَ رَسُولُ اللَّهِ  
وَاسْتُخْلَفَ أَبُوْ بَكْرٍ بَعْدُهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ ، قَالَ عُمَرُ لَأَبِيْ بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ  
النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
أَمْرَتْ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىْ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ،  
فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِيْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحْسَابُهُمْ عَلَىِ اللَّهِ فَقَالَ  
وَاللَّهُ لَا يُقَاتِلُنَّ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَوَةِ فَإِنَّ الزَّكَوَةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنْعَوْنِي  
كَذَا كَانُوا يُؤْدُونَهُ إِلَىِ رَسُولِ اللَّهِ  
لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَىِ مَنْعِهِ فَقَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ  
إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِيْ بَكْرٍ لِلْقَتَالِ فَعَرَفَتْ أَنَّهُ الْحَقُّ وَقَالَ لِيْ أَبْنُ  
بَكْرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ عَنِ الْلَّيْلَتِ عَنْ عَقِيلٍ عَنَّا قَا وَهُوَ أَصَحُّ وَعَقَالًا هُنَّا لَا يَجُوزُ وَعَقَالًا فِي  
حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ مُرْسَلٌ وَكَذَا قَالُ قُتَيْبَةُ عَقَالًا وَرَوَاهُ النَّاسُ عَنَّا -

**৬৭৮৭** কুতায়বা ইবন সাইদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ইস্লাম ইতিকাল করলেন। আর তাঁর পরে আবু বকর (রা)-কে খলীফা নির্বাচন করা হলো এবং আরবের যারা কাফের হওয়ার তারা কাফের হয়ে গিয়েছিল। তখন উমর (রা) আবু বকর (রা)-কে বললেন, আপনি কি করে লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, অথচ রাসূলুল্লাহ বলেছেন : আমি মানুষের সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাওয়ার জন্য নির্দেশিত হয়েছি। অতএব যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে ফেলল, সে তার জান ও মাল আমার থেকে নিরাপদ ও সংরক্ষিত করে ফেলল। তবে ইসলামী বিধানের আওতায় পড়ে গেলে সে ভিন্ন কথা। তাদের প্রকৃত হিসাব আল্লাহর কাছে হবে। আবু বকর (রা) বললেন, যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে, আমি অবশ্যই তাদের সাথে যুদ্ধ করব। কেননা, যাকাত হল সম্পদের হক (অবশ্য পালনীয় বিধান)। আল্লাহর শপথ! যদি তারা রাসূলুল্লাহ -এর নিকট যা আদায় করত, এখন তা (সেভাবে) দিতে অস্বীকার করে, তাহলেও আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব। উমর (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি দেখছিলাম যে, যুদ্ধ করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আবু বকরের সিনা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং আমি বুঝতে পারলাম এ সিদ্ধান্তই সঠিক। (ইমাম বুখারী (র) বলেন) ইবন বুকায়র ও

আবদুল্লাহ (র) লায়হ-এর সূত্রে উকাইল থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে (যদি তারা এই পরিমাণ দিতে অস্বীকার করে)-এর স্থলে عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَدَمَ عَيْنِيْنَ ابْنُ حِصْنٍ بْنِ حُذِيفَةَ بْنِ بَدْرٍ فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسِ بْنِ حِصْنٍ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيْهِمْ عُمَرُ وَكَانَ الْقُرَاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرٍ وَمُشَاوِرَتِهِ كُهُولًا كَانُوا أَوْ شَبَانًا، فَقَالَ عَيْنِيْنَ لِابْنِ أَخِيهِ يَا ابْنَ أَخِي هَلْ لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الْأَمِيرِ فَسَأْسِدَنَ لِي عَلَيْهِ، قَالَ سَأْسِدَنَ لِكَ عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَأْسِدَنَ لِعَيْنِيْنَ فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَاللَّهِ مَا تُعْطِنَا الْجَزْلُ وَمَا تَحْكُمُ بِيَنْنَا بِالْعَدْلِ فَغَضِيبَ عُمَرُ حَتَّى هُمْ بِأَنْ يَقْعَ بِهِ فَقَالَ الْحُرُّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ خُذِ الْعَفْوَ، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ، وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِيْنَ، فَوَاللَّهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ، وَكَانَ وَفَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ -

**৬৭৮৮** ইসমাইল (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উয়ায়না ইব্ন হিস্ন ইব্ন হৃষায়ফা ইব্ন বাদর (র) তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হুর ইব্ন কায়স ইব্ন হিস্ন-এর নিকট এলেন। উমর (রা) যাদের নিজের সান্নিধ্যে রাখতেন, হুর ইব্ন কায়স (র) ছিলেন তাদেরই একজন। যুবক হোক কিংবা বৃদ্ধ কারী (আলিম) ব্যক্তিই উমর (রা)-এর মজলিসের সভাসদ ও পরামর্শদাতা ছিলেন। উয়ায়না তার ভাতিজাকে বললেন, হে ভাতিজা! তোমার কি আমীরের নিকট এতটুকু প্রভাব আছে যে আমার জন্য সাক্ষাতের অনুমতি গ্রহণ করতে পারবে? সে বলল, আমি আপনার ব্যাপারে তাঁর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করব। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তিনি (হুর) উয়ায়নার জন্য অনুমতি চাইলেন। তারপর যখন উয়ায়না (রা) উমর (রা)-এর নিকট গেলেন, তখন সে বলল, হে ইব্ন খাতাব! আপনি আমাদের (প্রচুর পরিমাণে) মাল দিচ্ছেন না, আবার ইনসাফের ভিত্তিতে আমাদের মাঝে ফায়সালা করছেন না। তখন উমর (রা) রাগার্বিত হলেন, এমন কি তিনি তাকে প্রহার করতে উদ্যত হলেন। তখন হুর বললেন, হে আমীরুল্ল মুমিনীন! আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে বলেছেন : তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎকাজের নির্দেশ দাও, আর অজ্ঞদেরকে উপেক্ষা কর। (৭ : ১৯৯)। এ লোকটি নিঃসন্দেহে একজন মূর্খ। আল্লাহর শপথ! উমর (রা)-এর সামনে এই আয়াতটি পাঠ করা হলে তিনি মোটেও তা লংঘন করলেন না। বস্তুত তিনি মহান আল্লাহ তাঁ'আলার কিতাবের বড়ই অনুগত ছিলেন।

**٦٧٨٩** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَاطِمَةَ بْنِتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بْنِتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ أَتَيْتُ عَائِشَةَ حِينَ خَسَفَ الشَّمْسُ وَالنَّاسُ قِيَامٌ وَهِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي ، فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ ؟ فَلَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ ، فَقُلْتُ أَيْهَا ؟ قَالَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَمَدَ اللَّهَ وَأَشْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَرَهُ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِهِ هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ، وَأَوْحَى إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ ، فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُسْلِمُ لَا أَدْرِي أَيُّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ ﷺ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ فَاجْبَنَا وَآمَنَّا ، فَيُقَالُ نَمْ صَالِحًا عَلِمْنَا أَنَّكَ مُوقِنٌ ، وَآمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ لَا أَدْرِي أَيُّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ ، فَيَقُولُ لَا أَرْدِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ—

**٦٧٨٩** আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) ..... আসমা বিনত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সূর্যগ্রহণের সময় আমি আয়েশা (রা)-র নিকট এলাম। লোকেরা তখন (নামাযে) দাঁড়িয়েছিল এবং তিনিও দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, লোকদের কি হল? তিনি হাত দিয়ে আসমানের দিকে ইশারা করলেন এবং বললেন, সুবহানাল্লাহ! আমি বললাম, এটা কি কোন নির্দর্শন? তখন তিনি মাথা দুলিয়ে হাঁ বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নাময শেষ করলেন, তখন (প্রথমে) তিনি আল্লাহর হামড ও ছানা পাঠ করলেন। তারপর বললেন, আমি যা দেখিনি তার সবকিছুই আজকের এই স্থানে দেখেছি। এমন কি জান্নাত ও জাহানামও দেখেছি। আর আমার নিকট ওহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, কবরে তোমাদের পরীক্ষায় ফেলা হবে, যা প্রায় দাজ্জালের পরীক্ষার ন্যায়ই (কঠিন) হবে। তবে যারা মু'মিন হবে, অথবা (বলেছিলেন) মুসলিম হবে। বর্ণনাকারী বলেন, আসমা (রা) 'মু'মিন' বলেছিলেন, না 'মুসলিম' বলেছিলেন তা আমার শ্বরণ নেই। তারা বলবে, মুহাম্মদ ﷺ আমাদের কাছে সুস্পষ্ট দলীল নিয়ে এসেছিলেন, আমরা তাঁর আহবানে সাড়া দিয়েছি এবং ঈমান এনেছি। তখন তাকে বলা হবে, তুমি আরামে ঘুমিয়ে থাক, আমরা জানি তুমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী ছিলে। আর যারা মুনাফিক হবে অথবা (বলেছিলেন) সন্দেহকারী হবে, বর্ণনাকারী বলেন, আসমা 'মুনাফিক' বলেছিলেন না 'সন্দেহকারী' বলেছিলেন তা আমার মনে নেই। তারা বলবে, আমি কিছুই জানি না, আমি মানুষকে কিছু কথা বলতে শুনেছি, আমিও তাই বলেছি।

**٦٧٩.** حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّمَا أَهْلُكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُؤَالُهُمْ وَأَخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمْرَتُكُمْ بِأَمْرٍ فَاتَّوْا مِنْهُ مَا أَسْتَطَعْتُمْ—

**৬৭৯০** ইসমাঈল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : তোমরা আমাকে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাক, যতক্ষণ না আমি তোমাদের কিছু বলি। কেননা, তোমাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা তাদের নবীদের অধিক প্রশ্ন করা ও নবীদের সাথে মতবিরোধ করার কারণেই ধ্রংস হয়েছে। তাই আমি যখন তোমাদের কোন বিষয়ে নিমেধ করি, তখন তা থেকে বেঁচে থাক। আর যদি কোন বিষয়ে আদেশ করি তাহলে সাধ্যমত পালন কর।

**৩.৭৭** بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ وَتَكَلْفٍ مَالًا يَعْنِيهِ، وَقَوْلُهُ لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءِ إِنْ تُبْدِلُكُمْ تَسْؤُكُمْ

৩০৭৭. অনুচ্ছেদ : অধিক প্রশ্ন করা এবং অনর্থক কষ্ট করা নিম্নীয় এবং আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : তোমরা সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে (৫ : ১০১)

**৬৭৯১** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِبُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّثَنِي عُقِيلٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أَبِيهِ وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرِّمْ فَحَرَّمَ مِنْ أَجْلِ مَسَائِلِهِ -

**৬৭৯১** আবদুল্লাহ্ ইবন ইয়ায়দ মুক্রী (র)..... আবু ওয়াকাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : মুসলিমদের সবচেয়ে বড় অপরাধী সেই ব্যক্তি যে এমন বিষয়ে প্রশ্ন করে যা পূর্বে হারাম ছিল না। কিন্তু তার প্রশ্নের কারণে তা হারাম হয়ে গেছে।

**৬৭৯২** حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَفَانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ يُحَدِّثُ عَنْ بُشْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَخَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا لِيَالِيَ حَشْيَ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهُ لَيْلَةً وَظَنَّوْا أَنَّهُ قَدْ نَامَ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحَّجُ لِيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَا زَالَ بِكُمُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ فَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُ بِهِ فَصَلَّوْا إِلَيْهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنْ أَفْضَلَ صَلَاةً الْمَرءُ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ -

**৬৭৯২** ইসহাক (র) ..... যায়িদ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ চাটাই দিয়ে মসজিদে একটি কামরা তৈরি করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাতে কয়েক রাত নামায আদায় করলেন। এতে লোকেরা তাঁর সঙ্গে সমবেত হত। তারপর এক রাতে তারা তাঁর আওয়ায শুনতে পেল না এবং তারা মনে করল, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাদের কেউ কেউ গলা খাকার দিতে শুরু করল, যেন তিনি তাদের কাছে বেরিয়ে আসেন। তখন তিনি (নবী ﷺ) বললেন : তোমাদের নিত্য দিনের কার্যকলাপ আমি লক্ষ্য করছি, তাতে আমার ভয় হচ্ছে যে, তোমাদের উপর তা ফরয করে দেওয়া হয়। কিন্তু যদি তোমাদের উপর ফরয করে দেওয়া হয়

কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা

তাহলে তোমরা তা কায়েম করবে না। অতএব হে লোকেরা! তোমরা নিজ ঘরে নামায আদায় করো। কেননা, ফরয নামায ছাড়া একজন লোকের সবচেয়ে উত্তম নামায হল যা সে তার ঘরে আদায় করে।

**৬৭৯৩** حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَشْيَاءِ كَرِهِهَا، فَلَمَّا أَكْتَرُوا عَلَيْهِ الْمَسْئَلَةَ غَضِيبٌ وَقَالَ سَلُونِي فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةً ثُمَّ قَامَ أخْرُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبِي فَقَالَ أَبُوكَ سَالِمٍ مَوْلَى شَيْبَةَ فَلَمَّا رَأَى عُمَرَ مَا بِوْجَهِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَضِيبِ قَالَ إِنَّمَا تُنْتَوْبُ إِلَى اللَّهِ-

**৬৭৯৩** ইউসুফ ইব্ন মূসা (র) ..... আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ -কে এমন কতিপয় বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল যা তিনি অপছন্দ করেন। কিন্তু লোকেরা যখন তাঁকে বেশি বেশি প্রশ্ন করতে শুরু করল, তিনি রাগার্বিত হলেন এবং বললেন : আমাকে প্রশ্ন কর। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা কে? তিনি বললেন : তোমার পিতা হল হ্যাফা। এরপর আর একজন দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা কে? তিনি বললেন : তোমার পিতা শায়বার আযাদকৃত গোলাম সালিম। উমর (রা) রাসূলুল্লাহ -এর চেহারায় রাগের লক্ষণ দেখতে পেয়ে বললেন, আমরা আল্লাহর নিকট তাওবা করছি।

**৬৭৯৪** حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُلْكِ عَنْ وَرَادِ كَاتِبِ الْمُفِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةَ إِلَى الْمُفِيرَةِ أَكْتُبْ إِلَيْهِ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيٌ لِمَا مَنْعَتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ وَكْثَرَةُ السُّؤَالِ وَأَضَاعَةُ الْمَالِ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الْأَمْهَاتِ، وَوَأَدِ الْبَنَاتِ، وَمَنْعِ وَهَاتِ -قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كَانُوا يَقْتَلُونَ بَنَاتَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَحَرَمَ اللَّهُ ذَلِكَ-

**৬৭৯৪** মূসা (র) ..... মুগীরা ইব্ন শুবা (রা)-এর কাতিব (কেরানী) ওয়াররাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) মুগীরা (রা)-র নিকট এ মর্মে লিখে পাঠালেন যে, তুমি রাসূলুল্লাহ -থেকে যা কিছু শুনেছ তা আমাকে লিখে পাঠাও। তিনি বলেন, তিনি তাকে লিখলেন যে, আল্লাহর নবী - প্রতি নামাযের

পর বলতেন : আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই । তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, সাম্রাজ্য কেবলমাত্র তাঁরই, আর সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য, তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান । হে আল্লাহ্ ! তুমি যা দান করবে তাকে ঠেকাবার মত কেউ নেই, আর তুমি যে বিষয়ে বাধা প্রদান করবে তা দেওয়ার মত কেউ নেই । ধন-প্রাচুর্য তোমার দরবারে প্রাচুর্যধারীদের কোনই উপকারে আসবে না । তিনি আরো লিখেছিলেন যে, নবী ﷺ তর্ক-বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া, অধিক প্রশ্ন করা ও ধন-সম্পদ অনর্থক বিনষ্ট করা থেকে নিষেধ করতেন । আর তিনি মায়েদের অবাধ্যতা, কন্যা সন্তানদের জীবন্ত প্রোথিত করা ও প্রাপকের প্রাপ্য দিতে হাত গুটিয়ে নেওয়া এবং আদায়ের ব্যাপারে হাত বাড়িয়ে দেওয়া থেকে নিষেধ করতেন । আবু আবদুল্লাহ (বুখারী) (র) বলেন, তারা (কাফের) জাহিলিয়াতের যুগে স্বীয়-কন্যাদেরকে হত্যা করতেন । অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তা হারাম করে দেন ।

**٦٧٩٥** حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ كُنَّا  
عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ نُهِيَّنَا عَنِ التَّكَلْفِ -

**٦٧٩٥** سুলায়মান ইবন হারব (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমরা উমর (রা)-এর কাছে (উপবিষ্ট) ছিলাম । তখন তিনি বললেন : আমাদের কৃতিমতা থেকে নিষেধ করা হয়েছে ।

**٦٧٩٦** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَ وَحَدَّثَنِي مَحْمُودٌ قَالَ  
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ  
النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظَّهَرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ  
فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ يَدِيهَا أَمْوَارًا عَظَامًا، ثُمَّ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ  
فَلِيَسْأَلْ عَنْهُ فَوَاللهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَادْمَتُ فِي مَقَامِيْ هَذَا قَالَ  
أَنَسُ فَأَكْثَرَ النَّاسَ الْبُكَاءَ وَأَكْثَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي قَالَ أَنَسُ فَقَامَ  
إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ أَيْنَ مَدْخَلِيْ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي سَلُونِي قَالَ  
مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةً قَالَ ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي سَلُونِي قَالَ  
فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتِيهِ فَقَالَ رَضِيَّنَا بِاللَّهِ رَبِّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدِ رَسُولًا قَالَ  
فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَالَ أَمْعَرُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيَّ ﷺ أَوْلَى وَالَّذِي نَفْسِي  
بِيَدِهِ لَقَدْ عَرِضْتَ عَلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ انِفَافِي عَرْضٍ هَذَا الْحَائِطِ وَأَنَا أَصِلِّيْ فَلَمْ أَرِ  
كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ -

**٦٧٩٦** আবুল ইয়ামান (র) ও মাহমুদ ইবন গায়লান (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত ।  
দ্বিতীয়ের পর নবী ﷺ বেরিয়ে আসলেন এবং যুহরের নামায আদায় করলেন । সালাম ফিরানোর পর তিনি

কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা

মিসরে উঠে দাঁড়ালেন এবং কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি উল্লেখ করলেন যে, কিয়ামতের পূর্বে অনেক বড় বড় ঘটনা সংঘটিত হবে। তারপর তিনি বললেন : কেউ যদি আমাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে ভাল মনে করে, তাহলে সে তা করতে পারবে। আল্লাহর শপথ! আমি এখানে অবস্থান করা পর্যন্ত তোমরা আমাকে যে বিষয়েই জিজ্ঞাসা করবে, আমি তা তোমাদের অবহিত করব। আনাস (রা) বলেন, এতে লোকেরা খুব কাঁদতে থাকল। আর রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ খুব বলতে থাকলেন। তোমরা আমার কাছে প্রশ্ন কর। আনাস (রা) বলেন, তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার আশ্রয়স্থল কোথায়? তিনি বললেন, জাহান্নাম। তারপর আবদুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ ইবন হৃষাফা (রা) দাঁড়িয়ে বললেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা কে? তিনি বললেনঃ তোমার পিতা হৃষাফা। আনাস (রা) বলেন, তারপর তিনি বার বার বলতে থাকলেনঃ তোমরা আমার কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর। তোমরা আমার কাছে প্রশ্ন কর। এতে উমর (রা) হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন এবং বললেন, আমরা আল্লাহকে রব হিসাবে মেনে, ইসলামকে দীন হিসাবে গ্রহণ করে এবং মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ -কে রাসূল হিসাবে বিশ্বাস করে সম্মুখ আছি। আনাস (রা) বলেন, উমর (রা) যখন এ কথা বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰহُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ নীরব হয়ে গেলেন। তারপর নবী صَلَّى اللّٰহُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ বললেনঃ উত্তম! যে সন্দৰ হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি, এইমাত্র আমি যখন নামাযে ছিলাম তখন এই দেয়ালের প্রস্ত্রে জান্নাত ও জাহান্নাম আমার সম্মুখে পেশ করা হয়েছিল। আজকের ন্যায় এমন কল্যাণ ও অকল্যাণ আমি আর দেখিনি।

**৬৭৯৭** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ رَجُلٌ يَأْتِيَ اللَّهَ مِنْ أَبِيهِ قَالَ أَبُوكَ فُلَانٍ ، وَنَزَّلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءِ إِنْ تَبْدِ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ أَلَايَةً-

**৬৭৯৭** মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহীম (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর নবী! কে আমার পিতা? তিনি বললেনঃ তোমার পিতা অযুক; তারপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (মহান আল্লাহর বাণী) : হে মু'মিনরা! তোমরা সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করবে না, যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে ..... (৫ : ১০১)

**৬৭৯৮** حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا وَرَقَاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّجْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ هَذَا اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ-

**৬৭৯৮** হাসান ইবন সাবাহ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ বলেছেনঃ লোকেরা পরম্পরে প্রশ্ন করতে থাকবে যে, ইনি (আল্লাহ) সবকিছুরই স্রষ্টা, তবে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করলেন?

٦٧٩٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُتْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَرْثٍ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ فَمَرَّ بِنَفْرٍ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَسْأَلُوهُ لَا يُسْمِعُكُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا يَا أَبَا الْقَاسِمِ أَخْبِرْنَا عَنِ الرُّوحِ فَقَامَ سَاعَةً يَنْظُرُ فَعَرَفَتْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ فَتَأْخَرْتُ عَنْهُ حَتَّى صَدَ الْوَحْيُ لَمْ قَالَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيِّ-

৬৭৯৯ মুহাম্মদ ইবন উবায়দ ইবন মায়মূন (র) ..... ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে মদীনার এক শস্যক্ষেত্রে ছিলাম। তিনি একটি খেজুরের ডালে ভর দিয়ে হাঁটছিলেন। এ সময় ইহুদীদের একটি দলের নিকট দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন। তাদের কেউ বলল, তাকে রহ (আঘা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। আর কেউ বলল তাকে জিজ্ঞাসা করো না, এতে তোমাদের অপছন্দনীয় উভর শুনতে হতে পারে। তারপর তারা তাঁর কাছে উঠে গিয়ে বলল, হে আবুল কাসিম! আমাদের রহ সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলেন। আমি বুঝতে পারলাম, তাঁর কাছে ওহী নাফিল হচ্ছে, আমি তাঁর থেকে একটু পিছু সরে দাঁড়ালাম। ওহী অবতরণ শেষ হল। তারপর তিনি বললেন : (মহান আল্লাহর বাণী) : তোমাকে তারা রহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, 'রহ আমার প্রতিপালকের আদেশ.....' (১৭ : ৮৫)।

## ٢.٧٨ بَابُ الْإِقْتِداءِ بِأَفْعَالِ النَّبِيِّ ﷺ

৩০৭৮. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর কাজকর্মের অনুসরণ

٦٨.. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَتَبَذَّهُ وَقَالَ إِنِّي لَنْ أَبْسَأَ أَبَدًا فَتَبَذَّ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ-

৬৮০০ আবু নুআয়ম (র).....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একটি স্বর্ণের আংটি বানিয়েছিলেন। (তাঁর দেখাদেখি) লোকেরাও স্বর্ণের আংটি বানিয়েছিল। এরপর (একদিন) নবী ﷺ বললেন : আমি অবশ্য স্বর্ণের আংটি বানিয়েছিলাম- তারপর তিনি তা ছুড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন : আমি আর কোন দিনই তা পরিধান করব না। ফলে লোকেরা তাদের আংটিগুলো ছুড়ে ফেলে দিল।

٢.٧٩ بَابُ مَا يُخْرَهُ مِنَ التَّسْعِمُقِ وَالتَّنَازُعِ وَالْغُلُوِ فِي الدِّينِ وَالْبَدْعِ لِقَوْلِهِ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَقْلُوْا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوْا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ

৩০৭৯. অনুচ্ছেদ : দীনের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত কঠোরতা অবলম্বন, তর্ক-বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া, বাড়াবাড়ি করা এবং বিদ্যাত অপছন্দনীয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : হে কিতাবীরা! তোমরা দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ব্যৱীত বলো না ..... (৪ : ১৭১)

**٦٨.١** حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تُوَاصِلُوا إِنَّكُمْ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْكُمْ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَلَمْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوَصَالِ قَالَ فَوَاصِلُ بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَيْنِ أَوْ لَيْلَتَيْنِ ثُمَّ رَأَوَا الْهِلَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ تَأْخُرُ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ كَالْمُنْكَلِ لَهُمْ -

**৬৮০১** আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা (ইফতার না করে) লাগাতার রোয়া পালন করো না। সাহাবীরা বললেন, আপনি তো (ইফতার না করে) লাগাতার রোয়া পালন করেন। তিনি বললেন : আমি তোমাদের মতো নই। আমি এভাবে রাত শাপন করি যে, আমার প্রভু আমাকে পানাহার করান। কিন্তু তাঁরা লাগাতার রোয়া পালন করা থেকে বিরত হলো না। ফলে তাদের সঙ্গে নবী ﷺ ও দুইদিন অথবা (বর্ণনাকারী বলেছিলেন) দুই রাত লাগাতার রোয়া পালন করেন। এরপর তাঁরা (ঈদের) চাঁদ দেখতে পেলেন। তখন নবী ﷺ বললেন : যদি চাঁদ (আরও কয়েক দিন) দেরী করে উদিত হত, তাহলে আমিও (লাগাতার রোয়া পালন করে) তোমাদের রোয়ার সময়কে দীর্ঘায়িত করতাম, যেন তিনি তাঁদের কাজকে পছন্দ করলেন না।

**٦٨.٢** حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غَيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ خَطَبَنَا عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ أَجْرٍ وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعْلَقَةٌ فَقَالَ اللَّهُ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ يُقْرَأُ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانٌ أَلْأِيلِ وَإِذَا فِيهَا الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيْرِ إِلَيْهِ كَذَا فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبِلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَإِذَا فِيهَا ذَمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعُى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبِلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَإِذَا فِيهَا مَنْ وَالِيَ قَوْمًا بِغَيْرِ اذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبِلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا -

**৬৮০২** উমর ইব্ন হাফস ইব্ন গিয়াস (র) ..... ইব্রাহীম তায়মী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা বর্ণনা করেছেন যে, একবার আলী (রা) পাকা ইটে নির্মিত একটি মিস্বরে আরোহণ করে আমাদের

উদ্দেশ্যে খুত্বা পাঠ করলেন। তাঁর সঙ্গে একটি তরবারী ছিল, যার মাঝে একটি সহীফা ঝুলন্ত ছিল। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমাদের নিকট আল্লাহর কিতাব এবং যা এই সহীফাতে লিপিবদ্ধ আছে এ ছাড়া অন্য এমন কোন কিতাব নেই যা পাঠ করা যেতে পারে। তারপর তিনি তা খুললেন। তাতে উটের বয়স সম্পর্কে লেখা ছিল এবং লেখা ছিল যে, ‘আয়র’ (পৰ্বত) থেকে অমুক স্থান পর্যন্ত মদীনা হারাম (পবিত্র এলাকা) বলে বিবেচিত হবে। যে কেউ এখানে কোন অন্যায় করবে তার উপর আল্লাহর, ফেরেশ্তাকুল ও সমস্ত মানব সম্প্রদায়ের অভিসম্পাত। আর আল্লাহ তা‘আলা তার ফরয ও নফল কোন ইবাদতই কবুল করবেন না এবং তাতে আরও ছিল যে, এখানকার সকল মুসলমানের নিরাপত্তা একই পর্যায়ে। একজন নিম্ন পর্যায়ের ব্যক্তিও (অন্য কাউকে) নিরাপত্তা প্রদান করতে পারবে। যদি কোন ব্যক্তি অপর একজন মুসলমানের প্রদত্ত নিরাপত্তাকে লংঘন করে, তাহলে তার উপর আল্লাহর, ফেরেশ্তাকুলের ও সমস্ত মানব সম্প্রদায়ের লানত (অভিসম্পাত)। আল্লাহ তা‘আলা তার ফরয ও নফল কোন ইবাদতই কবুল করবেন না। তাতে আরও ছিল, যদি কোন ব্যক্তি তার (আযাদকারী) মনিবের অনুমতি ছাড়া অন্য কাউকে নিজের (গোলাম থাকাকালীন সময়ের) মনিব বলে উল্লেখ করে, তাহলে তার উপর আল্লাহর, ফেরেশ্তাকুলের ও সমস্ত মানব সম্প্রদায়ের অভিসম্পাত। আর আল্লাহ তা‘আলা তার ফরয, নফল কোন ইবাদতই গ্রহণ করবেন না।

٦٨.٣ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَمْشُ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا تَرَخَّصَ فِيهِ وَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَشْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَا عَلِمْتُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُهُمْ لَهُ خَشْيَةً -

৬৮০৩ উমর ইবন হাফ্স (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ নিজে একটি কাজ করলেন এবং তাতে তিনি অবকাশ দিলেন। তবে কিছু লোক এর থেকে বিরত রইল। নবী ﷺ-এর কাছে এ সংবাদ পৌছল। তিনি আল্লাহর হামদ ও ছানা পাঠ করলেন, তারপর বললেন : লোকদের কি হল যে, তারা এমন কাজ থেকে বিরত থাকে যা আমি নিজে করি। আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহ সম্পর্কে তাদের থেকে অধিক জানি এবং আমি তাদের তুলনায় আল্লাহকে অধিক ভয় করি।

٦٨.٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ عَنْ نَافِعٍ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي مُلِيْكَةَ قَالَ كَادَ الْخَيْرَانَ أَنْ يَهْلِكَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ لَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ بَنِيَ تَمِيمٌ أَشَارَ أَحَدُهُمَا بِالْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسِ الْحَنْظَلِيِّ أَخِيَّ بَنِي مُجَاشِعٍ وَأَشَارَ الْأَخْرَ بِغَيْرِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ إِنَّمَا أَرَدْتَ خِلَافَتِي فَقَالَ عُمَرُ مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ فَارْتَفَعَ أَصْوَاتُهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَزَّلَتْ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ إِلَى قَوْلِهِ عَظِيمٌ وَقَالَ أَبْنُ أَبِي مُلِيْكَةَ قَالَ أَبْنُ الزُّبَيرِ فَكَانَ عُمَرُ بَعْدُ

وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ عَنْ أَبِيهِ بَعْنَى أَبَا بَكْرٍ إِذَا حَدَّثَ النَّبِيُّ ﷺ بِحَدِيثٍ حَدَّثَهُ كَأْخِي السِّرَارِ لَمْ يُسْمِعْهُ حَتَّى يَسْتَفِهَهُ۔

**৬৮০৪** মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র) ..... ইব্ন আবু মুলায়কা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুইজন অতি ভাল লোক ধর্মসের কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিলেন। তাঁরা হলেন আবু বকর (রা) ও উমর (রা)। বনী তামীমের প্রতিনিধি দল যখন নবী ﷺ-এর কাছে আসল, তখন তাদের একজন [উমর (রা)] আকরা ইব্ন হাবিস হানযালী নামে বনী মুজাশে গোত্রের ভাতা জনেক ব্যক্তির দিকে ইশারা করলেন, অপরজন [আবু বকর (রা)] অন্য আর একজনের প্রতি ইশারা করলেন। এতে আবু বকর (রা) উমর (রা)-কে বললেন, আপনার ইচ্ছা হল আমার বিরোধিতা করা। উমর (রা) বললেন, আমি আপনার বিরোধিতার ইচ্ছা করিনি। নবী ﷺ-এর সামনে তাঁদের দু'জনেরই আওয়াজ বুলন্দ হয়ে যায়। ফলে (নিম্নোক্ত আয়াতটি) নাযিল হয় : হে মু’মিনগণ! তোমরা নবীর কর্তৃত্বের উপর নিজেদের কর্তৃত্বের ঝুঁক করবে না..... (৪৯ : ২)। ইব্ন আবু মুলায়কা বলেন, ইব্ন যুবায়র (রা) বর্ণনা করেন যে, এরপরে উমর (রা) যখন নবী ﷺ-এর সাথে কোন কথা বলতেন, তখন গোপন বিষয়ের আলাপকারীর ন্যায় চুপে চুপে বলতেন, এমন কি তা শোনা যেত না, যতক্ষণ নবী ﷺ তাঁর থেকে পুনরায় জিজ্ঞাসা না করতেন। এ হাদীসের রাবী ইব্ন যুবায়র তাঁর পিতা অর্থাৎ নানা আবু বকর (রা) থেকে উল্লেখ করেননি।

**৬৮.৫** حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي مَرَضِهِ مُرُواً أَبَا بَكْرٍ فَلَيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ ، قُلْتُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمَرَّ عَمَرٌ فَلَيُصَلِّ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلَيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُولِيَّ أَنَّ أَبَا بَكْرِ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمَرَّ عَمَرٌ فَلَيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْكُنْ لَأَنْتُنْ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلَيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْ خَيْرًا۔

**৬৮০৫** ইসমাইল (র)..... উম্মুল মু’মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অসুস্থতার সময় বললেন : তোমরা আবু বকরকে বল, লোকদের নিয়ে যেন সালাত আদায় করে নেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম যে, আবু বকর (রা) যদি আপনার স্থানে দাঁড়ান তাহলে কান্নার কারণে মানুষকে তার আওয়াজ শোনাতে পারবেন না। সুতরাং আপনি উমর (রা)-কে নির্দেশ দিন, তিনি যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি হাফসা (রা)-কে বললাম, তুমি বল যে, আবু বকর আপনার জায়গায় দাঁড়ালে কান্নার কারণে লোকদের তার আওয়াজ শোনাতে পারবেন না। সুতরাং আপনি উমর (রা)-কে নির্দেশ দিন। তিনি যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। হাফসা (রা) তাই করলেন। তখন

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা তো ইউসুফ (আ)-এর (বিভ্রান্তকারিণী) মহিলাদের ন্যায়। আবৃ বকরকে বল, তিনি যেন লোকদের নিয়ে নামায আদায় করেন। হাফসা (রা) আয়েশা (রা)-কে বললেন, আমি আপনার কাছ থেকে কখনই ভাল কিছু পাওয়ার মত নই।

٦٨.٦

حَدَّثَنَا أَدْمُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا  
الزُّهْرِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ السَّاعِدِ قَالَ جَاءَ عُويمِرُ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدَى قَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا  
وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ أَتَقْتُلُونَهُ بِهِ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ  
فَكَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَ فَرَجَعَ عَاصِمٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَرِهَ الْمَسَائِلَ  
فَقَالَ عُويمِرُ وَاللَّهِ لَا تَبِينَ النَّبِيَّ ﷺ فَجَاءَ وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ خَلْفَ عَاصِمٍ فَقَالَ  
لَهُ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ قُرْآنًا فَدَعَا مَا فَتَقَدَّمَا فَتَلَاعَنَاهُ ثُمَّ قَالَ عُويمِرُ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا  
رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَمْسَكْتُهَا فَفَارَقَهَا وَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ ﷺ بِفِرَاقِهَا فَجَرَتِ السُّتْنَةُ فِي  
الْمُتَلَاعِنِيْنِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْظُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيرًا مِثْلَ وَحْرَةٍ فَلَا  
أَرَاهُ إِلَّا قَدْ كَذَبَ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَعْيَنَ ذَا إِلْيَتِيْنِ فَلَا أَحْسِبُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا  
فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْأَمْرِ الْمَكْرُوْهِ -

**৬৮০৬** আদাম (র)..... সাহল ইব্ন সাদ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উওয়ায়মির (রা) আসিম ইব্ন আদীর কাছে এসে বলল, আচ্ছা বলুন তো, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অন্য কাউকে পায় এবং তাকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে এর জন্য (কিসাস হিসাবে) আপনারা কি তাকে হত্যা করবেন? হে আসিম! আপনি আমার জন্য এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজাসা করুন। তিনি জিজাসা করলে নবী ﷺ এহেন বিষয় সম্পর্কে জিজাসা করাকে অপছন্দ করলেন এবং দৃষ্টণীয় মনে করলেন। আসিম (রা) ফিরে এসে তাকে জানাল যে, নবী ﷺ বিষয়টিকে খারাপ মনে করেছেন। উওয়ায়মির (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি নিজেই নবী ﷺ-এর নিকট যাব। তারপর তিনি আসলেন। আসিম (রা) চলে যাওয়ার পরেই আল্লাহ তা'আলা কুরআনের আয়াত নাযিল করেছেন। নবী ﷺ তাকে বললেন : তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের আয়াত নাযিল করেছেন। তিনি তাদের দু'জনকেই (সে ও তার স্ত্রী) ডাকলেন। তারা উপস্থিত হল এবং 'লিংআন' করল। তারপর উওয়ায়মির (রা) বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আমি তাকে আটকিয়ে রাখি তাহলে তো আমি তার উপর মিথ্যারোপ করেছি, এ বলে তিনি তার সাথে বিবাহ বন্ধনকে ছিন্ন করলেন। অবশ্য নবী ﷺ তাকে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করতে বলেননি। পরে 'লিংআন'কারীদের মাঝে (বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার) এ প্রথাই প্রচলিত হয়ে পড়ে। নবী ﷺ (মহিলাটি সম্পর্কে) বললেন : একে লক্ষ্য রেখ, যদি সে খাটো ওয়াহারার (এক জাতীয় পোকা) ন্যায় লালচে সন্তান প্রসব করে, তাহলে আমি মনে করব উওয়ায়মির মিথ্যাই বলেছে। আর যদি সে কাল চোখবিশিষ্ট ও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ নিতুষ্ঠারী সন্তান প্রসব করে, তাহলে মনে করব উওয়ায়মির তার সম্পর্কে সত্যই বলেছে। পরে সে অবাঞ্ছিত সন্তানই প্রসব করে।

٦٨٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْيَتُ حَدَّثَنِيْ عُقِيلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أُوْسٍ التَّصْرِيُّ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيرٍ بْنُ مُطْعِمٍ ذَكَرَ لِي ذِكْرًا مِنْ ذَلِكَ ، فَدَخَلْتُ عَلَى مَالِكٍ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ انْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ أَتَاهُ حَاجِبٌ يَرْفَأُ فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عُتْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيرِ وَسَعْدٍ يَسْتَأْذِنُونَ قَالَ نَعَمْ فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا قَالَ هَلْ لَكَ فِي عَلَىٰ وَعَبَّاسٍ فَادَنَ لَهُمَا قَالَ الْعَبَّاسُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِقْضِي بَيْنِيْ وَبَيْنَ الظَّالِمِ اسْتَبَّا فَقَالَ الرَّهْطُ عُتْمَانَ وَأَصْحَابُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِقْضِي بَيْنَهُمَا وَأَرْجِعْ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ ، فَقَالَ اتَّئِدُوكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَفْسَهُ ، قَالَ الرَّهْطُ قَدْ قَالَ ذَلِكَ ، فَاقْبَلَ عُمَرُ عَلَىٰ عَلَىٰ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ انْشُدُوكُمَا بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ذَلِكَ ؟ قَالَ أَنَّعَمْ ، قَالَ عُمَرُ فَاتَّيَ مُحَمَّدَ كُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ ﷺ فِي هَذَا الْمَالِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ ، قَالَ اللَّهُ : مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ أُلْيَاءَ ، فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ وَاللَّهُ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ وَلَا اسْتَأْثَرَهَا عَلَيْكُمْ وَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَبَثَّهَا فِيْكُمْ حَتَّىٰ بَقَىٰ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْفَقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقَىٰ فَيَجْعَلُهُ مَجْعُلَ مَالِ اللَّهِ ، فَعَمِلَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَلِكَ حَيَاتَهُ انْشُدُوكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ ؟ قَالُوا نَعَمْ ، ثُمَّ قَالَ لَعَلَىٰ وَعَبَّاسٍ انْشُدُوكُمَا بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانَ ذَلِكَ ؟ قَالَ أَنَّعَمْ ، ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيُّهُ ﷺ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَبَضَهَا أَبُو بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنْتُمَا حِينَئِذٍ قَاقْبَلَ عَلَىٰ عَلَىٰ وَعَبَّاسٍ تَزَعَّمَانَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ فِيهَا كَذَا وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ فِيهَا صَادِقٌ بَارِ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ، ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ فَقَبَضَتُهَا سَنَتِيْنِ أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ ثُمَّ جِئْتُمَايِّنِي وَكَلِمَتُكُمَا عَلَىٰ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٍ ، جِئْتُنِي تَسْأَلِنِي نَصِيبُكَ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ ، وَأَتَانِيْ هَذَا يَسْأَلِنِي نَصِيبُ امْرَاتِهِ مِنْ أَبِيهَا فَقُلْتُ إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُمَا إِلَيْكُمَا حَتَّىٰ أَنَّ عَلَيْكُمَا

عَهْدُ اللَّهِ وَمِنْ ثَقَهُ تَعْمَلَانِ فِيهِ بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ وَبِمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرٌ، وَبِمَا عَمِلْتُ فِيهَا مُنْذُ وَلَيْتُهَا، وَالْأَفْلَاثُ كَلِمَاتٍ فِيهَا، فَقُلْتُمَا إِذْفَعْهَا إِلَيْنَا بِذَلِكَ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ، أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ، قَالَ الرَّهْطُ نَعَمْ، فَاقْبِلْ عَلَى عَلَى وَعَبَاسٍ، فَقَالَ أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ أَفَتَلْتَمِسَانِ مِنْيَ قَضَاءَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَوَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاءَ غَيْرَ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعُهَا إِلَيْ فَإِنَّ أَكْفِيْكُمَا هَا-

**৬৮০৭** আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... ইবন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মালিক ইবন আওস নায়রী (র) আমাকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অবশ্য মুহাম্মদ ইবন জুবায়র ইবন মুতঙ্গি এ সম্পর্কে কিছু কথা বলেছিলেন। পরে আমি মালিকের নিকট যাই এবং তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তখন তিনি বলেন, উমর (রা)-এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে তাঁর দরবারে উপস্থিত হলাম। এমন সময় তাঁর দ্বাররক্ষক ইয়ারফা এসে বলল, উসমান, আবদুর রহমান, যুবাইর এবং সাদ (রা) আসতে চাচ্ছেন। আপনার পক্ষ থেকে অনুমতি আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর তাঁরা প্রবেশ করলেন এবং সালাম দিয়ে আসন গ্রহণ করলেন। দ্বাররক্ষক (পুনরায় এসে) বলল, আলী এবং আববাসের ব্যাপারে আপনার অনুমতি আছে কি? তিনি তাদের উভয়কে অনুমতি দিলেন। আববাস (রা) এসে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার ও সীমালংঘনকারীর মাঝে ফায়সালা করে দিন। এবং তারা পরম্পরে গালমন্দ করলেন। তখন দলটি বললেন উসমান ও তাঁর সঙ্গীরা, হে আমীরুল মু'মিনীন! এ দু'জনের মাঝে ফায়সালা করে দিয়ে একজনকে অপরজন থেকে শান্তি দিন। উমর (রা) বললেন, আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন। আমি আপনাদেরকে সেই আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি যার ভুক্তে আসমান ও যমীন স্থানে বিদ্যমান, আপনারা কি এ কথা জানেন? যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেনঃ আমাদের সম্পদ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন হয় না, আমরা যা রেখে যাই তা সাদাকা হিসাবে গণ্য হয়। এ কথা দ্বারা নবী ﷺ নিজেকেই উদ্দেশ্য করেছিলেন। (আগত) দলের সকলেই বললেন, হ্যাঁ তিনি এ কথা বলেছিলেন। তারপর উমর (রা) আলী ও আববাস (রা)-এর দিকে ফিরে বললেন, আপনাদের দু'জনকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা বলেছিলেনঃ তাঁরা দু'জনেই বললেন, হ্যাঁ। উমর (রা) বললেন, আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা এই সম্পদের একাংশ তাঁর রাসূল ﷺ-এর জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন, অপর কারো জন্য দেওয়া হয়নি। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ ইহুদীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যে ফায় দিয়েছেন তার জন্য তোমরা ঘোড়া কিংবা উটে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি.....(৫৯ : ৬)। সুতরাং এ সম্পদ একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। তারপর আল্লাহর কসম! তিনি আপনাদেরকে বাদ দিয়ে এককভাবে নিজের জন্য তা সঞ্চিত করে রাখেননি, কিংবা এককভাবে আপনাদেরকে দিয়ে দেননি। বরং তিনি আপনাদের সকলকেই তা থেকে প্রদান করেছেন এবং সকলের মাঝে

বন্টন করে দিয়েছেন। অবশ্যে তা থেকে এই পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট রয়েছে। নবী ﷺ এই সম্পদ থেকে তাঁর পরিবার-পরিজনের জন্য তাদের বছরের খরচ দিতেন। এরপর যা অবশিষ্ট থাকত তা আল্লাহর মাল যে পথে ব্যয় হয় সে পথে ব্যয়ের জন্য রেখে দিতেন। নবী ﷺ তাঁর জীবদ্ধশায় এরূপ করতেন। আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি! আপনারা কি এ সম্পর্কে অবগত আছেন? সকলেই বললেন, হ্যাঁ। তারপর আলী (রা) ও আব্বাস (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহর কসম দিয়ে আপনাদের দু'জনকে জিজ্ঞাসা করছি! আপনারা কি এ সম্পর্কে জানেন? তারা দু'জনেই বললেন, হ্যাঁ। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ-কে ওফাত দান করলেন। তখন আবৃ বকর (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীভিষিক্ত। অতএব তিনি সে সম্পদ অধিগ্রহণ করলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ যে খাতে এ সম্পদ খরচ করতেন তিনিও হৃষি সেভাবেই খরচ করতেন। আপনারা তখন ছিলেন। তারপর আলী (রা) ও আব্বাস (রা)-এর দিকে ফিরে বললেন, আপনারা দু'জন তখনও মনে করতেন যে আবৃ বকর (রা) এ ব্যাপারে এরূপ ছিলেন। আল্লাহ জানেন তিনি এ ব্যাপারে সত্যবাদী, সৎপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ ও হক্কের অনুসারী ছিলেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা আবৃ বকর (রা)-কেও ওফাত দিলেন। তখন আমি বললাম, এখন আমি আবৃ বকর ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীভিষিক্ত। সুতরাং দু'বছর আমি তা আমার তত্ত্বাবধানে রাখলাম এবং আবৃ বকর (রা) ও রাসূলুল্লাহ ﷺ তা যে খাতে ব্যয় করতেন, আমিও অনুরূপ করতে লাগলাম। তারপর আপনারা দু'জন আমার কাছে এলেন। আপনাদের দু'জনের একই কথা ছিল, দাবিও ছিল অভিন্ন। আপনি এসেছিলেন স্থীর পৈতৃক সৃত্রে প্রাপ্ত অংশ আদায় করে নেওয়ার দাবি নিয়ে। আমি বললাম, যদি আপনারা চান তাহলে আমি আপনাদেরকে তা দিয়ে দিতে পারি, তবে এ শর্তে যে, আপনারা আল্লাহর নামে এই অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রূতিতে আবদ্ধ হবেন যে, এ সম্পদ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবৃ বকর (রা) যে ভাবে ব্যয় করতেন এবং আমি এর দায়িত্বভাব গ্রহণ করার পর যেভাবে তা ব্যয় করেছি, আপনারাও অনুরূপভাবে ব্যয় করবেন। তখন আপনারা দু'জনে বলেছিলেন, এ শর্তেই আপনি তা আমাদের হাতে অর্পণ করুন। ফলে আমি তা আপনাদের কাছে সোপর্দ করে দিয়েছিলাম। আল্লাহর কসম দিয়ে আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি! আমি কি সেই শর্তের উপর এদের কাছে সে সম্পদ দিয়ে দেইনি? সকলেই বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি আলী (রা) ও আব্বাস (রা)-এর দিকে ফিরে বললেন, আল্লাহর কসম দিয়ে আপনাদের দু'জনকে জিজ্ঞাসা করছি! আমি কি ঐ শর্তে আপনাদেরকে সে সম্পদ দিয়ে দেইনি? তাঁরা দু'জন বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, আপনারা কি আমার কাছ থেকে এর ভিন্ন কোন মিমাংসা পেতে চান? সে স্বত্ত্বার কসম করে বলছি, যাঁর নির্দেশে আকাশ ও যমীন স্বস্তানে বিদ্যমান, কিয়ামতের পূর্বে আমি এ ব্যাপারে নতুন কোন মিমাংসা করব না। যদি আপনারা এর তত্ত্বাবধানে অক্ষম হন, তাহলে তা আমার নিকট ফিরিয়ে দিন। আপনাদের দু'জনের স্থলে আমি একাই এর তত্ত্বাবধানের জন্য যথেষ্ট।

### ٣٠٨. بَابُ إِثْمٍ مِنْ أَوَّلِي مُحْدِثِي، رَوَاهُ عَلَىٰ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৩০৮০. অনুচ্ছেদ : বিদআত-এর প্রবর্তকদের আশ্রয়দানকারীর অপরাধ। আলী (রা) নবী ﷺ থেকে এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন

٦٨.٨ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قُلْتُ لَأَنَّسَ أَحَرَمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ ؟ قَالَ نَعَمْ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا

মَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، قَالَ عَاصِمٌ فَأَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ أَوْ أَوْيَ مُحَدِّثًا -

**৬৮০৮** মূসা ইব্ন ইসমাইল (র)..... আসিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, নবী ﷺ কি মদীনাকে হারাম (সংরক্ষিত এলাকা) হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। উত্তরে তিনি বললেন, হ্যা, অমুক স্থান থেকে অমুক স্থান পর্যন্ত। এ এলাকার কোন গাছ কাটা যাবে না, আর যে ব্যক্তি এখানে বিদ্যাত সৃষ্টি করবে। তার উপর আল্লাহ তা'আলা, ফেরেশ্তা ও সকল মানব সম্প্রদায়ের লাভ। আসিম বলেন, আমাকে মূসা ইব্ন আনাস বলেছেন, বর্ণনাকারী ও সকল মানব সম্প্রদায়ের লাভ। আওয়াই মুহাদ্দিস।

### ৩.৮১ بَابُ مَا يُذَكَّرُ مِنْ ذَمِ الرَّأْيِ وَتَكْلِيفِ الْقِيَاسِ وَقَوْلُ اللَّهِ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ

৩০৮১. অনুজ্জেদ : মনগড়া মত ও ডিভিহীন কিয়াস নিন্দনীয়। আর আল্লাহ তা'আলাৰ বাণী : যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ করো না....(১৭ : ৩৬)।

**৬৮.৯** حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ حَجَّ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْزَعُ الْعِلْمَ بَعْدَ أَنْ أَعْطَاهُ كُمُوهُ اِنْتِزَاعًا ، وَلَكِنَّ يَنْتَزِعُهُ عَنْهُمْ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَالٌ يُسْتَفْتَنُونَ فَيَقُولُونَ بِرَأِيهِمْ فَيَضْلُلُونَ وَيُضْلَلُونَ فَحَدَّثَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو حَجَّ بَعْدُ فَقَالَتْ يَا أَبْنَ أَخْتِي انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَاسْتَثْبِتْ لِي مِنْهُ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْهُ فَجَئْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِي بِهِ كَنْحُوا مَا حَدَّثَنِي فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا فَعَجِبَتْ فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَقَدْ حَفِظَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو -

**৬৮০৯** সাঈদ ইব্ন তালীদ (র) ..... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) আমাদের এ দিক দিয়ে হজ্জ যাচ্ছিলেন। আমি শুনতে পেলাম, তিনি বলছেন যে, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে ইল্ম দান করেছেন, তা হঠাতে করে ছিনিয়ে নেবেন না বরং ইল্মের বাহক উলামায়ে কিরামকে তাদের ইলমসহ তুলে নেবেন। তখন শুধুমাত্র মূর্খ লোকেরা অবশিষ্ট থাকবে। তাদের কাছে ফাত্ওয়া চাওয়া হবে। তারা মনগড়া ফাত্ওয়া দেবে। ফলে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে, অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। উরওয়া (রা) বলেন, আমি এ হাদীসটি নবী ﷺ-এর সহধর্মীণী আয়েশা (রা)-কে বললাম। তারপর আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) পুনরায় হজ্জ করতে এলেন। তখন আয়েশা (রা) আমাকে বললেন, হে ভাগ্নে! তুমি আবদুল্লাহর কাছে যাও এবং তার থেকে যে হাদীসটি তুমি আমাকে বর্ণনা

করেছিলে, তার সত্যাসত্য পুনরায় তাঁর নিকট থেকে যাচাই করে আস। আমি তাঁর নিকট গেলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে ঠিক সে রূপই বর্ণনা করলেন, যেরূপ পূর্বে বর্ণনা করেছিলেন। আমি আয়েশা (রা)-র কাছে ফিরে এসে এ কথা জানলাম। তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম! আবদুল্লাহ ইব্ন আম্র (রা) ঠিকই শ্বরণ রেখেছে।

٦٨١. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا وَائِلَ هَلْ شَهِدْتَ صِفِينْ؟ قَالَ نَعَمْ، فَسَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَقُولُ حَ وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا رَأِيكُمْ عَلَى دِيْنِكُمْ لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَلَوْ أَسْتَطَعْتُ إِنْ أَرْدَأَ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَرَدَدْتُهُ وَمَا وَضَعْنَا سِيْهَفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا إِلَى أَمْرٍ يُفْظَعُنَا إِلَّا أَسْهَلْنَا بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ غَيْرَ هَذَا الْأَمْرِ قَالَ وَقَالَ أَبُو وَائِلٍ شَهِدْتُ صِفِينْ وَبَيْتَ صِفِونَ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اتَّهِمُوا رَأِيكُمْ يَقُولُ مَالَمْ يَكُنْ فِيهِ كِتَابٌ وَلَا سُنْنَةٌ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُفْتَنَ -

৬৮১০ আবদান (র)..... আমাস (র) বলেন। আমি আবু ওয়ায়েলকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি সিফ্ফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। মূসা ইব্ন ইসমাইল... সাহল ইব্ন হুমায়ফ (রা) বলেন, হে লোকেরা! দীনের ব্যাপারে তোমাদের মনগড়া মতামতকে নির্ভরযোগ্য মনে করো না। কেননা আবু জান্দাল দিবসে (হুদায়বিয়ার দিবসে) আমার এমন মনে হচ্ছিল যে, যদি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করতে পারতাম, তাহলে অবশ্যই আমি তা প্রত্যাখ্যান করতাম। যে কোন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির জন্য আমরা যখনই তরবারী কাঁধে ধারণ করেছি, তখনই তরবারী আমাদের কান্তিক্ষণ লক্ষ্যের দিকে পথ সুগম করে দিয়েছে। বর্তমান বিষয়টি স্বতন্ত্র। রাবী বলেন, আবু ওয়ায়েল (রা) বলেছেন, আমি সিফ্ফীনের যুদ্ধে শরীক ছিলাম; বড়ই মন্দ ছিল সিফ্ফীনের লড়াই।

٣٠٨٢. بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسَأَلُ مِمَّا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي أَوْ لَمْ يُجِبْ حَتَّى يُنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ وَلَمْ يَقُلْ بِرَأْيِي وَلَا بِقِيَاسِي ، لِقَوْلِهِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ سُنْنَلِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الرُّوحِ فَسَكَتَ حَتَّى نَزَلتْ

৩০৮২. অনুচ্ছেদ ৪: ওহী অবতীর্ণ হয়নি এমন কোন বিষয়ে নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন ৪: আমি জানি না কিংবা সে ব্যাপারে ওহী অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোন জবাব দিতেন না এবং তিনি ব্যক্তিগত মতের উপর ভিত্তি করে কিংবা অনুমান করে কিছু বলতেন না। কেননা, আল্লাহ তা'আলার বাণী ৪: আল্লাহ আপনাকে যা কিছু জানিয়ে দিয়েছেন তার ঘারা (ফয়সালা করুন)। ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, নবী ﷺ-কে রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে ওহী অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত তিনি চুপ ছিলেন

٦٨١١ حَدَّثَنَا عَلَىُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَرَضْتُ فَجَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ يَعْوَدْنِي وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَا شِيَانٌ فَاتَّانِي وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَىٰ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَىٰ فَافَقَتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَبِّمَا قَالَ سُفِيَّانُ فَقُلْتُ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي ، كَيْفَ أَصْنِعُ فِي مَالِي ، قَالَ فَمَا أَجَابَنِي بِشَيْءٍ حَتَّىٰ نَزَّلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ

٦٨١٢ آলী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অসুস্থ ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর (রা) আমাকে দেখতে এলেন। তাঁরা দুজনেই হেঁটে এসেছিলেন। তাঁরা যখন আমার কাছে আসলেন, তখন আমি বেহশ অবস্থায় ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ ওযুক্ত করলেন এবং ওয়ুর পানি আমার উপর ঢেলে দিলেন। ফলে আমি ঝুঁশ ফিরে পেলাম। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বর্ণনাকারী সুফিয়ান কোন কোন সময় বলতেন হে আল্লাহর রাসূল, আমার সম্পদের ব্যাপারে কি ফায়সালা করব? আমার সম্পদগুলো কি করব? তিনি আমাকে কোন জবাব দিলেন না, অবশেষে মীরাসের আয়ত নায়িল হল।

২.৮৩ بَابُ تَعْلِيمِ النَّبِيِّ ﷺ أَمْتَهُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِمَّا عَلِمَ اللَّهُ لَيْسَ بِرَأِيٍّ وَلَا تَمْثِيلٌ

৩০৮৩. অনুচ্ছেদ ৪: নবী ﷺ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাঁর উত্তদেরকে সে বিষয়েরই শিক্ষা দিতেন, যা আল্লাহ তাঁকে শিখিয়ে দিতেন, ব্যক্তিগত মত বা দৃষ্টিভঙ্গের উপর ভিত্তি করে নয়

٦٨١٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَاتِيْكَ فِيهِ ، تُعْلَمُنَا مِمَّا عَلَمَكَ اللَّهُ ، فَقَالَ اجْتَمِعُنَّ فِي يَوْمٍ كَذَا وَكَذَا فِي مَكَانٍ كَذَا وَكَذَا فَاجْتَمِعُنَّ فَاتَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ فَعَلِمُهُنَّ مِمَّا عَلِمَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ كُنَّ امْرَأَةً تُقْدِمُ بَيْنَ يَدِيهَا مِنْ وَلَدَهَا ثَلَاثَةً إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ اثْنَيْنِ فَالَّذِي فَاعْدَتْهُمْ مَرْتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَإِثْنَيْنِ وَإِثْنَيْنِ -

৬৮১২ মুসান্দাদ (র)..... আবু সাউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনেকা মহিলা নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার হাদীস তো কেবলমাত্র পুরুষ শুনতে পায়। সুতরাং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিন, যে দিন আমরা আপনার নিকট আসব, আল্লাহ আপনাকে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে আপনি আমাদের শিক্ষা দেবেন। তিনি বললেন : তোমরা অমুক অমুক দিন

অমুক অমুক স্থানে সমবেত হবে। তারপর (নির্দিষ্ট দিনে) তাঁরা সমবেত হলেন এবং নবী ﷺ তাদের কাছে এলেন এবং আল্লাহ তাঁকে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে তাদের শিক্ষা দিলেন। এবং বললেন : তোমাদের কেউ যদি সন্তানদের থেকে তিনটি সন্তান আগে পাঠিয়ে দেয় (মতুবরণ করে) তাহলে এ সন্তানরা তার জন্য জাহান্নামের পথে অন্তরায় হয়ে যাবে। তাদের মাঝ থেকে একজন মহিলা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি দু'জন হয়? বর্ণনাকারী বলেন, মহিলা কথাটি পরপর দুইবার জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর নবী ﷺ বললেন : দু'জন হলেও, দু'জন হলেও, দু'জন হলেও।

## ২.৪ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ لِلنَّاسِ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ

৩০৮৪. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বাণী : আমার উম্মতের মাঝে এক জামাআত সর্বদাই হকের উপর বিজয়ী থাকবেন। আর তাঁরা হলেন আহলে ইলম (দীনি ইলমে বিশেষজ্ঞ)

٦٨١٣ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ عَنْ اسْمَعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شَعْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ لِلنَّاسِ قَالَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّىٰ يَاتِيهِمُّ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ-

**৬৮১৩** উবায়দুল্লাহ ইবন মূসা (র)..... মুগীরা ইবন শুবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-বলেছেন : আল্লাহর হৃকুম অর্থাৎ কিয়ামত আসা পর্যন্ত আমার উম্মতের এক জামাআত সর্বদাই বিজয়ী থাকবে। আর তাঁরা হলেন (সেই দল যারা প্রতিপক্ষের উপর) প্রভাবশালী।

٦٨١٤ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يُخْطُبُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ لِلنَّاسِ يَقُولُ : مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّهُهُ فِي الدِّينِ وَأَنَّمَا أَنَا قَاسِمُ وَيَعْطِي اللَّهُ وَلَنْ يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ أَوْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -

**৬৮১৪** ইসমাঈল (র)..... মুআবিয়া ইবন আবু সুফয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন। আমি তো (ইলমের) বন্টনকারী মাত্র; আল্লাহ তা প্রদান করে থাকেন। এ উম্মতের কর্মকাণ্ড কিয়ামত পর্যন্ত কিংবা বলেছিলেন, মহান আল্লাহ তা'আলার হৃকুম আসা পর্যন্ত (সত্যের উপর) সুদৃঢ় থাকবে।

## ২.৫ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ : أَوْ يَلْبِسُكُمْ شِيَعًا

৩০৮৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে..... (৬ : ৬৫)

٦٨١٥ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَمَّا نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ لِلنَّاسِ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ

عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ قَالَ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ قَالَ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ : أَوْ يَلْبِسُكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ قَالَ هَاتَانِ أَهْوَنُ أَوْ أَيْسَرُ -

**৬৮১৫** আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর এই আয়াত : বল, তিনি সক্ষম তোমাদের উর্ধ্বদেশ থেকে শান্তি প্রেরণ করতে.... নায়িল হল, তখন তিনি বললেন : (হে আল্লাহ!) আমি আপনার কাছে (এহেন আয়ার থেকে) আশ্রয় প্রার্থনা করি (তারপর যখন নায়িল হল) অথবা তোমাদের পায়ের নিচে থেকে। তখনও তিনি বললেন : (হে আল্লাহ!) আমি আপনার নিকট (এহেন আয়ার থেকে) আশ্রয় প্রার্থনা করি। এরপর যখন অবর্তীর্ণ হল : অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে এবং একদলকে অপর দলের সংঘর্ষের আস্তাদ গ্রহণ করাতে তখন তিনি বললেন : এ দুটি অপেক্ষাকৃত নরম অথবা বলেছেন : সহজ।

## ٢.٨٦ بَابُ مَنْ شَبَّهَ أَصْلًا مَعْلُومًا بِأَصْلٍ مُبِينٍ قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ حُكْمَهَا لِيَفْهَمَ السَّائِلَ

৩০৮৬ অনুচ্ছেদ : কোন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্নকারীকে সুম্পষ্টরূপে বুঝিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সুম্পষ্ট হৃকুম বর্ণিত আছে এরূপ কোন বিষয়ের সাথে অন্য আর একটি বিষয়ের নিয়ম মোতাবেক তুলনা করা

**٦٨١٦** حَدَّثَنَا أَصْبَحُ بْنُ الْفَرَاجِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيَاً أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِيْ وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ وَأَنِّي أَنْكِرْتُهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ لَكَ مِنْ أَبِلٍ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَمَا الْوَانُهَا قَالَ حُمْرَ ، قَالَ هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ ؟ قَالَ إِنَّ فِيهَا لَوْرَقًا ، قَالَ فَإِنِّي تُرِيَ ذَلِكَ جَاءَهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِرْقُ نَزَعَهَا قَالَ وَلَعَلَّ هَذَا عِرْقُ نَزَعَهُ وَلَمْ يَرْخِصْ لَهُ فِي الْأَنْتِفَاءِ مِنْهُ -

**৬৮১৬** আসবাগ ইবন ফারজ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমার স্ত্রী একটি কালো সন্তান প্রসব করেছে। আর আমি তাকে (আমার সন্তান হিসাবে) অঙ্গীকার করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার কি উট আছে? সে বলল, হ্যাঁ আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সেগুলোর কি রঙ? সে বলল, লাল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সেগুলোর মাঝে সাদা কালো মিশ্রিত রঙের কোন উট আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ, সাদা কালো মিশ্রিত রঙের অনেকগুলোই আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এ রং কি করে এল বলে তুমি মনে কর? সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বৎশের পূর্ব সূত্রের প্রভাবে এরূপ হয়েছে। তিনি বললেন : সম্ভবত তোমার সন্তানও বৎশের পূর্ব সূত্রের প্রভাবে এরূপ হয়েছে (অর্থাৎ পূর্বপুরুষের কারো বর্ণ কালো ছিল বলে এ সন্তান কালো হয়েছে) এবং তিনি এ সন্তানকে অঙ্গীকার করার অনুমতি তাকে দিলেন না।

٦٨١٧ حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّيْ نَذَرَتْ أَنْ تَحْجُّ فَمَا تَحْكُمُ قَبْلَ أَنْ تَحْجُّ، أَفَأَحْجُّ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ حُجَّى عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دِينٌ أَكْنَتْ قَاضِيَّةً؟ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ وَأَفْضُوا إِلَيْهِ لَهُ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ-

٦٨١٨ مুসাদ্দাদ (র)..... ইব্ন আবু আবাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈকা মহিলা নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমার মাতা হজ্জ করার মানত করেছিলেন। এরপর তিনি হজ্জ করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। এখন আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করে দেব? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করে দাও। মনে কর যদি তার উপর খণ্ড থাকত তাহলে কি তুমি তা আদায় করতে? সে বলল, নিশ্চয়ই। তিনি বললেন : অতএব তার উপর যে মানত রয়েছে তা তুমি আদায় করে দাও। আল্লাহু তা'আলা অধিক হক্মার, তাঁর মানত পূর্ণ করার।

٣.٨٧ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِجْتِهادِ الْقَضَاءِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ لِقَوْلِهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكُ هُمُ الظَّالِمُونَ، وَمَدَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبَ الْحِكْمَةِ حِينَ يَقْضِي بِهَا وَيَعْلَمُهَا لَا يَتَكَلَّفُ مِنْ قِبَلِهِ وَمُشَارِرَةِ الْخُلُفَاءِ وَسُؤَالِهِمْ أَهْلُ الْعِلْمِ-

৩০৮৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহু তা'আলা যা অবর্তীর্ণ করেছেন, তার আলোকে ফায়সালার মধ্যে ইজতিহাদ করা। কেননা, আল্লাহু তা'আলাৰ বাণী : আল্লাহু যা অবর্তীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই যালিম..... (৫ : ৪৫)। যারা হিক্মতের সাথে বিচার করে ও হেক্মতের তালীম দেন এবং মনগড়া কোন ফায়সালা করেন না, (একে হিক্মতের অধিকারী ব্যক্তির) নবী ﷺ প্রশংসা করেছেন। খলীফাদের সাথে পরামর্শ করা এবং বিচারকদের আহলে ইল্মদের কাছে জিজ্ঞাসা করা

٦٨١٨ حَدَّثَنِي شَهَابُ بْنُ عَبَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ اسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسْدَ إِلَّا فِي اثْنَتِيْنِ رَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَطَهُ عَلَى هَلْكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَآخَرُ أَتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيَعْلَمُهَا-

৬৮১৮ শিহাব ইব্ন আবু আবাদ (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : দুরকম লোক ছাড়া কারো প্রতি ঝীর্ষা করা বৈধ নয়। (এক) যাকে আল্লাহু তা'আলা সম্পদ দিয়েছেন এবং ন্যায়পথে ব্যয় করার ক্ষমতা দান করেছেন। (দুই) যাকে আল্লাহু তা'আলা হিক্মাত (শরণী বিচক্ষণতা) দান করেছেন, আর সে এর আলোকে বিচার করে এবং তা অপরকে শিক্ষা দেয়।

٦٨١٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغَيْرَةِ قَالَ سَالَ عُمَرُ أَبْنُ الْخَطَّابِ عَنْ أَمْلَاصِ الْمَرْأَةِ وَهِيَ الَّتِي يُضْرَبُ بَطْنُهَا فَتَلْقَى جَنِينَا فَقَالَ أَيْكُمْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا؟ فَقُلْتُ أَنَا، فَقَالَ مَا هُوَ؟ قُلْتُ

سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِيهِ غُرَّةً عَبْدُ أَوْ أَمَّةً، فَقَالَ لَا تَبْرَحْ حَتَّى تَجِئَنِي  
بِالْمَخْرَجِ فِيمَا قُلْتُ فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فَجَئْتُ بِهِ فَشَهَدَ مَعِي أَنَّهُ  
سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِيهِ غُرَّةً عَبْدُ أَوْ أَمَّةً، تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ  
عُرْوَةَ عَنِ الْمُفْيِرَةِ -

**৬৮১৯** মুহাম্মদ (র)..... মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) মহিলাদের গর্ভপাত সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, অর্থাৎ তার পেটে আঘাত করা হয়, যার ফলে সন্তানের গর্ভপাত ঘটে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কে নবী ﷺ থেকে এ ব্যাপারে কিছু শুনেছে? আমি বললাম, আমি শুনেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি শুনেছে? আমি বললাম, নবী ﷺ-কে এ ব্যাপারে আমি বলতে শুনেছি যে, এ কারণে গুরুতা অর্থাৎ একটি দাস কিংবা দাসী প্রদান করতে হবে। এ শুনে তিনি বললেন, তুমি যে হাদীস বর্ণনা করেছ এর প্রমাণ উপস্থিত না করা পর্যন্ত তুমি এখান থেকে যেও না। তারপর আমি বের হলাম এবং মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা)-কে পেলাম। আমি তাকে নিয়ে উপস্থিত হলাম, সে আমার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করল যে, তিনিও নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, এতে গুরুতা অর্থাৎ একটি গোলাম কিংবা বাঁদী প্রদান করতে হবে। ইবন আবু যিনাদ..... মুগীরা (রা) থেকে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

### ৩.৮৮ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَتَتَبَيَّنُ سُنْنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

৩০৮৮. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বাণী : অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের আচার-আচরণের অনুকরণ করতে থাকবে

**৬৮২.** حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتَي بِأَخْذِ الْقُرُونِ قَبْلَهَا شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَفَارِسَ وَالرُّومُ، فَقَالَ وَمَنِ النَّاسُ إِلَّا أُولَئِكَ -

**৬৮২০** আহমাদ ইবন ইউনুস (র)..... আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না আমার উচ্চাত পূর্বযুগীয়দের আচার-অভ্যাসকে বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে গ্রহণ না করবে। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পারস্য ও রোমকদের মত কি? তিনি বললেন : লোকদের মধ্যে আর কারা? এরাই তো!

**৬৮২১** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الصَّنْعَانِيُّ مِنَ الْيَمَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَتَتَبَيَّنُ سُنْنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جَهَنَّمَ تَبِعْتُمُوهُمْ، قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ -

কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা

**৬৮২১** মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আয়ীফ (র)..... আবু সাউদ খুদৰী (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : নিচয় তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের আচার-আচরণকে বিষ্টতে হাতে হাতে অনুকরণ করবে। এমনকি তারা যদি গুঁইসাপের গর্তেও প্রবেশ করে থাকে, তাহলে তোমরাও এতে তাদের অনুকরণ করবে। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলল্লাহ! এরা কি ইহুদী ও নাসারাও? তিনি বললেন : আর কারাব!

**৩০৮৯.** ۳۰.۸۹ بَابُ إِثْمٍ مَنْ دَعَا إِلَىٰ ضَلَالٍ، أَوْ سَنَ سُنَّةً سَيِّئَةً لِقَوْلِ اللَّهِ وَمِنْ أَوْزَارِ الْذِينَ يُضْلِلُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ

৩০৮৯. অনুচ্ছেদ : গোমরাহীর দিকে আহবান করা অথবা কোন খারাপ তরীকা প্রবর্তনের অপরাধ। কারণ আল্লাহ তা'আলার বাণী : এবং পাপভার তাদেরও যাদের তারা অঙ্গতাহেতু বিজ্ঞাপ করেছে..... (১৬ & ২৫)

**৬৮২২** حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَىٰ ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كُفْلٌ مِنْهَا وَرَبِّمَا قَالَ سُفْيَانُ مِنْ دَمِهَا لَأَنَّهُ سَنَ القَتْلَ أَوْ لَا -

**৬৮২২** হুমায়দী (র) .....আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যে কোন ব্যক্তিকেই অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, তার পাপের হিস্যা আদাম (আ)-এর প্রথম (হত্যাকারী) পুত্রের উপরও বর্তাবে। রাবী সুফিয়ান তার রক্তপাত ঘটানোর অপরাধ তার উপরেও বর্তাবে উল্লেখ করেছেন। কারণ সেই সর্বপ্রথম হত্যার রীতি প্রবর্তন করে।

**৩০.৯.** ৩.৯. بَابُ مَا نَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ وَحَضَرٌ عَلَىٰ إِتْفَاقٍ أَهْلِ الْعِلْمِ وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْحَرْمَانِ مَكْهُ وَالْمَدِينَةِ وَمَا كَانَ بِهَا مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ وَالْمِنْبَرِ وَالْقَبْرِ

৩০৯০. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ যা বলেছেন এবং আলেমদেরকে ঐক্যের প্রতি যে উৎসাহ প্রদান করেছেন। আর যেসব বিষয়ে হারামাইন মস্কা ও মদীনার আলেমগণ ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন। মদীনায় নবী করীম ﷺ মুহাজির ও আনসারদের স্মৃতিচিহ্ন এবং নবী ﷺ এর নামাযের স্থান, মিরর ও কবর সম্পর্কে

**৬৮২৩** حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّلَمِيِّ أَنَّ أَعْرَابِيَاً بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَىِ الْإِسْلَامِ فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعَلَىٰ بِالْمَدِينَةِ فَجَاءَ الْأَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْلِنِي بَيْعَتِي فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقْلِنِي بَيْعَتِي فَأَبَى ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقْلِنِي

بَيْعَتِي فَأَبَى فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الْمَدِينَةَ كَالْكِبِيرِ تَنْفِي  
خَبْثَهَا وَتَنْصَعُ طِيبُهَا -

**৬৮২৩** ইসমাইল (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ সালামী (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনেক বেদুইন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ইসলামের উপর বায়‘আত গ্রহণ করল। এরপর সে মদীনায় জুরে আক্রান্ত হল। বেদুইন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাযির হয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার বায়‘আত প্রত্যাহার করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ অঙ্গীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। পুনরায় সে এসে বলল, আমার বায়‘আত প্রত্যাহার করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ অঙ্গীকৃতি জানালেন। এরপর সে আবার এসে বলল, আমার বায়‘আত প্রত্যাহার করুন। এবারও নবী ﷺ অঙ্গীকৃতি জানালে বেদুইন বেরিয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ মদীনা হয়েছে কামারের হাঁপরের মত। সে তার মধ্যকার আবর্জনাকে বিদূরিত করে এবং খাঁটিটুকু ধরে রাখে।

**৬৮২৪** حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ  
الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ أَقْرِئُ  
عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، فَلَمَّا كَانَ أَخْرُ حَجَّةَ حَجَّهَا عُمَرُ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مِنْيَى لَوْ  
شَهِدْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَتَاهُ رَجُلٌ قَالَ أَنْ فُلَانًا يَقُولُ لَوْ مَاتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ  
لَبَأْيَعْنَا فُلَانًا قَالَ عُمَرُ لَا قَوْمٌ لِعَشِيَّةَ فَأَحَدَرُ هُوَلَاءِ الرَّهَطِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ  
يَغْصِبُوهُمْ ، قُلْتُ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَيَغْلِبُونَ عَلَى مَجْلِسِكَ  
فَأَخَافُ أَلَا يَنْزَلُوهَا عَلَى وَجْهِهَا فَيُطِيرُ بِهَا كُلُّ مَطِيرٍ فَأَمْهُلْ حَتَّى تَقْدِمَ الْمَدِينَةَ دَارِ  
الْهِجْرَةِ وَدَارِ السُّنَّةِ فَتَخْلُصُ بِاصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ  
وَيَحْفَظُوا مَقَاتِلَكَ وَيَنْزَلُوهَا عَلَى وَجْهِهَا فَقَالَ وَاللَّهِ لَا قَوْمَنَ بِهِ فِي أَوَّلِ مَقَامٍ أَقْوَمُهُ  
بِالْمَدِينَةِ ، قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ، فَقَالَ أَنِّي اللَّهُ بَعَثَ مُحَمَّداً ﷺ بِالْحَقِّ  
وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ أَيْةً الرَّجْمَ -

**৬৮২৪** মূসা ইবন ইসমাইল (র)..... ইবন আবুস সালামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা)-কে পবিত্র কুরআনের তালীম দিতাম। উমর (রা) যখন জীবনের সর্বশেষ হজ্জ পালন করতে আসলেন, তখন আবদুর রহমান (রা) মিনায় আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি আজ আমীরুল মু’মিনীনদের নিকট থাকলে দেখতে পেতে যে, তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, জনেক ব্যক্তি বলেছে, যদি আমীরুল মু’মিনীন মারা যেতেন, তাহলে আমরা অমুক ব্যক্তির হাতে বায়‘আত নিতে পারতাম। উমর (রা) বললেন, আজ বিকেলে দাঁড়িয়ে আমি তাদেরকে সতর্ক করব, যারা মুসলমানদের অধিকারকে ছিনিয়ে নিতে চায়। আমি বললাম, আপনি এটি করবেন না। কেননা, এখন হজ্জের মৌসুম। এখন সাধারণ লোকের উপস্থিতির সময়। তারা আপনার মজলিসকে ঘিরে ফেলবে। আমার ভয় হচ্ছে যে, তারা আপনার বক্তব্য

যথাযথভাবে অনুধাবন করবে না। রদ-বদল করে চারদিকে ছড়িয়ে দেবে। বরং এখন আপনি হিজরত ও সুন্নাতের আবাসগৃহ মদীনায় পৌছা পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করুন। এরপর একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুহাজির ও আনসার সাহাবাদের নিকট আপনার বক্তব্য পেশ করুন। তাঁরা আপনার বক্তব্য সংরক্ষণ করবে এবং তার যথাযথ মর্যাদা প্রদান করবে। উমর (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি মদীনায় পৌছলে সবচেয়ে আগে এটি করব। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আমরা মদীনায় উপস্থিতি হলাম। তখন উমর (রা) ভাষণ প্রসঙ্গে বললেন, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ ﷺ-কে সত্য বাণী দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তাঁর উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। তন্মধ্যে 'রজ্ম' (তথা পাথর নিষ্কেপ করে হত্যা করা)-এর আয়াতও রয়েছে।

**٦٨٢٥** حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانٌ مُمْشَقَانٌ مِنْ كَتَانٍ فَتَمَخَّطَ فَقَالَ بَخْ أَبُو هُرَيْرَةَ يَتَمَخَّطُ فِي الْكَتَانِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَاخَرُ فِيمَا بَيْنَ مَنْبِرِ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ مَغْشِيًّا فِيَّ جِيَاجِيَ الْجَائِي فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنْقِي وَيَرْأَى أَنِّي مَجْنُونٌ وَمَا بِي مِنْ جُنُونٍ مَابِي إِلَّا الْجُوعُ -

**৬৮২৫** সুলায়মান ইবন হারব (র) ..... মুহাম্মদ ইবন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু হুরায়রা (রা)-এর নিকটে ছিলাম। তিনি লাল রঙের দুটি কাতান পরিহিত ছিলেন। এরপর তিনি নাক পরিষ্কার করলেন এবং বললেন, বাহঃ! বাহঃ! আবু হুরায়রা আজ কাতান দ্বারা নাক পরিষ্কার করছে। অথচ আমি এমন অবস্থায়ও ছিলাম, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মিস্ত্র ও আয়েশা (রা)-এর হজ্রার মধ্যবর্তী স্থানে বেঁশ অবস্থায় পড়ে থাকতাম। আগস্তুক আসত, তার স্বীয় পা আমার গর্দানে রাখত, মনে হতো আমি যেন পাগল। অথচ আমার কিন্তিও পাগলামী ছিল না। একমাত্র ক্ষুধার যন্ত্রণায় এমনটি হত।

**٦٨٢٦** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ قَالَ سُئِلَ أَبْنُ عَابِسٍ أَشْهَدْتَ الْعِيْدَ مَعَ النَّبِيِّ تَعَالَى قَالَ نَعَمْ وَلَوْلَا مَنْزَلَتِي مِنْهُ مَا شَهَدْتُهُ مِنْ الصِّفَرِ فَاتَّى الْعِلْمُ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرٍ بْنِ الصَّلَتِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلَا إِقَامَةً ثُمَّ أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَ النِّسَاءِ يُشْرِنَ إِلَى اذَانِهِنَّ وَحَلُوقِهِنَّ فَأَمَرَ بِلَا لَا فَاتَاهُنَّ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ تَعَالَى -

**৬৮২৬** মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র) ..... আবদুর রহমান ইবন আবিস (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-কে জিজাসা করা হয়েছিল, আপনি কি নবী ﷺ-এর সাথে কোন দৈদে অংশ গ্রহণ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। যদি তাঁর দরবারে আমার বিশেষ একটা অবস্থান না থাকত তবে এত অল্প বয়সে তাঁর সাথে যোগদানের সুযোগ পেতাম না। নবী ﷺ কাসীর ইবন সালতের বাড়ির নিকটস্থ স্থানের পতাকার কাছে তশরীফ আনলেন। এরপর দৈদের নামায আদায় করলেন। তারপর তিনি ভাষণ প্রদান করলেন। রাবী আযান এবং ইকামত-এর উল্লেখ করেননি। নবী ﷺ শ্রোতাদেরকে সাদাকা আদায়ের হুকুম করলেন। নারীরা

স্বীয় কান ও গলার (অলংকার) দিকে ইঙ্গিত করলে নবী ﷺ বিলাল (রা) -কে (তাদের কাছে যাওয়ার জন্য) নির্দেশ দিলেন। বিলাল (রা) (তাদের নিকট থেকে অলংকারাদি নিয়ে) নবী ﷺ -এর কাছে ফিরে এলেন।

٦٨٢٧

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْتِي قُبَاءً مَاشِيًّا وَرَاكِبًا۔

৬৮২৭ আবু মুআয়ম (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কুবার মসজিদে কখনো পায়ে হেঁটে আবার কখনো সাওয়ার হয়ে আসতেন।

٦٨٢٨

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبِيعِ أَدْفِنْنِي مَعَ صَوَاحِبِي وَلَا تَدْفِنْنِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْبَيْتِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُزَكَّى وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَيْيَ عَائِشَةَ إِذْنَنِي لِي أَنْ أُدْفَنَ مَعَ صَاحِبِي فَقَالَتْ أَيْ وَاللَّهِ قَالَ وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرْسَلَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَتْ لَا وَاللَّهِ لَا أُوْتِرُهُمْ بِأَحَدٍ أَبَدًا۔

৬৮২৮ উবায়দ ইব্ন ইসমাইল (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়রকে বললেন, আমার মৃত্যুর পর আমাকে আমার অন্যান্য সঙ্গীনী (উস্থাহাতুল মু'মিনীন)-দের সাথে দাফন করবে। আমাকে নবী ﷺ -এর সাথে হজরায় দাফন করবে না। কেননা তাতে আমাকে প্রাধান্য দেয়া হবে, আমি তা পছন্দ করি না। বর্ণনাকারী হিশাম তাঁর পিতা উরওয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন, উমর (রা) আয়েশা (রা)-এর নিকট লোক পাঠালেন, আমাকে আমার দুই সঙ্গী তথা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর (রা)-এর সাথে দাফন হওয়ার অনুমতি দিন। আয়েশা (রা) বললেন, হ্যাঁ। আল্লাহর কসম! বর্ণনাকারী আরো বলেন, আয়েশা (রা) -এর নিকট যখনই সাহাবাদের কেউ এই অনুমতির জন্য কাউকে পাঠাতেন, তখনি তিনি বলতেন, না। আল্লাহর কসম! আমি তাঁদের সঙ্গে কাউকে প্রাধান্য দেব না।

٦٨٢٩

حَدَّثَنَا أَيُوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِبْنِ أَبِي أُويسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَلَالٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ أَبْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَنَّسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيُ الْعَصْرَ فَنَأْتِيَ الْعَوَالِيَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً زَادَ اللَّيْلُ عَنْ يُونُسَ وَبَعْدَ الْعَوَالِيِ أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةً۔

৬৮২৯ আইউব ইব্ন সুলায়মান (র)....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের নামায আদায় করতেন। অতঃপর আমরা 'আওয়ালী' (মদীনার পার্শ্বে উচ্চ টিলাবিশিষ্ট স্থান) যেতাম। তখন সূর্য উপরে থাকত। বর্ণনাকারী লায়স (র) ইউনুস (র) হতে আরো বর্ণনা করেছেন যে, 'আওয়ালী' মদীনা হতে চার অথবা তিন মাইল দূরে অবস্থিত।

**٦٨٣.** حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ الْجُعِيدِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مَدًّا وَثُنُثًا بِمُدِكْمِ الْيَوْمِ وَقَدْ زَيْدَ فِيهِ سَمِعَ الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْجُعِيدُ -

**৬৮৩০** আমর ইব্ন যুরারা (র)..... সাইব ইব্ন ইয়ায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর যুগের সা' তোমাদের বর্তমানের এক মুদ ও এক মুদের এক-ত্রৈয়াশের বরাবর ছিল। অবশ্য (পরবর্তীকালে) তা বৃদ্ধি পেয়েছে। (উক্ত হাদীসটি) কাসিম ইব্ন মালিক (র) যুআয়দ (র) থেকে শুনেছেন।

**٦٨٣١** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمَدْهِمْ يَعْنِي أَهْلَ الْمَدِينَةِ -

**৬৮৩১** আবদুল্লাহ ইব্ন মাসালামা (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এই বলে দোয়া করেছেন : হে আল্লাহ! মদীনাবাসীদের পরিমাপে বরকত দান করুন, বরকত দান করুন তাদের সা' এবং মুদে।

**٦٨٣٢** حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ الْيَهُودَ جَاؤُوا إِلَيَّ النَّبِيِّ ﷺ بِرَجْلٍ وَأَمْرَأٍ زَنِيَّا فَأَمَرَ بِهِمَا فَرِجِمَا قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ تُوضَعُ الْجَنَائزُ عِنْدَ الْمَسْجِدِ -

**৬৮৩২** ইব্রাহীম ইব্ন মুন্যির (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইহুদীগণ নবী ﷺ-এর খিদমতে এক ব্যতিচারী পুরুষ এবং এক ব্যতিচারিণী মহিলাকে নিয়ে উপস্থিত হল। তখন তিনি তাদের উভয়কে শান্তি দানের হৃকুম দিলে মসজিদে নবৰীর জানায়া রাখার নিকটবর্তী স্থানে তাদেরকে পাথর নিক্ষেপ (রজম) করে মারা হয়।

**٦٨٣٣** حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو مَوْلَى الْمُطَلِّبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَلَعَ لَهُ أَحَدٌ فَقَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبِّنَا وَنُحِبُّهُ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَمَ مَكَةَ وَإِنَّى أَحَرَمْ مَا بَيْنَ لَا بَيْنَهَا، تَابَعَهُ سَهْلٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي أَحَدٍ -

**৬৮৩৩** ইসমাইল (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা (পথিমধ্যে) রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদ পাহাড় দেখতে পেয়ে বললেন : এই পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে আর আমরাও এই পাহাড়কে ভালবাসি। হে আল্লাহ! ইব্রাহীম (আ) মক্কাকে হারামের মর্যাদা প্রদান করেছেন, আর আমি এই মদীনার দুটি প্রস্তরময় প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানকে সেই মর্যাদা প্রদান করছি। উহুদের বিষয়ে নবী ﷺ থেকে এই হাদীস বর্ণনায় সাহাল (রাবী) আনাস (রা) -এর অনুসরণ করেছেন।

٦٨٣٤ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ جِدَارِ الْمَسْجِدِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَبَيْنَ الْمِنْبَرِ مَمِّرُ الشَّاةِ -

٦٨٣٤ [ ٦٨٣٤ ] ইবন আবু মারিয়াম (র)..... সাহল (রা) থেকে বর্ণিত যে, মসজিদে নববীর কিবলার দিকের প্রাচীর ও মিস্বরের মধ্যে মাত্র একটি বকরী যাতায়াতের স্থান ছিল।

٦٨٣٥ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَىَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ خُبَيْبٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ بَيْتِيِّ وَمِنْبَرِيِّ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِيِّ عَلَىِ حَوْضِي -

٦٨٣٥ [ ٦٨٣٥ ] আম্র ইবন আলী (র) ..... আবু হুরায়ারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ তৃতীয় ঘোড়ার বলেছেন : আমার গৃহ ও আমার মিস্বরের মধ্যবর্তী স্থান বেহেশ্তের বাগানগুলোর থেকে একটি বাগান। আর আমার মিস্বর আমার হাওয়ের উপর।

٦٨٣٦ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَابِقَ النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ الْخَيْلِ فَأَرْسَلَتِ الْتِي أُصْمِرَتْ مِنْهَا وَأَمْدَهَا الْحَفِيَاءُ إِلَى شَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَالْتِي لَمْ تُضَمِّرْ أَمْدَهَا شَنِيَّةُ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرِيقٍ وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ -

٦٨٣٦ [ ٦٨٣٦ ] মুসা ইবন ইসমাইল (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ তৃতীয় ঘোড়ার প্রতিযোগিতা করিয়েছিলেন। তীব্র গমনের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়াগুলোর প্রতিযোগিতার স্থান ছিল হাফয়া হতে সানীয়াতুল বিদা পর্যন্ত। আর প্রশিক্ষণবিহীনগুলোর স্থান ছিল সানীয়াতুল বিদা হতে বনী যুরায়ক—এর মসজিদ পর্যন্ত। আবদুল্লাহও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের অস্তর্ভুক্ত ছিলেন।

٦٨٣٧ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى وَأَبْنُ ادْرِيسَ وَأَبْنُ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَىِ مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ -

٦٨٣٧ [ ٦٨٣٧ ] ইসহাক (র) ..... ইবন উমর (রা)-কে রাসূলুল্লাহ তৃতীয় ঘোড়ার দাঁড়িয়ে (খুতবা দিতে) শুনেছি।

٦٨٣٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدٍ سَمِعَ عُثْمَانَ ابْنَ عَفَانَ حَطِيبِيَا عَلَىِ مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ -

٦٨٣٨ [ ٦٨٣٨ ] আবুল ইয়ামান (র) ..... সাইব ইবন ইয়ায়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইবন আফ্ফান (রা)-কে রাসূলুল্লাহ তৃতীয় এর মিস্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে শুনেছি।

**٦٨٣٩** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَانَ أَنَّ هِشَامَ بْنَ عَرْوَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ قَاتَتْ قَذْ كَانَ يُوضَعُ لِي وَلِرَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى هَذَا الْمِرْكَنُ فَنَسْرَعَ فِيهِ جَمِيعًا -

**٦٨٤٠** مُعَاذُ الدِّينُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُوسَى بْنِ مُوسَى بْنِ مُوسَى بْنِ مُوسَى بْنِ مُوسَى - মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোসল করার জন্য এই পাত্রত্ব রাখা হত। আমরা সকলে এর থেকে গোসল করতাম।

**٦٨٤١** حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَادٌ بْنُ عَبَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَخْوَالُ عَنْ أَنَسٍ حَالَفَ النَّبِيَّ تَعَالَى بَيْنَ الْأَنْصَارِ وَقَرِيْشٍ فِي دَارِي التِّي بِالْمَدِيْنَةِ وَقَنَتْ شَهْرًا يَدْعُونَ عَلَى أَحْيَاءِ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ -

**٦٨٤٢** مُسَدَّدٌ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আনসার ও মুহাজিরদেরকে আমার মদীনার বাড়িতে সম্পূর্ণতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন এবং বনী সুলায়মের গোত্রের জন্য বদদোয়া করার নিমিত্ত এক মাস কাল যাবত তিনি (ফজরের নামাযে) কুন্তু (নাযিলা) পড়েছেন।

**٦٨٤٣** حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيْنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ فَقَالَ لِي انْطَلَقْ إِلَى الْمَنْزِلِ فَلَاسْقِيْكَ فِي قَدْحٍ شَرَبْ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى وَتُصْلِي فِي مَسْجِدٍ صَلَى فِيهِ النَّبِيُّ تَعَالَى فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَلَاسْقَانِي سَوِيقًا وَأَطْعَمَنِي تَمْرًا وَصَلَيْتُ فِي مَسْجِدِهِ -

**٦٨٤٤** أَبُو كُرَيْبٍ (র)..... আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় আগমন করলে আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি আমাকে বললেন, চলুন ঘরে যাই। আমি আপনাকে এমন একটি পাত্রে পান করাবো, যেটিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ পান করেছেন। আপনি ঐ নামাযের জায়গাটিতে নামায আদায় করতে পারবেন, যেখানে নবী ﷺ নামায আদায় করেছিলেন। এরপর আমি তার সঙ্গে গেলাম। তিনি আমাকে ছাতুর শরবত পান করালেন এবং খেজুর খাওয়ালেন। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায আদায়ের স্থানটিতে নামায আদায় করে নিলাম।

**٦٨٤٥** حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الرَّبِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَكْرِمَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ عَبَاسٍ أَنَّ عُمَرَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي النَّبِيُّ تَعَالَى قَالَ أَتَانِي اللَّيْلَةَ أَتٌ مِنْ رَبِّي وَهُوَ بِالْعَقِيقِ أَنْ صَلَّى فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمَرَةُ وَحَجَّةُ وَقَالَ هَارُونُ بْنُ اسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَلَى عُمَرَةُ فِي حَجَّةِ -

**٦٨٤٦** سَعِيْدُ ইবন রাবী' (র)..... উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে বলেছেনঃ আকীক নামক স্থানে অবস্থানকালে এক রাতে আমার পরওয়ারদিগারের নিকট থেকে একজন আগস্তুক

(ফেরেশ্তা) আমার কাছে এলেন। তিনি বললেন, এই বরকতময় প্রান্তরে নামায আদায় করুন এবং বলুন-উমরা ও হজ্জের নিয়ত করব। এদিকে হারান ইবন ইসমাঈল (র) বলেন, আলী (রা) আমার কাছে হজ্জের সাথে 'উমরার নিয়ত করুন' শব্দ বর্ণনা করেছেন।

**৬৮৪৩** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّاً قَالَ أَبْنَارٌ عَنْ أَبِنِ عَمِّهِ قَالَ وَقَتَ النَّبِيُّ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرْنًا لِأَهْلِ نَجْدٍ، وَالْجُحْفَةَ لِأَهْلِ الشَّامِ، وَذَا الْحُلَيْفَةَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَالَ سَمِعْتُ هَذَا مِنَ النَّبِيِّ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ يَلْمِلُمُ، وَذَكَرَ الْعِرَاقَ، فَقَالَ لَمْ تَكُنْ عِرَاقٌ يَوْمَئِذٍ -

**৬৮৪৩** مুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মীকাত নির্ধারণ করেছেন নজদবাসীদের জন্য কারনকে, সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহফাকে এবং মদীনাবাসীদের জন্য যুল হুলায়ফাকে। ইবন উমর (রা) বলেন, আমি এগুলো (স্বয়ং) নবী ﷺ থেকে শুনেছি। আমার কাছে আরো সংবাদ পৌছেছে, নবী ﷺ বলেছেন : ইয়ামানবাসীদের মীকাত হচ্ছে ইয়ালামলাম এবং ইরাকের কথা উল্লেখ করা হলে ইবন উমর (রা) বলেন, তখন তো ইরাক ছিল না।

**৬৮৪৪** حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضِيلُ بْنُ مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أُرِيَ وَهُوَ فِي مُرْسَهِ بَذِي الْحُلَيْفَةِ، فَقِيلَ لَهُ أَنَّكَ بِبِطْحَاءِ مُبَارَكَةِ -

**৬৮৪৪** আবদুর রহমান ইবন মুবারাক (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি যুল হুলায়ফা নামক স্থানে রাতের শেষ প্রহরে অবস্থানকালে তাকে বলা হলো আপনি একটি বরকতময় স্থানে রয়েছেন।

### ৩.১১ بَابُ قُولِ اللَّهِ تَعَالَى : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

৩০৯১. অনুচ্ছেদ ৪ মহান আল্লাহর বাচীঃ (হে আমার হাবীব !) চূড়ান্ত সিঙ্কান্ত গ্রহণের দায়িত্ব আপনার নয়

**৬৮৪৫** حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِنِ عَمِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ رَفِعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِي الْأَخِيرَةِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَعْلَمُ فُلَانًا وَفُلَانًا، فَانْزَلْ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يَعْذِبُهُمْ فَإِنَّهُمْ طَالِمُونَ -

**৬৮৪৫** আহমাদ ইবন মুহাম্মদ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ-কে ফজরের নামাযের শেষে রুক্স থেকে মাথা উঠানোর সময় বলতে শুনেছেন, (হে আল্লাহ ! রবনا ও ক হামদ খ) হে আল্লাহ ! আমাদের প্রতিপালক, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আপনারই জন্য। তিনি আরো বললেন, হে আল্লাহ ! আপনি

অমুক অমুক ব্যক্তির প্রতি লানত করুন। এরপর আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতখানা অবতীর্ণ করেন : (হে নবী) চৃড়ান্তভাবে কোন কিছুর সিদ্ধান্ত প্রহণের দায়িত্ব আপনার হাতে নেই। আল্লাহ হয়ত তাদেরকে তাওবার তাওফীক দেবেন, নয়ত তাদেরকে শান্তি দেবেন। কেননা তারা সীমালংঘনকারী।

**٣٠٩٢ بَابُ قَوْلِهِ وَكَانَ الْأَنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَّاً، وَقَوْلِهِ وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ أَلْيَةٌ**  
৩০৯২. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্কপ্রিয় (১৮ : ৫৪)। মহান আল্লাহর বাণী : তোমরা কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করবে না ... (২৯ : ৪৬)

**٦٨٤٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ**  
قالَ أَخْبَرَنَا عَتَابُ بْنُ بَشِيرٍ عَنِ اسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلَىٰ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلَىٰ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلَىٰ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطَمَهُ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ أَلَا تُصَلُّونَ قَالَ عَلَىٰ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَنفُسَنَا بِيَدِ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعْثَنَا فَأَنْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَالَ لَهُ ذَالِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْئًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدِبِّرٌ يَضْرِبُ فَخْدَهُ وَهُوَ يَقُولُ وَكَانَ الْأَنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَّاً قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَا أَتَاكَ لَيْلًا فَهُوَ طَارِقٌ ، وَيَقُولُ الطَّارِقُ النَّجْمُ ، وَالثَّاقِبُ الْمُضِيُّ يُقَالُ أَنْقَبُ نَارَكَ لِلْمُوْقَدِ -

**৬৮৪৬** আবুল ইয়ামান ও মুহাম্মদ ইবন সালাম (র)..... আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এবং রাসূল-কন্যা ফাতিমা (রা)-এর নিকট আসলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে জিজাসা করলেন, তোমরা নামায আদায় করেছ কি? আলী (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের জীবন তো আল্লাহর কুদরতের হাতে। তিনি আমাদেরকে যখন (নামাযের জন্য ঘূর থেকে) জাগিয়ে দিতে চান, জাগিয়ে দেন। আলী (রা)-এর এ কথা বলার সাথে সাথেই রাসূলুল্লাহ ﷺ চলে গেলেন, আলীর কথার কোন প্রতিউত্তর তিনি আর দিলেন না। আলী (রা) বলেন, আমি শুনতে পেলাম, তিনি চলে যাচ্ছেন, আর উরুতে হাত মেরে মেরে বললেন : মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্কপ্রিয়। আবু আবদুল্লাহ (বুখারী) (র) বলেন, তোমার কাছে রাতে যে আগভুক্ত আসে তাকে 'তারিক' বা নৈশ অতিথি বলে। 'তারিক' একটি নক্ষত্রকেও বলা হয়। আর 'ছাকিব' অর্থ হল জ্যোতিশান। এইজন্যই আগুন যে জ্বালায় তাকে লক্ষ্য করে সাধারণত বলা হয়ে থাকে, তুমি আগুন জুলিয়ে তোল।

**٦٨٤٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرِيْرَةَ قَالَ بَيْنَا**  
নَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَنْطَلَقُوا إِلَيْهِ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّىٰ جِئْنَا  
بَيْتَ الْمَدْرَاسِ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَادَاهُمْ فَقَالُوا يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلِمُوا  
فَقَالُوا قَدْ بَلَغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ أَرِيدُ أَسْلِمُوا تَسْلِمُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَغْتَ يَا أَبَا

الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ ذَلِكَ أُرِيدُ ثُمَّ قَالَهَا التَّالِثَةَ فَقَالَ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَآتَى أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمِالِهِ شَيْئًا فَلْيَبْغِهِ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ -

**৬৮৪৭** কুতায়া (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা মসজিদে নববীতে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ মসজিদ থেকে বের হয়ে আমাদেরকে বললেনঃ তোমরা চলো ইহুদীদের সেখানে যাই। আমরা তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। অবশেষে আমরা বায়তুল মিদরাসে (তাদের শিক্ষাগারে) পৌছলাম। তারপর নবী সেখানে দাঁড়িয়ে তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা ইসলাম কবূল কর, এতে তোমরা নিরাপদে থাকবে। ইহুদীরা বলল, হে আবুল কাসিম! আপনার পৌছানোর দায়িত্ব আপনি পালন করেছেন। এরপর তিনি বললেনঃ আমার ইচ্ছা তোমরা ইসলাম কবূল কর এবং শান্তিতে থাক। তারাও আবার বলল, হে আবুল কাসিম! আপনার পৌছানোর দায়িত্ব আপনি পালন করেছেন। রাসূলুল্লাহ তাদেরকে বললেনঃ আমি এরপই ইচ্ছা রাখি। তৃতীয়বারেও তিনি তাই বললেন। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ বললেনঃ জেনে রেখো, যমীন একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। আমি তোমাদেরকে এই এলাকা থেকে উচ্ছেদ করে দিতে চাই। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাদের অস্থাবর সম্পত্তি আছে, তা যেন সে বিক্রি করে দেয়। অন্যথায় জেনে রেখো যমীন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের।

**৩.৯৩** بَابُ قَوْلِهِ وَكَذِلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةً وَسَطَا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَمَا أَمَرْتُ  
النَّبِيًّا مَنِّي بِلِزْرَمِ الْجَمَاعَةِ وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ

৩০৯৩. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপক্ষী জাতিজুগে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীত্বরূপ হবে। (২ : ১৪৩) নবী জামাআতকে আঁকড়ে ধরে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। আর জামাআত বলতে আলেমদের জামাআতকেই বলা হয়েছে

**৬৮৪৮** حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ  
حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ بْنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنِّي وَيَجَاءُ بِنُوحٍ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ لَهُ هَلْ بَلَغْتَ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ يَارَبِّ، فَتَسْتَئْلُ أُمَّتَهُ هَلْ بَلَغَكُمْ  
فَيَقُولُونَ مَا جَاءَنَا مِنْ نَذِيرٍ فَيَقُولُ مَنْ شَهُودُكَ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ فَقَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ مَنِّي فَيَجَاءُ بِكُمْ فَتَشَهَّدُونَ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ مَنِّي وَكَذِلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةً وَسَطَا  
, قَالَ عَذْلًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا。 وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ  
عَوْنَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ بْنِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ مَنِّي  
بِهَذَا -

**৬৮৪৮** ইসহাক ইব্ন মানসূর (র).....আবু সাঈদ খুদৰী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন নৃহ (আ)-কে (আল্লাহর সমীপে) হায়ির করে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি কি (দীনের দাওয়াত) পৌছে দিয়েছো? তখন তিনি বলবেন, হ্যাঁ। হে আমার পরওয়ারদিগার। এরপর তাঁর উম্মতকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের কাছে নৃহ (দাওয়াত) পৌছিয়েছে কি? তারা সবাই বলে উঠবে, আমাদের কাছে কোন ভীতি প্রদর্শকই (নবী ও রাসূল) আসেনি। তখন নৃহ (আ)-কে বলা হবে, তোমার (দাবির পক্ষে) কোন সাক্ষী আছে কি? তিনি বলবেন, মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর উম্মতগণই (আমার সাক্ষী)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদেরকে তখন নিয়ে আসা হবে এবং তোমরা [নৃহ (আ)-এর পক্ষে] সাক্ষ্য দেবে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ পাকের নিম্নোক্ত বাণী পাঠ করলেন : এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মত নির্ধারণ করেছেন। (অর্থ ভারসাম্যপূর্ণ) তাহলে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষী হতে পারবে আর রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হবেন। জাফর ইব্ন আউন (র)..... আবু সাঈদ খুদৰী (রা) নবী ﷺ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

**٢٠٩٤** بَابَ أَذَا اجْتَهَدَ الْعَالِمُ أَوِ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ خَلَافَ الرَّسُولِ ۝ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ  
فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ۝ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ -

৩০৯৪. অনুছেদ ৪ কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী কিংবা বিচারক অজ্ঞতাবশত ইজ্জিতহাদে তৃপ্ত করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মতের বিকল্পে সিদ্ধান্ত দিলে তা অগ্রহ্য হবে। কেননা, নবী ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি যদি এমন কাজ করে, যার আমি নির্দেশ করিনি তা অগ্রহ্য

**٦٨٤٩** حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهْيَلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسِيَّبَ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الدَّخْرِيِّ وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۝ بَعَثَ أَخَا بْنِ عَدِيِّ الْأَنْصَارِيِّ وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَىٰ فَقَدْمَ بِتَمْرِ جَنِيْبٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ۝ أَكُلُّ تَمْرٍ خَيْرٌ هَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعِينِ مِنْ الجَمْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۝ لَا تَفْعِلُوا وَلَكُمْ مِثْلًا بِمِثْلٍ أَوْ بِيُعْوَا هَذَا وَأَشْتَرُوْا بِشَمَنِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ -

**৬৮৪৯** ইসমাইল (র)..... আবু সাঈদ খুদৰী ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বনী আদী আনসারী গোত্রের জনেক ব্যক্তিকে খায়বারের কর্মকর্তা নিয়োগ করে পাঠালেন। এরপর সে প্রত্যাবর্তন করল উন্নতমানের খেজুর নিয়ে। তখন নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, খায়বারের সব খেজুরই কি এত উন্নতমানের হয়? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম! সব খেজুরই এমন নয়। আমরা দুই সা' মন্দ খেজুরের বিনিময়ে একপ এক সা' ভাল খেজুর খরিদ করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এমনটি করো না। বরং সমানে সমানে ক্রয়-বিক্রয় করো। কিংবা এগুলো বিক্রয় করে এব মূল্য দ্বারা সেগুলো খরিদ করো। যেসব জিনিস ওয়ন করে কেনাবেচা হয়, সেসব ক্ষেত্রেও এই আদেশ সম্ভাবে প্রযোজ্য।

## ٢٩٥ بَابُ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ

৩০৯৫. অনুচ্ছেদ ৪: বিচারক ইজতিহাদে সঠিক কিংবা ভুল সিদ্ধান্ত নিলেও তার প্রতিদান রয়েছে

**٦٨٥** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمَقْرَى الْمَكِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شَرِيعٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُشْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرٌ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ، قَالَ فَحَدَّثَتْ هَذَا الْحَدِيثُ أَبَا بَكْرَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزَمَ فَقَالَ هَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُهُ -

**٦٨٥٠** آবদুল্লাহ ইবন ইয়ায়ীদ (র)..... আমর ইবন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এই কথা বলতে শুনেছেন, কোন বিচারক ইজতিহাদে সঠিক সিদ্ধান্ত নিলে তার জন্য রয়েছে দুটি পুরকার। আর যদি কোন বিচারক ইজতিহাদে ভুল করেন তার জন্যও রয়েছে একটি পুরকার। রাবী বলেন, আমি হাদিসটি আবু বকর ইবন মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন হাযিম (র)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আবু সালামা ইবন আবদুর রহমান আবু হুরায়রা (রা) থেকে একপ বর্ণনা করেছেন এবং আবদুল আয়ীয ইবন আবদুল মুতালিব ..... আবু সালামা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

**٢٩٦ بَابُ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ أَحْكَامَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ ظَاهِرَةً وَمَا كَانَ يَغْبِبُ بَعْضُهُمْ عَنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَمْرُ الْإِسْلَامِ -**

৩০৯৬. অনুচ্ছেদ ৫: প্রমাণ তাদের উত্তির বিরক্তি, যারা বলে নবী ﷺ-এর সব কাজই সুস্পষ্ট ছিল। কোন কোন সাহাবী নবী ﷺ-এর দরবার থেকে অনুপস্থিত থাকা যে স্বাভাবিক ছিল যদরূপ তাদের জন্য ইসলামের বিধিবিধান থেকে সাওয়াকিফ থাকাও স্বাভাবিক ছিল এর প্রমাণ

**٦٨٥١** حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ فَكَانَهُ وَجَدَهُ مَشْفُولاً فَرَجَعَ فَقَالَ عُمَرُ أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ إِذْنُوا لَهُ ، فَدُعِيَ لَهُ ، فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ فَقَالَ أَيْ أَكُنَّا نُؤْمِرُ بِهِذَا قَالَ فَأَتَنِي عَلَى هَذَا بِبَيْنَةٍ أَوْ لَا فَعْلَنَ بِكَ فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالُوا لَا يَشْهَدُ إِلَّا أَصْفَرُنَا فَقَامَ أَبُو سَعِيدِنَ الْخُذْرِيَّ فَقَالَ قَدْ كُنَّا نُؤْمِرُ بِهِذَا فَقَالَ عُمَرُ خَفِيَ عَلَى هَذَا مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ الْهَانِي الصَّفَقُ بِالْأَسْوَاقِ -

**৬৮৫১** মুসাদ্দাদ (র).....উবায়দ ইব্ন উমায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু মূসা (রা) উমর (রা)-এর কাছে আসার অনুমতি চাইলেন। আবু মূসা (রা) তাঁকে যেন কোন কাজে ব্যস্ত ভেবে ফিরে যাচ্ছিলেন। উমর (রা) বললেন, আমি কি আবদুল্লাহ ইব্ন কায়স-এর আওয়ায শুনিনি? তাকে এখানে আসার অনুমতি দাও। এরপর তাঁকে ডেকে আনা হলে উমর (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, কি জিনিস আপনাকে ফিরে যেতে বাধ্য করল? আবু মূসা (রা) বললেন, আমাদেরকে এরূপই করার নির্দেশ দেয়া হত। উমর (রা) বললেন, আপনার উক্তির সপক্ষে প্রমাণ পেশ করুন, অন্যথায আপনার সাথে মোকাবেলা করব। এরপর তিনি আনসারদের এক মজলিসে চলে গেলেন। তারা বলে উঠল, আমাদের বালকরাই এর পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। এরপর আবু সাঈদ খুদরী (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, হ্যাঁ, আমাদেরকে এরূপ করারই নির্দেশ দেওয়া হত। এরপর উমর (রা) বললেন, নবী ﷺ-এর এমন আদেশটি আমার অজানা রয়ে গেল। বাজারের বেচাকেনার ব্যস্ততা আমাকে এ কথা জানা থেকে বাধিত রেখেছে।

**৬৮৫২** حَدَّثَنَا عَلَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ قَالَ حَدَّثَنِي الْزُّهْرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الْأَعْرَجِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهُ الْمُوَعِدُ أَنِّي كُنْتُ أَمْرًا مِسْكِينًا الْزَمْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ مِلْءِ بَطْنِيِّ، وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفَقُ بِالْأَسْوَاقِ وَكَانَ الْأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ فَشَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ نَذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ مَنْ يَبْسُطُ رِدَاءَهُ حَتَّىٰ أَقْضِيَ مَقَالَتِيْ ثُمَّ يَقْبِضْهُ فَلَنْ يَنْسَى شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّيْ فَبَسَطْتُ بُرْدَةً كَانَتْ عَلَىٰ فَوْهِ الَّذِيْ بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيْتُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ-

**৬৮৫২** আলী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের ধারণা আবু হুরায়রা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদিস বর্ণনায বাড়াবাঢ়ি করছে। আল্লাহর কাছে একদিন আমাদেরকে হায়ির হতে হবে। আমি ছিলাম একজন মিসকীন। খেয়ে না খেয়েই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সান্নিধ্যে লেগে থাকতাম। মুহাজিরদেরকে বাজারের বেচাকেনা লিঙ্গ রাখত। আর আনসারগণকে ব্যস্ত রাখত তাঁদের ধন দৌলতের ব্যবস্থাপনা। একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমার কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত যে ব্যক্তি স্থীয় চাদর বিছিয়ে তারপর তা গুটিয়ে নেবে, সে আমার কাছ থেকে শ্রুত বাণী কোন দিন তুলবে না। তখন আমি আমার গায়ের চাদরখানা বিছিয়ে দিলাম। সে সন্দেশ কসম, যিনি তাঁকে হক্কের সাথে প্রেরণ করেছেন! এরপর থেকে আমি তাঁর কাছে যা শুনেছি, এর কিছুই ভুলিনি।

৩.৭. **৩.৭.** بَابُ مَنْ رَأَى تَرْكَ النَّكِيرِ مِنَ النُّبُيِّ عَلَيْهِ حُجَّةٌ لَا مِنْ غَيْرِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ

৩০৯৭. অনুচ্ছেদ ৪ কোন বিষয় নবী ﷺ কর্তৃক অঙ্গীকৃতি জ্ঞাপন না করাই তা বৈধ হওয়ার প্রমাণ। অন্য কারো অঙ্গীকৃতি বৈধতার প্রমাণ নয়।

٦٨٥٣

حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ ابْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ أَنَّ ابْنَ الصَّائِدِ الدَّجَالَ، قُلْتُ تَحْلِفُ بِاللَّهِ قَالَ أَنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِيُّ ﷺ -

٦٨٥٤

হাম্বাদ ইবন হুমায়দ (র).....মুহাম্বাদ ইবন মুনকাদির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-কে আল্লাহর কসম খেয়ে বলতে শুনেছি যে, ইবন সায়দ অবশ্যই (একটা) দাজ্জাল। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম : আল্লাহর কসম খেয়ে বলছেন? তিনি উত্তরে বললেন, আমি উমর (রা)-কে নবী ﷺ-এর উপস্থিতিতে কসম খেয়ে এ কথা বলতে শুনেছি। তখন নবী ﷺ এ কথা অঙ্গীকার করেননি।

٢٠٩٨

بَابُ الْأَحْكَامِ الَّتِي تُعْرَفُ بِالدُّلُّاْتِ، وَكَيْفَ مَغْنَى الدِّلَالَةِ وَتَفْسِيرُهَا، وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَمْرَ الْخَيْلِ غَيْرَهَا، ثُمَّ سُئِلَ عَنِ الْحُمْرِ، فَدَلَّهُمْ عَلَى قَوْلِهِ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يُرَءَهُ، وَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ لَا أَكُلُهُ وَلَا أَحْرِمُهُ وَأَكُلُ عَلَى مَائِذَةِ النَّبِيِّ ﷺ الضَّبُّ فَاسْتَدَلَ أَبْنُ عَبَّاسٍ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ -

৩০৯৮. অনুচ্ছেদ ৪ দলীল-প্রমাণাদির দ্বারা যেসব বিধিবিধান সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। দলীল-প্রমাণাদির অর্থ ও বিশ্লেষণ কিভাবে করা যায়? নবী ﷺ ঘোড়া ইত্যাদির ছক্কু বলে দিয়েছেন। এরপর তাঁকে গাধার ছক্কু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর দিকে ইশারা করেন : কেউ অগু পরিমাণ সংকর্ম করলেও তা দেখতে পাবে (৯৯ : ৭)। নবী ﷺ-কে 'দৰ' (গুঁইসাপ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : আমি এটি খাই না, তবে হারামও বলি না। নবী ﷺ-এর দন্তরখানে 'দৰ' খাওয়া হয়েছে। এর দ্বারা ইবন আব্বাস (রা) প্রমাণ করেছেন যে, 'দৰ' হারাম নয়।

٦٨٥٤

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ لِثَلَاثَةِ : لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِرْتُرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ فَإِمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طَبِيلَهَا ذَلِكَ الْمَرْجٍ وَالرَّوْضَةُ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طَبِيلَهَا فَاسْتَنَتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ أَثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ وَهِيَ لِذَلِكَ الرَّجُلُ أَجْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا نَفْنِيًّا وَتَعْفُفًا وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا فَهِيَ لَهُ سِرْتُرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخَرَأً وَرِيَاءً فِيهِ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ، وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

عَنِ الْحُمْرِ فَقَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ فِيهَا إِلَّا هُذِهِ الْفَاتَةُ الْجَامِعَةُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يُرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يُرَهُ -

**৬৮৫৪** ইসমাইল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঘোড়া ব্যবহারের দিকে দিয়ে মানুষ তিনি প্রকার। এক প্রকার লোকের জন্য ঘোড়া সাওয়ারের মাধ্যম, আর এক প্রকার লোকের জন্য তা গুনাহ থেকে রক্ষা পাওয়ার অবলম্বন এবং আর এক প্রকার লোকের জন্য তা শান্তির কারণ। যার জন্য ঘোড়া সাওয়ারের মাধ্যম, সে এমন ব্যক্তি যে ঘোড়াকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখে এবং চারণভূমি বা বাগানে প্রশস্ত রশিতে বেঁধে বিচরণ করতে দেয়। এই রশি যত প্রশস্ত এবং যত দূরত্বে ঘোড়া বিচরণ করতে পারে, সে তত বেশি প্রতিদান পায়। যদি ঘোড়া এ রশি ছিঁড়ে এক চক্র অথবা দু'টি চক্র দেয়। তবে ঐ ঘোড়ার প্রতিটি পদক্ষেপ এবং মালের বিনিময়ে তাকে প্রতিদান দেওয়া হয়। ঘোড়া যদি কোন নদী বা নালায় গিয়ে পানি পান করে ফেলে অথচ মালিক পানি পান করানোর নিয়ত করেনি। এগুলো খুবই নেক কাজ। এর জন্য এ ব্যক্তির সওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি ঘোড়া পালন করে একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং স্বনির্ভরতা বজায় রাখার জন্য; এর সাথে সাথে ঘোড়ার ঘাড় ও পিঠে বর্তানো আল্লাহর হকসমূহও আদায় করতেও সে ভুলে যায় না। এ ক্ষেত্রে ঘোড়া তার জন্য শান্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হবে। আর যে ব্যক্তি অহংকার ও আস্তাগৌরের প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ঘোড়া পোষে, তার জন্য এই ঘোড়া শান্তির কারণ হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল গাধা সম্পর্কে। তখন তিনি বললেন : এ সম্পর্কে আমার প্রতি ব্যাপক অর্থবোধক একটি আয়াত ছাড়া আল্লাহ আর কিছু নাফিল করেননি। (তা হলো এই) যে অনু পরিমাণ ভাল কাজও করবে, সে তাও দেখতে পাবে এবং যে অনু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে, সেও তা দেখতে পাবে।

**৬৮৫৫** حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُنْصُورٍ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةَ سَالَتِ النَّبِيَّ ﷺ حَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّمِيرِيَ الْبَصَرِيَ قَالَ حَدَّثَنَا مُنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أُمِّي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةَ سَالَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَيْضَرِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ ، قَالَ تَأْخُذِينَ فِرَصَةً مُمْسَكَةً فَتَوَضَّئِينَ بِهَا ، قَالَتْ كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَوَضَّئِي تَوَضَّئِي قَالَتْ كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَوَضَّئِي تَوَضَّئِي بِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَعَرَفَتُ الَّذِي يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَذَبَتْهَا إِلَىٰ فَعَلَمْتُهَا -

**৬৮৫৫** ইয়াহাইয়া ও মুহাম্মদ ইব্ন উকবা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করল, হায়েয থেকে গোসল (পবিত্রতা অর্জন) কিভাবে করতে হয়? তিনি বললেন : তুমি সুগন্ধিযুক্ত এক টুকরা কাপড় হাতে নেবে। তারপর এর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করে নেবে। মহিলা বলে উঠল, আমি এর দ্বারা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করে নেব? নবী ﷺ বললেন : তুমি এর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করে

নেবে। মহিলা আবার বলে উঠল, এর দ্বারা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করে নেবঃ নবী ﷺ বললেন : তুমি এর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করে নেবে। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বুঝতে পারলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দ্বারা কি বোঝাতে চাচ্ছেন? এরপর মহিলাটিকে আমার দিকে টেনে আনলাম এবং বিষয়টি তাকে জানিয়ে দিলাম।

**٦٨٥٦** حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أُمَّ حُفَيْدِ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ حَزْنٍ أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ سَمَنًا وَاقْطَأَ وَضَبًّا فَدَعَا بِهِنَّ النَّبِيِّ ﷺ فَأَكَلْنَ عَلَى مَائِدَتِهِ فَتَرَكَهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَالْمُتَقْذَرِ لَهُ، وَلَوْ كُنَّ حَرَامًا مَا أَكَلْنَ عَلَى مَائِدَتِهِ وَلَا أَمْرَ بِأَكْلِهِنَّ -

**٦٨٥٦** مূসা ইব্ন ইসমাইল (র)..... ইব্ন আব্রাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হারিস ইব্ন হায়নের কন্যা উম্মে উফায়দ (রা) নবী ﷺ-এর উদ্দেশ্যে যি, পনির এবং কতগুলো দক্ষ (গুইসাপ) হাদিয়া পাঠালেন। নবী ﷺ এগুলো চেয়ে নিলেন এবং এগুলো তাঁর দস্তরখানে বসে খাওয়া হল। নবী ﷺ নিজে এগুলো ঘৃণার কারণে খেতে অপছন্দ করলেন। যদি এগুলো হারাম হত, তবে তাঁর দস্তরখানে তা খাওয়া যেত না এবং তিনিও এগুলো খাওয়ার অনুমতি দিতেন না।

**٦٨٥٧** حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلَيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلِيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ وَإِنَّهُ أَتَى بِبَدْرٍ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَعْنِي طَبَقًا فِيهِ خُضْرَاتٍ مِنْ بُقُولٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا فَسَأَلَ عَنْهَا فَأَخْبَرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ فَقَالَ قَرَبُوهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا رَأَهُ كَرِهَ أَكْلُهَا وَقَالَ كُلُّ فَانِي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِيْ ، قَالَ ابْنُ عُفَيْرٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ بِقَدْرِ فِيهِ خُضْرَاتٍ، وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّيْثُ وَأَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ قِصَّةُ الْقِدْرِ فَلَا أَدْرِيْ هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ أَوْ فِي الْحَدِيثِ -

**٦٨٥٧** আহমাদ ইব্ন সালিহ (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রসুন কিংবা পেঁয়াজ কাঁচা খায়, সে ব্যক্তি যেন আমাদের থেকে কিংবা আমাদের মসজিদ থেকে পৃথক থাকে। আর সে যেন তার ঘরে বসে থাকে। এরপর তাঁর খেদমতে একটি পাত্র আনা হল। বর্ণনাকারী ইব্ন ওয়াহব (রা) বলেন, অর্থাৎ শাক-সজির একটি বড় পাত্র। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই পাত্রে এক প্রকার গন্ধ অনুভব করলে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁকে পাত্রের মধ্যকার শাক-সজি সম্পর্কে অবগত করা হল। তিনি তা জনৈক সাহাবীকে খেতে দিতে বললেন যিনি তার সাথে উপস্থিত রয়েছেন। এরপর তিনি যখন অনুভব করলেন, সে তা খেতে অপছন্দ করছে তখন তিনি বললেন : খাও। কারণ আমি যাঁর সাথে গোপনে কথোপকথন করি, তুমি তাঁর সাথে তা কর না। ইব্ন উফায়র (র)..... ইব্ন ওয়াহব (র)

কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা

থেকে **খَضْرَاتُ** (শাক-সজির একটি হাড়ি) বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে লায়স ও আবু সাফওয়ান (র) ইউনুস (র) থেকে হাড়ির ঘটনা উল্লেখ করেননি। এটি কি হাদীস বর্ণিত না যুহুরী (র)-এর উকি এ সম্পর্কে আমার জানা নেই।

**٦٨٥٨** حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ بْنُ ابْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيهِ وَعَمِّي قَالَا حَدَّثَنَا أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيرٍ أَنَّ أَبَاهُ جُبَيرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى فَكَلَمَتُهُ فِي شَيْءٍ فَأَمْرَرَهَا بِأَمْرٍ فَقَالَتْ أَرَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَمْ أَجِدْكَ، قَالَ أَنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأَتِيَ أَبَا بَكْرٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ زَادَ لَنَا الْحُمَيْدَيْنِ عَنْ ابْرَاهِيمَ ابْنِ سَعْدٍ، كَانُهَا تَعْنِي الْمَوْتَ -

**৬৮৫৮** উবায়দুল্লাহ ইবন সাদ ইবন ইব্রাহীম (র)..... জুবায়র ইবন মুত্সিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনেক মহিলা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লে আলাইকু-এর খেদমতে হায়ির হল এবং তাঁর সাথে কিছু বিষয়ে কথাবার্তা বলল। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লে আলাইকু তাঁকে কোন এক বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে দিলেন। এরপর মহিলা আবেদন করল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে যখন পাব না তখন কি করব? তিনি উত্তর দিলেন : যখন আমাকে পাবে না, তখন আসবে আবু বকর (রা)-এর কাছে।

আবু আবদুল্লাহ [ইমাম বুখারী (র)] বলেন, বর্ণনাকারী হুমায়দী (র) ইবরাহীম ইবন সাদ (র) থেকে আরো অতিরিক্ত বলেছেন, মহিলাটি সম্ভবত সেই আবেদন দ্বারা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লে আলাইকু-এর ওফাতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

**٢.٩٩** بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ تَعَالَى لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ وَقَالَ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعْبَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يُحَدِّثُ رَفِطًا مِنْ قُرْيَشٍ بِالْمَدِينَةِ وَذَكَرَ كَفْبَ الْأَخْبَارِ فَقَالَ أَنْ كَانَ مِنْ أَصْنَافِ هُؤُلَاءِ الْمُحَدَّثِينَ الَّذِينَ يُحَدِّثُونَ عَنِ الْكِتَابِ وَإِنْ كُنَّا مَعَ ذَلِكَ لِنَبْلُوْ عَلَيْهِ الْكَذِبَ

৩০৯৯. অনুচ্ছেদ : নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লে আলাইকু-এর বাণী : আহলে কিতাবদের কাছে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করো না। আবুল ইয়ামান (র) বলেন, শুয়াইব (র), ইমাম যুহুরী (র) হুমায়দ ইবন আবদুর রহমান (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মু'আবিয়া (রা)-কে মদীনায় বসবাসরত কুরায়শ বংশীয় কতিপয় লোককে আলাপ-আলোচনা করতে শুনেছেন। তখন কা'ব আহবারের কথা এসে যায়। মু'আবিয়া (রা) বললেন, যারা পূর্ববর্তী কিতাব সম্পর্কে আলোচনা করেন, তাদের মধ্যে তিনি অধিকতর সত্যবাদী, যদিও বর্ণিত বিষয়সমূহ ভিত্তিহীন।

**٦٨٥٩** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلَيْهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ أَهْلُ

الْكِتَابِ يَقْرُئُنَ التَّوْرَةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيَفْسِرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا أَلْيَاهَ -

**৬৮৫৯** মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে কিতাব হিস্কু ভাষায় তাওরাত পাঠ করে মুসলমানদের সামনে তা আরবী ভাষায় ব্যাখ্যা করত। (এই প্রক্ষিতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আহলে কিতাবকে তোমরা সত্যবাদী মনে করো না এবং তাদেরকে মিথ্যবাদীও ভেবো না। তোমরা বলে দাও, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এর প্রতি ..... শেষ পর্যন্ত।

**৬৮৬.** حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبْرَاهِيمُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبْنُ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسَ قَالَ كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابَ عَنْ شَيْءٍ وَكَتَابُكُمُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَدَثُ تَقْرَئُنَهُ مَحْضًا لَمْ يُشَبِّهْ وَقَدْ حَدَّثْنَا أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا كِتَابَ اللَّهِ وَغَيْرُهُ وَكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمُ الْكِتَابَ وَقَالُوا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ، أَلَا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مَسْئَلَتِهِمْ لَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلًا يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ -

**৬৮৬০** মুসা ইবন ইসমাইল (র)..... উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইবন আবুআস (রা) বলেছেন, তোমরা কিভাবে আহলে কিতাবদেরকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর? অথচ তোমাদের কিতাব (আল-কুরআন) তাঁর রাসূল ﷺ-এর উপর সদ্য নাযিল হয়েছে, তা তোমরা পড়ছ। যা পৃত-পরিত্র ও নির্ভেজাল। এই কিতাব তোমাদেরকে বলে দিচ্ছে, আহলে কিতাবগণ আল্লাহর কিতাবকে পরিবর্তন ও বিকৃত করে দিয়েছে। তারা স্বহস্তে কিতাব লিখে তা আল্লাহর কিতাব বলে ঘোষণা দিয়েছে, যাতে এর দ্বারা সামান্য সুবিধা লাভ করতে পারে। তোমাদের কাছে যে (কিতাব ও সুন্নাহর) ইল্ম রয়েছে তা কি তোমাদেরকে তাদের কাছে কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে নিষেধ করছে না? আল্লাহর কসম! আমরা তো তাদের কাউকে দেখিনি কখনো তোমাদের উপর অবতীর্ণ কিতাবের বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতে।

**৩১০.** بَابُ نَهْيِ النِّبِيِّ ﷺ عَنِ التَّلْحِيرِ إِلَّا مَا يُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ ، وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ نَحْنُ قَوْلِهِ حِينَ أَحْلَوْنَا أَصِيبَتُوْنَا مِنِ النِّسَاءِ ، وَقَالَ جَابِرٌ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحْلَمُنَّ لَهُمْ ، وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ نَهَيْنَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَلَمْ يُعْزِمْ عَلَيْنَا -

৩১০০. অনুচ্ছেদ ৪ নবী ﷺ-এর নিষেধাজ্ঞা দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হয়। তবে অন্য দলীলের দ্বারা যা মুবাহ হওয়া প্রমাণিত তা ব্যতীত। অনুরূপ তাঁর নির্দেশ দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। তবে অন্য দলীল দ্বারা তা মুবাহ হওয়া প্রমাণিত হলে ভিন্ন কথা। যেমন নবী ﷺ-এর বাণী : যখন তোমরা হালাল (ইহুরাম

থেকে) হয়ে যাও, নিজ স্তুর সাথে সহবাস করবে। জাবির (রা) বলেন, এ কাজ তাদের জন্য ওয়াজির করা হয়নি। বরং তাদের জন্য (স্তুর ব্যবহার) হালাল করা হয়েছে। উস্মে আতীয়া (রা) বলেছেন, আমাদেরকে (মহিলাদের) জানায়ার সাথে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। এ নিষেধাজ্ঞা আমাদের উপর বাধ্যতামূলক নয়।

**٦٨٦١** حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ أَبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءُ قَالَ جَابِرُ حَوْلَةً وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيْ عَطَاءُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِيْ أَنَاسٍ مَعْهُ قَالَ أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجَّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةً قَالَ عَطَاءُ قَالَ جَابِرُ فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبَّعَ رَابِعَةً مَضَتْ مِنْ ذَي الْحِجَّةِ فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمْرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُحْلَلَ وَقَالَ أَحْلُوا وَأَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ قَالَ عَطَاءُ قَالَ جَابِرُ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنَّ أَحْلَهُنَّ لَهُمْ فَبَلَغَهُ أَنَّ نَقُولُ لِمَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرْفَةَ إِلَّا خَمْسٌ أَمْرَنَا أَنْ تُحْلَلَ إِلَى نِسَائِنَا فَنَاتَتِي عَرْفَةُ تَقْطُرُ مُذَاكِيرُنَا الْمَذْكُورَ قَالَ وَيَقُولُ جَابِرُ بِيَدِهِ هَذَا أَوْ حَرَكَهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ إِنِّي أَتَقَاعُمُ اللَّهُ وَأَصْدِقُكُمْ وَأَبْرُكُمْ وَلَوْلَا هَذِي لَحَلَّتْ كَمَاتُ حُلُونَ فَحَلُونَ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ فَحَلَّنَا وَسَمِعْنَا وَأَطْعَنَا-

**৬৮৬১** মাঝী ইব্ন ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ ইব্ন বাকর (র) ..... আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহকে এই কথা বলতে শুনেছি যে, তাঁর সাথে তখন আরো কিছু লোক ছিল। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ শুধু হজ্জের নিয়তে ইহুরাম বেঁধেছিলাম। এর সাথে উমরার নিয়ত ছিল না। বর্ণনকারী আতা (র) বলেন, জাবির (রা) বলেছেন, নবী ﷺ যিলহজ্জ মাসের চার তারিখ সকাল বেলায় (মকায়) আগমন করলেন। এরপর আমরাও যখন আগমন করলাম, তখন নবী ﷺ আমাদেরকে ইহুরাম খুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন।<sup>১</sup> তিনি বললেন : তোমরা ইহুরাম খুলে ফেল এবং স্তুদের সাথে মিলিত হও। (রাবী) আতা (র) বর্ণনা করেন, জাবির (রা) বলেছেন, (স্তুদের সাথে সহবাস করা) তিনি তাদের উপর বাধ্যতামূলক করেননি বরং মুবাহ করে দিয়েছেন। এরপর তিনি অবগত হন যে, আমরা বলাবলি করছি আমাদের ও আরাফার দিনের মাঝখানে মাত্র পাঁচদিন বাকি। তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা ইহুরাম খুলে স্তুদের সাথে মিলিত হই। তখন তো আমরা পৌছব আরাফায় আর আমাদের পুরুষাঙ্গ থেকে যদী ঝরতে থাকবে। আতা বলেন, জাবির (রা) এ কথা বোঝানোর জন্য হাত দিয়ে ইঙ্গিত করেছিলেন কিংবা হাত নেড়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন : তোমরা জান, আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে অধিক ভয় করি, তোমাদের তুলনায় আমি বেশি সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান। আমার সাথে যদি কুরবানীর পশ্চ না থাকত,

১. নবী ﷺ-এর সাথে হজ্জ আদায় করার বছর সাহাবীগণের মধ্যে যারা শুধু হজ্জের ইহুরাম বেঁধেছিলেন তাদেরকে তিনি তা উমরায় পরিণত করে ইহুরাম খুলে ফেলার নির্দেশ দেন এবং তা শুধু এই বছরের জন্যই প্রযোজ্য ছিল।

আমি তোমাদের মত ইহরাম খুলে ফেলতাম। সুতরাং তোমরা ইহরাম খুলে ফেল। আমি যদি আমার কাজের পরিণাম আগে জানতাম যা পরে অবগত হয়েছি তবে আমি কুরবানীর পশ্চ সঙ্গে আনতাম না। অতএব আমরা ইহরাম খুলে ফেললাম। নবী ﷺ-এর নির্দেশ শোনলাম এবং তাঁর আনুগত্য করলাম।

**٦٨٦٢** حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْمَزَنِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلَوْةُ الْمَغْرِبِ قَالَ فِي التَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كِرَاهِيَّةٌ أَنْ يَتَخَذِّهَا النَّاسُ سُنَّةً -

**৬৮৬২** আবু মামার (র).....: আবদুল্লাহ মুয়ানী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : মাগরিবের নামায়ের পূর্বে তোমরা নামায আদায় করবে। তবে তৃতীয়বারে তিনি বললেন : যার ইচ্ছা সে তা আদায় করতে পারে। লোকেরা (সাহাবীগণ) এটাকে সুন্নাত বলে ধরে নিক — এটা তিনি পছন্দ করলেন না।

## ٢١.١ بَابُ كِرَاهِيَّةِ الْإِخْتِلَافِ

৩১০১. অনুজ্ঞেদ : মতবিরোধ অপচন্দনীয়

**٦٨٦٣** حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سَلَامِ بْنِ أَبِي مُطْبِعٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجُوْنِيِّ عَنْ جُنْدِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأُوا الْقُرْآنَ مَا أَنْتَلَفْتَ قُلُوبُكُمْ فَإِذَا أَخْتَلَفْتُمْ فَقَوْمُوا عَنْهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَمِعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ سَلَاماً -

**৬৮৬৩** ইসহাক (র)..... জুন্দাব ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করতে থাক, যাবত এর প্রতি তোমাদের হৃদয়ের আকর্ষণ অব্যাহত থাকে। আর যখন তোমাদের মধ্যে কোন প্রকার মতবিরোধ দেখা দেয় তখন তা থেকে উঠে যাও। আবু আবদুল্লাহ (বুখারী) (র) বলেন, আবদুর রহমান (র) সাল্লাম থেকে (উক্ত হাদীসটি) শুনেছেন (সূত্রে) বর্ণিত হয়েছে।

**٦٨٦٤** حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجُوْنِيِّ عَنْ جُنْدِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَقْرَأُوا الْقُرْآنَ مَا أَنْتَلَفْتَ قُلُوبُكُمْ فَإِذَا أَخْتَلَفْتُمْ فَقَوْمُوا عَنْهُ وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هَارُونَ الْأَعْوَرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ عَنْ جُنْدِبِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

**৬৮৬৪** ইসহাক (র.).....জুন্দাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা ততক্ষণ কুরআন তিলাওয়াত করতে থাক, যতক্ষণ এর প্রতি তোমাদের হৃদয়ের আকর্ষণ অব্যাহত থাকে। আর যখন বিরাগ মন হয়ে যাও, তখন তা থেকে উঠে দাঁড়াও। ইয়াখিদ ইব্ন হারুন (র) জুন্দাব (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুৰূপ বর্ণিত হয়েছে।

কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা

**٦٨٦٥** حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هَشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا حُضِرَ النَّبِيُّ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابُ، قَالَ هُلُمْ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ قَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّبِيَّ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبَهُ الْوَجْهُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنَ فَحَسِبْنَا كِتَابَ اللَّهِ، وَأَخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَأَخْتَصَمُوا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرِبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ، فَلَمَّا أَكْتُرُوا الْلَّغْطَ وَالْأَخْتَلَافَ عِنْدَ النَّبِيِّ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُومُوا عَنِّي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَكَانَ أَبْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَنَّ الرِّزْيَةَ كُلُّ الرِّزْيَةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ وَلَغْطِهِمْ

**٦٨٦٥** ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র).... ইব্ন আবু আবাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ-এর ওফাতের সময় ঘনিয়ে এল। রাবী বলেন, ঘরের মধ্যে তখন বহু লোক ছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন উমর ইব্ন খা�তাব (রা)। তিনি (নবী ﷺ) বললেন : তোমরা লেখার সামগ্রী নিয়ে এসো, আমি তোমাদের জন্য লিখে যাব এমন জিনিস, যা দ্বারা তার পরে তোমরা পথভঙ্গ হবে না। উমর (রা) মন্তব্য করলেন, নবী ﷺ খুবই কষ্টে রয়েছেন। তোমাদের কাছে তো কুরআন রয়েছেই, আল্লাহর এই কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এ সময় গৃহে অবস্থানকারীদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হল। এবং তারা বিতর্কে লিপ্ত হয়ে গেল। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, লেখার সামগ্রী তোমরা নিয়ে এসো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের জন্য লিখে দেবেন এমন জিনিস যা দ্বারা তাঁর পরে তোমরা পথহারা হবে না। আবার কারো কারো বক্তব্য ছিল উমর (রা)-এর কথারই অনুরূপ। যখন নবী ﷺ-এর সামনে তাদের কথা কাটাকাটি এবং মতপার্থক্য বৃদ্ধি পেল, তখন তিনি বললেন : তোমরা আমার কাছ থেকে উঠে যাও।

বর্ণনাকারী উবায়দুল্লাহ বলেন, ইব্ন আবু আবাস (রা) বলতেন, সমস্ত জটিলতার মূল উৎস ছিল তা-ই, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর লেখার মাঝখানে অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছিল। অর্থাৎ তা ছিল তাদের মতবিরোধ ও কথা কাটাকাটি।

**٣١٢** بَابُ قَوْلِ اللَّهِ : وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، وَشَاءُرُهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَنَّ الْمُشَارَةَ قَبْلَ الْعَزْمِ وَالْتَّبَيْنِ، لِقَوْلِهِ : فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِذَا عَزَمَ الرَّسُولُ لَمْ يَكُنْ لِبَشَرٍ التَّقْدِيمُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَشَاءَرَ النَّبِيُّ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْنَابَهُ يَوْمَ أُحْدِي فِي الْمُقَامِ وَالْخُرُوجِ فَرَأَوْا لَهُ الْخُرُوجَ فَلَمَّا لَبِسَ لَامَّةً وَعَزَمَ قَاتِلُوا أَقِمَ فَلَمْ يَمْلِئِ الْيَمِنَ بَعْدَ الْعَزْمِ وَقَالَ لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ يَلْبِسُ لَامَّةً فَيَخْصِعُهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَشَاءَرَ عَلَيْهَا وَأَسَامَةَ فِينَما رَمَى بِهِ أَهْلُ الْأَفْكَارِ مَعَشَّةَ فَسَمِعَ مِنْهُمَا حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ فَجَلَّ الرَّأْمِينَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى تَنَازُعِهِمْ، وَلَكِنْ حَكَمَ بِمَا أَمْرَهُ اللَّهُ، وَكَانَتِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَ

الثَّبِيْرِ يَسْتَشِيرُونَ الْأَمْتَاءَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ لِيَأْخُذُوا بِإِسْهَابِهَا فَلَذَا وَضَعَ الْكِتَابُ أَوِ السُّنْنَةَ لَمْ يَتَعَدُهُ إِلَى غَيْرِهِ اقْتِدَاءً بِالثَّبِيْرِ يَسْتَشِيرُ وَرَأَى أَبُو بَكْرٍ قِتَالَ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ ، فَقَالَ عُمَرُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَسْتَشِيرُ أَمْرِتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَلَذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَنَا مِنْ دِمَاءِهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحْسَأْ بِهِمْ عَلَى اللَّهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهُ لَا قَاتِلُنَّ مِنْ فَرَقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ يَسْتَشِيرُ ثُمَّ تَابَعَهُ بَعْدَ عُمَرَ فَلَمْ يَلْتَفِتْ أَبُو بَكْرٍ إِلَى مَشْوَرَةٍ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ يَسْتَشِيرُ فِي الَّذِينَ فَرَقُوا بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَأَرَادُوا تَبْدِيلَ الدِّينِ وَأَحْكَامِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ يَسْتَشِيرُ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ وَكَانَ الْقُرَاءُ أَصْنَابَ مَشْوَرَةٍ عُمَرُ كَهُولًا كَانُوا أَوْ شَبَابًا وَكَانَ وَقَاتِلًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ -

৩১০২. অনুচ্ছেদ ৪: মহান আল্লাহর বাণী ৪: তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে। (৪২ ৪ ৩৮) এবং পরামর্শ করো তাঁদের সাথে (দীনী) কর্মের ব্যাপারে। পরামর্শ হলো হিল সিদ্ধান্ত ও লক্ষ্য নির্ধারণের পূর্বে। যেমন, মহান আল্লাহর বাণী ৪: এরপর যখন তুমি দৃঢ়সংকল্প হও, তখন আল্লাহর উপর ভরসা কর। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প হন, তখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মতের পরিপন্থী অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে কারো কোন অধিকার থাকে না। ওহদের যুক্তের দিনে নবী ﷺ তাঁর সাহাবীদের সাথে এ পরামর্শ করেন যে, যুদ্ধ কি মদীনায় অবস্থান করেই চালাবেন, না বাইরে গিয়ে? সাহাবাগণ মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করাকে রায় দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যুক্তের পোশাক পরিধান করলেন এবং যখন যুক্তের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন, তখন সাহাবাগণ আরয করলেন, মদীনায়ই অবস্থান করুন। কিন্তু তিনি দৃঢ়সংকল্প হওয়ার পর তাঁদের এই মতামতের প্রতি জরুরীপ করলেন না। তিনি মন্তব্য করলেন: কোন নবীর সামরিক পোশাক পরিধান করার পর আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তা বুলে ফেলা সমীচীন নয়। তিনি আলী (রা) ও উসামা (রা)-এর সাথে আয়েশার উপর যিনার মিথ্যা অপবাদ লাগানোর ব্যাপারে পরামর্শ করেন। তাদের কথা তিনি শোনেন। এরপর কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়। মিথ্যা অপবাদকারীদেরকে তিনি বেত্তাঘাত করেন। তাঁদের পরম্পর মতান্তরের দিকে লক্ষ্য না করে আল্লাহর নির্দেশানুসারেই সিদ্ধান্ত নেন। নবী ﷺ-এর পরে ইমামগণ মুবাহ বিষয়াদিতে বিশ্বস্ত আলেমদের কাছে পরামর্শ চাইতেন, যেন তুলনামূলক সহজ পথ তারা গ্রহণ করতে পারেন। হাঁ, যদি কিতাব কিংবা সুন্নাহতে আলোচ্য বিষয়ে কোন পরিকার ব্যাখ্যা পাওয়া যেত, তখন তারা নবী ﷺ-এর কথারই অনুসরণ করতেন, অন্য কারো কথার প্রতি জরুরীপ করতেন না। (নবী ﷺ-এর অনুসরণেই) যাকাত যারা বক করে দিয়েছিল, আবু বকর (রা) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। উমর (রা) তখন বললেন, আপনি কিভাবে লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমি এতক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি,

যতক্ষণ না তারা বলবে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। তারা যখন ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলবে তখন তারা আমার কাছ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা লাভ করবে। তবে ইসলামের হকের ব্যাপার ভিন্নতর। আর সে ব্যাপারে তাদের হিসাব-নিকাশ আল্লাহর উপর। আবু বকর (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অবশ্যই করব, যারা রাসূলল্লাহ ﷺ-এর সুসংহত বিষয়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে। পরিশেষে উমর (রা) তাঁর সিদ্ধান্তই মেনে নিলেন। আবু বকর (রা) এ ব্যাপারে (কারো সাথে) পরামর্শ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। কেননা, যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে এবং ইসলাম-এর নির্দেশাবলী পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধনের অপচেষ্টা করে, তাদের বিরুদ্ধে রাসূলল্লাহ ﷺ-এর সিদ্ধান্ত তাঁর সামনে বিদ্যমান ছিল। কেননা, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজের দীনকে পরিবর্তন করে তাকে হত্যা কর। উমর (রা)-এর পরামর্শ পরিষদের সদস্যগণ কুরআন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। চাই তারা বয়োবৃদ্ধ হোন কিংবা যুবক। আল্লাহর কিতাবের (সিদ্ধান্তের) প্রতি উমর (রা) ছিলেন অধিক অবহিত

٦٨٦٦

حَدَّثَنَا أَوْيَسٌ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ  
ابْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ وَابْنُ الرَّبِّيرِ وَابْنُ الْمُسَيْبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ وَعَبْدِ  
اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْأَفْكَ مَا قَالُوا فَقَالَتْ وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ  
عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْىُ يَسْأَلُهُمَا وَهُوَ  
يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ ، فَأَمَّا أَسَامَةُ فَأَشَارَ بِالْدِيْنِ يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ ، وَأَمَّا  
عَلَى فَقَالَ لَمْ يُضِيقِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سُوَاهَا كَثِيرٌ وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقُكَ فَدَعَا  
رَسُولُ اللَّهِ بِرِيرَةً ، فَقَالَ هَلْ رَأَيْتُ مِنْ شَيْءٍ يَرِيْبُكِ ؟ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَمْرًا  
أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِ فَتَنَامُ عَنْ عَجِيزِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ فَقَامَ  
عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ يَا مَعْشِرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ بِلَغَنِيْ أَذَاهُ فِي أَهْلِيْ فَوَ  
اللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِيْ إِلَّا خَيْرًا وَذَكَرَ بَرَاءَةَ عَائِشَةَ

**৬৮৬৬** আল উওয়ায়সী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। যখন মিথ্যা অপবাদকারীরা তাঁর (আয়েশা) বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন (যিনার) অপবাদ রটিয়েছিল। তিনি বলেন, ওহী আসতে বিলম্ব হচ্ছিল, তখন রাসূলল্লাহ ﷺ আলী ইব্ন আবু তালিব ও উসামা ইব্ন যায়িদের কাছে কিছু পরামর্শ করার জন্য তাদেরকে ডাকলেন। এবং তাঁর সহধর্মী আয়েশা (রা)-কে পৃথক করে দেওয়া সম্পর্কে পরামর্শ চাইলেন। উসামা (রা) নবী ﷺ-এর পরিবারের পরিত্রাতা সম্পর্কে তাঁর যা জানা ছিল তা উল্লেখ করলেন। আর আলী (রা) বললেন, আল্লাহ আপনার জন্য তো কোন সীমাবদ্ধতা আরোপ করেননি। মহিলা তো তিনি ব্যতীত আরও অনেক আছেন। আপনি বাঁদীটির কাছে জিজ্ঞাসা করুন, সে আপনাকে সত্য যা, তাই বলবে। তখন রাসূলল্লাহ ﷺ বারীরাকে ডাকলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি সন্দেহের কিছু অবলোকন করেছ? তিনি বললেন, আমি

এ ছাড়া আর অধিক কিছুই জানি না যে, আয়েশা (রা) হচ্ছে অল্পবয়স্ক মেয়ে। তিনি নিজের ঘরের আটা পিষে ঘুমিয়ে পড়েন, এমতাবস্থায় বক্রী এসে তা খেয়ে ফেলে। এরপর নবী ﷺ মিথরে দাঁড়িয়ে বললেন : হে মুসলিমগণ! যে ব্যক্তি আমার পরিবারের অপবাদ রাটিয়ে আমাকে কষ্ট দিয়েছে তার প্রতিকার করতে আমাকে সাহায্য করার মত কেউ আছ কি? আল্লাহর কসম! আমি আমার পরিবার সম্পর্কে ভালো ছাড়া মন্দ কিছুই জানি না এবং তিনি আয়েশা (রা)-এর পরিত্রাতার কথা বর্ণনা করলেন।

٦٨٦٧

حَدَّثَنِيْ أَبُوْ أَسَمَّةَ عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى  
بْنُ أَبِي زَكْرِيَّاءِ الْفَسَانِيِّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
خَطَبَ النَّاسَ فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَتَّسَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا تُشِيرُونَ عَلَىٰ فِي قَوْمٍ يَسْبُونَ أَهْلِيْ  
مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُوءٍ قَطُّ وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ لَمَّا أَخْبَرَتْ عَائِشَةَ بِالْأَمْرِ قَالَتْ يَا  
رَسُولَ اللَّهِ  
أَتَأْذَنُ لِيْ أَنْ أَنْطَلِقَ إِلَى أَهْلِيْ فَأَذِنَ لَهَا فَأَرْسَلَ مَعَهَا الْغُلَامَ، وَقَالَ  
رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

٦٨٦٧

আবু উসামা ও মুহাম্মদ ইবন হারব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের (সামনে) খুত্বা দিলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান বর্ণনা করলেন। এরপর তিনি বললেন : যারা আমার স্ত্রীর অপবাদ রাটিয়ে ফিরছে, তাদের সম্পর্কে তোমরা আমাকে কি পরামর্শ দাও। আমি আমার পরিবারের কারো মধ্যে কোন প্রকার অশ্রীলতা বিন্দুমাত্র অনুভব করিনি।

উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশাকে সেই অপবাদ সম্পর্কে অবহিত করা হলে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আমার পরিজনের (বাবা-মার) কাছে যাওয়ার অনুমতি দিবেন কি? তখন নবী ﷺ তাঁকে অনুমতি দিলেন এবং তাঁর সাথে একজন গোলামও পাঠালেন। জনৈক আনসারী বললেন, তুমই পবিত্র হে আল্লাহ! এ ধরনের কথা আমাদের মুখে শোভা পায় না। এটা ভিত্তিহীন ঘৃণ্য মিথ্যা অপবাদ। তোমারই পবিত্রতা হে আল্লাহ!

كِتَابُ الرِّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ  
وَغَيْرِهِمُوا التَّوْحِيدِ

জাহ্মিয়াদের মতের খণ্ডন ও  
তাওহীদ প্রসঙ্গ অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى الْجَهَمِيَّةِ  
وَغَيْرِهِمُ التُّوْحِيدِ

## জাহমিয়াদের মতের খণ্ডন ও তাওহীদ প্রসঙ্গ অধ্যায়

٢٠٩٧ بَابُ مَا جَاءَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ أَمْثَةُ إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ تَبَارَكَتْ أَسْمَائِهِ  
وَتَعَالَى جَدَّهُ -

৩০৯৭ অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহ তা'আলার তাওহীদের প্রতি উক্তকে নবী ﷺ-এর দাওয়াত

٦٨٦٨ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ زَكَرِيَّاءِ بْنِ اسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
صَيْفِي عَنْ أَبِي مَغْبِدٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعاذًا إِلَى الْيَمَنِ حَ  
وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَلَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا أَسْمَاعِيلُ  
بْنُ أَمِيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَغْبِدٍ مَوْلَى أَبْنِ  
عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَمَّا بَعَثَ النَّبِيَّ ﷺ مُعاذَ بْنَ جَبَلَ نَحْوَ أَهْلِ  
الْيَمَنِ قَالَ لَهُ أَنْكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَيْكُنْ أَوْلَى مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ  
يُؤْخِذُوا اللَّهَ فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ  
وَلَيَأْتِيهِمْ فَإِذَا صَلَوُا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ  
غَنِيَّهُمْ فَتَرَدَ عَلَى فَقِيرِهِمْ فَإِذَا أَقْرَوْا بِذَلِكَ فَخَذُ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ -

৬৮৬৮ আবু আসিম ও আবদুল্লাহ ইব্ন আবু আসওয়াদ (র)..... ইব্ন আবাসের আযাদকৃত গোলাম  
আবু মাওাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আবাস (রা)-কে বলতে শনেছি, যখন  
নবী ﷺ মুআয় ইব্ন জাবাল (রা)-কে ইয়ামান (বাসীদের) উদ্দেশ্যে পাঠালেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন,

তুমি আহলে কিতাবদের একটি কাওমের কাছে চলেছ। অতএব, তাদের প্রতি তোমার প্রথম দাওয়াত হবে— তারা যেন আল্লাহর একত্ববাদকে স্বীকার করে নেয়। তারা তা স্বীকার করার পর তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তা'আলা দিনে রাতে তাদের প্রতি পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করে দিয়েছেন। যখন তারা নামায আদায় করবে, তখন তুমি তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের ধন-সম্পদে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি যাকাত ফরয করেছেন। তা (এই যাকাত) তাদেরই ধনশালীদের থেকে গ্রহণ করা হবে। আবার তাদের ফকীরদেরকে তা (বন্টন করে) দেওয়া হবে। যখন তারা তা স্বীকার করে নেবে, তখন তাদের থেকে (যাকাত) গ্রহণ কর। তবে লোকজনের ধন-সম্পদের উভমাংশ গ্রহণ থেকে সংযমী হবে।

٦٨٦٩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ وَالْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمَانَ سَمِعَا الْأَسْوَدَ بْنَ هَلَالَ عَنْ مُعاَذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا مُعاَذُ أَتَدْرِيْ مَاحَقُ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ؟ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، أَتَدْرِيْ مَاحَقُّهُمْ عَلَيْهِ؟ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ أَنْ لَا يُعَذِّبُهُمْ -

**৬৮৬৯** মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ..... মুআয ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, নবী ﷺ বললেন : হে মুআয! তোমার কি জানা আছে, বান্দার উপর আল্লাহর হক কি? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। নবী ﷺ বললেন : বান্দা আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার না বানিয়ে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে। (নবী ﷺ পুনরায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন) আল্লাহর উপর বান্দার হক কি তা কি তুমি জান? তিনি বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি (নবী ﷺ) বললেন : তা হচ্ছে বান্দাদেরকে শান্তি প্রদান না করা।

٦٨٧.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبْنِ أَبِي صَفْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الدُّخْدُرِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يُرِيدُهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَقَالَّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، زَادَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الدُّخْدُرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَخِيْ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

**৬৮৭০** ইসমাইল (র)..... আবু সাঈদ খুদৰী (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনেক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে বারবার 'ইখ্লাস' সূরাটি তিলাওয়াত করতে শুনল। সকাল বেলা সে ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট এ ব্যাপারটি উল্লেখ করল; সে ব্যক্তিটি যেন সূরা ইখ্লাসের (মহত্বকে) কম করে দেখছিল। এই প্রেক্ষিতে নবী ﷺ বললেন : যে মহান সত্ত্বার কুদরতের হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম করে বলছি! এই সূরাটি মর্যাদার দিক দিয়ে অবশ্যই কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ। ইসমাইল ইবন জাফর কাতাদা ইবন আল-নুমান (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে (কিছুটা) বৃদ্ধি সহকারে বর্ণনা করেছেন।

٦٨٧١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ ابْنِ أَبِي هَلَالٍ أَنَّ أَبَا الرَّجَالِ مُحَمَّدًا بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّهِ عُمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَتْ فِي حَجْرِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعْثَ رَجُلًا عَلَى سَرْيَةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِ فَيَخْتَمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ سَلُوهُ لَأِيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ لَأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ وَأَنَا أَحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ-

٦٨٧٢ مুহাম্মদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এক সাহাবীকে একটি মুজাহিদ দলের প্রধান করে জিহাদে পাঠালেন। নামাযে তিনি যখন তাঁর সাথীদের নিয়ে ইমামতি করতেন, তখন ইখ্লাস সূরাটি দিয়ে নামায শেষ করতেন। মুজাহিদগণ সেই অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তন করে নবী ﷺ-এর খেদমতে বিষয়টি আলোচনা করলেন। নবী ﷺ বললেন : তাঁকেই জিজ্ঞাসা কর কেনই বা সে এই কাজটি করেছে? এরপর তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিলেন, এই সূরাটিতে আল্লাহু তা'আলার গুণাবলি রয়েছে। এই জন্য সূরাটি তিলাওয়াত করতে আমি ভালোবাসি। তখন নবী ﷺ বললেন : তাঁকে জানিয়ে দাও, আল্লাহু পাক তাঁকে ভালবাসেন।

### ২১.৩ بَابُ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

৩১০৪. অনুচ্ছেদ : আপনি বলে দিন, তোমরা আল্লাহ নামে আহবান কর বা রাহমান নামে আহবান কর। তোমরা যেই নামেই আহবান কর সকল সুন্দর নামই তাঁর (১৭ : ১১০)

٦٨٧٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَلْعَمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ وَأَبِي ظَبَّيْانَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ-

৬৮৭২ মুহাম্মদ (র) ..... জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তার প্রতি দয়া দেখান না, যে মানুষের প্রতি দয়া দেখায় না।

٦٨٧٤ حَدَّثَنَا أَبُو التَّعْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ رَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ التَّهْدِيِّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ رَيْدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ أَحْدَى بَنَاتِهِ يَدْعُوهُ إِلَى ابْنِهِ فِي الْمَوْتِ، فَقَالَ ارْجِعْ فَأَخْبِرْهَا أَنَّ اللَّهَ مَا أَخْذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجْلٍ مُسْمَى فَمَرِّهَا فَلَتَصْبِرُ وَلَتَحْتَسِبْ فَأَعَادَتِ الرَّسُولُ أَنَّهَا أَقْسَمَتْ لِتَاتِيَّنَاهَا، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَدَفَعَ الصَّبَّيُّ إِلَيْهِ وَنَفْسُهُ تَقَعُّدُ كَانَهَا فِي شَنِّ ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ، فَقَالَ لَهُ سَعْدُ يَارَسُولَ

اللَّهُ قَالَ هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَأَنَّمَا يَرْخُمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحْمَاءَ-

**৬৮৭৩** আবু নুমান (র) ..... উসামা ইবন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় আমরা নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় নবী ﷺ-এর কোন এক কন্যার পক্ষ থেকে একজন সংবাদবাহক এসে তাঁকে জানাল যে, তাঁর কন্যার পুত্রের মৃত্যুবন্ধনা আরম্ভ হয়েছে। নবী ﷺ-এর সংবাদবাহককে বলে দিলেন, তুমি ফিরে যাও এবং তাকে জানিয়ে দাও, আল্লাহ্ যা নিয়ে নিয়েছেন এবং তিনি যা দিয়ে রেখেছেন সবেরই তিনি মালিক। তাঁর কাছে প্রতিটি জিনিসের মেয়াদ সুনির্ধারিত। সুতরাং তাকে গিয়ে সবর করতে এবং প্রতিদিনের আশা রাখতে বল। নবী ﷺ-এর কন্যা পুনরায় সংবাদ বাহককে পাঠালেন। সে এসে বলল, আপনাকে তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য তিনি কসম দিয়ে বলেছেন। এরপর নবী ﷺ যাওয়ার জন্য দাঁড়ালেন, তাঁর সঙ্গে সাদ ইবন উবাদা (রা), মুআয় ইবন জাবাল (রা)-ও দাঁড়িয়ে গেলেন। এরপর শিশুটিকে নবী ﷺ-এর কাছে দেওয়া হল। তখন শিশুটির শ্বাস এমনভাবে ক্ষীণ হয়ে আসছিল, যেন তা একটি মশকে রয়েছে। তখন নবী ﷺ-এর চোখ সিঁক হয়ে গেল। সাদ ইবন উবাদা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (এটা কি?) তিনি বললেন : এটিই রহম— দয়ামায়া, যা আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। বস্তুত আল্লাহ্ বান্দাদের মধ্যে যারা দয়ালু আল্লাহ্ তাদের প্রতিই দয়া প্রদর্শন করে থাকেন।

### ٣١٠٥ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ إِنِّي أَنَا الرَّزَّاقُ نُوَّقُوْتُ الْمُتَّيْنِ

৩১০৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ বাণী : নিচয়ই আল্লাহ্ তো রিযিক দান করেন এবং তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত।  
(৫১ : ৫৮)

**৬৮৭৪** حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلْطَنِيِّ عَنْ أَبِي مُؤْسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى أَنْ يَسْمَعَهُ مِنَ اللَّهِ يَدْعُونَ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ-

**৬৮৭৪** আবদান (র) ..... আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : এমন কেউই নেই যে কষ্টদায়ক বিষয়ে কিছু শোনার পর, সে ব্যাপারে আল্লাহ্ চেয়ে অধিক সবর করতে পারে। লোকেরা আল্লাহ্ তাঁ'আলার সন্তান আছে বলে দাবি করে, অথচ এর পরেও তিনি তাদেরকে শাস্তিতে রাখেন এবং রিযিক দান করেন।

**৩১০৪** بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَالَمُ الْغَيْبِ فَلَمْ يُظْهِرْ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا، وَإِنَّ اللَّهَ عَنْهُ عِلْمٌ السَّاعَةِ، وَأَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ، وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثِيٍّ وَلَا تَضَعُ أَبْعَلْمِهِ، إِنَّمَا يُرَدُّ عِلْمَ السَّاعَةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ يَحْبِي الظَّاهِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَالْبَاطِنُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا-

৩১০৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ বাণী : তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেন না। (৭২ : ২৬)। (মহান আল্লাহ্ বাণী) কিম্বামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্ কাছে রয়েছে।

(৩১ : ৩৪)। তা তিনি জেনে শুনে অবরীণ করেছেন (৪ : ১৬৬)। কোন নারী তার গর্ভে কি ধারণ করবে এবং কখন তা প্রসব করবে তা তাঁর জানা আছে। কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহতেই ন্যস্ত। আবু আবদুল্লাহ [রপ্তারী (র)] বলেন, ইয়াহৈয়া (র) বলেছেন, যদ্যান আল্লাহ জ্ঞানের আলোকে সমস্ত সৃষ্টির উপর প্রকাশমান, আবার তিনি জ্ঞানের আলোকে সবকিছুতেই পরিলুক্ষ

**٦٨٧٥** حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلُدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، لَا يَعْلَمُ مَا تَغْيِيبُ الْأَرْحَامُ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي غَيْبِ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ أَحَدُ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بَأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ۔

**৬৮৭৫** খালিদ ইবন মাখ্লাদ (র) ..... ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : গায়েবের কুঞ্জি পাঁচটি, যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউই জানে না। (১) মাতৃজঠরে কি শুশ্রাৰ রয়েছে তা জানেন একমাত্র আল্লাহ। (২) আগামীকাল কি সংঘটিত হবে তা ও জানেন একমাত্র আল্লাহ। (৩) বৃষ্টিপাত কখন হবে তা ও একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউই জানে না। (৪) কে কোন ভূমিতে মারা যাবে তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউই জানে না। (৫) আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউই জানে না, কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে।

**٦٨٧٦** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّداً ﷺ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُولُ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ، وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُولُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔

**৬৮৭৬** মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র.) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তোমাকে বলে মুহাম্মদ ﷺ স্থীর প্রতিপালককে দেখেছেন, অবশ্যই সে মিথ্যা বলল। কেননা তিনি (আল্লাহ) বলছেন, চক্ষুরাজি কখনো তাঁকে দেখতে পায় না। আর যে ব্যক্তি তোমাকে বলে মুহাম্মদ ﷺ গায়েব জানেন, অবশ্য সেও মিথ্যা বলল। কেননা তিনি (আল্লাহ) বলেন, গায়েব জানেন একমাত্র আল্লাহ।

### ৩১.৭ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ -

৩১০৭. অনুচ্ছেদ ৪: আল্লাহর বাণী : তিনিই শাস্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক

**٦٨٧٧** حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُغْفِرَةً قَالَ حَدَّثَنَا شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا نُصَلَّى خَلَفَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَقُولُ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، وَلَكِنْ قُولُوا التَّحْمِيَاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيَّبَاتُ،

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ -

**৬৮৭৭** আহমাদ ইবন ইউনুস (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর পেছনে নামায আদায় করতাম। তখন আমরা বলতাম, আল্লাহর উপর সালাম। তখন নবী ﷺ-বললেন : আল্লাহ তো নিজেই সালাম। হাঁ, তোমরা বল, ..... التَّحْيَاتُ لِلَّهِ। অর্থাৎ মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক সর্বপ্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকত নাফিল হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নিষ্ঠাবান বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।

**২.১৮** بَابُ قَوْلِ اللَّهِ مَلِكِ النَّاسِ فِيهِ أَبْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৩১০৮. অনুচ্ছেদ ৪ আল্লাহর বাণী : মানুষের অধিপতি (১১৪ : ২) এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন

**৬৮৮** حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمْيُونِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلْوُكُ الْأَرْضِ . وَقَالَ شَعِيبُ وَالزُّبِيدِيُّ وَأَبْنُ مُسَافِرٍ وَاسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ -

**৬৮৭৮** আহমদ ইবন সালিহ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ কিয়ামতের দিন পৃথিবী আপন মুষ্টিতে ধরবেন এবং আসমান তাঁর ডান হাতে জড়িয়ে ধরে বলবেন : আমই একমাত্র অধিপতি। পৃথিবীর অধিপতিরা কোথায়? শুয়ায়ব, যুবায়দী, ইবন মুসাফির, ইসহাক ইবন ইয়াহীয়া (র), ইমাম যুহরী (র) আবু সালামা (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

**৩১.৯** بَابُ قَوْلِ اللَّهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، سُبْحَانَ رَبِّ الْعِزَّةِ، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَمَنْ حَلَفَ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ، وَقَالَ أَنَسُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ جَهَنَّمُ قَطِّ قَطِ وَعِزْتِكَ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ أَخْرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الْجَنَّةَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ لَا وَعِزْتِكَ لَا أَسْأَلُ غَيْرَهَا، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ، وَقَالَ أَيُّوبُ وَعِزْتِكَ لَا غَنِيَّ بِي عَنْ بَرَكَتِكَ

৩১০৯. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (৫৯ : ২৪)। (তারা যা আরোপ করে তা থেকে) পবিত্র ও মহান তোমার প্রতিপালক, ইয্যতের অধিকারী প্রতিপালক। ইয্যত তো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলেরই। (৬৩ : ৮)

কেউ যদি আল্লাহর ইয্যত ও সিফাতের হলফ করে (তার হকুম কি হবে)? আনাস (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : জাহান্মাম বলবে, হে আল্লাহ! তোমার ইয্যতের কসম, যথেষ্ট হয়েছে। আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, জাহান্মাম থেকে পরিত্রাণ লাভ করে সর্বশেষ জানাতে প্রবেশকারী ব্যক্তিটি অবস্থান করবে জাহান্মাম ও জানাতের মধ্যখানে। তখন সে (আর্তনাদ করে) বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমার চেহারাখানি জাহান্মাম থেকে ফিরিয়ে (একটু জানাতের দিকে করে) দিন। আপনার ইয্যতের কসম। আপনার কাছে এ ছাড়া আমি আর কিছুই চাইব না। আবু সাউদ (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তখন আল্লাহ তা'আলা (ঐ ব্যক্তিকে) বলবেন, তোমাকে তা প্রদান করা হল এবং এর সাথে আরো দশগুণ অধিক দেওয়া হল। নবী আইউব (আ) দোয়া করেছেন : হে আল্লাহ! আপনার ইয্যতের কসম! আমি আপনার বরকতের সুষমা থেকে নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করি না

٦٨٧٩ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسْنَى الْمُعَلِّمُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرِيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ أَعُوذُ بِعِزْتِكَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالْأَنْسُ يَمُوتُونَ

৬৮৭৯ আবু মামার (র).....ইব্ন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এ কথা বলে দোয়া করতেন : আমি আপনার ইয্যতের আশ্রয় চাচ্ছি, আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আর আপনার কোন মৃত্যু নেই। অথচ জিন ও মানুষ সবই মরণশীল।

٦٨٨. حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمَىٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُلْقَى فِي النَّارِ، وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ حَوْنَانِيَّ وَعَنْ مُعْتَمِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَرَأُ إِلَّا يُلْقَى فِيهَا وَهِيَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّىٰ يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَدَّمَهُ فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ تَقُولُ قَدْ قَدْ بِعِزْتِكَ وَكَرَمِكَ وَلَا يَرَأُ الْجَنَّةَ تَفْضُلُ حَتَّىٰ يُنْشَىَ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا فَيُسْكِنُهُمْ فَضْلُ الْجَنَّةِ -

৬৮৮০ ইব্ন আবুল আসওয়াদ (র) ..... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : লোকদেরকে জাহান্মামে নিক্ষেপ করা হবে। খালীফা ও মুতামির (র) আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : জাহান্মামীদের জাহান্মামে নিক্ষেপ করা হতে থাকবে। তখন জাহান্মাম বলতে থাকবে আরো অধিক আছে কি? আর শেষে আল্লাহ রাবুল আলামীন, তাঁর কুদরতের কদম জাহান্মামে রাখবেন। তখন এর এক অংশ আরেক অংশের সাথে মিশ্রিত হয়ে স্থির হতে থাকবে। আর বলবে আপনার ইয্যত ও করমের

কসম! যথেষ্ট হয়েছে। জান্নাতের কিছু জায়গা শূন্য থাকবে। অবশ্যে আল্লাহ্ সেই শূন্য জায়গার জন্য নতুন করে কিছু মাখলুক সৃষ্টি করবেন এবং এদের জন্য জান্নাতের সেই শূন্যস্থানে বসতি স্থাপন করে দেবেন।

### ৩১১. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزُّ وَجَلُّ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

৩০১১. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ বাণী : এবং তিনিই সে সন্তা, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন যথাবিধি ৬৮১  
حدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَّاً عَنْ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ طَاوِسٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو مِنَ اللَّيْلِ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيْمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قَوْلُكَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلَقَاؤُكَ حَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقُّ، وَالنَّارُ حَقُّ، وَالسَّاعَةُ حَقُّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ أَمَّنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَّبَتُ، وَبِكَ خَاصَّمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخْرَتُ، وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِيْ لَا إِلَهَ لِيْ غَيْرُكَ -

৬৮৮১ কাবীসা (র) .... ইবন আবু রামান আবু রামান রাতের বেলায় এ বলে দোয়া করতেন : হে আল্লাহ্! আপনারই জন্য সব প্রশংসা। আসমানসমূহ এবং যমীনের প্রতিপালক! আপনারই সব প্রশংসা। আপনি সব আসমান ও যমীন এবং এগুলোর মধ্যকার সবকিছুর সুনিয়ন্ত্রক। আপনারই সব প্রশংসা। আসমানসমূহ এবং যমীনের নূর আপনিই। আপনার বাণীই যথার্থ। আপনার প্রতিশ্রূতিই যথাযথ। যথাযথ আপনার মূলাকাত। জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। কিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ্! আপনারই প্রতি আমি নিবেদিত। আপনার প্রতিই আমি ঈমান এনেছি। একমাত্র আপনারই উপর ভরসা করেছি। ফিরে এসেছি আপনারই সমীক্ষে। আপনারই সাহায্যে দুশমনের মুকাবিলা করেছি। (এক ও বাতিলের ফায়সালা) আপনারই উপর ন্যস্ত করেছি। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন, ক্ষমা করে দিন আমার পূর্বের এবং পরের গুনাহ, যা আমি গোপনে ও প্রকাশ্যে করেছি এবং আপনি আমার ইলাহ, আপনি ব্যক্তিত আমার কোন ইলাহ নেই।

৬৮৮২ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَّاً بِهِذَا وَقَالَ أَنْتَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ -

৬৮৮২ সাবিত ইবন মুহাম্মদ (র) ..... সুফিয়ান (র) একুপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে বর্ণিত আছে, নবী ﷺ বলেছেন : আপনিই সত্য এবং আপনার বাণীই যথার্থ।

৩১১. بَابُ قَوْلِهِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِينِعًا بَصِيرًا وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ تَمِيمٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسَعَ سَمْعَهُ الْأَمْنِوَاتَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ ذَوْجِهَا

৩১১১. অনুচ্ছেদ ৪ আল্লাহর বাণী ৪ আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদষ্টা (৫৮ ৪ ১), আমাশ তামীম, উরওয়া (র), আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেছেন, সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর, যার শ্রবণশক্তি শব্দগাজিকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। এরই পরে আল্লাহ তা'আলা নবী ﷺ-এর উপর নিম্নোক্ত আয়াত অবর্তীর্ণ করেন। হে রাসূল! আল্লাহ শুনেছেন সেই নারীর কথা, যে তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে। (৫৮ ৪ ১)

٦٨٨٣

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ مُوسَى قَالَ كُتَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبُورَنَا فَقَالَ ارْبَعُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصْمَ وَلَا غَائِبًا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا قَرِيبًا ثُمَّ أَتَى عَلَىٰ وَأَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ لِيْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ قُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَأَنَّهَا كَنْزٌ مِّنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ أَوْ قَالَ أَلَا أَدْلُكَ بِهِ-

৬৮৮৩ সুলায়মান ইবন হারব (র)..... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোন এক সফরে নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা উঁচু স্থানে উঠার সময় তাকবীর বলতাম। তখন নবী ﷺ বললেন : তোমরা তোমাদের নফসের উপর একটু সদয় হও। কেননা, তোমরা ডাকছ না বধির কিংবা অনুপস্থিত কাউকে। বরং তোমরা ডাকছ সর্বশ্রোতা, সর্বদষ্টা এবং ঘনিষ্ঠিতমকে। এরপর তিনি আমার কাছে আসলেন। তখন আমি মনে মনে পড়ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন : হে আবদুল্লাহ ইবন কায়স! পড় কেননা এটি জান্নাতের খায়নাসমূহের একটি। অথবা তিনি বললেন : আমি কি তোমাকে সেই বাক্যটির দিকে পথ প্রদর্শন করব না (যা হচ্ছে জান্নাতের খায়না)?

٦٨٨٤

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ يَزِيدٍ عَنْ أَبِيهِ الْخَيْرِ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ إِبْنَ عَمْرُو أَنَّ أَبَا بَكْرَ الصَّدِيقَ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِمْنِي دُعَاءً أَدْعُوبِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ أَنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْلِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ-

৬৮৮৪ ইয়াহাইয়া ইবন সুলায়মান (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন আম্র (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বক্র সিদ্দীক (রা) নবী ﷺ-কে লক্ষ্য করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন একটি দোয়া শিখিয়ে দিন যা দিয়ে আমি আমার নামাযে দোয়া করতে পারি। নবী ﷺ বললেন : তুমি বল, ...., আল্লেহ অনি ঝল্মত নিঃস্বী.... হে আল্লাহ! আমি আমার নফসের ওপর অত্যধিক যুলুম করেছি। অথচ আপনি ছাড় আমার গুনাহসমূহ মাফ করার কেউই নেই। সুতরাং আপনার পক্ষ থেকে আমাকে সম্পূর্ণভাবে মাফ করে দিন। নিশ্চয়ই আপনিই অধিক ক্ষমাপরায়ণ ও দয়াবান।

**٦٨٨٥** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ جِبْرِيلَ نَادَاهُ قَالَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمٍ كَمَا رَدُوا عَلَيْكَ.

**٦٨٨٤** آবادুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : জিব্রাইল আমাকে ডেকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা তো আপনার সম্পদায়ের লোকদের উক্তি শুনেছেন এবং তারা আপনার সাথে যে প্রতিউত্তর করেছে তাও তিনি শুনেছেন।

## ٣١١٢ بَابُ قَوْلِهِ : قُلْ هُوَ الْقَادِرُ

৩১১২. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : আপনি বলে দিন, তিনিই প্রকৃত শক্তিশালী

**٦٨٨٦** حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا بْنَ الْمُنْكَدِرَ يُحَدِّثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي جَابِرٌ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّلَمِيُّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْلَمُ أَصْحَابَهُ الْأَسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلُّهَا كَمَا يُعْلَمُ السُّورَةُ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هُمْ أَحْدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكِعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ لَيَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَاتِكَ، وَاسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغَيْوَبِ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ يُسَمِّيْهِ بِعِينِهِ خَيْرًا لِي فِي عَاجِلٍ أَمْرِي وَاجِلِهِ قَالَ أَوْ فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدِرُهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرُّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَاجِلِهِ فَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ

**٦٨٨٦** ইব্রাহীম ইবন মুনফির (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ সালামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবাগণকে সকল কাজে এভাবে ইস্তিখারা শিক্ষা দিতেন, যেভাবে তিনি তাদের কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন : তোমাদের কেউ যখন কোন কাজ করার ইচ্ছা করে, তখন সে যেন দুই রাকাত নফল নামায আদায় করে নেয়। তারপর এ বলে দোয়া করে, হে আল্লাহ! আমি আপনারই ইল্মের সাহায্যে মঙ্গল তলব করছি। আর আপনারই কুদরতের সাহায্যে আমি শক্তি অর্বেষণ করছি। আর আপনারই অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। কেননা, আপনিই শক্তি রাখেন, আমি কোন শক্তি রাখি না। আপনিই সব কিছু জানেন, আমি কিছুই জানি না। গায়বী বিষয়াদির বিশেষজ্ঞ একমাত্র আপনি। এরপর নামায আদায়কারী মনে মনে স্থীয় উদ্দেশ্য উল্লেখ করে বলবে, হে আল্লাহ! আপনি যদি জানেন যে, এ কাজটি আমার জন্য বর্তমানে ও ভবিষ্যতে মঙ্গলজনক বর্ণনাকারী বলেন, কিংবা রাসূলুল্লাহ ﷺ এই স্থানে বলেছেন : আমার

দীন-দুনিয়া ও পরিণামের ক্ষেত্রে কল্যাণবহু, তা হলে আমার জন্য তা নির্ধারণ করে নিন এবং তা সুগম করে দিন, আর আমার জন্য এতে বরকত প্রদান করুন। হে আল্লাহ! আর যদি আপনি জানেন যে, এটি আমার দীন, দুনিয়া ও পরিণামের ক্ষেত্রে অথবা আমার তাৎক্ষণিক ও আপেক্ষিক ব্যাপারে অঙ্গলজনক, তবে তা থেকে আমাকে বিরত রাখুন। আর নির্ধারণ করুন আমার জন্য যা হয় কল্যাণকর এবং সেটিতেই আমাকে সন্তুষ্ট রাখুন।

### ৩১১৩ بَابُ مُقْلِبِ الْقُلُوبِ، وَقَوْلُ اللَّهِ : وَنَقْلَبُ أَفْئَدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ

৩১১৩. অনুচ্ছেদ : অন্তরসমূহ পরিবর্তনকারী। আল্লাহর বাণী : আমিও তাদের অন্তরসমূহ ও নয়নগুলোতে বিভাসি সৃষ্টি করব

**৬৮৮৭ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ**

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَكْثَرُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَحْلِفُ لَا وَمُقْلِبِ الْقُلُوبِ-

**৬৮৮৭** সাইদ ইবন সুলায়মান (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ অধিকাংশ সময় কসম করতেন এই বলে (নাসূচক বিষয়ে) না। তাঁর কসম, যিনি অন্তরসমূহ পরিবর্তন করে দেন।

**৩১১৪ بَابُ إِنَّ لِلَّهِ مِائَةً إِسْمًاً أَلَا وَاحِدًا ، قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ ذُو الْجَلَلِ الْعَظِيمَةِ الْبَرُّ الْطَّيِّفُ**

৩১১৪. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার একশত থেকে এক কম (নিরানবইটি) নাম রয়েছে। ইবন আব্বাস (রা) বলেন : দ্বো জল (ব্রহ্ম)-এর অর্থ মহানত্বের অধিকারী। ব্রহ্ম এর অর্থ দয়ালু

**৬৮৮৮ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ إِسْمًاً مِائَةً أَلَا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، أَحْصَيْنَا حَفِظَنَا -**

**৬৮৮৮** আবুল ইয়ামান (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলার নিরানবইটি (এক কম একশতটি) নাম আছে। যে ব্যক্তি এ নামসমূহ মুখস্থ করে রাখবে সে জান্মাতে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ আমরা একে মুখস্থ করলাম।

**৩১১৫ بَابُ السُّؤَالِ بِإِسْمَاءِ اللَّهِ وَالْإِسْتِعَادَةِ بِهَا-**

৩১১৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের মাধ্যমে প্রার্থনা করা ও পানাহ চাওয়া

**৬৮৮৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ فِرَاشَهُ فَلْيَنْفُضْهُ**

بِصَنْفَةِ ثُوْبِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَيَقُولُ بِاسْمِكَ رَبَّ وَضَعْتُ جَنْبِيْ ، وَبِكَ أَرْفَعُهُ ، إِنْ  
أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا ، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ .  
تَابِعَةِ يَحْيَى وَبَشْرُ ابْنُ الْمُفْضَلِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَأَدَ زُهَيرُ وَأَبُو ضَمْرَةَ وَاسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ  
أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

**৬৮৮৯** আবদুল আয়ীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি  
বলেছেন : তোমরা কেউ (যুমানোর উদ্দেশ্য) শয্যায গেলে তখন যেন সে তার কাপড়ের আঁচল দিয়ে তা  
তিনবার ঝোড়ে নেয়। আর বলে, হে আমার প্রতিপালক! একমাত্র তোমারই নামে আমার শরীরের পার্শ্বদেশ  
বিছানায রাখলাম এবং তোমারই সাহায্যে আবার তা উঠাব। তুমি যদি আমার জীবনটুকু আটকিয়ে রাখ;  
তাহলে তাকে মাফ করে দিবে। আর যদি তা ফিরিয়ে দাও, তা হলে তোমার নিষ্ঠাবান বান্দাদেরকে যেভাবে  
হিফায়ত কর, সেভাবে তার হিফায়ত করবে। এই হাদীসেরই অনুকরণে ইয়াহুইয়া ও বিশ্র ইব্ন মুফান্দাল  
(র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। যুহায়র, আবু যামরা, ইসমাইল ইব্ন  
যাকারিয়া (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইব্ন আজলান (র) ..... আবু  
হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

**৬৮৯০** حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعَيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ  
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ -

**৬৮৯১** মুসলিম (র)..... ল্যায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন আপন শয্যায  
যেতেন, তখন এই বলে দোয়া করতেন — হে আল্লাহ! আমি তোমারই নামে মৃত্যুবরণ করি, আবার তোমারই  
নামে জীবিত হই। আবার তোর হলে বলতেন : সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর (ধূম)  
পর জীবিত করেছেন এবং তারই কাছে আমাদের শেষ উথান।

**৬৮৯১** حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعَيِّ بْنِ حِرَاشٍ  
عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحَرِّ عَنْ أَبِي ذِئْرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ  
بِاسْمِكَ نَمُوتُ وَنَحْيَا فَإِذَا أَسْتَيقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ  
النُّشُورُ -

**৬৮৯১** সাদ ইব্ন হাফ্স (র)..... আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ রাত্রিতে যখন তাঁর  
শয্যায যেতেন তখন বলতেন : আমরা তোমারই নামে মৃত্যুবরণ করছি ও জীবিত হচ্ছি (নিদ্রায যাচ্ছি, নিদ্রা

থেকে জাগ্রত হচ্ছি এবং তিনি যখন জাগ্রত হতেন তখন বলতেন : সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি মৃত্যুর পর আমাদের জীবিত করেন এবং তাঁরই কাছে আমাদের শেষ উত্থান।

**৬৮৯২** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرِيبٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ فَقَالَ بِاسْمِ اللَّهِ أَللَّهُمَّ إِنَّمَا جَنَّبَنَا الشَّيْطَانُ وَجَنَّبَ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْنَا فَإِنَّهُ أَنْ يُقْدَرُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا -

**৬৮৯২** কুতায়বা ইব্ন সাইদ (র)..... ইব্ন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন স্ত্রীর সাথে সহবাসের ইচ্ছা করে এবং সে বলে আল্লাহর নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তান থেকে পৃথক রাখুন। এবং আপনি আমাদের যে রিযিক দান করেন তা থেকে শয়তানকে পৃথক রাখুন এবং উভয়ের মাধ্যমে যদি কোন সন্তান নির্ধারণ করা হয় তাহলে শয়তান কখনো তার ক্ষতি করতে পারে না।

**৬৮৯৩** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَبْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا فُضِيلٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامَ عَنْ عَدَى بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ قُلْتُ أَرْسِلْ كَلَابِيَ الْمُعْلَمَةَ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلَابَكَ الْمُعْلَمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَأَمْسِكْنَ فَكُلْ وَإِذَا رَمَيْتَ بِالْمِغْرَاضِ فَخَرَقْ فَكُلْ -

**৬৮৯৩** আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র) ..... আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী -কে জিজ্ঞাসা করলাম। আমি আমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর (শিকারের জন্য) ছেড়ে দেই। নবী - বললেন : যখন তুমি আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরগুলো ছেড়ে দেবে এবং যদি সে কোন শিকার ধরে আনে, তাহলে তা থেতে পার। আর যদি ধারাল তীর নিষ্কেপ কর এবং এতে যদি শিকারের দেহ ফেড়ে দেয়, তবে তা থেতে পার।

**৬৮৯৪** حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرِ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هُنَّا أَقْوَامًا حَدِيثُ عَهْدِهِمْ بِشَرْكٍ يَأْتُونَا بِلُحْمَانٍ لَا نَدْرِي يَذْكُرُونَ عَلَيْهَا اسْمَ اللَّهِ أَمْ لَا قَالَ أَذْكُرُو أَنْتُمْ اسْمَ اللَّهِ وَكُلُوا . تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالدَّرَا وَرَدِّي وَأَسَامَةُ بْنُ حَفْصٍ -

**৬৮৯৪** ইউসুফ ইব্ন মূসা (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এখানে এমন কতিপয় কাওম আছে, যারা সদ্য শির্ক বর্জন করে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারা আমাদের জন্য গোশ্ত নিয়ে আসে। সেগুলো যবাই করার সময় তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে কিনা তা

আমরা জানি না। নবী ﷺ বললেন : তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে নেবে এবং তা থাবে। এই হাদীস বর্ণনায় আবু খালিদ (র)-এর অনুসরণ করেছেন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান, দায়াওয়ার্দী এবং উসামা ইব্ন হাফ্স।

٦٨٩٥

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَى  
النَّبِيُّ مُلَكِهِ بِكَبْشِينِ يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ -

6895 হাফ্স ইব্ন উমর (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বিস্মিল্লাহ পড়ে এবং তাকবীর বলে দুইটি ভেড়া কুরবানী করেছেন।

٦٨٩٦

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدَبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَتَهُ شَهَدَ النَّبِيُّ مُلَكِهِ يَوْمَ النَّحرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصْلَى فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ -

6896 হাফ্স ইব্ন উমার (র)..... জুন্দাব ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কুরবানীর দিন নবী ﷺ এর কাছে উপস্থিত ছিলেন। নবী ﷺ নামায আদায় করলেন। এরপর খুত্বা দিলেন এবং বললেন : সালাত আদায় করার পূর্বে যে ব্যক্তি কুরবানীর পশ যবাই করেছে, সে যেন এর স্থলে আরেকটি কুরবানী করে। আর যে ব্যক্তি (নামাযের পূর্বে) যবাই করেনি সে যেন আল্লাহর নামে যবাই করে।

٦٨٩٧

حَدَّثَنَا أَبُو نُعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ  
قَالَ النَّبِيُّ مُلَكِهِ لَا تَحْلِفُوا بِاَبَائِكُمْ وَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ -

6897 আবু নুআঙ্গুষ্ঠ (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার নামে কসম করো না। কারো কসম করতে হলে সে যেন আল্লাহর নামেই কসম করে।

٣١١٤

بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الذَّاتِ وَالنُّعُوتِ وَأَسَامِي اللَّهِ، وَقَالَ خُبَيْبٌ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ  
الَّهِ فَذَكَرَ الذَّاتَ بِاسْمِهِ -

৩১১৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার মূল সন্তা, গুণাবলি ও নামসমূহের বর্ণনা। খুবায়ব (রা) বলেছিলেন এবং ওটি আল্লাহর সন্তার স্বার্থে (আর তিনি মূল সন্তাকে তাঁর নামের সাথে সংযোজন করে বলেছিলেন)

٦٨٩٨

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدٍ بْنِ جَارِيَةَ التَّقِيِّ حَلَيفُ لِبْنِي زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعْثَ رَسُولُ اللَّهِ مُلَكِهِ عَشْرَةً مِنْهُمْ خُبَيْبُ الْأَنْصَارِيُّ فَأَخْبَرَنِيْ عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عِيَاضٍ أَنَّ ابْنَةَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُمْ حِينَ اجْتَمَعُوا اسْتَعَارُ

মِنْهَا مُؤْسَىٰ يَسْتَحِدُ بِهَا فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَمَ لِيَقْتُلُوهُ قَالَ خُبَيْبُ شَعْرُ  
مَا أَبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا - عَلَى أَيِّ شَقَّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي  
وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْأَلْهَ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شَلْوِ مُمْزَعَ  
فَقَتَلَهُ أَبْنُ الْحَارِثِ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ أَصْحَابَهُ خَبْرَهُمْ يَوْمَ أُصِيبُوا -

**৬৮৯৮** আবুল ইয়ামান (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ দশজন সাহাবীর একটি দল পাঠালেন। তাঁদের মধ্যে খুবায়ব আনসারী (রা)-ও ছিলেন। বর্ণনাকারী ইমাম যুহরী (র) বলেন, উবায়দুল্লাহ ইব্ন আয়ায় আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, হারিসের কন্যা তাকে জানিয়েছে, যখন খুবায়ব (রা)-কে হত্যা করার জন্য তারা সবাই একত্রিত হল, তখন খুবায়ব (রা) পাক-সাফ হওয়ার জন্য তার থেকে একখানা ক্ষুর চেয়ে নিলেন। আর যখন তারা খুবায়বকে হত্যা করার জন্য হারামের বাইরে নিয়ে গেল, তখন খুবায়ব আনসারী (রা) কবিতা আবৃত্তি করে বললেন : “মুসলমান হওয়ার কারণেই যখন আমাকে হত্যা করা হচ্ছে, তখন এতে আমার কোন আফসোস নেই। যে পার্শ্বেই ঢলে পড়ি না কেন, আল্লাহর জন্যই আমার এ মরণ। একমাত্র আল্লাহর সন্তার স্বার্থে আমার এ জীবন দান। যদি তিনি চান তবে আমার কর্তৃত অঙ্গরাজির প্রতিটি টুকরায় তিনি বরকত দেবেন।” এরপর হারিসের পুত্র তাঁকে শহীদ করল। তাঁদের সে ঘসীভতের খবরটি নবী ﷺ তাঁর সাহাবাগণকে সেদিনই জানিয়ে দিয়েছিলেন।

**৩১১৭** بَابُ قَوْلُ اللَّهِ : وَيَحْذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ، وَقَوْلُهُ : تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا  
فِي نَفْسِكَ

৩১১৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : আল্লাহ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন (৩ : ২৮)। আল্লাহর বাণী : আমার অন্তরের কথা তো আপনি অবগত আছেন, কিন্তু আপনার অন্তরের কথা আমি অবগত নই (৫ : ১১৬)

**৬৮৯৯** حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَمْزَةَ عَنْ  
شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَمَ  
الْفَوَاحِشَ وَمَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ -

**৬৮৯৯** উমর ইব্ন হাফ্স ইব্ন গিয়াস (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আল্লাহর চেয়ে বেশি আত্মর্যাদা সম্পন্ন আর কেউ নেই। এই কারণেই তিনি অশ্লীলতাকে হারাম করে দিয়েছেন। এমন কেউ নেই যে, আত্মপ্রশংসা আল্লাহর চেয়ে অধিক ভালবাসে।

**৬৯০০** حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِيْ حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ  
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِيْ كِتَابِهِ وَهُوَ يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ  
وَضَعُ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِيْ تَغْلِبُ غَبَبِيْ -

**৬৯০০** আবদান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আল্লাহ্ যখন মাখলুক সৃষ্টি করলেন, তখন তা তাঁর কিতাবে লিপিবদ্ধ করলেন এবং তিনি আপন সত্তা সম্পর্কে লিখছেন, যা তাঁর কাছে আরশের উপর সংরক্ষিত আছে, “আমার গ্যবের উপর আমার রহমতের আধিন্য রয়েছে।”

٦٩.١

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَمْزَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَلْعَمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ ، وَأَنَا مَعْهُ إِذَا ذَكَرَنِيْ ، فَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِيْ ، ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ ، وَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَائِكَةِ ، ذَكَرْتُهُ فِيْ مَلَائِكَةِ خَيْرِ مِنْهُمْ ، وَإِنْ تَقْرَبَ إِلَيْ بِشْرٍ تَقْرَبَتْ إِلَيْهِ ذِرَاعًا ، وَإِنْ تَقْرَبَ إِلَيْ ذِرَاعًا تَقْرَبَتْ إِلَيْهِ بَاعًا ، وَإِنْ أَتَانِيْ يَمْشِيْ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً -

**৬৯০১** উমার ইবন হাফ্স (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন, আমি সেইরূপই, যেকুপ বাদ্য আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি তার সাথে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে; আমিও তাকে নিজে স্মরণ করি। আর যদি সে লোক-সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমিও তাদের চেয়ে উন্নত সমাবেশে তাকে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, তবে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই, যদি সে আমার দিকে এক বাহু অগ্রসর হয়; আমি তার দিকে দুই বাহু অগ্রসর হই। আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই।

### ٢١١٨ بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

৩১১৮. অনুচ্ছেদ ৪ মহান আল্লাহর বাণী ৪ আল্লাহর সত্তা ব্যক্তিত সব কিছুই খন্সশীল। (৮৮ ৪৮)

٦٩.٢

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ عُمَرٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَزَّلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فُوْقَكُمْ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَعُوذُ بِوْجْهِكَ فَقَالَ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَعُوذُ بِوْجْهِكَ قَالَ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شَيْئًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَذَا أَيْسَرُ -

**৬৯০২** কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... জাবির ইন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই আয়াতটি যখন নায়িল হল : “হে নবী আপনি বলে দিন তোমাদের উর্ধ্বদেশ থেকে তোমাদের ওপর শাস্তি প্রেরণ করতে তিনিই সক্ষম (৬: ৬৫)। নবী ﷺ বললেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার সত্তার সাহায্যে পানা চাচ্ছি। আল্লাহ্ তখন বললেন : “কিংবা তোমাদের পদতল থেকে”; তখন নবী ﷺ বললেন : আমি আপনার সত্তার সাহায্যে পানা চাচ্ছি। আল্লাহ্ বললেন : তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে। তখন নবী ﷺ বললেন : এটি তুলনামূলক সহজ।

### ٢١١٩ بَابُ قَوْلِهِ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِيْ ، تُفْدَى ، وَقَوْلُهُ : تَجْرِيْ بِأَعْيُنِيْ

৩১১৯. অনুচ্ছেদ ৪ মহান আল্লাহর বাণী ৪ যাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও (২০ : ৩৯)।  
মহান আল্লাহর বাণী ৪ যা চলত আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে (৫৪ : ১৪)

**৬৯.৩** حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ذُكْرُ الدَّجَالِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْفِي عَلَيْكُمْ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى عَيْنِهِ، وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنِيِّ كَانَ عَيْنَهُ عِنْبَةً طَافِيَةً -

**৬৯০৩** مূসা ইবন ইসমাঈল (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। তিনি বললেন : আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাছে গোপন থাকবেন না। অবশ্যই আল্লাহ অঙ্গ নন। এর সাথে সাথে নবী ﷺ তাঁর হাত দিয়ে স্বীয় চোখের দিকে ইশারা করলেন। মাসীহ দাজ্জালের ডান চোখ তো কানা। তার চোখটি যেন আংগুরের ন্যায় ভাসা ভাসা।

**৬৯.৪** حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ سَمِعْتُ أَنَّسَ بْنَ مَالِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا نَذَرَ قَوْمَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَابَ أَئْهَ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرُ -

**৬৯০৪** হাফস ইবন উমার (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আল্লাহ এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি যিনি তাঁর কাওমকে কানা মিথ্যকৃতি সম্পর্কে সাবধান করেননি। এই মিথ্যকৃতি তো কানা (দাজ্জাল)। আর তোমাদের প্রতিপালক তো অঙ্গ নন। তার (দাজ্জালের) দু'চোখের মাঝখানে কাফের (শব্দ) লেখা থাকবে।

## ২১২. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِيُّ الْمُصَوِّرُ -

৩১২০. অনুচ্ছেদ ৪ মহান আল্লাহর বাণী : তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা, উত্তীর্ণকর্তা, রূপদাতা (৫৯ : ২৪)

**৬৯.৫** حَدَّثَنَا اسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ حَبَّانَ عَنْ أَبْنِ مُحَيْرِيْزِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْخُدْرِيِّ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ أَنَّهُمْ أَصَابُوا سَبَائِيَاً فَارَادُوا أَنْ يَسْتَمْتَعُوا بِهِنَّ وَلَا يَحْمِلُنَّ فَسَأَلُوا النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَنْ قَرَعَةِ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ نَفْسٌ مَخْلُوقَةُ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهَا -

**৬৯০৫** ইসহাক (র).....আবু সাউদ খুদুরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বনী মুসতালিক যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, মুসলিম মুজাহিদগণ যুদ্ধে কতিপয় বন্দিমী লাভ করলেন। এরপর তাঁরা এদেরকে ভোগ করতে

চাইলেন। আবার তারা যেন গর্ভবতী হয়ে না পড়ে সে ইচ্ছাও পোষণ করছিলেন। তাই তারা নবী ﷺ -কে আয়ল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। নবী ﷺ বললেন : এতে তোমাদের কোন লাভ নেই। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত যত জীবন সৃষ্টি করবেন, তা সবই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। মুজাহিদ (র) কায়আ (র)-এর মধ্যস্থতায় আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : যত জীবন সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তা সৃষ্টি করবেন।

## ٢١٢١ بَابُ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِي

৩১২১. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : যাকে আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি।

**٦٩.٦** حَدَّثَنِيْ مُعاَذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَاتَادَةَ عَنْ أَنَسِ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَجْمِعُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ فَيَقُولُونَ لَوْ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا فَيَأْتُونَ أَدَمَ فَيَقُولُونَ يَا آدَمَ أَمَّا تَرَى النَّاسَ خَلَقَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَاسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتُهُ وَعَلِمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا ، فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكَ ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ حَطِيَّتَهُ التِّيْ أَصَابَ ، وَلَكِنْ أَئْتُوْ نُوْحًا ، فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ اللَّهِ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَيَأْتُونَ نُوْحًا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ حَطِيَّتَهُ التِّيْ أَصَابَ ، وَلَكِنْ أَئْتُوْ ابْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ فَيَأْتُونَ ابْرَاهِيمَ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ حَطَايَاهُ التِّيْ أَصَابَهَا ، وَلَكِنْ أَئْتُوْ مُوسَى بَيْدَاً أَتَاهُ اللَّهُ التَّوْرَةَ وَكَلَمَةً تَكْلِيمًا ، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ لَهُمْ حَطِيَّتَهُ التِّيْ أَصَابَ ، وَلَكِنْ أَئْتُوْ عِيسَى عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَكَلْمَتُهُ وَرُوحَهُ فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَلَكِنْ أَئْتُوْ مُحَمَّدًا أَعْبَدَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقْدَمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ فَيَأْتُونِي فَانْطَلِقُ فَاسْتَازِنُ عَلَى رَبِّيْ وَيَؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّيْ وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدًا فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُنِي ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ مُحَمَّدًا ، وَقُلْ يُسْمَعْ وَسْلُ تُعْطَةَ وَآشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَحْمَدُ رَبِّيْ بِمَحَمَّدٍ عَلَمْنِيهَا رَبِّيْ ثُمَّ آشْفَعْ فَيَحْدُلِيْ حَدًا فَادْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ أَرْجِعُ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّيْ وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدًا فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُنِي ، ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ مُحَمَّدًا وَقُلْ بُسْمَعْ وَسْلُ تُعْطَةَ وَآشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَحْمَدُ رَبِّيْ بِمَحَمَّدٍ عَلَمْنِيهَا رَبِّيْ ثُمَّ آشْفَعْ فَيَحْدُلِيْ لِيْ حَدًا فَادْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَرْجِعُ فَاقُولُ يَارَبِّ مَا بَقِيَ فِي التَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنَ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ ، قَالَ

النَّبِيُّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِينُ شَعِيرَةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِينُ بُرَةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِينُ مِنَ الْخَيْرِ ذَرَةً -

**৬৯০৬** মুআয ইবন ফাদালা (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে সমবেত করবেন, তখন তারা উকি করবে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের কাছে কোন সুপারিশ যদি নিয়ে যেতাম; তাহলে তিনি আমাদেরকে এই স্থানটি থেকে বের করে শান্তি প্রদান করতেন। এরপর তারা আদম (আ)-এর কাছে গিয়ে বলবে, হে আদম (আ)! আপনি কি মানুষের অবস্থা দেখছেন নাঃ অথচ আল্লাহ আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। আপনাকে তিনি তাঁর ফেরেশ্তাগণ দিয়ে সিজ্দা করিয়েছেন। আর আপনাকে সব জিনিসের নাম শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং আপনি আমাদের প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করুন, যেন এই স্থানটি থেকে আমাদেরকে তিনি স্বাতি প্রদান করেন। আদম (আ) তখন বলবেন, এই কাজের জন্য আমি যোগ্য নই। এবং আদম (আ) তাদের কাছে স্বীয় ভুলের কথা শ্রবণ করবেন এবং বলবেন, তোমরা বরং নৃহ (আ)-এর কাছে যাও। যেহেতু তিনিই আল্লাহর প্রথম রাসূল। যাঁকে তিনি যমীনবাসীর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। (এ কথা শুনে) তারা নৃহ (আ)-এর কাছে আসবে। তিনিও বলবেন, আমি তোমাদের এই কাজের জন্য যোগ্য নই। তিনি তাঁর কৃত ক্রটির কথা শ্রবণ করে বলবেন, তোমরা বরং আল্লাহর খলীল (বন্ধু) ইব্রাহীম (আ)-এর কাছে যাও। তখন তারা ইব্রাহীম (আ)-এর কাছে চলে আসবে। তিনিও তাদের কাছে স্বীয় কৃত ক্রটিসমূহের কথা উল্লেখ পূর্বক বলবেন, আমি তোমাদের এই কাজের জন্য যোগ্য নই। তোমরা বরং মূসা (আ)-এর কাছে যাও। তিনি এমন একজন বান্দা যাঁকে আল্লাহ তাওরাত প্রদান করেছিলেন এবং তাঁর সাথে তিনি প্রত্যক্ষ বাক্যালাপ করেছিলেন। তারা তখন মূসা (আ)-এর কাছে আসবে। মূসা (আ)-ও বলবেন, আমি তোমাদের এই কাজের জন্য যোগ্য নই। তাদের কাছে তিনি স্বীয় কৃত ক্রটির কথা উল্লেখপূর্বক বলবেন, তোমরা বরং ঈসা (আ)-এর কাছে যাও। যিনি আল্লাহর বান্দা, তাঁর রাসূল, কালেমা ও রূহ। তখন তারা ঈসা (আ)-এর কাছে আসবে। তখন ঈসা (আ) বলবেন, আমি তোমাদের এই কাজের যোগ্য নই। তোমরা বরং মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে যাও। তিনি এমন একজন বান্দা, যাঁর আগের ও পরের সব শুনাই করে দেওয়া হয়েছে। তারা সবাই আমার কাছে আসবে। আমি তখন আমার প্রতিপালকের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করব। আমাকে এর অনুমতি দেওয়া হবে। আমি আমার প্রতিপালককে যখন দেখতে পাব, তখনই আমি তাঁর সামনে সিজ্দায় পড়বো। আল্লাহ তাঁর মরজী অনুসারে যতক্ষণ আমাকে সেভাবে রাখার রেখে দেবেন। তারপর আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা উঠান। (যা বলার) বলুন। শোনা হবে। (যা চাওয়ার) চান, দেয়া হবে। (যা সুপারিশ করার) করুন, গ্রহণ করা হবে। তখন আমার প্রতিপালকের শিখিয়ে দেয়া প্রশংসারাজির দ্বারা আমি তাঁর প্রশংসা করব। তারপর আমি শাফা'আত করব। আমার জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। এরপর আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেব। তারপর আমি ফিরে আসব। যখন আমি আমার প্রতিপালককে দেখতে পাব তখন তাঁর জন্য সিজ্দায় পড়বো। আল্লাহর মরজী অনুসারে যতক্ষণ আমাকে এভাবে রাখতে চাইবেন রেখে দেবেন।

তারপর আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা উঠান। বলুন, শোনা হবে। চান, দেওয়া হবে। সুপারিশ করুন, গ্রহণ করা হবে। তখন আমার প্রতিপালকের শিখিয়ে দেয়া প্রশংসারাজি দিয়ে আমি তাঁর প্রশংসা করব। এবং সুপারিশ কবর। তখনে আমার জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করা হবে। আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেব। তারপর আমি আবার ফিরে আসব। আমি এবারও আমার প্রতিপালককে দেখামাত্র সিজ্দায় পড়বো। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মরজী অনুসারে যতক্ষণ ইচ্ছা আমাকে সেই অবস্থায় রেখে দেবেন। তারপর বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা উঠান। বলুন, শোনা হবে। চান, দেয়া হবে। সুপারিশ করুন, কবুল করা হবে। তখন আমার রব আমাকে শিখিয়ে দেয়া প্রশংসারাজি দ্বারা প্রশংসা করে শাফাতাত করব। তখনও একটা সীমা বাতলানো থাকবে। আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেব। এরপর আমি তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে বলব, হে প্রতিপালক! এখন একমাত্র তারাই জাহান্নামে অবশিষ্ট রয়েছে, যাদেরকে কুরআন আটক করে রেখে দিয়েছে। এবং যাদের উপর স্থায়ীভাবে জাহান্নাম অবধারিত হয়ে গিয়েছে। নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়েছে, অথচ তার হৃদয়ে একটি যবের ওজন পরিমাণ কল্যাণ ঈমান আছে, তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। তারপর বের করা হবে জাহান্নাম থেকে তাদেরকেও, যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়েছে এবং তার হৃদয়ে একটি গমের ওজন পরিমাণ কল্যাণ (ঈমান) আছে। (সর্বশেষে) জাহান্নাম থেকে তাকে বের করা হবে, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়েছে এবং তার হৃদয়ে অগু পরিমাণ মাত্র কল্যাণ (ঈমান) আছে।

**٦٩.٧** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَدُ اللَّهِ مُلْكٌ لَا تَغْيِضُهَا نَفْقَةٌ سَحَاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَقَالَ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغْضُ مَا فِي يَدِهِ وَقَالَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى الْمِيزَانُ يَخْضُ وَيَرْفَعُ

**৬৯০৭** আবুল ইয়ামান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ হাত পরিপূর্ণ, রাত দিন খরচ করলেও তাতে ঘাটতি আসে না। তিনি আরো বলেছেন : তোমরা লক্ষ্য করেছ কি? আসমান যমীন পয়দা করার পর থেকে তিনি যে কত খরচ করেছেন, এতদস্ত্রেও তাঁর হাতে যা আছে, তাতে কিঞ্চিতও কমেনি। এবং নবী ﷺ বলেছেন : তখন তাঁর আরশ পানির উপর অবস্থান করছিল। তাঁর অপর হাতটিতে রয়েছে পাল্লা, যা কখনও তিনি নিচে নামান আবার কখনও উপরে উঠান।

**٦٩.٨** حَدَّثَنِي مُقْدَمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِي الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقْبِضُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِي السَّمَاوَاتِ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ. وَقَالَ عُمَرُ أَبْنُ حَمْزَةَ سَمِعْتُ سَالِمًا سَمِعْتُ أَبْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهِذَا وَرَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ-

**৬৯০৮** মুকাদ্দাম ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... ইব্ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন পৃথিবীটা তাঁর মুঠোতে নিয়ে নেবেন। আসমানকে তাঁর ডান হাতে জড়িয়ে বলবেন; বাদশাহ একমাত্র আমিই। সাঈদ (র) মালিক (র) থেকে এমনই বর্ণনা করেছেন। উমর ইব্ন হাময়া (র) সালিম (র)-এর মাধ্যমে ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এরপ বর্ণনা করেছেন। আবুল ইয়ামান (র).....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা যমীনকে তাঁর মুঠোয় নিয়ে নেবেন।

**৬৯.৯** حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ سَمِعَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفِّيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ وَسَلِيمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ يَهُودِيًّا جَاءَ إِلَيَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَا مُحَمَّدُ أَنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ عَلَى اصْبَعٍ وَالْأَرْضِينَ عَلَى اصْبَعٍ وَالْجِبَالَ عَلَى اصْبَعٍ وَالشَّجَرَ عَلَى اصْبَعٍ وَالْخَلَائِقَ عَلَى اصْبَعٍ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ فَضَحَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَدَّتْ نَوَاجِذُهُ، ثُمَّ قَرَأَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقُّ قَدْرِهِ—قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَزَادَ فِيهِ فُضِيلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَضَحَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَجَّبًا وَتَصْدِيقًا لَهُ۔

**৬৯০৯** মুসাদ্দাম (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ইহুদী নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ কিয়ামতের দিনে আসমানগুলোকে এক আঙুলের ওপর, যমীনগুলোকে এক আঙুলের ওপর, পর্বতমালাকে এক আঙুলের ওপর, বৃক্ষরাজিকে এক আঙুলের ওপর এবং অবশিষ্ট সৃষ্টিকে এক আঙুলের ওপর তুলে বলবেন, বাদশাহ একমাত্র আমিই। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে দিলেন। এমনকি তাঁর মাড়ির দাঁত মুবারক পর্যন্ত দীপ্ত হয়ে উঠল। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : তারা আল্লাহ তা'আলার যথোচিত মর্যাদা উপলক্ষ করেন। ইয়াহ্বীয়া ইব্ন সাঈদ বলেন, এই বর্ণনায় একটু সংযোজন করেছেন, ফুদায়ল ইব্ন আয়ায..... আবিদা (র) সূত্রে আবদুল্লাহ (রা) থেকে যে, এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ আশ্চর্যবিত হয়ে তার সমর্থনে হেসে দিলেন।

**৬১.** حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ جَاءَ رَجُلٌ إِلَيَّ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ عَلَى اصْبَعٍ وَالْأَرْضِينَ عَلَى اصْبَعٍ وَالشَّجَرَ وَالثَّرَى عَلَى اصْبَعٍ وَالْخَلَائِقَ عَلَى اصْبَعٍ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ فَرَأَيْتَ النَّبِيِّ ﷺ ضَحِّكَ حَتَّى بَدَّتْ نَوَاجِذُهُ، ثُمَّ قَرَأَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقُّ قَدْرِهِ—

**৬৯১০** উমর ইব্ন হাফ্স ইব্ন গিয়াস (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে কিতাবদের থেকে জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে আবুল কাসিম! (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ তা'আলা আসমানসমূহকে এক আঙুলের ওপর, যমীনগুলোকে এক আঙুলের ওপর, গাছ ও কাদামাটিকে এক আঙুলের ওপর এবং বাকি সৃষ্টিরাজিকে এক আঙুলের ওপর তুলে বলবেন, বাদশাহ একমাত্র আমিহি, বাদশাহ একমাত্র আমিহি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি দেখতে পেলাম, নবী ﷺ হেসে ফেললেন। এমনকি তাঁর মাড়ির দাঁতগুলো প্রকাশিত হয়ে উঠলো। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : আর তারা আল্লাহ পাকের মহানত্বের যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করেন।

### ৩১২২ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ لِلَّهِ لَا شَخْصٌ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ

**৩১২২.** অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বাণী : আল্লাহ অপেক্ষা বেশি আত্মর্যাদাসম্পন্ন কেউই নয়

**৬৯১১** حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ وَرَادٍ كَاتِبِ الْمُغْفِيرَةِ عَنِ الْمُغْفِيرَةِ قَالَ سَعْدُ بْنُ عَبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبَتْهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصَفَّحٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ وَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَمَ اللَّهُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا أَحَدُ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْعُذْرَ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُنْذِرِينَ وَالْمُبَشِّرِينَ، وَلَا أَحَدُ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةَ مِنَ اللَّهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ لَا شَخْصٌ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ-

**৬৯১১** মুসা ইব্ন ইসমাইল (র)..... মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সাদ ইব্ন উবাদা (রা) বললেন, আমি আমার স্ত্রীর সাথে অন্য কোন পুরুষকে যদি দেখি, তাকে সোজা তরবারি দ্বারা হত্যা করব। এই উক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌছলে তিনি বললেন : তোমরা কি সাদের আত্মর্যাদাবোধ দেখে আশ্চর্যিত হচ্ছি আল্লাহর কসম! আমি তার চেয়েও বেশি আত্মর্যাদাবোধসম্পন্ন। আর আল্লাহ আমার চেয়েও বেশি আত্মর্যাদাবোধসম্পন্ন। আল্লাহ আত্মর্যাদাবোধসম্পন্ন হওয়ার কারণে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য (সর্বপ্রকার) অশুলতাকে হারাম করে দিয়েছেন। অক্ষমতা প্রকাশকে আল্লাহর চাইতে বেশি পছন্দ করেন এমন কেউই নেই। আর এইজন্য তিনি ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদদাতাদেরকে পাঠিয়েছেন। আস্তুতি আল্লাহর চেয়ে বেশি কারো কাছে প্রিয় নয়। তাই তিনি জান্মাতের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন।

### ৩১২৩ بَابُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةُ قُلِ اللَّهُ نَفْسَهُ شَيْئًا، وَسَمَّى النَّبِيُّ ﷺ الْقُرْآنَ شَيْئًا وَهُوَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ، وَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

**৩১২৩.** অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : বল, সাক্ষ্য প্রদানে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? বল, আল্লাহ। এখানে আল্লাহ তা'আলা নিজেকে ‘শাইউন’ (বস্তু) বলে আখ্যায়িত করেছেন। আবার নবী ﷺ কুরআনকে বস্তু

আখ্যায়িত করেছেন। অথচ এটি আল্লাহর শুণাবলির মধ্যে একটি শুণ। মহান আল্লাহ বলেছেন : আল্লাহর সত্ত্বা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্রংসশীল

٦٩١٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِرَجُلٍ أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا؟ قَالَ نَعَمْ سُورَةً كَذَا وَسُورَةً كَذَا لِسُورَةٍ سَمَّاهَا -

৬৯১২ আবদুল্লাহ ইবন ইউফ (র)..... সাহাল ইবন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে (সাহাবী) বললেন, তোমার কাছে কুরআনের কোন বস্তু আছে কি? তিনি বললেন, হ্যা, অমুক সূরা অমুক সূরা। তিনি সূরাগুলোর নাম উল্লেখ করেছিলেন।

٣١٢٤ بَابُ قَوْلِهِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَّةُ : اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ ارْتَفَعَ فَسَوَّهُنَّ خَلْقَهُنَّ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَعَلَى الْعَرْشِ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : الْمَجِيدُ الْكَرِيمُ ، وَالْوَدُودُ الْحَبِيبُ ، يُقَالُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، كَانَهُ فَعِيلٌ مِنْ مَاجِدٍ وَمَحْمُودٌ مِنْ حَمِيدٍ .

৩১২৪. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : তখন তাঁর আরশ পানির ওপর ছিল। তিনি আরশে আর্যামের প্রতিপালক। আবুল আলীয়া (র) বলেন, এর মর্মার্থ হচ্ছে আসমানকে উড়োন করেছেন। আবুল আলীয়া (র) বলেন, এর মর্মার্থ হচ্ছে, তিনি আসমানরাজিকে সৃষ্টি করেছেন। মুজাহিদ (র) বলেছেন, এর মর্মার্থ হল, আরশের উপর অধিষ্ঠিত হলেন। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, এর মর্মার্থ হল, অর্থ প্রিয়। বলা হয়ে থাকে অর্থ মজিদ, অর্থ মূলত প্রশংসনীয় ও পবিত্র। বস্তুত এটি থেকে মাজদ পুর ও মাজেদ পুর এসেছে। আর ওয়নে এসেছে। আর মাজেদ পুর (প্রশংসনীয়) এসেছে হুম্মদ থেকে।

٦٩١٣ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَادٍ عَنْ صَفَوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ أَنِّي عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ اذْ جَاءَهُ قَوْمٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ أَقْبِلُوا الْبُشْرِيَّ يَا بَنِي تَمِيمٍ قَالُوا بَشَرْتَنَا فَاعْطِنَا فَدَخَلَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ أَقْبِلُوا الْبُشْرِيَّ يَا أَهْلَ الْيَمَنِ اذْ لَمْ يَقْبِلُهَا بَنُو تَمِيمٍ ، قَالُوا قَدْ قَبَلْنَا جِئْنَاكَ لِنَتَفَقَّهَ فِي الدِّينِ ، وَلَنْسَأْلَكَ عَنْ أَوْلَ هَذَا الْأَمْرِ مَا كَانَ ، قَالَ كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ، وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ ثُمَّ أَتَانِي رَجُلٌ فَقَالَ يَا عِمْرَانَ أَدْرِكْ نَاقَتَكَ فَقَدْ ذَهَبَتْ فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُهَا فَإِذَا السَّرَابُ يَنْقَطِعُ دُونَهَا وَآيْمُ اللَّهِ لَوِيدَتْ أَنَّهَا قَدْ ذَهَبَتْ وَلَمْ أَقْمُ -

**৬৯১৩** আবদান (র) ..... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে ছিলাম। এমন সময় তাঁর কাছে বনূ তামীম-এর কাওমটি এল। নবী ﷺ তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ হে বনূ তামীম। তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। প্রতিউভয়ে তারা বলল, আপনি আমাদেরকে শুভ সংবাদ যখন প্রদান করেছেন, তাহলে কিছু দান করুন। এ সময় ইয়ামানবাসী কতিপয় লোক নবী ﷺ-এর সেখানে উপস্থিত হল। নবী ﷺ তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেনঃ হে ইয়ামানবাসী! তোমাদের জন্য সুসংবাদ। বনূ তামীম তা গ্রহণ করল না। তারা বলে উঠল, আমরা গ্রহণ করলাম শুভ সংবাদ। যেহেতু আমরা আপনার কাছে এসেছি দীনী জ্ঞান হাসিল করার উদ্দেশ্যে এবং জিজ্ঞাসা করার জন্য এসেছি যে, এ দুনিয়া সৃষ্টির আগে কি ছিল? নবী ﷺ বললেনঃ আল্লাহ্ তখন ছিলেন, তাঁর আগে আর কিছুই ছিল না। তাঁর আরশ তখন পানির ওপর ছিল। এরপর তিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করলেন। এবং লাওহে মাফফুয়ে সব বস্তু সম্পর্কে লিখে রাখলেন। রাবী বলেন, এরপর আমার কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, হে ইমরান! তোমার উদ্ধৃতি পালিয়ে গিয়েছে, তার খবর লও। আমি উদ্ধৃতির সন্ধানে চললাম। দেখলাম, উদ্ধৃতি মরীচিকার আড়ালে আছে। আমি আল্লাহ্ কসম করে বলছি! আমার মন চাচ্ছিল উদ্ধৃতি চলে যায় যাক তবুও আমি মজলিস ছেড়ে যেন না উঠি।

**৬৯১৪** حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ يَمِينَ اللَّهِ لَا تَغْيِضُهَا نَفْقَةٌ سَحَاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مَا فِي يَمِينِهِ، وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبَيْدِهِ الْأُخْرَى الْفَيْضُ أَوِ الْقَبْضُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ

**৬৯১৫** আলী ইবন আবদুল্লাহ (র).....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ্ ডান হাত পরিপূর্ণ, রাত দিনের খরচেও তা কমে না। তোমরা ভেবে দেখেছ কি? আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টিলগ্ন থেকে তিনি কত খরচ করে চলেছেন, তবুও তাঁর ডান হাতের কিছুই কমেনি। তাঁর আরশ পানির ওপর অবস্থান করছে। তাঁর অপর হাতটিতে রয়েছে দেওয়া এবং নেওয়া। তা তিনি উঠান ও নামান।

**৬৯১৫** حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يَشْكُوُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اتَّقِ اللَّهَ وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَاتِمًا شَيْئًا لَكُتُمْ هَذِهِ الْأَيْةَ، قَالَ وَكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ زَوْجَكُنْ أَهَالِيْكُنْ وَزَوْجَنِيِّ اللَّهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ وَعَنْ ثَابِتٍ وَتَخْفِي فِي نَفْسِكِ مَا اللَّهُ مُبْدِيٌّ وَتَخْشَى النَّاسَ نَزَلتْ فِي شَانِ زَيْنَبَ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ-

**৬৯১৫** আহমদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়দি ইবন হারিসা (রা) অভিযোগ নিয়ে আসলেন। তখন নবী ﷺ তাঁকে বলতে লাগলেন, তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমার স্ত্রীকে

তোমার কাছে রেখে দাও। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি কোন জিনিস গোপনই করতেন, তাহলে এই আয়াতটি অবশ্যই গোপন করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, (যায়নাব রা) অপরাপর নবী সহধর্মীর কাছে এই বলে গৌরব করতেন যে, তোমাদেরকে বিবাহ দিয়েছে তোমাদের পরিবার-পরিজন, আর আমাকে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সাত আসমানের ওপরে বিয়ে দিয়েছেন। বর্ণনাকারী সাবিত (রা) বলেছেন, আল্লাহর বাণী : (হে নবী) আপনি আপনার অন্তরে যা গোপন করতেন আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন, আপনি লোকদের ভয় করছিলেন। এই আয়াতটি যায়নাব ও যায়িদ ইব্ন হারিসা। (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল।

**٦٩١٦** حَدَّثَنَا خَلَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكَ يَقُولُ نَزَّلَتْ أَيَّةُ الْحِجَابِ فِي زَيْنَبَ بْنِتِ جَحْشٍ وَأَطْعَمَ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ خُبْرًا وَلَحْمًاً وَكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ مُصَاحِّفَةً وَكَانَتْ تَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَنْكَحَنِي فِي السَّمَاءِ-

**৬৯১৬** খাল্লাদ ইব্ন ইয়াহুয়া (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যায়নাব বিন্ত জাহাশ (রা)-কে কেন্দ্র করে পর্দার আয়াত নাখিল হয়। নবী ﷺ যায়নাবের সাথে তাঁর বিবাহ উপলক্ষে ওয়ালিমা হিসাবে সেদিন ঝুঁটি ও গোশ্ত আহার করিয়েছিলেন। সহধর্মীদের উপর যায়নাব (রা) গৌরব করে বলতেন, আল্লাহ তা'আলা তো আসমানে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন।

**٦٩١٧** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُصَاحِّفَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا قَضَى الْخَلْقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِيِّ-

**৬৯১৭** আবুল ইয়ামান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আল্লাহ যখন সকল মাখলুক পয়দা করার কাজ সম্পন্ন করলেন, তখন তাঁর আরশের ওপর তাঁরই কাছে লিপিবদ্ধ করে রাখলেন, “অবশ্যই আমার রহমত আমার গ্যব থেকে অগ্রগামী।”

**٦٩١٨** حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْدِرِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ هَلَالٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُصَاحِّفَةً قَالَ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَقامَ الصَّلَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، فَإِنَّ حَقًا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ هَاجِرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ التَّيْ وَلَدَ فِيهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تُنْبِئُ النَّاسَ بِذَلِكَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مائَةَ دَرَجَةَ أَعْدَهَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ كُلُّ درَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْتَلْوُهُ الْفَرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفْجُرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ-

**৬৯১৮** ইব্রাহীম ইব্ন মুনফির (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, নামায কায়েম করে, রমযান মাসের রোয়া পালন করে, আল্লাহ তাঁর ব্যাপারে এ দায়িত্ব নিয়েছেন যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। সে আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করুক কিংবা তাঁর জন্মভূমিতে অবস্থান করুক। সাহাবীগণ বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই বিষয়টি আমরা লোকদের জানিয়ে দেব না! রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : অবশ্যই, জান্নাতে একশটি স্তর রয়েছে। এগুলো আল্লাহ তাঁর রাস্তায় জিহাদকারীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। প্রতি দু'টি স্তরের মাঝখানে আসমান ও যদীনের দূরত্ব বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই যখন তোমরা আল্লাহর কাছে চাইবে, তখন ফিরদাওস জান্নাত চাইবে। কেননা, সেটি হচ্ছে সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। আর দয়ালু (আল্লাহর) আরশটি এরই ওপর অবস্থিত। এই ফিরদাওস থেকেই জান্নাতের ঝর্ণাগুলো প্রবাহিত হয়ে থাকে।

**৬৯১৯** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِمْ هُوَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ ذَرٍ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍ هَلْ تَدْرِي أَيْنَ تَذَهَّبُ هَذِهِ؟ قَالَ قَلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ فَإِنَّهَا تَذَهَّبُ فَتَسْتَأْذِنُ فِي السُّجُودِ فَيُؤْذَنُ لَهَا فِي السُّجُودِ وَكَانَهَا قَدْ قِيلَ لَهَا إِرْجَعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا، ثُمَّ قَرَأَ : ذَلِكَ مُسْتَقَرٌ لَهَا فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ -

**৬৯২০** ইয়াহুইয়া ইব্ন জাফর (র.) ..... আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে নবীতে প্রবেশ করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন স্থানে বসা ছিলেন। যখন সূর্য অন্ত গেল, তিনি বললেন : হে আবু যর! তোমার কি জানা আছে, এই সূর্য কোথায় যাচ্ছে? আবু যর (রা) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সর্বাপেক্ষা বেশি জানেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ সূর্য যাচ্ছে এবং অনুমতি চাচ্ছে সিজ্দার জন্য। তারপর সিজ্দার জন্য তাকে অনুমতি দেয়া হয়। একদিন তাকে হকুম দেয়া হবে, যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফিরে যাও। তখন সে তার অন্তের স্থল থেকে উদিত হবে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তিলাওয়াত করলেন, “এটিই তার অবস্থান স্থল” আবদুল্লাহ (রা)-এর কিরআত অনুযায়ী।

**৬৯২.** حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ أَبِيرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ حَوْلَ اللَّيْلِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبْنِ السَّبَّاقِ وَأَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ قَالَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ فَتَبَعَّتُ الْقُرْآنَ حَتَّى وَجَدْتُ اخْرَ سُورَةَ التَّوْبَةَ مَعَ أَبِي حُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ لِقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُ مَنْ أَنْفَسْكُمْ حَتَّى خَاتِمَةَ بَرَاءَةَ -

**৬৯২০** মূসা (র) ..... যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর (রা) আমার কাছে লোক প্রেরণ করলেন। তাই আমি কুরআনের বিভিন্ন অংশ অনুসন্ধানে নেমে পড়লাম। পরিশেষে

সূরা তাওবার শেষাংশ একমাত্র আবু খুয়ায়মা আন্সারী (রা) ব্যতীত আর কারো কাছে পেলাম না। (আর তা হচ্ছে) لَقْدْ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ

৭৯২১ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ يُونُسَ بِهْدَا ، وَقَالَ مَعَ أَبِيهِ

خُزَيْمَةُ الْأَنْصَارِيَّ -

৬৯২১ ইয়াহ্যাই ইবন বুকায়র (র)..... ইউনুস (র) থেকে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি ও আবু খুয়ায়মা আনসারীর কাছে এ আয়াত পাওয়া গেছে বলে উল্লেখ করেছেন।

৭৯২২ حَدَّثَنَا مُعْلَى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ الْعَالِيَةِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيمُ الْحَلِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ -

৬৯২২ মুআল্লা ইবন আসাদ (রা)..... ইবন আবুবাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দৃঃখ যাতনার সময় নবী ﷺ দোয়া করতেন এই বলে : আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। যিনি মহাজানী ও দৈর্ঘ্যশীল। তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, তিনি আরশ আয়ীমের প্রতিপালক। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি আসমান-যমীনের প্রতিপালক এবং সম্মানিত আরশের অধিপতি।

৭৯২৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ سَعِيدِينَ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ النَّاسُ يَصْنَعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِذَا آتَاهُمْ مُوسَى أَخِذُ بِقَائِمَةِ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ . وَقَالَ الْمَاجِشُونَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِيهِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ فَإِذَا مُوسَى أَخِذُ بِالْعَرْشِ -

৬৯২৩ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র)..... আবু সাইদ খুদ্রী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কিয়ামতের দিন সব মানুষ বেহঁশ হয়ে পড়বে। (যখন আমার হঁশ ফিরে আসবে) তখন আমি মূসা (আ)-কে আরশের একটি পায়া ধরে দণ্ডয়াল দেখতে পাব। বর্ণনাকারী মাজিশন আবদুল্লাহ্ ইবন ফাজল ও আবু সালামার মাধ্যমে আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি সবচাইতে আগে পুনরুত্থিত হব। তখন মূসা (আ)-কে দেখব, তিনি আরশ ধরে আছেন।

২১২৫ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ : تَغْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ، وَقَوْلُهُ إِلَيْهِ يَصْنَعُ الْكَلْمُ الطَّيِّبُ ، وَقَالَ أَبُو جَمْرَةَ عَنِ أَبِنِ عَبَّاسٍ بَلَغَ أَبَا ذَرَّ مَبْعَثُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِأَخِيهِ أَعْلَمُ لِي

عِلْمَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ يَاتِيهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ الْكَلِمَ الطَّيِّبَ ، يَقُولُ ذِي الْمَعَارِجِ الْمَلَائِكَةُ تَغْرُجُ إِلَى اللَّهِ

৩১২৫. অনুচ্ছেদ ৪ আল্লাহর বাণী ৪ ফেরেশ্তা এবং কল্প আল্লাহর দিকে উর্খগামী হয়। (৭০ ৪ ৪)। এবং আল্লাহর বাণী ৪ তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ আরোহণ করে (৩৫ ৪ ১০)। আবু জামরা (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী ﷺ-এর নবুয়াত প্রাপ্তির খবর শুনে আবু যর (রা) তাঁর ভাইকে বলেছেন, আমার জন্য ঐ ব্যক্তির অবস্থাটি অবহিত হয়ে নাও, যিনি ধারণা করেছেন যে, আসমান থেকে তাঁর কাছে খবর আসে। মুজাহিদ (র) বলেছেন, নেক কাজ পবিত্র কথাকে উর্খগামী করে ন্ডি المعراج। -এর ব্যাপারে বলা হয় — ঐ সকল ফেরেশ্তা যারা আল্লাহর দিকে উর্খগামী হয়।

**٦٩٢٤** حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَتَعَاقِبُونَ فِيمِكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَأْتُوا فِيمِكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصْلَوْنَ وَاتَّيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصْلَوْنَ . وَقَالَ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ تَصْدِقَ بِعَدْلٍ تَمْرَةٌ مِنْ كَسْبِ طَيِّبٍ وَلَا يَصْنَعُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا طَيِّبٌ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِسَمِينِهِ ثُمَّ يُرْبِيْهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرْبِيْ أَحَدُكُمْ فَلَوْلَهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ وَرَوَاهُ وَرَقَاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا يَصْنَعُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا طَيِّبٌ .

**৬৯২৪** ইসমাইল (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মাঝে রাত ও দিনে ফেরেশতাগণ পালাত্বে আগমন করেন। আর তাঁরা একত্রিত হন আসর ও ফজরের নামাযে। তারপর যাঁরা তোমাদের মাঝে রাত্রি যাপন করেছেন তাঁরা উঠে যান। তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, অথচ তিনি তোমাদের ব্যাপারে সবচাইতে অধিক জ্ঞাত; কেমন অবস্থায় আমার বান্দাদেরকে তোমরা ছেড়ে এসেছ? তারা তখন উত্তর দেবে, আমরা ওদেরকে নামাযরত অবস্থায় রেখে এসেছি, প্রথম গিয়েও আমরা ওদেরকে নামাযে পেয়েছিলাম।

খালিদ ইবন মাখলাদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার হালাল ও পবিত্র উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণও দান করে, আল্লাহ তা'আলা তা তাঁর ডান হাত দ্বারা কবূল করেন। আর পবিত্র ও হালাল জিনিস ছাড়া আল্লাহর দিকে কোন কিছু অগ্রগমন করতে পারে না। তারপর এটি তার মালিকের জন্য লালন-পালন ও দেখাশোনা করতে থাকে, তোমরা যেমন ঘোড়ার বাচ্চাকে লালনপালন করতে থাক। পরিশেষে তা পাহাড়ের ন্যায় বিরাট আকার ধারণ করে। ওয়ারকা

(র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তা'আলার দিকে পবিত্র জিনিস ছাড়া কোন কিছুই গমন করতে পারে না।

**৬৯২৫** حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَّةِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهِنَّ عَنْهُ الْكَرْبَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ-

**৬৯২৫** আবদুল আলা ইব্ন হাম্মাদ (র)..... ইব্ন আব্রাহাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, দুখ-যাতনার সময় নবী ﷺ এই বলে দোয়া করতেন : মহান ও দৈর্ঘ্যশীল আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, মহান আরশের প্রতিপালক আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, আসমানসমূহের মালিক এবং মহান আরশের অধিপতি আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই।

**৬৯২৬** حَدَّثَنَا قَبِيْصَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْنِ أَبِيهِ نُعْمَ شَكَ قَبِيْصَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ بَعَثَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ بِذُهِيْبَةَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ وَحَدَّثَنِيْ اسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفِيَّانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْنِ أَبِيهِ نُعْمَ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الدُّخْرِيِّ قَالَ بَعَثَ عَلَىٰ وُهُوَ بِالْيَمَنِ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ بِذُهِيْبَةِ فِي تُرْبَتِهِ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسِ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بْنِ مُجَاشِعِ وَبَيْنَ عُيَيْنَةَ حَصَنِ بْنِ بَدْرِ الْفَزَارِيِّ وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عُلَيْلَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بْنِ كَلَابِ وَبَيْنَ زَيْدِ الْخَيْلِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بْنِ نَبْهَانَ فَتَغَضَّبَتْ قُرَيْشُ وَالْأَنْصَارُ فَقَالُوا يُعْطِيهِ صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدْعُنَا قَالَ إِنَّمَا أَتَالَفُوهُمْ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتَيْتُ الْجَبَيْنِ كَثُلَّ اللَّاحِيَةِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اتَّقِ اللَّهَ فَقَالَ ﷺ فَمَنْ يُطِيعُ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُهُ فَيَأْمَنِي عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأْمُنُونِي فَسَأَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَتَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَرَاهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَمَنَعَهُ فَلَمَّا وَلَى قَالَ إِنَّ مِنْ ضَئِضَى هَذَا قَوْمًا يَقْرُؤُنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ مُرْوُقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتَلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَا قَتْلَنَاهُمْ قَتْلَ عَادِ-

**৬৯২৬** কবীসা (র)..... আবু সাঈদ খুদৰী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী ﷺ-এর সমীপে সামান্য কিছু স্বর্ণ পাঠানো হলে তিনি চারজনকে বন্টন করে দেন। ইসহাক ইব্ন নাসর (র)..... আবু সাঈদ

খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আলী (রা) ইয়ামানে অবস্থানকালে নবী ﷺ -এর কাছে কিছু মাটি মিশ্রিত সোনা পাঠিয়েছিলেন। নবী ﷺ বনু মুজাশি গোত্রের আকরা ইব্ন হাবিস হানযালী, উয়ায়না ইব্ন হিসন ইব্ন বদ্র ফায়ারী, আলকামা ইব্ন উলাছা আমিরী ও বনু কিলাবের একজন এবং বনু নাবহান গোত্রের যায়িদ আল খায়ল তাদীর মধ্যে তা বন্টন করে দেন। এই কারণে কুরাইশ ও আনসারীগণ অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, নবী ﷺ নাজদবাসী সরদারদেরকে দিচ্ছেন। আর আমাদেরকে বিমুখ করছেন। এই প্রেক্ষিতে নবী ﷺ বললেন : আমি তাদের হৃদয় আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছি। তখন কোটরাগত চোখ, উঁচু কপাল, অধিক দাঢ়ি, উচ্চ চোয়াল ও মুণ্ডানো মাথা বিশিষ্ট এক ব্যক্তি সামনে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহকে ভয় কর। নবী ﷺ বললেন : আমিই যদি তাঁর নাফরমানী করি, তবে তাঁর অনুগত হবে আর কে? আর এজন্যই তিনি আমাকে পৃথিবীর লোকের উপর আমানতদার নির্ধারণ করেছেন। অথচ তোমরা আমাকে আমানতদার মনে করছ না। এমন সময় দলের মধ্য থেকে একটা লোক, সম্ভবত তিনি খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ (রা), সেই ব্যক্তিটিকে হত্যা করার জন্য নবী ﷺ -এর কাছে অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে নিষেধ করলেন। সে লোকটি চলে যাওয়ার পর নবী ﷺ বললেন : এ ব্যক্তির বংশ থেকে এমন কিছু লোক আসবে, যারা কুরআন পড়বে, তবে কুরআন তাদের কষ্টনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেভাবে শিকারের দেহ ভেদ করে তীর বের হয়ে যায়। মৃত্যুপূজারীদেরকে তারা ছেড়ে দিয়ে মুসলমানদেরকে হত্যা করবে। যদি আমি তাদেরকে পাই, তাহলে আদ জাতির হত্যার মত তাদেরকে হত্যা করব।

٦٩٢٧

حَدَّثَنَا عِيَاشُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ أَرَاهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ ذَرَّ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقْرَلَهَا، قَالَ مُسْتَقْرُهَا تَحْتَ الْعَرْشِ-

**৬৯২৭** আইয়াশ ইব্ন ওয়ালীদ (র)..... আবু যুর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী ﷺ -কে নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, “আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে।” তিনি বলেছেন : সূর্যের নির্দিষ্ট গন্তব্য হল আরশের নিচে।

٣١٢٦

بَابُ قَوْلُ اللَّهِ : وَجْهُهُ يُؤْمَنُ بِنَاصِرَةِ إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةً -

৩১২৬. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে; তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে

٦٩٢٨

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُشَيْمٌ عَنْ اسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ أَنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلِبُوا عَلَى صَلَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَافْعُلُوا -

**৬৯২৮** আমর ইব্ন আওন (র)..... জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর কাছে বসা ছিলাম। তিনি পূর্ণিমার রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা অবশ্যই অচিরেই

তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে, যেমনি তোমরা এই চাঁদটিকে দেখতে পাচ্ছ। অথচ তোমরা এটি দেখতে কোন বাধাপ্রাণ হচ্ছ না। অতএব, যদি তোমরা সক্ষম হও তবে সূর্য উদয়ের পূর্বের নামায এবং সূর্যাস্তের পূর্বের নামায আদায় করতে যেন পরাজিত না হও। তাহলে তাই কর।

**٦٩٢٩** حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ بْنُ يُوسُفَ الْيَرْبُوْعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابٍ عَنْ اسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا۔

**৬৯২৯** ইউসুফ ইবন মুসা (র)..... জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : অবশ্যই তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে প্রকাশ্যভাবে দেখতে পাবে।

**٦٩٣٠** حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفَى عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ بَشْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَلْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ۔

**৬৯৩০** আবদা ইবন আবদুল্লাহ (র)..... জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা পূর্ণিমার রাতে নবী ﷺ আমাদের কাছে বের হয়ে আসলেন। অতঃপর তিনি বললেন : অবশ্যই তোমরা অচিরেই তোমাদের প্রতিপালককে কিয়ামতের দিন দেখতে পাবে, যেমন এই চাঁদটিকে তোমরা দেখছ এবং একে দেখতে তোমরা বাধাপ্রাণ হচ্ছ না।

**٦٩٣١** حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمَ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ الْلَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّاسَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ تُضَارُونَ فِي الْقَمَرِ لِيَلْلَةَ الْبَدْرِ؟ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ فَهَلْ تُضَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ يَجْمِعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلَيَتَبَعِّهُ فَيَتَبَعِّهُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ أَشْمَسَ وَيَتَبَعِّهُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ وَيَتَبَعِّهُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيْتَ الطَّوَاغِيْتَ، وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا شَافِعُوهَا، أَوْ مُنَافِقُوهَا شَاكَّ إِبْرَاهِيمَ فَيَأْتِيَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا فَإِذَا جَاءَنَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَبَعِّهُنَّهُ، وَيُضْرِبُ

الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهَرَى جَهَنَّمَ، فَاكُونُ أَنَا وَأَمْتَىٰ أَوَّلَ مَنْ يُجِيرُ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرَّسُولُ، وَدَعَوْتِ الرَّسُولَ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَفِي جَهَنَّمَ كَلَابِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَلْ رَأَيْتُمُ السَّعْدَانَ؟ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيْرَ أَنَّهَا لَا يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عَظَمَهَا إِلَّا اللَّهُ تَخْطُفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُ سَقِيَ بِعِلْمِهِ وَالْمُوْبَقُ، بِعِمْلِهِ، وَمِنْهُمُ الْمُخَرْدَلُ أَوْ الْمُجَازَىٰ أَوْ نَحْوُهُ، ثُمَّ يَتَجَلَّى إِذَا فَرَغَ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمْرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنِ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مِمَّنْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَرْحَمَهُ مِمَّنْ شَهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ بِأَثْرِ السُّجُودِ تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا أَثْرَ السُّجُودِ حَرَمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثْرَ السُّجُودِ فَيَخْرُجُونَ مِنِ النَّارِ قَدْ امْتَحَسُوا فَيُصَبَّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتونَ تَحْتَهُ، كَمَا تَنْبَتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ ثُمَّ يَفْرَغُ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَيَبْقَى رَجُلٌ مِنْهُمْ مُقْبَلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ هُوَ أَخْرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الْجَنَّةِ فَيَقُولُ أَيُّ رَبٍّ اصْرَفَ وَجْهِيَ عَنِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِيْ رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِيْ ذَكَاؤُهَا، فَيَدْعُو اللَّهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوهُ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ هَلْ عَسَيْتَ أَنْ أُعْطِيَتْ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَنِيْ غَيْرَهُ، فَيَقُولُ لَا وَعَزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ وَيُعْطِيَ رَبُّهُ مِنْ عُهُودِ وَمَوَاثِيقِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَيَصْرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الْجَنَّةِ، وَرَاهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُنَ، ثُمَّ يَقُولُ أَيُّ رَبٍّ قَدْ مَنَّى إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ الْسُّتْرُ قَدْ أَعْطِيَتْ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِيْ غَيْرَ الدِّيْنِيْ أَعْطِيَتْ أَبَدًا وَيَلْكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ أَيُّ رَبٍّ، يَدْعُو اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّىٰ يَقُولَ هَلْ عَسَيْتَ أَنْ أُعْطِيَتْ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ، فَيَقُولُ لَا وَعَزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، وَيُعْطِيَ مَا شَاءَ مِنْ عُهُودِ وَمَوَاثِيقِ فَيُقْدِمُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ؛ فَإِذَا قَامَ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ أَنْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الْحَبَرَةِ وَالسُّرُورِ، فَيَسْكُنُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُنَ، ثُمَّ يَقُولُ أَيُّ رَبٍّ أَدْخَلَنِيِّ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللَّهُ الْسُّتْرُ قَدْ أَعْطِيَتْ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلُ غَيْرَ مَا أُعْطِيَتْكَ وَيَلْكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ أَيُّ رَبٍّ لَا أَكُونَنَّ أَشْقَى خَلْقِكَ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللَّهَ حَتَّىٰ يَضْحَكَ اللَّهُ مِنْهُ فَإِذَا ضَحِكَ

اللَّهُ مِنْهُ قَالَ لَهُ أَدْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللَّهُ لَهُ تَمَنَّتْ فَسَالَ رَبَّهُ وَتَمَنَّى حَتَّىٰ إِنَّ اللَّهَ لِيَذْكُرَهُ وَيَقُولُ وَكَذَا وَكَذَا حَتَّىٰ انْقَطَعَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ عَطَاءَ بْنُ يَزِيدَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئًا حَتَّىٰ إِذَا حَدَثَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ اللَّهَ قَالَ ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ نَّبِيُّهُ الْخُدْرِيِّ وَعَشْرَةُ أَمْتَالِهِ مَعَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا حَفِظْتُ الْأَقْوَلَهُ ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ نَّبِيُّهُ أَشْهَدُ أَنِّيْ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَهُ ذَلِكَ لَكَ وَعَشْرَةُ أَمْتَالِهِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَذَلِكَ الرَّجُلُ أَخْرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ -

**৬৯৩১** আবদুল আয়ীয় ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা (সাহাবাগণ) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবঃ রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বললেনঃ তোমরা কি পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে বাধাপ্রাপ্ত হওঃ সবাই বলে উঠলেন, না ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি আবার বললেনঃ মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে কি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হওঃ সবাই বলে উঠলেন, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ। তখন রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বললেনঃ তোমরা অনুরূপ আল্লাহকে দেখতে পাবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ লোকদেরকে সমবেত করে বলবেন, যে যার ইবাদত করছিলে সে যেন তার অনুসরণ করে। তারপর যারা সূর্যের ইবাদত করত, সূর্যের অনুসরণ করবে। যারা চাঁদের ইবাদত করত, তারা চাঁদের অনুসরণ করবে। আর যারা তাঙ্গতদের পূজা করত, তারা তাদের অনুসরণ করবে। অবশিষ্ট থাকবে এই উন্নত। এদের মধ্যে এদের সুপারিশকারীরাও থাকবে অথবা রাবী বলেছেন, মুনাফিকরাও থাকবে। এখানে বর্ণনাকারী ইব্রাহীম (র) সন্দেহ পোষণ করেছেন। তারপর মহান আল্লাহ তাদের কাছে এসে বলবেনঃ আমিই তোমাদের রব। তখন তারা বলবে, যতক্ষণ আমাদের রব আমাদের কাছে না আসবেন, ততক্ষণ আমরা এ স্থানেই অবস্থান করব। আমাদের রব যখন আসবেন, তখন আমরা তাকে চিনতে পারব। তারপর আল্লাহ এমন এক আকৃতিতে তাদের কাছে আসবেন, যে সুরতে তারা তাঁকে চিনবে। তখন তিনি বলবেন, তোমাদের রব আমিই। তারাও বলে উঠবে হাঁ, আপনিই আমাদের রব। তারপর তারা তাঁর অনুসরণ করবে। এরপর দোয়খের উপর পুল কায়েম করা হবে। যারা পুল অতিক্রম করবে, আমি এবং আমার উন্নত তাদের মধ্যে প্রথম থাকব। সেদিন একমাত্র রাসূলগণ ছাড়া আর কেউই কথা বলতে পারবে না। আর রাসূলগণেরও আবেদন হবে শুধু আল্লাহম্বা সাল্লিম, সাল্লিম (আয় আল্লাহহ! নিরাপদে রাখুন, নিরাপদে রাখুন)। এবং জাহান্নামে সাদান-এর কাঁটার মত আঁকড়া থাকবে। তোমরা দেখেছ কি সাদান-এর কাঁটা? সাহাবাগণ বললেন, জী হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বললেনঃ জাহান্নামের যে কাঁটাগুলো এ সাদান-এর কাঁটার মত। হ্যাঁ, তবে সেগুলো যে কত বড় হবে তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। ওসব কাঁটা মানুষকে তাদের কর্ম অনুপাতে বিন্দু করবে। কতিপয় মানুষ থাকবে ঈমানদার, তারা তাদের আমলের কারণে নিরাপদ থাকবে। আর কেউ কেউ তার আমলের কারণে ধ্বংস হবে। কাউকে নিষ্কেপ করা হবে, আর কাউকে প্রতিদান দেওয়া হবে। কিংবা

অনুরূপ কিছু রাখী বলেছেন। তারপর (মহান আল্লাহ) প্রকাশমান হবেন। তিনি বান্দাদের বিচারকার্য সমাপন করে যখন আপন রহমতে কিছু সংখ্যক দোষখবাসীকে বের করতে চাইবেন, তখন তিনি তাদের মধ্যকার শিরুক-মুক্তদেরকে দোষখ থেকে বের করে দেয়ার জন্য ফেরেশ্তাদেরকে নির্দেশ দেবেন। তারাই হচ্ছে ওসব বান্দা যাদের উপর আল্লাহ রহমত করবেন, যারা সাক্ষ্য দিয়েছে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। সিজ্দার চিহ্ন দ্বারা তাদের ফেরেশ্তাগণ চিনতে পারবেন। সিজ্দার চিহ্নগুলো ছাড়া সেসব আদম সন্তানের সারা দেহ জাহানামের আগুন ভয়ীভূত করে দেবে। সিজ্দার চিহ্নসমূহ জুলিয়ে দেওয়া আল্লাহ জাহানামের উপর হারাম করে দিয়েছেন। অতঃপর তাদেরকে আগুনে বিদ্ধ অবস্থায় জাহানাম থেকে বের করা হবে। তাদের ওপর ঢালা হবে সঞ্জীবনীর পানি। এর ফলে নিম্নদেশ থেকে তারা এমনভাবে সজীব হয়ে ওঠবে, প্লাবনে ভাসমান বীজ মাটি থেকে যেভাবে গজিয়ে ওঠে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের বিচার ফায়সালা সমাপন করবেন। এদের মধ্য থেকে একজন অবশিষ্ট রয়ে যাবে, যে জাহানামের দিকে মুখ করে থাকবে। জাহানামীদের মধ্যে এই হচ্ছে সর্বশেষ জান্মাতে প্রবেশকারী। তখন সে বলবে, হে আমার রব! আমার চেহারাটা জাহানাম থেকে ফিরিয়ে দাও। কেননা, জাহানামের (দুর্গন্ধময়) হাওয়া আমাকে অস্থির করে তুলছে এবং এর শিখা আমাকে জুলাচ্ছে। তখন সে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমার প্রার্থনীয় জিনিস যদি তোমাকে প্রদান করা হয়, তবে অন্য কিছু চাইবে না তো? তখন সে বলবে, না, তোমার ইয্যতের কসম করে বলছি, তা ছাড়া আমি আর কিছু চাইব না। তখন সে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে বহু অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রূতি দেবে। ফলে আল্লাহ তা'আলা জাহানাম থেকে ফিরিয়ে দেবেন। যখন সে জান্মাতের দিকে মুখ ফিরাবে এবং জান্মাতকে দেখবে, সে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী যতক্ষণ চুপ থাকার চুপ থেকে বলবে, হে আমার রব! আমাকে জান্মাতের দ্বার পর্যন্ত এগিয়ে দাও। আল্লাহ তখন তাকে বলবেন, তুমি কি বহু প্রতিশ্রূতি ও অঙ্গীকার দাওনি যে তোমাকে যা দেওয়া হবে, তা ছাড়া আর কিছুই তুমি কখনো চাইবে না। সর্বনাশ তোমার, হে আদম সন্তান! কতই না প্রতিশ্রূতি ভঙ্গকারী তুমি। তখন সে বলবে, হে আমার রব। আল্লাহ তখন তাকে বলবেন, আচ্ছা, এটি যদি তোমাকে দেওয়া হয়, আর কিছু তো চাইবে না! সে বলবে, তোমার ইয্যতের কসম! সেটি ছাড়া আমি আর কিছুই চাইব না। তারপর আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী প্রতিশ্রূতি ও অঙ্গীকার দেবে আর আল্লাহ তাকে জান্মাতের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে নেবেন। যখন সে জান্মাতের দরজার কাছে দাঁড়াবে, তখন তার জন্য জান্মাত উন্মুক্ত হয়ে যাবে, তখন সে এর মধ্যকার আরাম আয়েশ ও ভোগ বিলাসের প্রাচুর্য দেখতে পাবে। তখন সে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী নীরব থেকে, পরে বলবে, হে আমার রব! আমাকে জান্মাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। আল্লাহ বলবেন : তুমি কি আমাকে এই প্রতিশ্রূতি ও অঙ্গীকার দাওনি যে, তোমাকে যা দেওয়া হবে, তা ছাড়া আর কিছুর প্রার্থনা করবে না? সর্বনাশ তোমার! হে বনী আদম! কতই না প্রতিশ্রূতি ভঙ্গকারী তুমি। তখন সে বলবে, হে আমার রব! আমি তোমার সৃষ্টিরাজির মধ্যে নিকৃষ্টতর হতে চাই না। তখন সে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে থাকবে। অবশেষে আল্লাহ এতে হেসে দেবেন। আল্লাহ তার অবস্থার প্রেক্ষিতে হেসে তাকে নির্দেশ দেবেন, তুমি জান্মাতে প্রবেশ কর। সে জান্মাতে প্রবেশ করলে আল্লাহ তাকে সম্মোধন করে বলবেন : এবার তুমি চাও। সে তখন রবের কাছে যাঞ্চাঁ করবে এবং আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করবে। পরিশেষে আল্লাহ স্বয়ং তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেন, এটা, ওটা চাও। এতে তার আরয়-আকাঙ্ক্ষা সমাপ্ত হলে আল্লাহ বললেন : তোমাকে ওগুলো দেয়া হল, সাথে সাথে সে পরিমাণ আরো দেয়া হল।

আতা ইব্ন ইয়ায়ীদ (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) যখন হাদীসটির বর্ণনা দিচ্ছিলেন, তখন আবু সাঈদ খুদ্রী (রা)-ও তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-এর এই বর্ণিত হাদীসের কোথাও প্রতিবাদ করলেন না। বর্ণনার শেষাংশে এসে আবু হুরায়রা (রা) যখন বর্ণনা করলেন, “আল্লাহ তাঁ’আলা তাকে বললেন, ওসব তোমাকে দেওয়া হলো, আরো তার সম্পরিমাণ তার সাথে দেওয়া হল” তখন আবু সাঈদ খুদ্রী (রা) প্রতিবাদ করে বললেন, হে আবু হুরায়রা (রা), রাসূলুল্লাহ ﷺ তো বলেছেন : তার সাথে আরো দশগুণ। তখন আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি সংরক্ষণ করেছি এভাবে—ওসব তোমাকে দেওয়া হলো, আর এর সাথে আরো এক গুণ দেওয়া হলো। আবু সাঈদ খুদ্রী (রা) বললেন, আমি সাক্ষ দিচ্ছি, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে এভাবে সংরক্ষণ করেছি — ও সবই তোমাকে দেওয়া হলো, এর সাথে তোমাকে দেওয়া হলো আরো দশ গুণ। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এই হচ্ছে জান্নাতে প্রবেশকারীদের মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তি।

**٦٩٣٢** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هَلَالٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَا الشَّمْسِ إِذَا كَانَتْ ضَحْوًا ؟ قُلْنَا لَا ، قَالَ فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَا رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا كَمَا تَضَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ يَنْدَدِي مُنَادٍ لِيَذْهَبَ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلَبِ مَعَ صَلَبِهِمْ ، وَأَصْحَابُ الْأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ ، وَأَصْحَابُ كُلِّ الْهَمَّ مَعَ الْهَمَّهُمْ يَبْقَى مِنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهُ مِنْ بَرَّ أَوْ فَاجِرٍ وَغَيْرَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ يُؤْتَى بِجِهَتِهِ تُعرَضُ كَانَهَا سَرَابٌ ، فَيُقَالُ لِلَّهِمَّ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ؟ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ عُزِيرَ ابْنَ اللَّهِ فَيُقَالُ كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدٌ فَمَا تُرِيدُنَّ ؟ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ تَسْقِينَا فَيُقَالُ اشْرِبُوا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارَى مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ فَيَقُولُونَ كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ فَيُقَالُ كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدٌ فَمَا تُرِيدُنَّ فَيَقُولُونَ نُرِيدُ أَنْ تَسْقِينَا فَيُقَالُ اشْرِبُوا فَيَتَسَاقَطُونَ حَتَّى يَبْقَى مِنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرَّ أَوْ فَاجِرٍ فَيُقَالُ لَهُمْ مَا يُجْلِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ ، فَيَقُولُونَ فَارْقَنَاهُمْ وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَيْهِ الْيَوْمِ وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يَنْدَدِي لِيَلْحَقَ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا قَالَ فَيَاتِيهِمُ الْجَبَارُ فِي صُورَةِ غَيْرِ صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوْلَ مَرَّةٍ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا وَلَا يُكَلِّمُهُ إِلَّا أَلَانْبِيَاءُ فَيَقُولُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنِنِي أَيَّهُ تَعْرِفُونِهِ فَيَقُولُونَ السَّاقُ فَيَكْشَفُ عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَيَبْقَى مِنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ كَيْمًا يَسْجُدُ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا

وَاحِدًا ثُمَّ يُؤْتِي بِالْجَسْرِ فَيُجْعَلُ بَيْنَ ظَهَرَى جَهَنَّمَ، قُلْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْجِسْرُ؟ قَالَ مَدْحَضَةً مَزَلَّةً عَلَيْهِ خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكَةً مُفَاطَحَةً لَهَا شَوْكَةً عَقِيقَةً تَكُونُ بِنَجْدٍ يُقالُ لَهَا السَّعْدَانُ يَمْرُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالظَّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيَّاحِ وَكَاجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَنَاجٍ مُسْلَمٌ وَنَاجٍ مَخْدُوشٌ مَكْدُوشٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَمْرُ أَخْرُهُمْ يُسْحَبُ سَحَبًا فَمَا أَنْتُمْ بِاَشَدَّ لِي مُنَاسِدَةً فِي الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِ يَوْمَئِذٍ لِلْجَبَّارِ، وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوا فِي أَخْوَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْوَانُنَا كَانُوا يُصْلُونَ مَعْنَا وَيَصُومُونَ مَعْنَا وَيَعْمَلُونَ مَعْنَا، فَيَقُولُ اللَّهُ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ أَيمَانِ فَآخْرِجُوهُ، وَيُحْرِمُ اللَّهُ صُورَهُمْ عَلَى النَّارِ بِعَضُّهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدْمَةِ وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقِيهِ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نَصْفِ دِينَارٍ فَآخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ أَيمَانِ فَآخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَإِنْ لَمْ تُصِدِّقُونِي فَاقْرَأُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةٌ يَضَاعُفُهَا فَيَشْفُعُ النَّبِيُّونَ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ، فَيَقُولُ الْجَبَّارُ بَقِيَّتْ شَفَاعَتِي فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا قَدْ امْتُحِشُوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرٍ يَأْفُواهِ الْجَنَّةُ يُقالُ لَهُ الْحَيَاةُ فَيَنْبُتُونَ فِي حَافَتِيَهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ وَإِلَى جَانِبِ الشَّجَرَةِ فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبْيَضَ فَيُخْرِجُونَ كَانُوكُمُ الْلُّؤْلُؤُ فَيُجْعَلُ فِي رَقَابِهِمُ الْخَوَاتِيمُ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةَ هُؤُلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمَنِ أَدْخَلُهُمُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمَلُوهُ وَلَا خَيْرٌ قَدْمُوهُ فَيُقالُ لَهُمْ لَكُمْ مَارَأَيْتُمْ وَمَثْلُهُ مَعَهُ - وَقَالَ حَاجَ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يُحْبِسُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُهْمُوا بِذَلِكَ فَيَقُولُونَ لَوْ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَيُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْتُونَ أَدْمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ أَدْمُ أَبُو النَّاسِ خَلَقَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ وَأَسْجَدَكَ مَلَائِكَتَهُ وَعَلِمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ تَشْفَعُ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا قَالَ فَيَقُولُ لَسْتُ

هُنَاكُمْ، قَالَ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ أَكْلَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَقَدْ نَهَى عَنْهَا وَلَكِنْ أَتَتُوا نُوحاً أَوَّلَ نَبِيًّا بَعْثَةً اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ سُوَالَهُ رَبَّهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَلَكِنْ أَتَوْا ابْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ، قَالَ فَيَأْتُونَ ابْرَاهِيمَ فَيَقُولُ أَنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ ثَلَاثَ كَلْمَاتَ كَذَبَهُنَّ، وَلَكِنْ أَتَوْا مُوسَى عَبْدًا آتَاهُ اللَّهُ التُّورَةَ وَكَلْمَةً وَقَرَبَهُ نَجِيَا قَالَ فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ أَنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ قَتْلَهُ التَّفْسِيرَ، وَلَكِنْ أَتَوْا عِيسَى عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَرُوحَ اللَّهِ وَكَلْمَتَهُ، قَالَ فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلَكِنْ أَتَوْا مُحَمَّداً عَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ فَيَأْتُونِي فَاسْتَأْذِنْ عَلَى رَبِّيِّ فِي دَارِهِ فَيَؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُنِي، فَيَقُولُ ارْفِعْ مُحَمَّدًا، وَقُلْ تُسْمِعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُعْطِ، قَالَ فَارْفَعْ رَأْسِي فَأُثْنِي عَلَى رَبِّيِّ بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعْلَمُنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعْ فَيَحْدُلِي حَدًا فَأَخْرُجُ فَادْخَلْهُمُ الْجَنَّةَ قَالَ قَتَادَةُ وَسَمِعْتُهُ أَيْضًا يَقُولُ فَأَخْرُجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فَاسْتَأْذِنْ عَلَى رَبِّيِّ فِي دَارِهِ فَيَؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُنِي، ثُمَّ يَقُولُ ارْفِعْ مُحَمَّدًا، وَقُلْ تُسْمِعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ وَسَلْ تُعْطِ، قَالَ فَارْفَعْ رَأْسِي، فَأُثْنِي عَلَى رَبِّيِّ بِثَنَاءٍ يُعْلَمُنِيهِ، قَالَ ثُمَّ أَشْفَعْ فَيَحْدُلِي حَدًا فَأَخْرُجُ فَادْخَلْهُمُ الْجَنَّةَ، قَالَ قَتَادَةُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فَأَخْرُجُ فَأَخْرُجِهِمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ التَّالِثَةَ فَاسْتَأْذِنْ عَلَى رَبِّيِّ فِي دَارِهِ فَيَؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُنِي، ثُمَّ يَقُولُ ارْفِعْ مُحَمَّدًا، وَقُلْ تُسْمِعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُعْطِ، قَالَ فَارْفَعْ رَأْسِي، فَأُثْنِي عَلَى رَبِّيِّ بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعْلَمُنِيهِ، قَالَ ثُمَّ أَشْفَعْ فَيَحْدُلِي حَدًا فَأَخْرُجُ فَادْخَلْهُمُ الْجَنَّةَ، قَالَ قَتَادَةُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَأَخْرُجُ فَأَخْرُجِهِمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ حَتَّى مَا يَبْقَى فِي النَّارِ إِلَّا مِنْ حَبْسَةِ الْقُرْآنِ أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ، قَالَ ثُمَّ تَلَاهَذَهُ الْآيَةُ : عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ، قَالَ وَهَذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي وُعِدْتَهُ نَبِيَّكُمْ -

**৬৯৩২** ইয়াহইয়া ইব্ন বুকায়ির (র)..... আবু সাউদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কিয়ামতের দিন আমাদের প্রতিপালকের দর্শন লাভ করব কি? তিনি বললেনঃ মেঘমুক্ত আকাশে তোমরা সূর্য দেখতে কোন বাধাপ্রাণ্ড হও কি? আমরা বললাম, না। তিনি বললেনঃ সেদিন তোমরাও তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে বাধাপ্রাণ্ড হবে না। এতটুকু ব্যতীত যতটুকু সূর্য দেখার সময় পেয়ে থাক। সেদিন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন, যারা যে জিনিসের ইবাদত করতে, তারা সে জিনিসের কাছে গমন কর। এরপর যারা ক্রুশধারী ছিল, তারা যাবে তাদের ক্রুশের কাছে। মৃত্তিপূজারীরা যাবে তাদের মৃত্তির সাথে। সকলেই তাদের উপাস্যের সাথে যাবে। অবশিষ্ট থাকবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতকারীরা। নেক্কার ও গুনাহগার সবাই। এবং আহলে কিতাবের কিছু সংখ্যক লোকও থাকবে। অতঃপর জাহানামকে আনা হবে। সেটি তখন থাকবে মরীচিকার মত। ইহুদীদেরকে সম্মোধন করে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কিসের ইবাদত করতে? তারা উত্তর করবে, আমরা আল্লাহর পুত্র উয়ায়ির (আ)-এর ইবাদত করতাম। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছ। কারণ আল্লাহর কোন স্ত্রীও নেই এবং নেই তাঁর কোন সন্তান। এখন তোমরা কি চাও? তারা বলবে, আমরা চাই, আমাদেরকে পানি পান করান। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা পানি পান কর। এরপর তারা জাহানামে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে। তারপর নাসারাদেরকে বলা হবে, তোমরা কিসের ইবাদত করতে? তারা বলে উঠবে, আমরা আল্লাহর পুত্র মসীহের ইবাদত করতাম। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছ। আল্লাহর কোন স্ত্রীও ছিল না, সন্তানও ছিল না। এখন তোমরা কি চাও? তারা বলবে, আমাদের ইচ্ছা আপনি আমাদেরকে পানি পান করতে দিন। তাদেরকে উত্তর দেওয়া হবে, তোমরা পান কর। তারপর তারা জাহানামে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে। পরিশেষে অবশিষ্ট থাকবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতকারীগণ। তাদের নেক্কার ও গুনাহগার সবাই। তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে, কোন্ জিনিস তোমাদেরকে আটকে রেখেছে? অথচ অন্যরা তো চলে গিয়েছে। তারা বলবে, আমরা তো সেদিন তাদের থেকে পৃথক রয়েছি, যেদিন আজকের অপেক্ষা তাদের বেশি প্রয়োজন ছিল। আমরা একজন ঘোষণাকারীর এ ঘোষণাটি দিতে শুনেছি যে, যারা যাদের ইবাদত করত তারা যেন ওদের সাথে যায়। আমরা প্রতীক্ষা করছি আমাদের প্রতিপালকের জন্য। নবী ﷺ বলেনঃ এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাদের কাছে আগমন করবেন। এবার তিনি সে আকৃতিতে আগমন করবেন না, যেটিতে তাঁকে প্রথমবার ঈমানদারগণ দেখেছিলেন। এসে তিনি ঘোষণা দেবেন — আমি তোমাদের প্রতিপালক, সবাই তখন বলে উঠবে আপনিই আমাদের প্রতিপালক। আর সেদিন নবীগণ ছাড়া তাঁর সঙ্গে কেউ কথা বলতে পারবে না। আল্লাহ তাদেরকে বলবেন, তোমাদের এবং তাঁর মাঝখানে পরিচায়ক কোন আলামত আছে কি? তারা বলবেন, পায়ের নলা। তখন পায়ের নলা খুলে দেয়া হবে। এই দেখে ঈমানদারগণ সবাই সিজ্দায় পতিত হবে। বাকি থাকবে তারা, যারা লোক-দেখানো এবং লোক-শোনানো সিজ্দা করেছিল। তবে তারা সিজ্দার মনোবৃত্তি নিয়ে সিজ্দা করব জন্য যাবে, কিন্তু তাদের মেরুদণ্ড একটি তক্তার ন্যায় শক্ত হয়ে যাবে। এমন সময় পুল স্থাপন করা হবে জাহানামের উপর। সাহাবীগণ আরয করলেন, সে পুলটি কি ধরনের হবে ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বললেনঃ দুর্গম পিছিল জায়গা। এর ওপর আংটা ও হক থাকবে, শক্ত চওড়া উল্টো কাঁটা বিশিষ্ট হবে, যা নাজ্দ দেশের সাদান বৃক্ষের কাঁটার মত হবে। সে পুলের উপর দিয়ে ঈমানদারগণের কেউ অতিক্রম করবে চোখের পলকের মতো, কেউ বিজলীর মতো, কেউ বা বাতাসের মতো আবার কেউ তীব্রগামী ঘোড়া ও সাওয়ারের মতো।

তবে মুক্তিপ্রাণ্ডগণ কেউ নিরাপদে চলে আসবেন, আবার কেউ জাহানামের আগনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে। একবারে শেষে পার হবে যে ব্যক্তিটি, সে হেঁচড়িয়ে কোন রকমে পার হয়ে আসবে। এখন তোমরা হকের

ব্যাপারে আমার অপেক্ষা বেশি কঠোর নও, যতটুকু সেদিন ঈমানদারগণ আল্লাহর সমীপে হয়ে থাকবে, যা তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। যখন ঈমানদারগণ এই দৃশ্যটি অবলোকন করবে যে, তাদের ভাইদেরকে রেখে একমাত্র তারাই নাজাত পেয়েছে, তখন তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের সেসব ভাই কোথায়, যারা আমাদের সঙ্গে নামায আদায় করত, রোয়া পালন করত, নেক কাজ করত? তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বলবেন, তোমরা যাও, যাদের অন্তরে এক দীনার বরাবর ঈমান পাবে, তাদেরকে জাহানাম থেকে বের করে আন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মুখমণ্ডল জাহানামের ওপর হারাম করে দিয়েছেন। এদের কেউ কেউ দু'পা ও দু'পায়ের নলার অধিক পর্যন্ত জাহানামের মধ্যে থাকবে। তারা যাদেরকে চিনতে পারে, তাদেরকে বের করবে। তারপর এরা আবার প্রত্যাবর্তন করবে। আল্লাহ্ আবার তাদেরকে বলবেন, তোমরা যাও, যাদের অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমাণ ঈমান পাবে, তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। তারা গিয়ে তাদেরকেই বের করে নিয়ে আসবে, যাদেরকে তারা চিনতে পারবে। তারপর আবার প্রত্যাবর্তন করবে। আল্লাহ্ তাদেরকে আবার বলবেন, তোমরা যাও, যাদের অন্তরে অনু পরিমাণ ঈমান পাবে, তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। তারা যাদেরকে চিনতে পাবে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। বর্ণনাকারী আবৃ সাস্টেড খুদ্দীরী (রা) বলেন, তোমরা যদি আমাকে বিশ্বাস না কর, তাহলে আল্লাহর এ বাণীটি পড়ঃ আল্লাহ্ অগু পরিমাণও যুলুম করেন না। এবং অগু পরিমাণ পুণ্য কাজ হলেও আল্লাহ্ তাকে দ্বিগুণ করেন (৪ : ৪০)। তারপর নবী ﷺ, ফেরেশ্তা ও মুমিনগণ সুপারিশ করবেন। তখন মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলবেন, এখন একমাত্র আমার শাফাআতই অবশিষ্ট রয়েছে। তিনি জাহানাম থেকে একমুষ্টি তরে এমন কতগুলো কওমকে বের করবেন, যারা জুলে পুড়ে দন্ধ হয়ে গিয়েছে। তারপর তাদেরকে বেহেশ্তের সামনে অবস্থিত 'হায়াত' নামক নহরে ঢালা হবে। তারা সে নহরের দু'পার্শে এমনভাবে উদ্ভৃত হবে, যেমন পাথর এবং গাছের কিনারে বহন করে আনা আবর্জনায় বীজ থেকে তৃণ উদ্ভৃত হয়। দেখতে পাও তন্মধ্যে সূর্যের আলোর অংশের গাছগুলো সাধারণত সবুজ হয়, ছায়ার অংশেরগুলো সাদা হয়। তারা সেখান থেকে মুক্তার দানার মত বের হবে। তাদের গর্দানে মোহর লাগানো হবে। জান্নাতে তারা যখন প্রবেশ করবে, তখন অপরাপর জান্নাতবাসীরা বলবেন, এরা হলেন রাহমান কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা কোন নেক আমল কিংবা কল্যাণ কাজ ছাড়া জান্নাতে দাখিল করেছেন। তখন তাদেরকে ঘোষণা দেয়া হবেঃ তোমরা যা দেখেছ, সবই তো তোমাদের, এর সাথে আরো সম্পরিমাণ দেওয়া হলো তোমাদেরকে।

হাজাজ ইবন মিনহাল (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেনঃ ঈমানদারদেরকে কিয়ামতের দিন আবদ্ধ করে রাখা হবে। পরিশেষে তারা পেরেশান হয়ে ওঠবে এবং বলবে, আমরা যদি আমাদের রবের কাছে কারো দ্বারা শাফাআত করাই যিনি আমাদের স্বন্ত দান করেন। তারপর তারা আদম (আ)-এর কাছে এসে বলবে, আপনিই তো সে আদম, যিনি মানবকুলের পিতা, স্বয়ং আল্লাহ্ আপন কুদরতের হাত দিয়ে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। আপনাকে বসবাসের সুযোগ প্রদান করেছেন তাঁর জান্নাতে, ফেরেশ্তাদের দ্বারা আপনাকে সিজদা করিয়েছেন এবং আপনাকে সব জিনিসের নামের তালীম দিয়েছেন। আমাদের এ স্থান থেকে নিঃস্তি প্রদানের নিমিত্ত আপনার সেই রবের কাছে শাফাআত করুন। তখন আদম (আ) বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। নবী ﷺ বলেনঃ এরপর তিনি নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার ভুলের কথাটি উল্লেখ করবেন। তিনি বলবেন, বরং তোমরা নৃহ (আ)-এর কাছে যাও, যিনি পথিবীবাসীদের প্রতি প্রেরিত নবীগণের মধ্যে প্রথম নবী। তারপর তারা নৃহ (আ)-এর কাছে এলে তিনি তাদেরকে বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। আর তিনি না জেনে তাঁর রবের কাছে প্রার্থনার

ভুলটি উল্লেখ করবেন এবং বলবেন বরং তোমরা রাহমানের সুহৃদ বক্সু ইবরাহীমের কাছে যাও। নবী ﷺ বলেন : অতঃপর তারা ইবরাহীম (আ)-এর কাছে আসবে। তখন ইবরাহীম (আ) বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। আর তিনি এরপ তিনটি বাক্যের কথা উল্লেখ করবেন যেগুলো বাহ্যত বাস্তব-পরিপন্থী ছিল। পরে বলবেন, তোমরা বরং মূসা (আ)-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহর এমন এক বান্দা যাঁকে আল্লাহ তাওরাত দান করেছিলেন, তাঁর সাথে কথা বলেছিলেন এবং গোপন বাক্যালাপের মাধ্যমে তাঁকে সান্নিধ্য দান করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ সবাই তখন মূসা (আ)-এর কাছে আসবে। তিনিও বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। এবং তিনি (অনিচ্ছাকৃত) হত্যার ভুলের কথা উল্লেখ করবেন। তিনি বলবেন, তোমরা বরং দ্বিসা (আ)-এর কাছে যাও। যিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর রূহ ও বাণী। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ তারা সবাই তখন দ্বিসা (আ)-এর কাছে আসবে। দ্বিসা (আ) বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। তিনি বলবেন, তোমরা বরং মুহাম্মদ ﷺ -এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহর এমন এক বান্দা যাঁর পূর্বের ও পরের ভুল তিনি মাফ করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ তারা তখন আমার কাছে আসবে। আমি তখন আমার রবের কাছে তাঁর দরবারে হাযির হওয়ার অনুমতি চাইব। আমাকে তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হবে। তাঁর দর্শন লাভ করার সাথে আমি সিজদার পড়ে যাবো। তিনি আমাকে সে অবস্থায় যতক্ষণ রাখতে চাইবেন ততক্ষণ রাখবেন। এরপর আল্লাহ তাঁ'আলা বলবেন, মুহাম্মদ, মাথা উঠান; বলুন, আপনার কথা শোনা হবে, আর শাফাআত করুন, কবূল করা হবে, চান আপনাকে দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তখন আমি আমার মাথা উঠাবো। তারপর আমি আমার প্রতিপালকের এমন স্তুতি ও প্রশংসা (হামদ ও সানা) করবো যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দিবেন। এরপর আমি সুপারিশ করবো, তবে আমার জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করা হবে। আমি বের হয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। বর্ণনাকারী কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে এ কথাও বলতে শুনেছি যে, আমি বের হবো এবং তাদেরকে জাহানাম থেকে বের করবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করাব। তারপর আমি ফিরে এসে আমার প্রতিপালকের দরবারে হাযির হওয়ার অনুমতি চাইব। আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। আমি তাঁকে দেখার পর সিজ্দায় পড়ে যাব। আল্লাহ তাঁ'আলা যতক্ষণ রাখতে চাইবেন, আমাকে সে অবস্থায় রাখবেন। তারপর বলবেন, মুহাম্মদ! মাথা উঠান। বলুন, তা শোনা হবে, শাফাআত করুন, কবূল করা হবে, চান, দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ তারপর আমি আমার মাথা উঠাবো। আমার রবের এমন প্রশংসা ও স্তুতি করব, যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দিবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ এরপর আমি শাফাআত করব, আমার জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করা হবে। আমি বের হয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। বর্ণনাকারী কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী ﷺ বলেছেনঃ তখন আমি বের হব এবং তাদেরকে জাহানাম থেকে বের করব এবং জান্নাতে প্রবেশ করাব। তারপর তৃতীয়বারের মত ফিরে আসব এবং আমার রবের দরবারে প্রবেশ করার অনুমতি চাইব। আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। আমি তাঁকে দেখার পর সিজ্দায় পড়ে যাব। আল্লাহ আমাকে সে অবস্থায় রাখবেন, যতক্ষণ তিনি চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, মুহাম্মদ! মাথা উঠান এবং বলুন, শোনা হবে, সুপারিশ করুন, তা কবূল করা হবে, চান, দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ আমি মাথা উঠিয়ে আমার রবের এমন স্তুতি ও প্রশংসা (হামদ ও সানা) করব, আমার জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করা হবে। তারপর আমি বের হয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। বর্ণনাকারী কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী ﷺ বলেছেনঃ আমি সেখান থেকে বের হয়ে তাদেরকে জাহানাম থেকে বের করে

জান্মাতে প্রবেশ করাব। পরিশেষে জাহান্মামে অবশিষ্ট থাকবে একমাত্র তারা, কুরআন যাদেরকে আটকে রেখেছে। অর্থাৎ যাদের ওপর জাহান্মামের স্থায়ীবাস অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আনাস (রা) বলেন, তিনি কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন। (মহান আল্লাহর বাণী) : আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে (১৭ : ৭৯) এবং তিনি বললেন, তোমাদের নবী ﷺ -এর জন্য প্রতিশ্রূত 'মাকামে মাহমূদ' হচ্ছে এটিই।

٦٩٣٣

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ بْنُ ابْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَمْرٍونَ صَالِحٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَمَعُوهُمْ فِي قُبَّةٍ وَقَالَ لَهُمْ اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّى عَلَى الْحَوْضِ-

**৬৯৩৩** উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাদ ইব্ন ইবরাহীম (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারদের কাছে (লোক) পাঠালেন। তাদেরকে একটা তাঁবুর মধ্যে সমবেত করলেন এবং তাদের বললেন : তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে মুলাকাত পর্যন্ত দৈর্ঘ্যধারণ করবে। আমি হাওরের (কাউসারের) কাছেই থাকব।

٦٩٣٤

حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاؤُسٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيلِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيْمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ أَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَوَعَدْتُكَ الْحَقُّ وَلِقَاءُكَ الْحَقُّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ أَمْنَتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ خَصَّمْتُ وَبِكَ حَكَمْتُ فَاغْفِرْلِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرَتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ- قَالَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ وَأَبُو الزُّبَيرِ عَنْ طَاؤُسِ قَيَّامٍ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقِيُومُ الْقَائِمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، وَقَرَأَ عُمَرُ الْقَيَّامُ ، وَكَلَّاهُمَا مَدْحُ-

**৬৯৩৫** সাবিত ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... ইব্ন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ রাতে যখন তাহাঙ্গুদের নামায আদায় করতেন, তখন বলতেন : হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ! সব প্রশংসা একমাত্র আপনারই, আসমান ও যমীনের তত্ত্বাবধায়ক আপনিই এবং আপনারই জন্য সব স্তুতি। আসমান ও যমীন এবং এসবের মধ্যকার সবকিছুর প্রতিপালক আপনিই এবং আপনারই জন্য সব প্রশংসা। আসমান যমীন ও এগুলোর মধ্যকার সব কিছুর নূর আপনিই। আপনি হক, আপনার বাণী হক, আপনার ওয়াদা হক, আপনার সাক্ষাৎ হক, জাহান্মাম হক এবং কিয়ামত হক। ইয়া আল্লাহ! আপনারই উদ্দেশ্যে আমি

ইসলাম কবুল করেছি এবং আপনারই প্রতি ঈমান এনেছি, তাওয়াকুল করেছি আপনারই ওপর, আপনারই কাছে বিবাদ হাওয়ালা করেছি, আপনারই কাছে ফায়সালা চেয়েছি। তাই আপনি আমার পূর্বের ও পরের গুণ ও প্রকাশ্য এবং যা আপনি আমার চাইতে বেশি জ্ঞাত তা সবই মাফ করে দিন। আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। বর্ণনাকারী তাউস (র) থেকে কায়স ইব্ন সাদ (র) এবং আবু যুবায়র (র) এবং আবু যুবায়র (র) এর স্থলে কীম বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী মুজাহিদ বলেন কীম সবকিছুর পরিচালককে বলা হয়ে থাকে। উমর (রা) কীম পড়েছেন। মূলত শব্দ উভয়টিই প্রশংসার জন্য ব্যবহৃত হয়।

٦٩٣٥

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَمَّةَ حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْرِيَّةَ  
عَنْ عَدَى بْنِ حَاتِمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلِكُكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيْكِلِمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ  
بِنَّهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ وَلَا حِجَابٌ يَحْجِبُهُ

**৬৯৩৫** ইউসুফ ইব্ন মুসা (র)..... আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের প্রত্যেকের সাথে অঠিরেই তার প্রতিপালক আলাপ করবেন, তখন প্রতিপালক ও তার মাঝখানে কোন দোভাষী ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী পর্দাও থাকবে না।

٦٩٣٦

حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِي  
عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ مَلِكُكُمْ  
قَالَ جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةِ أَنِيْتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ أَنِيْتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ  
الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءَ الْكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنِ

**৬৯৩৬** আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র)..... কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী ﷺ বলেছেন : দু'টি জান্নাত এমন হবে, সেগুলোর পানপাত্র ও অভ্যন্তরস্থ সব কিছুই হবে রূপার। আর দু'টি জান্নাত এমন হবে, সেগুলোর পানপাত্র ও অভ্যন্তরস্থ সবকিছুই হবে স্বর্ণের। জান্নাতে আদনে তাদের ও তাদের প্রতিপালকের দর্শনের মধ্যে তাঁর চেহারার গর্বের চাদর ছাড়া আর কোন কিছু অত্যরায় থাকবে না।

٦٩٣٧

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَعْيَنَ وَجَامِعُ  
بْنُ أَبِي رَاشِدٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلِكُكُمْ مِنْ اقْتَطَعَ مَالَ  
امْرَىٰ مُسْلِمٍ بِيَمِينِ كَذِبَةِ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ  
اللَّهِ مَلِكُكُمْ مَصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعِهْدِ اللَّهِ وَآيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا  
أَوْ لَيْكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ أَلْيَاهَ

**৬৯৩৭** হুমায়দী (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম করে কোন মুসলমানের সম্পদ আঘাত করবে, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে মিলিত হবে এমতাবস্থায় যে, তিনি তার ওপর রাগার্বিত থাকবেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর

বাণীর সমর্থনে আল্লাহর কিতাবের আয়াত তিলাওয়াত করেন : যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রূতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছমূল্যে বিক্রয় করে, পরকালে তাদের কোন অংশ নেই ; কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না..... (৩ : ৭৭) ।

**٦٩٢٨** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سُلْطَتِهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرُ مَا أَعْطَى وَهُوَ كَافِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ أَمْرِيِّ مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ مَنْعَ فَضْلَ مَا يَقُولُ اللَّهُ الْيَوْمُ أَمْنِعُ فَضْلِيَ كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ -

**٦٩٣٨** آবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : তিনি প্রকারের মানুষ, যাদের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেনও না । যে ব্যক্তি তার দ্রব্যের উপর এই মিথ্যা কসম করে যে, একে এখন যে মূল্যে দেওয়া হলো এর চেয়ে অধিক মূল্যে তা বিক্রয় করা যাচ্ছিল । (১) যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের মাল আস্তানাৎ করার উদ্দেশ্যে আসেরের নামায়ের পর মিথ্যা কসম করে । (২) এক ব্যক্তি সে, যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি আটকিয়ে রাখে । আল্লাহ তা'আলা তাকে লক্ষ্য করে কিয়ামতের দিন বলবেন, আজ আমি আমার মেহেরবানী থেকে তোমাকে বাঞ্ছিত করব, যেমনি তুমি যা তোমার হাতের অর্জিত নয় তা থেকে বিমুখ করতে ।

**٦٩٣٩** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُتَّشِّنِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الزَّمَانُ قَدَاسْتَارَ كَهْيَئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ السُّنَّةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمٌ، ثَلَاثُ مُتَوَالِيَاتُ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحَجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرِّ الدِّيَ بَيْنَ جَمَادَى وَشَعْبَانَ، أَىٰ شَهْرٍ هَذَا؟ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيَهُ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ أَيْسَ ذَا الْحَجَّةُ قُلْنَا بَلَىٰ، قَالَ أَىٰ بَلَدُ هَذَا؟ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيَهُ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ أَيْسَ ذَا الْمُحَرَّمَةِ قُلْنَا بَلَىٰ، قَالَ فَإِيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قُلْنَا بَلَىٰ، قَالَ فَإِيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيَهُ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ أَيْسَ يَوْمَ التَّحْرِمَةِ قُلْنَا بَلَىٰ، قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، قَالَ مُحَمَّدٌ وَاحْسِبْهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِ كُمْ هَذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسَّالُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلُّالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلَا

لَيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْفَائِبَ ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلَغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ مِنْ سَمِعَةِ فَكَانَ مُحَمَّدًا إِذَا ذَكَرَهُ قَالَ صَدَقَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ : أَلَا هُلْ بَلَغْتُ ، أَلَا هُلْ بَلَغْتُ -

**৬৯৩৯** মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীনকে যেদিন সৃষ্টি করেছিলেন, সেদিনকার অবস্থায় যামানা পুনরায় প্রত্যাবর্তন করেছে। বারটি মাসে এক বছর হয়। তন্মধ্যে চারটি মাস (বিশেষভাবে) মর্যাদাসম্পন্ন। যুলকাদা, যুলহাজা ও মুহাররম — এই তিনটা মাস একাধারে এসে থাকে। আর মুয়ার গোত্রের রজব মাস যা জুমাদা ও শা'বান মাসের মাঝে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কোন্ মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ চুপ থাকলেন, যদরূপ আমরা ভেবেছিলাম, তিনি এই নামটি পালিয়ে অন্য কোন নাম রাখবেন। তিনি বললেন, এটি কি যুলহাজা নয়? আমরা উত্তর করলাম, হ্যাঁ, এটি যুলহাজার মাস। তিনি বললেন : এটি কোন্ শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই বেশি ভাল জানেন। তিনি নীরব রইলেন : আমরা ভেবেছিলাম, তিনি হ্যাত শহরটির নাম পালিয়ে অন্য কোন নাম রেখে দেবেন। তিনি বললেন : এটি কি সেই (পবিত্র) শহরটি নয়? আমরা উত্তর করলাম, হ্যাঁ। তারপর তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, আজকের এই দিনটি কোন্ দিন? আমরা উত্তর করলাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই বেশি ভাল জানেন। তিনি নীরব রইলেন, যার দরুণ আমরা ভাবলাম, তিনি সম্ভবত এর নামটা পালিয়েই দেবেন। তিনি বললেন : এটি কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। নবী ﷺ তখন বললেন : তোমাদের রক্ত এবং সম্পদ বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবন সীরীন (র) বলেছেন, আমার ধারণা হচ্ছে, আবু বাকরা (রা) ‘তোমাদের ইয্যত’ কথাটি ও বর্ণনা করেছিলেন, অর্থাৎ ওসব এ পবিত্র দিনে, এ পবিত্র শহরে, এ পবিত্র মাসটির ন্যায় পবিত্র ও মর্যাদাসম্পন্ন। এবং অতিশীত্বেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করবে। তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। সাবধান, আমার ওফাতের পর তোমরা পথব্রষ্ট হয়ে একে অপরকে হত্যা করো না। সাবধান! উপস্থিতগণ অনুপস্থিত লোকদের কাছে (কথাগুলো) পৌছিয়ে দেবে। কেননা, হ্যাত যার কাছে (রেওয়াত) পৌছানো হবে, তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি ও থাকবে, যারা (রেওয়াত) প্রত্যক্ষ শ্রোতার চাইতে বেশি সংরক্ষণকারী হবে। মুহাম্মদ ইবন সীরীন (র) যখন এ হাদীসটি বর্ণনা করতেন, তখন বলতেন, নবী ﷺ সত্যিই বলেছিলেন। অতঃপর নবী ﷺ বললেন : আমি পৌছিয়ে দিয়েছি কি? আমি পৌছিয়ে দিয়েছি কি?

٣١٢٧ بَابُ مَاجَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِِ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

৩১২৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ বাণী : আল্লাহ্ অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী (৭ : ৫৬)

**৬৯৪.** حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كَانَ أَبْنُ لِبَعْضِ بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ يَقْضِي، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَنْ يَاتِيهَا، فَأَرْسَلَ أَنَّ اللَّهَ مَا أَخْذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ إِلَى أَجْلِ مُسَمًّى، فَلَتَصْبِرْ وَلَتَحْتَسِبْ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ، فَأَقْسَمَتْ عَلَيْهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَمْتُ مَعًا

وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبْيَ بْنُ كَعْبٍ وَعُبَادَةَ بْنُ الصَّامِتِ، فَلَمَّا دَخَلُنا نَاؤلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الصَّبَىَ وَنَفْسَهُ تُقْلِقُ فِي صَدْرِهِ حَسْبُتُهُ قَالَ كَانَهَا شَنَّةً، فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ أَتَبْكِيَ، فَقَالَ إِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِ الرُّحْمَاءِ-

**৬৯৪০** মূসা ইবন ইসমাইল (র)..... উসামা ইবন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী ﷺ-এর জনৈকা কন্যার এক ছেলের জীবনসায়াহে তাঁর কন্যা নবী ﷺ-কে যাওয়ার জন্য (অনুরোধ করে) একজন লোক পাঠালেন। উন্নরে নবী ﷺ বলেছিলেন : আল্লাহ্ যা নিয়ে নেন এবং যা দান করেন সবই তাঁরই জন্য। আর প্রতিটি বস্তুর জন্য একটা সময়সীমা নির্ধারিত রয়েছে। সুতরাং সে যেন সবর করে এবং সাওয়াবের আশা করে। তারপর নবী-তন্যা নবী ﷺ-কে পুনরায় যাওয়ার জন্য কসম দিয়ে লোক পাঠালেন। তিনি যাওয়ার জন্য ওঠে দাঁড়ালেন। বর্ণনাকারী উসামা ইবন যায়িদ (রা) বলেন, আমি, মুআফ ইবন জাবাল, উবায় ইবন কাব, উবাদা ইবন সামিতও তাঁর সঙ্গে যাওয়ার জন্য ওঠে দাঁড়ালাম। আমরা যখন সেখানে গিয়ে প্রবেশ করলাম তখন তারা বাচ্চাটাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে দিলেন। অথচ তখন বাচ্চার বুকের মধ্যে এক অস্পষ্টি বোধ হচ্ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা নবী ﷺ তখন বলেছিলেন : এ তো যেন মশ্কের মত। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কাঁদলেন। তা দেখে সাদ ইবন উবাদা (রা) বললেন, আপনি কাঁদছেন? তিনি বললেন : অবশ্যই আল্লাহ্ তাঁর দয়ালু বান্দাদের প্রতিই দয়া প্রদর্শন করে থাকেন।

**৬৯৪১** حَدَثَنِي عَبْيَدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنُ أَبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَثَنَا أَبْيَ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اخْتَصَمَ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ إِلَى رَبِّهِمَا، فَقَاتَلَ الْجَنَّةُ يَا رَبِّ مَالَهَا لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ، وَقَاتَلَ النَّارُ، فَقَاتَلَ لِلْجَنَّةِ أَنْتَ رَحْمَتِي، وَقَاتَلَ لِلنَّارِ أَنْتَ عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مِنْ أَشَاءُ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مُلْؤُهَا، قَالَ فَإِنَّ الْجَنَّةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَإِنَّهُ يُنْهِي لِلنَّارِ مِنْ يَشَاءُ فَيُلْقِوْنَ فِيهَا فَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ وَنَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ثَلَاثًا حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ فِيهَا فَتَمْتَلِئُ، وَيُرْدُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَتَقُولُ قَطٌ قَطٌ

قط

**৬৯৪১** উবায়দুল্লাহ্ ইবন সাদ ইবন ইব্রাহীম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : জাহানাত ও জাহানাম উভয়টি স্থীর প্রতিপালকের কাছে অভিযোগ করল। জাহানাত বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার ব্যাপারটি কি হলো যে তাতে শুধু নিঃস্ব ও নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাই প্রবেশ করবে। এদিকে জাহানামও অভিযোগ করল অর্থাৎ আপনি শুধুমাত্র অহংকারীদেরকেই আমাতে প্রাধান্য দিলেন। আল্লাহ্ জাহানাতকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি আমার রহমত। জাহানামকে বললেন, তুমি আমার আয়াব। আমি যাকে চাইব, তোমাকে দিয়ে শাস্তি পৌছাব। তোমাদের উভয়কেই পূর্ণ করা হবে। তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির কারো উপর যুলুম করবেন না। তিনি জাহানামের জন্য নিজ ইচ্ছানুযায়ী নতুন সৃষ্টি পয়দা করবেন। তাদেরকে যখন জাহানামে নিষ্কেপ করা হবে, তখন জাহানাম বলবে, আরো অতিরিক্ত আছে কি? জাহানামে আরো

নিক্ষেপ করা হবে, তখনো বলবে, আরো অতিরিক্ত আছে কি? এভাবে তিনবার বলবে। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কুদরতের কদম জাহানামে প্রবেশ করিয়ে দিলে তা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। তখন জাহানামের একটি অংশ আরেকটি অংশকে এই উত্তর করবে – যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে।

**٦٩٤٢** حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ  
قَالَ لَيُصِيبُنَّ أَقْوَامًا سَفْعٌ مِنَ النَّارِ بِذُنُوبِ أَصَابُوهَا عُقُوبَةً ثُمَّ يُدْخِلُهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ  
بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ فَيُقَالُ لَهُمُ الْجَهَنَّمُونَ - قَالَ هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ عَنِ  
النَّبِيِّ ﷺ -

**৬৯৪২** হাফ্স ইবন উমর (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : কতিপয় কাওম তাদের গুনাহর কারণে শান্তিস্বরূপ জাহানামের অগ্নিশিখায় পৌছবে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা নিজ করণার বদৌলতে তাদেরকে জাহানাতে প্রবেশ করিয়ে দেবেন। তাদেরকে 'জাহানামী' বলে আখ্যায়িত করা হবে। হামাম (র) ..... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

**٣١٢٨** بَابُ قُولُ اللَّهِ : إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا

৩১২৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহুর বাণী : নিচয়ই আল্লাহু আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন, যাতে এরা স্থানচ্যুত না হয় (৩৫ : ৮১)

**٦٩٤٣** حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِرَاهِيمِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ  
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ حَبْرٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ يَضْعُ السَّمَاءَ عَلَى  
إِصْبَعٍ وَالْأَرْضَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْجِبَالَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالشَّجَرَ وَالْأَنْهَارَ عَلَى إِصْبَعٍ،  
وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى إِصْبَعٍ، ثُمَّ يَقُولُ بِيَدِهِ أَنَا الْمَلِكُ فَصَحَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ :  
وَمَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقُّ قَدْرِهِ .

**৬৯৪৩** মুসা (র)..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইহুদী পণ্ডিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহু কিয়ামতের দিন আসমানকে এক আঙুলের ওপর, পৃথিবীকে এক আঙুলের ওপর, পর্বতমালাকে একটি আঙুলের ওপর, বৃক্ষলতা ও নদীনালাকে আরেকটি আঙুলের ওপর এবং সকল সৃষ্টিকে এক আঙুলের ওপর রেখে দেবেন। এবং নিজ হাতে ইশারা দিয়ে বলবেন, সন্তুষ্ট একমাত্র আমিই। এর সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাসলেন এবং বললেন : তারা আল্লাহুর যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করেনি (৬ : ৯১)

**٣١٢٩** بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْلِيقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْخَلْقِ وَهُوَ فَعْلُ  
الرَّبِّ وَأَمْرُهُ فَالرَّبُّ بِصَفَاتِهِ وَفِعْلِهِ وَأَمْرِهِ وَهَلَامَهُ هُوَ الْخَالِقُ الْمُকَوْنُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ  
وَمَا كَانَ بِفِعْلِهِ وَأَمْرِهِ وَتَخْلِيقِهِ وَتَكْوِينِهِ فَهُوَ مَفْعُولٌ مَخْلُوقٌ مُكَوْنٌ -

৩১২৯. অনুচ্ছেদ : আসমান, যমীন ইত্যাদির সৃষ্টি সম্পর্কে; এটি প্রতিপালকের কাজ ও নির্দেশ। অতএব প্রতিপালক তাঁর শুণাবলি, কাজ, নির্দেশ ও কালামসহ তিনি স্বষ্টি ও অস্তিত্বানকারী। তিনি অসৃষ্ট। তাঁর কাজ, নির্দেশ ও সৃষ্টি এবং অস্তিত্ব দানে যা সম্পাদিত হয়, তাই হলো কর্ম, সৃষ্টি ও অস্তিত্ব লাভকারী বস্তু।

**٦٩٤٤** حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي شَرِيكُ  
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمَرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَتُّ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ لِيَلَّهُ  
وَالنَّبِيِّ<sup>صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</sup> عِنْدَهَا لَأَنْظَرَ كَيْفَ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ<sup>صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</sup> بِاللَّيْلِ فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ<sup>صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</sup>  
مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ أَوْ بَعْضُهُ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى  
السَّمَاءِ فَقَرَأَ إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ لَا وُلِيَ الْآلَبَابُ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ  
وَاسْتَنَثَ ثُمَّ صَلَّى احْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ أَذْنَ بِلَالٍ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ  
فَصَلَّى لِلنَّاسِ الصُّبُحَ -

**৬৯৪৮** সাঁওদ ইব্ন আবু মারিয়াম (র) ..... ইব্ন আবুবাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা মায়মূনা (রা)-এর ঘরে রাত যাপন করলাম। তখন নবী ﷺ তাঁর কাছে ছিলেন। রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায কিরণ হয় তা প্রত্যক্ষ করার জন্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবারের সাথে কিছু সময় কথা বললেন এবং ঘুমিয়ে পড়লেন। এরপর যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ কিংবা শেষের কিছু অংশ অবশিষ্ট রইল, তিনি উঠে বসলেন এবং আসমানের দিকে তাকিয়ে তিলাওয়াত করলেন : আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে..... বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য পর্যন্ত (৩ : ১৯০)। তারপর তিনি উঠে গিয়ে ওয়ু ও মিস্ওয়াক করলেন। অতঃপর এগার রাকাত নামায আদায় করলেন। বিলাল (রা) নামাযের (ফজরের) আযান দিলে তিনি দু'রাকাত নামায পড়ে নিলেন। এরপর নবী ﷺ বের হয়ে সাহাবাদেরকে ফজরের (দু'রাকাত) নামায পড়িয়ে দিলেন।

### ٢١٣. بَابُ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتَنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ

৩১৩০. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এ বাক্য পূর্বেই ছিল হয়েছে। (৩৭ : ১৭১)

**٦٩٤٥** حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَلْأَعْرَاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ<sup>صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</sup> قَالَ لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ إِنَّ رَحْمَتِي  
سَبَقَتْ غَضَبِيِّ -

**৬৯৪৫** ইসমাইল (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা যখন (সৃষ্টির) কাজ সম্পূর্ণ করলেন, তখন তাঁর নিকটে তাঁর আরশের ওপর লিপিবদ্ধ করে দিলেন, “আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল হয়েছে।”

٦٩٤٦ حَدَّثَنَا أَدْمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَحْسُدُوْقُ إِنَّ خَلْقَ أَحَدْكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أَمْهَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَهُ ثُمَّ يَكُونُ مُضْفَةً مِثْلَهُ، ثُمَّ يُبَعَّثُ اللَّهُ أَلِيهِ الْمَلَكُ فَيُؤْذَنُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ وَعَمَلَهُ وَاجْلَهُ وَسَقَىٰ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَإِنَّ أَحَدْكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ أَحَدْكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا -

٦٩٤٦ آদম (র)..... آবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যিনি 'সত্যবাদী' এবং 'সত্যবাদী বলে স্বীকৃত' আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি হলো একপ বীর্য থেকে যাকে মায়ের পেটে চল্লিশ দিন কিংবা চল্লিশ রাত একত্রিত রাখা হয়। তারপর অনুরূপ সময়ে আলাক হয়, তারপর অনুরূপ সময়ে গোশতপিণ্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তার কাছে ফেরেশতা প্রেরণ করেন। এই ফেরেশতাকে চারটি জিনিস সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করার জন্য হুকুম দেয়া হয়। যার ফলে ফেরেশতা তার রিয়িক, আমল, আয় এবং সৌভাগ্য কিংবা হতভাগ্য হওয়া সম্পর্কে লিখে দেয়। তারপর তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা হয়। এজনই তোমাদের কেউ জান্নাতীদের আমল করে এতটুকু অংগগামী হয়ে যায় যে, তার ও জান্নাতের মাঝখানে মাত্র এক গজের দূরত্ব থাকতেই তার ওপর লিখিত তাক্দীর প্রবল হয়ে যায়। তখন সে দোষখীদের আমল করে। পরিশেষে সে দোষখেই প্রবেশ করে। আবার তোমাদের কেউ দোষখীদের ন্যায় আমল করে এমন পর্যায়ে পৌছে যে, তার ও দোষখের মধ্যে মাত্র এক গজের দূরত্ব থাকতে তার উপর তাক্দীরের লেখনী প্রবল হয়, যদ্বন্ন সে জান্নাতীদের ন্যায় আমল করে, ফলে জান্নাতেই প্রবেশ করে।

٦٩٤٧ حَدَّثَنَا خُلَادُ بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَا جِبْرِيلُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا فَنَزَلَتْ. وَمَا تَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّاً قَالَ هَذَا كَانَ الْجَوابُ لِمُحَمَّدٍ ﷺ -

٦٩٤٧ খালাদ ইবন ইয়াহিয়া (র)..... ইবন আবু আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ জিবরাইলকে জিজাসা করলেন, হে জিবরাইল! আপনি আমাদের সাথে যে পরিমাণ সাক্ষাৎ করেন, তার চাইতে অধিক সাক্ষাৎ করতে কিসে বাধা দেয়ঃ এরই প্রেক্ষিতে কুরআনের নিমোক্ত আয়াত অবর্তীর্ণ হয়ঃ আমরা আপনার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করব না, যা আমাদের সম্মুখে ও পিছনে আছে এবং যা এ দুয়ের অন্তর্ভুক্ত তা তাঁরই। আর আপনার প্রতিপালক ভুলবার নন..... (৯৯ : ৬৪)। আবদুল্লাহ ইবন আবু আস (রা) বলেন, এটি মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রশ্নের জবাব।

**৬৯৪৮** حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرْثِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ مُتَكَبِّرٌ عَلَىٰ عَسِيبٍ فَمَرَّ بِقَوْمٍ مِّنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِهِمْ لِيَغْضِبُ سَلْوَهُ عَنِ الرُّوحِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَسْأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ فَقَامَ مُتَوَكِّنًا عَلَىٰ عَسِيبٍ وَآتَاهُ خَلْفَهُ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُوْحَىٰ إِلَيْهِ فَقَالَ : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيِّ وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَدْ قُلْنَا لَكُمْ لَا تَسْأَلُوهُ -

**৬৯৪৮** ইয়াহাইয়া (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মদীনায় একটি কৃষিক্ষেত দিয়ে চলছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন একটি খেজুরের ডালের উপর ভর দিয়ে চলছিলেন। তারপর তিনি যখন ইহুদীদের এক গোত্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তারা একে অপরকে বলতে লাগল, তাঁকে রহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। আবার কেউ কেউ বলল, তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করো না। পরিশেষে তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ খেজুরের শাখার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন আমি তাঁর পেছনেই ছিলাম। আমি ধারণা করছিলাম, তাঁর ওপর ওই অবতীর্ণ হচ্ছে। পরে তিনি বললেন : “তোমাকে ওরা রহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, বল, রহ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত। এবং তোমাদের সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে” (১৭ : ৮৫)। তখন তাদের একজন আরেকজনকে বলতে লাগল, বলেছিলাম তোমাদেরকে তাঁকে কোন প্রশ্ন করো না।

**৬৯৪৯** حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ أَلْأَعْرَاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جَهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعُهُ إِلَىٰ مَسْكِنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيَّةٍ -

**৬৯৫০** ইসমাইল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্য নিয়ে যে ব্যক্তি বের হয়, আর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ এবং তাঁর কলেমার বিশ্বাসই যদি তাকে বের করে থাকে, এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ স্বয়ং যিশ্বাদার হয়ে যান। হয়তো তাকে তিনি জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, নয়তো যে স্থান থেকে সে বের হয়েছিল সাওয়াব কিংবা গনীমতসহ তাকে সে স্থানে প্রত্যাবর্তন করাবেন।

**৬৯৫০** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفِّيَانُ عَنْ أَلْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ شُجَاعَةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونُ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ -

**৬৯৫০** মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র)..... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনেক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, কেউ লড়াই করছে মর্যাদার জন্য, কেউ বীরত্বের জন্য, কেউ লোক দেখানোর জন্য। এদের কার লড়াইটা আল্লাহর পথে হচ্ছে নবী ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে বুলন্দ রাখার জন্য লড়াই করছে, সেটাই আল্লাহর পথে।

### ٢١٣١ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : إِنَّمَا أَمْرُنَا لِشَيْءٍ

**৩১৩১.** অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : আমার বাণী কোন বিষয়ে..... (২৭ ৪ ৮০)

**৬৯৫১** حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبْدَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ اسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ حَتَّىٰ يَاتِيهِمُ أَمْرُ اللَّهِ -

**৬৯৫১** শিহাব ইবন আবুবাদ (র)..... মুগীরা ইবন শুবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের মধ্যে এমন একটি দল থাকবে, যারা আল্লাহর হৃকুম আসা পর্যন্ত অন্যান্য লোকের বিরুদ্ধে সর্বদাই জয়ী থাকবে।

**৬৯৫২** حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا تَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ مَا يَضْرُهُمْ مِنْ كَذَبِهِمْ وَلَا مِنْ خَالِفَهُمْ حَتَّىٰ يَاتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُخَامِرٍ سَمِعْتُ مُعَاذًا يَقُولُ وَهُمْ بِالشَّامِ فَقَالَ مُعَاوِيَةَ هَذَا مَالِكُ بْنُ يُخَامِرٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ وَهُمْ بِالشَّامِ -

**৬৯৫২** হুমায়নী (র)..... মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মত থেকে একটি দল সব সময় আল্লাহর হৃকুমের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাদেরকে মিথ্যক প্রতিপন্থ করতে চাইবে কিংবা বিরোধিতা করবে, তারা এদের কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। কিয়ামত আসা পর্যন্ত তারা এ অবস্থায় থাকবে। মালিক ইবন ইয়ুখামির (র) বলেন, আমি মুআয় (রা)কে বলতে শুনেছি, তাঁরা হবে সিরিয়ার অধিবাসী। মুআবিয়া (রা) বলেন, মালিক ইবন ইয়ুখামির (রা) বলেন, তিনি মুআয় (রা)-কে বলতে শুনেছেন, তাঁরা হবে সিরিয়ার।

**৬৯৫৩** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جَبَرٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى مُسِيْلَمَةَ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلَنْ تَعْدُوا أَمْرَ اللَّهِ فِيهِ وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لِيَعْقِرَنَّكَ اللَّهُ -

**৬৯৫৩** আবুল ইয়ামান (র).....ইবন আবুস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী ﷺ একদা মুসায়লামার কাছে একটু অবস্থান করলেন। তখন সে তার সাথী-সঙ্গীদের মধ্যে ছিল। নবী ﷺ তাকে লক্ষ্য করে বললেন : তুমি যদি আমার কাছে এ টুকরাটিও চাও, তা হলে আমি তোমাকে তাও তো দিছি না। তোমার ব্যাপারে আল্লাহ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা তুমি অতিক্রম করতেও পারবে না। আর যদি তুমি ফিরে যাও, তা হলে আল্লাহ স্বয়ং তোমাকে ধ্রংস করে দেবেন।

**৬৯৫৪** حَدَّثَنَا مُوسَى ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ حَرَثٍ أَوْ حَرَبِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ مَعِهِ فَمَرَرْتَنَا عَلَى نَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلَوْهُ عَنِ الرُّوحِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَسْأَلُوهُ أَنْ يَجِدُ فِيهِ بِشَئٍ تَكْرَهُونَهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِنَسَائِنَهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ مَا الرُّوحُ فَسَكَتْ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَعَلِمَتْ أَنَّهُ يُؤْخِذُ إِلَيْهِ، فَقَالَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِّ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيِّ وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قِيلَّا قَالَ الْأَعْمَشُ هَكَذَا فِي قِرَاءَتِنَا.

**৬৯৫৫** মুসা ইবন ইসমাইল (র)..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে মদীনায় এক কৃষিক্ষেত কিংবা অনাবাদী জায়গা দিয়ে চলছিলাম। নবী ﷺ নিজের সাথে রক্ষিত একটা খেজুরের শাখার উপর ভর দিয়ে চলছিলেন। তারপর আমরা একদল ইহুদীকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলাম। তাদের একে অপরকে বলতে লাগল, তাঁকে রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। আবার তাদের কেউ কেউ বলল — তাঁকে জিজ্ঞাসা করো না। হয়তো তিনি এমন জিনিস উপস্থাপন করে দেবেন, যা তোমাদের কাছে অপসন্দনীয় লাগবে। তা সত্ত্বেও তাদের কেউ বলে উঠল, আমরা অবশ্যই তাঁকে জিজ্ঞাসা করব। তারপর তাদেরই একজন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে এগিয়ে জিজ্ঞাসা করল, হে আবুল কাসিম! রুহ কি? এতে নবী ﷺ নীরব রইলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তখন বুঝতে পেরেছিলাম, তাঁর প্রতি ওহী অবর্তীর্ণ হচ্ছে, এরপর তিনি (নিমোক্ত আয়াত) পড়লেন : “তোমাকে ওরা রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, রুহ আমার প্রতিপালকের আদেশঘটিত। এবং তোমাদের সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে” (১৭ : ৮৫)। আমাশ বললেন, আয়াতে আমাদের কিরাআতে এমনই বিদ্যমান আছে।

**৩১৩২** بَابُ قَوْلِ اللَّهِ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلَمَاتِ رَبِّيِّ إِلَى أَخِرِ الْأِيَّةِ وَقَوْلِهِ، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمْدُدُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةَ أَبْخُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلَمَاتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَقَوْلِهِ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ إِلَى قَوْلِهِ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ سَخَّرَ ذَلِّ

৩১৩২. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : বল, আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয় .....শেষ পর্যন্ত (১৮ : ১০৯)। মহান আল্লাহর বাণী : পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এই যে সমুদ্র এর সাথে যদি আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও আল্লাহর বাণী নিঃশেষ হবে না। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (৩১ : ২৭)। মহান আল্লাহর বাণী : তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হন..... মহিময় প্রতিপালক আল্লাহ, জগতসমূহের প্রতিপালক। (৭ : ৫৪) অর্থ স্ফ্র (৫৪ : ৭) অধীন করা।

**٦٩٥٥** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الرِّزْنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْدُهُ إِلَى مَسْكَنِهِ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ -

**৬৯৫৫** আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্য নিয়ে যে ব্যক্তি বের হবে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ এবং তাঁর কলেমার প্রতি বিশ্বাস ব্যতীত অন্য কিছু তাকে তার ঘর থেকে বের করেনি, তবে এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ যামিন হয়ে যান। হয়তো বা তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবেন, নতুনা সে যে সাওয়াব ও গনীমাত হাসিল করেছে, তা সহ তিনি তাকে তার আবাসস্থলে প্রত্যাবর্তিত করবেন।

**٢١١٨** بَابُ فِي الْمَشِيَّةِ وَالْأَرَادَةِ وَقَوْلِ اللَّهِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يُشَاءَ اللَّهُ وَلَا تَقُولُنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يُشَاءَ اللَّهُ، إِنِّي لَا تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يُشَاءُ ، قَالَ سَعِينْدُ بْنُ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِيهِ نَزَلتْ فِي أَبِي طَالِبٍ، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ -

৩১৩৩. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর ইচ্ছা ও চাওয়া। মহান আল্লাহর বাণী : তোমরা ইচ্ছা করবে না যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন (৭৬ : ৩০)। আল্লাহ তা'আলার বাণী : তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা থদান কর (৩ : ২৬)। মহান আল্লাহর বাণী : কখনই তুমি কোন বিষয়ে বলবেনা, ‘আমি তা আগামী কাল করব, আল্লাহ ইচ্ছা করলে’, এ কথা না বলে (১৮: ২৩-২৪)। মহান আল্লাহর বাণী: তুমি যাকে ভালবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবে না। তবে আল্লাহ যাকে চান তাকে সৎপথে আনয়ন করেন। (২৮ : ৫৬)। সাইদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রা) তাঁর পিতা মুসাইয়্যাব থেকে বলেন, উপরোক্ত আয়াত আবু তালিব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। মহান আল্লাহর বাণী : আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তা চান না (২ : ১৮৫)

**৬৯০৬** حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَعَوْتُمُ اللَّهَ فَاعْزِمُوا فِي الدُّعَاءِ وَلَا يَقُولُنَّ أَحَدُكُمْ إِنْ شِئْتَ فَاعْطِنِيْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ-

**৬৯০৭** مুসাদ্দাদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা আল্লাহর কাছে দোষা করবে, তখন দোষায় দৃঢ় ও সংকল্পবদ্ধ থাকবে। তোমাদের কেউই এমন কথা কখনো বলা চাই না যে, (হে আল্লাহ!) তুমি যদি চাও, তাহলে আমাকে দান কর। কেননা, আল্লাহকে বাধ্যকারী এমন কেউ নেই।

**৬৯০৮** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَوْدَثَنَا اسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَبْدُ الْحَمِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عَلَىِ بْنِ حُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلَىِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلَىِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِيَلَّهَ فَقَالَ لَهُمْ أَلَا تُصَلُّونَ ، قَبْلَ عَلَىِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَئْمَّا أَنفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعْثَنَا فَأَنْصَرْفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُذْبِرٌ يَضْرِبُ فَخَذَهُ وَيَقُولُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا-

**৬৯০৯** আবুল ইয়ামান ও ইসমাইল (র)..... আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ও রাসূল-তনয়া ফাতিমার কাছে রাতে এসেছেন। তিনি তাদেরকে বললেন : তোমরা নামায আদায় করছ না? আলী বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের জীবন অবশ্যই আল্লাহর হাতে। তিনি যখন আমাদেরকে ঘূম থেকে জাগিয়ে ওঠাতে চান জাগিয়ে ওঠান। আমি এ কথা বলার পর, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে চললেন। আর আমার কথার কোন উত্তর করলেন না। যাওয়ার সময় তাঁকে উরুর ওপর হাত মেরে বলতে শুনেছি, মানুষ অধিকাংশ বিষয়েই বড় বগড়াটে।

**৬৯১০** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَيَّانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا هَلَالُ بْنُ عَلَىِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ خَامَةِ الزَّرْعِ يَفِيْ وَرَقَهُ مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرِّيحُ تُكَفِّهَا فَإِذَا سَكَنَتْ اعْتَدَلَتْ وَكَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ يُكَفِّا بِالْبَلَاءِ ، وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الْأَرْزَةِ صَمَاءً مُعْتَدِلَةً حَتَّىٰ يَقْصِمَهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ -

**৬৯১১** মুহাম্মদ ইবন সিনান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঈমানদার শস্যক্ষেত্রে নরম ডগার মত। জোরে বাতাস এলেই তার পাতা ঝুঁকে পড়ে। যখন বাতাস থেমে যায়, তখন আবার স্থির হয়ে যায়। ঈমানদারদেরকে বালা-মুসিবত দ্বারা এভাবেই ঝুঁকিয়ে রাখা

হয়। আর কাফেরের উদাহরণ দেবদারু গাছ, যা একেবারেই কঠিন ও সোজা হয়। যদ্বর্তন আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন সেটিকে মূলসহ উপড়ে ফেলেন।

**٦٩٥٩** حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِثَابِ إِنَّمَا بِقَوْكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ أُعْطِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ فَعَمِلُوا بِهَا حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ عَجَزُوا فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أَعْطِيَ أَهْلُ الْأَنْجِيلِ أَهْلَ الْأَنْجِيلِ فَعَمِلُوا بِهَا حَتَّى صَلَةِ الْعَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أَعْطِيَتُمُ الْقُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى غُرُوبِ الشَّمْسِ فَأَعْطِيَتُمْ قِيرَاطِينَ قِيرَاطِينَ قَالَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَقْلُ عَمَلاً وَأَكْثُرُ أَجْرًا قَالَ هَلْ ظَلَمْتُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَا قَالَ فَذَلِكَ فَضْلٌ أُوتِيهِ مِنْ أَشَاءَ -

**٦٩٥٩** آল হাকাম ইবন নাফি' (র)..... আবদুল্লাহ উবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যখন তিনি মিস্বরে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বললেন : তোমাদের আগের উম্মতদের তুলনায় তোমাদের অবস্থানকাল আসরের নামায ও সূর্যাস্তের মধ্যবর্তী সময়। তাওরাতের ধারকগণকে তাওরাত প্রদান করা হলে তারা সে অনুযায়ী আমল করল, তবে দুপুর হলে তারা অপারাগ হয়ে পড়ল। এ জন্য তাদেরকে এক এক কীরাত করে পারিশ্রমিক হিসাবে দেওয়া হলো। অতঃপর ইনজীলের ধারকগণকে ইনজীল প্রদান করা হলো, তারা তদনুযায়ী আমল করল আসরের নামায পর্যন্ত, তারপর তারা অক্ষম হয়ে পড়ায় তাদেরকে দেওয়া হলো এক এক কীরাত করে। (সর্বশেষে) তোমাদেরকে কুরআন দেওয়া হলো। ফলে এই কুরআন অনুযায়ী তোমরা আসর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমল করেছ। এ জন্য তোমাদেরকে দুই কীরাত দুই কীরাত করে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছে। তাওরাতের ধারকগণ বললো, হে আমাদের প্রতিপালক! এরাতো আমলে সর্বাপেক্ষা কম আবার পারিশ্রমিকে সবচেয়ে বেশি। আল্লাহ তখন বললেন : তোমাদের পারিশ্রমিকে তোমাদেরকে কিছু যুলুম করা হয়েছে কি? তারা বলল, না। তখন আল্লাহ বললেন, সেটি হচ্ছে আমার অনুগ্রহ আমি যাকে চাই তাকে দিয়ে থাকি।

**٦٩٦.** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي ادْرِيسِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامتِ قَالَ بَأْيَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي رَهْطٍ قَالَ أَبَا يَعْكُمْ عَلَى أَنْ لَا تَشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُو وَلَا تَقْتُلُو أَوْ لَا دَكْمٌ وَلَا تَأْتُوا بِهَتَانِ تَفَتَّرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأُخْذِذُهُ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَارَةٌ وَطَهُورٌ، وَمَنْ سَرَرَهُ اللَّهُ فَذَلِكَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَابَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ -

**৬৯৬০** আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদল লোকের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বায়'আত করেছি। তিনি বললেন : আমি তোমাদের বায়'আত এ শর্তে কবূল করছি যে, তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তোমাদের হাত ও পায়ের মধ্যবর্তী লজ্জাস্থানকে কেন্দ্র করে কোন ভিত্তিহীন জিনিস গড়বে না, কোন ভাল কাজে আমার অবাধ্য হবে না। তোমাদের থেকে যারা ওসব যথাযথ পুরা করবে, আল্লাহর কাছে তার প্রতিদান রয়েছে। আর যারা ওসব নিষিদ্ধ জিনিসের কোনটায় লিঙ্গ হয়ে গেলে তাকে যদি সে কারণে দুনিয়ায় শাস্তি প্রদান করা হয়, তা হলে তা হবে তার জন্য কাফ্ফারা এবং পবিত্রতা। আর যাদের দোষ আল্লাহ চেকে রাখেন সেটি আল্লাহর ইচ্ছাধীন বিষয়। তিনি ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন, ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দেবেন।

**৬৯৬১** حَدَّثَنَا مُعْلَى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهِبٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ سُلَيْمَانَ كَانَ لَهُ سِتُّونَ امْرَأَةً فَقَالَ لَأَطْوُفْنَ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِي فَلَتَحْمِلْنَ كُلُّ امْرَأَةٍ وَلَتَلَدِنَ فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَطَافَ عَلَى نِسَائِهِ فَمَا وَلَدَتْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَلَدَتْ شَقْ غُلَامٍ - قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ لَوْ كَانَ سُلَيْمَانُ اسْتَئْنَى لَحَمَلَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ فَوَلَدَتْ فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ -

**৬৯৬১** মুআল্লা ইব্ন আসাদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন; আল্লাহর নবী সুলায়মানের ষাটজন স্ত্রী ছিল। একদা সুলায়মান (আ) বললেন, আজ রাতে আমার সব স্ত্রীর কাছে যাব। যার ফলে স্ত্রীরা সবাই গর্ভবতী হয়ে এক একজন সন্তান প্রসব করবে, যারা অশ্বারোহী অবস্থায় আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। অতএব সুলায়মান (রা) তাঁর সব স্ত্রীর কাছে গেলেন, তবে তাদের থেকে একজন স্ত্রী ছাড়া আর কেউ গর্ভবতী হলো না। সেও প্রসব করলো একটি অপূর্ণসং সন্তান। নবী ﷺ বললেন : যদি সুলায়মান (আ) ইনশা আল্লাহ বলতেন, তাহলে স্ত্রীরা সবাই গর্ভবতী হয়ে যেতো এবং প্রসব করতো এমন সন্তান যারা অশ্বারোহী অবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করত।

**৬৯৬২** حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَاءُ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيَّ يَعْوُدَهُ ، فَقَالَ لَا يَاسَ عَلَيْكَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ لَا عَرَابِيَّ طَهُورٌ بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ تُزِيرُهُ الْقُبُورُ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَعَمْ اذَا -

**৬৯৬২** মুহাম্মদ (র)..... ইব্ন আবুআস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক বেদুইনের কাছে প্রবেশ করলেন তার রোগের খোজখবর নিতে। তিনি বললেন : আমার চিন্তার কোন কারণ নেই। ইনশা আল্লাহ তুমি সুস্থ হয়ে যাবে। বেদুইন বলল সুস্থতাঃ না, বরং এটি এমন জুর যা একজন প্রবীণ বুড়োকে সিদ্ধ করছে, ফলে তাকে কবরে নিয়ে ছাড়বে। নবী ﷺ বললেন : হ্যাঁ, তাহলে সেরূপই।

٦٩٦٣ حَدَّثَنَا أَبْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ حِينَ نَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ وَرَدَهَا حِينَ شَاءَ فَقَضَوْا حَوَائِجَهُمْ وَتَوَضَّأُوا إِلَى أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَتْ فَقَامُوا فَصَلَّى -

৬৯৬৩ ইবন সালাম (র)..... আবু কাতাদা তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণিত। যখন তাঁরা নামায থেকে ঘূমিয়ে ছিলেন তখন নবী ﷺ বলেছিলেন : আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা করেন তোমাদের রহ্মকে নিয়ে নেন, আর যখন ইচ্ছা ফিরিয়ে দেন। এরপর তারা তাদের প্রয়োজন সেরে নিলেন এবং ওয় করলেন। এতে সূর্য উদিত হয়ে ষ্ঠেতবর্ণ হয়ে গেল। নবী ﷺ উঠলেন, নামায আদায় করলেন।

٦٩٦٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَاعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَالْأَعْرَجِ حَوْدَثَنَا إِسْفَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعْيَدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هَرِيْرَةَ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَرَجُلٌ مِّنَ الْيَهُودِ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِينَ فِي قَسْمٍ يُقْسِمُ بِهِ ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ ، فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَلَطَمَ الْيَهُودِيُّ ، فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَخْيِرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْنَعُونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفْيِقَ فَإِذَا مُوسَى بَاطَشَ بِجَانِبِ الْعَرْشِ ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيهِنَّ صَعِقَ فَافَاقَ قَبْلِيْ أَوْ كَانَ مِنْ اسْتَئْنَتِي اللَّهُ -

৬৯৬৪ ইয়াহুইয়া ইবন কায়আ ও ইসমাঈল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একজন মুসলমান ও একজন ইহুদী পরম্পর গালমন্দ করল। মুসলিম ব্যক্তিটি বলল, সে মহান সন্তার কসম! যিনি জগতসমূহের ওপর মুহাম্মদ ﷺ-কে মনোনীত করেছেন। এরপর ইহুদীটি বলল, সে মহান সন্তার কসম! যিনি জগতসমূহের ওপর মুসা (আ)-কে মনোনীত করেছেন। এরপরই মুসলিম লোকটি হাত উঠিয়ে ইহুদীকে চপেটাঘাত করল। এই প্রেক্ষিতে ইহুদী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেল এবং তার ও মুসলিম ব্যক্তির মধ্যে যা ঘটেছে তা জানাল। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা আমাকে মূসার ওপর প্রাধান্য দিও না। কেননা, সব মানুষ (শিংগায় ফুৎকারে) বেহুশ হয়ে যাবে। তখন সর্বপ্রথম আমি ভুশ ফিরে পাব। পেয়েই দেখব, মুসা (আ) আরশের একপাশ ধরে আছেন। অতএব আমি জানি না, তিনি কি বেহুশ হয়ে আমার আগেই ভুশ ফিরে পেয়ে গেলেন, নাকি তিনি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে আল্লাহ বেহুশ হওয়া থেকে মৃত রেখেছেন।

**৬৯৬৫** حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةُ يَأْتِيهَا الدَّجَّالُ فَيَجِدُ الْمَلَائِكَةَ يَحْرُسُونَهَا فَلَا يَقْرِبُهَا الدَّجَّالُ وَلَا الطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ -

**৬৯৬৫** ইসহাক ইব্ন আবু ঈসা (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দাজ্জাল মদীনার উদ্দেশ্যে আসবে, তবে সে ফেরেশতাদেরকে মদীনা পাহারারত দেখতে পাবে। সুতরাং দাজ্জাল ও প্লেগ মদীনার কাছেও আসতে পারবে না ইন্শা আল্লাহ্।

**৬৯৬৬** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعِيبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ دُعْوَةً فَأَرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَخْتَبِي دُعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

**৬৯৬৬** আবুল ইয়ামান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক নবীর একটি (বিশেষ) দোয়া রয়েছে। আমার সে দোয়াটি কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের শাফাআতের জন্য লুকিয়ে রাখার ইচ্ছা করছি ইন্শা আল্লাহ্।

**৬৯৬৭** حَدَّثَنَا يَسِيرَةُ بْنُ صَفْوَانَ ابْنُ جَمِيلِ الْلَّخْمِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ فَنَزَعْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَنْزِعَ ، ثُمَّ أَخْذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ ذَنْوَبًا أَوْ ذَنْوَبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ أَخْذَهَا عُمَرُ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَلَمْ أَرْ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَةً حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ حَوْلَهُ بِعَطَنِ -

**৬৯৬৭** ইয়াসারা ইব্ন সাফওয়ান ইব্ন জামিল লাখিমী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : একদা আমি ঘূমন্ত অবস্থায় আমাকে একটি কৃপের কাছে দেখতে পেলাম। তারপর আমি সে কৃপ থেকে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী পানি ওঠালাম। তারপর আবু কুহাফার পুত্র (আবু বাক্র) তা (হাতে) নিলেন এবং তিনি এক বা দুই বালতি উঠালেন। তার ওঠানোর মধ্যে একটু দুর্বলতা ছিল। তাকে আল্লাহ মাফ করুন। তারপর উমর তা (হাতে) নিলেন। তখন তা বিরাট একটি বালতিতে রূপান্তরিত হল। আমি লোকের মধ্যে কোন মহাবীরকেও তার মত পানি তুলতে আর দেখিনি। এমনকি লোকেরা কৃপটির পার্শ্বে উটশালা তৈরী করে নিল।

**৬৯৬৮** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَمَّةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُؤْسَى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ ، وَرَبِّمَا قَالَ جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ اشْفَعُوا فَلَتُؤْجِرُوا وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ بِمَا شَاءَ -

**৬৯৬৮** مুহাম্মদ ইবন আলা (র).....আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর অভ্যাস ছিল, তাঁর কাছে কোন ভিক্ষুক কিংবা অভাবী লোক এলে তিনি সাহাবাদের বলতেন, তোমরা তার জন্য সুপারিশ কর, এর প্রতিদান পাবে। আর আল্লাহ তাঁর রাসূলের মুখ দিয়ে তাই প্রকাশ করে থাকেন, যা তিনি চান।

**৬৯৬৯** حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ لَهُمْ أَغْفِرْلِي إِنْ شِئْتَ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ أَرْزَقْنِي إِنْ شِئْتَ، وَلَيَعْزِمْ مَسْئَلَتَهُ أَنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ لَا مُكْرِهَ لَهُ۔

**৬৯৭০** ইয়াহাইয়া (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ এভাবে দোয়া করো না, হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দাও, যদি তুমি চাও। আমার প্রতি রহম কর, যদি তুমি চাও। আমাকে রিয়িক দাও, যদি তুমি চাও। বরঞ্চ দোয়া প্রার্থী খুবই দৃঢ়তার সাথে প্রার্থনা করবে। কেননা, তিনি যা চান তাই করেন। তাকে বাধ্য করার মত কেউ নেই।

**৬৯৭১** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنَا أَلْوَازَاعِي حَدَّثَنِي أَبْنُ شَهَابٍ عَنْ عَبْيِيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسٍ بْنُ حَصْنِ الْفَزَارِيِّ فِي صَاحِبِ مُوسَى أَهُوَ خَضْرُ فَمَرَّ بِهِمَا أَبْيَ بْنُ كَعْبِ الْأَنْصَارِيِّ فَدَعَاهُ أَبْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لَقِيهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ شَانَهُ؟ قَالَ نَعَمْ، أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ شَانَهُ يَقُولُ بَيْنَا مُوسَى فِي مَلَأِ مِنْ بَنِي اسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوسَى لَا، فَلَوْحِي إِلَى مُوسَى بَلِي عَبْدُنَا خَضِيرُ، فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لَقِيهِ فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُوتَ أَيَّةً وَقَيْلَ لَهُ أَدَا فَقَدِّتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، فَكَانَ مُوسَى يَتَبَعَّ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ فَتِي مُوسَى لِمُوسَى أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيَنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيْتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيَ الْأَشْيَاطِنَ أَنْ أَذْكُرَهُ، قَالَ مُوسَى ذَلِكَ مَا كُنَّا بِنْفِي فَارْتَدَّا عَلَى أَثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا خَضِيرًا فَكَانَ مِنْ شَانِهِمَا مَا قَصَّ اللَّهُ۔

**৬৯৭০** আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)..... ইবন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এবং হুর ইবন কায়স ইবন হিস্ন ফায়ারী (রা) মূসা (আ)-এর সঙ্গীটি সম্পর্কে এ ব্যাপারে দ্বিমত করছিলেন যে, তিনি কি খায়ির ছিলেন? এমন সময় তাদের পাশ দিয়ে উবায় ইবন কা'ব আনসারী (রা) যাচ্ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবন আবাস (রা) তাঁকে ডেকে বললেন, আমি এবং আমার এ বন্ধু মূসা (আ)-এর সঙ্গী সম্পর্কে বিতর্কে লিঙ্গ হয়েছি। মূসা

(আ) যার সাথে সাক্ষাতের পথের সকান চেয়েছিলেন। আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাঁর সমষ্টে কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাঁর সম্পর্কে উল্লেখ করে বলতে শুনেছি যে, এক সময় মূসা (আ) বনী ইসরাইলের একদল লোকের মধ্যে ছিলেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলো, মূসা! আপনি কি জানেন, আপনার চাইতে অধিক জ্ঞানী কেউ আছেন? মূসা (আ) বললেন, না। তারপর মূসা (আ)-এর কাছে ওহী অবর্তীর্ণ হল যে, হ্যাঁ আছেন, আমার বাদা খায়ির। তখন মূসা (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাতের পথ সম্পর্কে জানতে চাইলেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা সেজন্য একটি মাছকে নির্দশন স্বরূপ ঠিক করলেন এবং তাকে বলা হল, মাছটিকে যখন হারিয়ে ফেলবে, তখন সেদিকে ফিরে যাবে, তবে তুমি তাঁর সাক্ষাৎ পাবে। এরই প্রেক্ষিতে মূসা (আ) সাগরে মাছের চিহ্ন ধরে তালাশ করতে থাকলে মূসার সঙ্গী যুবকটি মূসাকে উদ্দেশ্য করে বলল, আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। শয়তানই ওর কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল (১৮ : ৬৩)। মূসা (আ) বললেন, আমরা তো সেই স্থানটির অনুসন্ধান করছিলাম। তারপর তাঁরা দু'জনেই নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললো (১৮ : ৬৫)। তাদের এই দু'জনের ঘটনা যা ঘটলো, আল্লাহ তারই বর্ণনা দিয়েছেন।

**٦٩٧١** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَوْلَهُ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِخَيْفٍ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسِمُوا عَلَى الْكُفُرِ يُرِيدُ الْمُحَصَّبَ -

**৬৯৭১** আবুল ইয়ামান ও আহ্মাদ ইব্ন সালিহ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন : আমরা আগমী দিন বনী কিনানা গোত্রের উপত্যকায় অবস্থান করব ইন্শা আল্লাহ, যে স্থানে কাফেরগণ কুফ্রীর উপর অটল থাকার শপথ নিয়েছিল। তিনি মুহাস্সাবকে উদ্দেশ্য করছিলেন।

**٦٩٧٢** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَاصِرَ النَّبِيِّ ﷺ أَهْلَ الطَّائِفِ فَلَمْ يَفْتَحْهَا فَقَالَ أَنَا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ نَقْفُلُ وَلَمْ تُفْتَحْ قَالَ فَاغْدُوا عَلَى الْقَتَالِ فَغَدُوا فَأَصَابَتْهُمْ جَرَاحَاتٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ قَافِلَوْنَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَكَانَ ذَلِكَ أَعْجَبَهُمْ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

**৬৯৭২** আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র).....আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তায়েফবাসীদেরকে ঘেরাও করলেন। তবে তা বিজয় করতে পারলেন না। এইজন্য তিনি বললেন : আমরা ইন্শা আল্লাহ ফিরে যাব। মুসলিমগণ বলে উঠল, “আমরা কি ফিরে যাবো? অথচ বিজয় হলো না”। নবী ﷺ বললেন : আগামীকাল ভোরে যুদ্ধ কর। পরদিন তারা যুদ্ধ করল। বহু লোক আহত হল। নবী ﷺ পুনরায় বললেন : আমরা ইন্শা আল্লাহ আগামী কাল ভোরে ফিরে যাব। এবারের উক্তিটি যেন মুসলিমগণের কাছে খুবই আনন্দের মনে হল। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হাসলেন।

٣١٣٤ بَابُ قَوْلِهِ : وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْهُ إِلَّا لِمَنْ أَذْنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ  
قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ، وَلَمْ يَقُلْ مَا ذَا خَلَقَ رَبُّكُمْ ،  
وَقَالَ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْهُ إِلَّا بِأَذْنِهِ ، وَقَالَ مَسْرُوقٌ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ  
بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ شَيْئًا فَإِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَسَكَنَ الصَّوْتُ عَرَفُوا أَنَّهُ  
الْحَقُّ وَتَادُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ ، وَيَذْكُرُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ  
قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : يَخْشُرُ اللَّهُ الْعِبَادُ فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعْدَ  
كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ أَنَا الْمَالِكُ أَنَا الدِّيَانُ -

৩১৩৪. অনুচ্ছেদ ৪ আল্লাহ্ তা'আলাৰ বাণী ৪ যাকে অনুমতি দেয়া হয়, সে ব্যতীত আল্লাহ্ৰ কাছে কারো  
সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। পরে যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় বিদূরিত হবে, তখন পরম্পরের মধ্যে  
জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তোমাদের প্রতিপালক কি বললেন। তদুন্তে তারা বলবে, যা সত্য তিনি তাই  
বলেছেন। তিনি সমৃক্ত মহান (৪৩ : ২৩)। আর এখানে এ কথা বলা হয়নি, তোমাদের প্রতিপালক কি  
সৃষ্টি করেছেন?

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ৪ কে সে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? (২ :  
২৫৫)। বর্ণনাকারী মাসরুক (র) আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,  
আল্লাহ্ যখন ওহীর দ্বারা বলেন, তখন আসমানের অধিবাসিগণ কিছু শুনতে পায়। তাদের অন্তর থেকে  
যখন ভয় দূর করে দেয়া হয়। আর খনি স্তিমিত হয়ে যায়। তখন তারা উপলক্ষ করে যে, যা ঘটেছে তা  
অবশ্যই একটা বাস্তব সত্য। তারা পরম্পরাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করতে থাকে যে, তোমাদের প্রতিপালক  
কি বলেছেন? তারা বলে 'হক' বলেছেন জাবির (রা) আবদুল্লাহ্ ইবন উনায়স (রা) থেকে বর্ণনা করেন  
যে, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি, আল্লাহ্ সমস্ত বান্দাকে হাশেরে একত্রিত করে এমন  
আওয়ায়ে ডাকবেন যে, নিকটবর্তীদের মত দূরবর্তীরাও শুনতে পাবে। আল্লাহ্ৰ ভাষ্য থাকবে আমিই মহা  
স্ত্রাট, আমিই প্রতিদানকারী

٦٩٧٣ حَدَّثَنَا عَلَىُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنْ أَبِي  
هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ  
بِأَجْنِحَتِهَا حُضْنَعًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سُلْسَلَةٌ عَلَى صَفَوَانَ ، قَالَ عَلَىُ وَقَالَ غَيْرُهُ صَفَوَانُ  
يَنْفَذُهُمْ ذَلِكَ ، فَإِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ الْحَقُّ وَهُوَ  
الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ - قَالَ عَلَىُ وَحَدَّثَنَا سُفِّيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ عَكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِذَا -  
- قَالَ قَالَ عَلَىُ سُفِّيَانُ قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ عَكْرِمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ عَلَىُ قُلْتُ  
لِسُفِّيَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِسُفِّيَانَ أَنَّ انسَانًا  
رَوَى عَنْ عَمْرُو عَنْ عَكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ أَنَّهُ قَرَأَ فُزَعَ قَالَ سُفِّيَانَ هَكَذَا قَرَأَ  
عَمْرُو فَلَا أَدْرِي سَمِعَهُ هَكَذَا أَمْ لَا قَالَ سُفِّيَانُ وَهِيَ قِرَاءَتُنَا -

**৬৯৭৩** [আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা যখন আসমানে কোন হকুম জারি করেন, ফেরেশ্তাগণ তাঁর হকুমের প্রতি বিনয় ও আনুগত্য প্রকাশার্থে স্বীয় পাখাসমূহ হেলাতে থাকেন। তাদের পাখা হেলানোর ধ্বনিটা যেন পাথরের উপর শিকলের ঝনঝনির ধ্বনি। বর্ণনাকারী আলী (র) এবং সাফওয়ান ব্যতীত অন্যরা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ যে হকুম তাদের প্রতি জারি করেন। এরপর ফেরেশ্তাদের হন্দয় থেকে যখন ভীতি দূরীভূত করা হয় তখন তারা একে অপরকে বলতে থাকে, তোমাদের প্রতিপালক কি হকুম জারি করেছেন? তাঁরা বলেন, তিনি বলেছেন, হক। তিনি মহান ও সর্বোচ্চ। বর্ণনাকারী আলী..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফ্রেজ পড়েছেন। বর্ণনাকারী সুফিয়ান (র) বলেছেন যে, আম্র (র)-ও এভাবেই পড়েছেন। তিনি বলছেন, আমার জানা নেই যে, বর্ণনাকারী একপ শুনেছেন কি না! তবে আমাদের কিরাআত একপই।]

**৬৯৭৪** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَمْلُوكٌ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَاءَ مَا أَذِنَ شَاءِ يَتَفَنَّى بِالْقُرْآنِ وَقَالَ صَاحِبُ الْمَمْلُوكِ لَهُ يُرِيدُ يَجْهَرُ بِهِ -

**৬৯৭৫** [ইয়াহুইয়া ইবন বুকায়র (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কোন এক নবী থেকে (মধুময় স্বরে) যেভাবে কুরআন শ্রবণ করেছেন, সেভাবে আর কিছুই তিনি শোনেননি। আবু হুরায়রা (রা)-এর এক সাথী বলেছে, এর অর্থ আবু হুরায়রা (রা) উচ্চরবে কুরআন পড়া বোঝাতেন।

**৬৯৭৫** حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ يَا آدَمَ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعَدِيْكَ فَيَنْادِي بِصَوْتٍ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيْتِكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ -

**৬৯৭৫** [উমর ইবন হাফস্ ইবন গিয়াস (র)..... আবু সাইদ খুদৰী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে বলবেন, হে আদম! আদম (আ) উত্তরে বলবেন, ইয়া আল্লাহ্! তোমার দরবারে আমি হায়ির, তোমার দরবারে আমি বহু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। এরপর আল্লাহ্ তাকে এ স্বরে ডাকবেন, অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাকে হকুম করছেন, তোমার সন্তানদের মধ্য থেকে জাহান্নামে পাঠানোর জন্য একটি দলকে তুমি বের কর।

**৬৯৭৬** حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا غَرْتُ عَلَى إِمْرَأَ مَا غَرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ وَلَقَدْ أَمْرَهُ رَبُّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِنَ الْجَنَّةِ -

**৬৯৭৬** উবায়দ ইবন ইসমাঈল (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন মহিলার ব্যাপারে আমি এতটুকু ঝৰ্ণা বোধ করিনি, যতটুকু খাদিজা (রা)-এর ব্যাপারে করেছি। আর তা এ জন্য যে, নবী ﷺ-এর প্রতিপালক তাঁকে হৃকুম দিয়েছেন যে, খাদিজা (রা)-কে জান্নাতের একটি ঘরের সুসংবাদ পৌছিয়ে দিন।

**৩১২৫** بَابُ كَلَامِ الرَّبِّ مَعَ جِبْرِيلَ وَنَدَاءِ اللَّهِ الْمَلَائِكَةِ، وَقَالَ مَغْفِرَةً وَأَنْكَلَتْ لِتَلْقَى  
الْقُرْآنَ أَيْ يُلْقَى عَلَيْكَ وَتَلَقَّاهُ أَنْتَ أَيْ تَأْخِذُهُ عَنْهُمْ وَمَثْلُهُ فَتَلَقَّى أَدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ  
৩১৩৫. অনুচ্ছেদ ৪: জিব্রাইলের সাথে প্রতিপালকের কথাবার্তা, ফেরেশ্তাদের প্রতি আল্লাহর  
আহবান। মা'মার (র) বলেন—এর অর্থ হচ্ছে, তোমার উপর কুরআন নাখিল  
করা হয়। এর অর্থ তুমি কুরআন তাদের কাছ থেকে গ্রহণ কর। যেমন বলা হয়েছে—  
তলাহ অন্ত তাঁর পক্ষ থেকে কয়েকটি বাণী গ্রহণ  
করলেন

**৬৯৭৭** حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ  
اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ هُرِيرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ  
اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي  
جِبْرِيلُ فِي السَّمَاءِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ فِيْحِبَّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَيُوْضَعُ لَهُ  
الْقُبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ۔

**৬৯৭৭** ইসহাক (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ যখন  
কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তিনি জিব্রাইলকে ডেকে বলেন, আল্লাহ্ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, তাই  
তুমিও তাকে ভালবাস। সুতরাং জিব্রাইল (আ) তাকে ভালবাসেন। তারপর জিব্রাইল (আ) আসমানে এ  
ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ্ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, তোমরাও তাকে ভালবাস। তখন তাকে  
আসমানবাসীরা ভালবাসে এবং যশীনবাসীদের মাঝেও তাকে মাকবূল করা হয়।

**৬৯৭৮** حَدَّثَنَا قَتْبِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ  
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَتَعَاقَّبُونَ فِيْكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ  
وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيْكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ  
وَهُوَ أَعْلَمُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِيَّ فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلِّونَ وَاتَّيْنَاهُمْ وَهُمْ  
يُصَلِّونَ۔

**৬৯৭৮** কুতায়বা ইবন সাইদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :  
তোমাদের মাঝে ফেরেশ্তাগণ আসেন, একদল রাতে এবং একদল দিনে। তাঁরা আবার একত্রিত হন আসরের

নামাযে ও ফজরের নামাযে। তারপর তোমাদের মাঝে যাঁরা রাতে ছিলেন তাঁরা উর্ধ্ব জগতে চলে যান। তখন আল্লাহ্ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, অথচ তিনি সবচাইতে বেশি জানেন, তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি হালে রেখে এসেছো? তখন তাঁরা বলেন, আমরা তাদেরকে নামায়রত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি আর যখন আমরা তাদের কাছে গিয়েছিলাম, তখনও তারা নামায়রত অবস্থায়ই ছিল।

**٦٩٧٧** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ عَنِ الْمَعْرُورِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذِرَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَتَانِيْ جِبْرِيلُ فَبَشَّرَنِيْ أَنَّهُ مِنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ سَرَّ وَإِنْ زَنِيْ ، قَالَ وَإِنْ سَرَقَ وَزَنِيْ -

**৬৯৭৯** مুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)..... আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আমার কাছে জিব্রাইল (আ) এসে এ সুসংবাদ দিল যে, আল্লাহর সাথে শরীক না করে যদি কেউ মারা যায়, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, চুরি ও যিনা করলেও কি? নবী ﷺ বললেন : চুরি ও যিনা করলেও।

**৩১৩৬** بَابُ قَوْلُهُ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةَ يَشْهَدُونَ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بِيَنْهُنَّ بَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْأَرْضِ السَّابِعَةِ

৩১৩৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : তা তিনি জেনেভনে অবতীর্ণ করেছেন। আর ফেরেশ্তারা এর সাক্ষী (৪ : ১৬৬)। মুজাহিদ (র) বলেছেন, ‘ওদের মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ’ (৬৫ : ১২) (এর অর্থ) সপ্তম আকাশ ও সপ্তম যমীনের মধ্যখানে

**৬৯৮.** حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقِ الْهَمَدَانِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا فَلَانُ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ : أَللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَوَجَهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَالْجَاءَتْ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، أَمْنَتْ بِكِتَابِكَ الدَّى أَنْزَلْتَ ، وَبِنَبِيِّكَ الدَّى أَرْسَلْتَ ، فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ فِي لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ أَجْرًا -

**৬৯৮০** মুসান্দাদ (র)..... বারআ ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদা বলেছেনঃ হে অমুক! যখন তুমি তোমার শয্যা গ্রহণ করতে যাবে তখন বলবে, হে আল্লাহ্! আমি আমার নিজকে তোমারই কাছে সমর্পণ করছি। আমার চেহারাকে তোমার দিকে ফিরাচ্ছি! আমার কর্ম তোমার কাছে সোপর্দ করছি। আমার নির্ভরশীলতা তোমারই প্রতি আশা ও ভয় উভয় অবস্থায়। তোমার কাছে ছাড়ি আর কোথাও আশ্রয় ও মুক্তির জায়গা নেই। আমি ঈমান এনেছি তোমার কিতাবের প্রতি যা তুমি অবতীর্ণ করেছ এবং তোমার নবীর প্রতি যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ। অনন্তর এ রাত্রিতে যদি তোমার মৃত্যু হয়, তা হলে ফিত্রাতের উপর তোমার মৃত্যু হবে। আর যদি (জীবিতাবস্থায়) তোমার ভোর হয়, তুমি কল্যাণের অধিকারী হবে।

**٦٩٨١** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ أَسْمَعِيلَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ : أَللَّهُمَّ مُنْزَلُ الْكِتَابِ ، سَرِيعُ الْحِسَابِ ، أَهْزِمُ الْأَحْزَابَ وَزَلْزِلُهُمْ - زَادَ الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ -

**٦٩٨٢** ৬৯৮১ কুতায়রা ইব্ন সাইদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ জ্ঞানকর্তা আহ্যাব দিবসে বলেছেন : কিতাব অবতীর্ণকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী আল্লাহ তুমি দলসমূহকে পরাভৃত কর এবং তাদেরকে কম্পিত কর। অতিরিক্ত এক বর্ণনায় হুমায়দী (র)..... আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি নবী জ্ঞানকর্তা -কে বলতে শুনেছি.....।

**٦٩٨٢** حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا ، قَالَ أَنْزَلْتَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَوَارٍ بِمَكَّةَ ، فَكَانَ إِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ سَمِعَ الْمُشْرِكُونَ فَسَبَبُوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ : وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ حَتَّى يَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ ، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا عَنْ أَصْحَابِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمْ ، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَيِّلًا ، أَسْمِعْهُمْ وَلَا تَجْهَرْ حَتَّى يَأْخُذُوا عَنْكَ الْقُرْآنَ -

**٦٩٨٢** ৬৯৮২ মুসাদ্দাদ (র)..... ইব্ন আবুবাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত : তুমি নামাযে স্বর উঁচু করবে না এবং অতিশয় ক্ষীণও করবে না..... (১৭ : ১১০)। এর তাফসীরে তিনি বলেন, এ আয়াতটি তখন অবতীর্ণ হয়, যখন রাসূলুল্লাহ জ্ঞানকর্তা মকাব লুকায়িত ছিলেন। সুতরাং যখন তিনি তাঁর স্বর উঁচু করতেন তাতে মুশরিকরা শুনে গালমন্দ করত কুরআনকে, কুরআন অবতীর্ণকারীকে এবং যাঁর প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে তাঁকে। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ বললেন : (হে নবী) তুমি নামাযে তোমার স্বর উঁচু করবে না, যাতে মুশরিকরা শুনতে পায়। আর তা অতিশয় ক্ষীণও করবে না যাতে তোমার সঙ্গীরাও শুনতে না পায়। এই দু'য়ের মধ্যপথ অবলম্বন কর। তুমি স্বর উঁচু করবে না, তারা শুনে মত পাঠ করবে যেন তারা তোমার কাছ থেকে কুরআন শিখতে পারে।

**٣١٣٧** بَابُ قَوْلِ اللَّهِ : يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ ، لَقَوْلَ فَحْلَ حَقٌّ وَمَا هُوَ بِالْمَزْلِ  
بِالْأَعْبَ

৩১২২ অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ তারা আল্লাহর প্রতিশ্রূতি পরিবর্তন করতে চায় (৪৮ : ১৫)  
অর্থাৎ কুরআন খেল-তামাশার বস্তু নয়।

**٦٩٨٣** حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّزْهَرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ اللَّهُ : يُؤْذِنِي أَبْنُ آدَمَ يَسْبُ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الْأَمْرُ أُقْلِبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ -

**৬৯৮৩** হমায়দী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমাকে আদম সন্তান কষ্ট দিয়ে থাকে। কারণ তারা কালকে গালি দেয়। পক্ষান্তরে আমিই দাহর বা কাল। কেননা আমার হাতেই সব বিষয়। আমিই রাত ও দিনের পরিবর্তন ঘটাই।

**৬৯৮৪** حَدَّثَنَا أَبُو نُعِيمٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ : الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي وَالصَّوْمُ جُنَاحٌ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَانٌ فَرْحَانٌ يُفْطِرُ وَفَرْحَانٌ يُلْقَى رَبَّهُ ، وَلَخَلْوَفُ فَمِ الصَّائِمُ أَطِيبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ -

**৬৯৮৫** আবু নুআসৈম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ ঘোষণা করেন যে, রোয়া আমার জন্যই, আর আমিই এর প্রতিদান দেব। যেহেতু সে আমারই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তার প্রবৃত্তি, পান ও আহার ত্যাগ করেছে। আর রোয়া হচ্ছে, ঢাল। রোয়া পালনকারীর জন্য রয়েছে দু'টি আনন্দ। এক আনন্দ হলো যখন সে ইফতার করে, আর এক আনন্দ হলো, যখন সে তার প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে। আল্লাহর কাছে রোয়া পালনকারী মুখের গন্ধ মিস্কের সুগন্ধির চেয়েও উগ্রম।

**৬৯৮৫** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَبْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا أَيُوبُ يَغْتَسِلُ عَرِيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَحْتِنِي فِي ثُوبِهِ فَنَادَى رَبَّهُ يَا أَيُوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى ؟ قَالَ بَلَى يَا رَبِّ ، وَلَكِنْ لَا غَنِيَ بِي عَنْ بَرَكَتِكَ -

**৬৯৮৫** আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : একদা আইউব (আ) বিবৰ্ত্ত অবস্থায় গোসল করছিলেন। তখন স্বর্গের একদল পঙ্গপাল তাঁর ওপর পতিত হলে তিনি তা তাঁর কাপড়ে ভরতে থাকেন। তখন তাঁর প্রতিপালক আহবান করে বললেন : হে আইউব! তুমি যা দেখছ, এর থেকে তোমাকে কি আমি অভাবযুক্ত করিনি? আইউব (আ) বললেন, হ্যাঁ হে আমার প্রতিপালক! তবে তোমার বরকত থেকে আমি অভাবযুক্ত নই।

**৬৯৮৬** حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغْرِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ الْلَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَلَاسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهِ مَنْ يَسْتَفْرِنِي فَأَغْفِرَلَهُ -

**৬৯৮৬** ইসমাইল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমাদের প্রতিপালক প্রতি রাতের যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তখন পৃথিবীর আসমানে অবতরণ করেন। এবং বলেন, আমার কাছে যে দোয়া করবে, আমি তার দোয়া গ্রহণ করব। আমার কাছে যে চাইবে, আমি তাকে দান করব। আমার কাছে যে মাগফিরাত প্রার্থনা করবে, তাকে আমি মাফ করে দেব।

**৬৯৮৭** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - وَبِهَذَا الْأَسْنَادِ قَالَ اللَّهُ أَنْفِقْتُ أَنْفِقْتُ عَلَيْكَ -

**৬৯৮৭** আবুল ইয়ামান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন। আমরা পৃথিবীতে সর্বশেষ আগমনকারী, তবে কিয়ামতের দিন আমরাই থাকব অঙ্গগামী। হাদীসটির এ সনদে আরো আছে যে, আল্লাহ বলেন, তুমি খরচ কর, তা হলে আমিও তোমার ওপর খরচ করব।

**৬৯৮৮** حَدَّثَنَا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ فُضِيلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ هَذِهِ خَدِيجَةُ أَتَتْكَ بِيَاءً فِيهِ طَعَامٌ أَوْ إِنَاءً أَوْ شَرَابٌ فَاقْرَئْهَا مِنْ رَبِّهَا السَّلَامَ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصْبٍ لَا صَبَبٍ فِيهِ وَلَا نَصَبٍ -

**৬৯৮৮** যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। জিবুরাসিল (আ) নবী ﷺ-কে বললেন, এই তো খাদিজা আপনার জন্য একটি পাত্র ভর্তি খাবার করে নিয়ে এসেছেন। বর্ণনাকারী সন্দেহে বলেছেন, অথবা পাত্র নিয়ে এসেছেন, যাতে পানীয় রয়েছে। আপনি তাঁকে তাঁর রবের পক্ষ থেকে সালাম বলুন। আর তাঁকে এমন একটি (প্রশংস্ত অভ্যন্তর শূন্য) মোতির তৈরি প্রাসাদের সুসংবাদ দিন, যেখানে শোরগোল বা ক্লেশ থাকবে না।

**৬৯৮৯** حَدَّثَنَا مُعاذُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنُ رَأَتْ وَلَا أَذْنُ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ -

**৬৯৯১** মুআয ইব্ন আসাদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ ঘোষণা করলেন, আমি আমার নেক্কার বান্দাদের জন্য এমন বস্তু প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কোন কান কখনো শোনেনি, এমনকি কোন মানুষের অন্তরে কল্পনায়ও আসেনি।

**৬৯৯২** حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْমَانُ الْأَخْوَلُ أَنَّ طَائُسًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيلِ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْحَمْدُ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيْمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ أَمْتَ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنْبَتُ وَبِكَ

خَاصِبْتُ وَالَّيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَمْتُ وَمَا أَخْرَتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ  
إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

**৬৯৯০** মাহমুদ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ রাতে যখন তাহাজুদের নামায আদায় করতেন তখন এ দোয়া করতেন : হে আল্লাহ! সব প্রশংসা একমাত্র তোমারই, তুমিই আসমান ও যমীনের নূর। তোমারই সমস্ত প্রশংসা, তুমিই আসমান ও যমীনের একমাত্র পরিচালক। তোমারই সব প্রশংসা, তুমিই আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যে বিদ্যমান সব কিছুর প্রতিপালক। তুমি মহাসত্য। তোমার প্রতিশ্রূতি সত্য। তোমার বাণী সত্য। তোমার সাক্ষাৎ সত্য। জাল্লাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। নবীগণ সত্য। কিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ! তোমারই জন্য আনুগত্য (ইসলাম) স্বীকার করি। তোমারই প্রতি ঈমান আনি। তোমারই ওপর তাওয়াক্তুল করি এবং তোমারই দিকে ঝুঁজু করি। তোমারই উদ্দেশ্যে বিতর্ক করি। তোমার কাছেই আমি ফায়সালা চাই। সুতরাং আমার আগের ও পরের গোপনীয় ও প্রকাশ্য সর্বপ্রকার শুনাহ মাফ করে দাও। তুমিই আমার একমাত্র মাবুদ। তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।

**৬৯৯১** حَدَّثَنَا حَاجُّ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرَ النَّمِيرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا  
يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الْزُّبَيرِ وَسَعِيدَ بْنَ  
الْمُسَيْبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَلَصِ وَعَبْيَدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ  
ﷺ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْأَفْكَرِ مَا قَالُوا فَبَرَأَهَا اللَّهُ مَمَّا قَالُوا وَكُلُّ حَدَثَنِي طَائِفَةٌ مِنْ  
الْحَدِيثِ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ يُنْزِلُ فِي  
بَرَاءَتِي وَحْيًا يُتْلَى وَلَشَائِنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَخْفَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِي بِإِمْرِي يُتْلَى  
وَلَكَنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللَّهُ بِهَا فَأَنْزَلَ  
اللَّهُ : إِنَّ الدِّينَ جَاءَ بِالْأَفْكَرِ الْعَشْرِ آيَاتٍ -

**৬৯৯১** হাজ্জাজ ইবন মিনহাল (র)..... উরওয়া ইবন যুবায়র, সাইদ ইবন মুসাইয়াব, আলকামা ইবন ওয়াক্স ও উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ (রা) নবী ﷺ-এর সহধর্মীণি আয়েশা (রা)-এর ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা করেন। যখন অপবাদ রটনাকারীরা তাঁর সম্পর্কে যা বলার তা বলল। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের অপবাদ থেকে তাঁকে পবিত্র বলে ঘোষণা দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনাকারীদের প্রত্যেকে হাদীসটির কিছু কিছু অংশ আমাকে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা (রা) বলেন, কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি ধারণাও করিনি যে, আল্লাহ আমার পবিত্রতার সপক্ষে এমন ওহী অবতীর্ণ করবেন যা তিলাওয়াত করা হবে। আমার মর্যাদা আমার কাছে এর চাইতে তুচ্ছ ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা আমার বিষয়ে এমন কোন কালাম করবেন যা তিলাওয়াত করা হবে। তবে আমি আশা করতাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বপ্নে এমন কিছু দেখবেন, যদ্বারা আল্লাহ আমার পবিত্রতা ঘোষণা করবেন। অর্থাৎ আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন : যারা অপবাদ রটনা করেছে.... থেকে দশটি আয়াত (১০ : ২১)।

**٦٩٩٢** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا فَإِنَّهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهِ، وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمَلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعِشْرِ أَمْثَالِهِ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ -

**٦٩٩٣** **কুতায়ব ইবন সাইদ** (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা কোন গুনাহের কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করলে তা না করা পর্যন্ত তার গুনাহ লেখো না। আর যদি তা করেই ফেলে, তাহলে তা সম্পরিমাণ লেখো। আর যদি আমার কারণে তা পরিহার করে, তাহলে তার পক্ষে একটি নেকী লেখো। এবং যদি বান্দা কোন ভাল কাজের ইচ্ছা করল কিন্তু তা না করে, তবুও তোমরা তার জন্য একটি নেকী লিপিবদ্ধ করবে। তারপর যদি তা সম্পাদন করে, তবে তোমরা তার জন্য কাজটির দশ গুণ থেকে সাত<sup>শ</sup> গুণ পর্যন্ত লেখো।

**٦٩٩٣** حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرِّدٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحْمُ فَقَالَ مَاهُ قَاتَ هَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ يَكُونُ مِنَ الْقَطِيعَةِ فَقَالَ أَلَا تَرْضِيْنَ أَنْ أَصِلَّ مِنْ وَصَلَكَ وَأَقْطِعَ مِنْ قَطْعَكَ قَاتَ بَلِيْ يَا رَبِّيْ قَالَ فَذَلِكَ لَكَ ، ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَهَلْ عَسِيْتُمْ أَنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطِعُوا أَرْحَامَكُمْ -

**৬৯৯৩** **ইসমাইল ইবন আবদুল্লাহ** (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তো সমস্ত সৃষ্টিকে পয়দা করলেন। তারপর যখন তিনি এর থেকে অবসর হলেন তখন 'রাহিম' (আত্মীয়তার বঙ্গন) উঠে দাঁড়াল। আল্লাহ সৃষ্টিকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি থাম। 'আত্মীয়তার বঙ্গন' তখন বলল, আমাকে ছিন্নকারী থেকে পানাহ প্রার্থনার স্থল এটিই। এতে আল্লাহ ঘোষণা করলেন, তুমি এতে রাখী নও কি? যে ব্যক্তি তোমার সাথে সংভাব রাখবে আমিও তার সাথে সংভাব রাখব। আর যে তোমাকে ছিন্ন করবে, আমিও তাকে ছিন্ন করব। সে বলল, আমি এতে সন্তুষ্ট, হে প্রতিপালক! আল্লাহ বললেন : তা-ই তোমার জন্য। তারপর আবু হুরায়রা (রা) তিলাওয়াত করলেনঃ - ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বঙ্গন ছিন্ন করবে।

**٦٩٩٤** حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ صَالِحٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ مُطَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ قَالَ اللَّهُ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي كَافِرًا بِيْ وَمُؤْمِنًا بِيْ -

**৬৯৯৪** মুসাদ্দাদ (র)..... যাইদ ইব্ন খালিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর সময় একবার বৃষ্টি হলো। তিনি বললেন : আল্লাহ বলছেন, (এই বৃষ্টিকে কেন্দ্র করে) আমার বান্দাদের কিছু সংখ্যক আমার সাথে কুফ্রী করছে, আর কিছু সংখ্যক ঈমান এনেছে।

**৬৯৯৫** حَدَّثَنَا أَسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي أَحْبَبْتُ لِقاءَهُ : وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لِقاءَهُ -

**৬৯৯৫** ইসমাইল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার সাক্ষাৎ পছন্দ করলে আমিও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করি। আর সে আমার সাক্ষাতকে অপছন্দ করলে, আমিও তার সাক্ষাতকে অপছন্দ করি।

**৬৯৯৬** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ أَنَا عِنْدَ ظِنْ عَبْدِي بِي -

**৬৯৯৬** আবুল ইয়ামান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ ইরশাদ করেন : আমার বিষয়ে আমার বান্দার ধারণার অনুরূপ ব্যবহার করে থাকি।

**৬৯৯৭** حَدَّثَنَا أَسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَإِذَا مَاتَ فَحَرَقُوهُ وَأَذْرُوا نَصْفَهُ فِي الْبَحْرِ وَنَصْفَهُ فِي الْبَحْرِ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدِرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لِيُعَذِّبَهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، وَأَمَرَ الْبَرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَ لَمْ فَعَلْتَ؟ قَالَ مِنْ خَسِيْتِكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ فَغَفَرَ لَهُ -

**৬৯৯৭** ইস্মাইল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জনৈক ব্যক্তি (জীবনেও) কোন ভাল আমল করেনি। মৃত্যুর সময় সে বলল, মারা যাওয়ার পর তোমরা তাকে পুড়িয়ে ফেল। আর অর্ধেক স্থলে আর অর্ধেক সাগরে ছড়িয়ে দাও। সে আরো বলল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ যদি তাকে পেয়ে যান তাহলে অবশ্যই তাকে এমন শাস্তি দেবেন, যা জগতসমূহের আর কাউকে দেবেন না। তারপর আল্লাহ সাগরকে হকুম দিলে সাগর এর মধ্যকার অংশকে একত্রিত করল। স্থলকে হকুম দিলে সেও তার মধ্যকার অংশ একত্রিত করল। তারপর আল্লাহ বললেন : তুমি কেন একুপ করলে? সে উত্তর করল, তোমার ভয়ে। আর ভূমি অধিক জ্ঞাত। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

**৬৯৯৮** حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِحْقٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالُ حَدَّثَنَا هَمَامٌ حَدَّثَنَا سِحْقٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنَ بْنَ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ

سَمِعْتُ النَّبِيًّا مُّلِّيٰ إِنَّ عَبْدًا أَصَابَ ذَنْبًا وَرَبُّمَا قَالَ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ وَرَبِّمَا قَالَ أَصَبْتُ فَاغْفِرْهُ ، فَقَالَ رَبُّهُ أَعْلَمُ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفْرَتُ لِعَبْدِي ، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا أَوْ أَذْنَبَ ذَنْبًا قَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ أَوْ أَصَبْتُ أَخْرَ فَاغْفِرْهُ فَقَالَ أَعْلَمُ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفْرَتُ لِعَبْدِي ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا وَرَبُّمَا قَالَ أَصَابَ ذَنْبًا قَالَ رَبِّ أَصَبْتُ أَوْ قَالَ أَذْنَبْتُ أَخْرَ فَاغْفِرْهُ لِي فَقَالَ أَعْلَمُ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفْرَتُ لِعَبْدِي تَلَاثًا۔

**৬৯৯৮** আহমাদ ইবন ইসহাক (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি, এক বান্দা গুনাহ করল। বর্ণনাকারী আচাব জন্ম না বলে কখনো বলেছেন। তারপর সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো গুনাহ করে ফেলেছি। বর্ণনাকারী জন্ম নেট এর স্থলে কখনো বলেছেন। তাই আমার গুনাহ মাফ করে দাও। তার প্রতিপালক বললেনঃ আমার বান্দা কি একথা জেনেছে যে, তার রয়েছে একজন প্রতিপালক যিনি গুনাহ মাফ করেন এবং এর কারণে শান্তিও দেন। আমার বান্দাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম। তারপর সে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী কিছুকাল অবস্থান করল এবং সে আবার গুনাহতে লিঙ্গ হলো। বর্ণনাকারীর সন্দেহ কিংবা আচাব জন্ম নেট বলা হয়েছে। বান্দা আবার বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আবার গুনাহ করে বসেছি। এখানে আচাব জেনেছে যে, তার রয়েছে একজন প্রতিপালক যিনি গুনাহ মাফ করেন এবং এর কারণে শান্তিও দেন। আমি আমার বান্দার গুনাহ মাফ করে দিয়েছি এরপর সে বান্দা আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী কিছুদিন সে অবস্থায় অবস্থান করল। আবারও সে গুনাহতে লিঙ্গ হয়ে গেল। এখানে আচাব জন্ম নেট বলা হয়েছে। সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আরো একটি গুনাহ করে ফেলেছি। এখানে আচাব জেনেছে যে, তার একজন প্রতিপালক রয়েছেন, যিনি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং এর কারণে শান্তিও দেন। আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। এক্ষেত্রে তিনবার বললেন।

**৬৯৯৯** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنِي مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا قَتَادَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْفَارِغِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ مُّلِّيٰ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا فِيهِنْ سَلْفًا أَوْ فِيهِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَالَ كَلْمَةٌ يَعْنِي أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا وَوَلَدًا ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ أَيُّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ ؟ قَالُوا خَيْرٌ أَبٍ قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَئِرْ أَوْ لَدَ يَبْتَئِرْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا وَإِنْ يَقْدِرِ اللَّهُ يُعَذِّبَهُ فَانْظُرُوهُ إِذَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي حَتَّى إِ

صِرْتُ فَحْمًا فَاسْحَقُونِي أَوْ قَالَ فَاسْحَكُونِي فَإِذَا كَانَ يَوْمَ رِيْجٍ عَاصِفٌ فَأَذْرُونِي  
فِيهَا قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذَ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَرَبَّيْ فَعَلُوا ثُمَّ أَذْرَوْهُ فِي يَوْمٍ  
عَاصِفٍ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى كُنْ فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ قَائِمٌ قَالَ اللَّهُ أَىْ عَبْدِي مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ  
فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ مَخَافَتِكَ أَوْ فَرَقُ مِنْكَ قَالَ فَمَا تَلَافَاهُ أَنْ رَحِمْهُ، وَقَالَ مَرَةً  
أُخْرَى فَمَا تَلَافَاهُ غَيْرُهَا فَحَدَّثَتْ بِهِ أَبَا عُثْمَانَ فَقَالَ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ سَلْمَانَ غَيْرَ أَنَّهُ  
زَادَ فِيهِ أَذْرُونِي فِي الْبَحْرِ أَوْ كَمَا حَدَّثَ -

**৬৯৯৯** আবদুল্লাহ ইব্ন আবুল আসওয়াদ (র)..... আবু সাউদ খুরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ অতীত যুগের এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করলেন। অথবা তিনি বলেছেন, তোমাদের পূর্বে যারা ছিলেন তাদের এক ব্যক্তি। তিনি তাঁর সম্পর্কে বললেন, অর্থাৎ আল্লাহ্ তাকে সম্পদ ও সন্তান দান করলেন। যখন তার মৃত্যু উপস্থিত হল তখন সে তার সন্তানদেরকে বলল, আমি তোমাদের জন্য কেমন পিতা ছিলাম! তারা বলল, উন্নত পিতা। তখন সে বলল, সে যে আল্লাহ্ কাছে কোন প্রকার নেক আমল রেখে যেতে পারেন। এখানে কিংবা লম্বিত হল তার উপর সমর্থ হলে, অবশ্যই তাকে আয়ার দিবেন। অতএব, আল্লাহ্ (তার উপর) সমর্থ হলে, অবশ্যই তাকে আয়ার দিবেন। এরপর যখন আমি কয়লা হয়ে যাব, তখন ছাই করে ফেলবে। বর্ণনাকারী এখানে কিংবা বলেছেন। তারপর যেদিন প্রচণ্ড বাতাসের দিন হবে সেদিন বাতাসে ছড়িয়ে দিবে। নবী ﷺ বললেন : পিতা এ বিষয়ে সন্তানদের থেকে প্রতিশ্রূতি গ্রহণ করল। আমার প্রতিপালকের কসম! সন্তানরা তাই করল। এক প্রচণ্ড বাতাসের দিনে তাকে ছড়িয়ে দিল। তারপর মহান আল্লাহ্ নির্দেশ দিলেন। তুমি অঙ্গিতে এসে যাও। তৎক্ষণাত সে উঠে দাঁড়াল। মহান আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আমার বান্দাহ! তুমি যা করেছ তা কেন করলে? সে উত্তর করল, তোমার ভয়ে। নবী ﷺ বলেছেন : এর বিনিময়ে তাকে মাফ করে দিলেন। রাবী আবার অন্য বর্ণনায় বলেছেন : আল্লাহ্ ক্ষমা দ্বারাই এর বিনিময় দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি এ হাদীস আবু উসমানের কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আমি হাদীসটি সালমান (রা) থেকে শুনেছি। তবে তিনি এটুকু সংযোগ করেছেন। - আজরোনি ফি البحর - আমাকে সমুদ্রে ছড়িয়ে দাও। রাবী বলেন, কিংবা তিনি বলেছেন, অথবা যেকোন তিনি বর্ণনা করেছেন।

**৭০০০** حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ وَقَالَ لَمْ يَبْتَئِرْ وَقَالَ خَلِيفَةً حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ  
وَقَالَ لَمْ يَبْتَئِرْ فَسَرَهُ قَتَادَةُ لَمْ يَدْخُرْ -

**৭০০০** মূসা (র)..... মুতামির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি লম্বিত বর্ণনা করেছেন। খালীফা (র) মুতামির থেকে বর্ণনা করেছেন। কাতাদা (র) এ সবের বিশ্লেষণ করেছেন অর্থাৎ লম্বিত অস্ত্র করেনি' দ্বারা।

৩১২৮. بَابُ كَلَامِ الرَّبِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ

٧٠١ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ شُفِعْتُ فَقُلْتُ يَا رَبِّ ادْخِلْ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ خَرْدَلَةً فَيَدْخُلُونَ ثُمَّ أَقُولُ ادْخِلْ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى شَيْءٍ فَقَالَ أَنَسٌ كَاتِنِيْ أَنْظُرْ إِلَى أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

৭০১ ইউসুফ ইব্ন রাশিদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন যখন আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেওয়া হবে তখন আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক! যার অন্তরে এক সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে, তাকে তুমি জান্নাতে দাখিল করো। তারপর তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করা হবে। তারপর আমি বলব, তাকেও জান্নাতে প্রবেশ কর, যার অন্তরে সামান্য ঈমানও আছে। আনাস (রা) বলেন, আমি যেন এখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতের আঙুলগুলো দেখছি।

٧٠٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْبُدُ بْنُ هَلَالٍ الْعَنْزِيُّ قَالَ أَجْتَمَعْنَا نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَذَهَبْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَذَهَبْنَا مَعْنَا بِثَابِتٍ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ لَنَا عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ فَإِذَا هُوَ فِي قَصْرِهِ فَوَافَقْنَاهُ يُصَلِّي الضُّحَى فَاسْتَأْذَنَاهُ فَأَذْنَنَاهُ وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى فِرَاسِهِ، فَقُلْنَا لِثَابِتٍ لَا تَسْأَلْهُ عَنْ شَيْءٍ أَوْلَ مِنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ فَقَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ هُؤُلَاءِ أَخْوَانُكَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ جَاؤُوكَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ فَقَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجِ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ فَيَأْتُونَ أَدَمَ فَيَقُولُونَ اشْفُعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى عَلَيْكُمْ بِمُوسَى فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللَّهِ فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى فَإِنَّهُ رُوحُ اللَّهِ وَكَلْمَتُهُ فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ فَيَأْتُونِي فَأَقُولُ أَنَا لَهَا فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيَؤْذَنُ لِي وَيَلْهُمْنِي مَحَمَّدَ أَحْمَدُ بِهَا لَا تَحْضُرُنِي أَلَآنَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ وَآخِرُهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفِعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمِعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطِ، وَأَشْفَعْ شُشَقَ، فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَمْتَى أَمْتَى فَيُقَالُ انْتَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانِ فَانْتَلِقْ فَأَفْعَلْ ثُمَّ أَمْوَدْ

فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخْرَلَهُ سَاجِدًا ، فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ ارْفِعْ رَأْسَكَ ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ ، وَسَلْ تُعْطِ ، وَاشْفَعْ تُشَفِّعْ ، فَاقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي فَيُقَالُ انْطَلِقْ فَأَخْرَجَ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالَ ذَرَةٍ أَوْ خَرَدَةٍ مِنْ أَيْمَانِ فَانْطَلِقْ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخْرُلُهُ سَاجِدًا فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ ارْفِعْ رَأْسَكَ ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ ، وَسَلْ تُعْطِ ، وَاشْفَعْ تُشَفِّعْ ، فَاقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي فَيُقَالُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى مِنْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرَدَةٍ مِنْ أَيْمَانِ فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ فَانْطَلِقْ فَأَفْعَلُ ، فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ أَنَّسٍ ، قُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا لَوْ مَرَرْنَا بِالْحَسَنِ وَهُوَ مَتَوَارٍ فِي مَنْزِلِ أَبِي خَلِيفَةَ فُحَدَّثْنَا بِمَا حَدَّثْنَا أَنَّسُ بْنُ مَالِكٍ فَاتَّيْنَا هُوَ فَسَلَّمَنَا عَلَيْهِ فَادْنَى لَنَا فَقُلْنَا لَهُ يَا أَبَا سَعِيدٍ جِئْنَاكَ مِنْ عِنْدِ أَخِيكَ أَنَّسُ بْنِ مَالِكٍ فَلَمْ نَرْ مِثْلَ مَا حَدَّثْنَا فِي الشَّفَاعَةِ فَقَالَ هِيَ فُحَدَّثْنَا بِالْحَدِيثِ فَأَنْتَهُ إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ فَقَالَ هِيَ فَقُلْنَا لَمْ يَزِدْ لَنَا عَلَى هَذَا فَقَالَ لَقَدْ حَدَّثْنِي وَهُوَ جَمِيعٌ مِنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً فَلَا أَدْرِي أَنَّسِي أَمْ كَرِهَ أَنْ تَتَكَلُّوا ، قُلْنَا يَا أَبَا سَعِيدٍ ، فَحَدَّثْنَا فَضَحِكَ وَقَالَ خُلُقُ الْإِنْسَانُ عَجُولًا مَا ذَكَرْتُهُ أَلَا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُحَدِّثُكُمْ حَدَّثْنِي كَمَا حَدَّثْتُكُمْ ثُمَّ قَبَلَ ثُمَّ أَعُودُ الرَّأْبِعَةَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخْرُلُهُ سَاجِدًا فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ ارْفِعْ رَأْسَكَ ، وَقُلْ يُسْمَعْ ، وَسَلْ تُعْطِ ، وَاشْفَعْ تُشَفِّعْ ، فَاقُولُ يَا رَبِّ أَدْنَ

لِي فِيمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَيَقُولُ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لَا خَرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ -

৭০২ সুলায়মান ইবন হারব (র) ..... মাবাদ ইবন হিলাল আল আনায়ী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বস্রার অধিবাসী কিছু লোক একত্রিত হয়ে আনাস ইবন মালিক (রা)-এর কাছে গেলাম। আমাদের সাথে সাবিত (রা)-কে নিলাম, যাতে তিনি আমাদের কাছে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত শাফাআত সম্পর্কে হাদীস জিজ্ঞাসা করেন। আমরা তাঁকে তাঁর মহলেই চাশতের নামায আদায়রত পেলাম। তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি আমাদেরকে অনুমতি দিলেন। তখন তিনি তাঁর বিছানায় বসা অবস্থায় আছেন। অতঃপর আমরা সাবিত (রা)-কে অনুরোধ করলাম, তিনি যেন শাফাআতের হাদীসটি জিজ্ঞাসার পূর্বে অন্য কিছু জিজ্ঞাসা না করেন। তখন সাবিত (রা) বললেন, হে আবু হাম্যা! এরা বস্রাবাসী আপনার ভাই, তারা শাফাআতের হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছে। তারপর আনাস (রা) বললেন, আমাদের কাছে মুহাম্মদ সান্দেহাত্মক হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামতের দিন মানুষ সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে

পড়বে। তাই তারা পাদম (আ)-এর কাছে এসে বলবে, আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করুন। তিনি বলবেন : এ কাজের জন্য আমি নই। বরং তোমরা ইব্রাহীম (আ)-এর কাছে যাও। কেননা, তিনি হলেন আল্লাহর খলীল। তখন তারা ইব্রাহীম (আ)-এর কাছে আসবে। তিনি বলবেন : আমি এ কাজের জন্য নই। তবে তোমরা মূসা (আ)-এর কাছে যাও। কারণ তিনি আল্লাহর সাথে বাক্যালাপ করেছেন। তখন তারা মূসা (আ)-এর কাছে আসবে তিনি বলবেন : আমি তো এ কাজের জন্য নই। তোমরা বরং ঈসা (আ)-এর কাছে যাও। যেহেতু তিনিই আল্লাহর রূহ ও বাণী। তারা তখন ঈসা (আ)-এর কাছে আসবে। তিনি বলবেন : আমি তো এ কাজের জন্য নই। তোমরা বরং মুহাম্মদ সান্দেহ-এর কাছে যাও। এরপর তারা আমার কাছে আসবে। আমি বলব, আমিই এ কাজের জন্য। আমি তখন আমার প্রতিপালকের কাছে অনুমতি চাইব। আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। আমাকে প্রশংসা সম্বলিত বাক্য ইলাহাম করা হবে যা দিয়ে আমি আল্লাহর প্রশংসা করব, যেগুলো এখন আমার জানা নেই। আমি সেসব প্রশংসা বাক্য দিয়ে প্রশংসা করব এবং সিজ্দায় পড়ে যাব। তখন আমাকে বলা হবে, ইয়া মুহাম্মদ! মাথা উঠাও। তুমি বল, তোমার কথা শোনা হবে। চাও, তা দেওয়া হবে। সুপারিশ কর, গ্রহণ করা হবে। তখন আমি বলবো, হে আমার প্রতিপালক! আমার উষ্মাত। আমার উষ্মাত। বলা হবে, যাও, যাদের হৃদয়ে যবের দানা পরিমাণ ঈমান আছে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে দাও, আমি যেয়ে এমনই করব। তারপর আমি ফিরে আসব এবং পুনরায় সেসব প্রশংসা বাক্য দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা করবো এবং সিজ্দায় পড়ে যাবো। তখন বলা হবে, ইয়া মুহাম্মদ! মাথা উঠাও। তোমার কথা শোনা হবে। চাও, দেওয়া হবে। সুপারিশ কর, গ্রহণ করা হবে। তখনো আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক! আমার উষ্মাত। আমার উষ্মাত। অতঃপর বলা হবে, যাও, যাদের এক অনু কিংবা সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের কর। আমি গিয়ে তাই করব। আমি পুনরায় প্রত্যাবর্তন করবো এবং সেসব প্রশংসা বাক্য দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করবো। আর সিজ্দায় পড়ে যাবো। আমাকে বলা হবে, ইয়া মুহাম্মদ! মাথা উঠাও। বল, তোমার বক্তব্য শোনা হবে। চাও, দেওয়া হবে। সুপারিশ কর, গ্রহণ করা হবে। আমি তখন বলবো, হে আমার প্রতিপালক, আমার উষ্মাত, আমার উষ্মাত। এরপর আল্লাহ বলবেন, যাও, যাদের অন্তরে সরিষার দানা অপেক্ষা ক্ষুদ্রাশৃঙ্খল পরিমাণও ঈমান থাকে, তাদেরকেও জাহান্নাম থেকে বের করে আন। আমি যাবো এবং তাই করবো। আমরা যখন আনাস (রা)-এর নিকট থেকে বের হয়ে আসছিলাম, তখন আমি আমার সাথীদের কোন একজনকে বললাম, আমরা যদি আবু খলীফার বাড়িতে আয়গোপনরত হাসান বস্রীর কাছে গিয়ে আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর বর্ণিত হাদীসটি তাঁর কাছে বর্ণনা করতাম। এরপর আমরা হাসান বস্রীর কাছে এসে তাঁকে অনুমতির সালাম দিলাম। তিনি আমাদেরকে প্রবেশ করতে অনুমতি দিলেন। আমরা তাঁকে বললাম, হে আবু সাইদ! আমরা আপনারই ভাই আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর কাছ থেকে আপনার কাছে আসলাম। শাফাআত সম্পর্কে তিনি যেরূপ বর্ণনা দিয়েছেন, অনুরূপ বর্ণনা করতে আমরা আর কাউকে দেখিনি। তিনি বললেন, আমার কাছে সেটি বর্ণনা কর। আমরা তাঁকে হাদীসটি বর্ণনা করে শোনালাম। এরপর আমরা শেষস্থলে এসে বর্ণনা শেষ করলাম। তিনি বললেন, আরো বর্ণনা কর। আমরা বললাম, তিনি তো এর বেশি আমাদের কাছে বর্ণনা দেননি। তিনি বললেন, জানি না, তিনি কি ভুলেই গেলেন, না তোমরা নির্ভরশীল হয়ে পড়বে বলে অবশিষ্টটুকু বর্ণনা করতে অপছন্দ করলেন, বিশ বছর পূর্বে যখন তিনি শক্তি সামর্থ্যে ও শ্রবণশক্তিতে মজবুত ছিলেন, তখন আমার কাছেও হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন। আমরা বললাম, হে আবু

সাইদ! আমাদের কাছে হাদীসটি বর্ণনা করুন। তিনি হাসলেন এবং বললেন, সৃষ্টি করা হয়েছে, মানুষ তো অতিমাত্রায় তুরা প্রিয়। আমি তো বর্ণনার উদ্দেশ্যেই তোমাদের কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলাম। তিনি তোমাদের কাছে যা বর্ণনা করেছেন, আমার কাছেও তা বর্ণনা করেছেন। তবে পরে এটুকুও বলেছিলেন, আমি চতুর্থবার ফিরে আসবো এবং সেসব প্রশংসা বাক্য দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করব এবং সিজ্দায় পড়ে যাবো। তখন বলা হবে, ইয়া মুহাম্মদ! মাথা উঠাও। বল, তোমার কথা শোনা হবে। চাও, দেওয়া হবে। শাফাআত কর, গ্রহণ করা হবে। আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তাদের সম্পর্কে শাফাআত করার অনুমতি দান কর, যারা 'লা ইলাহা ইল্লাহ' বলেছে। তখন আল্লাহ বলবেন, আমার ইয্যত, আমার পরাক্রমশীলতা, আমার বড়ত্ব ও আমার মহচের কসম! যারা 'লা ইলাহা ইল্লাহ' বলেছে, আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনব।

**৭০৩** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَخْرَ أَهْلَ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةِ، وَأَخْرَ أَهْلِ النَّارِ خُروًجًا مِنَ النَّارِ رَجُلٌ يَخْرُجُ حَبُوا، فَيَقُولُ لَهُ رَبَّهُ ادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ رَبَّ الْجَنَّةِ مَلَائِي فَيَقُولُ لَهُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يَعِيْدُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ مَلَائِي فَيَقُولُ إِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا عَشْرَ مِرَارٍ-

**৭০৩** মুহাম্মদ ইব্ন খালিদ (র).....আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সর্বশেষে জান্নাতে প্রবেশকারী এবং জাহান্নাম থেকে সর্বশেষ পরিত্রাণ লাভকারী ব্যক্তিটি জাহান্নাম থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়ে আসবে। তার প্রতিপালক তাকে বলবেন, তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! জান্নাত তো পরিপূর্ণ! আল্লাহ এভাবে তাকে তিনবার বলবেন। প্রত্যেকবারই সে উত্তর দেবে, জান্নাত তো পরিপূর্ণ। পরিশেষে আল্লাহ তাকে বলবেন, তোমার জন্য রয়েছে এ পৃথিবীর ন্যায় দশ গুণ।

**৭০৪** حَدَّثَنَا عَلَىُ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا سَيْكَلَمَهُ رَبُّهُ لَيْسَ بِيْنَهُ وَبِيْنَهُ تُرْجُمَانُ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ وَيَنْظُرُ أَشَاءَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تَلْقَاهُ وَجْهُهُ فَأَتَقْوَا النَّارَ وَلَوْ بِشَقِّ تَمَرَةٍ— قَالَ الْأَعْمَشِ وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَرَّةَ عَنْ خَيْثَمَةَ مِثْلُهُ وَزَادَ فِيهِ وَلَوْ بِكَلَمَةٍ طَبَبَهُ-

**৭০৪** আলী ইব্ন হজ্র (রা)..... আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে তার প্রতিপালক অতিসত্ত্ব বাক্যালাপ করবেন। তার ও আল্লাহর মাঝখানে কোন দোভাষী থাকবে না। এরপর সে তাকাবে ডান দিকে, তখন তার অতীত আমল ছাড়া সে আর

কিছু দেখবে না। আবার তাকাবে বাম দিকে, তখনো অতীত আমল ছাড়া আর কিছু সে দেখবে না। আর সামনে তাকাবে তখন সে জাহান্নামের অবস্থান ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। সুতরাং জাহান্নামকে ভয় কর এক টুকরো খেজুরের বিনিময়ে হলেও। বর্ণনাকারী আমাশ (র) ..... খায়সামা (র) থেকে অনুৰূপই বর্ণনা দিয়েছেন। তবে তিনি “যদি” পৰিত্র কালেমার বিনিময়েও হয়” কথাটুকু সংযোগ করেছেন।

**٧.٠٥** حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جُرَيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْيَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَتَهُ أَذْنًا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَعَلَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ عَلَى اصْبَعِ وَالْأَرْضِينَ عَلَى اصْبَعِ وَالْمَاءِ وَالثَّرَى عَلَى اصْبَعِ وَالخَلَائِقِ عَلَى اصْبَعِ ثُمَّ يَهْزُ هُنْ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَالِكُ أَنَا الْمَالِكُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَضْحَكُ حَتَّى بَدَأَتْ نَوَاجِذُهُ تَعْجِبًا وَتَصْدِيقًا لِقَوْلِهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرُهِ وَالْأَرْضَ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتِ مَطَوَّيَاتٍ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ -

**٧٠٥** উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইহুদী পশ্চিত নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললো, কিয়ামতের দিন আল্লাহ আসমানসমূহকে এক আঙুলে, ভূমগুলকে এক আঙুলে, পানি ও কাদামাটি এক আঙুলে এবং অবশিষ্ট সৃষ্টিকে এক আঙুলে উঠিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে বলবেন, আমিই একমাত্র বাদশাহ, আমিই একমাত্র বাদশাহ। আমি তখন নবী ﷺ-কে দেখলাম, তিনি তার উক্তির সত্ত্বার প্রতি বিশ্বিত হয়ে এমনভাবে হাসলেন যে, তাঁর মাড়ির দাঁতগুলো প্রকাশিত হয়ে পড়ল। অতঃপর নবী ﷺ কুরআনের বাণী পড়লেন : تَارَا أَلَّا أَلَّا حَرَّ حَقَّ قَدْرُهِ وَمَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرُهِ تَارَا أَلَّا أَلَّا عَمَّا يُشْرِكُونَ -। (৬ : ৯১) “কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশসমূহ থাকবে তাঁর করায়ত, পৰিত্র ও মহান তিনি এরা যাকে শরীক করে, তিনি তার উর্ধ্বে। (৩৯ : ৬৭)

**٧.٠٦** حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ صَفَوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبْنَ عُمَرَ كَيْفَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي النَّجْوَى قَالَ يَدْنُوا أَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضْعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ أَعْمَلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ وَيَقُولُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقِرِّرُهُ ثُمَّ يَقُولُ أَتَيْ سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ - وَقَالَ أَدَمُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةً حَدَّثَنَا صَفَوَانُ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ -

**৭০৬** মুসাদাদ (র)..... সাফওয়ান ইবন মুহরিয় (র) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করল, আল্লাহর সাথে বান্দার গোপন আলাপ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আপনি কি বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, আমাদের কেউ তার প্রতিপালকের নিকটস্থ হলে তিনি তাঁর ওপর রহমতের আবরণ বিস্তার করে জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি কি এই কাজ করেছ? সে বলবে, হ্যা। আল্লাহ আবারো জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি কি এই কাজ করেছ? সে তখনো বলবে, হ্যা। আল্লাহ এভাবে তার স্বীকারোক্তি নেবেন। তারপর আল্লাহ বলবেন, আমি দুনিয়ায় তোমার ওসব কাজ গোপন রেখেছিলাম। আমি আজকেও তোমার জন্য তা মাফ করে দিলাম। আদম (র)..... ইবন উমর (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি।

### ٣١٣٩ بَابُ قَوْلِهِ وَكَلْمَ اللَّهِ مُوسَى تَخْلِيْمًا

৩১৩৯. অনুচ্ছেদ ৪: মহান আল্লাহর বাণীঃ এবং মূসা (আ)-এর সাথে আল্লাহ সাক্ষাৎ বাক্যালাপ করেছিলেন (৪ : ১৬৪)

**৭০.৭** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَبْيَثُ حَدَّثَنِي عُقِيلٌ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ احْتَاجْ أَدَمَ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى أَنْتَ أَدَمُ الَّذِي أَخْرَجْتَ ذُرِيَّتَكَ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ أَدَمَ أَنْتَ مُوسَى الَّذِي أَصْطَفَكَ اللَّهُ بِرِسَالَاتِهِ وَكَلَّمَهُ تَلْوِيْنِي عَلَى أَمْرٍ قَدْرَ عَلَى أَخْلَقَ فَحَاجَ أَدَمَ مُوسَى -

**৭০.৭** ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (রা)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আদম ও মূসা (আ) বিতর্কে রত হলেন। মূসা (আ) বললেন, আপনি সেই আদম, যিনি আপন স্বতন্ত্রের জান্নাত হতে বের করে দিলেন। আদম (আ) বললেন, আপনি হচ্ছেন সেই মূসা, যাকে আল্লাহ রিসালত দিয়ে সম্মানিত করলেন এবং যার সাথে বাক্যালাপ করে তাঁর মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে দিলেন। আপনি এমন একটি বিষয়ে কেন আমাকে অভিযুক্ত করছেন, আমাকে পয়দা করারও আগে যেটির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে গিয়েছে। তাই আদম (আ) মূসা (আ)-র ওপর বিজয়ী হন।

**৭০.৮** حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ لَوْ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَيُرِيْحُنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا فَيَأْتُونَ أَدَمَ فَيَقُولُونَ لَهُ أَنْتَ أَدَمُ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَ اللَّهُ بِيْدَهُ، وَاسْجَدْ لَكَ الْمَلَائِكَةُ وَعَلَمْكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيْحَنَا، فَيَقُولُ لَهُمْ لَسْتُ هُنَاكُمْ فَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيْئَتُهُ الَّتِي أَصَابَ-

**৭০.৮** মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন ঈমানদারদের সমবেত করা হবে। তখন তারা বলবে, আশরা যদি আমাদের প্রতিপালকের

কাছে সুপারিশ নিয়ে যেতাম তাহলে তিনি আমাদের এই স্থানটি হতে স্বত্ত্ব দান করতেন। তখন তারা আদম (আ)-এর কাছে এসে আবেদন জানাবে, আপনি মানবকুলের পিতা আদম। মহান আল্লাহ আপনাকে সৃষ্টি করেছেন আপন কুদরতের হাতে। এবং তাঁর ফেরেশ্তাদের দিয়ে আপনাকে সিজ্দা করিয়েছেন। আর সব জিনিসের নাম আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। তাই আপনি আমাদের প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন, তিনি যেন আমাদের স্বত্ত্ব দেন। তখন আদম (আ) তাদের লক্ষ্য করে বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। তারপর তিনি তাদের কাছে নিজের সে ভুলের কথা উল্লেখ করবেন, যেটিতে তিনি লিঙ্গ হয়েছিলেন।

٧٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَّ ابْنَ مَالِكٍ يَقُولُ لَيْلَةً أُسْتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ إِلَهَ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوْحَى إِلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ أَوْلَاهُمْ أَيْهُمْ هُوَ فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ هُوَ خَيْرُهُمْ فَقَالَ أَخْرُهُمْ خَذُوا خَيْرَهُمْ فَكَانَتْ تِلْكَ الْلَّيْلَةَ فَلَمْ يَرْهُمْ حَتَّى آتَوهُ لَيْلَةً أُخْرَى فِيمَا يَرَى قَلْبُهُ وَتَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ، وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ فَلَمْ يُكَلِّمُوهُ حَتَّى أَحْتَمَلُوهُ فَوَضَعُوهُ عِنْدَ بَئْرِ زَمْزَمَ فَتَوَلَّهُ مِنْهُمْ جِبْرِيلُ فَشَقَّ جِبْرِيلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى لَبْتِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَدْرِهِ وَجَوْفِهِ فَغَسَّلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ بِيَدِهِ حَتَّى أَنْقَى جَوْفَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ تَوْرٌ مِنْ ذَهَبٍ مَحْشُوًا أَيْمَانًا وَحَكْمَةً فَحَشَابَهُ صَدْرَهُ وَلَفَادِيَدُهُ يَعْنِي عَرُوقَ حَلْقَهُ ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَضَرَبَ بَأْبَأِ مِنْ أَبْوَابِهَا فَنَادَاهُ أَهْلُ السَّمَاءِ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ جِبْرِيلُ، قَالُوا وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ مَعِيَ مُحَمَّدٌ قَالَ وَقَدْ بُعْثَ ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالُوا فَمَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلًا فَيَسْتَبْشِرُ بِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ لَا يَعْلَمُ أَهْلُ السَّمَاءِ بِمَا يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى يُعْلَمُهُمْ فَوَجَدَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا أَدَمَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ هَذَا أَبُوكَ فَسَلَمَ عَلَيْهِ وَرَدَ عَلَيْهِ أَدَمُ وَقَالَ مَرْحَبًا وَأَهْلًا بِإِبْنِي نَعْمَ الْأَبْنِيَ أَنْتَ فَإِذَا هُوَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِنَهَرَيْنِ يَطْرَدَانِ، فَقَالَ مَا هَذَا النَّهَرَانِ يَا جِبْرِيلُ ؟ قَالَ هَذَا النَّيْلُ وَالْفَرَاتُ عُنْصُرُهُمَا ثُمَّ مَضَى بِهِ فِي السَّمَاءِ فَإِذَا هُوَ بِنَهَرِ أَخْرَى عَلَيْهِ قَصْرٌ مِنْ لَوْلَوْءٍ وَزَبَرْجَدٍ فَخَسَرَ يَدَهُ فَإِذَا هُوَ مِسْكٌ أَذْفَرَ قَالَ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ ؟ قَالَ هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي قَدْ خَبَالَكَ رَبَّكَ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ التَّانِيَةِ فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ لَهُ مِثْلُ مَا قَالَتْ لَهُ الْأُولَى مَنْ هَذَا؟ قَالَ جِبْرِيلُ، قَالُوا وَمَنْ مَعَكَ

؟ قالَ مُحَمَّدٌ قَالُوا وَقَدْ بُعْثَتِ إِلَيْهِ ؟ قالَ نَعَمْ ، قَالُوا مَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلًا ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ التَّالِثَةِ وَقَالُوا لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى الرَّابِعَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ كُلُّ سَمَاءٍ فِيهَا أَنْبِيَاءٌ قَدْ سَمَّاهُمْ فَلَوْمَيْتُ مِنْهُمْ أَدْرِيسُ فِي الثَّانِيَةِ وَهَارُونَ فِي الرَّابِعَةِ وَآخَرُ فِي الْخَامِسَةِ لَمْ أَحْفَظْ اسْمَهُ وَأَبْرَاهِيمُ فِي السَّادِسَةِ وَمُوسَى فِي السَّابِعَةِ بِتَفْضِيلِ كَلَامِ اللَّهِ فَقَالَ مُوسَى رَبِّي لَمْ أَظِنْ أَنْ يُرْفَعَ عَلَىً أَحَدَ ثُمَّ عَلَيْهِ فَوْقَ ذَلِكَ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ حَتَّى جَاءَ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى وَذَنَا الْجَبَارِ رَبِّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فِيمَا يُوْحَى اللَّهُ خَمْسِينَ صَلَاتًا عَلَى أُمَّتِكَ كُلُّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثُمَّ هَبَطَ حَتَّى بَلَغَ مُوسَى فَاحْتَبَسَ مُوسَى فَقَالَ يَا مُحَمَّدٌ مَاذَا عَاهَدَ إِلَيْكَ رَبُّكَ قَالَ عَاهَدَ إِلَيْهِ خَمْسِينَ صَلَاتًا كُلُّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَارْجِعْ فَلِيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ وَعَنْهُمْ فَالْتَّفَتَ النَّبِيُّ عليه السلام إِلَى جِبْرِيلَ كَانَهُ يَسْتَشِيرُهُ فِي ذَلِكَ فَاسْأَرَ إِلَيْهِ جِبْرِيلُ أَنْ نَعَمْ أَنْ شَيْتَ فَعَلَّبَهُ إِلَى الْجَبَارِ فَقَالَ وَهُوَ مَكَانُهُ يَا رَبِّي خَفِّفْ عَنَّا فَإِنَّ أُمَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ هَذَا فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرَ صَلَواتٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُوسَى فَاحْتَبَسَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُرْدِدُهُ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ حَتَّى صَارَتِ إِلَى خَمْسَ صَلَواتٍ ثُمَّ احْتَبَسَهُ مُوسَى عِنْدَ الْخَامِسِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدٌ وَاللَّهُ لَقَدْ رَأَوْدَتْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَوْمِي عَلَى أَدْنَى مِنْ هَذَا فَضَعَفُوا فَتَرَكُوهُ فَأَمَّتُكَ أَضَعَفُ أَجْسَادًا وَقُلُوبًا وَأَبْدَانًا وَأَبْصَارًا وَأَسْمَاعًا فَارْجِعْ فَلِيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ كُلُّ ذَلِكَ يَلْتَفِتُ النَّبِيُّ عليه السلام إِلَى جِبْرِيلَ لِيُشِيرَ عَلَيْهِ وَلَا يَكْرَهُ ذَلِكَ جِبْرِيلُ فَرَفَعَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ فَقَالَ يَا رَبِّي أَنَّ أُمَّتِي ضُعَفَاءٌ أَجْسَادُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ وَأَبْدَانُهُمْ فَخَفَّفَ عَنَّا فَقَالَ الْجَبَارُ يَا مُحَمَّدٌ قَالَ لَبَيْكَ وَسَعَدِيْكَ قَالَ أَنَّهُ لَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَى كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ فَكُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا فَهِيَ خَمْسُونَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ وَهِيَ خَمْسٌ عَلَيْكَ فَرَجَعَ إِلَى مُوسَى كَيْفَ فَقَالَ خَفَّفَ عَنَّا أَعْطَانَا بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا قَالَ مُوسَى قَدْ وَاللَّهِ رَأَوْدَتْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ فَتَرَكُوهُ ارْجِعْ إِلَى

رَبِّكَ فَلَيُخَفِّفْ عَنْكَ أَيْضًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَا مُوسَى قَدْ وَاللَّهِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّيْ مِمَّا أَخْتَلَفَ إِلَيْهِ قَالَ فَاهْبِطْ بِاسْمِ اللَّهِ فَاسْتَيْقِظْ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ-

৭০৯ আবদুল আয়ীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এক রাতে কাবার মসজিদ থেকে সফর করানো হয়। বিবরণটি হচ্ছে, নবী ﷺ -এর কাছে এ বিষয়ে ওহী প্রেরণের পূর্বে তাঁর কাছে তিনজন ফেরেশতার একটা জামাআত আসল। অথচ তখন তিনি মসজিদুল হারামে ঘুম্ন ছিলেন। এদের প্রথমজন বলল, তিনি কে? মধ্যের জন বলল, তিনি এদের উত্তম ব্যক্তি। সর্বশেষ জন বলল, তা হলে তাদের উত্তম ব্যক্তিকেই নিয়ে চল। সে রাতটির ঘটনা এটুই। এ জন্য তিনি আর তাদেরকে দেখেননি। অবশেষে তারা অন্য এক রাতে আগমন করলেন, যা তিনি অন্তর দ্বারা দেখেছিলেন। তাঁর চোখ ঘুমায়, অন্তর ঘুমায় না। অনুরূপ অন্য নবীগণেরও (আ) চোখ ঘুমিয়ে থাকে, অন্তর ঘুমায় না। এ রাতে তারা তাঁর সাথে কোন কথা না বলে তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে যমযম কৃপের কাছে রাখলেন। জিব্রাইল (আ) তাঁর সাথীদের থেকে নবী ﷺ -এর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। জিব্রাইল (আ) তাঁর গলার নিচ হতে বক্ষস্থল পর্যন্ত বিদীর্ণ করলেন এবং তাঁর বক্ষ ও পেট থেকে সবকিছু নেড়েচেড়ে যমযমের পানি দ্বারা নিজ হাতে ধোত করেন। সেগুলোকে পরিচ্ছন্ন করলেন, তারপর সোনার একটি তশ্তরী আনা হয়। এবং তাতে ছিল একটি সোনার পাত্র যা পরিপূর্ণ ছিল ঈমান ও হিক্মতে। তাঁর বক্ষ ও গলার রগগুলি এর দ্বারা পূর্ণ করলেন। তারপর সেগুলো যথাস্থানে স্থাপন করে বক্ষ করে দিলেন। তারপর তাঁকে নিয়ে পৃথিবীর আসমানের দিকে আরোহণ করলেন। আসমানের দরজাগুলো হতে একটি দরজাতে নাড়া দিলেন। ফলে আসমানবাসিগণ তাঁকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কে? তিনি উভয়ে বললেন, জিব্রাইল। তারা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, আমার সঙ্গে মুহাম্মদ ﷺ। জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর কাছে কি দৃত পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন তাঁরা বললেন, মারহাবান ওয়া আহলান (আপনাকে ধন্যবাদ, আপনি আপনজনের মধ্যে এসেছেন)। তাঁর শুভাগমনে আসমানবাসীরা খুবই আনন্দিত। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা যদীনে কি যে করতে চাচ্ছেন, তা আসমানবাসীদেরকে না জানানো পর্যন্ত তারা জানতে পারে না। দুনিয়ার আসমানে তিনি আদম (আ)-কে পেলেন। জিব্রাইল (আ) তাঁকে দেখিয়ে বললেন, তিনি আপনার পিতা, তাঁকে সালাম দিন। নবী ﷺ তাঁকে সালাম দিলেন। আদম (আ) তাঁর সালামের উভয় দিলেন। এবং বললেন, মারহাবান ওয়া আহলান হে আমার পুত্র। তুমি আমার কতইনা উত্তম পুত্র। নবী ﷺ দু'টি প্রবহমান নহর দুনিয়ার আসমানে অবলোকন করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, এ নহর দু'টি কোন নহর হে জিব্রাইল! জিব্রাইল (আ) বললেন, এ দু'টি হলো নীল ও ফুরাতের মূল। এরপর জিব্রাইল (আ) নবী ﷺ -কে সঙ্গে নিয়ে এ আসমানে ঘুরে বেড়ালেন। তিনি আরো একটি নহর অবলোকন করলেন। এর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল মোতি ও জাবারজাদের তৈরি একটি প্রাসাদ। নবী ﷺ নহরে হাত মারলেন। তা ছিল অতি উন্মত্মানের মিস্ক। তিনি বললেন, হে জিব্রাইল! এটি কি? জিব্রাইল (আ) বললেন, হাউয়ে কাউসার। যা আপনার প্রতিপালক আপনার জন্য সংরক্ষিত করে রেখেছেন। তারপর তিনি নবী ﷺ -কে সঙ্গে করে দ্বিতীয় আসমানে গমন করলেন। প্রথম আসমানে অবস্থানরত ফেরেশতাগণ তাঁকে যা বলেছিলেন এখানেও তা বললেন। তারা জানতে চাইল, তিনি কে? তিনি বললেন, জিব্রাইল! তাঁরা বললেন, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। তাঁরা বললেন, তাঁর কাছে কি দৃত পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাঁরা

বললেন, মারহাবান ওয়া আহলান। তারপর নবী ﷺ-কে সঙ্গে করে তিনি তৃতীয় আসমানের দিকে গমন করলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় আসমানে অবস্থানরত ফেরেশ্তারা যা বলেছিলেন, তৃতীয় আসমানের ফেরেশ্তাগণও তাই বললেন। তারপর তাঁকে সঙ্গে করে তিনি চতুর্থ আসমানের দিকে গমন করলেন। তাঁরাও তাঁকে পূর্বের ন্যায়ই বললেন। তারপর তাঁকে নিয়ে তিনি পঞ্চম আসমানে গমন করলেন। তাঁরাও পূর্বের মতো বললেন। এরপর তিনি তাঁকে নিয়ে ষষ্ঠ আসমানের দিকে গমন করলেন। সেখানেও ফেরেশ্তারা পূর্বের মতই বললেন। সর্বশেষে তিনি নবী ﷺ-কে নিয়ে সপ্তম আসমানে গমন করলে সেখানেও ফেরেশ্তারা তাঁকে পূর্বের ফেরেশ্তাদের মতো বললেন। প্রত্যেক আসমানেই নবীগণ রয়েছেন। নবী ﷺ তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে আমি সংরক্ষিত করেছি যে, দ্বিতীয় আসমানে ইদ্রৌস (আ), চতুর্থ আসমানে হারুন (আ), পঞ্চম আসমানে অন্য একজন নবী, যায় নাম আমি স্বরণ রাখতে পারিনি। ষষ্ঠ আসমানে রয়েছেন ইব্রাহীম (আ) এবং আল্লাহর সাথে বাক্যালাপের মর্যাদার কারণে মূসা (আ) আছেন সপ্তম আসমানে। সে সময় মূসা বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো ধারণা করিনি আমার ওপর কাউকে উচ্চমর্যাদা দান করা হবে। তারপর নবী ﷺ-কে এত উর্ধ্বে আরোহণ করান হলো, যা সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না। অবশ্যে তিনি ‘সিদ্রাতুল মুনতাহায়’ আগমন করলেন। এখানে প্রবল পরাক্রমশালী আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী হলেন। অতি নিকটবর্তীর ফলে তাঁদের মধ্যে দু’ধনুকের ব্যবধান রইল অথবা তারও কম। তখন আল্লাহ তাঁর প্রতি ওহী পাঠালেন। অর্থাৎ তাঁর উম্মতের উপর রাত ও দিনে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায আদায়ের কথা ওহীযোগে পাঠানো হলো। তারপর নবী ﷺ অবতরণ করেন। আর মূসার কাছে পৌছলে মূসা (আ) তাঁকে আটকিয়ে বললেন, হে মুহাম্মদ! আপনার প্রতিপালক আপনাকে কি নির্দেশ দিলেন? নবী ﷺ বললেন, রাত ও দিনে পঞ্চাশ বার নামায আদায়ের। তখন মূসা (আ) বললেন, আপনার উম্মত তা আদায়ে সক্ষম হবে না। সুতরাং আপনি ফিরে যান, তাহলে আপনার প্রতিপালক আপনার এবং আপনার উম্মতের থেকে এ আদেশটি সহজ করে দেবেন। তখন নবী ﷺ জিব্রাইলের দিকে এমনভাবে লক্ষ্য করলেন, যেন তিনি এ বিষয়ে তাঁর থেকে পরামর্শ চাচ্ছিলেন। জিব্রাইল (আ) তাঁকে ইঙ্গিত করে বললেন, হ্যাঁ। আপনি চাইলে তা হতে পারে। তাই তিনি নবী ﷺ-কে নিয়ে প্রথমে আল্লাহর কাছে গেলেন। তারপর নবী ﷺ যথাস্থানে থেকে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মত এটি আদায়ে সক্ষম হবে না। তখন আল্লাহ দশ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিলেন। এরপর মূসা (আ)-এর কাছে ফিরে আসলে তিনি তাঁকে নামালেন। এভাবেই মূসা তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের কাছে পাঠাতে থাকলেন। পরিশেষে পাঁচ ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকল। পাঁচ সংখ্যায়ও মূসা (আ) তাঁকে থামিয়ে বললেন, হে মুহাম্মদ! আমি আমার বনী ইসরাইল কাওমের কাছে এর চেয়েও সামান্য কিছু পেতে চেয়েছি। তদুপরি তারা দুর্বল হয়েছে এবং পরিত্যাগ করেছে। অথচ আপনার উম্মত দৈহিক, মানসিক, শারীরিক দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি সব দিকে আরো দুর্বল। সুতরাং আপনি আবার যান এবং আপনার প্রতিপালক থেকে নির্দেশটি আরো সহজ করে আনুন। প্রতিবারই নবী ﷺ পরামর্শের জন্য জিব্রাইলের দিকে তাকাতেন। পঞ্চমবারেও জিব্রাইল তাঁকে নিয়ে গমন করলেন। নবী ﷺ বললেনঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মতের শরীর, মন, শ্রবণশক্তি ও দেহ নিতান্তই দুর্বল। তাই নির্দেশটি আমাদের থেকে আরো সহজ করে দিন। এরপর পরাক্রমশালী আল্লাহ বললেনঃ মুহাম্মদ! নবী ﷺ বললেন, আমি আপনার দরবারে হায়ির, বারবার হায়ির। আল্লাহ বললেন, আমার বাণীর কোন প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধন হয় না। আমি তোমাদের উপর যা ফরয করেছি তা ‘উম্মুল কিতাব’ তথা লাওহে মাহফুয়ে সংরক্ষিত আছে। প্রতিটি

নেক আমলের দশটি নেকী রয়েছে। উম্মুল কিতাবে নামায পঞ্চাশ ওয়াক্তই লিপিবদ্ধ আছে। তবে আপনার ও আপনার উম্মতের জন্য তা পাঁচ ওয়াক্ত করা হলো। এরপর নবী ﷺ মূসার কাছে প্রত্যাবর্তন করলে মূসা (আ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি ব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন? নবী ﷺ বললেন, আল্লাহ্ আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে প্রতিটি নেক আমলের বিনিময়ে দশটি সাওয়াব নির্ধারণ করেছেন। তখন মূসা (আ) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি বনী ইসরাইলের কাছ থেকে এর চাইতেও সামান্য জিনিসের প্রত্যাশা করছি। কিন্তু তারা তাও আদায় করেনি। আপনার প্রতিপালকের কাছে আপনি আবার ফিরে যান, যেন তিনি আরো একটু কমিয়ে দেন। এবার নবী ﷺ বললেন, হে মূসা, আল্লাহর কসম! আমি আমার প্রতিপালকের কাছে বারবার গিয়েছি। আবার যেতে লজ্জাবোধ করছি, যেন তাঁর সাথে মতান্তর করছি। এরপর মূসা (আ) বললেন, অবতরণ করতে পারেন আল্লাহর নামে। এ সময় নবী ﷺ জগ্ধত হয়ে দেখলেন, তিনি মসজিদে হারামে আছেন।

## ٣١٤. بَابُ كَلَامِ الرَّبِّ مَعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ

৩১৪০. অনুচ্ছেদ ৪ জান্নাতবাসীদের সাথে প্রতিপালকের বাক্যালাপ

٧.١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُونَ لَبِّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدِيْكَ وَالْخَيْرُ فِيْ يَدِيْكَ فَيَقُولُ هَلْ رَضِيْتُمْ فِيْ قُولُونَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضِيْ يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَالَمْ تُعْطِيْ أَحَدًا مِنْ خَلْقَكَ فَيَقُولُ أَلَا أَعْطِيْكُمْ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُونَ يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ أَحَلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِيْ فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدُهُ أَبْدًا -

৭১০। ইয়াহুইয়া ইব্ন সুলায়মান (র)..... আবু সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ জান্নাতবাসীদেরকে বলবেন, হে জান্নাতীগণ! তখন জান্নাতীগণ বলবেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা হায়ির, আপনার কাছে হায়ির হতে পেরে আমরা সৌভাগ্যবান। কল্যাণ আপনারই হাতে। আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা সন্তুষ্ট হয়েছ কি? তারা বলবেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা কেন সন্তুষ্ট হব না! অথচ আপনি আর কোন সৃষ্টিকে যা দান করেননি, তা আমাদেরকে দান করেছেন। তখন আল্লাহ্ বলবেন, আমি কি তোমাদেরকে এর চাইতেও উত্তম জিনিস দান করব না! তারা বলবেন, হে প্রতিপালক! এর চাইতে উত্তম বস্তু কোন্টি? আল্লাহ্ বলবেন, তোমাদের ওপর আমার সন্তুষ্টি নির্ধারিত করলাম। এরপর আমি তোমাদের উপর কখনো অসন্তুষ্ট হবো না।

٧.١١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا هَلَالٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيًّا ﷺ كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ فَقَالَ لَهُ أَوْلَسْتَ فِيمَا شِئْتَ قَالَ بَلَى

وَلَكِنِي أُحِبُّ أَنَّ أَزْرَعَ فَأَسْرَعَ وَبَذَرَ فَتَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاوَهُ وَاسْتَحْصَادُهُ  
وَتَكْوِيرُهُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ فَيَقُولُ اللَّهُ دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ فَقَالَ  
الْأَعْرَابِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَجِدُ هَذَا إِلَّا قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا فَانَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ  
فَامَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِاصْحَابِ زَرْعٍ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ لَا تَجِدُ

**৭০১১** মুহাম্মদ ইব্ন সিনান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একদা আলোচনারত ছিলেন। তখন তাঁর সেখানে একজন গ্রাম্য লোকও উপস্থিত ছিল। নবী ﷺ বলছিলেন, একজন জান্নাতবাসী অনুমতি প্রার্থনা করবে কৃষিকার্য করার জন্য। আল্লাহ্ তাকে বলবেন, তুমি যা চাও তা কি পাওনি? সে বলবে, হ্যাঁ, পেয়েছি। তবে আমি কৃষিকার্য করতে পছন্দ করছি। অতি সতর ব্যবস্থা করা হবে। এবং বীজ বোনা হবে। তখনই নিমিষে চারা গজাবে, সোজা হয়ে দাঁড়াবে এবং তা কাটা হবে আর তা পর্বত পরিমাণ স্ফূর্পীকৃত করা হবে। আল্লাহ্ তখন বলবেন, হে আদম সত্তান! লও। কারণ, তোমাকে কোন কিছুই তৃষ্ণি দেবে না। এমন সময় জনৈক বেদুঈন বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ লোকটিকে আপনি কুরাইশী কিংবা আনসারী পাবেন। কেননা, তাঁরা হলেন কৃষিজীবী। আর আমরা কৃষিজীবী নই! এতে রাসূলাল্লাহ ﷺ হেসে দিলেন।

٣١٤١ بَابُ ذِكْرِ اللَّهِ بِالْأَمْرِ وَذِكْرُ الْعِبَادِ بِالدُّعَاءِ وَالْتُّضْرِعِ وَالرِّسَالَةِ وَالْأَبْلَاغِ لِقَوْلِهِ  
تَعَالَى فَذَكْرُونِي أَذْكُرْكُمْ ، وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَنُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمَ إِنْ كَانَ كَبُرَ  
عَلَيْكُمْ مَقَامِيْ وَتَذَكِيرِيْ بِأَيَّاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكِّلْتُ فَاجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرْكَاءَكُمْ ثُمَّ  
لَا يَكُنْ أَمْرَكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَّةٌ إِلَى قَوْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، غَمَّةٌ عُمُّ وَضِيقٌ قَالَ مُجَاهِدٌ  
أَفْضُوا إِلَى مَا فِي أَنفُسِكُمْ يُقَالُ أَفْرُقْ فَافْضِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ  
الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ انسَانٌ يَأْتِيَهُ فَيَسْتَمِعُ مَا يَقُولُ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ فَهُوَ أَمِنٌ حَتَّى  
يَأْتِيَهُ فَيَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ وَحَتَّى يَبْلُغَ مَآمِنَهُ حِينَتْ جَاءَ النَّبِيُّ الْعَظِيمُ الْقُرْآنُ صَوَابًا  
حَقًا فِي الدُّنْيَا وَعَمَلٌ بِهِ

৩১৪১. অনুচ্ছেদ ৪: নির্দেশের মাধ্যমে আল্লাহ্ কর্তৃক বান্দাকে স্বরণ করা। এবং দোয়া, মিনতি, বার্তা ও বাণী প্রচারের মাধ্যমে বান্দা কর্তৃক আল্লাহহকে স্বরণ করা। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ৪ তোমরা আমাকে স্বরণ করো, আমি তোমাদের স্বরণ করব। তাদেরকে নৃ-এর বৃত্তান্ত শোনাও, সে তাঁর সম্পদায়কে বলেছিল, হে আমার সম্পদায়! আমার অবস্থিতি ও আল্লাহহ নির্দশন দ্বারা আমায় উপদেশ দান তোমাদের কাছে যদি দুঃসহ হয়, তবে আমি তো আল্লাহহ উপর নির্ভর করি, তোমরা যাদেরকে শরীক করেছ, তা-সহ তোমাদের কর্তব্য দ্বির করে লও, পরে যেন কর্তব্য বিষয়ে তোমাদের কোন সংশয় না থাকে। আমি তো আস্ত্বসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত (১০ ৪ ৭১-৭২)

—এর অর্থ পেরেশানী, সক্ষট। মুজাহিদ (র) বলেন, তুমি স্পষ্ট করে বল, তবে আমি ফায়সালা দেব। মুজাহিদ (র) বলেন—افرق فاقض، তুমি স্পষ্ট করে বল, তবে আমি কোন ব্যক্তি নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ—এর কাছে এসে তাঁর অথবা কুরআনের বাণী শুনতে চাইলে সে নিরাপদ স্থানে গিয়ে পৌছা প্রয়স্ত নিরাপত্তা ও আশ্রয়প্রাপ্ত বলে স্বীকৃত। **النَّبَّا الْعَظِيمُ**—এর অর্থ আল-কুরআন, এর অর্থ দুনিয়ায় হক (কথা) বলেছে এবং এতে (নেক) আমল করেছে।

**٢١٤٢ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ :** فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا ، وَقَوْلُهُ : وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ  
الْعَالَمِينَ ، وَقَوْلُهُ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخْرَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَيَّ الَّذِينَ  
مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَخْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ  
مِنَ الشَاكِرِينَ وَقَالَ عِزْرَمَةُ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ  
مِنْ خَلْقِهِمْ وَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَيَقُولُونَ اللَّهُ فَذِلِكَ اِيمَانُهُمْ وَهُمْ يَعْبُدُونَ  
غَيْرَهُ وَمَا ذُكِرَ فِي خَلْقِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ وَأَكْتَسَابِهِمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدْرَهُ  
تَقْدِيرًا ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَا تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ بِالرِّسَالَةِ وَالْعَذَابِ ، لِيَسَأَلَ  
الصَّادِقِينَ الْمُبَلَّغِينَ الْمَؤْدِينَ مِنَ الرُّسُلِ وَإِنَّهُ حَافِظُونَ عِنْدَنَا وَالَّذِي جَاءَ  
بِالصَّدْقِ بِالْقُرْآنِ وَصَدَقَ بِهِ الْمُؤْمِنُ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَذَا الَّذِي أَعْطَيْتَنِي عَمِلِتُ  
بِمَا فِيهِ

৩১৪২. অনুচ্ছেদ : আল্লাহু তা'আলার বাণী : সুতরাং জেনেশনে কাউকেও আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করো না (২ : ২২)। এবং তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করতে চাও? তিনি তো জগতসমূহের প্রতিপালক (২ : ৯)। এবং তারা আল্লাহর সঙ্গে কোন ইলাহকে ভাকে না (২৫ : ৬৮)। তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী হয়েছে। তুমি আল্লাহর শরীক হিঁর করলে তোমার কর্ম তো নিষ্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত। অতএব, তুমি আল্লাহরই ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞ হও। (৩৯ : ৬৫, ৬৬)

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইক্রিমা (র) বলেন, তাদের অধিকাংশ আল্লাহতে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁর শরীক করে (১২ : ১০৬)। যদি তাদেরকে তুমি জিজ্ঞাসা কর, আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছে কে? তারা বলবে, আল্লাহ! এটিই তাদের বিশ্বাস। অথচ তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করছে। বাস্তার কর্ম ও অর্জন সবই সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। কারণ আল্লাহ ইরশাদ করছেন। বাস্তবে কর্ম করে পরিমিত সৃষ্টি করেছেন যথাযথ অনুপাতে (২৫ : ২)।

মুজাহিদ (র) বলেন, আমি ফেরেশ্তাগণকে প্রেরণ করি না হক ব্যতীত ..... (১৫ : ৮)। এখানে 'হক' শব্দের অর্থ রিসালাত ও আয়ার। সত্যবাদীদের তাদের সত্যবাদিতা সংবলে জিজ্ঞাসা করার জন্য (৩৩ : ৮)। এখানে শব্দের অর্থ মানুষের কাছে যেসব রাসূল আল্লাহর বাণী পৌছান। এবং

আমিই এর সংরক্ষক (১৫ : ৯)। আমাদের কাছে রয়েছে এর সংরক্ষণকারিগণ — যারা সত্য এনেছে (৩৯ : ৩৩)। এখানে — صدق بـ - এর অর্থ ঈমানদার। কিয়ামতের দিন ঈমানদার বলবে, আপনি আমাকে যা দিয়েছিলেন, আমি সে অনুযায়ী আমল করেছি।

**৭.১২** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الذَّنْبُ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًا وَهُوَ خَلَقَكَ، قُلْتُ أَنَّ ذَلِكَ لَعْظِيمٌ، قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ تَزَانِي بِحَلِيلَةٍ جَارِكَ۔

**৭০১২** ১. জাহামীয়াদের  
২. মাঝে মাঝে কৃতায়বা ইবন সাইদ (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহর কাছে গুনাহ কোন্টি সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন : আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এটি অবশ্যই বড় গুনাহ। এরপর কোন্টি? তিনি বললেন : তোমার সন্তান তোমার সঙ্গে থাবে এই আশংকায় তাকে হত্যা করা। আমি বললাম, এরপর কোন্টি? তিনি বললেন, এরপর তুমি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করা।

**৩১৪৩** بَابُ قَوْلِهِ : وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ

৩১৪৩. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তোমরা কিছু গোপন করতে না এ বিশ্বাসে যে, তোমাদের কান, চক্ষু এবং ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না। উপরন্তু তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না (৪১ : ২২)

**৭.১৩** حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ ثَقَفِيَّانَ وَقُرَشِيَّانَ أَوْ قُرَشِيَّانَ وَثَقَفِيَّ كَثِيرٌ شَحْمٌ بُطُونِهِمْ قَلِيلٌ فَقِهٌ قُلُوبُهُمْ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَتَرُونَ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ؟ قَالَ الْآخَرُ يَسْمَعُ أَنْ جَهَرْنَا، وَلَا يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا وَقَالَ الْآخَرُ أَنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارَكُمْ أَلَيْهَ

**৭০১৩** হমায়দী (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন বায়তুল্লাহর কাছে একত্রিত হলো দু'জন সাকাফী ও একজন কুরাইশী অথবা দু'জন কুরাইশী ও একজন সাকাফী। তাদের পেট চর্বিতে পরিপূর্ণ ছিলো বটে; তবে তাদের হৃদয়ে নিতান্তই স্বল্প অনুধাবন ক্ষমতা ছিল। এরপর তাদের একজন বলে উঠল, তোমাদের অভিপ্রায় কি? আমরা যা বলছি আল্লাহ কি সবই শুনতে পান? দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, হ্যাঁ শোনেন, যদি আমরা উচ্চস্বরে বলি। আর যদি চুপে চুপে বলি, তবে তা আর শোনেন না। তৃতীয় জম বলল,

যদি তিনি উচ্চস্থরে বললে শোনেন, তা হলে অনুচ্ছেদে বললেও শুনবেন। এরই প্রক্ষাপটে মহান আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতিং অবতীর্ণ করলেন : তোমরা কিছু গোপন করতে না এই বিশ্বাসে যে, তোমাদের কান, চক্ষু তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না.... আয়াতের শেষ পর্যন্ত। (৪১ : ২২)

**২১৪৪ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ :** كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَاءٍ، وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٌ  
وَقَوْلُ اللَّهِ : لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ، وَأَنَّ حَدَثَةً لَا يَشْبَهُ حَدَثَ الْمَخْلُوقِينَ،  
لِقَوْلِهِ : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ  
إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ أَنْ لَا تَكَلِّمُوا فِي الصَّلَاةِ-

৩১৪৪. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কাজে রাত (৫৫ : ২৯)। যখনই তাদের কাছে দয়াময়ের নিকট হতে কোন নতুন উপদেশ আসে (২৬ : ৫)। হয়ত আল্লাহ এরপর কোন উপায় করে দেবেন (৬৫ : ১)। তিনি যদি কিছু বলেন, সৃষ্টির কথার মত হয় না। কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নেই। তিনি সব কিছু শোনেন, সব কিছু দেখেন (৪২ : ১১)। ইবন মাসউদ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা নতুন কিছু আদেশের ইচ্ছা করলে তা করেন। তন্মধ্যে নতুন নির্দেশের মধ্যে এটিও যে, তোমরা নামাযের মধ্যে কথা বলো না।

**৭.১৪** حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ  
عَكْرَمَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ كُتُبِهِمْ وَعِنْ دُكْمُ كِتَابِ اللَّهِ  
أَقْرَبُ الْكُتُبِ عَهْدًا بِاللَّهِ تَقْرُؤُنَهُ مَحْضًا لَمْ يُشَبِْ -

৭০১৪ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা আহলে কিতাবদেরকে তাদের কিতাব সম্পর্কে কিভাবে প্রশ্ন করে থাক? অথচ তোমাদের কাছে মহান আল্লাহর কিতাব বিদ্যমান রয়েছে — যা অপরাপর আসমানী কিতাবের তুলনায় আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়, যা তোমরা (অহরহ) পাঠ করছ, যা পুরো খাঁটি, যেখানে কোন প্রকারের ভেজালের লেশ নেই।

**৭.১৫** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ  
عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسَ قَالَ يَا مَعْشِرَ الْمُسْلِمِينَ كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ  
عَنْ شَيْءٍ وَكَتَابُكُمُ الدِّيْনِ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّكُمْ أَحْدَثَ الْأَخْبَارِ بِاللَّهِ مَحْضًا لَمْ يُشَبِْ  
وَقَدْ حَدَّثَكُمُ اللَّهُ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ بَدَلُوا مِنْ كُتُبِ اللَّهِ وَغَيْرُوْ فَكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمْ  
الْكُتُبَ قَالُوا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوْ بِذَلِكَ ثَمَنًا قَلِيلًا أَوْ لَا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ  
الْعِلْمِ عَنْ مَسْئَلَتِهِمْ وَلَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا رَجُلًا مِنْهُمْ يَسْأَلُكُمْ عَنِ الدِّيْنِ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ

৭০১৫ আবুল ইয়ামান (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে মুসলিম সমাজ! তোমরা কি করে আহলে কিতাবদেরকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর? অথচ তোমাদের সে কিতাব যেটি

আল্লাহ্ পাক তোমাদের নবীর ওপর অবতীর্ণ করেছেন, তা আল্লাহর কিতাবগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সময়োপযোগী। যা সনাতন ও নির্ভেজাল। অথচ আল্লাহ্ তোমাদেরকে বলে দিয়েছেন, আহলে কিতাবগণ আল্লাহর কিতাবসমূহকে রদবদল করেছে এবং স্বহস্তে লিখে দাবি করছে এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। এর দ্বারা তারা তুচ্ছ সুবিধা লুটতে চাচ্ছে। তোমাদের কাছে যে ইল্ম বিদ্যমান রয়েছে, তা কি তোমাদেরকে তাদের কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করতে বাধা দিচ্ছে না? আল্লাহ্'র কসম! তাদের কাউকে তোমাদের ওপর অবতীর্ণ বিষয় সম্পর্কে কখনো জিজ্ঞাসা করতে আমি দেখি না।

**٣١٤٥ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ : لَا تَحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ ، وَفِعْلُ النَّبِيِّ مُبَشِّرٍ حَيْثُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُبَشِّرٍ قَالَ اللَّهُ أَنَا مَعَ عَبْدِي ذَكَرَنِي وَتَحْرَكْتُ بِي شَفَّاتَهُ**

৩১৪৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্'র বাণী : তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা এর সাথে সঞ্চালন করো না (৭৫ : ১৬)। ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় নবী ﷺ এমনটি করেছেন। আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ বলেন, আমি আমার বান্দার সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত থাকি, যতক্ষণ সে আমাকে স্মরণ করে এবং আমার জন্য তার ঠোঁট দু'টো নাড়াচাড়া করে

**٧.١٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ لَا تَحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ مُبَشِّرٌ يُعَالِجُ مِنَ التَّنَزِيلِ شَدَّةً كَانَ يُحَرِّكُ شَفَّاتِهِ فَقَالَ لِأَبْنِ عَبَّاسٍ أُحْرِكُهُمَا لَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مُبَشِّرٌ يُحَرِّكُهُمَا فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا أُحْرِكُهُمَا كَمَا كَانَ أَبْنُ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا فَجَرَكَ شَفَّاتِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ : لَا تَحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلِيِّنَا جَمْعَةً وَقُرْآنَهُ قَالَ جَمْعَةً لَكَ فِي صَدْرِكَ ثُمَّ نَقْرُؤُهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ ثُمَّ إِنَّ عَلِيِّنَا أَنْ تَقْرَأَهُ قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ مُبَشِّرٌ إِذَا آتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمِعْ فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ مُبَشِّرٌ كَمَا أَقْرَأَهُ -**

৭০১৬ কুতায়বা ইব্ন সাইদ (র) ..... ইব্ন আবুবাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্'র বাণী : “কুরআনের কারণে আপনার জিহ্বা নাড়াচাড়া করবেন না”, এ আয়ত প্রসঙ্গে বলেন, ওহী অবতীর্ণ হওয়া শুরু হলে নবী ﷺ খুবই কষ্টসাধ্য অবস্থার সম্মুখীন হতেন, যে কারণে তিনি ঠোঁট দুটি নাড়াচাড়া করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, ইব্ন আবুবাস (রা) আমাকে বললেন, আমি তোমাকে বোঝানোর জন্য ঠোঁট দুটি সেভাবে নাড়ছি, যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ নেড়েছিলেন। এরপর বর্ণনাকারী সাইদ (র) বললেন, আমিও ঠোঁট দুটি তেমনি নেড়ে দেখাচ্ছি, যেমনি ইব্ন আবুবাস (রা) নেড়ে আমাকে দেখিয়েছিলেন। তিনি তাঁর ঠোঁট দুটি নাড়লেন। নবী ﷺ -এর এ অবস্থা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন : তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা এর সাথে সঞ্চালন করো না, এর সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমারই (৭৫ : ১৬, ১৭)।

তিনি বলেন, -এর অর্থ আপনার বক্ষে তা এভাবে সংরক্ষিত করা, যেন পরে তা পড়তে সক্ষম হন। সুতরাং আমি যখন তা পাঠ করি, তুমি সে পাঠের অনুসরণ কর (৭৫ : ১৮)। এর অর্থ হচ্ছে আপনি তা শ্রবণ করুন এবং চুপ থাকুন। এরপর আপনি কুরআন পাঠ করবেন সে দায়িত্ব আমাদের উপর। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর নবী ﷺ-এর কাছে জিব্রাইল (আ) যখন আসতেন, তিনি তখন একাঞ্চিতে তা শ্রবণ করতেন। জিব্রাইল (আ) চলে গেলে তিনি ঠিক তেমনিভাবে পাঠ করতেন, যেমনি তাঁকে পাঠ করিয়েছেন।

**٢١٤٦ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ : وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ لَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الْطَّيِّفُ الْخَبِيرُ ، يَتَخَافَّوْنَ يَتَسَارُونَ**

৩১৪৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশেই বল তিনি তো অন্তর্যামী (৬৭ : ১৩)। (আল্লাহর বাণী) : যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত (৬৭ : ১৪)। -এর অর্থ -**يَتَسَارُونَ** (চুপে চুপে পড়ে) -**يَتَخَافَّوْنَ** (৭০. ১৭)

**٧. ١٧ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا ، قَالَ نَزَّلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُخْتَفِي بِمَكَّةَ فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِاصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ فَإِذَا سَمِعَهُ الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ أَيْ بِقِرَاءَتِكَ فَيَسْمَعُ الْمُشْرِكُونَ فَيَسْبُّوا الْقُرْآنَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا عَنْ أَصْحَابِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمْ وَابْتَغْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا-**

৭০১৭. উমর ইবন যুরারা (র)..... ইবন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহর বাণী : নামাযে স্বর উচ্চ করবে না এবং অতিশয় ক্ষীণও করবে না... (১৭ : ১১০) — এ প্রসঙ্গে বলেন, এ নির্দেশ যখন নায়িল হল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মুক্তায় গোপনে অবস্থান করতেন। অথচ তিনি যখন সাহাবীগণকে নিয়ে নামায আদায় করতেন, কুরআন উচ্চস্বরে পড়তেন। মুশরিক্রা এ কুরআন শুনলে কুরআন, কুরআন-এর অবতীর্ণকারী এবং বাহক সবাইকে গালমন্দ করত। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ-কে বলে দিলেন, - আপনার নামাযকে এমন উচ্চস্বরে করবেন না অর্থাৎ আপনার কিরাআতকে। তাহলে মুশরিক্রা শুনতে পেয়ে কুরআন সম্পর্কে গালমন্দ করবে। আর এ কুরআন আপনার সাহাবীদের কাছে এত ক্ষীণ রবেও পড়বেন না, যাতে আপনার কিরাআত তারা শুনতে না পায়। বরং এ দুঃয়ের মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করুন।

**٧. ١٨ حَدَّثَنَا عَبَيْدُ بْنُ اسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَزَّلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا فِي الدُّعَاءِ-**

৭০১৮. উবায়দ ইবন ইসমাইল (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতটি “আপনি আপনার নামাযকে উচ্চস্বরেও পড়বেন না এবং ক্ষীণও করবেন না” দোষা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

٧.١٩ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ مِنَ الْمُ يَتَغَفَّنَ بِالْقُرْآنِ وَزَادَ غَيْرُهُ يَجْهَرُ بِهِ-

৭০১৯ ইসহাক (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ভাল আওয়াজে কুরআন পড়ে না, সে আমাদের নয়। আবু হুরায়রা (রা) ছাড়া অন্যরা ‘উচ্চস্বরে কুরআন পড়ে না’ কথাটুকু বৃদ্ধি করেছেন।

٣١٤٧ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَرَجُلٌ يَقُولُ لَوْ أُوتِينَتْ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذَا فَعَلْتُ كَمَا يَفْعُلُ فَبَيِّنَاهُ اللَّهُ أَنَّ قِيَامَةَ بِالْكِتَابِ هُوَ فِعْلُهُ وَقَالَ وَمِنْ أَيَّاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافُ أَسْنَاتِكُمْ وَالْوَانِكُمْ، وَقَالَ : وَافْعُلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ-

৩১৪৭. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ -এর বাণী : এক ব্যক্তিকে আল্লাহ কুরআন দান করেছেন। সে রাতদিন তা পাঠ করছে। আরেক ব্যক্তি বলে, এ ব্যক্তিকে যা দেওয়া হয়েছে, আমাকে যদি তা দেওয়া হতো, আমিও সেরূপ করতাম যেরূপ সে করছে। এই প্রক্ষিতে আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেন, ব্যক্তিটির কুরআনের সাথে কায়েম থাকার অর্থ তার কুরআন তিলাওয়াত করা। এবং তিনি বললেন, তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য (৩০ : ২২) নবী ﷺ তিলাওয়াত করলেন, — وَافْعُلُوا الْخَيْرَ لَعْلَكُمْ تُفْلِحُون — সৎকর্ম কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার (২২ : ৭৭)

٧.٢٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَحَاسِدُ أَلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتَوَهُّ مِنْ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَأَنَاءَ النَّهَارِ فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أُوتِيَتْ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذَا فَعَلْتُ كَمَا يَفْعُلُ، وَرَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ فَيَقُولُ لَوْ أُوتِيَتْ مِثْلُ مَا أُوتِيَ عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ مَا عَمِلَ-

৭০২০ কুতায়রা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুটি বিষয় ছাড়া ঈর্ষা করা যায় না। এক ব্যক্তি হচ্ছে, আল্লাহ যাকে কুরআন দান করেছেন, আর সে দিবারাত্রি তা তিলাওয়াত করে। অপর ব্যক্তি বলে, এ লোকটিকে যা দেওয়া হয়েছে, আমাকে যদি অনুরূপ দেওয়া হতো, তা হলে আমিও অনুরূপ করতাম, সে যেরূপ করছে। আরেক ব্যক্তি হচ্ছে সে, যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দিয়েছেন। ফলে সে তা যথাযথভাবে ব্যয় করছে। তখন অপর ব্যক্তি বলে, একে যা দেওয়া হয়েছে, আমাকেও যদি অনুরূপ দেওয়া হতো, আমিও তাই করতাম, সে যা করেছে।

٧.٢١ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَأَنَاءَ النَّهَارِ ، وَرَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفَقُهُ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَأَنَاءَ النَّهَارِ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ سُفِيَّانَ مِرَارًا لَمْ أَسْمَعْهُ يَذْكُرُ الْخَبَرَ وَهُوَ مِنْ صَحِيحِ حَدِيثِهِ

৭০২১ آগী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... সালিম তার পিতা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একমাত্র দু'টি বিষয়েই সৰ্বা করা যায়। একজন হচ্ছে, যাকে আল্লাহ কুরআন দান করেছেন, আর সে তা রাতদিন তিলাওয়াত করে, আরেকজন হচ্ছে, যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন আর সে রাতদিন তা ব্যয় করে। আমি সুফিয়ান (র)-কে একাধিকবার শুনেছি কিন্তু তাকে উল্লেখ করতে শুনিনি। অর্থাৎ এটি তার বিশুদ্ধ হাদীসগুলোর অন্যতম।

٣١٤٨ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ : يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ مِنْ اللَّهِ الرِّسَالَةُ وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ ، وَقَالَ : لَيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ ، وَقَالَ : أَبْلَغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّيِّنَا ، وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَيِّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ : إِذَا أَعْجَبَكَ حُسْنُ عَمَلٍ أَمْرِيْ فَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيِّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَا يَسْتَخْفِفْنَكَ أَحَدٌ ، وَقَالَ مَعْمَرٌ : ذَلِكَ الْكِتَابُ هَذَا الْقُرْآنُ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ بِيَانٍ وَدِلَالَةً كَقَوْلِهِ : ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ هَذَا حُكْمُ اللَّهِ لَأَرِيبَ فِيهِ لَا شَكٌ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ يَعْنِي هَذِهِ أَعْلَامُ الْقُرْآنِ وَمِثْلُهُ : حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرِينَ بِهِمْ يَعْنِي بِكُمْ ، وَقَالَ أَنَسُ : بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالَهُ حَرَاماً إِلَى قَوْمٍ وَقَالَ أَتُؤْمِنُونِي أَبْلَغُ رِسَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ

৩১৪৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা প্রচার কর। যদি না কর তবে তো তুমি বার্তা প্রচার করলে না (৫ : ৬৭)। যুহুরী (র) বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে হচ্ছে বার্তা প্রেরণ আর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দায়িত্ব হলো পৌছানো, আর আমাদের কর্তব্য হলো মেনে নেওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন : রাসূলগণ তাঁদের প্রতিপালকের বাণী পৌছে দিয়েছেন কিনা তা জানার জন্য (৭২ : ২৮)। তিনি আরো বলেন : আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর বার্তাসমূহ পৌছে দিচ্ছি। কাব ইবন মালিক (রা) যখন নবী ﷺ -এর সঙ্গে (তাবুক যুদ্ধে শরীক হওয়া ) থেকে পিছনে রয়ে গেলেন, তখন আল্লাহ বলেন : আল্লাহ তো তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করবেন এবং তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণও (৯ : ১০৫)। আয়েশা (রা) বলেন, কারো ভালো কাজে

তোমাকে আনন্দিত করলে বলো, আমল কর, তোমার এ আমল আল্লাহ্, আল্লাহ্র রাসূল, সমস্ত মু'মিন দেখবেন। আর তোমাকে কেউ যেন বিচলিত করতে না পারে।

মা'মার (র) বলেন, এর অর্থ এ কুরআন, -**هَذِي لِلْمُتَقِينَ**,  
এর অর্থ এ কুরআন, -**لِرَبِّ فِيهِ**,  
এর অর্থ এটি আল্লাহ্ হকুম।  
এর অর্থ এটি আল্লাহ্ অর্থাৎ এগুলো কুরআনের নিদর্শন।  
এর উদাহরণ আল্লাহহই  
বাণীঃ যখন তোমরা নৌকায় অবস্থান করো আর চলতে থাকে সেগুলো তাদের নিয়ে।  
এখানে -**بِهِمْ**  
অর্থাৎ তোমাদের নিয়ে।  
আনাস (রা) বলেন, নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ তাঁর মামা হারমকে তাঁর গোত্রের কাছে  
পাঠালেন। তিনি সেখানে গিয়ে বললেন, তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর কি? আমি আল্লাহ্র রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ  
-এর বার্তা পৌছিয়ে দিচ্ছি। এই বলে তিনি তাদের সাথে আলাপ করতে লাগলেন

**7.২২** حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا  
الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّقِيفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ  
اللَّهِ الْمُزَنِيِّ وَزَيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ قَالَ الْمُغِيرَةُ أَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ  
رِسَالَةِ رَبَّنَا أَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَ صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ

**৭০২২** ফাযল ইব্ন ইয়াকুব (র)..... মুগীরা (রা) বলেন। আমাদের নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ আমাদেরকে আমাদের  
প্রতিপালকের বার্তা সম্পর্কে অবহিত করেছেন যে আমাদের মধ্য থেকে যাকে হত্যা (শহীদ) করা হবে, সে  
জান্মাতে চলে যাবে।

**7.২৩** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اسْمَاعِيلَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ  
مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا حَ وَقَالَ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا  
أَبُو عَامِرِ الْعَقْدِيِّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ  
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا مِنَ الْوَحْيِ فَلَا تُصَدِّقُهُ أَنَّ اللَّهَ  
يَقُولُ : يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْآيَةِ

**৭০২৩** মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাকে যে বলবে,  
নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ (ওহীর) কিছু জিনিস গোপন করেছেন। মুহাম্মদ (র) বলেন..... আয়েশা (রা) বলেছেন, যে ব্যক্তি  
তোমার কাছে বলে নবী صَلَّى اللّٰহُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ ওহীর কোন কিছু গোপন করেছেন, তাকে তুমি সত্যবাদী মনে করো না।  
মহান আল্লাহ্ বলেন : হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা  
প্রচার কর (৫ : ৬৭)।

**7.২৪** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ  
عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّئْبِ أَكْبَرُ عِنْ

اللَّهُ ؟ قَالَ أَنْ تَدْعُونَ لِلَّهِ نِدًا وَهُوَ خَلَقَكُمْ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلُونَ وَلَدَكُمْ أَنْ يَطْعَمُ مَعْكُمْ ، قَالَ ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ أَنْ تَزَانِي حَلِيلَةَ جَارِكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَهَا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَيْهَا أَخْرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ إِلَيْهَا حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزِنُونَ وَمَنْ يَفْعُلْ ذَلِكَ يُلْقَ أثَاماً-

**৭০২৪** কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আরয় করল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কাছে, কোন গুনাহটি সব চাইতে বড়? তিনি বললেন : আল্লাহর বিপরীত কাউকে আহবান করা অথচ তিনিই (আল্লাহ) তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সে বলল, এরপর কোনটি? তিনি বললেন : এর পর তোমার সঙ্গে আহার করবে এই ভয়ে (তোমার) সন্তানকে হত্যা করা। সে বলল, এরপর কোনটি? তিনি বললেন : এরপর তোমাদের প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা। এরই সমর্থনে আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন : এবং তারা আল্লাহর সঙ্গে কোন ইলাহকে ডাকে না। আল্লাহ যার হত্যা হারাম করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে.....(২৫ : ৬৮)

**৩১৪৯ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ :** قُلْ فَأَتُوا بِالثُّورَةِ فَاتْلُوْهَا إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ أَعْطِيَ أَهْلُ التُّورَةِ التُّورَةَ فَعَمِلُوا بِهَا، وَأَعْطِيَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا بِهِ، وَأَعْطِيْتُمُ الْقُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ وَقَالَ أَبُو رَزِينَ يَتَّلَوْنَهُ يَتَّبِعُونَهُ وَيَعْمَلُونَ بِهِ حَقَّ عَمَلِهِ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَتْلُى يَقْرَأُ ، حَسَنُ التِّلَاوَةِ حَسَنُ الْقِرَاءَةِ لِلْقُرْآنِ، لَا يَمْسِئُ لَا يَجُدُ طَعْمَةً وَنَفْعَةً إِلَّا مَنْ أَمْنَ بِالْقُرْآنِ، وَلَا يَحْمِلَهُ بِحَقِّهِ إِلَّا مُؤْمِنٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التُّورَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْخِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِثِنَسِ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الطَّالِمِينَ وَسَمَّى النَّبِيُّ ﷺ أَلْسِنَةً وَأَلْيَمَانَ وَالصَّلُوةَ عَمَلاً ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِبِلَالَ أَخْبِرِنِي بِأَرْجِي عَمَلِ عَمَلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجِي عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ إِلَّا صَلَيْتُ وَسَلَّيْتُ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ الْجِهَادُ ثُمَّ حَجَّ مَبْرُورٌ.

৩১৪৯. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তাওরাত আন এবং পাঠ কর (৩ : ৯৩)। নবী ﷺ -এর বাণী : তাওরাতের ধারকদেরকে তাওরাত দেওয়া হলে তারা সে অনুষ্যায়ী আমল করল। ইনজীলের ধারকদেরকে ইনজীল দেওয়া হলে তারাও সে অনুষ্যায়ী আমল করল। তোমাদেরকে দেওয়া হলো কুরআন, সুতরাং তোমরা এ অনুষ্যায়ী আমল কর।

আবু রায়ীন (র) বলেন, এর অর্থ তাঁর নির্দেশকে যথাযথভাবে পালন করার মাধ্যমে অনুসরণ করা। আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, অর্থ পাঠ করা হয়। অর্থ—**حسن التلاوة**

কুরআন সুন্দরভাবে পাঠ করা। **لَا يَمْسِ**—এর অর্থ কুরআনের স্বাদ ও উপকারিতা কুরআনের প্রতি বিশ্বাসীদের ব্যক্তিত না পাওয়া। কুরআনের উপর সঠিক আস্থা স্থাপনকারী ছাড়া কেউই তা যথার্থভাবে বহন করতে সক্ষম হবে না। কেননা, মহান আল্লাহ বলেন : যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল এরা তা বহন করেনি। তাদের দৃষ্টান্ত পুন্তক বহনকারী গর্দত। কত নিকৃষ্ট সে সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত! যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলে। আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (৬২ : ৫)

নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ইসলাম, ঈমান ও নামাযকে আমল নামে আখ্যায়িত করেছেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বিলাল (রা)-কে বললেন : ইসলামে থাকা অবস্থায় যেটি দ্বারা তুমি মুক্তির বেশি প্রত্যাশা, আমাকে তুমি সে আমলটি সম্পর্কে অবহিত কর। বিলাল (রা) বললেন, আমার মতে মুক্তির বেশি প্রত্যাশা রাখতে পারি যে আমলটি দ্বারা, তা হচ্ছে আমি যখনই ওয়ু করেছি, তখন নামায আদায় করেছি। নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ—কে জিজ্ঞাসা করা হলো-- কোন আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন, এরপর কবূল হওয়া হজ্জ

**٧.٢٥** حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونِسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ  
أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا بَقَاءُكُمْ فِي مِنَ الْأَمْمِ كَمَا بَيْنَ صَلَةِ الْعَصْرِ إِلَى غَرْبِ الشَّمْسِ أُوْتَى أَهْلُ التَّورَةِ فَعَمِلُوا  
بِهَا حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ عَجَزُوا فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ، ثُمَّ أُوْتَى أَهْلُ الْأَنْجِيلِ  
الْأَنْجِيلَ فَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى صُلِّيَتِ الْعَصْرُ ثُمَّ عَجَزُوا فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ، ثُمَّ  
أُوْتِيَتِ الْقُرْآنَ فَعَمِلُوكُمْ بِهِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَعْطَيْتُمْ قِيرَاطِينِ قِيرَاطِينِ فَقَالَ  
أَهْلُ الْكِتَابِ هُؤُلَاءِ أَقْلُ عَمَلاً مِنَّا وَأَكْثَرُ خَيْرًا ، قَالَ اللَّهُ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا  
؟ قَالُوا لَا قَالَ فَهُوَ فَضْلِي أُوْتِيَهُ مِنْ أَشَاءُ—

**৭০২৫** আবদান (র).....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বলেছেন : অতীত উম্মাতদের তুলনায় তোমাদের অবস্থানকালের উদাহরণ হচ্ছে, আসরের নামায এবং সূর্যাস্তের মাঝখানের সময়টুকু। তাওরাতধারীদেরকে তাওরাত প্রদান করা হলে তারা সে অনুযায়ী আমল করল। এভাবে দুপুর হয়ে গেল এবং তারাও দুর্বল হয়ে পড়ল। তাদেরকে এক কীরাত করে পারিশ্রমিক দেওয়া হল। তারপর ইনজীলের ধারকদেরকে ইনজীল দেওয়া হলে তারা সে অনুযায়ী আমল করল। এমনিতে আসরের নামায আদায় করা হল। তারাও ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তারপর তাদেরকেও এক কীরাত করে দেওয়া হল। পরিশেষে তোমাদেরকে কুরআন প্রদান করা হয়। তোমরা তদনুযায়ী আমল করেছ। এমনিতে সূর্যাস্ত হয়ে গেল। আর তোমাদেরকে দেওয়া হল দু'কীরাত করে। ফলে কিতাবীগণ বলল; এরা তো আমাদের তুলনায় কাজ করল কম, অথচ পারিশ্রমিক পেল বেশি। এতে আল্লাহ বললেন, তোমাদের হক থেকে তোমাদের কিছু যুলুম করা হয়েছে কি? এরা বলবে, না। আল্লাহ বললেন : এটিই আমার অনুগ্রহ, তা আমি যাকে চাই তাকে প্রদান করে থাকি।

## ۲۱۵۔ بَابُ وَسَمْئَى النَّبِيِّ مَلِكِ الصَّلَاةِ عَمَلاً، وَقَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

৩১৫০. অনুচ্ছেদ ৪ : নবী ﷺ নামাযকে আমল বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন ৪ : যে ব্যক্তি সূরা কাতিহা নামাযে পাঠ করল না, তার নামায আদায় হল না

**৭.২৬** حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْوَلِيدِ حَوْدَهْتَنِي عَبَادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَسْدِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبَادُ ابْنُ الْعَوَامِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ عَنْ أَبِي عَمْرِ وَالشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، وَبَرِّ الْوَالَدَيْنِ، ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔

৭০২৬ সুলায়মান (র) ও আকবাদ ইবন ইয়াকুব আসাদী (র)..... ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি (সাহাবী) নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন ৪ : যথাসময়ে নামায আদায় করা, মাতাপিতার সাথে সন্ধ্যবহার করা, অতঃপর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।

## ۲۱۶۔ بَابُ قَوْلِهِ: إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلْوَعًا ضَجُورًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنْوَعًا

৩১৫১. অনুচ্ছেদ ৪ : মহান আল্লাহর বাণী ৪ : মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্ত্রিত চিত্তরাপে। যখন বিপদ তাকে শ্পর্শ করে সে হয় হা-হ্তাশকারী আর যখন কল্যাণ শ্পর্শ করে, সে হয় অতি কৃপণ (৭০ : ১৯, ২০, ২১)

**৭.২৭** حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ قَالَ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ مَالٌ فَأَعْطَى قَوْمًا وَمَنَعَ أَخْرَيْنَ فَبَلَغَهُ أَنَّهُمْ عَتَّبُوا فَقَالَ إِنِّي أَعْطِيَ الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ الَّذِي أَدَعَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الَّذِي أَعْطَيَ، أَعْطِيَ أَقْوَاماً لِمَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ وَأَكَلُ أَقْوَاماً إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغَنَىٰ وَالْخَيْرِ مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ قَالَ عَمْرُو مَا أَحِبُّ أَنْ لَيْ بِكَلِمةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَمْرَ النَّعْمَ

৭০২৭ আবু নুমান (র)..... আম্র ইবন তাগলিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর কাছে কিছু মাল এল। এর থেকে তিনি এক দলকে দিলেন। আর একটি দলকে দিলেন না। অতঃপর তাঁর কাছে এ খবর পৌছল যে, যারা পেলো না তারা অস্ত্রুষ্ট হয়েছে। এতে তিনি বললেনঃ আমি একজনকে দিয়ে আবার আরেক জনকে দেই না। পক্ষান্তরে যাকে আমি দেই না, সে-ই আমার কাছে তুলনামূলক বেশি প্রিয়। এমন বাংলায় ইসলামিক বই ডাউনলোড করতে ভিজিট করুণঃ ইসলামি বই ডট ওয়ার্ডপ্রেস ডট কম।

## জাহামিয়াদের মতের খণ্ডন ও তাওহীদ প্রসঙ্গ

କିଛୁ ସମ୍ପଦାୟକେ ଆମି ଦିଯେ ଥାକି, ଯାଦେର ଅନ୍ତରେ ରଯେଛେ ଅଶ୍ରିତା ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ଵ । ଆର କିଛୁ ସମ୍ପଦାୟକେ ଆମି ମାଲ ନା ଦିଯେ ତାଦେର ଅନ୍ତରେ ଆଜ୍ଞାହ ଯେ ସ୍ଵଚ୍ଛତା ଓ କଳ୍ୟାଣ ରେଖେନ ତାର ଉପର ସୋପର୍ କରି । ଏଦେରଇ ଏକଜନ ହଲେନ, ଆମର ଇବନ ତାଗଲିବ (ରା) । ଆମର (ରା) ବଲେନ, ରାସୁଲୁହାହ୍ -ଏର ଏଇ ଉଡ଼ିଟାର ବିନିମୟେ ଆମି ଏକପାଲ ଲାଲ ବର୍ଣେର ଉଟେର ମାଲିକ ହୁଯାଓ ପଢନ୍ତ କରି ନା ।

٣١٥٢ بَابُ ذِكْرِ النَّبِيِّ وَرَوَايَتِهِ عَنْ رَبِّهِ

৩১৫২. অনুচ্ছেদ ৪: নবী সা কার্যালয়  
অন্তর্বিদ্যালয়  
১৮ জুন কর্তৃক তাঁর প্রতিপালক থেকে রিওয়ায়াতের বর্ণনা

٧٢٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زِيدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْهَرَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَرْوِيهُ عَنْ رَبِيعِهِ قَالَ إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَى شِبْرًا تَقَرَّبَ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِذَا قَرَبَ إِلَى ذِرَاعًا تَقَرَّبَتْ مِنْهُ بَاعًا وَإِذَا أَتَانِي مَشِيًّا أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً۔

**৭০২৮** মুহাম্মদ ইবন আবদুর রাহমান (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমার বান্দা যখন আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ নিকটবর্তী হয়, আমি তখন তার দিকে এক হাত পরিমাণ নিকটবর্তী হই। আর সে যখন আমার দিকে এক হাত পরিমাণ নিকটবর্তী হয়, আমি তখন তার দিকে দু'হাত নিকটবর্তী হই। সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই ।

٧٠٢٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَىٰ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَبُّمَا ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِذَا تَقْرَبَ الْعَبْدُ مِنِّيْ شَبَرًا تَقْرَبَتْ مِنْهُ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقْرَبَ مِنِّيْ ذِرَاعًا تَقْرَبَتْ مِنْهُ بَاعًا أَوْ بُوعًا وَقَالَ مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ أَبِي سَمِعْتُ أَنَسًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ رَبِّهِ -

৭০২৯ মুসাদাদ (র)..... আবৃ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এটি একাধিকবার  
বর্ণনা করেছেন যে, (আল্লাহু বলেন): আমার বান্দা যদি আমার কাছে এক বিঘত পরিমাণ এগিয়ে আসে,  
মাঝি তার দিকে এক হাত পরিমাণ এগিয়ে যাই। আর সে যদি আমার কাছে এক হাত পরিমাণ এগিয়ে  
যাসে, মাঝি তার দিকে দুই হাত পরিমাণ এগিয়ে যাই। বর্ণনাকারী এখানে علّب kibba علّب  
বলেছেন। মুতামির (র) বলেন, আমি আমার পিতা থেকে শুনেছি, তিনি আনাস (রা) থেকে শুনেছেন, তিনি আবৃ হুরায়রা  
(রা) কর্তৃক নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি তাঁর প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করেছেন।

٧٢٠ حَدَّثَنَا أَدْمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَهُرِيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّكُمْ قَالَ لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَارَةٌ وَالصَّوْمُ لِيٌ وَأَنَا أَجْزِيُ بِهِ وَلَخُلُوفُ فِيمَا الصَّائِمُ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمُسْكِ -

**৭০৩০**      আদম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। নবী ﷺ তোমাদের প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ প্রতিটি আমলের কাফ্ফারা রয়েছে, কিন্তু রোয়া আমার জন্যই, আমি নিজেই এর প্রতিদান প্রদান করি। রোয়া পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মিস্কের চাইতেও অধিক সুগন্ধময়।

**৭.৩১**      حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ حَوْقَالَ لِي خَلِيفَةً حَدَّثَنَا  
يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ  
فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتْئِى  
وَنَسْبَهُ إِلَى أَبِيهِ۔

**৭০৩১**      হাফস ইবন উমর ও খালীফা (র)..... ইবন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁর প্রতিপালকের কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে, মহান আল্লাহ বলেনঃ কোন বান্দাৰ জন্য এ দাবি করা সঙ্গত নয় যে, সে ইউনুস ইবন মাতার চাইতে উত্তম। এখানে ইউনুস (আ)-কে তাঁর পিতার দিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে।

**৭.৩২**      حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ  
بْنِ قُرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُفَقْلِ الْمُزْنِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتحِ عَلَى  
نَاقَةٍ لَهُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتحِ أَوْ مِنْ سُورَةِ الْفَتحِ قَالَ فَرَجَعَ فِيهَا قَالَ ثُمَّ قَرَا مُعَاوِيَةَ  
يَحْكِيَ قِرَاءَةَ بْنِ مُفَقْلٍ وَقَالَ لَوْلَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيْكُمْ لَرَجَعْتُ كَمَا رَاجَعَ أَبْنُ  
مُفَقْلٍ يَحْكِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ لِمُعَاوِيَةَ كَيْفَ كَانَ تَرْجِيْعُهُ قَالَ إِنَّمَا أَنْشَأَ ثَلَاثَ  
مَرَاتٍ۔

**৭০৩২**      আহমদ ইবন আবু সুরায়জ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন মুগাফ্ফাল আলমুয়ানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর উট্টনীর উপর উপবিষ্ট অবস্থায় সূরা ফাত্হ কিংবা সূরা ফাতহের কিছু অংশ পড়তে দেখেছি। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তারজীসহ তা পাঠ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, মুআবিয়া (র) ইবনুল মুগাফ্ফালের কিরাআত নকল করে পড়ছিলেন। তিনি বললেন, যদি তোমাদের কাছে লোকজন ডিড় জমানোর আশংকা না হত, তবে আমিও তারজী করে ঠিক সেভাবে পাঠ করতাম, যেভাবে ইবনুল মুগাফ্ফাল (রা) নবী ﷺ-এর কিরাআত নকল করে তারজী সহকারে পাঠ করেছিলেন। তারপর আমি মুআবিয়া (রা)-কে বললাম, তাঁর তারজী কিরূপ ছিল? তিনি বললেন, আ, আ, আ, তিনবার।

**৩১৫২**      بَابُ مَا يَجُورُ مِنْ تَفْسِيرِ التُّورَةِ وَكُتُبِ اللَّهِ بِالْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهَا لِقَوْلِ اللَّهِ :  
فَأَتُوا بِالْتُّورَةِ فَأَتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ - وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِيْ أَبُو سُفِيَّانُ بْنُ

বাংলাদেশ ইসলামিক বই ডাউনলোড করতে ভিজিট করুনঃ ইসলামি বই ডট ওয়ার্ডেস ডট কম।

حَرْبٌ أَنْ هِرَقْلَ دَعَا تَرْجُمَانَهُ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَأَهُ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

৩১৫৩. অনুচ্ছেদ : তাওরাত ও অপরাপর আসমানী কিতাব আরবী ইত্যাদি ভাষায় ব্যাখ্যা করা বৈধ। কেননা, আল্লাহর বাণী : যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তাওরাত আন এবং পাঠ কর (৩ : ৯৩)

ইবন আব্রাস (রা) বলেন, আবু সুফিয়ান ইবন হারর (রা) আমাকে এ খবর দিয়েছেন, ইরাক্সিয়াস তাঁর দোভাসীকে ডাকলেন। তারপর তিনি নবী ﷺ -এর পত্রখানা আনার জন্য হকুম করলেন এবং তা পড়লেন। (তাতে লিপিবদ্ধ ছিল) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম — আল্লাহর বাদ্য ও রাসূল মুহাম্মদ ﷺ -এর পক্ষ থেকে হিরাক্সিয়াসের প্রতি এ পত্র প্রেরিত। তাতে আরও লেখা ছিল ও (হে কিতাবীগণ এস সে কথায়, যা আমাদের ও তামাদের মধ্যে একই)

7.৩৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُתْمَانُ بْنُ عَمْرَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَئُونَ التَّوْرَةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لَأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ الْآيَةَ -

৩০৩৩ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে কিতাব গওরাত হিস্তি ভাষায় পাঠ করত, আর মুসলমানদের জন্য আরবী ভাষায় এর ব্যাখ্যা করত। এ প্রক্ষিতে সুলুল্লাহ তৃষ্ণা বললেন : কিতাবধারীদেরকে তোমরা বিশ্বাস করো না আবার তাদেরকে মিথ্যারোপও করো ।। বরং তোমরা আল্লাহর এ বাণীটি (আমরা আল্লাহতে এবং আমাদের ও তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঝীমান এনেছি) বল ।

7.৩৪ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ أَتِمَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ وَأَمْرَاهُ مِنَ الْيَهُودِ قَدْ زَنَيَا فَقَالَ لِلْيَهُودِ مَا تَصْنَعُونَ بِهِمَا قَالُوا نُسَخِّمُ وَجْهَهُمَا وَنُخْرِزِهِمَا قَالَ فَأَتُوا بِالْتَّوْرَةِ فَاتَّلُوْهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَجَاءُوا فَقَالُوا لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَرْضُونَ يَا أَعْوَرُ أَفْرَا فَقَرَأَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَوْضَعِ مِنْهُ فَوَاضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ قَالَ ارْفِعْ يَدَكَ فَرَفَعَ فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ بَيْنَهُ الرَّجْمِ ، وَلَكِنَّا نُكَاتِمُهُ بَيْنَنَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَرَجِمَا ، فَرَأَيْتُهُ يُجَانِي عَلَيْهَا الْحِجَارَةِ -

**৭০৩৪** মুসান্দাদ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'জন ইহুদী নারী-পুরুষকে নবী ﷺ -এর কাছে আনা হলো। তারা যিনা করেছিল। এরপর নবী ﷺ বললেনঃ তোমরা ইহুদীগণ এ যিনাকারী ও যিনাকারিগীদের সাথে কি আচরণ করে থাক? তারা বলল, আমরা এদেরকে (এক পদ্ধতিতে) মুখ কালো ও লাঞ্ছিত করে থাকি। নবী ﷺ বললেনঃ তোমরা তাওরাত এনে তা তিলাওয়াত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তারা তাওরাত নিয়ে আসল এবং তাদেরই খুশিমত এক ব্যক্তিকে ডেকে বলল, হে আওয়ার! তুমি পাঠ কর। সে পাঠ করতে লাগল। পরিশেষে এক স্থানে এসে সে তাতে আপন হাত রেখে দিল। নবী ﷺ বললেনঃ তোমার হাতটি উঠাও। সে হাত উঠাল। হঠাৎ যিনির শাস্তি পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা (রজম)-এর আয়াতটি স্পষ্টত দেখা যাচ্ছিল। তিলাওয়াতকারী বলল, হে মুহাম্মদ! এদের (দু'জনের) মধ্যখানে শাস্তি পক্ষান্তরে রজমই, কিন্তু আমরা পরম্পর তা গোপন করছিলাম। নবী ﷺ তাদেরকে রজম করার নির্দেশ দিলে তাদেরকে রজমই করা হয়। বর্ণাকারী বলেন, যিনাকারী পুরুষটিকে মেয়ে লোকটির উপর ঝুঁকে পড়ে তাকে পাথর থেকে রক্ষার চেষ্টা করতে দেখেছি।

## ٢١٥٤ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ تَبَعِيْهِ الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السُّفْرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ وَزَيْنُوا الْقُرْآنَ بِأصْوَاتِكُمْ-

৩১৫৪. অনুচ্ছেদ ৪ নবী ﷺ -এর বাণী ৪ কুরআন বিষয়ক পারদশী ব্যক্তি জানাতে সম্মানিত পৃত-পবিত্র কাতিব ফেরেশতাদের সঙ্গে থাকবে। অতএব, তোমাদের কষ্ট দ্বারা কুরআনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর।

**৭.২৫** حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَاءَ مَا أَذِنَ لِنَبِيِّ حَسَنٍ الصَّوْتُ بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ -

**৭০৩৫** ইব্রাহীম ইবন হাময়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেছেন ৪ আল্লাহ উক্তস্বরে মধুর কষ্টে কুরআন তিলাওয়াতকারী নবীর প্রতি যেরূপ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন, অন্য কিছুর প্রতি সেরূপ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন না।

**৭.২৬** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ وَعَبْيَدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ حِينَ قَالَ لَهُ أَهْلُ الْأَفْلَكَ مَا قَالُوا وَكُلُّ حَدَّثَنِي طَائِفَةٌ مِنَ الْحَدِيثِ قَالَتْ فَاضْطَجَعَتْ عَلَى فِرَاشِي وَأَنَا حِينَئِذٍ أَعْلَمُ أَنِّي بِرِيَّةٌ وَأَنَّ اللَّهَ يُبَرِّئُنِي وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ يُنْزِلُ فِي شَانِي وَحْيًا يُتْلِي وَلَشَانِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِي بِإِمْرِ يُتْلِي ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ : إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُ بِالْأَيْفِكِ الْعَشْرَ آلِيَاتٍ كُلَّهَا-

**৭০৩৬** ইয়াহ্যাইয়া ইব্ন বুকায়র (র)..... ইব্ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে উরওয়া ইব্ন বুকায়র, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব, আলকামা ইব্ন ওয়াকাস, উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ (র), আয়েশা রা)-এর হাদীস সম্পর্কে বলেছেন। তাঁকে যখন অপবাদকারিগণ অপবাদ দিয়েছিল। ইব্ন শিহাব (র) বলেন, ধর্মনাকারীদের এক একজন সে সম্পর্কে আমার কাছে হাদীসের এক এক অংশের বর্ণনা করেছেন। আয়েশা রা) বলেন, এর দরুন আমি আমার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। অথচ আমি তখন জানি, আমি নির্দোষ পরিত্র এবং আল্লাহ আমাকে নির্দোষ বলে প্রমাণ করবেন। আল্লাহর কসম! কিন্তু আমার মর্যাদা আমার কাছে এরূপ প্রযুক্ত ছিল না যে, এ ব্যাপারে ওই নায়িল করবেন। যা তিলাওয়াত করা হবে আমার মর্যাদা আমার কাছে র চাইতে তুচ্ছ ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা আমার বিষয়ে এমন কোন কালাম করবেন যা তিলাওয়াত করা বে। এ প্রসঙ্গে মহামহিম আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন : যারা এমন জগন্য অপবাদ এনেছে ..... পূর্ণ দশটি আয়াত।

**৭.২৭** حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْعِرٌ عَنْ عَدَى بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَأَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ وَالْتِيْنِ وَالزَّيْتُونِ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ -

**১০৩৭** আবু নুআয়ম (র).....বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে এশার নামাযে রা শুনেছি। তাঁর চেয়ে সুন্দর স্বর কিংবা তাঁর চেয়ে সুন্দর কিরাআত আর রো থেকে আমি শুনিনি।

**৭.২৮** حَدَّثَنَا حَاجَاجُ بْنُ مَنْهَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَّابٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مُتَوَارِيًّا بِمَكَّةَ وَكَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَإِذَا سَمِعَ الْمُشْرِكُونَ سَبُوا الْقُرْآنَ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَتُخَافِتْ بِهَا -

**০৩৮** হাজাজ ইব্ন মিনহাল (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মকায় পনে থাকতেন। আর তিনি উচ্চস্থরে (তিলাওয়াত) করতেন। যখন তা মুশরিক্রা শুনল, তারা কুরআন ও র বাহককে গালমন্দ করল। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ কে জানিয়ে দিলেন, আপনি আপনার মায়ে কুরআন উচ্চস্থরেও পড়বেন না এবং খুব চুপে চুপেও পড়বেন না।

**৭.২৯** حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الدُّخْرِيِّ قَالَ لَهُ أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنْمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنْمَكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَأَرْسَلْتَكَ بِالنَّذَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤْذِنِ جِنًّا وَلَا إِنْسَنًّا وَلَا شَيْءًا إِلَّا شَهَدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৭০৩৯ ইসমাঈল (র)..... আবু সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান ইবন আবু সাসাআ (র)-কে বললেন, আমি তোমাকে লক্ষ্য করছি, তুমি বক্রীপাল ও ময়দানকে ভালবাস। সুতরাং তুমি যখন বক্রীর পাল কিংবা ময়দানে থাকবে, তখন নামাযের জন্য উচ্চস্থরে আযান দেবে। কারণ মুআব্যিনের আযানের স্বর যতদূর পৌছবে, ততদূরের জিন, ইনসান, অন্যান্য জিনিস যারাই শুনবে, কিয়ামতের দিন তারা তার সপক্ষে সাক্ষী দেবে। আবু সাঈদ (রা) বলেন, আমি এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি।

৭.৪. حَدَّثَنَا قَبِيْحَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَّانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسِهِ فِي حَجَرِيِّ وَأَنَا حَائِضٌ۔

৭০৪০ কাবীসা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন কুরআন পাঠ করতেন তখন তাঁর মাথা মুবারক থাকত আমার কোলে অথচ আমি তখন ঝাতুমতী অবস্থায় ছিলাম।

## ۳۱۰۰ بَابٌ : فَاقْرُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

৩১৫৫. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : কাজেই কুরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ ততটুটু আবৃত্তি কর (৭৩ : ২০)

৭.৪১ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبِيرِ أَنَّ الْمَسْوَرَ ابْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ الْقَارِيِّ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابَ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَمْعَتُ لِقْرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئُنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَدِّتُ أُسَارِهِ فِي الصَّلَاةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَّيْتُهُ بِرَدَائِهِ، فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةِ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُهَا قَالَ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ كَذَبْتُ أَقْرَأَنِيهَا عَلَى غَيْرِ مَا قَرَأَتْ فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقْوَدُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِئُنِيهَا فَقَالَ أَرْسِلْهُ أَقْرَأً يَا هِشَامُ فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَذَلِكَ أَنْزَلْتُهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأً يَا عُمَرُ فَقَرَأَتُ الَّتِي أَقْرَأَنِي فَقَالَ كَذَلِكَ أَنْزَلْتُ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ۔

৭০৪১ ইয়াহুইয়া ইবন বুকায়র (র)..... মিসওয়ার ইবন মাখরামা (র) ও আবদুর রহমান ইবন আবদুল ক্ষারী (র) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে উমর ইবন খাতাব (রা)-কে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবন্দশায় আমি হিশাম ইবন হাকীম (রা)-কে (নামাযে) সুরায়ে ফুরকান তিলাওয়াত

করতে শুনেছি। আমি একাগ্রচিন্তে তাঁর তিলাওয়াত শুনছিলাম। তিনি এমন অনেকগুলো শব্দ তিলাওয়াত করছিলেন, যেগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তিলাওয়াত করাননি। এতে আমি তাঁকে নামাযরত অবস্থায় ধরে ফেলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সালাম ফেরানো পর্যন্ত আমি ধৈর্য ধরলাম। তারপর আমি তাঁর চাদর দিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম। আর বললাম, আমি তোমাকে যে সূরা পাঠ করতে শুনলাম, তা তোমাকে কে শিখিয়েছে? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ। আমি বললাম, তুমি মিথ্যে বলেছ, তিনি আমাকে শিখিয়েছেন, তবে তোমার কিরাআতের মত নয়। তারপর আমি তাঁকে টেনে টেনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে চললাম। এরপর, আমি বললাম, আমি শুনলাম একে ভিন্ন শব্দ দ্বারা সূরা ফুরকান পাঠ করতে, যা আপনি আমাকে শিখাননি। তিনি (নবী ﷺ) বললেন : আচ্ছা, তাকে ছেড়ে দাও। তুমি পড়, হে হিশাম! এরপর আমি যেরূপ কিরাআত শুনেছিলাম তিনি সেরূপ কিরাআত পড়লেন। নবী ﷺ বললেন : কুরআন অনুরূপই অবতীর্ণ হয়েছে। নবী ﷺ বললেন : হে উমর! তুমি পাঠ কর। আমি সেভাবে পড়লাম যেভাবে আমাকে শিখানো হয়েছিল। নবী ﷺ বললেন : এরূপই অবতীর্ণ হয়েছে। এ কুরআন সাত হরফে (পাঠ) নাযিল করা হয়েছে। অতএব যেভাবে সহজ হয়, তা সেভাবে তোমরা পাঠ কর।

**٣١٥٦ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ وَلَقَدْ يَسْرَنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ يَذْكُرُ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلُّ مُيْسَرٍ لِمَا خَلَقَ لَهُ مُيْسَرٌ مُهْبِيًّا وَقَالَ مُجَاهِدٌ يَسْرَنَا الْقُرْآنَ بِلِسَانِكَ هُوَ نَا قِرَاءَتُهُ عَلَيْكَ-**

৩১৫৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহু তা'আলার বাণীঃ আমি কুরআন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ প্রহণের জন্য। অতএব উপদেশ প্রহণকারী আছে কি? (৪৫ : ৩২)। নবী ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক ব্যক্তি যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সে কাজ সহজ করে দেয়া হয়। অর্থ মিসর। মুজাহিদ (র) বলেন—**يَسْرَنَا الْقُرْآنَ بِلِسَانِكَ** তিলাওয়াত আপনার জন্য সহজ করে দিয়েছি

**٧.٤٢ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنِي مُطَرْفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ أَنَّ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ فِيمْ يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ قَالَ كُلُّ مَيْسَرٍ لِمَا خَلَقَ لَهُ-**

**৭০৪২** আবু মামার (র)..... ইমরান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমলকারীরা কিসে আমল করছে ? তিনি বললেন, যাকে যে কাজ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সে কাজ করা সহজ করে দেওয়া হয়।

**٧.٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غَنْدَرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ سَمِعَا سَعْدَ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَىٰ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ عُودًا فَجَعَلَ تَكْتُ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ مَامِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا كَتَبَ**

مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوا إِلَّا نَتَكَلُّ ؟ قَالَ اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسِّرٍ فَأَمَّا مَنْ أَعْطِيَ وَأَنْقَى الْآيَةِ -

৭০৪৩ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)..... আলী (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার কোন জানায়ায় ছিলেন। তারপর তিনি একটি কাঠের টুকরা হাতে নিয়ে তা দিয়ে ঘাসি খোচাছিলেন এবং বলছিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার ঠিকানা জাহানাম কিংবা জাহানাতে নির্ধারিত করা হয়নি। সাহাবীগণ বললেন, তা হলে আমরা কি এর উপর ভরসা করব না? তিনি বললেন : তোমরা আমল করতে থাক। ফামাম মন আবেদ ও অন্ত আয়াত প্রত্যেককেই সহজ করে দেয়া হয়। (অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : তোমরা আমল করতে থাক। —সুতরাং কেউ দান করলে, মুস্তাকী হলে.....।

٢١٥٧ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ : بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَخْفُوظٍ ، وَالظُّورُ وَكِتَابٌ مَسْنُطُورٌ ، قَالَ قَنَادَةُ مَكْتُوبٍ : يَسْتَطِرُونَ يَخْطُونَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ جُمِلَةُ الْكِتَابِ وَأَصْلُهُ ، مَا يَلْفَظُ مَا يَتَكَلُّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كَتَبَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ يَكْتُبُ الْخَيْرُ وَالشَّرُّ ، يُحَرِّفُونَ يَزِيلُونَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَزِيلُ لَفْظَ كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ اللَّهِ وَلَكِنَّهُمْ يُحَرِّفُونَهُ يَتَاوَلُونَهُ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ دِرَاسَتِهِمْ تِلَاقُهُمْ وَاعِيَّهُ حَافِظَهُ وَتَعِينَهُ وَتَحْفَظُهُمَا وَأُوحِيَ هَذَا الْقُرْآنُ لِأَنْذِرَكُمْ بِهِ يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ وَمَنْ بَلَغَ هَذَا الْقُرْآنَ فَهُوَ لَهُ نَذِيرٌ ، وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ رَبِّي عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِمَا قَضَى اللَّهُ الْخَلْفَ كَتَبَ كِتَابًا عِنْدَهُ غَلَبَتْ أَوْ قَالَ سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضِيبَيْ وَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ -

৩১৫৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : বস্তুত এটি সম্মানিত কুরআন, সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ (৮৫ : ২১, ২২) শপথ তূর পর্বতের। শপথ কিতাবের, যা লিখিত আছে। (৫২ : ১, ২)

কাতাদা (র) বলেন, অর্থ লিপিবদ্ধ ‘যিস্তরুন’ অর্থ তারা লিখেছে অর্থাত কিতাবের শ্বেত ও মূল অর্থ যা কিছু বলা হয়, তা লিপিবদ্ধ হয়। এর ব্যাখ্যায় ইবন আব্রাস (রা) বলেন, ভালমন্দ সব লিপিবদ্ধ করা হয়। এর অর্থ পরিবর্তন করা। এমন কেউ নেই, যে আল্লাহর কোন কিতাবের শব্দ পরিবর্তন করতে পারে। তবে তারা তাহরীফ তথা অপব্যাখ্যা করতে পারে। অর্থ তাদের তিলাওয়াত, অর্থ সংরক্ষণকারী, অর্থ সংরক্ষণ করে। এবং এই কুরআন আমার নিকট প্রেরিত হয়েছে, যেন তোমাদেরকে এর ধারা আমি সতর্ক করি (৬ : ১৯)। অর্থাৎ মক্কাবাসী এবং যাদের কাছে এ কুরআন প্রচারিত হবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জন্য সর্তককারী। আমার কাছে খালীফা (র) বলেছেন, মুতামির (র)..... আবু হুয়ায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ যখন তাঁর মাখলুকাত সৃষ্টি করলেন, তাঁর কাছে একটি কিতাব লিপিবদ্ধ

রাখলেন। “আমার গবেষের উপর আমার রহমত প্রবল হয়েছে” এটি তাঁর কাছে আরশের ওপর সংরক্ষিত রয়েছে।

٧٠٤٤

حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ غَالِبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا  
مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيْ يَقُولُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَبَا رَافِعِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرِيْرَةَ  
يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ إِنَّ يَخْلُقُ الْخَلْقَ إِنَّ  
رَحْمَتِيْ سَبَقَتْ غَضَبِيْ فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ -

৭০৪৪ | মুহাম্মদ ইব্ন আবু গালিব (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার পূর্বে একটি লেখা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তা হলো “আমার ক্রোধের উপর আমার রহমত অগ্রগামী রয়েছে” এটি তাঁরই নিকটে আরশের ওপর লিপিবদ্ধ আছে।

٢١٥٨ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ وَاللَّهُ خَلَقُكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ، إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ ، وَيَقَالُ  
لِلْمُصَوِّرِينَ أَخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ، إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ  
أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَتَّىٰ شَمْسًا وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ  
وَالشَّجُومُ مُسَخْرَاتٍ بِإِمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ، قَالَ ابْنُ  
عَيْنَيْنَةَ بَيْنَ اللَّهِ الْخَلْقَ مِنْ الْأَمْرِ لِقَوْلِهِ : أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ وَسَمَّى الشَّبِيْعَ  
الْأَيْمَانَ عَمَلاً ، قَالَ أَبُو ذِئْرٍ وَأَبُو هُرِيْرَةَ سُئِلَ الشَّبِيْعُ ﷺ أَئِ الْأَعْمَالُ أَفْضَلُ ؟ قَالَ  
إِيمَانُ بِاللَّهِ وَجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ ، وَقَالَ جَزَاءُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ، وَقَالَ وَفَدُ عَبْدِ  
الْقَيْسِ لِلشَّبِيْعَ ﷺ مُرْنَا بِجَمْلِ مِنَ الْأَمْرِ إِنَّ عَمَلَنَا بِهَا دَخَلْنَا الجَنَّةَ ، فَأَمَرَهُمْ  
بِالْأَيْمَانِ بِاللَّهِ وَالشَّهَادَةِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزُّكَوةِ فَجَعَلَ ذَلِكَ كُلُّهُ عَمَلاً

৩১৫৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলা'র বাণীঃ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরি কর তাও (৩৭ : ৯৬)। আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে (৫৪ : ৪৯)। ছবি নির্মাতাদের বলা হবে, তোমরা যা তৈরি করেছ, তাতে জীবন দাও। তোমাদের প্রতিপালক যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন। তারপর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হন। তিনিই দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যেন এদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রাঙ্গি যা তাঁর আজ্ঞাধীন, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। জেনে রাখ সৃজন ও আদেশ তাঁরই। মহিমময় জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ (৭ : ৫৪)

ইবন উয়ায়না (র) বলেন, আল্লাহ খালককে আম্র থেকে পৃথক করে বর্ণনা করেছেন। কেননা তার বাণী হলো : لَهُ الْخُلُقُ وَالْأَمْرُ - জেনে রাখ সূজন ও আদেশ তাঁরই। নবী ﷺ-এর আমল বলে উল্লেখ করেছেন। আবু যার (র) ও আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন : আল্লাহর প্রতি ইমান আনা, তাঁর রাস্তায় জিহাদ করা। মহান আল্লাহ বলেন : جِزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - এটা তাদের কাজেরই প্রতিদান। আবদুল কায়সের প্রতিনিধি দল নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, আমাদের কিছু সংক্ষিপ্ত বিষয়ের নির্দেশ দিন, যেগুলো মেনে চললে আমরা জানাতে প্রবেশ করতে পারব। তিনি তাদের আল্লাহর প্রতি ইমান আনা, রাসূলের রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান, নামায কায়েম করা এবং যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিলেন। এসবকেই তিনি আমলরূপে উল্লেখ করেছেন।

**٧.٤٥** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِيهِ قِلَّابَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ زَهْدِمٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَيْنَ الْأَشْعَرِيِّينَ وَدُوَّاً وَأَخَاءً فَكُنَّا عِنْدَ أَبِيهِ مُوسَى الْأَشْعَرِ فَقَرِبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ لَحْمٌ دَجَاجٌ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمٍ اللَّهُ كَانَهُ مِنَ الْمُوَالِيِّ فَدَعَاهُ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَدَرْتُهُ فَحَلَفْتُ لَا أَكُلُهُ فَقَالَ هُلُمْ فَلَاحَدِثُكَ عَنْ ذَلِكَ إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي نَفْرٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْحَمَلَهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ بِنَهَبٍ أَيْلِ فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ أَيْنَ النَّفَرُ الْأَشْعَرِيُّونَ فَأَمَرَ بِخَمْسٍ ذَوَدٍ غَرَّ الدَّرَى ثُمَّ أَنْطَلَقْنَا قُلْنَا مَا صَنَعْنَا حَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحْمِلُنَا وَمَا عِنْدُهُ مَا يَحْمِلُنَا ثُمَّ حَمَلْنَا تَغْفَلْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمِينَهُ وَاللَّهُ لَا نَفْلَحُ أَبَدًا فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ فَقَالَ لَسْتُ أَنَا أَحْمِلُكُمْ وَلَكُنَّ اللَّهُ حَمَلَكُمْ إِنِّي وَاللَّهِ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَارِي গীরুহা খিরা مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتَ الدَّيْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَتَحَلَّلْتَهَا -

**৭০৪৫** আবদুল্লাহ ইবন আবদুল ওয়াহহাব (র)..... যাহদাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জারমের এ গোত্রের সাথে আশ'আরী গোত্রের গভীর ভালবাসা ও ভাতৃত্ব ছিল। এক সময় আমরা আবু মুসা আশ'আরী (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তাঁর কাছে খাবার আনা হল। এতে মুরগীর গোশতও ছিল। এ সময় তাঁর নিকট বনী তায়মুল্লাহর এক ব্যক্তি ছিল। সে (দেখতে) যেন আয়দকৃত গোলাম (অনারব)। তাকেও আবু মুসা (রা) থেতে ডাকলেন। সে বলল, আমি মুরগীকে এমন কিছু জিনিস থেতে দেখেছি, যার ফলে এটি থেতে আমি ঘৃণা করি। এই জন্য কসম করেছি, আমি তা আর খাব না। আবু মুসা (রা) বললেন, তুমি এদিকে এসো, এ সম্পর্কে আমি তোমাকে একটি হাদীস শোনাব। আমি এক সময় আশ'আরী গোত্রের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে নবী ﷺ-এর কাছে বাহন চাওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছি। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের বাহন দেব না। আর তোমাদের দেওয়ার মত আমার কাছে বাহন নেই। তারপর নবী ﷺ-এর

কাছে গনীমতের কিছু উট আনা হলে তিনি আমাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন, আশ'আরীদের দলটি কোথায়? তারপর তিনি পাঁচটি মোটা তাজা ও উন্নত উট আমাদের দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। আমরা এগুলো নিয়ে ফিরার পথে বলতে লাগলাম, আমরা যে কি কর্মটি করলাম! নবী সান্দেহজনক  
প্রতিষ্ঠান কসম করে বললেন, আমাদের বাহন দেবেন না। এবং তাঁর কাছে দেওয়ার মত বাহন নেই। তারপরও তো তিনি আমাদের বাহন দিয়ে দিলেন। হয়ত আমরা তাঁকে তাঁর কসম সম্পর্কে অজ্ঞাত অবস্থায় পেয়েছি। আল্লাহ'র কসম! আমরা কখনো সফলকাম হবো না। তাই আমরা তাঁর কাছে আবার গেলাম এবং তা তাঁকে বললাম। তিনি বললেনঃ আমি তোমাদের বাহন দেইনি, বরং দিয়েছেন আল্লাহ'। আল্লাহ'র কসম! আমি কোন বিষয়ে কসম করি যদি তার বিপরীতে মঙ্গল দেখতে পাই, তবে তা করে নেই এবং (কাফ্ফারা দিয়ে) কসম থেকে বের হয়ে আসি।

٧.٤٦

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ الضُّبْعَاعِيُّ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ قَدِمْ وَفَدْ عَبْدُ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَّ، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ حُرُمٍ، فَمَرِنَا بِجُمْلٍ مِنَ الْأَمْرِ إِنْ عَمَلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَنَدْعُوْا إِلَيْهَا مَنْ وَرَأَنَا قَالَ امْرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَإِنَّهَا كُمْ عَنْ أَرْبَعِ امْرُكُمْ بِالْأَيْمَانِ بِاللَّهِ وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الْأَيْمَانِ بِاللَّهِ، شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَأَيْتَاءِ الزَّكَةِ، وَتَعْطُوْا مِنَ الْمَفْنَمِ الْخَمْسَ، وَإِنَّهَا كُمْ عَنْ أَرْبَعِ لَا تَشْرِبُوا فِي الدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالظَّرُوفِ الْمُزَفَّةِ وَالْحَنْتَمَةِ -

**৭০৪৬** আম্র ইব্ন আলী (র).....আবু জামরা দুবায়ী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আবুবাস (রা)-কে বললাম। তিনি বললেন, আবদুল কায়সের প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ সান্দেহজনক  
প্রতিষ্ঠান-এর কাছে এসে বলল, আমাদের এবং আপনাদের মাঝখানে মুয়ার গোত্রের মুশরিকদের বসবাস। যদ্বরূপ আমরা সম্মানিত মাস (আশহুরে হুরুম) ছাড়া আর কোন সময় আপনার কাছে আসতে পারি না। সুতরাং আমাদের সংক্ষিপ্ত কিছু বিষয়ের নির্দেশ দিন, যা মেনে চললে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করব এবং আমরা যাদের রেখে এসেছি তাদেরও আহবান জানাতে পারব। নবী সান্দেহজনক  
প্রতিষ্ঠান বললেনঃ আমি তোমাদের চারটি বিষয়ের নির্দেশ দিছি। আর তোমরা জান কি, আল্লাহ'র প্রতি ঈমান আনা কাকে বলেঃ তা হলো, সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ' ছাড়া কোন ইলাহ নেই, নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া, গনীমতের মালের এক পঞ্চামাংশ দেওয়া। তোমাদের চারটি বিষয় থেকে নিষেধ করছি, (তা হলো) লাউয়ের খোল দ্বারা তৈরি পাত্রে, খেজুর গাছের মূল খোদাই করে তৈরি পাত্রে, আলকাত্রা জাতীয় (রাসায়নিক) দ্রব্য দিয়ে প্রলেপ দেওয়া পাত্রে, মাটির সবুজ ঘটিতে তোমরা পান করবে না।

٧.٤٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيِوْا مَا خَلَقْتُمْ -

৭০৪৭ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এসব ছবি নির্মাতাকে কিয়ামতের দিন আয়াব দেওয়া হবে । তখন তাদেরকে হ্রকুম করা হবে তোমরা যা তৈরি করেছ, তাতে প্রাণ দাও ।

٧.٤٨ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعَمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيِوْا مَا خَلَقْتُمْ -

৭০৪৮ আবু নুমান (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : এসব ছবি নির্মাতাকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে । আর তাদের বলা হবে, যা তোমরা সৃষ্টি করেছ, তা জীবিত কর ।

٧.٤٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ : وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَحْلَقِيْ فَلَيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً -

৭০৫০ মুহাম্মদ ইবন আলা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি । তিনি বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন : তাদের অপেক্ষা বড় যালিম আর কে হতে পারে যে আমার সৃষ্টির সদৃশ সৃষ্টি করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে ? তা হলে তারা একটা শস্যদানা কিংবা যব তৈরি করুক ।

২১০৯ بَابُ قِرَاءَةِ الْفَاجِرِ وَالْمُنَافِقِ وَأَصْنَوَاتِهِمْ وَتِلَاؤَهُمْ لَا يَجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ৩১৫০. অনুচ্ছেদ ৪ গুনাহগার ও মুনাফিকের কিরাআত, তাদের স্বর ও তাদের কর্তৃতালী অতিক্রম করে না

٧.০. حَدَّثَنَا هُدَبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْأَرْجَةِ طَعْمُهَا طَيْبٌ وَرِيحُهَا طَيْبٌ، وَالَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْتَّمَرَةِ طَعْمُهَا طَيْبٌ وَلَا رِيحٌ لَهَا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرِّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيْبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرُّ وَلَا رِيحٌ لَهَا -

**৭০৫০** হুদবা ইবন খালিদ (র)..... আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : কুরআন তিলাওয়াতকারী ঈমানদারের উদাহরণ উত্তরজ্ঞার (কমলালেবু) মত। এর স্বাদও উভয় এবং স্নানও হৃদয়গ্রাহী। আর যে মু'মিন কুরআন তিলাওয়াত করে না তার উদাহরণ যেন খেজুর। এটি খেতে স্বাদ বটে, তবে তার কোন সুস্নাগ নেই। কুরআন তিলাওয়াতকারী গুনাহগার ব্যক্তিটি সুগন্ধি ঘামের তুল্য। এর স্নাগ আছে বটে, তবে স্বাদে তিক্ত। আর যে অতি গুনাহগার হয়ে আবার কুরআনও তিলাওয়াত করে না সে মাকাল ফলের মত। এ ফল স্বাদেও তিক্ত এবং এর কোন সুস্নাগও নেই।

**৭.০১** حَدَّثَنَا عَلَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا هَشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَوْدَثَنِيْ  
أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ  
يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ بْنُ الزُّبَيرِ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيرِ قَالَتْ عَائِشَةُ سَالَ أَنَّاسٌ  
النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْكَهَانِ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِشَيْءٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّهُمْ  
يُحَدِّثُونَ بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَلْكَ الْكَلْمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطُفُهَا الْجِنِّيُّ  
فَيُقْرِفُهَا فِي أَذْنِ وَلِيِّهِ كَفَرْقَرَةِ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُونَ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةِ -

**৭০৫১** আলী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন নবী ﷺ-কে জ্যোতিষদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, তারা মূলত কিছুই নয়। তারা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলল্লাহ! কখনো কখনো তারা তো এমন কিছু কথাও বলে ফেলে যা সত্য হয়। এতে নবী ﷺ বললেন : এসব কথা সত্য। জীবনে এসব কথা প্রথম শোনে, (মনে রেখে) পরে এদের দোসরদের কানে মুরগির মত করকর রবে নিষ্কেপ করে দেয়। এরপর এসব জ্যোতিষী সামান্য সত্যের সাথে শত মিথ্যার মিশ্রণ ঘটায়।

**৭.০২** حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ أَبْنُ مَيْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ  
سِيرِينَ يُحَدِّثُ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ  
يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قَبْلِ الْمَشْرِقِ وَيَقْرُؤُنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ ثُرَاقِيهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنِ الدِّينِ  
كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ إِلَى فَوْقِهِ قِيلَ مَا  
سِيمَا هُمْ قَالَ سِيمَا هُمُ التَّحْلِيقُ أَوْ قَالَ التَّسْبِيدُ -

**৭০৫২** আবু নুমান (র)..... আবু সাইদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : পূর্বাঞ্চল থেকে একদল লোকের অভ্যন্তর ঘটবে। তারা কুরআন পাঠ করবে, তবে তাদের এ পাঠ তাদের কষ্টনালী অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে শিকার (ধনুক) থেকে তীর বেরিয়ে যায়। তারা আর ফিরে আসবে না, যে পর্যন্ত তীর ধনুকের ছিলায় না আসে। বলা হল, তাদের আলামত কি? তিনি বললেন, তাদের আলামত হল মাথা মুণ্ডন।

٣٦٠. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ تُوزَنُ وَقَالَ مُجَاهِدُ الْقِسْطَاسِ الْعَدْلُ بِالرُّؤْمِيَّةِ، وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ، وَأَمَا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ

৩১৬০. অনুচ্ছেদ ৪ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায়বিচারের মানদণ্ড (২১ : ৪৭)। আদম সন্তানদের আমল ও কথা পরিমাপ করা হবে। মুজাহিদ (র) বলেন, রুমীদের (ইটালীয়দের) ভাষায় অর্থ ন্যায় ও ইনসাফ। শব্দমূল হল মিস্টেক্স। অপর পক্ষে অর্থ কিস্তি (কিস্ত) জালিম।

**٧.٥٢** حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَكَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْدَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَلِمَتَانِ حَبِّيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ حَفِيْفَتَانِ عَلَى الْإِسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

**৭০৫৩** আহমাদ ইবন আশকাব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : দু'টি কলেমা (বাণী) রয়েছে, যেগুলো দয়াময় আল্লাহর কাছে অতি প্রিয়, উচ্চারণে খুবই সহজ (আমলের) পালায় অত্যন্ত ভারী। (বাণী দু'টি হচ্ছে), সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম'-- আমরা আল্লাহ তা'আলার প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, মহান আল্লাহ অতীব পবিত্র।

(تَمَ صَحِّحُ الْأَمَامُ الْبُخَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)

বাংলায় ইসলামিক বই ডাউনলোড করতে ভিজিট করুনঃ ইসলামি বই ডট ওয়ার্ড্প্রেস ডট কম।



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ